প্রথম প্রকাশ : ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫ অগস্ট, ১৯৫৯
মন্মথ দাশ কর্তৃক মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৭৪৩৩০২ থেকে প্রকাশিত এবং
দেবব্রত সেন কর্তৃক মহাদিগন্ত মুদ্রণী, বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৭৪৩৩০২ থেকে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ : রণেন আয়ন দত্ত

আমার বাবা-মা
শ্রীকুমুদবন্ধু দাশ
শ্রীমতী ছবি দাশ-কে
পরম শ্রদ্ধায় নিবেদিত

সূচীপত্র

লেখকের নিবেদন ৯-১৬

প্রথম অধ্যায়

সনেটের জন্মকথা। পেত্রার্কার সনেট। ইতালীয় সাহিত্যে সনেট ১৭-৪৮
সনেটের জন্মকথা ১৭, পেত্রার্কার সনেট ২৩, ইতালীয় সাহিত্যে সনেট ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে সনেট-কলাকৃতির বিবর্তন ৪৯-৮৩
ফরাসি সনেট ৪৯, ইংরেজি সনেট ৬০

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন ঃ মধুসূদন ৮৪-১২০
বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন ৮৪, মধুসূদনের সনেটের গঠন পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস ৮৯, মধুসূদনের সনেটের আবর্তনসন্ধি ৯৬, মধুসূদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষা ১০২, মধুসূদনের সনেটের বিষয়বৈচিত্র্য ১১০

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ মধুসূদন-অনুসারী কবিগণ ১২১-১৩৪
রামদাস সেন ১২১, রাধানাথ রায় ১২৪, রাজকৃষ্ণ রায় ১২৯

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ রবীন্দ্রনাথ ১৩৫-১৬২
রবীন্দ্রনাথের সনেটের মিলবিন্যাস ও সনেট-রীতি ১৩৫, রবীন্দ্রনাথের সনেটে আবর্তনসন্ধি ১৫০, রবীন্দ্রনাথের সনেটের ছন্দ ও ভাষা ১৫৩, রবীন্দ্র-সনেটের বিষয়বৈচিত্র্য ১৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ নবরোমান্টিক পর্বের কবিগণ ১৬৩-২১৭

দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৬৩, গোবিন্দ চন্দ্র দাস ১৮০, অক্ষয়কুমার বড়াল ১৯০, কামিনী রায় ১৯৮, নবরোমান্টিক পর্বের অন্যান্য সনেটকার ২১০, সনেটে নবরোমান্টিক পর্বের ফলশ্রুতি ২১৩

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ রবীন্দ্র-সাময়িক কবিসমাজ ২১৮-২৮৮

রজনীকান্ত সেন ২১৮, নবকৃষ্ণ-ঘোষ ২১৯, প্রমথ চৌধুরী ২২২, রসময় লাহা, ২৩৬, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ২৪০, চিত্তরঞ্জন দাস ২৪১, প্রিয়ম্বদা দেবী ২৪৬, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২৪৮, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ২৫২, রমণীমোহন ঘোষ ২৫৬, সরোজকুমারী দেবী ২৫৯, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২৬১, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ২৬৬, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ২৬৮, কালিদাস রায় ২৭০, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ২৭২, হেমেন্দ্রলাল রায় ২৭৩, নিরুপমা দেবী ২৭৫, এই পর্বের অন্যান্য সনেটকার ২৭৭, সনেটে রবীন্দ্র সাময়িক পর্বের ফলশ্রুতি ২৮৪

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ 'আধুনিক' পর্বের কবিগণ ২৮৯-৩৯৮

মোহিতলাল মজুমদার ২৮৯, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৯৯, সুশীলকুমার দে ৩০৪, জীবনানন্দ দাশ ৩০৮, প্রমথনাথ বিশী ৩১৪, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৩২১, অমিয় চক্রবর্তী ৩২৯, রাধারাণী দেবী ৩৩২, হুমায়ুন কবির ৩৩৫, অজিত দত্ত ৩৩৮, বুদ্ধদেব বসু ৩৪৬, বিষ্ণু দে ৩৫৮, 'আধুনিক'-পর্বের অন্যান্য সনেটকার ৩৭১, সনেটে 'আধুনিক' পর্বের ফলশ্রুতি ৩৮৯

নির্দেশপঞ্জী ৩৯৯-৪০৪

লেখকের নিবেদন

এখন থেকে প্রায় সাত-শ' বছর আগে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজসভার কোন একজন কবির বাণীসাধনায় দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে কাব্য-সংসারে সনেট-কলাকৃতির আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য পরবর্তী শতকে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ ফ্রাঞ্চেস্কো পেত্রার্কার হাতেই এই সনেট পরম উৎকর্ষ লাভ করে। তাই ইতালীয় সনেট মূলত পেত্রার্কার নামেই চিহ্নিত। পেত্রার্কার পরে ইতালিতে—এবং শুধুমাত্র ইতালিতেই নয়—নবজন্মোত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সনেট গীতিকাব্যের অন্যতম মুখ্য বাহন হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পর্বে কাব্য-সাহিত্যের নানা রূপান্তর হওয়া সত্ত্বেও একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত সনেট-কলাকৃতি অনুশীলিত হয়ে এসেছে।

পেত্রার্কার সনেটই ক্লাসিকাল সনেট-রীতির আদর্শ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পর্বে এই ক্লাসিকাল সনেট-আদর্শ যেমন গভীর আগ্রহে গৃহীত ও অনুশীলিত হয়েছে তেমনি কাব্য-কলাকৃতি হিসাবে এর বিবর্তনও কম হয় নি। বিভিন্ন দেশে সনেট-কলাকৃতির এই বিবর্তিত রূপকে সমালোচকেরা বলেছেন সনেটের রোমান্টিক-রীতি। সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ রূপনির্মাণে সনেটের ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির মধ্যে কলাকৃতি হিসাবে ক্লাসিকাল রীতিই যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ অল্প। তবে সনেট-কলাকৃতির বিবর্তন-ধারায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রোমান্টিক-রীতিকেও সমালোচকেরা অবহেলা করেন নি। সংগীত জগতে মার্গ-সংগীতের সঙ্গে লঘু সংগীতের যে পার্থক্য কাব্যসংসারে ক্লাসিকাল রীতির সনেটের সঙ্গে রোমান্টিক রীতির পার্থক্যও তদনুরূপ।

সনেটের জন্মের প্রায় ছয়-শ' বছর পরে ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ মধুসূদন গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করেন। ১৮৬০ সালে রচিত তাঁর 'কবি মাতৃভাষা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট। আমরা এই গ্রন্থে ১৮৬০ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় (১৯১৪) জন্মেছেন এমন কবির ১৯৬০ সালের মধ্যে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত মৌলিক সনেটের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থে বাংলা

ভাষার এক-শ' বছরের সনেট-ইতিহাস পর্যালোচিত হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত কোন কোন কবির দু'একটি কাব্যগ্রন্থ আমরা কোন সূত্র থেকেই দেখবার সুযোগ পাই নি। সুতরাং ঐ সমস্ত গ্রন্থে যদি কোন সনেট থেকে থাকে তা আমাদের আলোচনার বাইরে রয়েছে। যে-সব সনেট সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি, সে-গুলিও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সনেট-কলাকৃতির বিষয়ে অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে তেমন সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় নি। সনেট-সম্পর্কে যে দু একটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তাও নানা কারণে আমার নিকট অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রত্যেক বাঙালি কবির প্রায় প্রত্যেকটি সনেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সনেট-কলাকৃতির আনুপূর্বিক আলোচনার সূত্রপাত করা হলো। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে আরো যোগ্যজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে সবিনয়ে এমন প্রত্যাশা পোষণ করি।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সনেট-কলাকৃতির জন্মের ইতিহাস আলোচনা করে ক্লাসিকাল পেত্রার্কান সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছি। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পেত্রার্কার সনেট-কলাকৃতিকে একটি শিল্প-দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এই সনেট-দর্শনের নামকরণ করেছেন 'আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব'। আমরাও ক্লাসিকাল সনেটের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এই 'আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব'কে গ্রহণ করেছি। অবশ্য পেত্রার্কার জীবন-সাধনায় সে-তত্ত্ব যে-অর্থে সত্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন কবির মানসিকতা ও শিল্প প্রকরণে তা একই অর্থে প্রযোজ্য হবে একথা সম্ভবত অধ্যাপক ভট্টাচার্যও মনে করেন নি, আমরাও এই তত্ত্বকে আমাদের আলোচনায় সম্প্রসারিত অর্থেই ব্যবহার করেছি।

বাংলা-সনেট রচনায় ইতালীয়, ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব কার্যকর হয়েছে বলে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায়ে উল্লিখিত তিন দেশের সনেটের ইতিহাস ও কলাকৃতির বিচার বিশ্লেষণ করেছি। পরবর্তী ছয় অধ্যায়ে এক-শ' বছরের বাংলা সনেটের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যেক কবির সনেট-কলাকৃতির স্বরূপ, ছন্দ ও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শতবর্ষের কাব্যসাধনায় বাংলাভাষার নিজস্ব কোন সনেটরীতির উদ্ভব হয়েছে কিনা তার প্রতিও ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে,

বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, এই আলোচনায় মুখ্যত কলাকৃতিরই বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কাব্যোৎকর্ষের নয়।

এই গ্রন্থে ইতালীয় পেত্রার্কান সনেটকে ক্লাসিকাল এবং ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে সনেটের বিবর্তিত সহজিয়া রূপকে রোমান্টিক সনেট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট প্রবর্তন করে তার নামকরণ করেছিলেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'। কিন্তু এই নামকরণে সনেটের স্বরূপ-লক্ষণ পূর্ণভাবে ধরা পড়ে নি বলে আমরা বিদেশি 'সনেট' নামটিই গ্রহণ করেছি। এই আলোচনায় চতুর্দশপদের কবিতা মাত্রকেই সনেট বলে স্বীকার করা হয় নি—রচনাতে উচ্চশ্রেণীর কাব্যগুণ থাকা সত্ত্বেও নয়। কবি-সমালোচক মোহিতলালের ভাষাতেই তার কারণ ব্যক্ত করি: 'সনেট নামক কবিতায় শুধু রস নয়—একটা বিশেষ রূপও চাই, সেই রূপ ওই রসেরই অনুরূপ হইতে হইবে; শুধু তাহাই নয়—রূপটাই আগে, ওই রূপ ছাড়া যেন সেই রস আস্বাদন করাই যায় না; সে রূপই এমন একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে সে রচনার—কবিত্ব যেমনই হোক—সনেটত্ব থাকে না।' চতুর্দশপদের যে সব কবিতায় কোন বিশিষ্ট মিলপদ্ধতি অনুসৃত হয় নি, কেবল পয়ার-বন্ধের মিলপদ্ধতিই অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, অথবা মিলকে একেবারে বর্জন করা হয়েছে, সেই সব কবিতাকে এই আলোচনায় 'চতুর্দশী' বা কখনো কখনো 'পয়ার-চতুর্দশী' বলে উল্লেখ করেছি। এ-ছাড়া সনেট-বিষয়ক যে পরিভাষা এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

Octave	অষ্টক
Sestet	ষট্‌ক
Quatrain	চতুষ্ক
Tercet	ত্রিক
Turning Point (Volte)	আবর্তন সন্ধি
Rhymed Couplet	মিত্রাক্ষর-যুগ্মক
Sonnet Sequence	সনেট-পরম্পরা
Sonnet Coda (Sonetto Caudato)	পুচ্ছধারী সনেট

ক্লাসিকাল সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস চারিত্র্যধর্মে স্বতন্ত্র গোত্রের। সে কারণেই আমরা সামগ্রিকভাবে অষ্টক ষট্‌কের মিল-চিহ্নের ক্রম বোঝাবার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার না করে দুই ক্ষেত্রে দুটি আলাদা-পদ্ধতি অনুসরণ

করেছি। যেমন—

অষ্টকের মিল-চিহ্নের ক্রম ঃ ক খ গ ঘ চ ছ
ষট্‌কের মিল-চিহ্নের ক্রম ঃ ত প ঙ

এই গ্রন্থে অনেক ইতালীয় ও ফরাসি কবিনাম, গ্রন্থনাম ও স্থাননাম ব্যবহার করতে হয়েছে। এই দুই ভাষারই শব্দগুলি যথাযথ বাংলা-উচ্চারণ রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। ইতালীয় ও ফরাসি শব্দের উচ্চারণ জেনেছি যথাক্রমে ফাদার আগস্টিন গুয়ারনেরি (Father Augustine Guarneri, S. D. B.) এবং ফাদার দ্যতিয়েন (Father Detienne, S. J.)-এর কাছ থেকে। বাংলা ভাষা-প্রেমী এই দুই বিদেশি-বন্ধুকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রসঙ্গে ফাদার পি. ফালোঁ-র (Father P. Fallon, S. J.) আন্তরিক সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণা গ্রন্থের জন্য আমাকে ডক্টর অব ফিলজফি উপাধি দান করে সম্মানিত করেছেন। এই গবেষণা-কর্মের পরীক্ষক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রবীন্দ্র-অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ভূতপূর্ব রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং আমার নির্দেশক অধ্যক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়। গ্রন্থখানি এঁদের যে সর্বসম্মত ও সপ্রশংস অভিমত অর্জন করেছিল তাকে আমার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে গ্রহণ করেছি। এঁদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

এই গ্রন্থের মূল পরিকল্পনাটি আমার শিক্ষাগুরু আচার্য জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর অমূল্য উপদেশ ও নির্দেশনা এই গ্রন্থ রচনায় দিশারীর কাজ করেছে। এছাড়া সমগ্র পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে তিনি এই গ্রন্থের মূল্য বহুগুণিত করেছেন। বিগত একযুগ ধরে তাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে বসে আমি সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছি। আমার শিল্পী-সত্তার বিকাশও ঘটেছে তার অনুপ্রেরণাতেই। তাঁকে আমার পরম শ্রদ্ধার প্রণতি জানাই।

গ্রন্থের মনোরম প্রচ্ছদটি অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী রণেন আয়ন দত্ত। শিল্পী-পত্নী হিল্লোলা আয়ন দত্তের উদার দাক্ষিণ্যেই তা সম্ভব হলো। আমার প্রতি ওঁদের দুজনের পরম স্নেহানুকূল্যের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে এঁদের আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

এই গ্রন্থ রচনায় আমার মূর্তিমতী প্রেরণা হলেন আমার সহ-

ধর্মিনী মালবিকা দাশ। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কয়েকটি বছর তাঁর প্রতিনিয়ত সান্নিধ্য শুধু আমার ক্লান্তি হরণ করে নি তাঁর বাস্তব সাহায্যে শ্রমও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। সেই দিক থেকে এই গ্রন্থটি আমাদের যুগল প্রচেষ্টার সৃষ্টি।

পরিশেষে একটি কথা নিবেদন করি। প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষায় ফরাসি রীতির সনেট রচনা করেছেন বলে দাবী করেছেন, তাঁর এই দাবী পরবর্তীকালে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু চৌধুরী মশাই-এর এই দাবী যে যথার্থ নয় তা বর্তমান গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনায় দেখানো হয়েছে। এই বিষয়ে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এমন প্রত্যাশা করি। গ্রন্থ রচনায় আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে পূর্ববর্তী বিদগ্ধ-সমালোচকদের কোন কোন মত অমান্য করেছি—কিন্তু তা অশ্রদ্ধাবশত নয়। অজ্ঞাতে কাউকে আঘাত দিলে কিংবা অবিনয় প্রকাশিত হলে তার জন্যে বিদ্যার্থী হিসাবে মার্জনা ভিক্ষা করছি। আমার রচনাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেল তবু এই গ্রন্থের প্রতি বিদ্বজ্জনের মনোযোগ আকৃষ্ট হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় দীর্ঘ দশ বছর অমুদ্রিত থাকার পরে বহুজনের তাগিদ ও সদ্-ইচ্ছায় এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। ভাষাগত কিছু সংস্কার ও কিছু কিছু অংশের সামান্য পরিমার্জনা করা হলো এ সংস্করণে। কোন কোন বন্ধু বলেছিলেন সাম্প্রতিক কালের বাংলা সনেট চর্চার ইতিহাস এই গ্রন্থে নথিবদ্ধ করতে। কিন্তু সে প্রলোভন পরিত্যাগ করেছি এই ভেবে যে এই গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা ছিল একশ' বছরের বাংলা সনেট চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা—সে কারণে সাম্প্রতিক কালকে এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করি নি।

উত্তম দাশ

২৫ জানুয়ারি ১৯৫৯
মহাদিগন্ত বারুইপুর দঃ ২৪ পরগণা ৭৪৩৩০২

বাংলা সাহিত্যে সনেট

প্রথম অধ্যায়

সনেটের জন্মকথা। পেত্রার্কার সনেট। ইতালীয় সাহিত্য সনেট

১

সনেটের জন্মকথা

সনেট আধুনিক পৃথিবীর কাব্যলোকে ইতালির অনবদ্য উপহার। সনেট কথাটির জন্ম হয়েছে ইতালীয় সনেত্তো (Sonetto) শব্দ থেকে। ইতালি ভাষায় সুয়নো (Suono) শব্দের অর্থ ধ্বনি। এই সুয়নো শব্দের ক্ষুদ্রার্থবাচক রূপ হলো সনেত্তো। তার আক্ষরিক অর্থ একটি ক্ষুদ্র-ধ্বনি। ইতালীয় সুয়নো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে লাতিন সনুস (Sonus) শব্দ থেকে। লাতিন ভাষায় সনুস-এর অর্থ একটি ধ্বনি। সংগীতের পরিভাষা হিসাবেই এই ভাষায় সনুস শব্দটি ব্যবহৃত হতো। ইতালীয় সংগীতের পরিভাষা সনারে (Sonare) শব্দটি সম্ভবত এই সনুস শব্দটির বিবর্তনেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ইতালি ভাষায় যন্ত্রে বাজানো গানকে বলা হতো সনারে। কালক্রমে ইতালীয় সংগীত-জগতে কানৎসোনে (Canzone), সনেত্তো (Sonetto) এবং (Ballata) সংগীতের পরিভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। শুধু-কন্ঠে যে গান গাওয়া হতো তার নাম ছিল কানৎসোনে, বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গাওয়া গানকে বলা হতো সনেত্তো এবং নৃত্যসহযোগে গাওয়া গানের নাম ছিল বাল্লাতা। অবশ্য দান্তের সময় থেকেই এই তিনটি শব্দ কাব্য-জগতের তিনটি বিভিন্ন কলাকৃতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে।[১]

সনেট বিশিষ্ট মিলবন্ধনে রচিত চতুর্দশপদের গীতকবিতা। কলাকৃতি হিসাবে এই রূপবন্ধের কিভাবে উদ্ভব হয়েছে তার ইতিহাস আজও সুস্পষ্ট হয় নি। তবে সনেটের জন্মের পেছনে যে প্রভাঁসের ত্রুবাদুর গায়ক কবিসমাজের বিশেষ প্রভাব রয়েছে তা সনেট-রসিক সমালোচকগণ প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। শুধু সনেটের ক্ষেত্রেই নয়, ইতালীয় তথা য়ুরোপীয় গীতিকবিতার উদ্ভবের পেছনেও ত্রুবাদুর কবিসমাজের প্রভাব অপরিসীম। ইতালীয় সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাস লেখক উইলকিন্স (E. H. Wilkins) বলেছেন:

> 'The troubadour lyric is the fountainhead from which the main streams of the later European lyric are derived'[২]

প্রাচীন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাংশের নাম প্রভাঁস। এই প্রভাঁস আধুনিক য়ুরোপের কবিমাতৃভূমি। একাদশ শতাব্দীতে প্রভাঁসে ত্রুবাদুর নামে এক অভিজাত গায়ক-কবিসমাজের উদ্ভব হয়। এঁরা নিজেরাই গান রচনা করতেন এবং দেশে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। গানের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেম, তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাও মাঝে মাঝে তাঁদের গানে ছায়াপাত করেছে। তাঁদের কবিতার উদ্দিষ্টা নারী সামাজিক মানে কবিদের চেয়ে উচ্চমর্যাদার অধিকারিণী এবং সাধারণত বিবাহিতা। অর্থাৎ পরকীয়া প্রেমই ছিল ত্রুবাদুর কাব্যের মুখ্য উপজীব্য। কালক্রমে খ্রীস্টান ধর্মচেতনা তাতে যুক্ত হলেও মূলত তা ছিল পেগান। লেভারের (J. W. Lever) ভাষায়ঃ

'The real religion of Troubadour poetry was not Christian, but Pagan and in a literal sence, Aphrodisiac.'[৩]

অবশ্য পরবর্তী যুগে ত্রুবাদুর প্রেম-সংগীত পরিশোধিত হয়ে বিশুদ্ধ মনোময়ী রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন মানসসুন্দরীর প্রতি ভক্তকবির আত্মনিবেদনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ইতালীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বলেন, বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেম এই ত্রুবাদুরপ্রেমেরই পরিণত রূপ।

প্রেম-সংগীত রচনায় ত্রুবাদুররা কবিতার যে বিশিষ্ট কলাকৃতির আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম হল ক্যান্‌সো (Canso)। এই ক্যান্‌সো পাঁচ থেকে সাত স্তবকে গঠিত। প্রতিটি স্তবকের মিলবিন্যাস পদ্ধতি ছিল একই রকমের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্‌সোর শেষে একই মিলের তর্‌নাদা (Tornada) নামে একটি হ্রস্ব-স্তবক যুক্ত থাকত।[৪] সনেটের রূপগঠনে ত্রুবাদুরদের ক্যান্‌সো তরনাদা স্তবকবন্ধের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। কবি এজরা পাউন্ড অবশ্য অনুমান করেছেন যে, ক্যান্‌সোর একটি স্তবকই কালক্রমে সনেট কলাকৃতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর ভাষায়—

'.. a certain form of canzone stanza is complete in itself This form of stanza, standing alone. we now call the 'Sonnet.'[৫]

দাকোনা (D' Ancona) ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর পএশিয়া পোপোলারে (Poesia Popolare) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দুটি একান্তর মিলের স্ত্রাম্‌বত্তো (Strambotto) অষ্টপদী স্তবকের সঙ্গে ষট্‌পদী রিস্‌পেত্তো (Rispetto) স্তবকের মিলনের ফলেই সনেটের উদ্ভব হয়েছে। স্ত্রাম্‌বত্তো ও রিস্‌পেত্তো প্রাচীন ইতালীয়

লোক-কবিদের বিশিষ্ট কাব্যরীতি। ত্রুবাদুরদের ক্যানসোর মতো স্ত্রামবত্তো এবং রিসপেত্তো মূলত প্রেম-সংগীত। ইতালীয় চারণ-কবিদের এই বিশেষ দুটি স্তবকবন্ধ এগার দলের (Syllable) পংক্তিতে গঠিত। ইতালীয় সনেটের পংক্তিও এগার দলে রচিত এবং প্রেমই তার প্রধান উপজীব্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সনেটের উদ্ভবের পেছনে স্ত্রামবত্তো ও রিসপেত্তো স্তবক-বন্ধের প্রভাবও অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু উইলকিন্স তাঁর ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন, যে-ফ্রেডরিক রাজসভায় সনেটের জন্ম সেখানে স্ত্রামবত্তো স্তবকবন্ধের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং তিনি সনেটের রূপগঠনে আরবি প্রভাবের উল্লেখ করেছেন।[৬] খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীতে আরব সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণে মরক্কো ও পাতুর্গাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশেষ করে হারুন-অল-রশিদের পুত্র আল-মামুনের রাজত্বকালে বাগদাদ শিল্প ও সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বাগদাদ থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল আফ্রিকা ও দক্ষিণ-য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে। আধুনিক য়ুরোপের কাব্য-সাহিত্যে গীতিকবিতার রূপ ও রীতি এই প্রাচ্য-আরবেরই দান। আরবি সাহিত্য শুধু বাগদাদ থেকেই আধুনিক য়ুরোপীয় গীতি-কবিতাকে প্রভাবিত করে নি। খ্রীস্টীয় নবম-দশক শতকে স্পেনে ও সিসিলিতে আরবি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সিসিলি থেকে আরবি সাহিত্য বিস্তারিত হয়েছে প্রভাঁস পর্যন্ত। প্রসঙ্গত এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাব্যে মিলবিন্যাসের রীতি বিশেষভাবে প্রাচ্য-দিগন্তেরই দান। ছন্দ ও মিলের মিলনে আধুনিক য়ুরোপে যে নতুন গীতিকাব্য রচিত হয়েছে তাতে সিসিলীয় আরবদের দান নগণ্য নয়। স্বভাবতই সনেট প্রসঙ্গে গজলের কথা মনে পড়ে। ইতালীয় সনেটের মতো আরবি-গজলও মূলত প্রেম-সংগীত। হ্রস্বতম গজলও চতুর্দশপদী।[৭] সুতরাং সনেটের রূপগঠনে আরবি গজলের প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়।

তবে ত্রুবাদুর ক্যানসো-তরনাদা, ইতালীয় চারণকবিদের স্ত্রামবত্তো-রিসপেত্তো এবং আরবি গজল এই ত্রিবিধ প্রভাবের কোনটি কতখানি সনেটের রূপনির্মাণে ক্রিয়াশীল হয়েছে তা আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে কলাকৃতি হিসাবে সনেট হঠাৎ একদিনে আবির্ভূত হয় নি। দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার

মধ্য দিয়েই অষ্টক ষট্‌কবন্ধে গড়া চতুর্দশ পংক্তির সনেট উদ্ভূত হয়েছে।

ইতালিতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজসভায় কোন কবির হাতে সনেটের জন্ম হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতালীয় সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির একচ্ছত্র সম্রাট হলেন রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক। ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রাণ-প্রদীপ তাঁর রাজসভাতেই প্রথম প্রজ্বলিত হয়েছিল। ফ্রেডরিকের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর রাজসভায় ইতালি ভাষার প্রথম কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এঁদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ। তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছিলেন সিসিলীয়, ছয়জন দক্ষিণ ইতালির এবং ছয় জন তাসকান। এই সময় থেকেই ইতালির সাহিত্য-ভাষা নিয়ে তাসকান, সিসিলি, ফেরেরা এবং নেপল্‌স-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। অবশেষে দান্তে, পেত্রার্কা ও বোক্কাচ্চিও-র সাহিত্য সাধানায় ইতালীয়-তাসকান ভাষাই সমগ্র ইতালির ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে উইলকিন্স বলেছেন—

'Before the end of the following century (13th) the unquestioned literary supremacy of Dante, Petrarch and Boccaccio completed the establisment of Italianized Tuscan as the common Italian language of all Italy '[৮]

ফ্রেডরিক-কবিগোষ্ঠীর রচিত কবিতার সংখ্যা ১২৫। তার মধ্যে ৮৫টি কানৎসোনে এবং ৩৫টি সনেট। অনুমান করা হয়, এই পঁয়ত্রিশটি সনেটই আদি সনেট এবং এই কবিগোষ্ঠীর কোনো একজন কবি সনেট কলাকৃতির আবিষ্কারক। জে. এ. সিমন্ডস অনুমান করেছেন, ফ্রেডরিকের জনৈক মন্ত্রী পিয়ের দেল্লে ভিন্‌নিয়ে (Pier delle vigne, 1190 ?–1249 ?) সনেটের আদিস্রষ্টা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও ভিন্‌নিয়েকে সনেট কলাকৃতির প্রবর্তক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯] ভিন্‌নিয়ে মাত্র চারটি কবিতা রচনা করেছেন, তার মধ্যে একটি মাত্র সনেট। অন্যপক্ষে ফ্রেডরিক-কবিগোষ্ঠীর পঁয়ত্রিশটি সনেটের মধ্যে পঁচিশটির রচয়িতা জিয়াকোমো দা লেন্তিনো (Giacomo da Lentino)। সম্ভবত এই কারণেই অধিকাংশ সমালোচক লেন্তিনো-কে সনেটের আদিস্রষ্টা বলে অনুমান করেছেন। ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস লেখক হুইটফিল্ড (J. H. Whitfield), উইলকিন্স এবং 'অকস্‌ফোর্ড বুক অব ইতালিয়ান ভার্সে'র' সংকলক জন

লুকাস (St. John Lucas) লেন্তিনো-কেই সনেটের আদি প্রবর্তক বলে মেনে নিয়েছেন।[১০]

ফ্রেডরিক-কবিগোষ্ঠীর রচিত সনেটগুলি এগার দলের চৌদ্দটি পংক্তিতে গঠিত। চৌদ্দ পংক্তি অষ্টক ও ষট্‌ক দুই ভাগে বিভক্ত। অষ্টকের মিলবিন্যাস সর্বত্রই কখকখকখকখ। কুড়িটি সনেটের ষট্‌ক তিন মিলের, মিলপদ্ধতি তপঙতপঙ, দশটি সনেটের ষটক্‌বন্ধ দুই মিলের ঃ তপতপতপ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের তিনজন বিশিষ্টকবি গুইত্তোনে দারেৎসো (Guittone d' Arezzo, 1225-93), গুইদো গুইনিৎসেল্লি Guido Guinizeili, 1240-76) এবং গুইদো কাভালকান্তি (Guido Cavalcanti,1260-1300) অনেকগুলি সনেট রচনা করেছেন। দারেৎসো-র বাড়ি ছিল তাসকানে। প্রেমের কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কবিজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে ধর্মই হলো তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়। দান্তে অপরিচ্ছন্ন কথ্যভাষার জন্য এই কবিকে নিন্দা করেছেন। আধুনিক সমালোচকেরাও তাঁকে তাঁর কৃত্রিম চাতুর্য ও সন্ন্যাসীপনার জন্য নিন্দা করেন। কিন্তু দারোৎসো-র হাতেই সনেটের সংবৃত চতুষ্কযুগলের সৃষ্টি হয়েছিল। উইলকিন্স তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

'He did a great deal of metrical experimentatian. Two of his sonnets have for the octave the rhyme-scheme ABBAABBA, which was destined to replace in general favor the simple original ABABABAB.'[১১]

গুইদো গুইনিৎসেল্লি-র জন্ম বোলন্‌নিয়া-য়। তাঁর কবিতার মধ্যে দারোৎসো-র সুর স্পষ্ট শোনা যায়। দারোৎসো-র উদ্দেশ্যে তিনি একটি সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার সংখ্যা কুড়ির বেশি নয়। কিন্তু এই স্বল্প সংখ্যক কবিতার মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার এবং নারী ও প্রেম সম্পর্কিত ভাবসমন্বিত ইতালীয় কবিতার ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করেছে।

দান্তের বন্ধু গুইদো কাভালকান্তি-র কবিতা সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। তার মধ্যে অধিকাংশই সনেট। তিনিই প্রথম দেখালেন যে, প্রেমে স্বর্গীয় সুষমার চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই বেশি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রেম এমন একটি শক্তি যা মানুষকে মহৎ করে।

ইতালি ভাষার প্রথম মহিলা কবি কম্পিয়ুত্তা দনৎসেল্লা (Compiutta Donzella) তিনটি সুন্দর সনেট লিখে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সনেটের আদিপর্বে দান্তে আলিগিয়েরি (Dante Alighiere, 1265-1321) প্রথম প্রতিভাবান কবি। দান্তের জন্ম ফ্লোরেন্সে। ন'বছর বয়সে তিনি মে দিবসের এক ফ্লোরেন্তাইন উৎসবের দিনে অষ্টমবর্ষীয়া বিয়াত্রিচেকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসেছিলেন। প্রথম দেখার ন'বছর পরে বিয়াত্রিচে দান্তের প্রেমের স্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু জনৈকা অভিনেত্রীর প্রতি দান্তের ভালোবাসার গুজব শুনে বিয়াত্রিচে তাঁর অনুরাগ সংবরণ করেন। তিনি পরে সিমনে দি বার্দি-কে (Simone di Bardi) বিবাহ করেন এবং ১২৯০ খ্রীস্টাব্দে লোকান্তরিতা হন।[১২] বিয়াত্রিচের মৃত্যুর সম্ভবত দু'বছর পরে দান্তে তাঁর ভিতা নুয়ভা (Vita Nuova) বা 'নবজীবন' কাব্য সমাপ্ত করেন। ভিতা নুয়ভা-তে কবির আঠারো থেকে সাতাশ বৎসর পর্যন্ত বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমস্বপ্ন ঘনাপিনদ্ধ কাব্যরূপ পেয়েছে। পরবর্তীকালে কবি দিভিনা কম্মেদিয়া (Divina Commedia) নামে যে মহাকাব্য রচনা করেন তাতেও তিনি বিয়াত্রিচেরই বন্দনা করেছেন। কবিকল্পনায় বিয়াত্রিচে স্বর্গে কবির পথপ্রদর্শিকার কাজ করেছেন। দিভিনা কম্মেদিয়ার কবি দান্তে পৃথিবীর মহত্তম খ্রীস্টীয় কবি। এই কাব্যগ্রন্থে, তিনি মানবাত্মার যে মহামন্দির রচনা করেছেন ভিতা নুয়ভা তার সিংহদ্বার মাত্র। ভিতা নুয়ভা কবির প্রেমানুরাগের প্রথম অভিব্যক্তি। এই গ্রন্থখানি গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য। কবিতার সংখ্যা একত্রিশ। তার মধ্যে পঁচিশটি সনেট। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবি বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি বিবৃত করেছেন। আত্মবিশ্লেষণ মূলক এই কাব্যগ্রন্থে কবির প্রেম-চেতনা স্বর্গীয় সুষমায় মন্ডিত।

যদিও ইতালিতে দান্তের আগেই সনেট চর্চা শুরু হয়েছিল তবু ভিতা নুয়ভার পঁচিশটি সনেটে সনেট কলাকৃতির ব্যাপক উন্নতি ঘটল। কিন্তু দান্তের হাতেও সনেটের পূর্ণস্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় নি। ডি. জি. রসেটি মূলছন্দে ভিতা নুয়ভার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনূদিত দান্তের সনেটগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, শুরুতে সনেটগুলি উজ্জ্বল, কিন্তু সমাপ্তিতে প্রায়ই ম্রিয়মাণ। বিশেষ করে শেষ ত্রিকবন্ধের (Tarcet) দুর্বলতার ফলে আমাদের মনে কেবল প্রারম্ভের আবেদনটুকুই থেকে যায়। শেষের এই দুর্বল অংশ

সমগ্র সনেটের ভারসাম্যই নষ্ট করে দেয়। ভিতা নুয়ভার সনেটগুলি অষ্টক ষট্‌কেবন্ধে রচিত হলেও অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।[১৩] আবর্তনসন্ধি বিষয়ে অ-মনোযোগিতার ফলেই দান্তের হাতে সনেটের পূর্ণস্বরূপ আবিষ্কৃত হয় নি।

দান্তে তাঁর সমসাময়িক কবি চিনো দা পিস্তয়া কে (Cino da Pistoia, 1270-1336) বলেছেন ‘প্রেমের কবি’। পিস্তয়ার প্রেম একান্তভাবে পার্থিবপ্রেম। স্বর্গীয় সুষমা আর যন্ত্রণা, প্রেমের এই দুই বিরোধী উপাদানকে তিনি সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। নির্জনতার প্রতি আসক্ত কবি বিষাদের মধ্যেই পেলেন আনন্দ। পিস্তয়া যেন দান্তে ও পেত্রার্কার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করলেন। শুধু কাব্যানুভূতিতেই নয়, সনেটের গঠন বিষয়েও তিনি উল্লেখ্য কৃতিত্বের অধিকারী। পেত্রার্কার আগে তাঁর সনেটেই সর্বপ্রথম প্রশান্ত প্রারম্ভ ও সমাহিত পরিসমাপ্তি দেখা গেল। সনেটের ক্ষেত্রে তিনিই এই গুরুত্বপূর্ণ অভিনবত্ব আনয়ন করলেন। পরবর্তীকালে পেত্রার্কা এই সুসমঞ্জস ভাববিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই সনেটের পূর্ণস্বরূপ প্রস্ফুটিত করে তুললেন।

২

পেত্রার্কার সনেট

দান্তে যখন মারা যান তখন ফ্রাঞ্চেস্কো পেত্রার্কা (Francesco Petrarca, 1304-1374) বয়স সতেরো। অথচ দুজনের মধ্যে যুগান্তরের ব্যবধান। উইল ডুরাণ্টের (Will Durant) ভাষায়—‘an abyss divided their mood.’।[১৪] দান্তের কবিতায় মধ্যযুগীয় খ্রীস্টীয় বিশ্বাস যেন শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়েছে, আর পেত্রার্কার মধ্যে ভাষা পেয়েছে আধুনিক মানুষের প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠ।[১৫]

ফ্লোরেন্তাইন ব্যবহারজীবী পেত্রার্কার পিতা ছিলেন কবি দান্তের বন্ধু। পেত্রার্কা বলেছেন, তাঁর পিতা দান্তের মত একই দিনে ১৩০২ খ্রীঃ-এ ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। নির্বাসিত কবিপিতা সাময়িকভাবে আরেজোতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই আরেজোতেই ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে পেত্রার্কার জন্ম। ১৩১০ অব্দে কবি পরিবারের সঙ্গে পিশা (Pisa) এবং ১৩১২ অব্দে আভিন্যনিয়ন-এ (Avignon)

যান। আভিনিয়ন-এর পনের মাইল দক্ষিণপূর্বে কাপেত্রা-য় (Carpentras) পেত্রার্কা কোনভেনেভলে দা প্রাতো-র (Convenevole da Prato) নিকট শিক্ষাজীবন শুরু করেন। এরপরে বিদ্যার্জনের জন্য পেত্রার্কাকে পাঠানো হয় মন্তপেল্লিয়ে-তে (Montpellier, 1319-22), সেখান থেকে তিনি আইন পড়তে যান বোলনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Bologna, 1322-26)। কিন্তু আইন শাস্ত্র তাঁকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করতে পারে নি। আইনের বদলে তিনি বোলনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে পড়লেন ভার্জিল সিসেরা এবং সেনেকার রচনাবলী। এই ক্লাসিক কবিত্রয়ের রচনা তাঁর সামনে জ্ঞানের বিশ্বলোক উন্মোচিত করল। এই পর্ব থেকেই পেত্রার্কা এই কবিদের দ্বারা অনুভাবিত হলেন এবং এঁদের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই কাব্য-চর্চায় ব্রতী হলেন। ১৩২৬ অব্দে পিতার মৃত্যু হলে পেত্রার্কা আভিনিয়ন-এ ফিরে এসে ক্লাসিক কাব্য আর রোমান্টিক প্রেমের অমৃত সমুদ্রে আকন্ঠ নিমজ্জিত হলেন। ১৩৩৭ অব্দে কবি আভিনিয়ন-এর পনের মাইল পূর্বে ভুক্লুস-এ (Vouclusе) একটি ছোট বাড়ি ক্রয় করে সেখানে বসবাস শুরু করলেন। ভুক্লুস পাহাড়ের পাদদেশে সার্গ (Sorgue) নদীর তীরে একটি ছোট্ট উপত্যকা। পরবর্তী জীবনে পেত্রার্কা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু ভুক্লুসের রম্য প্রকৃতির মনোরম স্মৃতি কখনোই তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। পেত্রার্কা তাঁর যৌবনেই বিদগ্ধ-পন্ডিত ও সু-কবির সম্মান পেয়েছিলেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ও রোমান-সেনেট একই সঙ্গে তাঁকে রাজকবির সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছিল। তিনি রোমান-সেনেটের প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। ১৩৪১ অব্দের ৮ এপ্রিল রোমে মহাসমারোহে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয়।

১৩২৭ অব্দের ৬ এপ্রিল আভিনিয়ন-এর সেন্টক্ল্যারা (St. Claire) গির্জায় এক উৎসবের দিনে পেত্রার্কা ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর মানসসুন্দরী লরাকে (ইতালীয় উচ্চারণ মাদন্না লাউরা, Madonna Laura) দেখেন। একুশ বছর পরে ১৩৪৮ এর ৬ এপ্রিল লরা মর্ত্যলোকে ছেড়ে চলে যান। ঐ বছরই ভার্জিলের একটি পৃষ্ঠায় কবি লিখে রাখেন ঃ

> 'Laura who was distinguished by her virtues, and widely celebrated by my songs, first appeared to my eyes in the year

of our Lord 1327 on the sixth of April, at the first hour, in the Charch of Santa Clara at Avignon. In the same city, in the same month on the same sixth day, at the same first hour, in the year 1348 that light was taken from our day',

(উইল ডুরান্ট-কৃত অনুবাদ।[১৬])

পেত্রার্কার বিখ্যাত জীবনীকার আব্বে দে সাদে (Abbe de Sade) অনুমান করেছেন যে, এই লরা Hugues de Sade-র পত্নী। ১৩২৫ অব্দে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। লরা বারটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। পেত্রার্কা নিজেও পরে দু'সন্তানের জনক হয়েছিলেন কিন্তু লরা সম্পর্কিত অনুভূতি আজীবন তাঁর চেতনায় গভীরভাবে স্পন্দিত ছিল। এই লরাকে তিনি যেমন তাঁর সনেটগুচ্ছে অমর করে গিয়েছেন তেমনই লরা-বিষয়ক সনেটগুলি তাঁকে য়ুরোপীয় গীতি-কাব্যের ইতিহাসে অমর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তীকালের গীতিকাব্যে পেত্রার্কার অপরিসীম প্রভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উইলকিন্স যথার্থই বলেছেন ঃ

'The influence of Petrarch's Italian lyrics upon later poetry has been far greater than the corresponding influence of any other lyrist of any country or of any age.'[১৭]

পেত্রার্কা তাঁর জীবনের কিছু সময় ত্রুবাদুর প্রেমের লীলাভূমি প্রভাঁসে কাটিয়েছিলেন। দান্তের মতো পেত্রার্কাও ত্রুবাদুর প্রেমের উত্তরাধিকারী। যে নারীকে বাস্তব জীবনে কখনো পাওয়া যাবে না, সেই অপ্রাপনীয়া মানসসুন্দরীর প্রেম-স্বপ্নই দান্তে ও পেত্রার্কার কবি-স্বপ্নকে অনুরঞ্জিত করেছে। দান্তে তাঁর প্রেয়সীকে স্বর্গের দূতীতে রূপান্তরিত করে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু পেত্রার্কা একান্তভাবেই মর্ত্যের মানুষ। এই মর্ত্যলোকেই তাঁর প্রেমলীলা। মানসীকে এই মর্ত্যসীমায় না পেয়ে পেত্রার্কার অন্তর্লোকে প্রেমের যে অতৃপ্তি ও আকূতি লীলায়িত হয়েছে তার কথাই কবি বলেছেন তাঁর কবিতায়।

ব্যক্তিগত জীবনে পেত্রার্কা ছিলেন বহুশ্রুত পণ্ডিত। তৎকালীন সমস্ত ক্লাসিক-সাহিত্যে ছিল তাঁর সুগভীর অনুপ্রবেশ। প্রাচীন প্রজ্ঞাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন যুক্তি আর চিন্তার আলোকে। বস্তুত পেত্রার্কাই হলেন আধুনিক পৃথিবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম ঋত্বিক। মানুষের দৃষ্টিকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন অপ্রাকৃত লোক থেকে প্রাকৃতলোকে—ইন্দ্রিয়বেদ্য প্রত্যক্ষতার স্তরে। তাঁর চেতনায় স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতার চেয়ে মর্ত্য আর মর্ত্যলোকের মানুষ অধিক

মর্যাদা পেল। মর্ত্যপ্রেম এবং মানবতাবাদের মন্ত্র তিনিই প্রথম কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। উইল ডুরান্ট পেত্রার্কার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যথার্থই বলেছেন ঃ

'By common consent he was the first humanist, the first writer to express with clarity and force the right of man to concern himself with this life, to enjoy and augment its beauties, and to labor to deserve well of posterity. He was the father of the Renaissance.'[১৮]

রেনেসাঁসের জনক পেত্রার্কার জীবনসাধনায় পৃথিবীতে মানবতাবাদের নবজন্ম হলো এবং এই নবমানবতার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠল সনেট। নবজন্মের প্রাণপুরুষ পেত্রার্কার কণ্ঠে নবজীবনের গান যে কলাকৃতি পেল তাই হলো নতুন দিনের ভাবপ্রকাশের নববাহন। এবং সে কারণেই সনেট হলো আধুনিক গীতিকবিতার একটি সার্থক শিল্পরূপ।[১৯] রেনেসাঁস-পরবর্তী য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে গীতিকবিতার নবজন্ম হয়েছে। পেত্রার্কার অনুপ্রেরণাতে ঐ সমস্ত দেশে এই গীতিকবিতার মুখ্য বাহন হয়ে উঠেছে সনেট।

পেত্রার্কার কাব্যসংকলন কানৎসনিয়েরে-তে (Conzoniere) বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা সংকলিত হয়েছে।[২০] তবে এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশই সনেট। তাঁর সনেটের সংখ্যা ৩১৭টি। এর মধ্যে কয়েকটি সনেট বন্ধুদের উদ্দেশে রচিত। এই সনেটগুলিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিস্রব্ধ-কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এবং এখানে তাঁর প্রেমসম্পর্কিত ধারণা, কবিতা ও কবিতার নানা সমস্যা বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। দু'একটি সনেটে তৎকালীন রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাঁর অধিকাংশ সনেটই তাঁর কবিমানসী লরার উদ্দেশ্যে রচিত। জীবিতাবস্থায় লরার প্রতি এবং মৃত্যুর পরে লরার প্রতি, এই দুই পর্বে লরা সনেটগুচ্ছ বিভক্ত।

লরার প্রতি সনেটগুচ্ছে কবির অপরিতৃপ্ত প্রেমপিপাসা অন্তরঙ্গ অনুভবে বিবৃত হয়েছে। লরা এই কবিতাগুলির উপলক্ষ্য, আসলে এখানে কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বাঙময় হয়ে উঠেছে।

পেত্রার্কা সনেট রচনায় এগার দলের (Syllable) ছন্দকে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাঁর আগেই এই মাত্রাসংখ্যা

সনেটের ক্ষেত্রে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর সনেটের পংক্তি-চতুর্দশ অষ্টক (Octave) ও ষট্‌ক (Sestet) এই দুই পর্বে বিন্যস্ত। অষ্টক এবং ষট্‌ক যথাক্রমে দুই চতুষ্ক (Quatrain) ও দুই ত্রিক-র (Tercet) সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাসে গ্রথিত। মূল ইতালি ভাষায় পেত্রার্কার একটি সনেট উদ্ধার করলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

Io son si stanco sotto 'I fascio antico
De le mie colpe e de l'usanza ria,
Ch'i' temo forte di mancar tra via,
E di cader in man del mio nemico,
Ben vernne a dilivrarmi un grande amico.
Per somma et ineffabil cortesia,
Poi volo fuor de la veduta mia,
Si ch'a mirarlo endrano m' affatico.
Ma la sua voce ancor qua giu rimbomba :
O' voi che travagliate, ecco 'I comino ;
Venite a me, Se 'I passo altri non serra.'
Qual grazia, qual amore o qual destino
Mi dara penne in guisa di calomba,
Ch' i' mi riposi,e levimi da terra ?

[The Oxford Book of Italian Verse, page 84]

উদ্ধৃত সনেটটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এখানে অষ্টকবন্ধ দুই চতুষ্কে এবং ষট্‌কবন্ধ দুই ত্রিক-এ বিভক্ত। প্রতি চতুষ্ক ও প্রতি ত্রিক-র শেষে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পেত্রার্কার তিনশ তিনটি সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং মাত্র বারটি সনেটের অষ্টক দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। দুটি সনেটের প্রথম চতুষ্ক সংবৃত এবং দ্বিতীয় চতুষ্ক বিবৃত। অর্থাৎ, পেত্রার্কান সনেটে সংবৃত চতুষ্কই বিধিবিহিত। বিবৃত চতুষ্ক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

মিলবিন্যাসে পেত্রার্কান অষ্টক দুটি মিলের মালা ; প্রথম চতুষ্কের মিলই দ্বিতীয় চতুষ্কে পুনরাবর্তিত হয়েছে এভাবে ঃ কখখক কখখক। ষট্‌কের মিল সংখ্যাও দুই বা তিন। অর্থাৎ সনেটের মিল সংখ্যাকে তিনি কখনো চার কখনো পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর একশ সাতাশটি সনেটের ষট্‌কে দুই মিল এবং একশ নব্বইটির ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। দুই মিলের ষট্‌কে তাঁর প্রিয় মিল-পদ্ধতি হলো ঃ তপত, পতপ (১০৮ টি সনেটে)। তাঁর তিন মিলের

ষট্‌কের মিলবিন্যাস ১১৬টি ক্ষেত্রেঃ তপঙ, তপঙ; এবং ৬৫টি ক্ষেত্রেঃ তপঙ, পতঙ।

পেত্রার্কা মাত্র চারটি সনেটের শেষে সমিল যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এই সমিল যুগ্মকের ব্যবহার-পদ্ধতি ঠিক ইংরেজি শেকসপীরীয় সনেটের মত নয়—ইষৎ ভিন্ন প্রকৃতির। আসলে তিনি ঐ চারটি ক্ষেত্রেই প্রতি ত্রিক-র শেষে সমিল যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলোঃ তপপ, পতত। মূলত পেত্রার্কা সনেটের অন্তঃপ্রকৃতিটি সঠিক বুঝেছিলেন বলেই সমিল যুগ্মকে সনেট শেষ করে সনেটের ভারসাম্য নষ্ট করতে উৎসাহী হন নি।

সনেটশিল্পী হিসাবে পেত্রার্কার অসামান্য কৃতিত্ব সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী volte বা আবর্তনসন্ধির আবিষ্কার। বস্তুত অষ্টকবন্ধের সুপরিকল্পিত সংবৃত মিলবন্ধনে ভাবকে বিন্যস্ত করে, আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য গড়ে তুলে, ষট্‌কবন্ধের বিবৃত মিলবিন্যাসে তাকে লীলায়িত করে তোলাই সনেটশিল্পীর পরম সিদ্ধি। পেত্রার্কা সনেটশিল্পীর এই সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সেই অর্থেই তিনি সনেট-শিল্প সুষমার সার্থক রূপকার। সুতরাং আমরা পেত্রার্কান সনেটেকেই বিশুদ্ধ ও আদর্শ সনেটরূপে গ্রহণ করে সনেটের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হব।

একই ছন্দঃস্পন্দে বিশিষ্ট মিলবন্ধনে রচিত চতুর্দশ পংক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার নাম সনেট। ইতালীয় ভাষায় একাদশ দলের (syllable) চরণই সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গৃহীত হয়েছে। ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সনেট রচনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ-রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ফরাসি সনেটের পংক্তি বার দলের, ইংরেজি সনেটের দশ। বাংলা ভাষায় চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দই সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলেই স্বীকৃত।

সনেটের চৌদ্দ পংক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম আট পংক্তির নাম অষ্টক এবং শেষ ছয় পংক্তির নাম ষট্‌ক। অষ্টক-বন্ধ চার পংক্তির চতুষ্কে গঠিত এবং ষট্‌ক গঠিত তিন পংক্তির দুই ত্রিক বন্ধে। তবে বিবৃত (Altrenate) চতুষ্কেও অষ্টক গঠিত হতে পারে। সংবৃত দুটি চতুষ্কের মিলপদ্ধতিঃ কখখক, কখখক। আর অষ্টক বিবৃত হলে তার মিলবিন্যাসঃ কখকখ, কখকখ। সংবৃত ও বিবৃত-ধর্মী

দুটি অষ্টকের উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী?
রূপের খনিতে আর আছে কিরে মণি
এর সম? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী?
(মধুসূদন : ঈশ্বরী পাটনী)

এখানে চতুষ্ক দুটি সংবৃত। দ্বিতীয়-তৃতীয় এবং ষষ্ঠ-সপ্তম চরণে এক মিল। প্রথম-চতুর্থ ও পঞ্চম-অষ্টম চরণে অন্য মিল ব্যবহৃত হয়ে চতুষ্ক দুটিকে সংবৃত-রূপ দান করেছে। এখানে মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলো : কখখক, কখখক। অন্য একটি উদাহরণ।

কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
(মধুসূদন : কবি)

এখানে চতুষ্ক দুটি বিবৃত। আট পংক্তির প্রথম-তৃতীয়, পঞ্চম-সপ্তম চরণে একই মিল এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম চরণে দ্বিতীয় চরণের মিল পুনরাবৃত্ত হয়ে দুটি বিবৃত চতুষ্ক গঠন করেছে। দুই একান্তর মিলের এই চতুষ্ক দুটির মিলবিন্যাস হলো : কখকখ, কখকখ।

উদ্ধৃত অষ্টক দুটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি অষ্টকই দুটি চতুষ্কের সূক্ষ্ম উপবিভাগে বিভক্ত। সনেটে বিবৃত চতুষ্কের অষ্টক বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ বিবৃত-ধর্মী অষ্টকে ভাবপ্রবাহ সংহত আকার ধারণে বাধা পায়। কিন্তু অষ্টকে দুটি চতুষ্ক সংবৃত হলে প্রথম চতুষ্কের পরে ছন্দ ও ভাব ঈষৎ বিরতিলাভ করে কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কে একই মিলের পুনরাবির্ভাবের ফলে সেই ক্ষণিক বিরতি বৃহত্তর

সঙ্গতিতে গ্রথিত হয়ে ওঠে এবং সমগ্র অষ্টকবন্ধকে একটি নিটোল শিল্পরূপ দান করে। লেভার ভারি সুন্দর করে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

'The second sub stanza of the four lines is carried back to the first by the integral rhyme-scheme ; the progressive logic of syntax is over borne by the emotional suggestions of rhyme ; and a stasis results wherein the imagination hovers over one intense experience compounded equally of thought and feeling'.[২১]

সনেট কলাকৃতিতে অষ্টকে ভাবের বন্ধন আর ষট্‌কে মুক্তির লীলা। ষট্‌ক দুই ত্রিক-এ গঠিত এবং অযুগ্মধর্মী বলে অ-সংবৃত। সনেটশিল্পীরা ষট্‌কের মিলবিন্যাসে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছেন। কিন্তু ষট্‌কে মিল সংখ্যা কোনক্রমেই তিনের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। দুই ত্রিক-এ গঠিত ষট্‌কের মিলপদ্ধতি দুই মিলের হলে ঃ তপত, পতপ ; এবং তিন মিলের হলে তপঙ, তপঙ ; তপঙ, ঙতপ ; বা তপঙ, পঙত। দুই মিলের তপত, তপত অথবা তিন মিলের তপঙ, ঙপত মিলবিন্যাস বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ ঐ প্রকারের মিলে সংবৃত চতুষ্কের অনুসঙ্গ এসে ভাবপ্রবাহকে পুনরায় বন্ধনের জালে জড়িয়ে ফেলতে পারে।[২২]

প্রসঙ্গত দুই ও তিন মিলের ষট্‌ক-বন্ধের উদাহরণ দিই ঃ

তিন দিন স্বর্ণ দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি !—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

(মধুসূদন ঃ বিজয়াদশমী)

পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী ;—
তেমনি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মন্ডলে
গাও গো রামের নাম সু-মধুর তানে,
কবি পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।

(মধুসূদন ঃ কৃত্তিবাস)

উদ্ধৃত ষট্ক দুটির প্রথমটিতে দুটি মিল, দ্বিতীয়টিতে তিনটি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুটি ষট্কই তিনপংক্তির দুটি ত্রিকবন্ধে বিভক্ত। আদর্শ ক্লাসিক্যাল সনেটে ষট্কে দুই ত্রিকবন্ধের এই সূক্ষ্ম উপবিভাগটিও গুরুত্বপূর্ণ। ষট্কের ত্রিকবন্ধ অযুগ্ম বলেই ষট্কের মিলবন্ধন অসংবৃত।

বস্তুত ষটকবন্ধের মিলের লীলা অষ্টকবন্ধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'অষ্টকে যেন ভাবের আসক্তি পাকে পাকে ভাষাকে জড়িয়ে ধরছে, আর ষট্কে চলছে মিলের অটুট বন্ধন খুলতে খুলতে ছন্দের মুক্তিলীলা। এই আসক্তি ও মুক্তি, এই বন্ধনরচন ও বন্ধনমোচনই সনেটের মিলরচনার মূল রহস্য।'[২৩]

সনেটের অষ্টক-ষট্ক বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যাবে যে সনেট মূলত চারটি সূক্ষ্মস্তরে বিন্যস্ত। এই চারটি স্তর আবার অষ্টক ষট্ক দুই ভাগে গ্রথিত। দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিক-এ সনেটের আসক্তি-মুক্তি-লীলার পরম প্রকাশ ঘটে বলেই সনেটের পংক্তি সংখ্যা চতুর্দশ। সনেট কেন চতুর্দশপদী এই প্রশ্নের উত্তরে প্রমথ চৌধুরীও অনুরূপ মত পোষণ করে বলেছেন—'সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে চতুর্দশপদী হতে বাধ্য।'[২৪]

কবিমানসে বিলসিত একটি মাত্র ভাব বা ভাবনা বিচিত্র মিল-বিন্যাসে গ্রথিত হয়ে সনেটে কাব্যরূপ লাভ করে। আয়তনে সংক্ষিপ্ত বলেই একটি দুর্বল বা দুর্বোধ্য পংক্তিও সনেট সহ্য করতে পারে না। অন্য পক্ষে সনেটের কোন অংশে ভাবের বা ছন্দের শক্তিঘনতা সনেটের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর। হঠাৎ জোর দিয়ে সনেটের সমাপ্তি-রেখা টানলে তা এপিগ্রামের স্তরে উন্নীত হয়। সমাপ্তির চমকই এপিগ্রামের যথাসর্বস্ব। কিন্তু সর্বাঙ্গের নিটোল ভারসাম্য রক্ষিত হলেই সনেট আপন স্বরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে মার্ক পেটিশন বলেছেন—

> 'The Sonnet must not advance by progressive climax, or end abruptly ; it should subside and leave of quietly'.[২৫]

ঠিক এই কারণেই মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট শেষ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে সনেটের ভাবপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সনেটের নিটোল বিন্যাস সমাপ্তি-রেখায় পৌঁছে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর যুগ্মক সনেক-রচনায় কেন উপযোগী নয় তার

কারণ বিশ্লেষণ করে পেটিশন ভারি সুন্দর করে বলেছেন;—

'The two last lines of a Sonnet must not rime together. The principal of the Sonnet structure is continuity of thought and metre ; the final couplet interrupts the flow, it stands out by itself as an independent member of the construction ; the wave of emotion, instead of being carried on to an even subsidence, is abruptly checked and broken as against a barrier'[২৬]

মূলত সনেটের প্রতিটি অংশের গুরুত্ব সমান। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পংক্তি এবং প্রতিটি মিলের মধ্যে সনেটের সুঠাম সৌন্দর্য তিল তিল করে গড়া হয়। সনেটের প্রতিটি স্তর দেহের অঙ্গসন্ধির মত পরস্পর সম্পৃক্ত। অষ্টক ও ষট্‌ক পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ় যোগসূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে, এই গ্রন্থন প্রাণিদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই organic। সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের এই পরস্পর সাপেক্ষতা লেভার নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

'In the sestet, the act of correlation replaces the completed act of intuition. More flexibility is permissible in the arrangement of rhymes, the main object being that syntax and rhyme should now reinforce one another, the tercet, Substanzas answering back line against line in any appropriate symmetrical fashion ..., The function of the sestet is not to supersede the intutive knowledge of the octave but to gather up its truth and apprehend it in the region of conscious thought. It supports the octave as the cup supports the accorn ; and both processes are 'organic', whether intutive or rational ; not 'mechanical', as in logical analysis or deduction Accordingly the significance of the octave is expounded in the six lines divided in complementary halves, and the integrated quality of the rhyme-scheme, which only progressively impresses itself upon the reader's consciousness, knits up the experience line by line into the poet's total interpretation of life.'[২৭]

সনেটদেহে ভাবের এই বাঙ্ময় প্রকাশ অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে অবিচলিত ভারসাম্যে রক্ষিত থাকে। সুতরাং সনেটের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য আবর্তনসন্ধির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

অষ্টকবন্ধের পরে ভাবপ্রবাহ যে ঈষৎ বাঁক বা মোড় নিয়ে ষট্‌কের মধ্যে মুক্তিলীলায় বিলসিত হয়ে ওঠে তাকেই বলা হয় volte বা

আবর্তনসন্ধি। এই আবর্তনসন্ধি অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের মাঝখানে থেকে ভাববস্তুর ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ম্যাকমিলান পত্রিকার (Macmillan's Magazine) একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সিস হিউফার (Francis Hueffer) এই Volte বা আবর্তনসন্ধির প্রতি ইংরেজ পাঠকদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। হিউফারের অনুসরণে ওয়াটস্‌ ডালটন ও মার্ক পেটিশন এই আবর্তনসন্ধিকে তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আবর্তনসন্ধি বিষয়ে অনেক ইংরেজ সমালোচক নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। সম্ভবত আবর্তন-সন্ধিহীন ইংরেজি-সনেটকে সমর্থন জানাতে গিয়েই তাঁরা এই দ্বিধার সম্মুখীন হয়েছেন। মিল্টন-সনেটের বিখ্যাত সমালোচক জন স্মার্ট (John S. Smart) মিল্টনের কিছু সনেটে আবর্তন সন্ধি না দেখতে পেয়ে আবর্তনসন্ধির তত্ত্বটিকেই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন–

'Milton cannot be reproached for disregarding the Italian Principle of the 'volta' in the Sonnet ; for there is no such principle '[২৮]

ইতালীয় সনেটের কথা স্মরণ করে স্মার্ট অবশ্য আবর্তনসন্ধির তত্ত্বটি অন্যত্র স্বীকার করে নিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—

'By a wide survey of Italian literature it is doubtless possible to find many Sonnets in which a marked pause in the sense occurs after the quatrains, and certain change of theme or the presentation of a fresh view of the subject, begins with the tercets.'[২৯]

সনেটের অষ্টক ষষ্ট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ওয়াটস-ডানটন জোয়ার-ভাঁটার একটি তরঙ্গতত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের গঠন অনুসারে সনেট হলো চতুর্বিধ। সনেটের ওপরে চারটি সনেট লিখে তিনি তাঁর বক্তব্যকে বিশদীভূত করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রথম জাতের সনেটে অষ্টকবন্ধ দুর্বল, ভাবের বলবত্তর অংশ থাকে ষট্‌কে অর্থাৎ এখানে আগে ভাঁটা পরে জোয়ার। দ্বিতীয় জাতের সনেটে ভাববিন্যাস এর ঠিক বিপরীত অর্থাৎ আগে জোয়ার পরে ভাঁটা। তৃতীয় জাতের সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ থাকে না, সুতরাং আবর্তনসন্ধির কোন অবকাশই সেখানে নেই ; এক্ষেত্রে ভাবের প্রবাহ প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহমান।

চতুর্থ জাতের সনেটের ষট্‌কবন্ধ অষ্টকের পেছনে আলাদা জুড়ে দেওয়া ; ভাবের কোন সঙ্গতি দুই অংশের মধ্যে নেই। এই চার জাতের সনেটের মধ্যে দ্বিতীয় জাতের সনেটকে ওয়াটস-ডানটন সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। এই জাতীয় সনেটের ভাবপ্রবাহ যেন জোয়ার-ভাঁটার মতো বহমান। অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের এই ভাব-বিন্যাসকে তিনি সমুদ্রতরঙ্গের আগম-নির্গমের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন ঃ

A Sonnet is a wave of melody :
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the 'Octave' then returning free,
Its ebbing surges in the 'Sestet' roll
Back to the deeps of life's tumultuous sea.

এই সুন্দর কবিতাটির মধ্যে ওয়াটস-ডানটন সমুদ্রতরঙ্গের উত্থান-পতনের সঙ্গে সনেটের অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের তুলনা করে আবর্তনসন্ধির স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই তরঙ্গ-তত্ত্ব ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে কী দারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে তা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথন অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন।[৩০] ইংরেজ-সমালোচকেরা এই তত্ত্বের সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সনেটের ভাববস্তু জোয়ার-ভাঁটার মতো অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে দ্বিধা বিভক্ত, আবর্তন-সন্ধি এই দুই বিভাগের মাঝখানে থেকে ভাবপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিখ্যাত ইংরেজ ছান্দসিক এনিড হেমার সনেটের স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়েও এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—

'The good Petrarcan Sonnet often rises smoothly to a climax at the end of the octave, and has a swift, tumultuous, or sinuous cadence in the sestet, which has been compared with the breaking of a wave '[৩১]

সনেট-কলাকৃতিতে ভাবের সুষম বিলসন-লীলা বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। কোন অংশে ভাবপ্রবাহ বলবত্তর হয়ে উঠলে সনেটই ভারসাম্য হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত সনেটের গুরুত্ব তার সর্বদেহে ; প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পংক্তি এবং প্রতিটি মিলই নিপুণ-বিন্যাসে এখানে সনেট-দেহে বিলীন হয়ে থাকে। আর এখানেই সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের পার্থক্য। আধুনিক কালের গীতিকবিতা

কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন গীতাত্মক হয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে তখনই জন্ম হয় গীতিকবিতার। সনেটও কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। সাধারণ গীতিকবিতার শব্দধ্বনি, মিল-মাধুর্য রূপকল্প ও অলংকারের বিভূতি সনেট-দেহেও বর্তমান। কিন্তু সনেট তার চেয়েও বেশী কিছু। সনেট ভাস্কর্যধর্মী শিল্প। ভাস্কর যেমন ধাতু বা পাথরকে শিল্পসুষমায় মন্ডিত করে তোলেন, সনেটশিল্পী তেমনি সনেটের আপাত কঠিন আবরণের মধ্যে ভাবাবেগ সংহত ও ঘনীভূত করে তাকে লাবণ্যময় মাধুর্যমন্ডিত করে তোলেন। ইতালীয় সংগীত-শাস্ত্রে কানৎসোনে ও সনেত্তো-র মধ্যে যে পার্থক্য সাধারণ গীতি-কবিতার সঙ্গে সনেটেরও সেই পার্থক্য। কানৎসোনে শুধু কন্ঠে-গাওয়া পদ আর সনেত্তো-তে মিলন ঘটে কন্ঠের সঙ্গে যন্ত্রের। সনেটের মধ্যেও রয়েছে কন্ঠ ও যন্ত্রের দ্বৈতসংগম। বাইরের কাঠামো ও অন্তরের ভাবাবেগ যখন গভীর সঙ্গতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই জন্ম হয় সার্থক সনেটের। এই সার্থক সনেটের ভারসাম্য রক্ষা করে অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি। সনেটের ভাববস্তু মূলত প্রতীপধর্মী। অষ্টকের দুই চতুষ্কের মিলের পাকে পাকে ভাববস্তু গভীর বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ধরে। ষটকের দুই ত্রিকের অসংবৃতধর্মী মিলে ভাববস্তু মুক্তির আস্বাদ অর্জন করে। সনেট-কলাকৃতির এই বন্ধনরচন ও বন্ধমোচনের প্রক্রিয়াকে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—'আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব।'[৩২] সনেটে এই আসক্তি-মুক্তি-লীলার ভারসাম্য রক্ষিত হয় আবর্তনসন্ধিতে। সার্থক সনেটের বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন—'আবর্তনসন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে তাকে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত করে তোলাই সনেট-কলাকৃতির স্বরূপ লক্ষণ।'[৩৩]

ইতালিতে সনেটের এই স্বরূপ-লক্ষণ আবিষ্কৃত হয়েছে পেত্রার্কার হাতে। বস্তুত সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির আবিষ্কার দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। পেত্রার্কার জীবন সাধনার মধ্যে এই আবিষ্কারের বীজ নিহিত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য পেত্রার্কার জীবনধারা বিশ্লেষণ করে দেখেয়েছেন যে, প্রতীপধর্মিতাই তাঁর কবিমানসের বৈশিষ্ট্য।[৩৪]

প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ও নবীনের স্বীকরণের মধ্যে রেনেসাঁসের মূলপ্রকৃতি নিহিত—এখানেও সেই দ্বৈতসত্তার বিহার। রেনেসাঁসের কবিপুরুষ পেত্রার্কা একদিকে ঈশ্বরবিশ্বাসী, অন্যদিকে নবমানবতাবাদের

প্রথম ঋত্বিক। প্রেমচেতনার ক্ষেত্রেও তাঁর জীবনে ছিল, দ্বৈতলীলা। লরাকে তিনি চেয়েছেন বাসনা-কামনার বাস্তব সীমায়। কিন্তু জীবদ্দশাতেই লরা ছিলেন অপ্রাপণীয়া। একদিকে পেত্রার্কার হৃদয় বাসনাকামনার মানবিক আবেদনে উদ্বেল অন্যদিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে প্রেমপ্রতিমা রচনা করেছেন তার আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলায় তাঁর হৃদয় মাধুর্যমণ্ডিত। এই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেও কবি আপন জীবনসাধনায় এক গভীর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সন্ধান পেয়েছেন। সনেট-কলাকৃতির চূড়ান্ত রূপায়ণে তাঁর জীবনের এই সামাঞ্জস্য-বোধেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই তাঁর হাতেই সনেট অন্তর্নিহিত আবর্তনসন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি মুক্তি-লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে।

সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য আমরা এখানে পেত্রার্কার 'Zefiro torna, e'l bel tempo rimena' সনেটের অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য-কৃত বাংলা অনুবাদটি উদ্ধার করছি ঃ

আবার দক্ষিণ হাওয়া ফিরে এল বাধাবন্ধহারা,
পুষ্পে আর বৃক্ষপর্ণে গুঞ্জরিত তারি স্বরগ্রাম ;—
বাবুই কি যেন বকে, বুলবুল কেঁদে কেঁদে সারা,—
শুভ্রতায় স্বর্ণাভায় বসন্ত কি নয়নাভিরাম !
হাসিতে উজ্জ্বল মাঠ, নীলাকাশ স্ফটিকের ধারা,—
কন্যার লাবণ্যদেখে প্রজাপতি পূর্ণ মনস্কাম ;
জলস্থলে অন্তরীক্ষে উচ্ছলিত প্রেমের ফোয়ারা,
মধুর মিলনমন্ত্রে কন্ঠে কন্ঠে ফিরে প্রিয়নাম।

আমার হৃদয়ে হায় দীর্ঘশ্বাস আরো গুরুভার,—
যে-নারী গিয়েছে স্বর্গে হৃদয়ের চাবি করি চুরি
তারি গূঢ় আকর্ষণে কূলপ্লাবী ব্যথার পাথার ;—
আমার জীবনে আর ফিরিবে না বসন্ত মাধুরী !
পাখীর কাকলি আর সুন্দরীর লাবণ্য-সম্ভার
শুধু যেন মরুভূমি, আর হিংস্র শ্বাপদ-চাতুরি !

[সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫২]

লরার মৃত্যুর পর নিসর্গলোকে বসন্তের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। মাধুর্যে আর লাবণ্যে বিশ্বপ্রকৃতি স্পন্দিত। সংবৃত চতুষ্ক-যুগলে গড়া অষ্টকবন্ধে তারই প্রকাশ। কিন্তু ষট্‌কবন্ধে ভাষা পেয়েছে কবির

ব্যক্তিজীবনের দুঃসহ বিরহ-বেদনা। বিশ্ব ও ব্যক্তির এই বৈসাদৃশ্য অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে স্পষ্টোচ্চারিত। সবদিক দিয়ে, এই রচনাটি পেত্রার্কান গোত্রের সনেট-কলাকৃতির একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বিদগ্ধ কাব্যরসিকের মনে উদিত হতে পারে। সনেট যদি পেত্রার্কারই ব্যক্তিজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যবন্ধ হিসাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে অন্যান্য কবির ক্ষেত্রে এই কলাকৃতিটি অন্যের তৈরীকরা একটি ছাঁচের অধিক মর্যাদা দাবি করতে পারে না। অথচ নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে কবির আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে সনেট বিপুলভাবে গৃহীত হয়েছে। আসলে শক্তিশালী কবির 'নবনব-উন্মেষশালিনী' প্রতিভা নানাবৈচিত্র্যে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। ইতালিতে সনেট ছিল প্রেমকবিতার মুখ্যবাহন। কিন্তু রেনেসাঁস-উত্তরকালে বিচিত্র কবি-অনুভবের প্রকাশ মাধ্যম হিসাবেও সনেট তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। বস্তুত সনেট হয়ে উঠেছে 'মানবহৃদয়ের বর্ণমালা'। আসলে সনেট-কলাকৃতির মধ্যে এমন একটি যাদু আছে যা কবিচেতনাকে সহস্র-বৈচিত্র্যে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে গিয়ে বলেছেন–'আমরা যাকে ভাবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি বলেছি, কত ভাবে তা সম্ভব হতে পারে তার সামান্য একটু আভাস দেওয়া যাক—সামান্য থেকে বিশেষে. বিশেষ থেকে সামান্যে ; অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুতে. প্রস্তুত থেকে অপ্রস্তুতে ; তত্ত্ব থেকে ভাবে, ভাব থেকে তত্ত্বে ; অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে অতীতে ; উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্তে, সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণে ;–অসংখ্য উপায়ে ভাবের বন্ধন থেকে বন্ধনমুক্তির লীলা প্রত্যেকটি সার্থক সনেটের সংগীত ও সঙ্গতি সৃষ্টিতে অভিনব হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।'[৩৫] এই অভিনবত্বের ফলেই সনেট রূপদক্ষ কবির হাতে Organic সৃষ্টি হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট রীডের বক্তব্যটি স্মরণীয়। কাব্যক্ষেত্রে Organic Form এবং Abstract Form-এর তুলনা করে তিনি বলেছেন–

> **'When an Organic form is stabilized and repeated as a pattern, and the intention of the artist is no longer related to the inherent dynamism of an inventive act, then the resulting form may be described as Abstract form.'**[৩৬]

পেত্রার্কান সনেটও পেত্রার্কা ভিন্ন অন্য কবির হাতে Abstract

Form হিসাবেই ব্যবহৃত, কিন্তু কবির অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞাবলেই এই 'প্যাটার্ন' বা ছাঁচটি নবসৃষ্টির বাহন হয়ে ওঠে।

বস্তুত, গীতিকাব্যসংসারে ঘনাপিনদ্ধ ভাবের বাহন হিসাবে সনেট-কলাকৃতির জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সনেটের আপাত কঠিন বন্ধনের মধ্যেই পরিশীলিত কবিমানস মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করে। সনেট-শিল্পীর এই কবি-অনুভবকে প্রমথ চৌধুরী সার্থক কাব্যরূপ দিয়ে বলেছেন ঃ

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

[সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা ঃ সনেট, পৃঃ ১]

সনেটের জটিল বিন্যাস ও কঠিন বন্ধন সার্থক শিল্পীর মুক্তি-লাভেরই উপায়। তাই সনেটের কঠিন অনুশাসনে সনেটশিল্পী স্বেচ্ছাবন্দী। জনৈক ফরাসি কবির একটি সনেটে এই অনুভবটি ভারি সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। কবি সনেটের আটসাঁট নিটোলবিন্যাসের সঙ্গে স্বল্পবাস-পরিহিতা তন্বী-তরুণীর তুলনা করে সনেট-কলাকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে বলেছেন ঃ

'ঢুকিবে না কায়া' বলে মুগ্ধা হাসি-মুখ
ছিঁড়িবে যে ছোট জামা দেহপরিসর
বাঁকাইয়া কটিতট—ফুলাইয়া বুক,
বাড়াইল প্রতিকূল পথে রম্যকর।
ধীর আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম—
হ্রস্ববাসে সাজাইনু দেহযষ্টি তার
কোথাও বাঁধন দিয়া—কোথাও বিরাম—
শির-স্কন্ধ-বক্ষ পরে করে দিনু পার।
উদ্ভিন্ন দেখ বাসে—কলার কৌশলে
উচ্ছল দেহলতা—প্রতি অঙ্গ-রেখা
হাসিছে লক্ষ্মীটি বাহ্য সামান্য সম্বলে,
ঠিক বাসিয়াছে বাস! শোভা তাহে লেখা।
হৃদয়ে অভাব নাই—বাহুল্য শরীরে,
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে।

[প্রিয়নাথ সেন অনূদিত। ৩৭]

৩

ইতালীয় সাহিত্যে সনেট

য়ুরোপ ভূখণ্ডের মধ্যে ইতালিতেই সর্বপ্রথম রেনেসাঁসের জন্ম হয়, এবং এর বিকাশও ঘটে ইতালিতে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইতালীয় রেনেসাঁস দীর্ঘস্থায়ী ও পূর্ণপ্রভ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজত্বকালে রেনেসাঁসের স্পন্দন প্রথম অনুভূত হয়। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীতেই এর পূর্ণপ্রকাশ। ইতালিতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রেনেসাঁসের স্বর্ণযুগ। এই প্রসঙ্গে সার সিডনি লী বলেছেন—

'The opening scenes of the Italian Renaissance in the fourteenth century gave earnest of a glorious perfection, and the sixteenth century, to which the last episodes of the Italian movement belong, is still familiarly known as 'the golden age' of Italian literature as well as of Italian art.'[৩৮]

রেনেসাঁস ইতালীয় সাহিত্যে নবমানবতাবাদ ও সংস্কার যুক্ত নবচেতনার জন্ম দিয়েছে। অবশ্য রেনেসাঁসের ফলে শুধুমাত্র ইতালীয় সাহিত্যেরই রূপান্তর হয় নি। এই ভাববিপ্লব সমগ্র ইতালীয় সংস্কৃতিতে এবং জীবনসাধনায় আলোকোজ্জ্বল নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এই রেনেসাঁসের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সিডনি লী বলেছেন—

'The Renaissance was far more than a litarary revival ; it was a regeneration of human sentiment, a new birth of intellectual, aesthetic, and spiritual aspiration. Life throughout its sweep was invested with a new significance and a new potentiality, While sympathy was awakening with the ideas and forms of Greek and Latin literature, other forces were helping to kindle a sense of joy, a love of beauty, a lively interest in animate and inanimate nature—of an unprecedental quality.'[৩৯]

এই নবতর চেতনা ইতালির জীবনচর্যায় ও সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন রূপান্তর ঘটিয়েছে তেমনি অন্যদিকে এর প্রভাবে ইতালীয় সাহিত্যেরও হয়েছে জন্মান্তর। এই কালান্তর পর্বে ইতালীয় সাহিত্যে আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার জন্ম হয়েছে। এবং এই গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যম হলো সনেট। আমরা আগেই বলেছি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের কোন সভাকবির হাতে

ইতালিতে সনেটের জন্ম হয়েছিল। এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে পেত্রার্কার হাতে সনেটের পূর্ণস্বরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সময় থেকে ইতালীয় কবিরা ব্যাপকভাবে পেত্রার্কার অনুপ্রেরণায় সনেট-কলাকৃতির অনুশীলন করেছেন। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে পেত্রার্কার পরবর্তী প্রধান ইতালীয় কবিদের সনেট চর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ইতালীয় রেনেসাঁস-পর্বের প্রথম গল্পকার জিয়োভান্নি বোক্কাচ্চিও (Giovanni Boccaccio, 1313-75) ছিলেন পেত্রার্কার বন্ধু। তাঁর জন্ম প্যারিসে। বালক বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে নেপ্‌ল্‌সে জনৈক ফ্লোরেন্তাইন ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়-বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি নেপ্‌ল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে শুরু করেন এবং সাহিত্য-চর্চায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ওখানে তিনি ফিয়াম্মেত্তা (Fiammetta) নামে জনৈকা সুন্দরীর প্রণয়াসক্ত হন। এই সংবাদ তাঁর পিতার কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ফ্লোরেন্সে ফিরিয়ে আনেন। এই ফ্লোরেন্সে তাঁর সঙ্গে পেত্রার্কার সাক্ষাৎ হয়। পেত্রার্কার বন্ধুত্ব তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। বোক্কাচ্চিও মূলত কথাসাহিত্যিক, কবিতা তাঁর সাহিত্য-চর্চার গৌণ অংশ। ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি দান্তে ও পেত্রার্কার কবিতার প্রিয়পাঠক ছিলেন। কবিতা-চর্চায় এই দুই কবি তাঁকে অনুক্ষণ প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর কবিতার অধিকাংশই সনেট এগুলি বহুলাংশে পেত্রার্কান।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের কবি ফাৎসিও দেল্‌ই উবের্তি (Fazio degli Uberti, 1307-70) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। ব্যক্তিগত রক্তিম প্রেমানুভবই তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য। মূলত পেত্রার্কান-রীতির কবি উবের্তি সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাসে এমন কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন যা পরবর্তীকালের সনেটের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। তিনি তাঁর চারটি সনেটে দুইমিলের সংবৃত-চতুষ্কের ষট্‌কে তপপ, তঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। তাঁর ষট্‌কের এই মিলবিন্যাস পেত্রার্কার চারটি সনেটে ষট্‌কের তপপ, পতত মিলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পেত্রার্কার ঐ চারটি সনেটের ষট্‌কে মিল সংখ্যা দুই কিন্তু উবের্তি-র তিন। দুজনেই এখানে প্রতি ত্রিক-র শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। উবের্তি-র সনেটের এই বিশেষ প্রকৃতির মিল তাঁর পরবর্তীকালের ইতালীয়

কবিরা ইতস্তত ব্যবহার করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তর্‌কুয়াতো তাস্যো-র (Torquato Tasso) কয়েকটি সনেটের ষট্‌কেও উল্লিখিত মিল ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, উবের্তি-র ষট্‌কের এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ইতালিতে বিশেষ পরিচিত ছিল।

পরবর্তীকালের ফরাসি ও ইংরেজি সনেটের মিলবিন্যাসে উবের্তি'র সনেটের এই বিশেষ প্রকৃতির মিল সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি সাহিত্যে প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠীর হাতেই বিশিষ্ট প্রকৃতির ফরাসি-সনেটের জন্ম হয়। প্লেয়াদ-কবি-গোষ্ঠী তথা ফরাসি-সনেটকারদের সনেটের প্রিয় মিলপদ্ধতি হলো কখখক, কখখক, ততপ, ঙঙপ।[৪০] উবের্তি এবং ফরাসি কবিরা সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে একান্তভাবেই পেত্রার্কান। উবের্তি-র সনেটের প্রথম ত্রিক-এ দুই মিল এবং ঐ ত্রিক-র শেষ দুই পংক্তি মিত্রাক্ষর; দ্বিতীয় ত্রিক-র শেষে যে নতুন মিল ব্যবহৃত হয়েছে তাও মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকারপ্রাপ্ত। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ফরাসি কবিরা উবের্তি-র দুই ত্রিক-র মিলকে প্রায় উল্টে নিয়ে তাঁদের ষট্‌কের দুটি ত্রিক গঠন করেছেন। উবের্তি-র ষট্‌কের মিল তিনটি, ফরাসি সনেটেও তাই। উবের্তি প্রতি ত্রিক-র শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন, আর ফরাসি কবিরা মিত্রাক্ষর যুগ্মক-কে স্থান দিয়েছেন প্রতি ত্রিক-র প্রথমে। দুই ধারার ষট্‌কের গঠনপদ্ধতি দেখে মনে হয় উবের্তি-র প্রভাব ফরাসি সনেটে ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সনেটকার ওয়াটের অধিকাংশ সনেটের মিল উবের্তি-র উল্লিখিত সনেট-চতুষ্টয়ের অনুরূপ। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইংরেজ-কবি মিল্টনের একটি সনেটেও (Cromwell, our chief of men) উবের্তি-র কখখক, কখখক, তপপ, তঙঙ মিল রয়েছে।

উবের্তি তাঁর কয়েকটি সনেটের ষট্‌কে তপত, পঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় কবিবন্ধু আন্তোনিয়ো দা ফের্‌রারা (Antonio da Ferrara) ঐ মিলের ষট্‌ক দিয়ে সনেট রচনা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি আন্তনিয়ো মিনতুর্নো-র (Antonio Minturno, 1500-1574) সনেটের ষট্‌কেও ঐ মিলের ব্যবহার দেখে মনে হয়, ইতালীয় সনেটে এই বিশিষ্ট প্রকৃতির মিলবিন্যাস কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই মিলের প্রভাব ইতালীয়

সনেটে যাই হোক না কেন ইংরেজি সনেটে কিন্তু সুদূর প্রসারী। ইংরেজ আদি-সনেটকারদের মধ্যে অন্যতম ওয়াট এবং তাঁর পরবর্তীকালের বিশিষ্ট সনেটশিল্পী সিডনি তাঁদের অনেকগুলি সনেটের ষট্‌কে উল্লিখিত মিল ব্যবহার করেছেন। বস্তুত ইংরেজি সনেটের (শেক্সপীরীয়) শেষ চতুষ্ক ও যুগ্মকের মিলবিন্যাসে উবের্তি-র ষট্‌কের তপত, পঙঙ মিলপদ্ধতির আদলেই পরিকল্পিত।[৪১]

উবের্তি-র পরে ইতালীয় ভাষার বিশিষ্ট সনেটশিল্পী হলেন আন্তোনিয়ো পুচ্চি (Antonio Pucci, 1310-88)। পুচ্চি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ফ্লোরেন্সে ১৩১০ সালে তাঁর জন্ম। সনেটের শেষে একটি পুচ্ছ-যুক্ত করে তিনি নতুন কলাকৃতির হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক পুচ্ছধারী সনেট রচনা করেন। ইতালীয় ভাষায় এই পুচ্ছধারী সনেটকে বলা হয় সনেত্তো কাউদাতো (Sonetto Caudato)। এই পুচ্ছ তিন পংক্তি বা তিনের গুণিতকে গঠিত। পুচ্ছের প্রথম পংক্তিটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তার সঙ্গে সনেটের শেষ পংক্তির মিল থাকে এবং তৃতীয়-চতুর্থ পংক্তি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার গ্রহণ করে। তিন-পংক্তির পুচ্ছধারী সনেটের মিলবিন্যাস হলো—কখখক, কখখক, তপঙ, পঙত, তচচ। পুচ্চির পরবর্তীকালের ইতালীয় কবিগণ পুচ্ছধারী সনেট-কলাকৃতি হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক সনেট রচনায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টন এই কলাকৃতিতে তাঁর 'Because you have thrown of your Prelate Lord' সনেটটি রচনা করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় সনেটকারদের মধ্যে লেওন বাত্তিস্তা আল্‌বের্তি (Leon Battista Alberti 1405-72), মাত্তেয়ো মারিয়া বয়ার্দো (Matteo Maria Boiardo 1441-92), লেওনেল্লো দেস্তে (Leonello d' Este, 1407-50), লরেন্‌ৎসো দে মেদিচি (Lorenzo de Medici 1449-92), জি পেত্রুচ্চি (G. Petrucci, 1450-86) এবং ইল্ কারিতোয়া (Il Cariteo, 1450-1515) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। সনেটচর্চায় এঁরা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। এঁদের মধ্যে মেদিচি ইতালীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিপ্রতিনিধি। ১৪৪৯ অব্দে ফ্লোরেন্সে তাঁর জন্ম। দর্শন ও সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন কলাকৃতিতে কাবচর্চা করেছেন তবে সনেট তাঁর অন্যতম প্রিয় কাব্য-মাধ্যম। প্রায় চল্লিশটি সনেটের শেষে তিনি দীর্ঘ

ভূমিকা যুক্ত করে নিজ বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন। সনেটের স্বরূপ-লক্ষণ সম্পর্কে তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। একটি সনেটের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'The brevity of the Sonnet does not permit the presence of a single word that is without purpose.'

[উইলকিন্স, অনূদিত।[৪২]]

ইতালীয় সনেট-সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী সুবর্ণময় যুগ। শুধু এই শতাব্দীতেই বিভিন্ন কবি কয়েক হাজার সনেট রচনা করেছেন। এই পর্বের সনেট বিষয়বৈচিত্র্যে অনুপম, তবে কলাকৃতিতে মূলত পেত্রার্কান-রীতিরই প্রাধান্য। এই শতাব্দীর প্রথম উল্লেখযোগ্য সনেটকার হলেন ইয়াকপো সান্নাৎসারো (Jacopo Sannazzaro, 1456-1530)। নেপল্‌সে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু। পেত্রার্কান রীতির সনেট লিখে তিনি এই পর্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর সমসাময়িক কবি বেনেদেত্তো গারেথ (Benedetto Gareth, 1450-1514) পেত্রার্কা-পন্থী সনেটশিল্পী। লুনা (Luna) নাম্নী জনৈকা নারীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর সনেটগুলি প্রেমবন্দনায় মুখর।

এই পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি পিয়েত্রো বেম্বো-র (Pietro Bembo, 1470-1547) জন্ম ভেনিসে। আইন ও দর্শনের ছাত্র বেম্বো অনেকগুলো ক্লাসিক ভাষা জানতেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রপরিচালক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রেম, প্রকৃতি, রাজনীতি ও ধর্ম-বিষয়ে তিনি অনেক সনেট রচনা করেছেন। রচনারীতি মূলত পেত্রার্কান।

লোদোভিকো আরিয়স্তো-র (Lodovico Ariosto, 1474-1533) জন্ম রেজ্জিও-তে (Reggio)। তিনি ফেরেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। ভ্রমণের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র অনীহা। তিনি মূলত শান্ত মেজাজের জীবন-সংসক্ত কবি। জনৈকা বিধবাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। প্রেম আর কবিতাই ছিল তাঁর আত্মা। পেত্রার্কান-রীতিতে তিনি প্রেম ও ধর্ম বিষয়ক সনেট রচনা করেন।

ইতালির বিশিষ্ট ভাস্কর মিকেলানজেলো বুয়নারত্তি (Michelangelo Buonarroti, 1475-1564) প্লেটোনিক প্রেম, রাজনীতি ও বন্ধুপ্রীতি-মূলক পেত্রার্কান-রীতির সনেট রচনা করে খ্যাতি অর্জন

করেছেন। দান্তের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর দুটি সনেট আজও সমালোচকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভেরনিকা গাম্বারা (Veronica Gambara, 1485-1550) এবং ভিত্তরিয়া কোলন্না (Vittoria Colonna) এই পর্বের খ্যাতনাম্নী দু'জন মহিলা সনেটকার। দু'জনেই অল্প বয়সে স্বামী হারিয়েছেন। মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত সনেটগুলিতে হারানো প্রেমের বেদনা শতমুখে উৎসারিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কোলন্না শেষ জীবনে ধর্মীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শেষ পর্বের সনেটগুলির মধ্যে ধর্মীয়-চেতনা ভাষা পেয়েছে। সনেট-রচনারীতির দিক থেকে এঁরা দুজনেই পেত্রার্কান।

এই পর্বের হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক কবি ফ্রাণ্ডোস্কো বের্নি (Francesco Berni, 1497-1532) পুচ্চির অনুসরণে পুচ্ছধারী সনেট রচনা করেছেন। বের্নির সমসাময়িক কবি জিওভান্নি গুইদিচ্চিওনি (Giovanni Guidiccioni, 1500-41) বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। শেষ জীবনে তিনি অবশ্য আর্চবিশপের পদ গ্রহণ করেন। নীতি ও দেশপ্রেম-মূলক সনেট লিখে তিনি ইতালীয় সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন।

জিওভান্নি দেল্লা কাশা (Giovanni Della Casa, 1503-1556) এই শতাব্দীর বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। ১৫০৩ অব্দে তিনি ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। বোলনুনিয়া ও পাদভা (Padova) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাশা ধর্মযাজকের জীবন বেছে নেন। পরে আর্চবিশপের পদ লাভ করেন। এই পর্বে পেত্রার্কার সনেটের গঠন-বিন্যাসের বিরুদ্ধে তিনিই সচেতন ভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর সনেটে অষ্টক ও ষটকের শেষে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার না করে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষটকে একই বাক্যকে প্রবাহিত করেছেন। এই রীতিকে ফরাসি রোমান্টিকরা বলেছেন, 'এঞ্জাম্বমেন্ট' (Enjambement) । ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টন এই রীতির বাক্যবন্ধে কিছু সনেট রচনা করেছেন। বাংলাসাহিত্যের আদি সনেটকার মধুসূদনও তাঁর সনেটে এই প্রবহমানরীতি বহুল ব্যবহার করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি হলেন তরকুয়াত্তো তাস্যো (Torquato Tasso, 1544-95)। তাঁর জন্ম

সর্‌রেন্তো-য় (Sorrento)। রোমে ও ভেনিসে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। তাঁর পিতা বের্নার্দো তাস্যো-ও (Bernardo Tasso 1493-1569) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। পেত্রার্কান রীতিতে প্রকৃতি ও দাম্পত্যপ্রেম-বিষয়ক সনেট লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তর্‌কুয়াতো তাস্যো পাদভা ও বোলন্‌নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। পরে অধ্যাপকের বৃত্তি ছেড়ে ফেরেরা কোর্টে (১৫৬৫) যোগদান করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মানসিক রোগ দেখা দেয় ফলত সবছেড়ে তিনি অস্থির চিত্তে ইতালির বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি প্রায় দু হাজার গীতিকবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে প্রায় ন'শটি সনেট। বিষয়ানুসারে সনেটগুলি তিনভাগে বিভক্ত ঃ প্রেমবিষয়ক সনেট—৪১৯ ; বীরবিষয়ক সনেট—৪৮৬ এবং নীতিবিষয়ক সনেট—৮৭। তিনি উবের্তি-র কখখক, কখখক, তপপ, তঙঙ মিলে কিছু সনেট রচনা করলেও তাঁর অধিকাংশ সনেটই পেত্রার্কান।

ষোড়শ শতাব্দীতে আরও অজস্রকবি সনেট রচনা করে সনেটের সীমা সুদূর প্রসারী করেছেন। এঁদের মধ্যে আলামান্নি (Alamanni), তান্‌সিল্লো (Tansillo) স্তাম্পা (Stampa), মল্‌ৎসা (Molza) এবং মান্‌নো (Magno) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ শতকের কাম্পানেল্পা (Companella), মারিনো (Marino), মাজ্জি (Maggi), ফিলিকাইয়া (Filicaia), ৎসাপ্পি (Zappi) এবং দান্তের শিষ্য পাস্তোরিনি (Pastorini) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। এঁদের মধ্যে এক মারিনোই চারশ' সনেট রচনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর সনেট চর্চাও মূলত পেত্রার্কান। এই পর্বের বিশিষ্ট সনেটশিল্পী হলেন ফ্রুগোনি (Frugoni), মেতাস্তাশিও (Metastasio), এবং আলফিয়েরি (Alfieri)। অষ্টাদশ শতকের আলফিয়েরি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি কার্‌দুচ্চি (Carducci 1835-1907) সনেটে বিবৃত চতুষ্ক রচনায় অধিকতর আসক্তি প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সংবৃত-চতুষ্কও তাঁরা একেবারে বর্জন করেন নি। কার্‌দুচ্চি পুচ্চির মতো কিছু পুচ্ছধারী সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে রচিত সনেটগুলি বাৎসল্য রসের কবিতা হিসাবে ইতালীয় সাহিত্যের অমর সম্পদ।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের বিমানবহরের সৈনিক দান্নুনৎসিও (D'annunzio, 1863-1938) যুদ্ধবিষয়ক সনেট

রচনা করে সনেটের বিষয়-সীমা বর্ধিত করেছেন। এই পর্বের অকালমৃত (২১ বছরে) তরুণ কবি করাৎসিনি (Corazzini) তরুণ বয়সেই সনেট-কলাকৃতির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে বুঝতে পারা যাবে, ইতালিতে রেনেসাঁস-পর্বে গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহন হয়ে উঠেছিল সনেট। পেত্রার্কার হাতে এই সনেটের স্বরূপ-লক্ষণ আবিষ্কৃত হবার পর চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অজস্র কবি সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমেই তাঁদের কাব্যের পসরা সাজিয়েছেন। ইতালিতে প্রথম পর্বে সনেট ছিল প্রেমকবিতা। পরবর্তীকালের কবিরা মানব জীবনের সমগ্র অনুভবই এই কলাকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করে কাব্যমাধ্যম হিসাবে সনেটের সুদূরপ্রসারি সর্বার্থসাধকতা প্রমাণ করেছেন। বস্তুত পেত্রার্কার 'small lute' বিভিন্ন কবির জীবনসাধনায় 'মানব হৃদয়ের বর্ণমালা' (Alphabet of the human heart) হয়ে উঠেছে।

আমরা 'ইতালীয় সাহিত্যে সনেট' অংশে দেখিয়েছি যে ইতালিতে সনেট-কলাকৃতির নানা বিবর্তন হলেও পেত্রার্কান রীতিকেই অধিকাংশ কবি সনেটের সার্থক কলাকৃতি বলে মেনে নিয়েছেন। নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে গীতিকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠেছিল সনেট। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ফ্রান্সে ও ইংল্যান্ডে পেত্রার্কান-সনেটকলাকৃতি কি ভাবে গৃহীত ও বিবর্তিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করব।

উল্লেখপঞ্জী

১. 'But already in Dante's time the three terms had come to denote only three different forms of Poem'. Mark Pattison —The Sonnets of John Milton, Page-7

২. E. H. Wilkins—A History of Italian Literature (4 th Ed. 1968) Page-6.

৩. J. W. Lever—The Elizabethan Love Sonnet (1956) Page 2

৪. A History of Italian Literature, Page-7

৫. Ezra Pound—The Spirit of Romance, Page-103

৬. A History of Italian Literature, Foot-note, Page 19
৭. দ্রষ্টব্য জগদীশ ভট্টাচার্য – সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা-১৬-২২
৮. A History of Italian Literature, Page-25-26
৯. Encyclopaedia Britannica, vol-20, Page-997
১০. J. H Whithfield—A Short History of Italian Literature (1962), Page-1
A History of Italian Literature, Page-19
The Oxford Book of Italian Verse (1942), Notes, Page-538-539
১১. A History of Italian Lierature, Page-26
১২ A Short History of Italian Literature, Page-25
১৩. D. G Rossetti—The Early Italian Poets
১৪ Will Durant—The Story of Civilization, vol. V. Page 9
১৫. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠ ২৪
১৬. The Story of Civilization, vol-5, Page-5
১৭ A History of Italian Literature. Page-100
১৮. The Story of Civilization, vol-5, Page-5
১৯. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, প্ ২৭
২০. Canzoniere একটি ল্যাটিন শব্দ। এর বাংলা অর্থ 'কাব্য-সংকলন' পেত্রার্কার এই কাব্য সংকলনে সনেট বাদ দিয়ে ২৯টি কান্ৎসোনে, ৭টি বাল্লাতা, ৯টি সেস্তিনা, ৪টি মাদ্রিগাল. এবং প্রেম, সতীত্ব, মৃত্যু, যশ, সময় ও অমরতা এই ছয় সর্গে বিভক্ত বিজয় (Triumph) নামে একটি সর্গ-বদ্ধকাব্য সংকলিত হয়েছে।
২১ The Elizabethan Love Sonnet, Page-6
২২ The Sonnets of John Milton, Page-10
২৩. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ-৬
২৪. প্রমথ চৌধুরী সনেট কেন চতুর্দশপদী. প্রবন্ধসংগ্রহ ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৯৫২) পৃ-২৫
২৫. The Sonnets of John Milton, Page-13
২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১১
২৭. The Elizabethan Love Sonnet, Page-6-7
২৮. John S. Smart—The Sonnets of Milton

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০-৩১
৩০. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ১০-১২

৩১. Enid Hamer—The English Sonnet, (Second Ed. 1936) Introduction, Page-XLIV-XLV

৩২. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃ-আট

৩৩. তদেব, গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃ-আট

৩৪. তদেব পৃ, ৪৩-৫৪

৩৫. তদেব, পৃ, ৫৭

৩৬. Collected Essays in Literary Criticism, পৃ, ১৭-২০। দ্রষ্টব্য সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ-১৯

৩৭. প্রিয়নাথ সেন—সনেট পঞ্চাশৎ, সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

৩৮. Sir Sidney Lee—The French Renaissance in England (Oxford 1910), Page 4

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠ-৩

৪০. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ফরাসি সনেট-অংশ দ্রষ্টব্য।

৪১. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংরেজি সনেট-অংশ দ্রষ্টব্য।

৪২. A History of Italian Literature, Page-141

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে সনেট-কলাকৃতির বিবর্তন

১

ফরাসি সনেট

ইতালীয় রেনেসাঁস আল্‌পস পেরিয়ে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ—ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন এবং ইংল্যান্ডে প্রসারিত হলো। ইতালির পরে হলেও ফ্রান্সে রেনেসাঁস এসেছিল ইংল্যান্ডের আগে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে রেনেসাঁসের স্পন্দন অনুভূত হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বিশেষ করে ১৫৩০-১৫৬০-এর মধ্যে এখানে এই ভাববিপ্লব মূর্ত আকার পরিগ্রহ করে।[১] রেনেসাঁসের ফলে ফ্রান্সে যে নব-সংস্কৃতির জন্ম হলো তাতে অনেকগুলি বিপরীতধর্মী গুণের সুসমন্বয় লক্ষ্য করবার মতো। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাটিক মাধুর্য আর সরলতা, ল্যাটিন স্পষ্টতা, ইতালীয় ইন্দ্রিয়বেদ্যতা এবং গ্যালিক মনের উদ্ভাবনী শক্তি আর ব্যঙ্গ-পরিহাসের উচ্ছল প্রকাশ।[২] রেনেসাঁস-উত্তরকালের ফরাসি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রায়শই লেস্প্রি গোলোয়া (l'esprit gaulois) উক্তিটি কথিত হয়। এক কথায় এই উক্তির অনুবাদ দুঃসাধ্য। তবে মোটামুটি ভাবে লেস্প্রি গোলোয়া উক্তিটি দ্বারা ফরাসি চরিত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—প্রথমত চিন্তার নমনীয়তা, দ্বিতীয়ত প্রাণচাঞ্চল্য এবং রূঢ়তার সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের প্রসন্নতা; তৃতীয়ত পরিহাসপ্রবণ অথচ সহজ স্পষ্ট সুরেলা বাচনভঙ্গি।[৩]

ফরাসি রেনেসাঁস-পর্বে ফ্রান্সে ইতালির অনুপ্রেরণায় গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহন হয়ে উঠল সনেট। ফরাসি সনেট বহুলাংশে পেত্রার্কান হয়েও উল্লিখিত ফরাসি বৈশিষ্ট্যের ফলে স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ক্লেমাঁ মারো (Cte'ment Marot, 1496-1544) পেত্রার্কার ছয়টি সনেটের অনুবাদসহ কয়েকটি মৌলিক সনেট রচনা করে ফ্রান্সে সনেট প্রবর্তন করেন।[৪] সিডনি লী-র মতে তাঁর মৌলিক সনেটের সংখ্যা দুই বা তিনটি।[৫] মারোর সনেটের বিষয়বস্তু প্রেম। কিন্তু এই প্রেমচেতনা নিতান্তই কৃত্রিম। রেনেসাঁস-পর্বে জন্মেও মারো ছিলেন মধ্যযুগীয় ফরাসি-চেতনা দ্বারা আপ্লুত। তিনি অবশ্য নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সমন্বয় সাধন

করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।

মারোর অনুসারী কবিদের মধ্যে মেল্ল্যা দ্য স্যাঁ-জ্যলে (Mellin de Saint-Gelais, 1490 1558) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ফ্রান্সে সনেট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৬] কোন কোন সমালোচকের মতে তাঁর 'Voyant ces monts de veue ainsi lointaine' সনেটটি ফরাসি ভাষায় লিখিত প্রথম সনেট।[৭]

এই পর্বের কবিরা বিশেষভাবে প্লেটনিক এবং পেত্রার্কান-প্রেম-চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই প্রেমচেতনার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে আঁতোয়ান এরোয়ে (Antoine Heroe't, 1492-1568) সনেট-রীতিকে বেছে নিয়েছেন। এই পর্বের অন্য কবি—ফরাসি ভাষার প্রথম মহিলা সনেটকার লুইস লাবে (Louise Labe', 1524 ?-1565) পেত্রার্কান প্রেম-চেতনায় অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমাবেগই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। তিনি 'অব্র' (Euvres, 1555) নামে একটিমাত্র কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থে মোট চব্বিশটি সনেট সংকলিত হয়েছে। সনেটগুলি নারী-হৃদয়ের প্রেমানুরাগে রক্তিম। সমালোচকদের ধারণা এই সনেট-গুচ্ছের উদ্দিষ্ট কবি-প্রণয়ী হলেন কবি অলিভিয়ে দ্য মাঙি (Olivier de Magny)।[৮]

ফরাসি রেনেসাঁসের প্রথম পর্বে সমগ্র ফরাসি সাহিত্য নবতর জীবন চেতনায় ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়ে উঠেছিল। নব জীবন-বোধের অস্ফুট প্রকাশ প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ দেদীপ্যমান হলো। এই কবিগোষ্ঠীর সাধনায় ফরাসি সাহিত্য যে সমুন্নতি লাভ করেছে তাকে উনবিংশ শতাব্দীর আগে সমগ্র ফরাসি সাহিত্য আর কখনো অতিক্রম করতে পারে নি।

প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠীর মূল প্রেরণা ছিলেন প্রখ্যাত লাতিন ও গ্রীক ভাষাবিদ পণ্ডিত জাঁ দরা Jean Dorat)। প্যারিসের কলেজ দ্য কক্‌রে-তে (College de Coqueret) রোঁসার,দ্যু বেলে এবং বাইফ তাঁর কাছে গ্রীক ও লাতিন ভাষার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। অচিরে পিয়ের দ্য রোঁসারের (Pierre de Ronsard, 1524-1585) নেতৃত্বে জয়াক্যাঁ দ্যু বেলে (Joachim Du Bellay, 1522-1560), র‍্যমি বেল্লো (Re'my Belleau, 1928-1577), আতোয়ান দ্য বাইফ (Antoine de Baif, 1532-1589) এবং এতিয়েন জদেল (Etienne Jodelle, 1532-1573) একটি কবিসঙ্ঘ গঠন করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই এই পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দেন জাঁ দরা এবং পন্ত্যুস দ্য তিয়ার (Pontus de Tyard, 1521-1605)। রোঁসার সাতজনের এই সংগঠনের নাম দেন la docte brigade (1548)। ১৫৫৬ সালে এই গোষ্ঠী লা প্লেয়াদ (La Ple'iade) নাম গ্রহণ করে।

প্লেয়াদ-এর নেতা রোঁসার এই গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিনিধি। সিডনি লী তাঁকে বলেছেন—'Poetic master of the (French) Renaissance.'[৯] এঁর অনুপ্রেরণায় ও সাহিত্য সাধনায় ফরাসি সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করল। তাঁর জীবনের মূল বক্তব্য তাঁরই একটি কথায় বিধৃত হয়েছে—'গোলাপের মত জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং প্রেমের আলোকে জীবনকে উজ্জীবিত কর।' এক গভীর জীবনসংসক্তি ও মর্ত্যানুরাগ তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সাধনাকে মধুস্বাদী করে তুলেছে।

সনেট রোঁসারের কবিতার প্রিয় প্রকাশ মাধ্যম। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক কিছু সনেট রচনা করলেও প্রেমই তাঁর সনেটের প্রধান উপজীব্য। তাঁর ইন্দ্রিয়বেদ্য প্রেম-কবিতার সংকলন 'আমুর দ্য কাসাঁদ্র'-এর (Amours de Cassandre, 1552) অধিকাংশ কবিতাই সনেট। তাঁর দ্বিতীয় 'আমুর'-এর (Amours 1555) নায়িকা মারী (Marie) নাম্নী একটি গ্রাম্য-তরুণী। এই কাব্য-গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা সনেট। কুড়ি বছর পরে এই গ্রন্থে আরও একগুচ্ছ সুন্দর সনেট সংযোজিত হয়েছে। সনেটগুলি মারীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সনেট সংকলন 'সনে পুর এলেন্'-এর (Sonnets Pour He'le'ne, 1578) নায়িকা হলেন তৎকালীন প্যারীসের বিখ্যাত রূপসী এলেন দ্য সর্জের (He'le'ne de Surge'res)।

রোঁসারের সনেটের প্রেমচেতনা ও গীতিময়তা এই পর্বে প্রায় সমস্ত কবিকেই অনুপ্রাণিত করেছে। সনেট যে গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যম সে বিশ্বাসও রোঁসার ফরাসি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রতিভাবান কবিমাত্রই ছন্দশিল্পী। রোঁসারও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি তাঁর সনেটে ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে ফরাসি ভাষার বার দলের আলেক্‌জান্‌ড্রাইন (Alexandrine) পংক্তিকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথেই পরবর্তীকালের অধিকাংশ ফরাসি সনেট বার দলের

আলেক্‌জান্‌ড্রাইন পংক্তিতে রচিত।

প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর দ্বিতীয় মহৎ কবি হলেন রোঁসারের অন্তরঙ্গ-বন্ধু জয়াক্যাঁ দ্যু বেলে। তিনিও একজন প্রতিভাবান সনেট-শিল্পী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিভ' (L'olive, 1549) ইতালির বাইরে সনেট-পরম্পরার প্রথম নিদর্শন। পেত্রার্কান-প্রেমচেতনায় অনুপ্রাণিত এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছে প্রণয়িনীর প্রতি দ্যু বেলের অনুরাগ অন্তরঙ্গ অনুভবে বিধৃত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থটি রোঁসারের 'আমুর দ্য কাসাঁদ্র'-এর কয়েক বছর আগে প্রকাশিত, সনেট রচনায় এখানে কবি দশ দলের পংক্তি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু তা আদৌ প্রীতিপ্রদ হয় নি। এই সম্পর্কে কাজামিয়া বলেছেন—

'The Sonnets, all written in ten-syllabled lines, are not perfectly regular, according to the pattern that was to be settled very shortly after.[১০]

'ললিভ' সনেটগুচ্ছের পরে দ্যু বেলে 'ত্র্যাজ সনে দ্য লনেস্তামুর' (XIII Sonnets de l'honneste amour) এবং 'ল্যাজামুর দ্য'··· (Les Amours de) নামে দুটি ছোট সনেট সংকলন প্রকাশ করেন। এই সনেটগুলিতেও তিনি দশ দলের পংক্তিই ব্যবহার করেছেন—দ্বিতীয় সংকলনের চারটি সনেট অবশ্য বার দলের আলেক্‌জান্‌ড্রাইন পংক্তিতে রচিত। সম্ভবত এই ব্যাপারে তিনি রোঁসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উল্লেখিত চারটি সনেটে বার দলের পংক্তি ব্যবহার করেই সনেটের ক্ষেত্রে এই মাত্রাসংখ্যার উপযোগিতা তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন।

দ্যু বেলের শ্রেষ্ঠ দুটি সনেট সংকলন 'ল্যা র‍্যগ্র্যা' (Les Regrets, 1558) এবং 'ল্যাজাতিকিতে দ্য রম্‌' (Les Antiquitie's Rome, 1558) বার দলের আলেক্‌জান্‌ড্রাইন ছন্দেই রচিত। দ্যু বেলে রোমে কয়েক বছর ফরাসি-দূতাবাসের সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাঁর রোম থেকে ফ্রান্সে প্রত্যাগমনের পরের বছরেই সনেট-সংকলন দুটি প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থটিতে তাঁর রোমপ্রবাসী গৃহকাতর মনের ব্যথা-বেদনা, বিষাদ ও দুঃখবোধ কাব্যছন্দে গ্রথিত হয়েছে আর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মানবজীবনের অমোঘ বিধান।

প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর অন্য কবি চতুষ্টয় জদেল্‌, তিয়ার, বেল্লো এবং বাইফ সনেট রচনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রেম এঁদের

সনেটের মুখ্য উপজীব্য হলেও সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি এবং ধর্মবিষয়ক সনেটও এঁরা সমান আগ্রহে রচনা করেছেন।

ইতালির অনুপ্রেরণায় প্লেয়াদ-কবিগণ গীতিকাব্যের বাহন হিসাবে ওড, সেস্তিনা, বাল্লাতা, মাদ্রিগাল ও সনেটের চর্চা করেছেন। কিন্তু সনেট-কলাকৃতিই তাঁদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল। ফরাসি সনেটের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে সিডনি লী বলেছেন—

'Very different was the fortune of the Sonnet, which was openly borrowed by the Ple'iade from Italy and became the chief badge of the new poetic movement.'১১

সনেট-কলাকৃতির প্রতি প্লেয়াদ-কবিগণের আগ্রহ ছিল অসীম। এই ধারার কবিত্রয়ী রেঁসার, দ্যু বেলে এবং বাইফ-এর ৩৫১৬ টি কবিতার মধ্যে ১৬৮৬টিই সনেট। এঁদের মধ্যে রেঁসার ৭০৯টি সনেট লিখে প্লেয়াদ কবিগণের মধ্যে সনেট রচনার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন।১২

প্লেয়াদ কবিবৃন্দ যখন সনেটের বিভিন্ন মিলবিন্যাসের পরীক্ষায় নিয়োজিত তখন এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিনিধি দ্যু বেলে একটি ইস্তাহারে তাঁর অনুগামীদের পেত্রার্কান-রীতির সনেট লিখতেই আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন।১৩ প্লেয়াদ-কবিরা ইতালিয়ান সনেটের আদর্শে প্রচুর পরিমাণে পেত্রার্কান রীতির সনেট রচনা করলেও তাঁদের হাতেই বিশিষ্ট প্রকৃতির ফরাসি সনেটের জন্ম হয়েছে। এই ফরাসি সনেট মূলত পেত্রার্কান। পেত্রার্কান সনেটের মতোই ফরাসি সনেটের চোদ্দ পংক্তি দুটি পর্বে বিভক্ত। দুটি চতুষ্কে অষ্টক গঠিত। ষট্‌ক গঠিত দুটি ত্রিক-বন্ধে। অষ্টকের মিলবিন্যাস কখখক, কখখক—এই রীতিকে ফরাসি ভাষায় বলা হয় ভের্জাব্রাসে (vers embrassis) কখকখ কখকখ এই একান্তর মিলের অষ্টক সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ফরাসি সনেটে প্রায় নগণ্য। অষ্টকের কোন মিল তাঁরা ষট্‌কে ব্যবহার করেন নি। ষট্‌কের মিল সংখ্যা দুই বা তিন। তবে তাঁরা ষট্‌কে দুটি মিল অপেক্ষা তিনটি মিলের প্রতিই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রেঁসার এবং তাঁর অনুসারী কবিগণের সনেটের ষট্‌কবন্ধের প্রিয় মিলবিন্যাস হলো ততপ, ঙঙপ। ফরাসি ষট্‌কের এই মিলপদ্ধতি সম্ভবত ইতালীয় কবি উর্বেতির ষট্‌কের তপপ, তঙঙ-এর প্রভাবজাত। এই বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে 'ইতালীয় সাহিত্যে সনেট' অংশে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সনেট কলাকৃতির পক্ষে অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি যে অত্যন্ত জরুরী ইতালীয় কবিদের মতো ফরাসি কবিরাও তা স্বীকার করে নিয়েছেন। অধিকাংশ ফরাসি সনেটে এই আবর্তনসন্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট।[১৪]

ফরাসি সনেটের মিলবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য আমরা এখানে রোঁসারের একটি সনেট মূল ভাষাতেই উদ্ধার করছি।

Je veux me souvenant de ma gentille amie.
Boire ce soir d'autant, et pour ce, Corydon.
Fay remplier mes flacons, et verse a' l'abandon
Du vin pour resjouir toute la compaignie.

Soit que m'amie ait nom ou Cassandre ou Marie,
Neuf fois je m'en vois boire aux lettres de son nom :
Et toi si de ta belle et jeune Madelon,
Belleau, l'amour te poind, je te pri', ne l'oublie.

Apporte ces bouquets que tu m'avois cueillis,
Ces roses, ces oeillets, ce jasmin etces clis :
Attache une couronne a' l'entour de ma taste.

Gaignon ce jour icy, trompon nostre trespas :
Peut-estre que demain nous ne reboirons pes.
S'attendre au lendemain n'est pas chose trop preste.
[The Oxford Book of French Verse Page 67-68]

উদ্ধৃত সনেটটির প্রতি লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে এই সনেটের অষ্টক ও ষট্‌ক স্পষ্ট দুটি পর্বে বিভক্ত। এবং অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে ও ষট্‌ক দুটি ত্রিক-এ গঠিত। ষট্‌কের প্রথম ত্রিক এবং দ্বিতীয় ত্রিক-র শীর্ষে দুটি ভিন্ন মিলের যুগ্মক শোভা পাচ্ছে। ষট্‌কের তৃতীয় এবং ষষ্ঠ পংক্তির মিলও লক্ষণীয়। উল্লিখিত সনেটের মিলবিন্যাসই প্লেয়াদ-কবিগণ ফরাসিসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালের ফরাসি সনেটেও এই মিলবিন্যাস সবচেয়ে বেশী গৃহীত হয়েছে। এই সম্পর্কে সিডনি লী নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেছেন—

'In the majority of French Sonnets the octave and sestet were thus constructed in combination on the model ABBA, ABBA, CCD, EED'.[১৫]

লী-র অনেক পরে ফরাসি সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক জিওফ্রে ব্রেরেটনও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন—

'The French sonnet is based on the Italian and rhymes ABBA. ABBA. followed by some such conbination as CCD. EED.'১৬

আমরা আগেই বলেছি যে ফরাসি সনেট মূলত পেত্রার্কান। সনেটের অষ্টকের ক্ষেত্রে ফরাসিরা পেত্রার্কান মিলবিন্যাসকেই যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন। তবে ষট্‌কের ততপ, ঙঙপ, মিলবিন্যাসে তাঁরা নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। প্লেয়াদ কবিবৃন্দের গভীর সাধনায় উল্লিখিত এই যে বিশিষ্ট প্রকৃতির ফরাসি সনেটের উদ্ভব হয়েছে পরবর্তীকালের ফরাসি কবিরাও সনেট রচনায় তাকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকার করেছেন।

প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠী এবং পরবর্তী ফরাসি কবিদের রচিত কিছু কিছু সনেটের ষট্‌কে ততপ, ঙপঙ মিলটিও লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ফরাসি সনেটের প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী ফরাসি সনেটের এই মিলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সনেটের ক্ষেত্রে ফরাসি রীতি গ্রহণের কারণ জানিয়ে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—'ফরাসি সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি ঐ form-টা নিই।'১৭

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের প্রশংসা করে ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লেখেন—'এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ম শিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই—'মধ্যে ক্ষামা', দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা।'১৮

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্পর্কে, ফরাসি সনেট সম্পর্কে নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কবির এই উক্তি সমালোচকদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, ফরাসি সনেটের ষট্‌ক একটি সমিল যুগ্মক ও একটি চতুষ্কে গড়া। অবশ্য এই ভুল ধারণার জন্য প্রমথ চৌধুরী অনেকখানি দায়ী। ফরাসি সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে ৬. ১০. ১৯৪১-এর একটি চিঠিতে—'ফরাসী সনেটের সঙ্গে ইতালীয় সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটের প্রথম অষ্টক সমান। শেষে ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ

আছে। ফরাসিরা ছয়কে দুই ভাগ করেছেন। প্রথমে একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী।'[১৯] প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের শেষাংশ সত্য নয়। প্রথমত, অধিকাংশ ফরাসি সনেটের ষট্‌কবন্ধের ত্রিকযুগলের প্রতিটির শীর্ষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, ফরাসি কবিরা যেখানে একান্তর মিলের পংক্তি চতুষ্টয়ের শীর্ষে সমিল যুগ্মক স্থাপন করে ষট্‌ক গঠন করেছেন সেখানেও ষট্‌কটি দুটি ত্রিক-বন্ধে গ্রথিত। প্রমথ চৌধুরী কথিত, 'প্রথমে একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী'তে বিন্যস্ত নয়। এই রীতির ফরাসি সনেটের একটি ষট্‌ক উদ্ধার করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ঃ

Ainsi quand du grand Tout la fuite retourne'e,
Ou' trentesix mil' ans ont sa course borne'e.
Rompra des elmens le naturel accord.

Les semences qui sont meres de toutes choses
Retourneront encor a' leur premier discord,
Au ventre du Chaos eternellement closes.
[The Oxford Book of French Verse, Page. 109]

উদ্ধৃত ষট্‌কটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই ষট্‌কের প্রথমে রয়েছে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক। কিন্তু ষট্‌কটি দুটি ত্রিক-এ বিভক্ত। ফরাসি কবিরা সনেট রচনায় প্রায় কোন ক্ষেত্রেই ষট্‌ককে দ্বিপদী এবং চতুষ্পদীতে বিভক্ত করেন নি। তাঁদের ষট্‌ক প্রায় সর্বত্রই দুটি ত্রিক-এ গঠিত। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য যে ফরাসি কবিরা সনেটের শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহারেও তেমন আগ্রহশীল নন।[২০] মূলত দুটি ত্রিকবন্ধে গঠিত ষট্‌কের শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহারের অবকাশও নিতান্ত কম।

গীতিকবিতার মুখ্যবাহন হিসাবে সনেটকে ফরাসি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন প্লেয়াদ কবিবৃন্দ। পরবর্তীকালে ফরাসি কবিতা বিচিত্ররূপে নব নব ধারায় বিকশিত হয়ে উঠলেও কলাকৃতি হিসাবে সনেট প্রায় কখনোই অনাদৃত হয় নি। ইতালীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ কাব্য-মাধ্যম সনেট কিভাবে ফ্রান্সে আরো সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল তা ফরাসি সনেটের ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে।

প্লেয়াদ-অনুসারী কবিদের মধ্যে সনেট রচনায় সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন ফিলিপ দ্যাপর্ত (Philippe Desportes, 1546 ?-

1606)। কিশোর বয়সে ইতালি বেড়াতে গিয়ে তিনি পেত্রার্কার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতায় এই প্রভাব সুদূর- প্রসারী হয়েছিল। তাঁর রচিত ৭৮১টি কবিতার মধ্যে ৪৪৩টি সনেট।[২১] প্রেম ও ধর্মীয় চেতনাই তাঁর সনেটের প্রধান উপজীব্য।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্বে ফ্রান্সে সামাজিক সংঘাতের দিনে ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটল। এই ধর্মীয়চেতনা দ্বারা এই পর্বের কবিতা সঞ্জীবিত। লক্ষণীয় এই যে এই সময়ের কবিরাও কবিতার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে সনেট কলাকৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। এই পর্বের জাঁ দ্য স্পোঁদ (Jean de Sponde 1557-95), লা স্যাপেদ (La Ceppede, 1550 ?-1622) এবং আগ্রিপা দোভিঙে (Agrippa d' Aubigne'. 1551-1630) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। এঁদের মধ্যে একা স্যাপেদ-ই পাঁচশ সনেট লিখিছেন। দোভিঙে-এর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ল্য প্র্যাঁতাঁ দ্যু সিয়র দোভিঙে'-এর (Le Printemps du Sieur d' Aubigne') সমস্ত কবিতাই ধর্মকেন্দ্রিক প্রেম-বিষয়ক সনেট।[২২]

এই সময় থেকে ফ্রান্সে কবিতার গঠনশৈলী-সচেতন কাব্যান্দোলনের জন্ম হয়। ফ্রাসোয়া মালের্ভ্ (Francois de Malherbe, 1555-1628) ছিলেন এই নতুন ধারার জনয়িতা। কবিতা সম্পর্কে তাঁর নতুন বক্তব্যকে কাজামিয়া ভারি সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

> **'A good writer must avoid dialect or vulgarisms, and use terms only in their purest sense ; the laws of grammar must never be allowed to suffer for the sake of poetic measure ; rhyme must satisfy the ear as well as eye.'**[২৩]

কবিতার ভাষা, ছন্দ ও অলংকার বিষয়ে এত সচেতনতা ছিল বলেই সম্ভবত মালের্ভ্ রীতিনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। রোঁসারের কঠোর সমালোচক হয়েও তিনি সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে রোঁসারকেই গভীরভাবে অনুসরণ করেছেন। এই পর্বের অন্য সনেটকার রেঙে (Mathurin Re'gnier, 1578-1613) সচেতন-ভাবে মালের্ভ্-এর কবিতা-বিষয়ক ধারণার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। বিদ্রূপ ছিল তাঁর কাব্যজীবিত। ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাতে তিনি মালের্ভ-এর নতুন কাব্যতত্ত্বকে বিধ্বস্ত করেছেন। ব্যঙ্গ-প্রিয় এই কবির সনেট-গুলিও ব্যঙ্গ বিদ্রূপে খরদীপ্ত।

মালের্ভ্-এর অনুসারী কবিদের মধ্যে জাঁ বের্তো (Zean

Bertaut, 1552-1611) ছিলেন সচেতন সনেট-শিল্পী। ১৬১১ অব্দে বের্তোর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে রেনেসাঁস-লিরিক পর্বের অবসান হলো।[২৪]

এর পরে ফরাসি সাহিত্যে এলেন হাস্যরসাত্মক কবির দল। এঁদের মধ্যে সনেট লিখে খ্যাতি পেয়েছেন ভ্যাঁসাঁ ভোয়াত্যুর (Vincent Voiture, 1597-1648), পিয়ের কর্ন্যায় (Pierre Corneille, 1606-1684), ই. দ্য ব্যাঁসেরাদ্ (I. de Benserade, 1612-91) এবং জি. পি. দ্য মলিয়ের (J P. de Molie're, 1622-1673)। হাস্যরসাত্মক কবিতার মাধ্যম হিসাবেও যে সনেট নিতান্ত অনুপযোগী নয় এঁদের সনেটগুলিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিক পর্বে ফরাসি সাহিত্যে কলাকৃতি হিসাবে সনেট তেমন সমাদর পায় নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি কবিতায় রোমান্টিসিজমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সনেটও তার পূর্ব মর্যাদা ফিরে পেলো। এই পর্বে সনেট লিখে যাঁরা যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্যাঁৎ বভ্ (Sointe Beuve, 1804-69), ওগুস্ট বার্বিয়ে (Auguste Barbier, 1805-82), ফেলিক্স্ আর্ভ্যার্ (Fe'lix Arvers, 1806-1851) এবং জে. দ্য ন্যার্ভাল (G de Nerval, 1808-55) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যার্ভাল্ এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সনেটকার। আটাশ বছর বয়সে তিনি জেন্নি কলোঁ (Genny Colon) নামে এক সুন্দরী অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েন। কিন্তু কলোঁ তাঁর প্রেমে সাড়া না দিয়ে অন্য একজনকে বিবাহ করেন। এই শোক সামলাতে না পেরে ন্যার্ভাল উন্মাদ হয়ে যান। রোগ উপশমের পরে তিনি কলোঁ-এর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। শোকে মুহ্যমান কবি অর্ধোন্মাদ অবস্থায় য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। গৃহে ফেরার পর চিকিৎসার জন্য তাঁকে পুনরায় উন্মাদাগারে ভর্তি করে দেওয়া হয়। উন্মাদাগার থেকে ছুটি পাবার কয়েক মাস পরে তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।

ন্যার্ভাল্-এর সনেট সংকলন 'লা শিমের্' (Les Chime'res)-এর প্রতিটি সনেটে প্রেম-প্রতারিত কবিহৃদয়ের দুঃখবোধ, বেদনা ও ক্রন্দন যে ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তা যে কোন সহৃদয় পাঠকের চিত্তই অনায়াসে স্পর্শ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে রোমান্টিক কবিতার প্রতিক্রিয়ারূপে বস্তুবাদী কবিতার উদ্ভব হয়। এই ধারার কবি শার্ল

বোদল্যার (Charles Baudelaire 1821-67) ঊনিশ শতকের ফরাসি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। আর্তুর্‌্যর রঁ্যাবো তাকে বলেছেন—'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'।[২৫]

বোদল্যার-এর কবিপ্রকৃতির আসলে দ্বৈতসত্তা। একাধারে তিনি ক্লাসিক ও রোমান্টিক। কলাকৃতির প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা ও ভাস্কর্য-ধর্মী রূপদক্ষতা তাঁকে ক্লাসিক কবির মর্যাদা দিয়েছে। অন্যপক্ষে তাঁর কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে কবির সহৃদয় উপস্থিতি এবং বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও বেদনাবোধ তাঁকে ঐকান্তিকভাবে রোমান্টিক কবির চারিত্র্যধর্মে দীক্ষিত করেছে।

সমালোচকদের মতে বোদল্যার -এর কাব্যগ্রন্থ 'ল্যা ফ্লর্‌ দ্যু মাল্‌' -এর (Les Fleurs du mal) প্রকাশকাল ১৮৫৭ সালই আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ। কবির প্রায় সমস্ত কবিতাই এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কবিতার সংখ্যা মোটামুটি ১৬০-এর মতো। কবিতাগুলি ছোট এবং অধিকাংশই সনেট। কোলরিজের মতোই বোদল্যার বিশ্বাস করতেন যে কবিতা দীর্ঘ হলে আর কবিতা থাকে না। কলাকৃতির প্রতি অনুরক্ত কবি সম্ভবত এই কারণেই সনেটের প্রতি গভীর আসক্তি প্রকাশ করেছেন।

এই পর্বেই ফরাসিসাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদী পারন্যাসিয়ান (Parnassian) কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এই ধারার সনেট-কুশলী কবিদ্বয় হলেন লেকোঁৎ দ্য লিল্‌ (Leconte de Lisle, 1818-94) এবং জে এম. দ্য এরেদিয়া (J. M. de Heredia, 1842-1905)। এরেদিয়া-এর 'ল্যা ত্রফে' (Les Trophe'es, 1893) কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশই সনেট। সংখ্যার প্রায় ১১৮টি।

ন্যার্ভাল্‌ ও বোদল্যার-এর কবিতায় যে প্রতীকতা (Symbolism) দেখা দিয়েছিল ফরাসি সাহিত্যে ১৮৮০ সাল থেকে তা পূর্ণায়ত প্রতীকী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রতীকী কবিদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পল্‌ ভের্‌লেন্‌ (Paul Verlaine, 1844-96), আর্তুর্‌্যর রঁ্যাবো (Arthur Rimbaud, 1854-91), স্তেফান্‌ মালার্মে (Ste'phane Mallarme', 1842-98) এবং ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর এচ্‌ দ্য রেঞে (H de Re'gnier, 1864-1936), পল্‌ ভালেরি (Paul Vale'ry, 1871-1945) এবং শার্ল পেগি (Charles. Pe'guy, 1873-1914) বিশিষ্ট সনেট-শিল্পী।

ফরাসি সনেটের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিক্রমা থেকে বোঝা গেল

যে ফরাসি কবিতা যুগে যুগে নানাধারায় বিবর্তিত হলেও ফরাসি কবিরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যতিক্রম ছাড়া, ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধায় সনেট-কলাকৃতির অনুশীলন করেছেন। ফরাসি সনেট গঠনরীতিতে ক্লাসিকাল ইতালিয়ান সনেটের অনুগত। ষট্‌ক-বন্ধের মিলবিন্যাসে প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন পরবর্তী কবিরাও বিনত শ্রদ্ধায় সেই মিলবিন্যাসকে মেনে নিয়েছেন। মাত্রা সংখ্যার দিক দিয়ে ফরাসি কবিরা কোন কোন ক্ষেত্রে দু'একটি ব্যতিক্রম ঘটালেও বার দলের আলেক্‌জানড্রাইন ছন্দকেই তাঁরা তাঁদের ভাষায় এই কলাকৃতির পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। পেত্রার্কান সনেটের মতোই তাঁরা সনেটের মিল সংখ্যাকে চার থেকে পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সনেটের গভীর ও সুদৃঢ় ভাবমূর্তি রচনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ফরাসি সনেট বৈচিত্র্যময়। প্রেম, ধর্ম রাজনীতি, সমাজ, বৈদগ্ধ্যভণিতি ও ব্যঙ্গবক্রোক্তি, এমন কি হাস্য-রসিকতাও ফরাসি সনেটে পরিচ্ছন্ন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। কয়েক শতাব্দীর বিভিন্ন গোত্রের শিল্প-আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্রান্তিকাল পার হয়ে ফরাসি কবিরা কাব্য-সংসারে সনেট কলাকৃতিকে নবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২

ইংরেজি সনেট

ইংল্যান্ডে রেনেসাঁসের আবির্ভাব হয় ইতালির অনেক পরে। সিডনি লীর ভাষায়—

'The Culture of the Renaissance blossomed late in the British isle, far later than Italy, or indeed in France.'[২৬]

ইংল্যান্ডের রেনেসাঁস ইতালি ও ফ্রান্সের যুগ্ম প্রভাবে উজ্জীবিত। পশ্চিম য়ুরোপের অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো রেনেসাঁস-উত্তরকালে ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্যের অন্যতম বাহন হয়ে উঠল সনেট। ইংরেজি গীতিকাব্যের ইতিহাসে সনেটের দান অপরিসীম। গীতিকাব্যের চরম দুর্দিনে সনেটের মাধ্যমেই ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রসঙ্গে এমিল লেগুই বলেছেন—

'It was by the Sonnet that lyricism again entered English poetry.'[২৭]

ইংরেজি সাহিত্যের আদি সনেটকার হলেন সার টমাস ওয়াট (Sir Thomas Wyatt, 1503-42) এবং হেন্‌রি হাওয়ার্ড, আর্ল অব সারে (Henry Howard, Earl of Surrey, 1517-47)। খুব সম্ভবত ওয়াট-ই ইংরেজি ভাষায় প্রথম সনেট লেখেন। ইংরেজি ছন্দ-অলংকারের প্রথম সংস্কারক এই দুই কবির ওপরে ইতালীয় সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। এলিজাবেথান সমালোচক পুত্তেনহাম (Puttenham) তাঁর 'আর্ট অব ইংলিশ পয়েসি' (Art of English Poesie) গ্রন্থে লিখেছেন—

'In the latter end of the same King's (Henry VIII) reign sprung up a new company of courtly makers, of whome Sir Thomas Wyatt the elder and Henry Earl of Surrey were the two chieftains. who having travelled into Italy, and there tasted the sweet and stately measures and style of the Italian Poesy, as novices newly crept out of the schools of Dante, Ariosto, and Petrarch, they greatly polished our rude and homely manner of vulgar Poesy, from that it had been before, and for that cause may justly be said to be the first reformers of our English metre and style.'

[দ্রষ্টব্য সিডনি লী-র 'The French Renaissance in England, Page–109]

ওয়াট ও সারের ওপরে ইতালীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রভাবের কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, এঁরা দু'জনেই এই সংস্কৃতিকে অর্জন করেছেন ফ্রান্সের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে সিডনি লী বলেছেন—

'It was in France rather than in Italy that both Wyatt and Surrey acquired a substantial measure of the Italian taste and sympathy which were reflected in the manner and matter of their Poetry.'[২৮]

লী-র এই সিদ্ধান্তের কারণ এই যে অষ্টম হেনরির সভাসদ ওয়াট কূটনৈতিক কারণে একবার ইতালিতে গেলেও ফ্রান্সে বিভিন্ন সময়ে কয়েকবছর অতিবাহিত করেছেন। সারে কখনো ইতালি যান নি, কিন্তু তিনিও শিক্ষকতার কাজে প্যারিসে একবছর কাটিয়েছেন। যদিও এঁদের অধিকাংশ সনেটই বিভিন্ন ইতালিয়ান কবির অনুবাদকল্প রচনা এবং কাব্যের রূপ ও রীতিতে ইতালীয় প্রভাবই স্পষ্ট তবু

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে এঁরা ইতালীয় সংস্কৃতিকে অর্জন করেছেন ফ্রান্সের পটভূমিতে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতিরই মাধ্যমে।

ওয়াট এবং সারে জীবিতকালে কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। এঁদের মৃত্যুর অনেক পরে টোটেল নামক এক প্রকাশক ১৫৫৭ সালে 'সংগস্ অ্যান্ড সনেটস্' (Songs and Sonnets) নামে বিভিন্ন কবির প্রায় ৬০টি কবিতার একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বর্তমানে 'টোটেলস্ মিসিলিনি' (Totell's Miscel'any) নামে সমধিক পরিচিত। এই কাব্যসংকলনে ওয়াটের কুড়িটি এবং সারের ষোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে।

১৯৪৯ সালে মূইর (Muir) ওয়াটের যে কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন তাতে ত্রিশটি সনেট রয়েছে। এর মধ্যে উনিশটি ইতালিয়ান কবি পেত্রার্কা এবং কুয়াত্‌ত্রচেন্তো-র (Quattrocento) সনেটের অনুবাদ। ত্রিশটি সনেটের অধিকাংশই প্রেম-বিষয়ক; কয়েকটি সনেট তৎকালীন সমাজ-জীবনের ওপরে রচিত।

সনেট কলাকৃতির ক্ষেত্রে ওয়াট মূলত পেত্রার্কান। পেত্রার্কার মতোই তিনি সনেটের অষ্টককে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কখখক, কখখক মিল ব্যবহার করেছেন। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে অবশ্য তিনি পেত্রার্কাকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। প্রতি ত্রিক-র শেষে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনায় তিনি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সনেটের মিলবিন্যাসের সামগ্রিক পরিচয়ের জন্য তাঁর একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

My galley, charged with forgetfulness,
    Thorough sharp seas in winter nights doth pass
    'Tween rock and rock ; and eke mine enemy, alas,
    That is my lord, steereth with cruelness.
And every oar a thought in readiness,
    As though that death were light in such a case.
    An endless wind doth tear the sail apace
    Of forced sighs and trusty fearfulness.
A rain of tears, a cloud of dark disdain,
    Hath done the wearied cords great hinderance,
    Wreathed with error and eke with ignorance.
The stars be hid that led me to this pain ;
    Drowned is reason that should me comfort ;
    And I remain despairing of the port.

পেত্রার্কার সনেটের মতোই এই সনেটটি মূলতঃ দুটি চতুষ্ক এবং দুটি ত্রিক-এ বিভক্ত। অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি মোটামুটি স্পষ্ট। দুটি সংবৃত চতুষ্কে কখখক, কখখক মিলবিন্যাসে অষ্টক গঠিত। পেত্রার্কান সনেটের মতো ওয়াট এই সনেটের ষট্‌কবন্ধ দুটি ত্রিক-এ বিভক্ত করলেও মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি পেত্রার্কার অনুগামী নন। পেত্রার্কার চারটি সনেটের ষট্‌কের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হলেও ওয়াটের এই সনেটের ষট্‌কের তপপ, তঙঙ মিলবিন্যাস পেত্রার্কার কোন সনেটে দেখা যাবে না।

ওয়াটের অধিকাংশ সনেটের মিলবিন্যাস উল্লিখিত সনেটটিরই মতো। পেত্রার্কার অনুসারী চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবি উবের্তি-র চারটি সনেটের মিলবিন্যাস হলো কখখক, কখখক, তপপ, তঙঙ। ওয়াট সম্ভবত উবের্তি-র সনেটের মিলবিন্যাসই অনুসরণ করে থাকবেন। এছাড়া ওয়াট তাঁর কিছু সনেটের ষট্‌কে তপত, পঙঙ মিলবিন্যাস করেছেন। এই মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি উবের্তি-র কাছে ঋণী। উবের্তি-র তিনটি সনেটের ষট্‌কও তপত, পঙঙ মিলে রচিত।

আমরা আগেই বলেছি যে ওয়াটের সনেট মূলত পেত্রার্কান। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্কাকে অনুসরণ না করলেও পেত্রার্কান সনেটের অধিকাংশ মৌল-লক্ষণ তিনি যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং ষটক দুটি ত্রিক-এ গঠিত। অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি তাঁর সনেটে স্পষ্ট না হলেও এই বিষয়ে তিনি অবহেলা প্রকাশ করেন নি। সর্বোপরি সনেটের মিল সংখ্যাকে তিনি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই চার থেকে পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ইতালীয় সনেটের প্রভাবে ওয়াটের ইংরেজি সনেট-কলাকৃতি গড়ে উঠলেও তিনি ইতালিয়ান সনেটের এগার অক্ষরের পংক্তি অথবা ফরাসি সনেটের বারো অক্ষরের পংক্তি কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন। সামান্য অনুশীলনেই তিনি ইংরেজি ছন্দের অন্তঃস্পন্দন সঠিক অনুভব করে ইংরেজি সনেটের ক্ষেত্রে দশ দলের আয়াম্বিক পেন্টামিটার ছন্দকে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন।[২৯]

ওয়াটের অনুসারী কবি সারের সনেটের যে বিশেষ মিলবিন্যাস পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ইংরেজি সনেটের মর্যাদা পেয়েছে তারও সূচনা ঘটেছে ওয়াটেরই হাতে। ওয়াটের দু' একটি সনেট তিনটি সংবৃত

চতুষ্ক ও একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। এখানে মিল সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত। মিলবিন্যাস হলো কখখক গঘঘগ,' তপপত, ঙঙ। ওয়াটের এই দু' একটি সনেটের উল্লিখিত মিলবিন্যাসের কথা স্মরণ করেই লেভার বলেছেন—

'Wyatt's final phase of experimentation virtually established the standard sonnet-form employed by Surrey, which Shakespeare and his contemporaries were to adopt as an ideally suitable instrument '[৩০]

ওয়াটের সনেটের এই বিশেষ পথ ধরেই তাঁর অনুসারী কবিবন্ধু সারে ইংরেজি সনেটকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করলেন। 'টোটেল মিসেলিনি'তে সারের মাত্র ষোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি পেত্রার্কার সনেটের ছায়াবহ। কিন্তু এই সনেটগুলিতে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের ভেদ লুপ্ত করে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মিলে গঠিত একান্তর মিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনা করেছেন। জনৈক এলিজাবেথান সমালোচক সারের সনেটের গঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন—

'The firste twelve do ryme in staves of foure lines by cross meetre, and the last two ryming together do conclude the whole.'[৩১]

সারের সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করবার জন্য তাঁর একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

Thassyrian king in peace, with foule desire,
And filthy lustes, that staynd his regall hart,
In war that should set princely hartes on fire :
Did yeld, vanquished for want of marciall art.
The dint of swordes from kisses seemed strange :
And harder, than his ladies syde, his targe :
From glutton feastes to souldiars fare, a change :
His helmet, farre above a garlands charge.
Who scarce the name of manhode did retayn,
Drenched in slouth and womanish delight,
Feble of spirte, impacient of pain :
When he had lost his honor, and his right :
Proud, time of wealth, in stormes appalled with drede,
Murthered himself to shewe some manful dede.

সনেটটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এর প্রথম বারো পংক্তি তিনটি একান্তর মিলের বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। প্রতি চতুষ্কে দুটি করে নতুন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। সনেটটি সমাপ্ত হয়েছে নতুন মিলের একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে। লক্ষণীয় এই যে, সারে তাঁর সনেটে সাতটি মিল ব্যবহার করেছেন। সামগ্রিক ভাবে তাঁর সনেটের মিল-বিন্যাস হলো কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, ঙঙ। বলাবাহুল্য সারের প্রায় সমস্ত সনেটই উল্লিখিত মিলবিন্যাসে রচিত। সনেটে সাতমিলের এই বিশেষ পদ্ধতির মিলবিন্যাস ইংল্যান্ডের বাইরে য়ুরোপের অন্য কোন ভাষায় গৃহীত হয় নি। কারণ এই পদ্ধতির মিলবিন্যাসে সনেটের অনেকগুলি মৌলিক-লক্ষণকে অস্বীকার করা হয়েছে। অষ্টক-ষটকের ভেদ এখানে লুপ্ত, আবর্তসন্ধি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, সনেটের সমস্ত জোর গিয়ে পড়ে সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মকে। এই প্রকৃতির সনেট-কলাকৃতিকেই কোন কোন ইংরেজ সমালোচক ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করেছেন। প্রসিদ্ধ ছান্দসিক সেন্টসবেরি বলেছেন—

.. 'The model for our language is the douzain couplet.'[৩২]

এই বিশেষ সনেটরীতি প্রবর্তন করে সারে ইংরেজি সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কারণ পরবর্তীকালে তাঁর সনেটের কলাকৃতিই শেকসপীয়রের দ্বারা অনুসৃত হয়ে বিশেষ প্রকৃতির ইংরেজি সনেট রীতির সম্মান অর্জন করে। লেভরের ভাষায়—'It became the stable late-Elizabethan Sonnet-form, which Shakespeare too was to adopt.'[৩৩]

সারের সনেটের বিষয়বস্তু কিন্তু পেত্রার্কার প্রেমচেতনায় অনুরঞ্জিত। তাঁর অধিকাংশ সনেটই লেডি এলিজাবেথ ফিটজেরাল্ড নাম্নী এক কাল্পনিক নারীর প্রেমবন্দনায় মুখর। তিনটি সনেট তাঁর কবিবন্ধু ওয়াটের মৃত্যু উপলক্ষ্যে এবং অন্য একটিও তাঁর এক অনুরাগী পাঠকের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা।

ইংল্যান্ডে টিউডর-পর্বে রেনেসাঁসের যে স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল সারের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা অবলুপ্ত হলো। প্রায় পঁচিশ বছর পরে এলিজাবেথান পর্বে সার ফিলিপ সিডনির (Sir Philip Sidney, 1554-86) কাব্যসাধনায় এই ভাববিপ্লব পুনরুজ্জীবিত হলো। নতুন যুগের কবিপ্রতিনিধি সিডনি জীবনরসিক শিল্পী। এলিজাবেথান গীতিকবি ও সনেটকারদের সম্রাট সিডনি-র হাতেই

ইংরেজি সনেট পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে। সমালোচকের ভাষায়—'Sidney was the first to bring the English Sonnet to maturity,'[৩৪]

ফিলিপ সিডনির প্রথম গ্রন্থ গদ্য-রোমান্স 'আর্কেডিয়া' (Arcadia, 1580)। এই গ্রন্থে উনিশটি সনেট সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি সনেটের গায়ে শিক্ষানবীশের হাতের ছোঁয়া স্পষ্ট। অবশ্য প্লেটোনিক-পেত্রার্কান প্রেমচেতনায় কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি ওয়াট ও সারের পথানুসরণ করেছেন।

সিডনির শ্রেষ্ঠ রচনা 'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা' (Astrophel and Stella, 1591) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিই ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সার্থক সনেট-পরম্পরা। 'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা'-র সনেটগুচ্ছ প্রকাশের মধ্যদিয়েই এলিজাবেথান পর্বে ইংরেজি সনেটের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হলো। গ্রন্থটি সম্পর্কে লেভার বলেছেন—'Astrophel and Stella was a literary triumph of the age.'[৩৫]

এই গ্রন্থের অল্প কিছু জনজীবন-বিষয়ক সনেট বাদ দিলে আর সবই প্রণয়প্রধান। পেত্রার্কার লরা সনেট-গুচ্ছের কথা স্মরণ করে এই সনেট-সংকলনে সিডনি তাঁর প্রণয়িনী পেনিলোপের নামকরণ করেছেন স্টেলা। পেনিলোপে ছিলেন কবির বাল্যপ্রণয়িনী। কিন্তু কবির অবজ্ঞায় এই নারী রিচ নামে এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেছিলেন। পরে কবি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং এই নারীর প্রতি তাঁর অনুরাগকে 'আস্টেট্রাফেল ও স্টেলা'র সনেটগুচ্ছে অমর করে রেখে যান। 'Look in thy heart and write'—কাব্যলক্ষ্মীর এই উপদেশ মেনে নিয়ে কবি তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক অনুরাগকে এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে অকৃত্রিম অনুভবে প্রকাশ করেছেন।

'আস্টেট্রাফেল ও স্টেলা' গ্রন্থে সিডনির মোট একশ আটটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই ১০৮টি সনেটে তিনি চার প্রকার মিলের অষ্টক ব্যবহার করেছেন : ১ কখখক, কখখক ২. কখকখ, কখকখ ৩. কখকখ খকখক ৪ কখকখ, গখগখ। এই চার রকম অষ্টকের প্রথম দুটি একান্তভাবে পেত্রার্কান। বিশেষ করে কখখক, কখখক মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কই তাঁর অধিকাংশ সনেটে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক দিয়ে তিনি গোঁড়া পেত্রার্কান। ষটকের মিলবিন্যাসে তিনি অবশ্য ওয়াটের মতোই অনেক বেশী স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তাঁর

সনেটের ষট্‌কে ছয় প্রকার মিল ব্যবহৃত হয়েছে : ১. তপত, পঙঙ ২. তপপ, তঙঙ ৩, ততপ, ততপ ৪. তপপ, ঙতঙ ৫. তপত, পতপ ৬. ততপ, ঙঙপ।

সিডনি প্রায় ৮০টি সনেটে ওয়াটের ষট্‌কের তপত, পঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। তাঁর ২০টি সনেটে ব্যবহৃত হয়েছে ফরাসি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর ষট্‌কের প্রিয় মিল ততপ, ঙঙপ। লক্ষণীয় এই যে, সিডনির সনেটের ষট্‌ক প্রায়শই দুই ত্রিকবন্ধে রচিত এবং মিল সংখ্যা সর্বক্ষেত্রেই চার থেকে পাঁচ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওয়াটের মতোই তাঁর সনেটের সমাপ্তিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। তবু সামগ্রিক বিচারে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওয়াটের মতো তাঁর সনেটও মূলত পেত্রার্কান। ইংরেজি সনেট-সাহিত্যে সম্ভবত এই করণেই ফিলিপ সিডনিকে বলা হয় 'ইংল্যান্ডের পেত্রার্কা'।[৩৬]

১৫৯১ সালে ফিলিপ সিডনির 'আস্টেট্রাফেল ও স্টেলা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুপ্রেরণায় বহুকবি অজস্র সনেট সংকলন প্রকাশ করে ইংরেজি সনেট-সাহিত্যকে স্ফীত করে তুলেছেন। ১৫৯১ থেকে ১৫৯৭ সালের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে যত সনেট লেখা হয়েছে পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সাত বছরে তত সনেট লেখা হয় নি। সিডনি লী তাঁর 'এ লাইফ অব উইলিয়ম শেক্সপীয়র' (A Life of William Shakespeare) গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই পর্বের সনেটকার এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ঐ সাত বছরের সময়-সীমার মধ্যে বিভিন্ন কবি প্রেম বিষয়েই বারোশ' সনেট রচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁদের রচিত ধর্ম-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি ও সমাজচিন্তা-বিষয়ক এবং পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যে রচিত সনেটের সংখ্যাও কয়েক শত। কাসনার[৩৭] এবং সিডনি লী[৩৮] দেখিয়েছেন যে এই পর্বের সনেটকাররা নির্বিচারে বিভিন্ন ফরাসি সনেটের বিষয়বস্তু আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁরা ফরাসি সনেটের কলাকৃতিকে প্রায় কোন ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেন নি। ডানিয়েল (Daniel), বারনেস (Barnes), ড্রুমোন্ড (Drummond), কনস্টাবল (Constable) এবং ডান (Donne) অল্প কিছু ক্ষেত্রে প্রেত্রার্কান রীতির সনেট রচনা করলেও এই পর্বের ড্রেটন (Drayton), ফ্লেচার (Fletcher), লজ (Lodge), পার্চি (Percy), বার্ণফিল্ড

(Barnfield), গ্রিফিন (Griffin), স্মিথ (Smith), রবার্ট টফ্‌ট (Robert Tofte), উইলিয়ম আলেকজান্ডার (William Alexandar) প্রমুখ কবি সারে প্রবর্তিত ইংরেজি সনেটরীতির প্রতিই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এলিজাবেথান পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি, ‘কবির কবি’ এডমন্ড স্পেনসার (Edmond Spenser, 1552-99) ইংরেজি সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তক। একেবারে তরুণ বয়সেই তিনি সনেট-কলাকৃতির প্রতি আসক্ত হন। এই পর্বের সনেটগুলির অনিয়মিত পংক্তিসজ্জা ও মিলবিন্যাস দেখে বোঝা যায় যে সনেট সম্পর্কে তখনো তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয় নি। পরিণত বয়সে কবি তাঁর এই কৈশোর-রচনাগুলিকে সংস্কার করে ‘দি কমপ্লেইন্টস্’ (The Complaints, 1591) নামক কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত করেন। ‘কমপ্লেইন্টস্’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ‘ভিশন্স অব বেলে’ (Visions of Bellay) ও ‘ভিশন্স অব পেত্রার্ক’ (Visions of Petrarch) নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নামকরণটি বিভ্রান্তিকর। আসলে এই দুই শ্রেণীতেই দুজন ফরাসি কবির সনেটের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। প্রথমটি দ্যু বেলের এবং দ্বিতীয়টি ক্লেমা মারোর সনেটের অনুবাদ সংকলন। এই সনেটগুলির কলাকৃতির ক্ষেত্রে স্পেনসার মূলত সারের মিলবিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিছু সনেটে নতুন প্রকৃতির মিল ব্যবহৃত হয়েছে। ১৫৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘আমোরেত্তি’ (Amoretti) সনেট সংকলনে এই নতুন মিল পদ্ধতি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘আমোরেত্তি’র সনেট-পরম্পরায় অষ্টাশিটি সনেট সংকলিত হয়েছে। সবগুলিই বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা। রূপকল্প আর গীতি-মাধুর্যে কবিতাগুলি উজ্জ্বল। এই কাব্যের উদ্দিষ্টা কবিপ্রণয়িনীই পরবর্তীকালে কবির জীবনসঙ্গিনী। ফলত সনেটগুলি কবির অন্তরঙ্গ আত্মোপলব্ধির স্পর্শে মধুস্বাদী হয়ে উঠেছে।

স্পেনসারের অধিকাংশ সনেট তিনটি একান্তর মিলের বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত কিন্তু প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মিলসংখ্যা পাঁচের বেশী নয়। তাঁর সনেটের প্রথম চতুষ্কের শেষ পংক্তির মিল দ্বিতীয় চতুষ্কের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে ব্যবহৃত হয়ে সনেট শেষ হয়েছে নতুন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে। তিনটি বিবৃত চতুষ্কের মিলবিন্যাসে এক অদ্ভুত বেনীবন্ধন তাঁর সনেটের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র

সনেটের মিলবিন্যাস কখকখ, খগখগ, গতগত, পপ। মিলবিন্যাসের এই অদ্ভুত বেণীবন্ধন তাঁর সনেটকে এক অখণ্ড সংগীত-প্রবাহে স্পন্দিত করে তুলেছে। লেভার স্পেনসারের সনেটের মিলবিন্যাসের চমৎকার বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

'His interlacing rhymes knit the whole sonnet into a seamless texture of sound, overlaying all verse divisions that correspond with separate links in a chain of logic, and setting up fourteen lines of unhalting, melodious exposition.'[৩৯]

মিলবিন্যাসের এই অদ্ভুত বেণীবন্ধনে স্পেনসারের সনেট অখণ্ড সংগীত প্রবাহে বিন্যস্ত হয়ে উঠলেও মূলত এই ভঙ্গিটি যে চটুল তা অস্বীকারের উপায় নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, তাঁর সনেটের এই নতুন মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ইংল্যান্ডের ভিতরে বা বাইরে অন্য কোন সনেটকারকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে নি।

সারের সনেট-কলাকৃতিই শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত-প্রতিভা উইলিয়ম শেক্সপীয়রের (William Shakespeare, 1564-1616) কাব্যসাধনায় বিশিষ্ট ইংরেজি রীতির সম্মান অর্জন করে। ইংরেজি সনেট শেক্সপীয়রের নামেই চিহ্নিত। তাঁর সনেটগুলি ১৫৯৪ সালের মধ্যে লিখিত হলেও গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬১৬ সালে। তাঁর সনেট সংখ্যা ১৫৪। এর মধ্যে ১২৬ সংখ্যক কবিতাটি সনেট নয়, ছয়টি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত বারো পংক্তির সাধারণ গীতিকবিতা। তাঁর একশ' চুয়ান্নটি কবিতার মধ্যে প্রথম একশ' ছাব্বিশটি তাঁর একমাত্র পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যে এবং শেষ আটাশটি 'ডার্ক লেডি' নামে কোন এক অশ্বেতাঙ্গী নারীকে কেন্দ্র করে রচিত। 'ডার্ক লেডি' নামীয় সনেটমালার শেষ দুটি (১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যা) সনেট কামের দেবতা মদনদেবের (coupid) বন্দনা।

কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'কাব্যমীমাংসা'-কার রাজশেখর বলেছেন—

নাস্তি অচোরকবিজনঃ নাস্তি অচোরবণিগ্‌জনঃ।
স সন্দীতি বিনাবাক্যং তো জানাতি নিগূহিতুম্‌॥

ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ববিদের এই উক্তি শেক্সপীয়র সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্যের বিষয় ও রীতিকে আত্মসাৎ করে তিনি তাঁর অলৌকিক প্রতিভা-বলে তাকে নবরূপ দান করেছেন। সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে শেক্সপীয়র সারের রীতির অনুসারী। পৃষ্ঠপোষককে

উদ্দেশ্য করে সনেট লেখা এবং 'ডার্ক লেডি' বিষয়ক ধারণা তিনি অর্জন করেছেন ফরাসি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর কাছ থেকে।[৪০]

শেক্সপীয়রের সনেটের ভাব ও রীতি সম্পর্কে সমালোচকদের স্তুতি-নিন্দার অন্ত নেই। কারো মতে এগুলি 'গীতিকাব্যের মহার্ঘতম মুক্তাবলী, গীতি-কবিতা হিসাবে অনতিক্রম্য।'[৪১] আবার কেউ এগুলির মধ্যে দেখেছেন কবির 'অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মনের অন্ধ গলিঘুঁজির ক্লিন্ন ও ক্লেদাক্ত' ইতিহাস।[৪২] ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, এই সনেটগুলির চাবি দিয়ে শেক্সপীয়র তাঁর হৃদয়কে অনাবৃত করেছেন। এই উক্তির প্রতিবাদে ব্রাউনিঙের বক্রোক্তি আমাদের মনে পড়ে—'এই যদি শেক্সপীয়রের রুদ্ধদ্বার হৃদয়ের পরিচয় হয় তা হলে যে পরিমাণে তিনি হৃদয়ের দ্বারকে মুক্ত করেছেন সে পরিমাণেই তাঁর শেক্সপীয়রত্বের হানি হয়েছে।'

লেভার অবশ্য এই সনেটগুলির মধ্যে ব্যক্তি শেক্সপীয়রকে খুঁজতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন—

'There is a kind of criticism some-times amusing, that would treat such a attitudes as material for a clinical vivisection of Shakespeare's Sub-conscious; exposing his death-wish, frustrated homosexuality, and so on. But the poet who speaks in the Sonnets is no longer the 'I' of an autobiography or private diary.'[৪৩]

গীতিকবিতার মধ্যে কবি কতদূর নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেন তা অবশ্য চিন্তার বিষয়। এই সনেটগুলি সম্পর্কে এ কালের বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও সমালোচক এ. এল. রাউস (A. L. Rowse) ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলেছেন—

'The Sonnets were not written as a puzzle; they were written straightforwardly, directly, by one person for another, with an immediate and sincere impulse. They were autobiography before they became literature.'[৪৪]

শেক্সপীয়রের সনেটের বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এটা নয়, তাঁর সনেট-কলাকৃতির আলোচনাই আমাদের মুখ্য উপজীব্য। তাঁর সমগ্র সনেটের মিলবিন্যাস-পদ্ধতি প্রায় একই রকম। সুতরাং তাঁর একটি সনেট উদ্ধার করেই তাঁর সনেট-কলাকৃতির সম্যক পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি।

My mistress' eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red than her lips' red;

If snow be white, thy then her breasts are dun,
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her checks ;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound ;
I grant I never saw a goddess go :
My mistress when she walks, treads on the ground.
  And yet, by heaven, I think my love as rare
  As any she belied by false compare.

এই সনেটটির মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলো—কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, ঙঙ। সারের মতো সাত মিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেটটি গঠিত। শেক্সপীয়রের প্রায় সমস্ত সনেটেই এই মিলবিন্যাস অনুসৃত হয়েছে। পেত্রার্কান সনেটের আবর্তন-সন্ধি এখানে অনুপস্থিত, অষ্টক ও ষট্কের ভেদরেখাও বিলুপ্ত। একান্তর মিলের তিন চতুষ্কের এই সনেটে চতুষ্কগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন মিল ব্যবহার করায় প্রথম বারো পংক্তিতে একটি চলিষ্ণুগতি অনুভব করা যায়। বারো পংক্তির পরে ভাবস্রোতের এই গতিপ্রবাহ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের শক্ত বাঁধুনির মধ্যে দৃপ্ত আকার লাভ করে। শেক্সপীয়রের সনেটের তিনটি চতুষ্কের ঝটিকা-গতি প্রবাহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেন্টসবেরি বলেছেন—

'In the very first line there is the spread and beating of the wing ; the flight rises till the end of the douzian,'[৮৫]

তিনটি বিবৃত চতুষ্কের পরে মিত্রাক্ষর যুগ্মকের উজ্জ্বল পুচ্ছ একটি জোর আঘাতে ভাববস্তুকে দৃপ্ত আকার দান করে। শেক্সপীয়রের সনেটের গঠন-প্রকৃতির এই মূল ব্যাপারটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে উইলিয়ম শার্প বলেছেন—

'The Shakespearean Sonnet is like a red hot bar being moulded upon a forge till—in the closing couplet—it receives the final clinching blow from the heavy hammer.'[৮৬]

সনেট মূলত ঋজু সংহত দৃঢ়-পিনদ্ধ গীতিকবিতা। চৌদ্দ পংক্তির কোন একটি পংক্তির শিথিলতা সনেট সহ্য করতে পারে না এবং সনেট-দেহের কোন বিশেষ অংশের ওপর জোর অর্পণ করলে

সমস্ত সনেটটি ভারসাম্য হারিয়ে সাধারণ কবিতায় পরিণত হতে বাধ্য হয়। সনেটের এই অন্তঃপ্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে এনিড হেমার বলেছেন—

'The Sonnet, though brief, is therefore much graver than the lyric, and demands greater concentration of poetry, and the maintenance of an unbroken artistic elevation.'[৪৭]

সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের ওপর অত্যন্ত জোর দেওয়ায় শেক্সপীয়রের সনেটগুলি ভারসাম্য হারিয়ে সাধারণ গীতকবিতায় পরিণত হয়েছে। ইতালিয়ান ও ফরাসি সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ কলাকৃতির কথা স্মরণ করে কোন কোন সমালোচক শেক্সপীয়রের সনেটকে কুশলী বাণীবিন্যাসের বেশী মূল্য দিতে রাজি নন। কবির জীবনীকার সিডনি লী বলেছেন–

'Shakespeare's performances prove to be little more than trials of skill.'[৪৮]

মার্ক পেটিশন দেখিয়েছেন যে, শেক্সপীয়র তাঁর সমসাময়িক কবি ডানিয়েল-অনুসৃত চৌদ্দ পংক্তির সাত মিলের রীতিই বিনাবিচারে গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও যে সনেটের অন্য উন্নত রীতি বর্তমান, তা তিনি অনুমান করতে পারেন নি।[৪৯]

শেক্সপীয়রের কবিচরিত্র মূলত মুক্তিপ্রয়াসী, কোন নির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতোই অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সুতরাং ক্লাসিকাল সনেট-রীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলেও যে তিনি ঐ ধারায় সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন এমন কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া যায় না। শেক্সপীয়রের সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে পেটিশন যথার্থই বলেছেন যে—

'It was an unfortunate choice of vehicle when Shakespeare selected the Sonnet-form. It was a form in which his superabounding force strangled itself ...Shakespeare required freedom, and when free, he spoke English such as no other Englishman ever had skill to utter. But the Sonnet's narrow bounds demand condensation.'[৫০]

শেক্সপীয়র সনেটের যে কলাকৃতির অনুসরণ করেছেন তার দ্বারা সনেটের বনেদী রূপ সৃষ্টি করা অসম্ভব এবং তাঁর কবিপ্রতিভাও তার অনুকূল নয়। কিন্তু শেক্সপীয়রের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি তাঁর শিথিল-বন্ধ সনেট-রূপকেও বিশেষ ইংরেজি রীতির মর্যাদা দান করেছে।

শেক্সপীরিয়ান রীতি নামে পরিচিত হয়ে এই রীতি পরবর্তীকালের ইংরেজি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তাঁর রীতির প্রভাব বাঙালি সনেটকারদের বিভ্রান্ত করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরাও মার্ক পেটিশনের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি—

'We can hardly deny that the example of Shakespeare, and the veneration due to that mighty name, has exercised a misleading influence on our Sonnettists.'[৫১]

ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীরিয়ান সনেটের আতিশয্যের দিনে জন মিল্টন (John Milton 1608-1674) ইংরেজি সাহিত্যে পেত্রার্কান সনেটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। মার্ক পেটিশন বলেছেন যে তিনি এলিজাবেথান সনেটের বিষয়বস্তু ও রীতির ব্যাভিচার থেকে সনেটকে মুক্তি দান করেছেন। তাঁর ভাষায়—

'He emancipated this form of Poem from the two vices which depraved the Elezabethan Sonnet—from the vice of misplaced wit in substance, and of misplaced rime in form.'[৫২]

মিল্টন তাঁর পরিশীলিত কবিচেতনায় অনুভব করেছিলেন যে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন একান্তর মিলের চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সার্থক সনেট রচনা করা অসম্ভব। তাই তিনি সনেট রচনায় ইতালিয়ান সনেটকারদের নির্দেশিত পথই অনুসরণ করলেন। তবে মিল্টনের কবিপ্রতিভা মহাকাব্য রচনাতেই পরম সার্থকতা পেয়েছে। তাই প্রায় ত্রিশ বছরের কালসীমায় তিনি মাত্র চব্বিশটি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে পাঁচটি আবার ইতালিয়ান ভাষায় রচিত।

ঝটিকা বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক সংঘাতের দিনে মিল্টন কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থকীট এই মানুষটির বস্তু জগতেও ছিল সমান আগ্রহ। কাব্যের প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন এই বস্তু-জগৎ থেকেই। জগৎ ও জীবনের সার্বভৌম কৌতূহল-সঞ্জাত এই চব্বিশটি সনেট বিষয়-বৈচিত্র্যে অনুপম। পৃথিবীর সর্বত্রই সনেট প্রেমকবিতার মুখ্য বাহন। মিল্টন কিন্তু এই বিষয়ে অনাগ্রহী। তাঁর মাত্র চারটি সনেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী। কিন্তু প্রেমের বন্দনায় এই ক্ষেত্রেও তিনি মুখর নন। নিজের পত্নীকে নিয়ে তিনি যে সনেট রচনা করেছেন তাও প্রেমচেতনায় দীপ্ত নয়—সেটা সহধর্মিনীর মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা।

তাঁর কয়েকটি সনেটের বিষয়বস্তু বন্ধুপ্রীতি। দুটি সনেট নিজের

অন্ধতা-বিষয়ক এবং তিনটি সনেট রচিত হয়েছে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে।

আমরা আগেই বেলছি যে, সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে মিল্টন মূলত পেত্রার্কান। যথার্থ ক্লাসিকাল-রীতির সনেট রচনা করে তিনি ইংরেজি সনেটের নবমূল্য রচনা করলেন। তাঁর রচিত চব্বিশটি সনেটের অষ্টক-ই দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। মিলবিন্যাস ঃ কখখক কখখক। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে তিনি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। তাঁর সনেটের ষট্‌কবন্ধে মোট আট প্রকার মিলবিন্যাস দেখা যায়। মিল-পদ্ধতি ঃ ১. তপত, পতপ ২. তপঙ, তপঙ ৩. তপঙ, পতঙ ৪. তপপ, তপত ৫. তপত, ঙঙপ ৬ তপপ, তঙঙ ৭. তপত, পঙঙ ৮, তপঙ, পঙত।

তাঁর রচিত তিনটি ইতালিয়ান ও একটি ইংরেজি (cromwell, our chief of men) সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সনেটের (Becase you have thrown of your Prelate Lord) শেষে ছয়-পংক্তির একটি পুচ্ছ সংযোজিত হয়েছে। সনেটের শেষে সংযোজিত এই ধরণের স্তবককে ইতালিয়ানরা বলেন সনেত্তো কাউদত্তো (Sennetto Caudato)।

মিল্টনের সনেটগুলির মিলবিন্যাস একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁর অনেকগুলি সনেটের অষ্টকের দুই চতুষ্কের মধ্যে কোন পূর্ণচ্ছেদ নেই। কোন কোন সনেটের ভাবপ্রবাহ অষ্টক থেকে বাহিত হয়ে ষট্‌কের প্রথম বা দ্বিতীয় পংক্তিতে শেষ হয়েছে। সনেটের ভাবপ্রবাহকে এক চতুষ্ক থেকে অন্য চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষট্‌কে চালনার এই বিশেষ পদ্ধতিকে ফরাসি-রোমান্টিকরা বলেছেন 'এনজাম্বমেন্ট'।[৫৩]

এই বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্তক ষোড়শ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবিরা। এঁদের মধ্যে জিয়োভান্নি দেল্লা কাশার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মার্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মিল্টনের সনেটের এই বিশেষ প্রকৃতির ভাববিন্যাসের জন্য তিনি কাশার কাছে ঋণী।[৫৪]

মিল্টনের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে কাশার একটি সনেট সংকলন পাওয়া যায়। গ্রন্থটির নাম-পৃষ্ঠায় মিল্টন নাম স্বাক্ষর করেছেন এবং গ্রন্থ-ক্রয়ের তারিখ দিয়েছেন ১৬২৯ সাল। গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর হাতে লেখা প্রান্তটীকা (marginal note) দেখে বোঝা যায় যে, তিনি এই গ্রন্থটি গভীর মনোযোগেরই সঙ্গেই পাঠ করেছেন।

কাশার সনেটের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ফলেই মিল্টন সনেট রচনায় ক্লাসিকাল রীতির প্রতি অনুগত থেকেও কাশার প্রভাবে 'এনজাম্বমেন্ট' পদ্ধতির প্রতি আসক্তি দেখিয়েছেন।

সমালোচকেরা প্রায়শই বলে থাকেন যে, মিল্টন সনেট রচনায় পেত্রার্কান মিলপদ্ধতি মেনে নিলেও সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁর সনেট সম্পর্কিত এই ধারণাটি অর্ধসত্য। হনিগমান (Honigmann) তাঁর 'মিল্টনস সনেটস' (Milton's Sonnets, 1966) গ্রন্থে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তাঁর পাঁচটি সনেটে[৫৫] স্পষ্ট আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এবং এছাড়া আরো পাঁচটি সনেটে[৫৬] অষ্টম, নবম অথবা দশম চরণে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি প্রয়াসী হয়েছেন।[৫৭]

সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ক ধারণাটি মিল্টনের জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অনেকগুলি সনেটে অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হন নি। এ সম্পর্কে মার্ক পেটিশন বলছেন—

> 'I think in on the whole more probable that Milton's attention was not called with equal emphasis to the Sud-division of the thought as it was to the invariable arrangement of the rimes in tne Italian masters.'[৫৮]

মিল্টন ক্লাসিকাল সনেটের বহিরঙ্গ মিলবিন্যাস-পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ করেছেন। সনেটের ভাববিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে 'এনজাম্বমেন্ট' পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তাতে আবর্তনসন্ধি রচনা দুরূহ। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় যত্নবান না হয়ে পেত্রার্কান মিলবিন্যাস-পদ্ধতিতে নতুন প্রকৃতির সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই দিক থেকে মিল্টন পেত্রার্কান হয়েও ইংরেজি সনেট সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক।

মিল্টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যবর্তী দেড়শ' বছর ইংরেজি সাহিত্যে সনেট-কলাকৃতির অনুশীলন অকিঞ্চিৎকর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ফিলিপ আয়রস (Philip Ayres, 1638-1712) মিল্টনীয় রীতির অনুকরণে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে টমসন (James Thomson, 1700-'48) এবং কলিনস্‌ (Willian Collins, 1721-79) এই রীতির প্রতি কোন আগ্রহই প্রকাশ করেন নি। গ্রে (Thomes Gray, 1716-71)

সনেট লিখেছেন মাত্র একটি। কুপারের (Willian Cowper, 1731-1800 সনেট-সংখ্যাও দশ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর দশটি সনেটই পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। তবে নয়টি সনেটে তিনি মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। এই পর্বের অন্যকবি টমাস ওয়ার্টন (Thomas Warron, 1728-90) মিল্টনীয় রীতিতে সামান্য কিছু সনেট রচনা করেছেন।

আর. ডি. হ্যাভেনস (R. D. Havens) তাঁর 'ইনফ্লুয়েন্স অব মিল্টন অন ইংলিশ পয়েট্রি' (Influence of Milton on English Poetry) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৭০০ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে মাত্র পঞ্চাশটি সনেট লিখিত হয়েছে। হ্যাভেনস অবশ্য তাঁর এই হিসাবের মধ্যে টমাস এডওয়ার্ডের (Thomas Edward, 1699-1757) সনেটগুলিকে ধরেন নি। এডওয়ার্ডের সনেট সংখ্যা পঞ্চাশ। সাহিত্যের ইতিহাসে অনুল্লেখ্য এই কবি সনেট রচনায় মিল্টন-ধারা অনুসারী।

ফরাসি সাহিত্যের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যও সনেটের প্রায় বন্ধ্যা যুগ। লক্ষণীয় এই যে, এই যুগে ইংরেজি সাহিত্যে যা কিছু সামান্য সনেট লিখিত হয়েছে তার প্রায় সবই মিল্টনের অনুপ্রেরণায় রচিত পেত্রার্কান রীতির সনেট।[৫৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব রোমান্টিক পর্বে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (William Wordsworth, 1770-1850) হাতে ইংরেজি সাহিত্যে সনেটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। একা তিনিই পাঁচশ' তেইশটি সনেট লিখেছেন। তাঁর প্রেম, প্রকৃতি, ধর্ম, ভ্রমণ, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ক বৈচিত্র্যময় সনেটগুলি ইংরেজি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি নানা বৈচিত্র্য দেখালেও কলাকৃতির ক্ষেত্রে তিনি মূলত পেত্রার্কান রীতির অনুগত।

রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কোলরিজ (S. T. Coleridge, 1772-1834) এবং শেলি (P. B. Shelley 1792-1822) সনেট রচনায় তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কোলরিজ সনেটের মিলবিন্যাসে পেত্রার্কান, কিন্তু শেলি-রচিত সর্বমোট বারোটি সনেটের মিলবিন্যাস রীতিগোত্রহীন।

এই পর্বের কবিদের মধ্যে সনেটকার হিসাবে কীটস (John Keats, 1795-1821) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমালোচকের ভাষায়—

'Keats, maintained a more constant greatness that any other writer of Sonnets except Shakespeare and Milton.'[৬০]

কীটসের সনেট সংখ্যা ঊনষাট। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত আঠারটি সনেটের দুই সংবৃত চতুষ্কে গঠিত অষ্টকের সর্বত্রই তিনি কখখক, কখখক মিল ব্যবহার করেছেন। এই সনেটেগুলির ষট্‌ক দুই ত্রিক-এ বিভক্ত, মিল সংখ্যা দুই বা তিন। মিলবিন্যাস ঃ তপত, পতপ এবং তপঙ, তপঙ। এই সনেটগুলির মাত্র একটির শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সনেটেরই অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি সুপরিস্ফুট।

কবির মধ্যপর্বে রচিত আটত্রিশটি সনেটের অনেকগুলি পেত্রার্কান। এই রীতির সামান্য কয়েকটি সনেটে তিনি মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। এই আটত্রিশটি সনেটের মধ্যে প্রায় বারোটি শেক্সপীরীয় রীতিতে রচিত। এবং তাঁর শেষ পর্বের তিনটি সনেটও শেক্সপীরিয়ান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের সনেটকারদের মধ্যে ডি. জি রসেটি (D. G. Rossetti, 1828-82) এক উল্লেখযোগ্য কবিপুরুষ। এই পর্বে তিনিই প্রথম সনেট-পরম্পরা রচনা করেন। তাঁর 'দি হাউস অব লাইফ' (The housh of life, 1870-81) পঞ্চাশটি প্রেমের কবিতার সংকলন। এছাড়া তিনি আরো চব্বিশটি মৌলিক সনেট রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেটের অষ্টক দুই চতুষ্ককে বিভক্ত। মিলপদ্ধতি প্রায়শই কখখক, কখখক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কে একটি নতুন মিল ব্যবহার করে অষ্টকের মিলবিন্যাস করেছেন কখখক, কগগক। তাঁর সনেটের ষট্‌ক দুই বা তিন মিলে পেত্রার্কান রীতিকে রচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ফরাসি ষট্‌কের ততপ, ঙঙপ মিলও ব্যবহার করেছেন। সামগ্রিকভাবে তাঁর সনেট পেত্রার্কান। পেত্রার্কান রীতিতে তাঁর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা স্মরণ করে সেন্টসবেরি বলেছেন—

'Rossetti is the magician... one open secret is that he adopts the octave and sestet division more frankly and fearelessly than most English poets before him.'[৬১]

এই পর্বের শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙের (Elizabeth Barret Browning, 1806-1861) 'সনেটস ফ্রম দি পর্তুগীজ' (Sonnets from the Portuguese, 1847-50) এবং রবার্ট ব্রিজেস-এর (Robert Bridges 1844-1910) 'দি গ্রোথ অব লাভ'

(The Growth of Love. 1876-98) সনেট সংকলন দুটিও মূলত পেত্রার্কান রীতিতে রচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রিশ্চিনা রসেটি (Christina Rossetti, 1830-94), ম্যাথু আর্ণল্ড (Matthew Arnold, 1822-88) সুইনবার্ণ (A. C. Swinburne, 1837-1909) এবং ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীর টমাস হার্ডি (Thomas Hardy, 1840-1928) প্রমুখ কবিদের অধিকাংশ সনেটই মূলত পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। এই পর্বে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brook, 1887-1915)। সনেট রচনায় তিনি শেক্সপীরীয় রীতির অনুগামী।

ভাষা ও ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি অনুসারে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সনেটের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে দশ দলের পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দই সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে।

নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সনেট কলাকৃতির বিবর্তন কৌতূহলোদ্দীপক। ফরাসি সাহিত্যে সনেটের পেত্রার্কান রীতি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এবং ফরাসি কবিরা সনেটের ষট্‌কে নিজস্ব প্রকৃতির যে মিলবিন্যাস প্রবর্তন করেছেন সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে তাও মূলত পেত্রার্কান।

ফ্রান্সের তুলনায় ইংল্যান্ডে সনেট-কলাকৃতির বিবর্তন বৈচিত্র্যময়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য পর্ব থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ইংরেজ কবি পেত্রার্কান রীতিতে এবং মিলবিন্যাসে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে অজস্র পেত্রার্কান সনেট রচনা করেছেন। ইতালিয়ান কবি কাশার অনুসরণে মিল্টন যে বিশিষ্ট প্রকৃতির ইংরেজি সনেট রচনা করেছেন তাও মূলত পেত্রার্কান। তিনটি একান্তর মিল-বিশিষ্ট চতুষ্কের মিলবিন্যাসের বেণীবন্ধনে এবং মিত্রাক্ষর যুগ্মকে স্পেনসার ইংরেজি সাহিত্যে যে সনেট কলাকৃতির প্রবর্তন করেন তা নিঃসন্দেহে অভিনব।

ভিন্ন ভিন্ন মিলে গঠিত একান্তর মিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনার যে রীতি সারে প্রবর্তন করলেন তাই পরবর্তীকালে শেক্সপীয়রের নামে চিহ্নিত হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে বিশিষ্ট ইংরেজি-রীতির মর্যাদা পেল। এই রীতিতে সনেটের অনেকগুলি মৌল-লক্ষণ অস্বীকৃত হয়েছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও

ষট্‌কের দুই ত্রিক এবং অষ্টক-ষট্‌কের বিভাগ এই রীতিতে মানা হয় নি। আবর্তনসন্ধি এখানে অনুপস্থিত, মিল সংখ্যা সাত। ইংরেজি-রীতির অনুরাগী সমালোচকেরা বলে থাকেন যে. ইংরেজি ভাষার হলন্ত অক্ষরের প্রাচুর্যের জন্যই ইংরেজি সনেটে সাত মিল অনিবার্য হয়ে উঠেছে। একথা যে সত্য নয় তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ চার অথবা পাঁচ মিলের পেত্রার্কান রীতিতে রচিত অজস্র অনবদ্য ইংরেজি সনেট।

ইংরেজি রীতির সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে এই প্রকৃতির সনেটে ভাবপ্রবাহ প্রথম পংক্তি থেকে বাহিত হয়ে দ্বাদশ পংক্তিতে ঈষৎ বাঁক নিয়ে অন্তিমের উজ্জ্বল মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পরিসমাপ্ত হয়। এই জাতীয় সনেটের এপিগ্রামাটিক পরিসমাপ্তির ওপরে এই ধারার অনুরাগী সমালোচকেরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সনেটর স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক পেটিশন সনেটে এপিগ্রামাটিক পরিসমাপ্তি সর্বদা পরিত্যজ্য বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ এই ধরণের পরিসমাপ্তিতে সনেট ভারসাম্য হারিয়ে এপিগ্রামের স্তরে উন্নীত হয়। পেটিশন বলেছেন—

'While the conclusion should have a sense of finish and completeness it is necessary to avoid anything like epigramatic point. By this the Sonnet is distinguished from the epigram,'[৬২]

সনেটের ক্লাসিকাল রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে সেন্টসবেরি একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন—

'You cannot imitate or translate form and phrase from one language into another, or if you can, you are the magician.'[৬৩]

কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইতালীয় পেত্রার্কান রীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যে সব কবি পেত্রার্কান রীতিতে সনেট লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকে জাদুকর কিনা জানি না কিন্তু এটা বুঝি যে পেত্রার্কান সনেট-কলাকৃতির মধ্যেই এমন একটা জাদু আছে যার ফলে এই কাব্যবন্ধ অনায়াসে যে কোন ভাষায় সাঙ্গীকৃত হতে পারে।

ইংরেজি রীতির প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে সেন্টসবেরি বলেছেন যে ইংরেজ কবিরা যদি পেত্রার্কান-রীতির কঠিন বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সনেট রচনা করতেন তা হলে কাব্যলক্ষ্মী চিরদিনের মতো আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন।[৬৪] কিন্তু পৃথিবীর সনেট-ইতিহাস এই উক্তির সমর্থন করবে না। ইংরেজি সাহিত্যেও যাঁরা পেত্রার্কান-রীতির সনেট

রচনা করেছেন তাঁদের রচনা ক্লাসিকাল-রীতির বন্ধনে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে এমন কথা বিদগ্ধ কাব্যরসিকগণ কিছুতেই স্বীকার করবেন না। আসলে ক্লাসিকাল সনেটের কঠিন বন্ধনের মধ্যেই কবিরা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের প্রকাশ করতে পারেন। এবং বন্ধনের মধ্যেই তাঁরা মুক্তির আনন্দ লাভ করে ধন্য হন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কবিতার ভাষায় এই ব্যাপারটি ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> The prison unto which we doom
> Ourselves, no prison is ; and hence to me
> In sundray moods 'twas pastime to be bound
> Within the sonnet's scanty plot of ground.

উল্লেখপঞ্জী

১. L. Cazamian—A History of French Literature

২, Sir Sidney Lee—French Renaissance in England (Oxford, 1910) Page-13

৩. তদেব, পৃ. ১৩

৪. Geoffrey Brereton—A short History of French Literature (Pelican, 1954) Page-174

৫. The Elizabethan Sonnet, The Cambridge History of English Literatue,

৬. A History of French Literature. Page-62

৭. The French Renaissance in England. Page-120

৮. A Short History of French Literature, Page-178

৯. The French Renaissance in England, Page-189.

১০. A History of French Literature, Page-82

১১. The French Renaissance in England, Page-202

১২. তদেব, পৃ. ২০৩

১৩ non moins docte que plaisante invention italienne, pour lesquels tu as Pe'trarque et quelques modernes Italiens—The Cambrige History of English Literature, Vol. II গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় Sir Sidney Lee-এর The Elizabethan Sonnet প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৪. The French Renaissance in England, Page-264

১৫. The French Renaissance in Englano, Page-264

১৬. A Short History of French Literature, Page-134
১৭. অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৬. ১০. ৪১ তারিখের চিঠি। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা'-র গ্রন্থপরিচয় পৃ. ১৫৭
১৮. তদেব, পৃ. ১৪৬
১৯. গ্রন্থপরিচয়—সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা, পৃ. ১৫৫
২০. 'It (French Sonnet) does not end with the snap imparted by the final couplet ot the Shakespearian Sonnet,' Brereton—A Short History of French Literature, Page-184
২১ French Renaissance in England, Page 208
২২. A Short History of French Literature, Page-187
২৩. A History of Frence Literature, Page-146
২৪ 'With Bertaut's death, in 1611, the era of the Renaissance lyric may be said to terminate in Frence.' —The Frence Renaissance in England Page-209
২৫. বুদ্ধদেব বসু – শার্ল বোদলেয়র : তাঁর কবিতা
২৬. The Frence Ranaissance in England, Page-4
২৭, Legouis and Cazamian—A History of English Literature (19 1) Page-222
২৮. The Frence Renaissance in England, Page-111
২৯. J. W. Lever—The Elizabethan Love Sonnet (1956), Page 17-18
৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫
৩১. G. Gascoigne—Certayne Notes of Instruction (Arber Ed , 1868) Page-39
৩২ G Saintsbury—A History of English Prosody, Vol-II (1908) Page-146
৩৩. The Elizabethan Love Sonnet, Page-47
৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১
৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩
৩৬. "His admirers dubbed him 'Our English Petrarch' or 'the Petrarch of our time' ' Sidney Lee—Elizabethan Sonnets, Vol-I, Page—XI
৩৭ L. E. Kastner—The Modern Language Review Vol III, No. 1,,—The Scottish Sonneteers and the French Poets, Page-1

Vol. III No. 3.—The Elizabethan Sonneteers and the French Poets, Page-268
Vol. IV. No. I.,—Spencers 'Amoretti' and Desportes, Page-65

৩৮. The Frence Renaissance in England. Page-109-274
৩৯. The Elizabethan Love Sonnet, Page-135
৪০. The French Renaissance in England. Page-268
৪১. A History of English Literature, Page-309
৪২. জগদীশ ভট্টাচার্য- সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ-৩৪
৪৩. The Elizabethan Love Sonnet, Page-186.
৪৪. A L. Rowse—Shakespeare's Sonnet ।

৪৫. A History of English Prosody, Vol. II. Page-60
৪৬ Sonnets of this Century—গ্রন্থের ভূমিকা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৪৭. Enid Hamer—The English Sonnet (Second Ed. 1936), Introduction, Page-LII.
৪৮. Sir Sidney Lee—A life of William Shakespeare (1915), Page-177.
৪৯. Mark Pattison—The Sonnets of John Milton, Page-43
৫০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪২
৫১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪
৫২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬
৫৩. John S. Smart—The Sonnets of Milton (Oxford, 1966), Introduction, Page-26
৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬-২৮
৫৫. 1. How soon hath time the suttle theef of youth,
2. Daughter to that good Earl,
3 Harry whose tumful and well measur'd song
4. Fairfax, whose name in armes through Europe
5. Lawreace of Vertuous Father vertuous son,
৫৬. 1. I did but promt the age to quit their cloggs
2 Cromwell, our chief of men,
3. Vane, young in years,
4. When I consider how my light is spent,
5. Cyrinck, this three years day these eyes,
৫৭. E.A.J. Honigmann—Milton's Sonnets

৫৮. The Sonnets of John Milton Page-50

৫৯. 'Throughout the eighteen century the Petrarchan form was generally used'. Enid Hamer—The English Sonnet, Introduction, Page, XXXVI.

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা-XL

৬১. A History of English Prosody, Vol. III (1910), Page-314

৬২. The Sonnets of John Milton, Page-13

৬৩. A History of English Prosody, Vol. II (1908), Page- 147

৬৪. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন ঃ মধুসূদন

১

বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ হলেন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনয়িতা এবং গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহন হিসাবে তিনিই বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করেন। মধুসূদন-সাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার মহাসম্মেলন ঘটেছে। তাঁর মাধুকরী কবিকল্পনা প্রাচ্য-প্রতীচ্য মহাকবিগণের চিত্তফুলবনমধু আহরণ করে বাংলা সাহিত্যে তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা ও বীরঙ্গনা কাব্যের মধুচক্র রচনা করেছিল। মধুসূদনের কাব্য সাধনার প্রথম পর্বে তাঁর কবিকল্পনা ছিল বিশ্বপ্লাবী। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের চরম সংকটক্ষণে প্রবাসের নিঃসীম নির্জনতায়, তাঁর কাব্যানুভূতি আত্মচিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে সনেট আকারে নিজেকে মুক্তি দান করল।

নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে কবির আত্মপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে যেমন সনেট গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও তেমনি মধুসূদনের আত্মকথা উচ্চারিত হলো সনেটেরই মাধ্যমে। মধুসূদন তার নামকরণ করেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সনেট মধুসূদনের 'কবিমাতৃভাষা'। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কোন এক তারিখে কলকাতায় রচিত। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কবি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সমাপ্ত করে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের তৃতীয় সর্গে হাত দিয়েছেন। ঠিক এই সময়েই কোন এক রবিবার তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন—

'I want to introduce Sonnet into our language and some morning ago made the following :

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,

বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে, তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাহার সেবায় সদা সঁপি কায়মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা,—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?"

What say you to this, my good friend? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would reval the Italian'.[১]

বাংলাভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেই মধুসূদন এই ভাষায় সনেট কলাকৃতির বিপুল সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সনেট সম্পর্কে মধুসূদন কিশোর বয়স থেকেই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দুকলেজে পঠনকালে তাঁর কৈশোরিক ইংরেজি কবিতাবলীর মধ্যে প্রায় ষোলটি সনেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাদ্রাজ প্রবাসকালেও তিনি পেনপয়েম (Penpoem) ছদ্মনামে দুটি সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের সনেটের বিবর্তন ধারায় তাঁর ইংরেজিতে লেখা এই আঠারটি সনেটের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সনেটগুলির মধ্যে কবির প্রকৃতিচিন্তা ও আত্মচিন্তাই প্রাধান্যলাভ করেছে। তরুণ বয়সে সনেট-কলাকৃতির বিষয়ে কি ধরণের চিন্তা করেছেন তা এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

To a Star during tha Cloudy Night (ন'টি সনেট)

১. কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ ২. কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ
৩. কখকখ গঘগঘ তপপ ততপ ৪. কখখক কখখক তপত পতপ
৫. কখখক গঘগগ তপত পতপ ৬ কখখক কখখক তকতকতক
৭. কখখক কখকখ তপতপতপ ৮. কখখক কগকগ তপতঙপঙ
৯ কখখক গঘগঘ তপতঙঙ।

Sonnet ঃ written at the College. (একটি সনেট) ঃ

১. কখকখ গঘঘগ তপতপঙঙ।

Nights. (তিনটি সনেট) ঃ ১. কখকখ কগকগ তপতপঙঙ ২. কখকখ গঘগঘ তপতপঙঙ ৩ কখকখ গঘগঘ তপপতঙঙ।

Sonnet ঃ Composed on the Ochterlony Monument (একটি সনেট) ঃ ১. কখখক গঘগঘ তপঙঙপত।

Visions of the Past (একটি সনেট) ঃ ১. কখখক কখকখ তপতপ ঙঙ।

Sonnets by T. Penpoem (দুটি সনেট) ঃ

১. কখকখ খককখ তপঙতপঙ ২. কখকখ কখখক তপঙতপঙ।

ইংরেজিতে লেখা আঠারটির মধ্যে উল্লিখিত সতেরটি সনেটের মাত্র দু' তিনটি পেত্রার্কান মিলবিন্যাসে রচিত। পেত্রার্কান সনেটের সঙ্গে ঐ সময়ে কবির সাক্ষাৎ পরিচয়ের নজির আমাদের জানা নেই। সম্ভবত মিল্টনের সনেটের মিলবিন্যাসই তাঁকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করেছে। এই পর্যায়ের আটটি সনেটেই শেকসপীরীয় মিলবিন্যাস গৃহীত হয়েছে। হিন্দুকলেজের-ছাত্র ইংরেজি ভাষায় কবিযশোলিপ্সু মধুসূদনের শেকসপীরীয় রীতির প্রতি আনুগত্য খুবই স্বভাবিক ঘটনা।

হিন্দুকলেজে পঠনকালে মধুসূদন ' Evening in Saturn' নামে একটি মিলহীন সনেট রচনা করেছিলেন। সনেটটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

'Reader ! who ever publishes a Sonnet with a perface ? I hear, or fancy that I hear, you say 'none' ! well ! I Publish. I am an enemy to what men call 'custom'. But be th at as it is, I publish my Sonnet with a perface ; I have to teach the world something new. Don't get offended. Behold ! I have wrirten a Sonnet in blank-verse ! what a rare experiment.'[২]

বিদ্রোহী ইয়ংবেঙ্গলের যোগ্য প্রতিনিধি মধুসূদন নিজেকে রীতির শত্রু বলে ঘোষণা করে নতুন পরীক্ষার ঝোঁকে মিলহীন সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরিণত বয়সে বাংলাভাষায় সনেট রচনা করতে গিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় রীতির দাসত্ব মেনে নিয়েছেন। এবং প্রথম জীবনের শেকসপীরীয় রীতিকে তিনি বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তনকালে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রথম বাংলা সনেট 'কাবমাতৃভাষা' অপটু রচনা সন্দেহ নেই,[৩] কিন্তু এখানে তিনি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পেত্রার্কান সনেট-কলাকৃতির অনুসরণ করেছেন। কবিতাটির অষ্টক দুই মিলের চতুষ্ক-যুগলে গড়া, দুই

ত্রিক-এ গঠিত ষট্‌কের মিল সংখ্যাও দুই। অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি স্পষ্ট। এই সনেটের গঠনবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই সময়ে তিনি পেত্রার্কান সনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে থাকতেই যে তিনি ইতালিয়ান ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মিলবে এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে। কবি লিখেছেন—

'I am just now reading Tasso in original—an Italian gentleman having presented me with a copy, oh ! What a luscious poetry '[৪]

বাংলাভাষায় প্রথম সনেট রচনার প্রায় পাঁচ বছর পরে সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে মধুসূদন পুনরায় সনেট রচনায় ব্রতী হন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ৯ জুন ক্যান্ডিয়া জাহাজ যোগে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। এবং জুলাই মাসে সেখানে উপনীত হন। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে আত্মীয়েরা তাঁর স্ত্রীকে পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ সরবরাহ বন্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে কবিপত্নী হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩ সালের ২ মে ইংল্যান্ডে স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। ঐ বছরের মধ্যভাগে কবি পুত্রকন্যা ও পত্নীসহ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে গমন করেন। মধুসূদনের প্রবাস-জীবনের এই পর্ব লাঞ্ছনা ও গ্লানির ইতিহাসে পূর্ণ। সর্বরিক্ত নিঃস্ব কবির মর্মান্তিক বেদনা বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন—

'God help me ! My great hope now is in you, and I am sure, you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders—wilful premeditated murders and then be hanged !

The money. with which I have bought postage stamps for this letter has been raised from a pawn-broker's offtce !'[৫]

প্রবাস জীবনে দুঃখের দারুণ দহনের মধ্যে মধুসূদন কাব্যলক্ষ্মীর অপার করুণায় অভিষিক্ত হয়েছেন। ভারতীয় নবজাগরণের কবি-পুরুষ মধুসূদন এই পর্বে য়ুরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতির স্পর্শে নবচেতনায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছেন। এই ব্যাপারে ফ্রান্স হয়েছে তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়ক। আধুনিক য়ুরোপের 'কবিমাতৃভূমি' প্রভাঁস ফ্রান্সেরই অংশ এবং এই সময়ে ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের আত্মিকযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। ফ্রান্সের ভার্সাই এই সময়ে ছিল

য়ুরোপীয় ভাষাশিক্ষার পীঠস্থান। বলাবাহুল্য মধুসূদন য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার সেই সুযোগ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। ভার্সাই থেকে কবি ১৮৬৪ সালের ৩ নভেম্বর একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন—

'You must not fancy, my good friend, that I am idling here. I have nearly mastered French and Italian and am going on svinamingly with German'[৬]

ইতালীয় ভাষায় বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে তিনি পেত্রার্কান সনেটের রূপ ও রীতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করেই ভার্সাইতে নতুন করে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে মধুসূদনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম ভারি সুন্দর করে বলেছেন—'যে ক্ষুদ্র কবিতার (সনেট) বীজ ভারতক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই য়ুরোপে ইতালীর কবিতারসে পরিপুষ্ট হইয়া, গৌড়-কাননের অনুচ্চ সৌরভিত পুষ্পকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল।'[৭]

১৮৬৫ অব্দের ২৬ জানুয়ারি মধুসূদন ভার্সাই থেকে একটি পত্রে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে জানান যে তিনি পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবি লিখেছেন—

'You again date your letter from 'Bagirhat'. It is 'Bagirhat' on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some 'Sonnets' after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these Sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the Sonnet 'চতুর্দ্দশপদী' will do wonderfully well in our language I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third, I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্ররায় never had such an elegent complement paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all thing to this new style of poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.'[৮]

এই চিঠিতে কবি বাংলাভাষায় সনেটের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে কবির লেখা শতাধিক সনেট তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণীকে সফল করে তুলেছে। কবি এই পত্রে তিনটি সনেটের উল্লেখ করলেও আসলে তিনি এই চিঠির সঙ্গে কপোতাক্ষ নদ, সায়ংকাল, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি ও জয়দেব এই চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন।[৯] এই চিঠি লেখার কয়েকমাসের মধ্যেই মধুসূদন আরো ৯৮টি সনেট লিখে তাঁর প্রকাশক কলকাতার ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠিয়ে দেন। প্রকাশক ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১ অগস্ট 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' নাম দিয়ে সনেটগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণে তিনটি ভাগ ছিল—ক. উপক্রম খ. চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী গ অসমাপ্ত কাব্যাবলি। উপক্রম ভাগে ছিল লিথো-প্রেসে ছাপা কবির স্বহস্তাক্ষরের দুটি সনেট এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী অংশে ১০০টি সনেট। পরবর্তী সংস্করণে অসমাপ্ত কাব্যাবলী পরিত্যক্ত হয় এবং উপক্রম শিরোনামার দুটি সনেট সংযুক্ত হয়। সুতরাং 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে মোট ১০২টি সনেট সংকলিত হয়েছে।[১০] এই সনেট সংকলন প্রকাশের পরেও কবি ছটি সনেট রচনা করেছেন।[১১] সনেটগুলি নগেন্দ্রনাথ সোম বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে তাঁর 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। এই ছ'টি সনেট নিয়ে মধুসূদনের মোট সনেট সংখ্যা হলো ১০৮টি।

মধুসূদন গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি পেত্রার্কার অনুসরণে বাংলায় সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই দাবি কতদূর গ্রাহ্য তা প্রথমত তাঁর সনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যাক।

২

মধুসূদনের সনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস

মধুসূদনের ১০৮টি সনেটের প্রত্যেকটিই চৌদ্দ দলের চৌদ্দ পংক্তির স্তবকবন্ধে রচিত। তিনি সনেটের অষ্টক ও ষট্কের গঠন সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর ৫৬টি সনেটে অষ্টকের দুই চতুষ্কের মাঝে পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ রয়েছে।[১২] এবং ৬৪টি সনেটের ষট্কের দুই ত্রিক-বন্ধের উপবিভাগ বেশ স্পষ্ট।[১৩] পেত্রার্কান সনেটের অষ্টকের দুই চতুষ্ক এবং ষট্কের দুই ত্রিক-র মধ্যবর্তী

উপবিভাগ লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু মধুসূদন এই বিষয়ে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর কিছু সনেটে ভাবপ্রবাহকে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষট্‌কে বাহিত করেছেন। মধুসূদনের কিছু সনেটের এই 'এনজামমেন্ট' প্রসঙ্গে আমাদের ষোড়শ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবি দোল্লা কাশা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি মিলটনকে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে। বলা বাহুল্য, এই পদ্ধতিতে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধির কোন অবকাশ নেই। কিন্তু মধুসূদন পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করতে গিয়ে আবর্তনসন্ধি বিষয়ে অমনোযোগী হতে পারেন নি। সেকারণেই তাঁর ৭৯টি সনেটে অষ্টক-ষটক ভাগ লক্ষ্য করা যায়।[১৪] বিশুদ্ধ পেত্রার্কান রীতির সনেটে অষ্টক-ষটক ভাগের বিশেষ মূল্য আছে।

সনেটের গঠনপদ্ধতির বহিরঙ্গ বিচারে মিলবিন্যাসের মূল্য অপরিসীম। আমরা মধুসূদনের ১০৮ টি সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে বিচার করব সেগুলি কতখানি পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত।[১৫]

এক

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ কখকখ তপত পতত (সনেট সংখ্যা ২৯টি)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ উপক্রম-১, উপক্রম-২, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, পরিচয়, কবি, দেবদোল, কুসুমে কীট, সরস্বতী, কল্পনা, মধুকর, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জুনীয়ম, সীতাবনবাসে-২, বিজয়াদশমী, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, বীররস, গোগৃহ-রণে, দুঃশাসন, দ্বেষ-২, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল, অর্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, আমরা, শকুন্তলা ও ব্রজবৃত্তান্ত।

বিবিধ-কাব্য ঃ পঞ্চকোট গিরি।

দুই

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ কখখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ১৩টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ পরিচয়-২ কপোতাক্ষ নদ, সীতাবনবাসে-১, শৃঙ্গাররস-২, হিড়িম্বা-১, হিড়িম্বা-২, নূতন বৎসর, শনি, পন্ডিতবর থিওডোর, পৃথিবী ও সমাপ্তে।

বিবিধ-কাব্য ঃ ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পরেশনাথ গিরি।

তিন

মিলবিন্যাস ঃ কখখক খকখক তপপ তপত (সনেট সংখ্যা ১টি)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ যশের মন্দির।

চার

মিলবিন্যাস ঃ কখখক খকখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ১৭টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ সায়ংকাল, সৃষ্টিকর্তা, নন্দনকানন, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, ভরসেলস নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, গদাযুদ্ধ, রৌদ্ররস, উদ্যানে পুষ্করিণী, শ্যামাপক্ষী, যশঃ, ভাষা, সাগরে তরি, বাল্মীকি, মিত্রাক্ষর, ১০০নং ও আশা।

পাঁচ

মিলবিন্যাস ঃ কখখক কখখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৭টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ সায়ংকালের তারা, মহাভারত, ঈশ্বরীপাটনী, শ্মশান, সংস্কৃত, রামায়ণ ও কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া।

ছয়

মিলবিন্যাস ঃ কখখক কখকখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৭টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ সীতাদেবী, প্রাণ, সুভদ্রাহরণ, সাংসারিক জ্ঞান, কবিবর টেনিসন, কবিবর হুগো ও শ্রীমন্তের টোপর।

সাত

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ খককখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৬টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ সূর্য, বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষে, কুরুক্ষেত্র, শৃঙ্গাররস-১, উর্ব্বশী ও কেউটিয়া সাপ।

আট

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ খকখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ১৫টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ কালিদাস, বউ কথা কও, কবিতা, নিশা, নিশাকালে নদী তীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, ছায়াপথ, বটবৃক্ষ, রাশিচক্র, সুভদ্রা,দ্বেষ-১, তারা, কবিগুরুদান্তে, ভারতভূমি ও ভূতকাল।

বিবিধ-কাব্য ঃ কবির ধর্মপুত্র।

নয়

মিলবিন্যাস ঃ কখখক খককখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৩টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিন মাস ও করুণরস।

দশ

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ খকখক তপপ তঙঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ বঙ্গভাষা।

এগার

মিলবিন্যাস ঃ কখখক কখখক তপঙ তপঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ কমলে কামিনী।

বার

মিলবিন্যাস ঃ কখখক খকখক তপপ তকক (সনেট সংখ্যা ১টি)।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ জয়দেব।

তের

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ কখকখ তপত পঙঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ কাশীরাম দাস।

চৌদ্দ

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ কখখক তপত পঙঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।
বিবিধ-কাব্য ঃ পুরুলিয়া।

পনের

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ কৃত্তিবাস।

ষোল

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ খককখ তপপ তপত (সনেট সংখ্যা ১টি)।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ মেঘদূত-১

সতের

মিলবিন্যাস ঃ কখখক কখকখ কতক তকক (সনেট সংখ্যা ১টি)।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ মেঘদূত-২

আঠার

মিলবিন্যাস ঃ কখকখ খকখক তখত খতখ (সনেট সংখ্যা ১টি)।
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ঃ পুরুরবা।

ঊনিশ

মিলবিন্যাস ঃ কখখক খকখক তখখ তখত (সনেট সংখ্যা ১টি)।
বিবিধ-কাব্য ঃ পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী।

মধুসূদনের উল্লিখিত ১০৮টি সনেটের অষ্টকে পেত্রার্কার মতো কেবলমাত্র দুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য অষ্টকের মিলবিন্যাসে তিনি আট প্রকারের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম ঃ কখকখ কখকখ—সনেট সংখ্যা ৩১টি।
দ্বিতীয় ঃ কখকখ খকখক—সনেট সংখ্যা ১৭টি।

তৃতীয় ঃ কখখক কখখক—সনেট সংখ্যা ৮টি।
চতুর্থ ঃ কখখক খককখ—সনেট সংখ্যা ৩টি।
পঞ্চম ঃ কখকখ কখখক—সনেট সংখ্যা ১৪টি।
ষষ্ঠ ঃ কখকখ খককখ—সনেট সংখ্যা ৭টি।
সপ্তম ঃ কখখক খকখক—সনেট সংখ্যা ২০টি।
অষ্টম ঃ কখখক কখকখ—সনেট সংখ্যা ৮টি।

মধুসূদন পেত্রার্কার মতো সংবৃত চতুষ্কে অষ্টক গঠন করেছেন ১১টি সনেটে। এর মধ্যে আবার ৩টি সনেটের (চতুর্থ পর্যায়ের) দ্বিতীয় চতুষ্কের সংবৃত মিলবিন্যাসে অভিনবত্ব রয়েছে। মধুসূদন দুটি বিবৃত চতুষ্কে অষ্টক গঠনের প্রতি বেশি আসক্তি প্রকাশ করেছেন। ওপরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ৪৮টি সনেট দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৭টি সনেটে বিবৃত চতুষ্ক-যুগল রচনায় দক্ষিণাবর্ত ও বামাবার্ত মিলবিন্যাসের ফলে অষ্টক-বন্ধ সংবৃতি-ধর্মী হয়ে উঠেছে।[১৬]

মধুসূদনের ২১টি (পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্যায়) সনেটের প্রথম চতুষ্ক বিবৃত এবং দ্বিতীয় চতুষ্ক সংবৃত আবার সপ্তম অষ্টম পর্যায়ের ২৮টি সনেটের প্রথম চতুষ্কটি সংবৃত কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কটি বিবৃত। পেত্রার্কান সনেটের অষ্টকের দুই মিলের প্রতি অনুগত থেকেও কবি এই ৪৯টি সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে অনন্যসাধারণ অভিনবত্ব প্রকাশ করেছেন। সনেটের মিলবিন্যাসে মধুসূদন অত্যন্ত মনযোগী শিল্পী। তিনি শিল্পী-স্বভাবে ক্লাসিকাল। সেকারণেই সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেও তিনি অষ্টকের মিলসংখ্যাকে সর্বত্র দুই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ষটকের মিলবিন্যাসেও মধুসূদন একান্তভাবেই পেত্রার্কান। পেত্রার্কার মতোই তাঁর সনেটের ষটকের মিল দুটি বা তিনটি। ১০৮টি সনেটের মধ্যে ১০২টির ক্ষেত্রে তিনি দুই মিল ব্যবহার করেছেন। বাকি ৬টি সনেটে তিন মিল। ষটকের দুই বা তিন মিলে তিনি নয় প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম ঃ তপত পতপ—সনেট সংখ্যা ৯৭টি।
দ্বিতীয় ঃ তপপ তপত—সনেট সংখ্যা ২টি।
তৃতীয় ঃ তপত পঙঙ—সনেট সংখ্যা ২টি।
চতুর্থ ঃ তপপ তঙঙ—সনেট সংখ্যা ১টি।

পঞ্চম ঃ তপঙ তপঙ—সনেট সংখ্যা ২টি।
ষষ্ঠ ঃ তপপ তকক—সনেট সংখ্যা ১টি।
সপ্তম ঃ কতক তকক—সনেট সংখ্যা ১টি।
অষ্টম ঃ তখত খতখ—সনেট সংখ্যা ১টি।
নবম ঃ তখখ তখত—সনেট সংখ্যা ১টি।

উল্লিখিত ষষ্ঠ থেকে নবম পর্যায়ের চারটি সনেটের (যথাক্রমে জয়দেব, মেঘদূত-২, পুরুরবা ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী) ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। ওই চারটি ক্ষেত্রেই কবি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে পেত্রার্কান রীতি লঙ্ঘন করেছেন।

মধুসূদনের মোট পাঁচটি সনেট (কাশীরাম দাস, পুরুলিয়া, বঙ্গভাষা, জয়দেব ও মেঘদূত-২) মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হয়েছে।[১৭] এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে জয়দেব ও মেঘদূত-২ সনেট দুটির মিত্রাক্ষর যুগ্মকের মিলটি আবার অষ্টক থেকে গৃহীত। পেত্রার্কার চারটি সনেট মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হলেও তা ক্লাসিকাল সনেটের আদর্শ নয়। কারণ এই প্রকৃতির মিলবিন্যাসের ফলে সনেটের ভার-সাম্য নষ্ট হয়ে যায়। মধুসূদন তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেটের সমাপ্তি রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

মধুসূদন সনেটের ষট্‌কের যে মিলবিন্যাস আমরা উপরে দেখিয়েছি তার মধ্যে দুই মিলের প্রথম পর্যায়ের ৯৭টি এবং তিন মিলের পঞ্চম পর্যায়ের ২টি সনেটের ষট্‌ক একান্তভাবেই পেত্রার্কান আদর্শে রচিত। সুতরাং মধুসূদনের সনেটের বহিরঙ্গ বিচারে অর্থাৎ অষ্টক-ষট্‌ক গঠনে ও মিলবিন্যাসে তাঁর অধিকাংশ সনেটকেই পেত্রার্কান বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এবং শুধুমাত্র এই গঠন-পদ্ধতির দিক থেকেই নয় তাঁর সনেটের অন্ত্যানুপ্রাসও পেত্রার্কান তথা ইতালিয়ান সনেট-পন্থী।

ইতালীয় ভাষা স্বরান্ত-শব্দবহুল। ইতালীয় সনেটের মিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরান্ত। শুধু মাত্র স্বরান্তই নয়, এই ভাষার কবিরা সনেটের মিলে দুই স্বরান্ত বিশিষ্ট শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। ইতালির অনুসরণে ফরাসি কবিরাও সনেটের মিল রচনায় স্বরান্ত শব্দের প্রতিই ছিলেন অধিক আগ্রহী। ইংরেজি ভাষায় কিন্তু ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রাচুর্য। সে কারণেই এই ভাষার কবিরা সনেটের মিলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ অধিক ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন ইতালীয় সনেটের

আদর্শে বাংলা ভাষায় সনেট রচনা করতে গিয়ে নিশ্চিতই লক্ষ্য করেছেন যে স্বরান্ত অক্ষরের মিলের মাধুর্য অপরিসীম। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের ধ্বনিবিস্তারের সুযোগ কম। সুতরাং ব্যঞ্জনান্ত মিলে রচিত সনেটের সাংগীতিক আবেদন অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। মধুসূদন রূপদক্ষ কবি, শব্দের ধ্বনি ও মিলের মাধুর্য তিনি সঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই ইতালীয় সনেটের স্বরান্ত অক্ষরের মিলের মাধুর্য বাংলা সনেটে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তাঁর সনেটে স্বরান্ত মিলেরই সাম্রাজ্য। তাঁর ১০৮টি সনেটে ৪৩৪টি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে ৪২১টি মিলই স্বরান্ত।[১৮] ব্যঞ্জনান্ত মিল তিনি ব্যবহার করেছেন মাত্র ১৩টি।[১৯] সনেটের ধ্বনিমাধুর্য ও সাংগীতিক গুণ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য কবি সচেতন ভাবে সনেটের মিলবিন্যাসে পংক্তির শেষে স্বরান্ত শব্দ যোজনা করেছেন। এই অতি সচেতনার ফলেই তাঁর সনেটের ৪২১টি স্বরান্ত মিলের মধ্যে মাত্র ১৩১টি স্বতঃস্বরান্ত এবং ২৯০টিই এ-বিভক্তি যোগে সৃষ্ট স্বরান্ত অক্ষরের মিল। তেরটি সনেটে তিনি কেবলমাত্র এ-বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন স্বরান্ত অক্ষরের মিলই ব্যবহার করেছেন।[২০]

মিলবিন্যাসের এই ত্রুটির কথা মনে রেখেও এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে ইতালীয় সনেটের মতো তিনি বাংলা সনেটে ব্যাপকভাবে স্বরান্ত অক্ষরের মিল ব্যবহার করে বাংলা সনেটকে সংগীতময় ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে পেরেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা যে বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি-বিরোধী নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার সনেটকারগণ মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সনেটের মিলবিন্যাসে সুচারু রূপে স্বরান্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহার করেছেন।

মধুসূদনের সনেটের গঠনপদ্ধতি ও মিলবিন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো যে, মধুসূদন পেত্রার্কান সনেটের বহিরঙ্গ দিকটি বাংলা সনেটে আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন। পেত্রার্কান সনেটের অন্তরঙ্গ রূপ অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি কতদূর সফল হয়েছেন এবারে আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

৩

মধুসূদনের সনেটের আবর্তনসন্ধি ও সনেট-রীতি

আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি যে, সার্থক সনেটের ভাবকল্পনা অষ্টকষট্‌কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত হয়ে ওঠে। সুতরাং সার্থক সনেটের ক্ষেত্রে এই আবর্তনসন্ধির মূল্য অপরিসীম। সনেটের কঠিন কাঠামোর কথা চিন্তা করে এ কথা মনে হতে পারে যে, সনেটের আবর্তনসন্ধি একটি কৃত্রিম কলা কৌশল মাত্র। কিন্তু যে কবি সনেটের মূলতত্ত্বটি সঠিক অনুধাবন করতে পারেন তাঁর হাতে এই আবর্তনসন্ধি নানা বৈচিত্র্যে মহিমময় হয়ে উঠতে পারে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেটকার মধুসূদন তাঁর সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত ১০৮টি সনেটের মধ্যে ৬৭টি সনেটের ভাবকল্পনা অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে। এই ৬৭টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি বাইশ প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

এক। পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ পরিচয়-২, কবি, তারা, অর্থ, কবিগুরু দান্তে, কবিবর টেনিসন, ভারতভূমি, আমরা, শকুন্তলা, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, মিত্রাক্ষর ও ব্রজবৃত্তান্ত।

দুই। অতীত থেকে বর্তমান ঃ বঙ্গভাষা ও নূতন বৎসর।

তিন। উপমান থেকে উপমেয় ঃ কাশীরাম দাস।

চার। উপমেয় থেকে উপমান ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পাঁচ। জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর ঃ কালিদাস, বউ কথা কও, সায়ংকালের তারা, ছায়াপথ, ঈশ্বরী পাটনী, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস ও সাংসারিক জ্ঞান।

ছয়। অভিযোগ থেকে জিজ্ঞাসা ঃ ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত।

সাত। বস্তু থেকে গুণ ঃ বটবৃক্ষ।

আট। বিশেষ থেকে সামান্য ঃ নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির।

নয়। তত্ত্ব থেকে ভাব ঃ যশের মন্দির, শ্মশান, দ্বেষ-২ ও ভূতকাল।

দশ। উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত ঃ দেবদোল, কবিতা, কেউটিয়া সাপ, ভাষা, কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো ও ১০০ নং।

এগার। কারণ থেকে কার্য ঃ শ্রীপঞ্চমী, সীতাদেবী, বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শৃঙ্গাররস-২, সুভদ্রা, হিড়িম্বা-১ হিড়িম্বা-২, পন্ডিতবর থিওডোর, হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

ও কবির ধর্মপুত্র।

বার। কার্য থেকে কারণ ঃ বিজয়াদশমী, শৃঙ্গাররস-১, দুঃশাসন, পুরুলিয়া ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী।

তের। বিশ্বকথা থেকে আত্মকথা ঃ নিশা ও কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।

চৌদ্দ। আত্মকথা থেকে বিশ্বকথা ঃ যশঃ।

পনের। স্মৃতি থেকে বাসনা ঃ কপোতাক্ষ নদ ও বসন্তে একটি পাখীর প্রতি।

ষোল। উপদেশ থেকে পথনির্দেশ ঃ কিরাতআজ্জুর্নীয়ম্।

সতের। অপ্রাকরণিক থেকে প্রাকরণিক ঃ শ্যামপক্ষী।

আঠার। নিসর্গলোক থেকে মানবলোক ঃ শনি।

উনিশ। পূর্বভাগ থেকে উত্তরভাগ ঃ রামায়ণ ও বাল্মীকি।

কুড়ি। কবিকথা থেকে কীর্তিকথা ঃ উপক্রম-২, কৃত্তিবাস।

একুশ। কীর্তিকথা থেকে কবিকথা ঃ কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি।

বাইশ। কবিকথা থেকে আত্মকথা ঃ মেঘদূত-১

এই ৬৭টি সনেটের আবর্তনসন্ধি রচনায় মধুসূদনের 'নবনব উন্মেষ-শালিনী' কবিপ্রতিভা নানা বৈচিত্র্যে মহিমময় হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত সমস্ত সনেটেই যে কবি ভাবের আসক্তি-মুক্তি-লীলাকে আবর্তনসন্ধির ভারসাম্যে সমাননৈপুণ্যে বিধৃত করতে পেরেছেন তা নয়. কিন্তু সার্থক সনেট রচনায় যে আবর্তনসন্ধি অত্যন্ত জরুরী সে বোধ মধুসূদনের ছিল, এই ৬৭টি সনেট তারই পরিচয় বহন করছে।

আবর্তনসন্ধি রচনায় মধুসূদন কতখানি নৈপুণ্যপ্রকাশ করেছেন বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তার দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি তাঁর প্রিয় 'কবতক্ষ নদ' অবলম্বনে রচিত।

> সতত, যে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
> সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
> সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
> শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
> জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
> বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
> কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
> দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
> আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,

প্রজারূপে রাজরূপ সাগরের দিতে
বারিরূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

প্রবাসের দারুণ সংকটময় দিনে কবির মনে পড়েছে তাঁর জন্মস্থানের ছোট নদীটির কথা। অষ্টকবন্ধের দুই মিলের বিবৃতধর্মী দুই চতুষ্কের মধ্যে কবি নির্বারিত করেছেন তাঁর স্মৃতিলোক। দুই মিলের ষট্‌কবন্ধে ভাষা পেয়েছে কবির সুতীব্র বাসনা। অষ্টকবন্ধের মিলের পাকে পাকে রচিত হয়েছে ভাবের আসক্তি আর ষট্‌কবন্ধে চলেছে ভাবের মুক্তিলীলা। ভাবের এই বন্ধনরচন ও বন্ধনমোচন তথা ভাববস্তুর স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে উত্তরণ অষ্টকষট্‌কবন্ধের আবর্তন-সন্ধিতে নিপুণ ভারসাম্যে রক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণের কবিতাটির নাম 'বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে'।

হায়রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু। আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে !
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে ;
অচিরে ফিরব পুনঃ হস্তিনা নগরে ;
কেড়ে লব রাজপদ তব আশীর্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যালাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখেবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

এই সনেটটির অষ্টকবন্ধের প্রথম চতুষ্কটি বিবৃত এবং দ্বিতীয়টি সংবৃত। অষ্টকবন্ধে কবি নিজেকে বলেছেন মহাভারতের অপরাজেয় বীর পার্থ, দ্রোণরূপী গুরু বিদ্যাসাগরের কাছে কবি সেই বিদ্যা প্রার্থনা করেছেন যার দ্বারা তিনি নিজেকে পার্থের মতো মহিমময়

করে তুলতে পারবেন। দুই মিলের অষ্টকবন্ধের বিচিত্র মিলবিন্যাসের মধ্যে চলেছে কবিকল্পনার বন্ধনরচনা। আর ষট্‌কবন্ধের বিবৃতধর্মী দুই মিলের ত্রিকবন্ধের মধ্যে কবির ভাবকল্পনা বন্ধনমুক্ত হয়েছে। অজ্ঞাতবাসের পর পার্থ যেমন হস্তিনানগরে ফিরে এসে নিজ বাহুবলে রাজ্যপদ কেড়ে নিয়েছিলেন মধুসূদনেরও প্রত্যাশা যে তিনি প্রবাস-জীবনের অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে গুরুর আশীর্বাদে নিজশক্তি-বলেই তাঁর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবেন। অষ্টকবন্ধের কারণ থেকে ষট্‌কের কার্যে ভাবের এই আবর্তন অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে নিটোল ভারসাম্যে রক্ষিত হয়েছে। সনেটের কঠিনবন্ধনের মধ্যে কবিকল্পনার এমন সুসামঞ্জস্য প্রকাশ সার্থক সনেটশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

ভার্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিতে মধুসূদন পেত্রার্কার অনুসরণে বাংলা ভাষায় সনেট লিখেছেন বলে দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর ১০৮টি সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-রূপ বিশ্লেষণ করে আমরা তাঁর সনেটধারাকে ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম ঃ খাঁটি পেত্রার্কান রীতি—সনেট সংখ্যা ২৪টি।
দ্বিতীয় ঃ ভঙ্গ-পেত্রার্কান রীতি–সনেট সংখ্যা ৪২টি।
তৃতীয় ঃ শিথিল-পেত্রার্কান রীতি – সনেট সংখ্যা ১টি।
চতুর্থ ঃ মিল্টনীয় রীতি—সনেট সংখ্যা ২টি।
পঞ্চম ঃ ভঙ্গ-মিল্টনীয় রীতি—সনেট সংখ্যা ৩৬টি।
ষষ্ঠ ঃ শিথিল-মিল্টনীয় রীতি—সনেট সংখ্যা ৩টি।

মধুসূদনের যে ২৪টি সনেটে আবর্তনসন্ধি আছে এবং পেত্রার্কান সনেটের মতো যেগুলির মিলবিন্যাস কখখক কখখক তপত পতপ অথবা কখকখ কখকখ তপত পতপ অথবা কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ কেবলমাত্র সেই সনেটগুলিকেই আমরা খাঁটি পেত্রার্কান রীতির অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই পর্যায়ের সনেটগুলি হলো ঃ

১. কখকখ কখকখ তপত পতপ ঃ উপক্রম-২, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কবি, দেবদোল, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্‌, বিজয়াদশমী, কোজাগার লক্ষ্মীপূজা, দুঃশাসন, দ্বেষ-২, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অর্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, আমরা, শকুন্তলা ও ব্রজবৃত্তান্ত।

২. কখখক কখখক তপত পতপ ঃ সায়ংকালের তারা, ঈশ্বরী পাটনী, শ্মশান, রামায়ণ ও কোন এক পুস্তকের ভূমিকা

পাঁড়য়া।

৩. কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ : কৃত্তিবাস।

৪. কখখক কখখক তপঙ তপঙ : কমলেকামিনী।

মধুসূদনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভঙ্গ-পেত্রার্কান রীতির সনেট বলেছি সেই ৪২টি সনেটকে যেগুলির মধ্যে আবর্তনসন্ধি রয়েছে অথচ মিলবিন্যাসে (পাঁচ মিলের মধ্যে মিলসংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও) কবি পেত্রার্কাকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত সনেটগুলিও এই রীতির অন্তর্গত করেছি। এই পর্যায়ের ৪২টি সনেট হলো :

১. কখকখ কখখক তপত পতপ : পরিচয়-১, কপোতাক্ষ নদ. শৃঙ্গারবস-২, হিড়িম্বা-১, হিড়িম্বা-২, নূতনবৎসর, শনি ও পন্ডিতবর থিওডোর।

২. কখখক খকখক তপপতপত : যশের মন্দির।

৩. কখখক খকখক তপত পতপ : বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, রৌদ্ররস. শ্যামাপক্ষী. যশঃ, ভাষা, বাল্মীকি, মিত্রাক্ষর, ১০০ নং।

৪. কখকখ খকখক তপপ তঙঙ : বঙ্গভাষা।

৫. কখকখ খকখক তপতপতপ : কালিদাস, বউকথা কও, কবিতা, নিশা, ছায়াপথ, বটবৃক্ষ, সুভদ্রা, তারা, কবিগুরু দান্তে, ভারতভূমি, ভূতকাল ও কবির ধর্মপুত্র।

৬. কখখক খককখ তপতপতপ : শ্রীপঞ্চমী।

৭. কখকখ কখকখ তপতপঙঙ : কাশীরাম দাস।

৮. কখকখ কখখক তপতপঙঙ : পুরুলিয়া।

৯. কখকখ খককখ তপপ তপত : মেঘদূত-১।

১০. কখখক কখকখ তপতপতপ : সীতাদেবী, সাংসারিক জ্ঞান, কবিবর টেনিসন ও কবিবর হ্যুগো।

১১, কখকখ খকখক তপতপতপ : বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শৃঙ্গাররস-১, উর্বশী ও কেউটিয়া সাপ।

তৃতীয় পর্যায়ের 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী' সনেটটির মিল : কখখক খকখক তখখ তখত। এক্ষেত্রে ষটকের মিলবিন্যাস অপেত্রার্কীয় কিন্তু সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটাকে শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তর্গত করেছি।

মধুসূদনের চতুর্থ পর্যায়ের 'মহাভারত' ও 'সংস্কৃত' সনেট দুটিতে

আবর্তনসন্ধি নেই এবং এই দুটি সনেটের মিলবিন্যাস মিল্টনের মতো কখখক কখখক তপত পতপ বলে এদের আমরা মিল্টনীয় রীতির অন্তর্ভুক্ত করেছি।

তাঁর পঞ্চম পর্যায়ের ৩৬টি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই। এগুলির অষ্টক মিল্টনীয় সনেটের মতো দুটি সংবৃত-চতুষ্কে গঠিত নয়। অথচ মিলটনের সনেটের মতোই এদের অষ্টকে দুই মিল এবং ষটকের মিল সংখ্যাও তিন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই সনেটগুলিকে আমরা ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করেছি। মিলবিন্যাস অনুসারে নীচে এই সনেটগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হলো ঃ

১. কখকখ কখকখ তপত পতপ ঃ উপক্রম-১, পরিচয়-১, কুসুমে কীট, সরস্বতী, কল্পনা, মধুকর, সীতাবনবাসে-২, বীররস, গোগৃহ রণে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল ও পঞ্চকোট গিরি।

২. কখকখ কখখক তপত পতপ ঃ সীতাবনবাসে-১ পৃথিবী, সমাপ্তে, ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পরেশনাথ গিরি।

৩. কখখক খকখক তপতপতপ ঃ সায়ংকাল, সৃষ্টিকর্তা, নন্দনকানন, ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, গদাযুদ্ধ, উদ্যানে পুষ্করিণী, সাগরে তরি ও আশা।

৪. কখকখ খকখক তপতপতপ ঃ নীলাকাশে, নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, রাশিচক্র ও দ্বেষ-১।

৫. কখখক খককখ তপতপতপ ঃ আশ্বিন মাস ও করুণরস।

৬ কখখক কখকখ তপতপতপ ঃ প্রাণ, সুভদ্রাহরণ ও শ্রীমন্তের টোপর।

৭. কখকখ খককখ তপতপতপ ঃ সূর্য ও কুরুক্ষেত্র।

ষষ্ঠ পর্যায়ের তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই। অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হলেও ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এই তিনটি সনেটেই কবি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর কোনধারার সনেট-রীতিই এক্ষেত্রে গৃহীত হয় নি। কেবলমাত্র অষ্টকের মিলে ক্লাসিকাল প্রভাব বর্তমান থাকায় এই সনেটগুলিকে আমরা শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলে চিহ্নিত করেছি। এই তিনটি সনেটের মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. **জয়দেব ঃ কখখক খকখক তপপ তকক**

২. **মেঘদূত-২ ঃ কখখক কখকখ কতকত কক**

৩. পুরুরবা ঃ কখকখ খকখক তখতখতখ

মধুসূদনের ১০৮টি সনেটকে আমরা ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করলেও সামগ্রিক বিচারে এই সনেটগুলি পেত্রার্কীয় পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ—মিল্টনও আসলে পেত্রার্কা-পন্থী সনেটকার। তাঁর সনেটের মিলবিন্যাস একান্তভাবেই পেত্রার্কীয়। তাঁর কিছু সনেটে আবর্তন-সন্ধি নেই বলে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর রচিত পেত্রার্কান মিলের আবর্তনসন্ধিহীন সনেটকে বিশেষ প্রকৃতির মিল্টনীয় সনেট বলা হয়। সুতরাং মধুসূদনের মিল্টনীয়, ভঙ্গ-মিল্টনীয় ও শিথিল মিল্টনীয় রীতিতে রচিত সনেটগুলিকে আমরা পেত্রার্কান গোত্রের সনেটই বলতে পারি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মধুসূদনের পেত্রার্কান রীতিতে বাংলা সনেট রচনার দাবিকে বহুলাংশেই স্বীকার করে নিতে হয়। ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যই রয়েছে, সে ক্ষেত্রে একথা বলাই সমীচীন যে, মধুসূদন সনেট রচনায় সর্বত্র পেত্রার্কান আদর্শ যথাযথ রক্ষা করতে পারেন নি।

৪

মধুসূদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষা

মধুসূদনের সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সনেটের ছন্দ ও ভাষার আলোচনাও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ গঠনবিন্যাসে তিনি পেত্রার্কাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষায় এই বিশেষ কলাকৃতির ছন্দ কি হবে তা নির্ধারণের জন্য কবিকে তাঁর নিজস্ব ছন্দ-বোধের ওপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইতালীয় সনেটে এগার দলের এবং ফরাসি-ইংরেজি সনেটে যথাক্রমে বারো-দশ দলের ছন্দ সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় এই ভাষাসমূহের সঙ্গে বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতির দুস্তর ব্যবধান। তাই বাংলা সনেটের ছন্দ-নিরূপণে তিনি য়ুরোপীয় ভাষার কোন সাহায্য পান নি। ইতালীয় সনেটের একাদশ দলের ছন্দের বিকল্প হিসাবে তিনি বাংলা ভাষার মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে সনেটের শঙ্খধ্বনির পক্ষে উপযুক্ত বলে নির্বাচিত করেছিলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সনেট চর্চার প্রথম পর্বে সনেটের ছন্দ নির্ধারণের জন্য নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করতে গিয়ে ছন্দ বিষয়ে কোন দ্বিধার

সম্মুখীন হন নি। তাঁর প্রথম সনেটের মতোই তাঁর সমগ্র সনেট চতুর্দশ দলের মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই ছন্দই পরবর্তীকালের বাংলা সনেটে সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য মধুসূদনোত্তর কবিরা আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেও সনেট রচনায় সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। সনেটের দৃঢ়-পিনদ্ধরূপ আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দেও লাবণ্যমন্ডিত হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে কবির দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এই বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলা সনেট' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—'চৌদ্দটি পয়ারছন্দের পংক্তি থাকিবে—১৪ অক্ষরই যথেষ্ট; ১৮ অক্ষর হইলে, কবির দায়িত্ব অধিক হইবে, কারণ তাহাতে গাঢ়বন্ধতার ক্ষতি হইতে পারে।'[২১]

মধুসূদন প্রচলিত বাংলা পয়ারকে তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নবরূপ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে তাঁর এই ছন্দ আরো পরিমার্জিত হয়েছে। কিন্তু মিশ্রবৃত্ত ছন্দের মাত্রা-স্থাপন ও মাত্রা-ভাগের দিক থেকে তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মূল্য অপরিসীম। অধ্যাপক নীলরতন সেন তাঁর 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে বিজোড় মাত্রার পদ এবং ৩+২+৩ মাত্রাভাগে শব্দবিন্যাস্ত পদসংখ্যা অনেক কম।[২২] অর্থাৎ সনেট রচনাতেই কবি মিশ্রবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে পূর্ণসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

অবশ্য সনেট রচনাতেও মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি। সমিল প্রবহমান ছন্দে সনেট রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে পংক্তির মাঝে বার বার ছেদচিহ্নের ব্যবহারে অন্ত্যমিলের আবেদন পাঠকের কাছে লঘু হয়ে পড়ে। অথচ সনেটের ক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব অপরিসীম। মধুসূদন অন্ত্যমিলের এই গুরুত্ব সঠিক অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি মিল্টনের মতো সমিল প্রবহমান ছন্দে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েও প্রায়শই পংক্তি শেষে ছেদচিহ্নের ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। মধুসূদনের সনেটের সমিল প্রবহমান ছন্দের কথা স্মরণ করে কোন কোন সমালোচক তাঁকে মিল্টন-পন্থী সনেটকার বলতে আগ্রহী। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ গঠনবিন্যাসের দিক থেকে মধুসূদন মূলত পেত্রার্কান-পন্থী কবি। তিনি বাংলা ভাষায় মিল্টনের Blank verse-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। সনেট রচনাকালে প্রবহমান অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রভাব তাঁর ওপরে এসে

পড়েছে। এই ব্যাপারে মিলটনের সনেটের সমিল প্রবহমান ছন্দের অনুপ্রেরণাও কিছু পরিমাণে থাকতে পারে। কিন্তু সনেট রচনায় মধুসূদনের ওপর সমিল প্রবহমাণ ছন্দের প্রভাব যাঁরই হোক না কেন তার ফল সুখকর হয় নি।

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ মধুসূদন নিজ মাতৃভাষাকে নব যুগের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। একদিকে যেমন তিনি বাংলা ছন্দের নবরূপ নির্মাতা অন্যদিকে তেমন-ই তিনি বাংলা ভাষায় নবরূপকার। প্রত্যেক ভাষার মহৎ কবিরা তাঁদের কাব্যের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে নিজ নিজ ভাষার নবরূপ রচনা করেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের জনয়িতা মধুসূদনও আধুনিক বাংলা কাব্যভাষার সফল স্রষ্টা। অথচ মধুসূদনের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর কাব্যভাষা প্রশংসার চেয়ে নিন্দা পেয়েছে বেশি, মধুসূদনের ভাষা সম্পর্কে আমাদের এই বিভ্রান্তির জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হলেন রবীন্দ্রনাথ। 'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কে তাঁর কৈশোরিক রচনা নিন্দুকের দৃষ্টিতে লেখা, এই কাব্য সম্পর্কে তাঁর যুবা বয়সের আলোচনাও নেতিমূলক। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে নাকি বলেছিলেন—

> 'He was nothing of a Bengali Scholar,....he just got a dictionary and looked out all the sounding words. He had great power over words. But his style has not been repeated. It isn't Bengali'[২৩]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি পরস্পর বিরোধী। তিনি মধুসূদনকে বাংলা ভাষার পণ্ডিত বলে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে বাংলা শব্দের ওপর তাঁর অসীম অধিকার ছিল। কিন্তু পরের বাক্যেই তিনি বলেছেন যে, মধুসূদনের বাংলাভাষা বাংলাই নয়। বাংলা শব্দের ওপর যে কবির অধিকার আছে তাঁর বাংলা ভাষাকে বাংলাই নয় বলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হয় নি। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত অভিযোগের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মধুসূদন সনেটের ভাষা সম্পর্কে বলেছেন - 'মধুসূদনের সনেটগুলির… ভাষা অতিশয় গদ্যগন্ধী ও নানা দোষদুষ্ট।'[২৪]

আধুনিক কাব্যভাষার যিনি জন্মদাতা তাঁর সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকের এই উক্তি মর্মান্তিক। এই উক্তির পেছনে কতদূর সত্যতা আছে বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তার বিচার করব। সাম্প্রতিক-

কালের বিশিষ্ট কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর ১৯৪৬ সালে লিখিত 'মাইকেল' প্রবন্ধে মধুসূদন প্রসঙ্গে বলেছেন—'তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ-পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র।'[২৫] এই সমালোচকই নয় বছর পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন সম্পর্কে আমাদের নতুন কথা শুনিয়েছেন। নয় বছরের সময়-সীমার মধ্যেই সমালোচকের বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—'এই সব রচনা (সুধীন্দ্রনাথের) বারবার পাঠ করার পর মধুসূদন বিষয়ে আমার একটি পুরানো এবং কুখ্যাত উক্তি প্রায় প্রত্যাহরণ করতে লুব্ধ হচ্ছি। বলেছিলুম মধুসূদন নির্জীব কিন্তু এই পূর্বসূরীর সঙ্গে—এমন কি মিলটনের সঙ্গে-সুধীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ;·· সুধীন্দ্রনাথ অন্তত এটুকু প্রমাণ করেছেন যে, মধুসূদনের কাছে বাঙালি কবির এখনো কিছু শেখার আছে।'[২৬]

বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ-সচেতনতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মধুসূদন সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন। মধুসূদন মূলত শব্দ-সচেতন কবি। তাঁর সবচেয়ে পরিণত মনের কাব্য হলো 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'। তার শব্দ-সচেতনতা এবং কবি-ভাষার পরম পরিণতি ঘটেছে এই কাব্যে। তাঁর সনেটের ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন ভাষার বিভিন্ন পর্বের কবির কাব্যভাষা কোনক্রমেই সম্পূর্ণত এক প্রকৃতির হতে পারে না। আমরা সেই কবির ভাষাকেই সার্থক বলে জানি যাঁর কাব্যভাষা প্রাণের পিপাসাকে নিবৃত্ত করতে পারে। মধুসূদনের সনেটের ভাষা বাঙালি-প্রাণের পিপাসাকে কতদূর নিবৃত্ত করতে পেরেছে তা আলোচনা করে দেখা যাক।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে প্রত্যক্ষ অনুভব সৃষ্টি করবার জন্য কবি কতকগুলি সম্বোধনাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণত কয়েকটি শব্দ উদ্ধার করছি -ওরে বাছা, হে বঙ্গ, হে কাশি, হে কবীন্দ্র, হে প্রভু, রে কাল, লো সুন্দরি, লো সরসি, কোথা লো, ক' মোরে, মা গো, মা ভারতি ইত্যাদি। উদ্ধৃত সম্বোধনাত্মক শব্দগুলির হার্দ্য উচ্চারণ লক্ষণীয়। বাঙালি মনের সঠিক অনুভব ও অন্তরঙ্গ প্রিয় সম্বোধন এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে ঝংকৃত হয়েছে। মধুসূদন যে বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি এবং বাঙালি মনের অন্দরমহলের গোপন রহস্য যথার্থভাবে অনুভব করেছিলেন এই শব্দগুলির ব্যবহার তারই

পরিচয়বাহী।

মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে মাতৃভাষার নবরূপ রচনা করেছিলেন। মহাকাব্যের পরিবেশ রচনার জন্য ঐ কাব্যে কবি তৎসম প্রধান ওজস্বী-শব্দ ব্যবহারে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রচিত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ভাষা অনেক মসৃণ ও নমনীয় হয়ে উঠেছিল। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের কাব্যভাষা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। এই কাব্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। সেই স্থান দখল করেছে তদ্ভব শব্দ। এমন কি এখানে দেশি শব্দের ব্যবহারেও কবি দ্বিধাহীন। ফলত পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় এই কাব্যের ভাষা সজীব ও অকৃত্রিম অথচ ভাষা ব্যবহারে কোন অসংযম নেই। বরং এক্ষেত্রে সনেটের কঠিন কাঠামো কবির ভাষাকে সংহত ও সংযতরূপ দান করেছে। সংযম-সৌন্দর্যই তাঁর চতুর্দশপদীর ভাষার প্রধান গুণ।

মধুসূদনের কবিভাষা অলংকৃত। কিন্তু 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে কবি যে ভাষায় অলংকার রচনা করেছেন তা পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় অনেক অন্তরঙ্গ এবং সহজসাধ্য। উদাহরণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

১. দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি,
বিরাজে হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া হায়, যার রূপ স্মরি।
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি। (মেঘদূত-১)

২. দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ সদনে; (পরিচয়-১)

৩. সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ। (কবি)

৪. মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলমলে! (শ্রীপঞ্চমী)

৫. প্রত্যক্ষতঃ ভারত সংসারে,

বিধির করুণা তুমি-তরুরূপে ধরি। (বটবৃক্ষ)

৬. এ বড় অদ্ভুত রণ! তব শঙ্খধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধলো পরাণে—(শৃঙ্গার রস-২)

৭. পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপবিভা; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে, (সুভদ্রা)

৮. মেনকা অপ্সরারূপী ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে
কালিদাস (শকুন্তলা)

৯. কামার্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেমডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
(কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া)

আর উদাহরণ সংকলিত করে লাভ নেই। উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলির অলংকারের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যাবে যে অলংকার নির্মাণে মধুসূদন বাঙালির সহজ প্রাণের ভাষাতেই কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এ ভাষা সংহত ও সংযত, কিন্তু লাবণ্যমণ্ডিত।

এবারে আমরা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র কয়েকটি রূপকল্প সংকলন করে দেখাবো যে বাংলা ভাষার ওপরে মধুসূদনের অধিকার কত সুদৃঢ়। রূপকল্প সৃষ্টিতে কবির শক্তির পরীক্ষা ঘটে। এই পরীক্ষায় মধুসূদন কতদূর সাফল্য অর্জন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত রূপকল্পগুলিতে :

১. মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন ভবানন্দ। দেখ তব ঘরে
অন্নদা। অন্নপূর্ণার ঝাঁপি)

২. পবনের বেগে মেঘ, উড় শূন্যপথে।

সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনু-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ। (মেঘদূত-২)

৩. যে দেশে উদয়ি রবি উদয় অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসা গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ মন্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে ; (পরিচয়-১)

৪. চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ. ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে। (সায়ংকাল)

৫. রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ (নিশাকালে নদীতীরে…)

৬. কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে ; (ঐ)

৭. সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; (উর্ব্বশী)

৮. কালিন্দি পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজপুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ? (ব্রজবৃত্তান্ত)

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর এই রূপকল্পগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় বাংলাভাষার অন্তঃপ্রকৃতি এবং বাঙালি সংস্কারের মর্মমূলে মধুসূদনের কত সহজ প্রবেশাধিকার ছিল। এই রূপকল্পগুলিতে কবির ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা হীরকদ্যুতির মত জ্বলজ্বল করছে। বাংলা ভাষার হৃৎস্পন্দনটি কবি সঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই সনেটের মধ্যে তাঁর আত্মকথা বাঙালির

প্রাণের কথা হয়ে উঠতে পেরেছে।

যে ভাষায় আমাদের প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত হয় আমরা তাকেই বলি মাতৃভাষা। মধুসূদনের সনেটের কবিভাষা কি ভাবে বাঙালির মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে তার আর একটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের এই আলোচনার উপসংহার করব। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র সর্বশেষ কবিতা 'সমাপ্তে'। সুদূর ভার্সাই নগরে বসে কবি বাগ্‌দেবীকে মাতৃসম্বোধন করে তাঁর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে বলেছেন—

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয় মন্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা। নিবাইল দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুন্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি!
সুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম। ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদবলে
অল্পদিন। নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্ত ছাড়ি যাই দূর বনে।
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত রতনে।

সনেটটি কবি শুরু করেছেন 'বিসর্জ্জিব' এই নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ দিয়ে। এই একটি শব্দের পেছনে যে বিরাট অনুষঙ্গ জড়িত হয়ে রয়েছে তা হৃদয়বান বাঙালি ছাড়া অন্যের পক্ষেঅনুভব করা দুঃসাধ্য। বিজয়া দশমীর বিষণ্ণ বিকেলে মাতৃরূপিণী দশভুজার বিসর্জন-জনিত আর্তবেদনা কবি 'বিসর্জ্জিব' এই একটি শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে অন্ধকার 'হৃদয় মন্ডপে'র উল্লেখ আমাদের মনে প্রতিমাশূন্য অন্ধকার নির্জন মন্ডপের স্মৃতি বয়ে আনে। বাঙালির সহজাত সংস্কারের মর্মমূলে প্রবেশ করে বাঙালির প্রাণের ভাষাতেই কবি তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র সমাপ্তি বাণী উচ্চারণ করেছেন।

সনেট রচনার প্রথম পর্বে মধুসূদন ভার্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে একটি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন Our Bengali is a very beautiful langauge, it only wants men of genius to polish it up.' কিন্তু যাঁরা বাংলা ভাষাকে পরিমার্জিত করে আধুনিক কাব্যভাষার উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন মধুসূদন তাঁদেরই পুরোধা। এবং বাংলাভাষা যে একটি মনোরম ভাষা তা 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুসূদনই প্রথম প্রমাণ করলেন।

৫

মধুসূদনের সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য

ইতালিতে আদিপর্বে সনেট ছিল প্রেমের বাহন। পূর্বেই বলা হয়েছে পেত্রার্কার অধিকাংশ সনেটই প্রেম-বিষয়ক। নবজন্মোত্তর কালে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেম-বিষয়ক বহু সনেট রচিত হয়েছে। য়ুরোপ ভূখণ্ডে কালক্রমে সনেট হয়ে উঠেছিল গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। কবিমানসের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশে এই কলাকৃতি সার্থক ভাবে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। ফলত বিভিন্ন কবির সাধনায় সনেট হয়ে উঠল 'মানব হৃদয়ের বর্ণমালা।' ঊনবিংশ শতাব্দীর রোনসাঁস-পর্বে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে সনেটের মাধ্যমেই আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা করলেন। পেত্রার্কার আদর্শে তিনি বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করলেও তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য প্রেম নয়। সুদূর ভার্সাই নগরে কবি যখন আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় দারুণ দুঃখ দুর্দশায় নিমজ্জিত তখন স্মৃতির অতলে নিমগ্ন হয়ে কবি তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেছিলেন। কবির ব্যক্তিগত অনুভবে এই সনেটগুলি অনুরঞ্জিত। মধুমানসের এমন অকপট ও অন্তরঙ্গ প্রকাশ তাঁর আর কোন রচনায় পাওয়া যাবে না। মধুসূদনের প্রথম জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু কবির সনেটগুলিকে খুব বেশি মর্যাদা না দিলেও তিনি বলেছেন—'মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনই তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন।'[২৭]

মধুসূদনের আদি-সমালোচকদের অন্যতম অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ও অনুরূপ উক্তি করেছেন—'মধুসূদনকে জানিতে হইলে—কবি মধুসূদনটি কি ছিলেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কতদূর বিস্তৃত ও প্রগাঢ় ছিল তাহা বুঝিতে হইলেও—'চতুর্দ্দশদী কবিতাই খুঁজিতে হইবে।'[২৮]

বস্তুত মধুসূদনের কবিমানসের পূর্ণ পরিচয় তাঁর সনেটগুলির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। জীবন ও জগতের উপরে মধুহৃদয়ের অধিকার কত ব্যাপক ও গভীর ছিল, সনেটগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হবে। তাঁর ১০৮টি সনেটকে বিষয়ানুসারে আট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

১. আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্লেষণ ঃ উপক্রম-১, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর প্রতি ও সমাপ্তে।

২. মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি ঃ বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, ভাষা, সংস্কৃত, ভারতভূমি, আমরা, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, মিত্রাক্ষর, ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পুরুলিয়া।

৩. কবিতর্পণ ঃ উপক্রম-২, কমলেকামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর. কবিগুরু দান্তে, পন্ডিতবর থিওডোর, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, কবিবর ভিক্টর হ্যুগো ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৪ কাব্যরসোদ্গার ঃ মেঘদূত-২, সীতাদেবী, মহাভারত, ঈশ্বরী-পাটনী, সুভদ্রাহরণ, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, করুণরস, সীতাবনবাস- ১ ও ২, বীররস, গদাযুদ্ধ, গোগৃহরণে, কুরুক্ষেত্র, শৃঙ্গাররস-১ ও ২, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস, দুঃশাসন, হিড়িম্বা-১ ও ২, পুরূরবা, শিশুপাল, রামায়ণ, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, শকুন্তলা, বাল্মীকি ও শ্রীমন্তের টোপর।

৫. নিসর্গ ঃ বউ কথা কও, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, ছায়াপথ, কুসুমে কীট. বটবৃক্ষ, সূর্য্য, নন্দনকানন, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, রাশিচক্র, মধুকর, উদ্যানে পুষ্করিণী, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপক্ষী, শনি, সাগরে তরি, তারা, পৃথিবী, পরেশনাথ গিরি ও পঞ্চকোট গিরি।

৬. তত্ত্ব ঃ যশের মন্দির, কবি, কবিতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রাণ, কল্পনা, নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দির, ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, শ্মশান, নূতন বৎসর, দ্বেষ-১ ও ২, যশঃ, সাংসারিক জ্ঞান, অর্থ, ভূতকাল, আশা ও কবির

ধর্মপুত্র।

৭. ধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিনমাস, সরস্বতী, বিজয়াদশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, ব্রজবৃত্তান্ত ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী।

৮. প্রেম ঃ মেঘদূত-১, পরিচয়-১ ও ২, নিশা এবং ১০০ নং কবিতা।

মধুসূদনের সনেটগুলির মধ্যে একদিকে তাঁর কবিমানস জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিচিত্র ভাষ্য রচনা করেছে অন্যদিকে তাঁর গৃহ-প্রত্যাশী বাঙালি-মন বাংলাদেশের নদনদী, প্রকৃতি, ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের বর্ণময় রূপবিভূতি নিমগ্ন-চেতনায় অনুভব করে প্রবাসে 'বঙ্গের সঙ্গীত' রচনা করেছে। মধুসূদনের সনেটের এই বাঙালি-চেতনার প্রতি লক্ষ্য রেখে নগেন্দ্রনাথ সোম বলেছেন—'বাঙ্গালীর প্রত্যেক বস্তুতে হৃদয়ের এমন প্রগাঢ় অনুরাগ, আকর্ষণ ও সহানুভূতি—এমন সকরুণ মমতার দৃঢ়বন্ধন—এমন প্রেমের স্বতঃনিসৃত উচ্ছ্বাস আর অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' বিদেশীর ছাঁচে ঢালা খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা—বিদেশীয় পাত্রে দেশীয় পরমান্ন।'[২৯]

সোম মহাশয় মধুসূদনের সনেটের মধ্যে শুধু মাত্র তাঁর বাঙালি-চেতনাই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মধুসূদন বাঙালি হয়েও যে ভারত-চেতনায় কী গভীরভাবে উজ্জীবিত ছিলেন তারও প্রমাণ তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষের দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বারবার মধুসূদনের কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হয়েছে। ভারতীয় নারী চরিত্রের পরম আদর্শ রামায়ণের সীতা তাঁকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে।[৩০] একটি সনেটে কবি নিজেকে মহাভারতের মহাবীর পার্থ বলে কল্পনা করেছেন।[৩১] অনেক সনেটে পুনঃ পুনঃ পার্থের কথা এসেছে।[৩২] সামগ্রিকভাবে তিনি রামায়ণ-মহাভারতের বিবিধ বিষয়, কালিদাস জয়দেব এবং তাঁদের কাব্য-স্বরূপকে সনেটের বিষয়ীভূত করে তাকে ভারতচেতনার অভিমুখী করেছেন। ভারতভূমির পরাধীনতা কবিকে বিচলিত করেছে। প্রচুর ঐশ্বর্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের এই দশা দেখে কবি নিদারুণ আক্ষেপে বলেন—

হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,

বিধাতা ? (ভারতভূমি)

পরাধীনতার জ্বালায় মর্মপীড়িত কবি সংগ্রামহীন নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীর কথা স্মরণ করে বলেন–

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—

* *

বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—(আমরা)

মধুসূদনের এই সনেটগুলি যখন লিখিত হয় তখন সিপাই বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) শেষ হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় নি। কিন্তু এই সময়েই পরাধীনতার গ্লানি-জনিত বিক্ষোভ এবং স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁর সনেটে সার্থক বাণীরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি সপ্তকোটি সন্তানের জননী বঙ্গভূমি ; কিন্তু বঙ্কিমের পূর্বসূরী হয়েও মধুসূদনের 'শ্যামা জন্মদা' হলেন ভারতমাতা। তাই ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ মধুসূদন তাঁর সনেটে বাঙালিমানসের উদ্‌গাতা হয়েও ভারতপথিক।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' লেখক অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন—'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা নাও যদি হয় তবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা আন্তরিক রচনা তো বটেই।'[৩৩] মধুসূদনের সমস্ত সনেট সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য। মূলত কবির সনেটগুলি তাঁর আত্মকথারই বাহন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর একশ দুটি কবিতার মধ্যে বিয়াল্লিশটি প্রত্যক্ষভাবে কবির আত্মকথা।'[৩৪] মধুসূদনের বাকি সনেটগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মকথা না হলেও ঐগুলিতে রয়েছে কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের বিচিত্র প্রকাশ। সাধারণভাবে গীতকবিতা মাত্রেই কবির আত্মকথা। সনেটও গীতকবিতা। অতএব সনেটের মধ্যে কবির আত্মকথা নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি ! মধুসূদনের সনেটগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্যে

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে আধুনিক কাব্য-কাননে 'ভোরের পাখি' বলেছেন সেই কবি বিহারীলালের পূর্ণপ্রকাশ হয় নি। সুতরাং মধুসূদনের সনেটের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার জন্ম, এমন সিদ্ধান্ত আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই যে, সনেটের মধ্যে কবির আত্মকথা তেমন স্ফূর্তি পায় না। তাই তিনি মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে আধুনিক বাংলা গীতকবিতার সূচনা হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলেছেন—'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম (বিহারীলালে) বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের একথা সত্য যে 'চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা কঠিন ও সংহত হইয়া আসে' কিন্তু 'তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না' কবির এই উক্তি যে সর্বৈব সমর্থনযোগ্য নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অজস্র সনেটই তার প্রমাণ। বরং সনেটের কঠিন ও সংহতরূপের মধ্যেই কবি-আবেগ সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। মধুসূদনের সনেটগুলি গভীরভাবে পাঠ করলে তার তীব্র গীতোচ্ছ্বাস অনায়াসেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমরা এই প্রসঙ্গে মাত্র দুটি উদাহরণ চয়ন করছি। প্রথম কবিতাটির নাম 'ব্রজবৃত্তান্ত'।

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা, মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা,-চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে জোড় করি ?-
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি তলে
সাঙ্গিল কি এতদিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত-ধড়া গলে ?

কোথায় সে বিরহিনী প্যারী চারুশালা ?—
ডুবাতে কি ব্রজধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা !

এই কবিতায় কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মধুররস-রূপে আস্বাদন করেছেন। বাঙালি-মানসে এই বৈষ্ণবীয় প্রেমপিপাসা চিরন্তন গীতি-কাব্যের নির্ঝর। সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিরহ-বেদনার গীতোচ্ছ্বাস কত অনিবার্য হয়ে উঠেছে এই প্রসঙ্গে তা লক্ষণীয়।

মধুসূদনের সনেটের বিষয়-বিভাগে আমরা দেখেছি যে তাঁর প্রেম বিষয়ক সনেট অত্যন্ত নগণ্য। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র শততম কবিতাটি কবির ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতিতে উজ্জ্বল। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি ;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি ও হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যতদিন ভ্রমি আমি এ ভব-মন্ডলে ?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি। দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে !
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোকে আঁধারে।
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।

দাম্পত্য-প্রেমের কবিতা হিসাবে সনেটটি অপূর্ব। কবিতার প্রথম পংক্তিতে একটি রূপকল্প সৃষ্টি করে কবি তাঁর প্রেমের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। যে নারী তাঁর সংসারে সতত সঙ্গিনী সেই নারীর সঙ্গে তাঁর চিরন্তন প্রেমলীলা—অষ্টক-বন্ধের শেষ দুই পংক্তির একটি সুন্দর উপমায় এ কথাটি কবি সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রেমের কবিতা মধুসূদন বেশি লেখেন নি। কিন্তু সনেটের কঠিন কাঠামোর মধ্যেই এই কবিতায় কবির রোমান্টিক প্রেমানুভূতি গীতোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকাব্যের জনয়িতা। তাঁর গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ-বাহন। সনেটের সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ কাঠামোর মধ্যে তাঁর কবি-আবেগ বিচিত্র বিষয়ে শতধারায় উৎসারিত হয়েছে। বাংলা কাব্য সংসারে মধুসূদন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর মহাকাব্য বা পত্রকাব্য-রীতি বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত হলেও সনেট কলাকৃতিই পরবর্তীকালে সবচেয়ে মর্যাদা পেয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অধ্যাপক সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—'সনেটই নবীন বাংলা কবিতায় মধুসূদনের সফলতম সৃষ্টি।'৩৬

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেই মধুসূদন এই ভাষায় গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ-বাহন হিসাবে সনেটের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। এবং শুধু তাই নয় নিজের কাব্য-সাধনায় তিনি সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি, ২য় সং ১৩৬১ ; পৃষ্ঠা ২৭০-২৭৪

২. যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ৪র্থ সং ১৩১৪ ; পৃষ্ঠা ৮৯-৯০

৩. 'কবিমাতৃভাষা' পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' নামে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে সংযোজিত হয়েছে।

৪. মধুস্মৃতি, পৃষ্ঠা ২৭৪

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২৬১

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৭

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৫

৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, পৃষ্ঠা ৫৭৫-৫৭৭

৯. গৌরদাসকে লেখা যতীন্দ্রমোহনের চিঠি দ্রষ্টব্য।— 'I have perused the four sonnets'. মধুস্মৃতি, পৃ. ২৭৭

১০. আমাদের এই আলোচনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রকাশিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৬৮) এবং 'বিবিধ-কাব্য' (৪র্থ সং ১৩৬২) আকর-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১১. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' প্রকাশিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ভূমিকায় (পৃ. চৌদ্দ আনা) বিদ্যাসাগরের পীড়ার সংবাদে রচিত কবিতাটিকে (শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি) সনেট বলে

উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই কবিতাটি ষোল পংক্তির একটি সাধারণ গীতিকবিতা মাত্র।

১২. চতুর্দশপদী কবিতাবলীর উপক্রম-১, বঙ্গভাষা, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদূত, বউ কথা কও, যশের মন্দির, কবি, দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, সায়ংকাল, নিশা, বটবৃক্ষ, সূর্য্য, নন্দনকানন, ঈশ্বরী পাটনী, প্রাণ, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শ্মশান, করুণরস, বিজয়াদশমী, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, বীররস, শৃঙ্গার রস-১, শৃঙ্গার রস-২, সুভদ্রা, রৌদ্ররস, দুঃশাসন, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপক্ষী, যশঃ, ভাষা, সাংসারিক জ্ঞান, পুরুরবা, তারা, পণ্ডিতবর থিওডোর, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামায়ণ, ভারতভূমি, আমরা, বাল্মীকি, শ্রীমন্তের টোপর, মিত্রাক্ষর, ব্রজবৃত্তান্ত, ভূতকাল, ১০০ নং, আশা এবং বিবিধকাব্যের পুরুলিয়া ও কবির ধর্মপুত্র এই ৫৬টি সনেটের অষ্টকের দুই চতুষ্কের মাঝে পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ আছে।

১৩. চতুর্দশপদী কবিতাবলীর উপক্রম-১, বঙ্গভাষা, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদূত ১, বউ কথা কও, পরিচয়-১, পরিচয়-২, দেবদোল, আশ্বিনমাস, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, ছায়াপথ, কুসুমে কীট, বটবৃক্ষ, সূর্য্য, নন্দনকানন, সরস্বতী, ঈশ্বরী পাটনী, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, প্রাণ, রাশিচক্র, সুভদ্রাহরণ, ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শ্মশান, করুণরস, সীতাবনবাসে-২, বিজয়াদশমী, বীররস, গোগৃহ-রণে, কুরুক্ষেত্র, শৃঙ্গাররস ১, শৃঙ্গাররস-২ সুভদ্রা, হিড়িম্বা-১, নূতনবৎসর, কেউটিয়া সাপ, দ্বেষ-২, যশঃ, ভাষা, সাংসারিক জ্ঞান, পুরুরবা, শনি, অর্থ, কবিবর হ্যুগো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামায়ণ, পৃথিবী, শকুন্তলা, মিত্রাক্ষর, ব্রজবৃত্তান্ত, ভূতকাল, ১০০ নং, সমাপ্তে এবং বিবিধ কাব্যের ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে, পুরুলিয়া, পরেশনাথ গিরি, কবির ধর্মপুত্র ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী এই ৬৪ টি সনেটের ষট্কের দুই ত্রিকের মাঝে ছেদ আছে।

১৪. চতুর্দশপদী কবিতাবলীর উপক্রম-১, উপক্রম-২, বঙ্গভাষা, কমলে-কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদূত-১, বউ কথা কও, পরিচয়-২, যশের মন্দির, কবি, দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, নিশা, ছায়াপথ,

কুসুমে কীট, বটবৃক্ষ, সূর্য্য, সীতাদেবী, নন্দনকানন, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, প্রাণ, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শ্মশান, করুণরস, বিজয়াদশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, বীররস, শৃঙ্গাররস-১, শৃঙ্গাররস-২, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস, দুঃশাসন, হিড়িম্বা-১,, হিড়িম্বা-২, নূতনবৎসর, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপক্ষী, দ্বেষ-২, যশঃ, ভাষা, সাংসারিক জ্ঞান, পুরুরবা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শনি, তারা, অর্থ, কবিগুরু দান্তে, পণ্ডিতবর থিওডোর, কবিবর টেনিসন, কবিবর হ্যুগো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামায়ণ, হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, ভারতভূমি, আমরা, শকুন্তলা, বাল্মীকি, শ্রীমন্তের টোপর, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, মিত্রাক্ষর, ব্রজবৃত্তান্ত, ভূতকাল, ১০০ নং, আশা ; এবং বিবিধকাব্যের পুরুলিয়া, কবির ধর্মপুত্র ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী এই ৭৯টি সনেটে অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ আছে।

১৫. অধ্যাপক ডঃ নীলরতন সেন মহাশয় তাঁর ‘আধুনিক বাংলা ছন্দ’ (১৯৬২) গ্রন্থে মধুসূদনের ১০৮ টি সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মেঘদূত-১, ছায়াপথ, সীতাদেবী, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস, উদ্যানে পুষ্করিণী, কেউটিয়া সাপ, সাগরে তরী, সংস্কৃত ও বাল্মীকি এই দশটি সনেটের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। উল্লিখিত গ্রন্থ পৃ. ৭৬-৭৯। এর মধ্যে ‘বাল্মীকি’ সনেটটির পঞ্চম পংক্তির শেষ শব্দটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ‘চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী’-তে মুদ্রণপ্রমাদবশত ‘কারণে’ মুদ্রিত হয়েছে। এই শব্দটি হবে ‘কারণ’।

১৬. জগদীশ ভট্টাচার্য - সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা-১৭৫

১৭. এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে বঙ্গভাষা সনেটের ষট্‌কের তপপ তঙঙ মিলবিন্যাস চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবের্তির কয়েকটি সনেটের ষট্‌কের আদর্শে রচিত। ইংরেজি সনেট সাহিত্যের প্রথম যুগে ওয়াট ও সিডনি উল্লিখিত মিলের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এমন কি মধুসূদনের প্রিয় কবি মিল্টনের একটি সনেটের ষট্‌কও (Cromwell our chief, of men) এই মিলবিন্যাসে রচিত।

১৮. অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্রসিংহ রায় তাঁর ‘আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা’ গ্রন্থে (পৃ: ১০৪-১০৯) বলেছেন মধুসূদনের মোট মিলসংখ্যা ৪৩৫টি, তারমধ্যে ১২৯টি স্বতঃস্বরান্ত ও ২৯১টি এ বিভক্ত যোগে নিষ্পন্ন স্বরান্ত

মিল। তাঁর মতে মধুসূদনের সনেটের ব্যঞ্জনান্ত মিলসংখ্যা ১২টি। ডঃ সিংহরায় ৭৪ নং পুরূরবা সমেটের মোট মিল ধরেছেন ৪টি, কিন্তু ওই সনেটের মিলসংখ্যা ৫টি। সুতরাং, মধুসূদনের সনেটের মোট মিলসংখ্যা ৪৩৪টি। দ্বিতীয়ত, তিনি ৩ নং, ৫৭ নং ৬৯নং এবং ১০২নং সনেটের স্বতঃস্বরান্ত মিল বলেছেন যথাক্রমে ২, ১ শূন্য এবং ২ কিন্তু ওই সনেটগুলিতে স্বতঃস্বরান্ত মিলের সংখ্যা যথাক্রমে ৩, ২, ১ ও ১। অধ্যাপক সিংহরায় ৩নং এবং ৬৯নং সনেটে স্বরান্ত মিলকে ব্যঞ্জনান্ত মিল ধরেছেন বলে তাঁর হিসাবে মধুসূদনের ব্যঞ্জনান্ত মিল হয়েছে ১৫টি। ৩নং ও ৬৯নং সনেটের মিলবাহী শব্দগুলো যথাক্রমে রতন, ভ্রমণ, মনঃ, কানন এবং মনঃ, জন, কানন ও বিতরণ। দুই ক্ষেত্রেই কবি মনঃ শব্দ ব্যবহার দ্বারা উল্লিখিত শব্দগুলির স্বরান্ত উচ্চারণ প্রার্থনা করেছেন।

১৯. উপক্রম-২—১টি, কমলেকামিনী—১টি, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি—১টি, কাশীরামদাস—২টি, কবি—১টি, কবিতা—১টি, মহাভারত-১টি, প্রাণ—১টি, রাশিচক্র—১টি, কিরাত-অর্জ্জুনীয়ম—২টি ও বাল্মীকি—১টি মোট ১৩টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

২০. শ্রীপঞ্চমী, কপোতাক্ষ নদ, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, সীতারবনবাসে, যশঃ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অর্থ, কবিবর ভিকতর হ্যুগো, হরিপর্বতে দ্রোপদীর মৃত্যু, আমরা, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া ও মিত্রাক্ষর এই তেরটি সনেটের সর্বত্র এ-বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন স্বরান্ত মিল ব্যবহৃত হয়েছে।

২১. মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ, (১৩৫২) বাংলা সনেট পৃষ্ঠা ১৫২

২২. ডঃ নীলরতন সেন—আধুনিক বাংলা ছন্দ

২৩. E. Thomson—Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist ; Page 15

২৪. বাংলা কবিতার ছন্দ, বাংলা সনেট, পৃষ্ঠা ১৫৪

২৫. বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্যচর্চা (ত্রিবেণী সংস্করণ, ১৩৬৮), মাইকেল পৃষ্ঠ ১৭

২৬. বুদ্ধদেব বসু—স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭

২৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, পৃ. ৫৮৩

২৮. শশাঙ্কমোহন সেন–মধুসূদন (২য় সং, ১৯৫৯) পৃঃ ১৩১

২৯. মধুস্মৃতি, পৃঃ ২৭৩

৩০. সীতাকে অবলম্বন করে সীতাদেবী, সীতাবনবাসে-১ ও ২ এই তিনটি সনেট রচিত। কৃত্তিবাস, ভাষা ও রামায়ণেও সীতা প্রসঙ্গ আছে।

৩১. 'বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে' সনেট দ্রষ্টব্য।

৩২. কল্পনা, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, গোগৃহে রণে, সুভদ্রা, উর্বশী ও পরেশ-নাথ গিরাতে পার্থ-প্রসঙ্গ আছে।

৩৩. সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৪র্থ সং-১৩৬৯) পৃঃ ১৩৭

৩৪. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৪৫

৩৫. রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী-১৩ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃঃ ৯০-১০১

৩৬. বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৬

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ মধুসূদন-অনুসারী কবিগণ

১

রামদাস সেন

মধুসূদন তাঁর কাব্য-সাধনায় বাংলা ভাষায় সনেট-কলাকৃতির যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছিলেন, তাঁর অনুসারী কবিগণ কিন্তু তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। এই পর্বের প্রধান দুই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন মধুসূদন প্রদর্শিত মহাকাব্যের পথ অনুসরণ করলেও তাঁরা সনেট বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী ছিলেন না। হেমচন্দ্র একটিও সনেট রচনা করেন নি, নবীনচন্দ্র চৌদ্দ পংক্তির 'প্রতিকৃতি'-শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটাও সনেট নয়। অথচ তাঁর 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যসংগ্রহের এই কবিতাটিকে তিনি সনেট বলে নির্দেশ করেছেন। এগার ও বারো মাত্রায় রচিত চৌদ্দ পংক্তির এই কবিতাটিতে শেক্সপীরীয় রীতির কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ মিল ব্যবহৃত হয়েছে সত্য কিন্তু সনেটের রূপবিন্যাসের কোন ঐশ্বর্য এই কবিতাটির মধ্যে ধরা পড়ে নি। এই পর্বের কবি ও সমালোচকেরা আসলে সনেট বলতে বুঝেছেন চৌদ্দ পংক্তির ছোট কবিতা। ভাবতে অবাক লাগে যে, মধুসূদনের ১০৮টি সনেট তাঁদের সামনে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সনেটের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপবিন্যাস সম্পর্কে সঠিক কোন প্রত্যয় অর্জন করতে পারেন নি।

মধুসূদন-পর্বের মাত্র তিনজন অপপ্রধান কবি, তাঁর চতুর্দশপদী কবিতার অনুসরণে কবিতা রচনার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম অনুসরণ 'কবিতাবলী' (১৮৬৭) রচয়িতা রামদাস সেনের (১৮৪৫-৮৭) 'চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা।'[১] রামদাস সেনের 'চতুর্দশপদী কবিতামালাতে মোট ৫৪টি-কবিতা আছে। তার মধ্যে ৫২টি চৌদ্দ পংক্তিতে রচিত।[২] মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যে চৌদ্দ পংক্তির 'নানাবিষয়িণী কবিতাকলাপ' রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কবিতাগুলির নিম্নলেখিত তের প্রকার বিষয়বৈচিত্র্যে।

১. আত্মপরিচয় ঃ আমি।

২. কবিতর্পণ ঃ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নাট্যশাস্ত্র

প্রণেতা ভারতমুনি, আচার্য্য গোবর্দ্ধন, ময়ূর ভট্ট, সুকবি শ্রীশিহ্লণ মিশ্র, কবিকর্ণপুর, ভর্ত্তৃহরি, কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব।

৩. কাব্যরসোদ্গার : কপালকুন্ডলা, বিষপূর্ণ পাত্রহস্তে কৃষ্ণকুমারী।

৪. ব্যক্তি-বন্দনা : পাদ্রি লংসাহেব, ভট্ট মোক্ষমূলর, রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির দর্শন, অহল্যাবাই, মহাত্মা গোকুল দাস তেজপাল।

৫. প্রকৃতি : তুষারাবৃতগিরি, ফিঙ্গাপক্ষী, পর্ব্বতময় প্রদেশে ঝড়-বৃষ্টি, রাত্রিকালে সমুদ্রদর্শন, রাত্রি এবং প্রভাত-১ ও ২, বিদ্যুৎ, চাতক।

৬. ব্যক্তিগতশোক : বন্ধুবিয়োগ-১ ও ২।

৭. ইতিহাস : মুঙ্গের দুর্গ, কাশীমবাজারের ধ্বংস, রাজা নন্দের সভায় অপমানিত চাণক্য পন্ডিতের উক্তি, সেরাজ্জদ্দৌলার প্রেতস্তম্ভ দর্শনে-১ ও ২।

৮. দেশপ্রেম : বীর বাক্যাবলী-১ ও ২, ঝানসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, জন্মভূমি।

৯. তত্ত্ব : পাপীর খেদ-১,২ ও ৩, বালক, যুবা-১ ও ২, সংসার।

১0. সংগীত : সঙ্গীত।

১১. সমাজসমালোচনা : ইয়ংবেঙ্গল—ভন্ডতপস্বী।

১২. ধর্ম : ভগবান শঙ্করাচার্য্য, পরম ভগবত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব।

১৩. প্রেম : দাম্পত্যপ্রেম, রাখাল ও তাহার প্রণয়িনী,
রোদাবার রূপবর্ণন, শোকাকুলা কামিনী।

রামদাস সেনের উল্লিখিত কবিতাগুলি বিচিত্র-বিষয়ী হলেও এ-গুলির কোনটিই মধুসূদন-কথিত চতুর্দশপদী কবিতা নয়। ৫২ টি কবিতার মধ্যে ৪৯টি প্রাচীন পয়ারের মিত্রাক্ষরা দ্বিপদীতে রচিত, পয়ার পংক্তির প্রথম মিলের শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তি মিলের শেষে দুই দাঁড়ি ব্যবহার করে তিনি একান্তভাবে প্রাচীন পয়ারের আনুগত্য স্বীকার করেছেন মাত্র। সুকবি শ্রীশিহ্লণ মিশ্র, পর্বতময় প্রদেশে ঝড়বৃষ্টি ও বীর বাক্যাবলী-২ এই তিনটি কবিতা আবার সম্পূর্ণতই মিলহীন। মধুসূদনের 'চতুর্দ্দপদী কবিতাবলী'র অনুসরণে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা-মালা।' কিন্তু মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস তাঁকে বিন্দুমাত্র

উৎসাহিত করে নি। তিনি বুঝতেই পারেন নি যে বিশেষ প্রকারের মিলবিন্যাসই সনেট রচনার প্রথম সর্ত। ফলত মধুসূদনের চতুর্দশপদীর অনুসরণে তিনি কেবলমাত্র সনেটকল্প পয়ার-চতুর্দশীই রচনা করেছেন। তবে খুব সম্ভবত তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই ছয়টি চতুর্দশীর অষ্টক ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচিত হয়েছে।[৩] সনেটের মিলবিন্যাসে চূড়ান্ত শিথিলতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর চতুর্দশীতে আবর্তনসন্ধি কি ভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা 'কবিকর্ণপুর' কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যাক ঃ

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-রমণে ঘেরি গোপিকা সকলে,
বাজান মধুর বীণা, বরাব মোচঙ্গ
কেহ বা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ
পেয়ে শ্যাম গুণমণি,—গোকুল-রতন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা মূর্ত্তি সুমোহন।
শ্যাম বামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপসী)।
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শশী ॥
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়।
মানসের পটে তুমি এই সমুদয় ॥
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
'আনন্দ শ্রীবৃন্দাবন' করিলা রচিত।
গদ্য পদ্যময় তব চম্পু মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর ॥

অষ্টক-বন্ধে কবি অলৌকিক বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করে ষট্‌ক-বন্ধে কবিকর্ণপুরের কাব্যে সেই লীলা কি রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই বর্ণনা করেছেন কিন্তু মিলবিন্যাসের শিথিলতায় ভাবপ্রবাহের আবর্তন পাঠকের মনে কোনো রেখাপাত করতে পারে নি। তবে উদ্ধৃত কবিতাটির মতোই তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে তিনি সহজ সরল ভাষায় চৌদ্দ পংক্তির পরিমিত পরিসরে নিজ বক্তব্য ব্যক্ত করার কৌশল অর্জন করেছিলেন- মধুসূদনের সনেট-কলাকৃতির অনুসারী কবি হিসাবে এটুকুই তাঁর কৃতিত্ব।

'চতুর্দশপদী কবিতামালা'র ভাষা ও ছন্দে মধুকবির প্রভাব স্পষ্ট। কবিতাগুলির মিলবিন্যাসে রুদ্ধদলের চেয়ে মুক্তদলের আধিক্যেই শুধু নয় তাঁর কয়েকটি[৪] চতুর্দশীতে প্রবহমান ছন্দের ব্যব-

হারেও রয়েছে তার প্রমাণ। মূলত ‘চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা’য় রামদাস মধুসূদনের চতুর্দশপদীকে সামগ্রিকভাবে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সনেট সম্পর্কে তাঁর বোধ পরিচ্ছন্ন ছিল না বলে সে প্রচেষ্টা অভিলষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

২

রাধানাথ রায়

রাধানাথ রায় ছিলেন উৎকল-বাসী, তবে বাংলাভাষা তিনি তার মাতৃভাষা ওড়িয়ার মতই আয়ত্ত করেছিলেন। মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলা ভাষায় সনেট চর্চায় ব্রতী হন। তাঁর সনেট কল্প কবিতাগুলি ‘কবিতাবলী, ২য় খণ্ড’ (১৮৭৩) কাব্যসংকলনে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ৪৩টি কবিতার মধ্যে ৪১টি চৌদ্দ পংক্তির কবিতা।[৫] রাধানাথ তাঁর এই ৪১টি কবিতার গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাসে রামদাস সেনের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সনেট-কলাকৃতির স্বরূপাভিমুখী। তাঁর ২২টি কবিতায় অষ্টক-ষট্‌ক ভাগ আছে, ১১টি কবিতার অষ্টকের দুই চতুষ্কের উপবিভাগ রয়েছে এবং ১৫টি কবিতার ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগও স্পষ্ট। অবশ্য মিলবিন্যাসে তিনি যথেচ্ছ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। ফলত সনেট রচনা করতে গিয়ে তিনি সনেট-কল্প পয়ার চতুর্দশীই রচনা করেছেন। তাঁর ৪১টি চতুর্দশীর মিলবিন্যাস-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই আমাদের মন্তব্যের যথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

১. ঈশ্বর স্তোত্র—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
২. নগোৎসঙ্গেহ্রদ—কখকখ গঘগঘ গঘতপতপ
৩. মহাশ্বেতা – কখখক গগকঘ ততঘঘকঘ
৪. সাবিত্রী–কখকখ গগঘক কঘতপতপ
৫. মন্মথ—কখকখ ককগঘ গতপঙপঙ
৬. তিলোত্তমা–কখখক গগকখ ততখ পপখ
৭. গিরি নির্ঝরিণী—কখকখ কখগখ গখতপতপ
৮. নিবাত-কবচ যুদ্ধে-কখকখ খগগখ তপপতপত
৯. শ্রেণীবদ্ধ তারাত্রয়–কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
১০. রতি- কখখক গঘঘগ তপতপ ঙঙ
১১. দময়ন্তী–কখকখ কখখগ গখকততক

১২. কোন ঐশ্বর্য্যশালীর প্রতি—কখকক খগখগ তপঙ তপঙ
১৩. ব্রাহ্মণী তীর—কখখক খখগঘ গঘতখতখ
১৪. যুবক—কখখক গঘকচ ততচ পপচ
১৫. আশা—কখখক গগকঘ ততঘ পপঘ
১৬. মাধব—কখকখ কখকখ তখপতপত
১৭. তৃণাবৃত চন্দ্রমল্লিকা-কখখক গগকঘ ততঘ পপঘ
১৮. কপালকুন্ডলা—কখখক গঘঘগ তপপত তত
১৯. কমলিনী—কখকখ গঘঘগ তপপত ঙঙ
২০. স্বীয়বনিতার প্রতি বিদেশীয় প্রত্যুত্তর-কখকখ গঘগঘ গঘতপতপ
২১. অশোক—কখখক গগকঘ খখঘ ততঘ
২২. শরৎ কখখক গগঘখ ততখ পপখ
২৩. শচী–কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
২৪. পাতকী—কখকখ গঘঘগ তপঙ তপঙ
২৫. শীতকাল–কখখক গগকখ ততখ পপখ
২৬. রোশিনারা—কখকখ গগঘচ চঘত চচত
২৭. ঘরটুকী- কখখক গগকঘ ততঘ পপঘ
২৮. প্রতারিত প্রেমিক–কখকখ গঘগঘ খততখ খখ
২৯. নবপ্রণয়ী—কখখক গককগ ততগ পপগ
৩০. চন্দ্রের পার্শ্বে তারা- কখকখ গঘগঘ গতগত গগ
৩১. কুমুদ্বতী—কখগক খগকঘ ঘকতপপত
৩২. সতী—কখকখ খগগখ ততত পপত
৩৩. কোন বিদেশীয় বন্ধুর প্রতি—কখকখ কখগঘ ঘগতপতপ
৩৪. শোণিতা নদী—কখখক গঘগঘ ততপ ঙঙপ
৩৫. হিংসা-কখকখ গঘঘগ ততপ ঙপঙ
৩৬. দুর্জন—কখকখ গগখঘ ততঘ পপঘ
৩৭. ক্রোধ—কখখক কগগক তগগত পপ
৩৮. বিজ্ঞান—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
৩৯. দাশরথি—কখখক গঘগঘ তপপত ঙঙ
৪০. চন্দ্রোদয়ে কুররীর রবশ্রবণে—কখকখ কখগখ গখতপতপ
৪১. দন্ডকারণ্যে—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ

রাধানাথ রায়ের উল্লিখিত ৪১টি কবিতায় চার থেকে সাত মিল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। একটি কবিতার (মাধব) প্রথম আট পংক্তিতে দুই মিল, অন্যত্র এই মিলসংখ্যা তিন থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রসারিত।

রাধানাথ অষ্টকের দুই চতুষ্কে সংবৃত-বিবৃত মিল যোজনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর এই মিলবন্যাস পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার কোন সনেট ধারাকেই অনুসরণ করে নি। ষট্‌ক-বন্ধের মিলবিন্যাসে তাঁর যথেচ্ছাচার আরো প্রকট। প্রায়শই তিনি অষ্টকের কোন না কোন মিলকে ষট্‌কে টেনে এনেছেন। মাত্র চৌদ্দটি কবিতার (১, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮ ও ৪১ নং) ষট্‌কে তিনি অষ্টকের কোন মিল ব্যবহার করেন নি। এই কবিতাগুলির মধ্যে ১, ৯, ২৩, ৩৮ ও ৪১ নং কবিতার অষ্টক দুটি ভিন্ন মিলের চতুষ্কে ও ষট্‌ক অন্য দুই মিলে গঠিত। এই পাঁচটি কবিতা মিলবিন্যাসের দিক থেকে অভিনব। মিলবিন্যাসের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি এই পাঁচটি কবিতায় ব্যবহৃত হওয়ায় এদের বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক রীতির সনেটের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু বাকি কবিতাগুলির অষ্টকের মিলবিন্যাসে যথেচ্ছচারিতা থাকায় ওগুলিকে কোন বিশেষ রীতির সনেট বলা যায় না। রাধানাথের ৬, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২২, ২৫, ২৭, ২৯, ৩৪ ও ৩৬ নং কবিতার ষট্‌কবন্ধের মিলবিন্যাসে ফরাসি সনেটের প্রভাব বিদ্যমান। ৩৪ নং কবিতার ষট্‌কে ফরাসি সনেটের ততপ ঙঙপ মিল ব্যবহৃত হয়েছে। রাধানাথ ফরাসি সনেটের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সম্ভবত এ সাদৃশ্য সম্পূর্ণই আকস্মিক।

রাধানাথ তাঁর ১০, ১৮, ১৯, ২৮, ৩০, ৩৭ ও ৩৯নং কবিতা মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত করেছেন। এর মধ্যে ১০নং কবিতাটির মিলবিন্যাস অনেকটা শেক্সপীরীয়। কিন্তু এই কবিতার প্রথম দুই চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত—শেক্সপীরীয় সনেটের মতো বিবৃত মিলে নয়। সুতরাং এই কবিতাদুটিকে ভঙ্গ শেক্সপীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত বাকি ছ'টি কবিতার মধ্যে ১৯ ও ৩৯ নং কবিতা দুটির অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। অন্য চারটি কবিতা মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হলেও এদের মিলবিন্যাস যথেচ্ছ ও অনিয়মিত। সুতরাং এগুলিকে আমরা শিথিল শেক্সপীরীয় সনেট বলে গণ্য করতে পারি।

রাধানাথেব ১৯, ৩৮ ও ৩৯ নং কবিতার অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে দ্বিবিধ বৈচিত্র্যে আবর্তনসন্ধি রচিত হয়েছে। প্রথম, কারণ থেকে কার্যে ১৯নং কবিতায়; দ্বিতীয়, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে ৩৮ ও ৩৯ নং কবিতায়। এই তিনটি কবিতায় আবর্তন সন্ধি থাকলেও মিল-

বিন্যাসে অনিয়ম ঘটেছে। আবর্তনসন্ধির কথা মনে রেখে এই কবিতা তিনটিকে আমরা শিথিল পেত্রার্কান রীতির মর্যাদা দিচ্ছি। সুতরাং রাধানাথের ৪১টি চতুর্দশ পংক্তিতে রচিত কবিতার মধ্যে পাঁচটিকে শেক্সপীরীয়, তিনটিকে পেত্রার্কীয় এবং চারটিকে (এই রীতির একটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে পেত্রার্কীয় বলে গৃহীত হয়েছে) বিশেষ রোমান্টিক রীতির সনেট বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাকি ২৯ টি কবিতাকে আমরা পয়ার-চতুর্দশীর বেশি সম্মান দিতে পারি না।

রাধানাথের সনেট ও সনেটকল্প কবিতাগুলির মিল, ভাষা ও ছন্দে মধুসূদনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। তাঁর ৪১টি কবিতায় ২২৮টি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ২১০টি স্বরান্ত ও ১৮টি ব্যঞ্জনান্ত মিল। আবার ২১০টি স্বরান্ত মিলের মধ্যে ১৫০টিই এ-কারান্ত মিল। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা বলা যায় যে, রাধানাথ তাঁর কবিতার মিল রচনায় মধুসূদনকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দের দিক থেকেও তিনি এ বিষয়ে মধুসূদনেরই অনুসারী। তাঁর উল্লিখিত ৪১টি কবিতার সর্বত্র চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ঐ কবিতাগুলির কোন না কোন অংশ প্রবহমান মিশ্রবৃত্তে রচিত। রাধানাথের হাতে মধুসূদনের সনেটের ছন্দ কি পরিণতি লাভ করেছে তা বোঝাবার জন্য তাঁর 'কুমুদ্বতী' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি।

যথা যবে সুরাসুর মথিলা সাগরে,
ভেদি ক্ষীরোদের শুভ্র ফেনিল লহরী,
বাহিরিল পারিজাত প্রসূন—ভূষণে
বিমন্ডিত ; আহা ! যথা সে তরু-উপরে
ক্ষীরোদবাসিনী রমা, রূপে আলো করি
দশ দিশ বিরাজিলা সুনীল-প্রাঙ্গণে
গগনের ; লো সরযূ ! তব কলেবরে
শোভেন পন্নগ যথা—শিরোদেশে মণি
সুধবল—বাহুযুগে কনক-বরণী
কুমুদ্বতী, মৃদু মধু হাসি বিম্বাধরে।
নীরোধি যেমন কোটি লহরী-মুকুরে
ধরি সে মোহন ছবি, নাচিলা হরষে,
নাচলো তটিনি ! পরি এ ছবি উরসে

নিনাদি মধুর বলে, রঘুরাজ-পুরে।

রাধানাথ চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় চৌদ্দ মাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে যে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন এই কবিতাটিই তার প্রমাণ। সনেটের রূপ-নির্মাণে চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবি রামদাস সেনের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত এই কবিতায় রাধানাথের ভাষাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্বোধনাত্মক শব্দ 'লো সরযূ', 'সুধবল' শব্দে বিশেষণের প্রয়োগ, বিস্ময়সূচক অব্যয় 'আহা', নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ 'বাহিরিল', 'বিরাজিলা', 'নীরোধি', 'নাচিলা', 'নিনাদি' এবং সর্বোপরি এই কবিতার শব্দবিন্যাস ও শব্দ-ব্যবহার মধুসূদনের ভাষারই ছায়াবহ। বস্তুত রাধানাথের কাব্যসাধনা মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ঐতিহ্যকেই যথাশক্তি অনুসরণ করেছে।

রাধানাথ রায়ের সনেট ও চতুর্দশীগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই দিক দিয়েও তিনি মধুসূদনের অনুসারী। রাধানাথ তাঁর ব্যক্তিমনের বিভিন্ন অনুভবকে সনেট আকারে বিধৃত করতে চেয়েছেন। তাঁর উল্লিখিত ৪১টি কবিতা বিষয়ানুসারে দশটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. তত্ত্ব ঃ ঈশ্বর স্তোত্র, যুবক, আশা, পাতকী, সতী, হিংসা, দুর্জ্জন, ক্রোধ, বিজ্ঞান।

২. প্রকৃতি ঃ নগোৎসঙ্গে হ্রদ, গিরি-নির্ঝরিণী, শ্রেণীবদ্ধ তারাত্রয়, ব্রাহ্মণী তীর, তৃণাবৃত চন্দ্রমল্লিকা, কমলিনী, অশোক, শরৎ, শীতকাল, ঘরঢুকী, চন্দ্রের পার্শ্বে তারা, কুমুদ্বতী, চন্দ্রোদয়ে কুররীর রব শ্রবণে, দন্ডকারণ্য।

৩. কাব্যরসোদ্গার ঃ মহাশ্বেতা, সাবিত্রী, তিলোত্তমা, নিবাত-কবচ যুদ্ধে রতি, দময়ন্তী, কপালকুন্ডলা।

৪. দেববন্দনা ঃ মন্মথ, মাধব, শচী।

৫. ব্যক্তিবন্দনা ঃ কোন ঐশ্বর্যশালীর প্রতি।

৬. প্রেম ঃ স্বীয় বনিতার প্রতি, প্রতারিত প্রেমিক, নবপ্রণয়ী।

৭. ইতিহাস ঃ রোশিনারা।

৮. বন্ধুপ্রীতি ঃ কোন বিদেশীয় বন্ধুর প্রতি।

৯. আত্মকথা ঃ শোণিতা-নদী।

১০. শোক ঃ দাশরথি।

রাধানাথ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র আদর্শে সনেট রচনা করতে গিয়ে মধুসূদনের সনেটের মিল-রচনা, ছন্দ, ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্র্যের

ধারাকে তাঁর চতুর্দশীর মধ্যে যোগ্যতার সঙ্গেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু সনেটের সুপরিকল্পিত মিলবিন্যাস ও অন্তরঙ্গ স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই মধুসূদনের সনেটের আদর্শ অনুসরণ করেও তিনি এই বিষয়ে বাঞ্ছিত সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি।

৩

রাজকৃষ্ণ রায়

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫২-১৮৯৪) তাঁর 'বঙ্গভূষণ' (১৮৭৩) কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—'মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গ ভাষার প্রথম সৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতার অনুসরণ করিয়া 'বঙ্গভূষণ' রচনা করিলাম।' কবির এই উক্তি থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তিনি সচেতন ভাবেই তাঁর 'বঙ্গভূষণ' কাব্যগ্রন্থের ৬৭টি কবিতায় মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার আদর্শ অনুসরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থের 'ক্ষেত্রমোহন বসাক' ও 'প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ' কবিতাদুটি যথাক্রমে বারো ও পনের পংক্তিতে রচিত। বাকি ৬৫টি কবিতা অবশ্য চতুর্দশ পংক্তির। কিন্তু এই ৬৫টি কবিতার মিলবিন্যাসে রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের আদর্শ যথাযথ অনুসরণ করেন নি। প্রথমত তাঁর কবিতার মিলসংখ্যা চার থেকে সাত পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয়ত কবিতাগুলির প্রথম আট পংক্তিতে প্রায় সর্বত্রই চার মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বহুক্ষেত্রে কবি অষ্টকের কোন কোন মিল ষটকে নির্দ্বিধায় টেনে এনেছেন। ২৩টি কবিতা শেক্সপীয়রের সনেটের মতো মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত। কিন্তু এই কবিতাগুলির চতুষ্ক-ত্রয়ের মিলবিন্যাসে তিনি শেক্সপীরীয়-রীতি যথাযথ মান্য করেন নি। এই ২৩টি কবিতার মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. মধুসূদন গুপ্ত—কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
২. মধুসূদন দত্ত—কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
৩. দাশরথি রায়—কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
৪. শ্রীচৈতন্যদেব—কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ
৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—কখকখ গঘঘগ তঘতঘ পপ
৬. রামমোহন রায়—কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ
৭ মতিলাল শীল—কখকখ গঘঘগ কতকত কক

৮. প্রসন্নকুমার ঠাকুর—কখকখ গঘগঘ তঘতঘ পপ
৯, জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন—কখকখ গঘঘগ, তকতকপপ
১০. শম্ভুনাথ পন্ডিত—কখকখগঘগঘ তপপত ঙঙ
১১. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—কখকখগগঘচঘচঘচতত
১২. গোপাল ভাঁড়–কখকখ গকগক তককত পপ
১৩. হরিশচন্দ্র মিত্র—কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ
১৪. ভরত মল্লিক—কখখকগকগক তপপত ঙঙ
১৫. কৃত্তিবাস—কখকখ গখগখ তপপত গগ
১৬. নিত্যানন্দ–কখকখ গঘঘগ তখতখ পপ
১৭. শুভঙ্কর দাস–কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ
১৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ–কখকখ গঘগঘ তখতখ পপ
১৯. রামপ্রসাদ সেন- কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ
২০. দাড়িম্বা দেবী কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ
২১. ভৈরবনাথ সান্যাল—কখকখ গঘঘগ তপপতঘঘ
২২. দীনবন্ধু মিত্র–কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
২৩. রামশঙ্কর ভট্টাচার্য কখকখ গখগখ তপতপ ঙঙ

উল্লিখিত ২৩টি কবিতার মধ্যে ১৫টির চতুষ্ক-ত্রয়ের শেষে ছেদচিহ্ন আছে। ৫টি কবিতার প্রথম চতুষ্ক এবং ২টির তৃতীয় চতুষ্ক ছেদ-হীন। একটি কবিতার কোন চতুষ্কের শেষে ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নি, তিনটি চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত এই সনেটগুলি বহুলাংশেই শেক্সপীরীয়। ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ১৯, ২০ ও ২২নং সনেট শেক্সপীরীয় সনেটের মতোই সাত মিলে রচিত। অবশ্য শেক্সপীরীয় কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ মিল এই সনেটগুলিতে অনুসৃত হয় নি। তবু এই এগারটি সনেটকে আমরা ভঙ্গ শেক্সপীরীয় রীতির সনেট বলে উল্লেখ করতে পারি। বাকি বারোটি সনেটের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। কিন্তু এইগুলির ক্ষেত্রেও কবির ভিন্ন ভিন্ন মিলে চতুষ্ক গঠনের প্রবণতা এবং বিশেষ করে মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্তির কথা স্মরণ করে এদের আমরা শিথিল শেক্সপীরীয় রীতির সনেট বলে গ্রহণ করছি।

রাজকৃষ্ণ রায়ের উল্লিখিত ২৩টি সনেট বাদ দিলে বাকি ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩৫টির অষ্টক-ষটক ভাগ আছে এবং ২৩টির অষ্টকে দুই চতুষ্কের ও ১৮টির ষট্‌কে দুই ত্রিকের উপবিভাগ স্পষ্ট। এই ৪২টি সনেটের ২৫টির ষট্‌কে অষ্টকের কোন মিল ব্যবহৃত হয় নি।

সনেটগুলির অষ্টক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন মিলের চতুষ্কে গঠিত এবং ষট্‌কে মিলসংখ্যা সর্বত্রই দুটি। এই সনেটগুলির মিল বিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করার লক্ষ্য করার মত ঃ

১. সতীশচন্দ্র রায়—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
২. মদনমোহন তর্কালঙ্কার—কখখক গঘঘগ তপতপতপ
৩. বাসুদেব সার্ব্বভৌম—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
৪. বিজয় রক্ষিত—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
৫. রামনিধি গুপ্ত—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
৬. চক্রপাণি দত্ত—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
৭. কৃষ্ণকান্ত নন্দী—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
৮. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কখখক গঘঘগ তপতপতপ
৯. মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১০. রাধাকান্ত দেব—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
১১. গোবিন্দরাম মিত্র—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১২. চন্ডীদাস—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১৩. রাণীভবানী কখকখ গঘগঘ ততপতপত
১৪. বিদ্যাপতি—কখকখ গঘগঘ তপতপপত
১৫. রঘুনাথ শিরোমণি—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১৬. মহারাজ আদিশূর—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
১৭. বল্লাল সেন—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
১৮. গৌরমোহন আঢ্য—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১৯. তারাচাঁদ চক্রবর্তী—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
২০. আদিপুরুষ আবুরায়—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
২১. বানেশ্বর বিদ্যালংকার—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
২২. দ্বারকানাথ ঠাকুর—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
২৩. কিশোরীচাঁদ মিত্র—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
২৪. কালীপ্রসাদ ঘোষ—কখকখ গখখগ তপতপতপ
২৫. শ্যামাচাঁদ গোস্বামী—কখখক গঘঘগ তপতপতপ

২৪ নং সনেটটি ব্যতীত উল্লিখিত সনেটগুলির অষ্টক দুটি ভিন্ন মিলের চতুষ্কে গঠিত। মিলবিন্যাস কোথাও সংবৃত। কোথাও বিবৃত। ২৫টি সনেটের ষট্‌কেই দুটি নতুন মিলে বিন্যস্ত। ১৩ নং সনেটের ব্যতিক্রম ছাড়া মিলবিন্যাস সর্বত্রই তপতপতপ। ১৩ নং এবং ২৪ নং সনেট দুটি ছাড়া বাকি ২৩টি সনেটের মিলবিন্যাসে

একটা নির্দিষ্ট রীতি অনুসৃত হয়েছে বলে এগুলিকে আমরা বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিহ্নিত করতে পারি। রাধানাথ-ই এই বিশেষ রোমান্টিক রীতির প্রবর্তক। তবে এই বিষয়ে রাজকৃষ্ণ রাধানাথের দ্বারা প্রভাবিত একথা বলা যায় না। কারণ রাধানাথের 'কবিতাবলী' ২য় খন্ড এবং রাজকৃষ্ণের 'বঙ্গভূষণ' একই বছরে (১৮৮৩) প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ের ১৩নং সনেটটির ষট্‌ক বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি সনেটের আদলে রচিত, তবে এই সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক। এই সনেটের সামগ্রিক মিলপদ্ধতির জন্য এটাকেও বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলা যেতে পারে।

রাজকৃষ্ণের 'বঙ্গভূষণের' বাকি কবিতাগুলি অনিয়মিত মিলে রচিত পয়ার-চতুর্দশী। সনেট-রচনায় তিনি মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস পদ্ধতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলেও পূর্বসূরীর সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে একেবারে অসচেতন ছিলেন না। তাঁর তেরটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি আটপ্রকার বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

১. উপমেয় থেকে উপমান ঃ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২. উপমান থেকে উপমেয় ঃ রামনিধি গুপ্ত, চক্রপানি দত্ত, কৃষ্ণকান্ত
৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ ঃ গোবিন্দরাম মিত্র, শ্যামচাঁদ গোস্বামী
৫. উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত ঃ গৌরমোহন আঢ্য।
৬. কার্য থেকে কারণ ঃ চন্ডীদাস।
৭. কারণ থেকে কার্য ঃ রাণী ভবানী, মহারাজ আদিশূর, কিশোরীচাঁদ।
৮. অতীত থেকে বর্তমান ঃ প্রতাপাদিত্য।

সামগ্রিকভাবে রাজকৃষ্ণের চতুর্দশ পংক্তির কবিতাগুলিকে সনেট-রীতি হিসাবে নিম্নলেখ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. শেক্সপীরীয় পরিমন্ডলের সনেট ২৩টি।
২. বিশেষ রোমান্টিক রীতির ২৫টি এই রীতির দশটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে।
৩. সনেট-কল্প পয়ারচতুর্দশী ১৭টি।

রাজকৃষ্ণ তাঁর 'বঙ্গভূষণে'র বিজ্ঞাপনে বলেছেন—'বঙ্গভূষণ প্রচারিত হইল। ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে।'

কবির সমস্ত সনেট ও সনেটকল্প চতুর্দশীগুলি প্রশস্তি-মূলক একই লক্ষ্যাভিমুখী বলে তাতে গতানুগতিকতার স্পর্শ লেগেছে।

মধুসূদনের সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য রাজকৃষ্ণকে আকৃষ্ট না করলেও মধুসূদনের সনেটের ভাষা ও ছন্দের প্রভাব তাঁর কবিতাগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য গুরুর মত তিনি মিল রচনায় কেবলমাত্র স্বরান্ত অক্ষরের দ্বারস্থ হন নি। তাঁর ৬৫টি সনেট ও চতুর্দশীতে মোট ৪০০টি মিলের মধ্যে ১৯৫টি ব্যঞ্জনান্ত। কিন্তু মধুসূদনের মতোই তিনি চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। পূর্বসূরীর প্রবহমান ছন্দের প্রতিও তাঁর আসক্তি লক্ষ্য করবার মতো। 'বঙ্গভূষণে'র প্রত্যেকটি কবিতাতেই কবি প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। রাজকৃষ্ণের সনেটে মধুসূদনের চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কতদূর সার্থকতা পেয়েছে তা নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণের সাহায্যে সহজবোধ্য হবে।

এবঙ্গে তোমার যশঃ আজো বিরাজিছে
বিভাতিয়া চারিপাশ ; এ কলিকাতায়
তোমার স্থাপিত বিদ্যা-আলয় সাজিছে,
যাহে বালকেরা সাজে বিদ্যার বিভায়।
অতীব যতনে তুমি এ বিদ্যা ভবনে
পরহিত কামনায় করিলে স্থাপন,
যাহা হতে তব খ্যাতি হতেছে ক্ষরণ,
নির্ঝর যেমতি ঝরে মৃদুর ঝরণে।
যথার্থ হিতাশী তুমি স্বজাতির ছিলে,
এ বঙ্গে তা কে না জানে ? - সবে অবগত ;
মানব জনম তুমি সার্থক করিলে,
সফল করিলে সুখে জীবনের ব্রতঃ।
চিরকাল তরে নাম এ বঙ্গে রাখিলে,
গাইছে তোমার গুণ বঙ্গবাসী যত।
[গৌরমোহন আঢ্য]

কবি এখানে মধুসূদনের ছন্দ অনুসরণ করেছেন মাত্র। শব্দ-বিন্যাস, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও নামধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদেও মধুকবির প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কবিকল্পনার যে শক্তিতে কাব্যের ভাষা ও ছন্দ দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে রাজকৃষ্ণের সে শক্তি ছিল না।

মধুসূদনের অনুসারী প্রধান কবিগণ সনেট-কলাকৃতিকে অব-

হেলা করলেও এই পর্বের অপপ্রধান কবিত্রয়—রামদাস, রাধানাথ ও রাজকৃষ্ণ সনেটের মাধ্যমেই তাদের কাব্যের পসরা সাজাতে চেয়েছেন। কিন্তু সনেটকলাকৃতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তাঁদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। তবে সনেট-ধারাকে ব্যর্থ অনুকরণের দ্বারাও যে তাঁরা বাহিত রেখেছিলেন এই জন্যই তাঁরা বাংলা সনেট সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

২. রামদাস সেনের গ্রন্থাবলী (৩য় ভাগ) দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক ড: জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেছেন 'চতুর্দশপদী কবিতামালা'তে ৫০টি চতুর্দশপদী আছে। তিনি এই গ্রন্থের 'নূতন কাব্যকর্তা' কবিতাটিকে চতুর্দশপদী বলে চিহ্নিত করেছেন। (আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা পৃঃ ১২৮) কিন্তু এই কবিতাটি বার-পংক্তিতে রচিত।

৩. আমি, মুঙ্গের দুর্গ, কাশীমরাজের ধ্বংস, সঙ্গীত, আচার্য গোবর্দ্ধন ও কবিকর্ণপুর এই ছয়টি সনেটে অবর্তনসন্ধি আছে। আবর্তনসন্ধি রচনায় এই ছয়টি কবিতার মধ্যে চার প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়ঃ ক. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তর পক্ষ—আমি ও কবিকর্ণপুর। খ. অতীত থেকে বর্তমান—মুঙ্গের দুর্গ ও কাশীমরাজের ধ্বংস। গ. সামান্য থেকে বিশেষ—আচার্য গোবর্দ্ধন এবং ঘ. নিসর্গলোক থেকে মানবলোক—সংগীত।

৪. আমি, রাজা নন্দের সভায় অপমানিত চাণক্য পণ্ডিতের উক্তি, সুকবি শ্রী শিহ্লন মিশ্র, ভর্তৃহরি, পর্বতময় প্রদেশে ঝড়বৃষ্টি, রাত্রিকালে সমুদ্রদর্শন, বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী, বীর বাক্যাবলী-১ ও ২, শোকাকুলা কামিনী, ঝানসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, অহল্যাবাই, কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেব, জন্মভূমি, গোকুলানন্দ তেজপাল ও বিদ্যুৎ—এই ষোলটি কবিতায় প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে।

৫. অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর 'আধুনিক বাঙালা গীতিকবিতা' গ্রন্থে বলেছেন-'গ্রন্থটিতে (কবিতাবলী ২য় খণ্ড) ৪৪টি চতুর্দশপদী আছে।' পৃঃ ১৩৭। অধ্যাপক সিংহ রায় এই গ্রন্থের 'কৃষক শিশু', 'সায়ংকাল', ও 'নব-কপাল' কবিতাত্রয়কে চতুর্দশপদীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ঐ তিনটি কবিতার পংক্তি-সংখ্যা যথাক্রমে ১৫, ২৫, এবং ১৬। সুতরাং, পংক্তি-সংখ্যার দিক থেকেও উল্লিখিত কবিতাত্রয়কে চতুর্দশপদী বলা যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ রবীন্দ্রনাথ

১

রবীন্দ্রনাথের সনেটের মিলবিন্যাস ও সনেট-রীতি

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) সহস্রশীর্ষ কবিপুরুষ। বাংলা কাব্যের এমন কোন ধারা নেই যা তাঁর প্রতিভা-স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে নি। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় এই গীতিকাব্যের উৎস সহস্রধারায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি এবং আকাশের নির্মলতম মুক্তির কড়ি ও কোমলে' সারা জীবন ধরে তিনি যে মানব-জীবনের মহাসংগীত রচনা করেছেন তা গীতিকাব্যের আকারেই কাব্যসংসারে অপূর্ব শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে। 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাত-সংগীতে'র পরে 'ছবি ও গানে'র যুগ পেরিয়ে 'কড়ি ও কোমলে' এসে কবির রচনা যখন 'কবিতার রূপ' পেলো তখন সনেটকলাকৃতিই হলো কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। সঞ্চয়িতার ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।' আর, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 'কড়ি ও কোমল' কাব্য-গ্রন্থেই কবির অধিকাংশ সনেট সংকলিত হয়েছে। মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) ও রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র (১৮৮৬) মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় কুড়ি বছর। এই সময়-সীমার মধ্যে মাত্র তিন জন কবি—রামদাস সেন, রাধানাথ রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় তাঁদের সীমিত সাধ্যানুসারে বাংলা সাহিত্যে সনেটের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্যেও সনেট প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কলাকৃতি তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। ওয়াট ও সারের প্রায় পঁচিশ বছর পরে ইংরেজি সাহিত্যে ফিলিপ সিডনি গীতিকাব্যের অন্যতম মুখ্যবাহন হিসাবে সনেটকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তনের প্রায় কুড়ি বছর পরে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় এই কলাকৃতি বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থেই সর্বপ্রথম তাঁর সনেট

সংকলিত হয়েছে। এর পরে কবির সারাজীবনের কাব্যসাধনায় সনেটের অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চতুর্দশপদে রচিত কবিতার সংখ্যা ২৮৮টি। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'চিত্রা' পর্যায়ে রচিত সনেটগুচ্ছে কবি সনেট-পন্থী মিল যোজনার চেষ্ট করেছেন। অবশ্য এই সময়ে রচিত সনেটসমূহেও তাঁর মিলবিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিয়মিত এবং অস্থির। 'চৈতালি' পর্ব থেকে তিনি সনেটে মিলবিন্যাসের সমস্ত রীতি উপেক্ষা করে প্রায় সর্বত্রই সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্দশপদের কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। অথচ সনেট-কলাকৃতির বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে যে কবি অবহিত ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত সনেটগুচ্ছে। এখানে তিনি পেত্রার্কীয় ও শেক্‌সপীরীয় দুই রীতিতেই সনেট রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। সুতরাং সনেট-সম্পর্কিত ধারণার অভাবে নয় অন্যতর কোন নিগূঢ় কারণেই কবি পরবর্তীকালে সনেটের মিলবিন্যাসের সমস্ত রীতি লঙ্ঘন করেছেন। আমরা সেই কারণের সূত্র অন্বেষণের আগে কবির চতুর্দশপদে রচিত সমগ্র কবিতাবলীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা নীচে সংকলিত করছি।[১]

কড়ি ও কোমল (১৮৮৫) : প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, ছোটফুল, যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিক মিলন, গীতোচ্ছ্বাস, স্তন-১, ২, চুম্বন, বিবসনা, বাহু, চরণ, হৃদয়আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদয়-আসন, কল্পনার সাথী, হাসি, নিদ্রিতার চিত্র, কল্পনা-মধুপ, পূর্ণ-মিলন, শ্রান্তি, বন্দী, কেন, মোহ, পবিত্রপ্রেম, পবিত্রজীবন, মরীচিকা, গানবাজনা, সন্ধ্যার বিদায়, বৈতরণী, মানবহৃদয়ের বাসনা, সিন্ধুগর্ভ, ক্ষুদ্র অনন্ত, অস্তমান রবি, অস্তাচলের পরপারে, প্রত্যাশা, স্বপ্নরুদ্ধ, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার, বিজনে, সিন্ধুতীরে, সত্য-১, ২, আত্মাভিমান, আত্ম-অপমান, ক্ষুদ্র আমি, প্রার্থনা, বাসনার ফাঁদ, চিরদিন-১, ২, ৩, ৪ ও শেষকথা। মোট সংখ্যা—৫৭।

মানসী (১৯৯০) : তবু, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম। মোট সংখ্যা—৪।

সোনারতরী (১৮৯৪) : সোনার বাঁধন, মায়াবাদ, বন্ধন, গতি, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা ও আত্মসমর্পণ। মোট সংখ্যা—৮।

চিত্রা (১৮৯৬) : মরীচিকা, প্রস্তরমূর্তি, প্রৌঢ় ও ধূলি। মোট সংখ্যা—৪।

চৈতালি (১৮৯৬) : দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগ্য,

সামান্য লোক, প্রভাত, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, বনে ও রাজ্যে, সভ্যতার প্রতি, বন, তপোবন, প্রাচীন ভারত, ঋতুসংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, অনন্তপথে, ক্ষণমিলন, প্রেম, পুঁটু, হৃদয়ধর্ম, মিলনদৃশ্য, দুইবন্ধু, সঙ্গী, সতী, স্নেহদৃশ্য, করুণা, স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, অভিমান, পরবেশ, সমাপ্তি, ধরাতল, তত্ত্ব ও সৌন্দর্য, মানসী, নারী, প্রিয়া, ধ্যান, মৌন, অসময়, শেষকথা, বর্ষশেষ, অভয়, অনাবৃষ্টি, অজ্ঞাত বিশ্ব, ভয়ের দুরাশা, ভক্তের প্রতি, নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি, বিলয়, প্রথম চুম্বন, শেষ চুম্বন, যাত্রী, তৃণ, ঐশ্বর্য, স্বার্থ, প্রেয়সী, শান্তিমন্ত্র, কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভবগান, মানসলোক, কাব্য, ইছামতী নদী, শুশ্রূষা, আশিস-গ্রহণ ও বিদায়। মোট সংখ্যা—৬৭।

কল্পনা (১৯০০) ঃ আশা, অনবচ্ছিন্ন আমি। মোট সংখ্যা—২

নৈবেদ্য (১৯০১) ঃ ২২ নং থেকে ৯৯ নং কবিতা। মোট সংখা—৭৮।

স্মরণ (১৯০২) ঃ ৫-১২, ১৪-১৯, ২১-২৪। মোট সংখ্যা ১৮।

উৎসর্গ (১৯০৩) ঃ ২২, ২৪-২৯, ৩২, ৪৬-১, ২ ; সংযোজক ৪-১১। মোট সংখ্যা-১৮।

গীতালি (১৯১৪) ঃ আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা) ও ১০৮। মোট সংখ্যা—২।

পূরবী (১৯২৫) ঃ শেষ অর্ঘ্য, সমুদ্র-১, ২, ৩ ও অতিথি। মোট সংখ্যা ৫।

মহুয়া (১৯২৯) ঃ স্পর্ধা, রাখীপূর্ণিমা, আহবান, দর্পণ ও পুরাতন। মোট সংখ্যা-৫।

বনবাণী (১৯৩১) ঃ দেবদারু। মোট সংখ্যা—১।

পরিশেষ (১৯৩২) ঃ আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা), মুক্তি-১, ২, লেখা, আশীর্বাদ, প্রতীক্ষা, মিলন, সংযোজক—লক্ষ্যশূন্য, পরিণয়-মঙ্গল, আশীর্ব্বাদ ও উত্তিষ্ঠত নিবোধত। মোট সংখ্যা-১১।

ছড়ার ছবি (১৯৩৭) ঃ আকাশপ্রদীপ। মোট সংখ্যা ১।

প্রান্তিক (১৯৩৮) ঃ ৩, ৫, ১৪, ১৬। মোট সংখ্যা ৪।

সেঁজুতি (১৯৩৮) ঃ প্রাণের দান। মোট সংখ্যা—১।

আরোগ্য (১৯৪১) ঃ ১৮। মোট সংখ্যা—১

রচনাবলী [পশ্চিমবঙ্গ সরকার] ৪র্থ খণ্ড, 'অবিস্মরণীয়' অংশ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৩৪১)। মোট সংখ্যা-১।

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত ২৮৮টি চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে মাত্র ৭৬টিতে তিনি সনেট-পন্থী মিল-যোজনার চেষ্টা করেছেন। এই

চতুর্দশপদীগুলি কবির বিভিন্ন ঋতুর ফসল। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিভিন্ন পর্বে ঋতুবদলের ইতিহাস স্পষ্ট। কবিতার ঋতুবদলের সঙ্গে তাঁর কাব্যকলার রীতিবদল ঘটেছে বারেবারে। বিভিন্ন পর্বে রচিত কবির চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে রীতিবদলের ইতিহাস ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাঁর চতুর্দশপদী কবিতামালা রীতিবিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করেছে। এই বিবর্তন-ধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'চিত্রা'র ৭৩টি চতুর্দশ পংক্তির কবিতা প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ৭৩টি কবিতার মধ্যে 'সোনার তরী'র 'গতি' এবং 'চিত্রা'র 'প্রস্তরমূর্তি' ব্যতীত অন্য ৭১টি ক্ষেত্রেই কবি সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন। অবশ্য এই কবিতাগুলির মিল যোজনায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশিষ্ট সনেট-রীতি সম্পূর্ণত অনুকরণ করেন নি। বরং মিলবিন্যাসে তিনি চূড়ান্ত স্বধীনতাই নিয়েছেন। কিন্তু সনেট রচনায় বিশেষ প্রকৃতির মিলবিন্যাস যে অত্যন্ত জরুরী এই পর্বের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি রচনায় তা অন্তত কবি মনে রেখেছিলেন।

'চৈতালি' থেকে 'ছড়ার ছবি' পর্যন্ত কবির সনেট ধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি সনেটের মিলবিন্যাসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই পর্বের ২০৮টি কবিতার মধ্যে মাত্র চারটি কবিতায় তিনি সনেট-পন্থী মিলবিন্যাসের চেষ্টা করেছেন।[২] এই পর্যায়ের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৭৮টি চতুর্দশপদী কবিতার অধিকাংশই গঠন-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়। সনেট-গঠনের সমস্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে কবি এখানে ৩, ৫, ৭, ৮½, ৭½, ৬½, ৫½, ৪½, ৩½, ২½, ১½ প্রভৃতি নানা মাপের স্তবকাংশে বিন্যস্ত চতুর্দশপদী রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'নৈবেদ্য' ব্যতীত তাঁর প্রায় সব চতুর্দশপদের কবিতা এক স্তবক-বন্ধে রচিত।[৩]

'প্রান্তিক' থেকে 'অবিস্মরণীয়' পর্যায়ের সাতটি চতুর্দশপদীতে পূর্ববর্তী দুই ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের 'সেঁজুতি'র 'প্রাণের দান' কবিতাটি খাঁটি শেক্সপীরীয় রীতিতে রচিত এবং চারটি চতুর্দশপদী সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। কিন্তু এই পর্বের 'প্রান্তিকে'র ৩ এবং ৫ সংখ্যক কবিতায় কবি কোন মিলই ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সনেট-চর্চার প্রথম পর্বে সনেট-পন্থী মিলবিন্যাসের চেষ্টা করেছিলেন, দ্বিতীয় পর্বে তিনি মিল যোজনায় সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন কিন্তু

তৃতীয় পর্বে কবি অমিল চতুর্দশপদী রচনা করে সনেট সাহিত্যে নব রীতি প্রবর্তনার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সনেট-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে কবি কোন সময়েই সনেটের মিলবিন্যাস সম্পর্কে খুব বেশি মনোযোগ প্রদান করেন নি। তথাপি কেন তিনি তাঁর কাব্য-সাধনার বিভিন্ন পর্বে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন সমালোচকের মনে এ প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক। 'মানসী-সোনারতরী'-পর্বে রচিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে কবি তাঁর সনেট সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন—'চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।'[৪] অথচ কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ-বেদনাকে 'কড়ি ও কোমলে' মুখ্যত সনেট আকারেই বিধৃত করেছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র পূর্বে কবি কাহিনীকাব্য বা গাথাকবিতাকেও আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবির প্রচণ্ড ভাবাবেগ উল্লিখিত কাব্য-মাধ্যমে কখনই সংযম-শাসিত হতে পারে নি। অতিকথন আর অসংযমের হাত থেকে মুক্তির জন্যই তিনি প্রতিভার উন্মেষ-পর্বে সনেটকে মুখ্য কাব্য-মাধ্যমের মর্যাদা দান করেছেন। সনেট-কলাকৃতির প্রতি এই নির্ভরতার ফলেই পরবর্তীকালে তাঁর হাতে সংযম-সুন্দর গীতিকাব্যের উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়েছিল। 'কড়ি ও কোমল' পর্বের প্রায় ষাটটি সনেট রচনা করে কবি নিজেই প্রমাণ করেছেন যে সনেটের কঠিন ও সংহত পরিসর 'বেদনার গীতোচ্ছ্বাস' প্রকাশে বাধা-স্বরূপ নয়। সুতরাং সনেটের কঠিন ও সংহত পরিসরে ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য তিনি সনেটের মিলবিন্যাস-পদ্ধতিকে অবহেলা করেন নি। আসলে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরেই বাক্‌স্পন্দ ও ছন্দ-স্পন্দের অন্তহীন পরীক্ষা করেছেন—কোন বিশিষ্ট কলাকৃতির প্রতি অত্যাসক্তি দেখান নি। তাঁর সনেট চর্চার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। সনেটের চৌদ্দপংক্তির সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি তাঁর কবি-অনুভবকে মূর্ত আকার দান করেই সন্তুষ্ট হয়েছেন সনেটের রূপ-বন্ধের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন-'রবীন্দ্রনাথ যে রীতিমত সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই-আপন প্রয়োজন মত চৌদ্দপংক্তির কবিতাই রচনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কবি-কর্ম্মকে আরও নিঃসংশয় করিয়া

তুলিয়াছে ; কেবলমাত্র সুর এবং ভাবগত সৌন্দর্যের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তিনি কোথাও স্বীকার করেন নাই।'[৫]

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতার কাব্যগুণ সংশয়াতীত। কবি চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় যে সব ক্ষেত্রে সনেট-পন্থী মিল যোজনার চেষ্টা করেছেন আমাদের সনেট সম্পর্কিত আলোচনা সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। অমিল ছন্দে অথবা সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন আমরা সেগুলিকে সনেটকল্প চতুর্দশী বলেই চিহ্নিত করব। কারণ, 'সনেট নামক কবিতায় শুধু রস নয়—একটা বিশেষ রূপও চাই, সে রূপ ওই রসেরই অনুরূপ হইতে হইবে ; শুধু তাহাই নয়—রূপটাই আগে, ওই রূপ ছাড়া যেন সেই রস আস্বাদন করাই যায় না ; সেই রূপই এমন একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে সে-রচনার—কবিত্ব যেমনই হোক—সনেটত্ব থাকে না।'[৬]

সনেট-পন্থী মিলে রচিত রবীন্দ্রনাথের ৭৬টি কবিতায় সাত থেকে দুই পর্যন্ত মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে ৫৭টির শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে এবং ৪৯টি কবিতাই তিন চতুষ্ক ও এক মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। অর্থাৎ সনেটের গঠনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শেক্‌সপীরীয় গোত্রের সনেটকার। সনেটের মিলবিন্যাসে কবি চূড়ান্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করলেও তাঁর এগারটি সনেট সাত মিলের খাঁটি শেক্‌সপীরীয়-রীতিতে রচিত। পেত্রার্কান সনেটের মত দুই মিলের অষ্টক এবং দুই বা তিন মিলের ষট্‌কের গঠন কবির নয়টি সনেটে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই নয়টি সনেটের সর্বত্রই কবি মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর সনেটের অন্তরঙ্গ-রূপে পেত্রার্কান সনেটের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর প্রায় ২৪টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেটেই শুধু নয়, তাঁর অনিয়মিত মিলে রচিত কিছু সনেটেও আবর্তনসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত তিনটি সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করে পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয় সনেট রীতি সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে স্থাপন করেছেন।

কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সনেটে ফরাসি সনেটের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন যে আশুতোষ চৌধুরী কবির 'কড়ি ও কোমলে'র কিছু

কবিতায় কোন কোন ফরাসি কবির ভাবের মিল দেখতে পেয়েছেন।[৭] 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতায় কোন ফরাসি কবির ভাবের প্রভাব আছে কিনা জানি না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' কিংবা পরবর্তীকালের অন্যকোন কাব্যগ্রন্থে খাঁটি ফরাসি মিলের একটিও সনেট রচনা করেন নি। তাঁর দুটি সনেটের ষট্‌কের প্রতি ত্রিক-র প্রথমে এবং পাঁচটি সনেটের ষট্‌কের প্রথম ত্রিক-র শীর্ষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে।[৮] কিন্তু এই সাতটি সনেটের কোনটির ষট্‌কের সামগ্রিক মিলবিন্যাস ফরাসি সনেটের মত নয়। এবং এই সনেট-সপ্তকের কোন ক্ষেত্রেই তিনি ফরাসি সনেটের অষ্টকের মিল ব্যবহার করেন নি সুতরাং কবি যে সনেট রচনায় সচেতনভাবে ফরাসি সনেটের আদর্শ অনুসরণ করেন নি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়ে বা কিছু আগে কবি সম্ভবত ফরাসি সনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই পরিচয় কবির সনেট-রচনায় পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ ছায়াপাত করেছে মাত্র।

এবারে আমরা সনেট-পন্থী মিলে রচিত কবির ৭৬টি কবিতার মিলবিন্যাসপদ্ধতি বিশ্লেষণ করে এগুলির সনেট-রীতি নির্ধারণের চেষ্টা করব। প্রথমেই সাত মিলে রচিত কবিতাগুলি গ্রহণ করছি। এই পর্যায়ের পনেরটি কবিতার গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপঙঙ। কড়ি ও কোমল ঃ স্মৃতি, কেন, পবিত্রপ্রেম, অক্ষমতা, **জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার,** বিজনে, **সত্য-১**। মানসী ঃ তবু। সোনার তরী ঃ দরিদ্রা। সেঁজুতি ঃ প্রাণের দান।

২. কখকখ। গগঘঘ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ **আত্মাভিমান, আত্মঅপমান।**

৩. কখকখ। গঘগঘ ততপপ। ঙঙ। চৈতালি ঃ পুণ্যের হিসাব।

৪. কখকখ। গঘগঘ। তপত। ঙপঙ। কড়ি ঃ নিদ্রিতার চিত্র।

এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের এগারটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম খাঁটি শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনা করেছেন। উল্লিখিত এগারটি সনেটের মধ্যে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত তিনটি সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করে রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল রীতি সমন্বয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এগুলিকে আবর্তনসন্ধি-যুক্ত শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিভাগের সনেটদুটি সাত মিলে রচিত ; চতুষ্ক-গঠন ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয়। সনেটদুটির দ্বিতীয়-চতুষ্ক দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত হওয়ায় শেকস্‌পীরীয় রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। এই সনেটদুটিতেও কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। সুতরাং এগুলিকেও আমরা আবর্তনসন্ধিবিশিষ্ট ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে চিহ্নিত করতে পারি।

তৃতীয় বিভাগের সনেটটির মিলসংখ্যা সাত। দ্বিতীয় চতুষ্কের পরে কবি ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেন নি এবং তৃতীয়-চতুষ্ক দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। তবে কবিতাটির সামগ্রিক গঠন ও মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয় বলে এটাকে আমরা ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

এই পর্যায়ের সবশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাস ও গঠন বিচিত্র। অষ্টকের দুই চতুষ্কে চার মিল কিন্তু তিন মিলের ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে গঠিত। সনেটটি সাত মিলের রচিত হলেও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে শেকস্‌পারীয় নয় অথচ একটি নির্দিষ্ট মিল-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সুতরাং এটাকে আমরা বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলতে পারি।

ছয় মিলে রচিত রবীন্দ্রনাথের ২৭টি সনেটে ছাব্বিশ প্রকার মিলবৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ। গঘগঘ। তখতখ। পপ। কড়ি ও কোমল ঃ **প্রাণ**।
২. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। খখ। কড়ি ঃ **হৃদয়ের ভাষা**।
৩. কখখক। কগকগ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ বাহু।
৪. কখকখ। গঘগঘ। ঘতঘত। পপ। কড়ি ঃ হৃদয়আসন।
৫. ককখক। গখগখ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ কল্পনার সাথী।
৬. কখখক। গখগখ তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ **মরীচিকা**।
৭. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। কড়ি ঃ অস্তমান রবি।
৮, কখকখ। গঘ। তপতপ। গগ। কড়ি ঃ অস্তাচলের পারে।
৯. কখকখ। গখগখ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ **প্রত্যাশা**, শেষকথা।
১০. কখকখ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ স্বপ্নরুদ্ধ।
১১. কখকখ। খগখগ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ **বাসনার ফাঁদ**।
১২. কখকখ। গঘগঘ তঘতঘ। পপ। পরিশেষ ঃ আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা)।
১৩. কখকখ। গকগঘ। ঘততত। পপ। কড়ি ঃ ক্ষণিকমিলন।

১৪. কখখক। কখগঘ। গতঘত। পপ। কড়ি ঃ স্তন-১।
১৫. কখকখ। গকগঘ। ঘতঘত। পপ। কড়ি ঃ স্তন-২।
১৬. কখখক। গগখগ। খতপত। ঙঙ। কড়ি। বিবসনা।
১৭. কখকখ। কখগঘ। গঘতত। পপ। কড়ি ঃ মোহ।
১৮. ককখক। খগঘগ। ঘতঘত। পপ। কড়ি ঃ বৈতরণী।
১৯. কখকখ। গখগঘ। ঘতঘত। পপ। কড়ি ঃ ক্ষুদ্রঅনন্ত।
২০. কখখক। গকগঘ। ঘতখত। পপ। কড়ি ঃ চিরদিন-১।
২১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপতপ। উৎসর্গ ঃ সংযোজন-১০।
২২. কখখক গঘগঘ ততপ তপত। সোনারতরী ঃ বন্ধন।
২৩. কখকখ। গঘগঘ। ততপ। তপত। সোনারতরী ঃ অক্ষমা।
২৪. ককখগ। খগঘগ। ঘখতপতপ। কড়ি ঃ গীতোচ্ছ্বাস।
২৫. কখকখ। কগঘগঘগঘ। তপত। কড়ি ঃ গানরচনা।
২৬. কখকখ। খকখগ। খগত। পঙপ। কড়ি ঃ সিন্ধুগর্ভ।

এই পর্যায়ের প্রথম থেকে দ্বাদশ বিভাগের তেরটি সনেট ছয় মিলে রচিত হলেও এগুলি শেক্সপীরীয় সনেটের মতই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। দ্বাদশ বিভাগের সনেটটিতে ব্যতিক্রম আছে, এই সনেটটির দ্বিতীয় চতুষ্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই, কিন্তু সনেটটির সামগ্রিক মিলবিন্যাস ও গঠন শেকস্‌পীয়র-পন্থী। এই সনেটগুলির কোন একটি অংশে পূর্ববর্তী কোন চতুষ্কের একটি মিল পুনর্ব্যবহৃত হওয়ায় শেকস্‌পীরীয় রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। সুতরাং এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। তবে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত পাঁচটি সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ থেকে বিংশ বিভাগের আটটি সনেটও তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। ছয় মিলে রচিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসে প্রথম বারো বিভাগের তুলনায় বেশি অনিয়ম লক্ষণীয়। এগুলির কোন একটি অংশে পূর্বব্যবহৃত মিলের পুনর্যোজনা করেই কবি ক্ষান্ত হন নি এক বা একাধিক চতুষ্কে তিন মিল পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কিছু সনেটে তিন মিলের চতুষ্ক দেখা যায়। অবশ্য উল্লিখিত সনেটগুলিতে কবির অস্থির মিল যোজনার মানসিকতা না ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রভাব কার্যকর হয়েছে তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। এই সনেটগুলির তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের গঠনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুলিকে আমরা শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলতে পারি।

২১ সংখ্যক বিভাগের সনেটটির অষ্টকে রোমান্টিক সনেটের মত চার মিল এবং ষটকে ক্লাসিকাল-পন্থী দুই মিল ব্যবহৃত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এই সনেটে একটি বিশেষ মিলপদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় ওটাকে আমরা বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিহ্নিত করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মধুসূদন-অনুসারী কবি রাধানাথ রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় এই রীতিতে কিছু সনেট রচনা করেছিলেন।

২২ এবং ২৩ সংখ্যক বিভাগের সনেটদুটিতে পূর্ববর্তী বিভাগের সনেটটির মতই অষ্টকে চার এবং ষটকে দুই মিল যোজিত হয়েছে। সনেট দুটির অষ্টকের মিলবিন্যাস রোমান্টিক কিন্তু ষটকের মিল-পদ্ধতিতে বিশেষ প্রকার ফরাসি সনেটের প্রভাব বিদ্যমান। সামগ্রিক মিলবিন্যাসে সনেটদুটি বিশেষ রোমান্টিক রীতির পর্যায়ভুক্ত।

২৪ ও ২৫ সংখ্যক বিভাগের সনেটদুটির মিলবিন্যাস চূড়ান্তভাবে অনিয়মিত। গঠনের দিক থেকেও কোন রীতির অন্তর্গত করা যায় না বলে এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশীর বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাসও অনিয়মিত। তবে সনেটটি দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত। সর্বোপরি এই সনেটটির অষ্টক-ষটকের মাঝে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন বলে এটাকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তর্ভুক্ত করছি।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচ মিলে রচিত সনেটের সংখ্যা কুড়ি। এই কুড়িটি সনেটের মিলবিন্যাসে কবি নিম্নলিখিত সতের প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ও কোমল ঃ বন্দী। সোনার তরী ঃ মুক্তি।

১ক. কখকখ। কখকখ। তপত। পঙঙ। সোনারতরী ঃ মায়াবাদ।

২. কককখ। খকখক। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ঃ তনু।

২ক. কককখ খকখক তপতপ। ঙঙ। সোনারতরী ঃ আত্মসমর্পণ।

৩. কখকগ। গখখঘ। খঘতখ। তত। কড়ি ঃ চুম্বন।

৪. কখখক। গকগক। তকতক। পপ। কড়ি ঃ শ্রান্তি।

৫. কখখক। গগকঘ। গঘগঘ। তত। কড়ি ঃ চিরদিন-২।

৬. কখকখ। গকগক। তপতপ। কক। কড়ি ঃ ক্ষুদ্রআমি

৭. কখকখ। কগকগ। গতগত। পপ। কড়ি ঃ সত্য-২।

৮. ককখক। খগখগ। গতগত। পপ। কড়িঃ **প্রার্থনা**।
৯. কখকগ খগগখ। তখতখ। পপ। কড়িঃ মানবহৃদয়ের বাসনা।
১০. কখকখ কখগগ। তগতগ। পপ। সোনারতরী ঃ সোনার বাঁধন।
১১. কখকখ গগঘগ ঘগতগতত। চিত্রা ঃ মরীচিকা।
১২. কখকখ কগঘগ ঘগঘগতত। পূরবী ঃ শেষঅর্ঘ্য।
১৩. কখকখ। গকগক। ততক। পকপ। কড়িঃ **চরণ**।
১৪. কখখক। গকঘগ। ঘঘগ। ততগ। কড়িঃ চিরদিন-৩।
১৫. ককখখ। গঘগঘ। খততখখত। কড়িঃ সিন্ধুতীরে।
১৬. কখকখ। খকখগ ঘগঘততঘ। কড়িঃ যৌবন স্বপ্ন।
১৭. কখকখ। গগঘগ। ঘতঘতঘত। কড়িঃ **পবিত্রজীবন**।

এই পর্যায়ের ১ এবং ১ক বিভাগের সনেটগুলির অষ্টক দুই মিলের বিবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিল তিনটি। প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে। ১ক বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ লক্ষণীয়। সনেটগুলির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। প্রথম বিভাগের সনেটদুটির তিনচতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক গঠনে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাব বিদ্যমান। নবরোমান্টিক পর্বের কবি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়াল এবং রবীন্দ্রসাময়িক পর্বের কবিরা এই রীতিতে ক্লাসিকাল সনেট রচনা করেছেন। উল্লিখিত সনেট তিনটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক থাকলেও এগুলি পাঁচ মিলের ক্লাসিকাল রীতিতে রচিত। কিন্তু সনেটগুলির কোনটিতেই আবর্তনসন্ধি নেই সুতরাং এগুলিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।

২ এবং ২ক বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক দু মিলের এবং ষট্‌কের মিল সংখ্যা তিন। অষ্টকের মিলবিন্যাস অনিয়মিত এবং প্রতিক্ষেত্রেই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। সুতরাং এই দুটিকেও ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

৩ থেকে ৮ সংখ্যক বিভাগের ছয়টি সনেটের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। কিন্তু তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয়। এর মধ্যে স্থূলাক্ষর তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। গঠনবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করে ওগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট হিসাবে গ্রহণ করছি।

৯ থেকে ১২ বিভাগের সনেট-চতুষ্টয়ের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে কিন্তু তিন চতুষ্ক গঠন নেই। অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত

এই চারটি কবিতাকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ বিভাগের সনেটদুটির সামগ্রিক মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। তবে অষ্টক দুই চতুষ্ক এবং ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে রচিত। ত্রয়োদশ বিভাগের সনেটটিতে আবার আবর্তনসন্ধি রয়েছে। সনেট-দুটির ষট্‌কের মিলে বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি সনেটের ক্ষীণ প্রভাব থাকলেও এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়।

১৫ থেকে ১৭ বিভাগের তিনটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে চূড়ান্ত অনিয়ম ঘটেছে। গঠন ও আবর্তনসন্ধির জন্য সর্বশেষ বিভাগের সনেটটিকে শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তর্গত করছি কিন্তু অনিয়মিত গঠন ও মিলবিন্যাসের জন্য প্রথম দুটি কবিতাকে চতুর্দশী বলাই শ্রেয়।

কবির চার মিলে রচিত নয়টি সনেটের মিলবিন্যাসে নিম্নলিখিত নয় প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. কখকখ। কখকখ। তপপতপত। কড়ি ও কোমল ঃ **হৃদয়আকাশ**
২. কখকখ। কখকখ। তপতপ। পত। কড়ি ঃ **পূর্ণমিলন**
৩. কখখক। খকখক। তপত। পতপ। কড়ি ঃ **ছোটফুল**
৪. ককখক। খকখক। তপত। পপত। কড়ি ঃ **চিরদিন ৪**
৫. কখকখ। কখকখ। তকতক। পপ। কড়ি ঃ **কল্পনামধুপ**
৬. কখকক খখকক। তকতক। পপ। কড়ি ঃ **সন্ধ্যার বিদায়**
৭. ককখক। খগগখ। ততখ। ততখ। কড়ি ঃ **হাসি**
৮. কখখক কখকগ ততগতগত। চিত্রা ঃ প্রৌঢ়
৯. কখকখ। গখগখ। গখগখ। তত। মানসী ঃ **হৃদয়ের ধন**

এই পর্যায়ের প্রথম দুই বিভাগের সনেটদুটি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি মাত্র সনেট খাঁটি পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। সনেটদুটিতে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টক দুই মিলের দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিল সংখ্যাও দুই ; তবে উভয় ক্ষেত্রেই কবি ষট্‌ককে দুই ত্রিক-বন্ধে বিভক্ত না করে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। সনেট দুটির অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবি খাঁটি পেত্রার্কান সনেট রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের সনেটদুটিও অষ্টক ষট্‌কে দ্বিধা বিভক্ত। অষ্টকের দুটি চতুষ্ক দুই মিলে রচিত, অবশ্য মিলবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য রয়েছে। ষট্‌কেরও মিল সংখ্যা দুই এবং উভয়

ক্ষেত্রেই ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে গঠিত। এই সনেটদুটিরও অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। চার মিলে রচিত আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটদুটির অষ্টকের মিলবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য থাকায় এগুলিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কান সনেট বলে গ্রহণ করছি।

পঞ্চম বিভাগের সনেটটিতেও অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিবৃত-ধর্মী দুই মিলে গঠিত। ষট্‌কের মিল তিনটি তবে এক্ষেত্রে অষ্টকের প্রথম মিলটি ষট্‌কে ফিরে এসেছে। ষট্‌ক একটি চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত হওয়ায় সনেটটির সামগ্রিক গঠনে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাব ধরা পড়েছে। কিন্তু আবর্তনসন্ধি থাকায় দুই মিলের অষ্টক বিশিষ্ট এই সনেটটিকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কান সনেটের অন্তর্ভুক্ত করছি।

ষষ্ঠ বিভাগের সনেটটির অষ্টক দুটি মিলে গড়া। কিন্তু অষ্টকের আট পংক্তির মধ্যে শেষ ছয় পংক্তি তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার-প্রাপ্ত। ষট্‌কের তিনটি মিলের একটি অষ্টক থেকে গৃহীত হয়েছে এবং অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। সনেটটির মিল-বিন্যাস চূড়ান্তভাবে অবিন্যস্ত বলে এটাকে চতুর্দশী বলে গ্রহণ করছি।

সপ্তম ও অষ্টম বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক তিন মিলে গঠিত, ষট্‌কে মিল সংখ্যা দুই এবং প্রতিক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে ফরাসি-রীতির কিঞ্চিৎ প্রভাব রয়েছে। সপ্তম বিভাগের সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। কিন্তু দুটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত বলে এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির দুই চতুষ্কে বিভক্ত অষ্টক তিন মিলে রচিত, ষট্‌কের মিলও তিনটি কিন্তু ষট্‌কের প্রথম চার পংক্তির মিলবিন্যাস অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কের অনুরূপ। সনেটটির অন্তিমে নতুন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। গঠনে শেকস্‌পীরীয়-রীতির প্রভাব রয়েছে। সনেটটিতে আবর্তন-সন্ধি থাকায় এটাকে আমরা আবর্তনসন্ধি-যুক্ত শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

তিন মিলে রচিত চারটি সনেটের ক্ষেত্রে কবি নিম্নলিখিত চতুর্বিধ মিলবিন্যাস ব্যবহার করেছেন।

১. ককখক। খখকখ। কখখ। তখত। কড়ি ও কোমলঃ অঞ্চলের

বাতাস

২. কখকক। খককখ। কখকখ। তত। কড়ি ঃ দেহের মিলন

৩. কখকখ কখকখ কখকখ। তত। চিত্রা ঃ ধূলি

৪. কখকখ। কগকগ। কগকগ। কক। মানসী ঃ **নিভৃত আশ্রম**

এই পর্যায়ের প্রথম তিন বিভাগের তিনটি সনেটের অষ্টকে দুটি মিল কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের সনেটের অষ্টকে তিনি যথাক্রমে দুটি ও একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনা করে সনেট-রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনটি সনেটের ষট্‌কেই মিলবিন্যাসের অনিয়ম আরো ব্যাপক। প্রতিক্ষেত্রেই অষ্টকের দুটি মিল ষট্‌কে ফিরে এসেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের সনেট দুটির অন্তিমে আবার মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এই তিনটি সনেটের অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলিকে আমরা শিথিল-মিল্টনীয় সনেটের অন্তর্গত করছি। চতুর্থ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাস অসংহত। প্রথম চতুষ্কের প্রথম মিলটি পরবর্তী দুই চতুষ্ক ও অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে স্থান পেয়েছে। সনেটটির সামগ্রিক গঠনে শেকস্‌পীরীয় প্রভাব থাকায় আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটটিকে আবর্তনসন্ধি যুক্ত শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট বলে গ্রহণ করছি।

রবীন্দ্রনাথ দুই মিলে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল প্রয়াস' কবিতাটি রচনা করেছেন। কবিতাটির অষ্টক ষট্‌কে একই মিল। মিলবিন্যাস হলো ঃ কখকখ। ককখক কখকখখকখ। সনেটের অষ্টকে ও ষট্‌কে ভিন্ন প্রকৃতির মিল যোজনার রীতি পৃথিবীর সব রীতির সনেটেই স্বীকৃত। কিন্তু এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তাঁর ছয় থেকে তিন মিলে রচিত সনেটেও তিনি অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন কিন্তু সর্বত্রই ষট্‌কে অন্তত একটি নতুন মিল যোজিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতাটির অষ্টক-ষট্‌কের মিলবিন্যাসে সনেট-রীতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হওয়ায় এটাকে আমরা সনেট-কল্প চতুর্দশী বলেই গণ্য করছি।

রবীন্দ্রনাথ মোট ৭৬টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন। এর মধ্যে ১৪টি সনেট-কল্প চতুর্দশী। বাকি ৬২টি সনেট নিম্নলিখিত নয়টি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১. খাঁটি শেকস্‌পীরীয় ১৯টি (তিনটিতে আবর্তনসন্ধি আছে)

২. ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় ৩টি (দুটিতে আবর্তনসন্ধি আছে)

৩. শিথিল-শেকস্‌পীরীয় ২৯টি (দশটিতে আবর্তনসন্ধি আছে)

৪. খাঁটি পেত্রাকীয় ২টি
৫. ভঙ্গ-পেত্রাকীয় ২টি
৬. শিথিল-পেত্রাকীয় ৩টি
৭. ভঙ্গ-মিল্টনীয় ৫টি
৮. শিথিল-মিল্টনীয় ৩টি
৯. বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক ৪টি

রবীন্দ্রনাথের ৬২টি সনেটে নয় প্রকার রীতি-বৈচিত্র্য সনেটের মিলবিন্যাসে কবির প্রচলিত প্রথানুগত্যের প্রতি অনুৎসাহ এবং নবনব রূপসৃষ্টির ব্যাকুলতারই পরিচয় বহন করছে। কবি খাঁটি পেত্রাকীয় এবং শেকস্‌পীরীয় রীতিতে যথাক্রমে মাত্র দুটি ও এগারটি সনেট রচনা করেছেন। বাকি সনেটগুলির মিলবিন্যাস অনিয়মিত এবং অসংহত। মিলবিন্যাসে কোন ধারাবাহিক বিশিষ্ট-রীতি অনুসৃত হয় নি বলে এগুলিকে বিশেষ প্রকৃতির রাবীন্দ্রিক সনেট বলেও চিহ্নিত করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম শেকস্‌পীরীর-রীতির সনেট রচনা করেছেন। এই রীতির সনেট রচনায় তাঁর অনায়াস সাফল্য লক্ষ্য করবার মতো। প্রসঙ্গত তাঁর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'কেন' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া।
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।
কেন কাছে ডাক যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল—
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।
মানবহৃদয় দিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা॥

এই সনেটটির মধ্যে কবিমানসের চিরঅতৃপ্ত প্রেমপিপাসা ভাষা

পেয়েছে। শেকস্‌পীয়রের সনেটের মতই এখানে ভাবপ্রবাহ চতুষ্কের পর চতুষ্ক পেরিয়ে মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পৌঁছে ঘনপিনদ্ধ রূপ গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র সার্থক শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেট বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেছেন এমন নয়, তাঁর সনেটে সামগ্রিকভাবে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাবই বেশী। তবে পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেটকে শেকস্‌পীরীয়-রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত করে এবং শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি সনেট-কলাকৃতিতে অভিনব বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

২

রবীন্দ্রনাথের সনেটে আবর্তনসন্ধি

সনেটের বহিরঙ্গ বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীরীয়-রীতির প্রতি অধিক আসক্তি প্রকাশ করলেও অন্তরঙ্গ বিন্যাসে তিনি পেত্রার্কান-রীতির প্রতিই অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রায় চব্বিশটি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধিতে আসক্তি-মুক্তি তত্ত্বকে বিচিত্ররূপে বিলসিত করে তুলেছেন। মূলত কবির সমগ্র জীবন-সাধনায় আসক্তি ও মুক্তির দ্বৈত-লীলা বিচিত্রভাবে উন্মীলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে বিপরীত কোটিক নানা উপাদান কি ভাবে সমন্বিত হয়ে গভীর সঙ্গতিতে সার্থক সম্পূর্ণতা পেয়েছে তা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কবিজীবনের আসক্তি-মুক্তি তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে তিনি বলেছেন ঃ 'রবীন্দ্র-জীবনের সর্বস্তরে বহির্লোকে ও অন্তর্লোকে, এই ছোট আমি ও বড় আমি, এই সীমা ও অসীম, এই ব্যক্তি ও বিশ্ব এই খাঁচার পাখি ও বনের পাখি, এই ঘর ও পথ, এই জীবভাব ও বিশ্বভাবের বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির বিচিত্র লীলাই কাব্যরসে বিলসিত হয়েছে।'[৯]

পেত্রার্কান সনেটের আবর্তনসন্ধিতে যে আসক্তি-মুক্তি তত্ত্বের উদ্ভাস, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি জীবনেই রয়েছে তার পরম প্রকাশ। সুতরাং সনেটের আবর্তনসন্ধি রচনায় যে কবি সফল হবেন তা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই বলা চলে। অন্য যে কোন কলাকৃতির চেয়ে সনেটের

নিটোল বিন্যাসে কবিমানসের আসক্তি-মুক্তিলীলা যে অনেক সুচারুরূপ লাভ করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—'কবিমানসের এই মধুরতম আসক্তি এবং উদারতম মুক্তির রসরহস্য তাঁর সনেট-দেহে যে লাবণ্য ও ব্যঞ্জনা পেয়েছে অন্যত্র তা পায় নি।'[১০]

চতুর্দশপদে রচিত রবীন্দ্রনাথের ২৪টি কবিতায় আবর্তনসন্ধি রচনায় নিম্নলিখিত এগার প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—কড়ি ও কোমল ঃ প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, চরণ, হৃদয় আকাশ, কল্পনা মধুপ, পূর্ণমিলন, পবিত্র-জীবন, প্রত্যাশা, সত্য-১, আত্মাভিমান, আত্মঅপমান। মানসী ঃ হৃদয়ের ধন।
২. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক—কড়ি ঃ হাসি।
৩. স্বপ্নলোক থেকে বাস্তবলোক—কড়ি ঃ মরীচিকা।
৪. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—কড়ি ঃ সিন্ধুগর্ভ, সত্য-২।
৫. প্রার্থনা থেকে সংকল্প—কড়ি ঃ জাগিবার চেষ্টা।
৬. অন্তর্লোক থেকে মানবলোক—কড়ি ঃ কবির অহংকার।
৭. কারণ থেকে কার্য—কড়ি ঃ ছোটফুল, ক্ষুদ্রআমি।
৮. কার্য থেকে কারণ—কড়ি ঃ প্রার্থনা।
৯. উপমান থেকে উপমেয়—কড়ি ঃ বাসনার ফাঁদ।
১০. তত্ত্ব থেকে ভাব—কড়ি ঃ চিরদিন-৪।
১১. উপমেয় থেকে উপমান—মানসী ঃ নিভৃত আশ্রম।

আমরা প্রথমেই খাঁটি পেত্রার্কান মিলে রচিত সনেটে কবি আবর্তন-সন্ধি সৃষ্টিতে কতদূর সফল হয়েছেন তার বিচার করব। উদাহরণত 'কড়ি ও কোমলে'র 'পূর্ণমিলন' সনেটটি গ্রহণ করা যাক ঃ

নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে।
অনন্তকালের মোর জীবন-মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শ্মশানে

নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাকে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
একী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে ॥

এই সনেটটিতে বিশুদ্ধ পেত্রার্কান মিল ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য দুই মিলের অষ্টক সংবৃত চতুষ্কের পরিবর্তে দুটি বিবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া। ষট্‌কের মিলও দুটি, তবে ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত না হয়ে চার+দুই ভাগে বিন্যস্ত। সনেটটির অষ্টকবন্ধে তরুণ কবির দেহ মিলনের অত্যুগ্র বাসনা বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন যে, মর্ত্যজীবনের এই মিলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যদি না তা ঈশ্বরাসক্তিতে বিলীন হয়ে যায়। এই সনেটটির ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়ে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি মুক্তি লীলায় বিলসিত হয়েছে। কবিজীবনের আসক্তি-মুক্তি তত্ত্ব যে ক্লাসিকাল-রীতির সনেটে পূর্ণায়ত-রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে এই সনেটটি তার সার্থক নিদর্শন।

আসক্তি-মুক্তি তত্ত্ব কবির জীবনবোধের সঙ্গেই জড়িত মিশ্রিত। সে কারণেই শুধুমাত্র পেত্রার্কীয়-রীতির সনেটেই নয়, অনিয়মিত মিলে এবং খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত সনেটেও আবর্তনসন্ধি তাঁর রচনায় পরিদৃশ্যমান। শেকস্‌পীরীয়-রীতির সহজিয়া সনেটে আবর্তনসন্ধি কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা দেখাবার জন্য এখানে আমরা 'কড়ি ও কোমলে'র 'কবির অহংকার' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা।
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে।
খাঁচার পাখির মত গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানব জনমে।
সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়।
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা
প্রাণে মরে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়।
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করগো আহ্বান;
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল—

দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি॥

সনেটটির অষ্টকবন্ধে নিজের মধ্যে বন্দী কবির অসম্পূর্ণতা-জনিত ক্ষোভ ভাষা পেয়েছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন সকল মানবের সঙ্গে মিলিত হলেই মানবজীবন সফলতায় সার্থক হয়ে ওঠে। সনেটটির অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ কবির অন্তর্লোক থেকে মানবলোকে আবর্তিত হয়েছে। শেকস্‌পীরীয়-রীতির চার মিলের বিবৃত-ধর্মী অষ্টকের গঠন ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর-যুগ্মক এই সনেটের ভারসাম্য ব্যাহত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি সংন্যস্ত হয়ে সনেটটি নতুন মহিমা লাভ করেছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ তিনটি খাঁটি এবং দুটি ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজনা করে বাংলাসাহিত্যে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতি সমন্বয়ের অভিনব নিদর্শন স্থাপন করে সনেট-কলাকৃতির মুখ্য অঙ্গসন্ধির প্রতি বিদগ্ধ কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের সনেটের ভাষা ও ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরেই তাঁর কবিতার ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষা ও ছন্দের অন্তহীন পরীক্ষায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর সনেটের মধ্যেও সেই নিদর্শন স্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রথম জীবনে তাঁর কবিতার রূপনির্মাণে গতানুগতিক অলংকার ও রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে সত্য কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কবি নব নব কাব্যালংকার ও রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতায় অলংকার ও রূপকল্প শুধুমাত্র কাব্যদেহের প্রসাধন কলাতেই পর্যবসিত নয়, সেগুলি কাব্যদেহের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত যে মনে হয় কবিকল্পনার পূর্ণবিকাশের জন্যও এগুলি অপরিহার্য। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে এই উক্তি তাঁর সনেট সম্পর্কেও সত্য।

মধুসূদন ধ্বনিস্পন্দের কথা স্মরণ রেখে কবিতায় শব্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই পথ ধরে আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, সারাজীবন ধরেই তিনি ছন্দস্পন্দ ও ধ্বনিস্পন্দের অন্তহীন পরীক্ষা চালিয়েছেন। মধুসূদনের মতো অপরিচিত আভিধানিক শব্দ তিনি

ব্যবহার করেন নি। আমাদের পরিচিত শব্দগুলিই তাঁর হাতে নবনব অনুভবের অর্থদ্যোতনায় নবজন্ম লাভ করেছে। যখন তাঁর কবিকন্ঠ দৃপ্ত ও ওজস্বী তখনও আভিধানিক তৎসম শব্দের ব্যবহার নগণ্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের চতুর্দশপদের কবিতাগুলির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত বাংলা ভাষার গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতা তিনি সহজ-বোধ্য শব্দেই সম্ভব করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি। গীতিকবিতার ভাষা কত সুকুমার ও সংগীতময় হয়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার চূড়ান্ত নিদর্শন। অবশ্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি এই কবিভাষার অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁর কবিতায় এই পরীক্ষার শ্রমচিহ্ন একেবারেই নেই, মনে হয় যেন তা একান্তভাবেই 'অপৃথগ্‌যত্ননিবর্ত্য'। রবীন্দ্রনাথের কবিভাষা প্রথম যে স্বকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে তার সার্থক সূচনা 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে। এই দিক থেকে এই কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলির মূল্য অপরিসীম। কারণ সংযম-সুন্দর গীতিকবিতার রূপনির্মাণে আত্মপ্রকাশের উন্মেষ-পর্বে কবি সনেটকেই মুখ্য বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাভাষায় হলন্ত শব্দের চেয়ে স্বরান্ত শব্দের সংগীতগুণ বেশি। বাংলাভাষার আদি সনেটকার মধুসূদন সনেটে সংগীতিক আবেদন সৃষ্টির জন্য সনেটের অন্ত্যমিল রচনায় স্বরান্ত শব্দের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন। কবি যে ৭৬টি কবিতায় সনেটপন্থী মিল যোজনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন সেগুলির মোট ৪১৮টি মিলের মধ্যে ২৪৭টিই স্বরান্ত মিল। শুধুমাত্র মিল যোজনাতেই নয়, সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নির্দেশ মান্য করে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেই সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনায় মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। সনেটের ছন্দ-বিষয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে তিনি যে সমস্ত বিশুদ্ধ সনেট রচনা করেছেন তার সর্বত্রই চৌদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

'কড়ি ও কোমলে'র ৫৭টি সনেট ও সনেট-কল্প চতুর্দশীর মধ্যে ৪৯টি চৌদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এছাড়া 'গানরচনা' চতুর্দশীটি ষোল মাত্রায়, 'চিরদিন' শীর্ষক সনেট-চতুষ্টয় আঠার মাত্রায় এবং

'ক্ষণিক মিলন', 'সন্ধ্যার বিদায়' সনেটদ্বয় ও 'যৌবনস্বপ্ন' চতুর্দশীটি কুড়ি মাত্রায় রচিত হয়েছে।

'গানরচনা' কবিতাটি ষোল মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচনা করে কবি বাংলাছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতাকে লঙ্ঘন করেছেন। কারণ বাংলা ভাষায় অপূর্ণপদী পর্ব দিয়ে কাব্যপঙ্ক্তি সমাপ্ত না হলে ছন্দঃস্পন্দের সাবলীল বিকাশ ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র সনেট-কল্প চতুর্দশী রচনা করেই বাংলা ছন্দের প্রবণতা উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি আর কখনো সনেট রচনায় ষোল মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ সনেটের পঙ্ক্তি-দৈর্ঘ্য নিয়ে যে পরীক্ষা করেছেন 'কড়ি কোমলে'র কুড়ি মাত্রায় রচিত দুটি সনেট ও একটি চতুর্দশী তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দের একটি পর্বের স্বাভাবিক মাত্রসীমা আট, (চার+চার), দশ মাত্রায় তাকে টেনে বাড়ালে তা আসলে হয়ে ওঠে আট+দুই-এর যোগফল। ফলত কুড়ি মাত্রায় দীর্ঘায়িত কাব্যপঙ্ক্তি যে আসলে দুটি দশ মাত্রার পঙ্ক্তি তা কবি অনুভব করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে সনেট রচনায় আর কখনো তিনি পঙ্ক্তি-দৈর্ঘ্যকে কুড়ি মাত্রায় প্রলম্বিত করেন নি।

সনেটের পঙ্ক্তি-দৈর্ঘ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা সফল হয়েছে আঠার মাত্রার মহাপয়ারে। আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দের দশ মাত্রার দ্বিতীয় পর্বটি অতিপদী হওয়ায় তা ছন্দঃস্পন্দের দিক থেকে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। বরং প্রতি পঙ্ক্তিতে চারমাত্রা বেড়ে যাবার ফলে এই ছন্দে রচিত সনেটে ভাবপ্রকাশের অধিকতর সুযোগ মেলে। বিশিষ্ট ছান্দসিক কবি-সমালোচক মোহিতলাল আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে সনেটের পক্ষে উপযোগী বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন '১৮ অক্ষর হইলে, কবির দায়িত্ব অধিক হইবে, কারণ, তাহাতে গাঢ়বন্ধতার ক্ষতি হইতে পারে।'[১২] বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ আঠার মাত্রায় 'কড়ি ও কোমলে'র চারটি সনেট রচনা করে 'কবির দায়িত্ব' যথাযথ ভাবেই পালন করেছেন। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।

যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান।
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে।
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন।
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন—
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে ।। [চিরদিন ঃ ৪]

তত্ত্বমূলক এই সনেটে আঠার মাত্রার দীর্ঘ পরিসরে কবিকল্পনা অনেক বেশি স্ফূর্তি পেয়েছে। আঠার মাত্রার বহনক্ষমতা চৌদ্দমাত্রার তুলনায় বেশি হওয়ায় রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কবিরা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে এই ছন্দে সনেট রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সনেটের পঙ্‌ক্তি-দৈর্ঘ্য নিয়ে 'কড়ি ও কোমলে' নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন সত্য কিন্তু মধুসূদন নির্দেশিত চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির মিশ্রবৃত্ত ছন্দই যে সনেটের গাঢ়বদ্ধতার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী এ কথা কবি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যে ৭৬টি কবিতার সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন তার মধ্যে ৬৮টি চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। সনেটের ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মধুসূনের নির্দেশ মান্য করলেও তাঁর 'কড়ি ও কোমলের' কোন সনেটে মধুকবির প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ নেই। 'সোনার তরী'র তিনটি সনেটে সর্বপ্রথম প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এবং এর পরবর্তীকালের প্রায় সমস্ত সনেট ও সনেট-কল্প চতুর্দশীই প্রবাহমান ছন্দে রচিত। 'সোনার তরী' থেকে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে ১৬টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত দশটি কবিতাতেই প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে।

সোনারতরী ঃ বন্ধন, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ। চিত্রা ঃ মরীচিকা, প্রৌঢ়, ধূলি। চৈতালি ঃ পুণ্যের হিসাব। পূরবী ঃ শেষঅর্ঘ্য। পরিশেষ ঃ উৎসর্গ কবিতা। সেঁজুতি ঃ প্রাণের দান।

সনেটের নিটোল বিন্যাসের পক্ষে প্রবাহমান ছন্দ যে বাধাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মধুসূদনের আদর্শ সম্মুখে

থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথম পর্বে সনেট রচনায় প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ করেন নি। 'সোনার তরী' থেকে তিনি যে সনেট রচনায় এই রীতির ব্যবহার করেছেন বাংলা ছন্দ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তার প্রধান কারণ। উত্তরকালে 'বলাকা'র সমিল মুক্তবন্ধ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ মিশ্রবৃত্ত ছন্দের যে নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন প্রবহমান ছন্দ তারই প্রথম পদক্ষেপ। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তাঁর সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—কবির সারাজীবনের ছন্দ-বিবর্তন ধারার সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৪

রবীন্দ্র-সনেটের বিষয় বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথের 'কড়িও কোমল' কাব্যগ্রন্থে 'ছোটফুল' নামে সনেট-পরিচিতি বিষয়ক একটি চতুর্দশপদী কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই সনেটটির ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন ঃ

> ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
> নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
> মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
> মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
> ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
> বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সনেটকে বলেছেন 'ছোটফুল'। এই 'ছোটফুলে'র সংহত পরিসরেই কবি 'বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশে'র অসীম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ফলত সনেটের মাধ্যমে কবির জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অনুভব নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সারা জীবনে তিনি বিচিত্রবিষয়ী অজস্র চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত তার মধ্যে সনেটের সংখ্যা মাত্র ৬২টি। কিন্তু এই স্বল্প সংখ্যক সনেটেই কবির বিচিত্র-বিষয়ী চেতনা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সনেটগুলিতে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. **আত্মকথা—কড়ি ও কোমল ঃ প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, ছোটফুল, কল্পনা মধুপ, অস্তাচলের পরপারে, প্রত্যাশা, স্বপ্নরুদ্ধ, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার, বিজনে, সত্য-১, আত্মাভিমান, আত্মঅপমান, ক্ষুদ্রআমি, প্রার্থনা, শেষকথা।**

সোনারতরী ঃ আত্মসমর্পণ।

২. তত্ত্ব—কড়ি ঃ সত্য-২, বাসনার ফাঁদ, চিরদিন-১, ২, ৪। চিত্রা ঃ ধূলি। চৈতালি ঃ পুণ্যের হিসাব। সেজুতি ঃ প্রাণের দান।

৩. প্রকৃতি—কড়ি ঃ সিন্ধুগর্ভ, ক্ষুদ্রঅনন্ত, অস্তমান রবি। সোনারতরী ঃ মায়াবাদ, বন্ধন, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা।

৪ কবিতর্পণ—পরিশেষ ঃ আশীর্বাদ (উৎসর্গ-কবিতা)।

৫. প্রেম—কড়ি ঃ ক্ষণিক মিলন, স্তন-১, ঐ-২, চুম্বন, বিবসনা, বাহু, হৃদয় আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদয় আসন, কল্পনার সাথি, নিদ্রিতার চিত্র, পূর্ণ মিলন, শ্রান্তি, বন্দী, কেন, মোহ, পবিত্রপ্রেম, পবিত্রজীবন, মরীচিকা, বৈতরণী। মানসী ঃ তবু, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম। উৎসর্গ ঃ সংযোজন-১০ ঃ

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত সনেটই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। কদাচিত কখনো তিনি সনেট-পরম্পরাও রচনা করেছেন। 'কড়ি ও কোমলে' তিনটি সনেট-পরম্পরা আছে।[১৩] অন্য সর্বত্র কবির নানা-বিষয়ী চেতনা এক একটি সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্পূর্ণায়িত কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। কবির আত্মকথামূলক সনেটগুলির অধিকাংশই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। প্রতিভার উন্মেষপর্বের আত্মচিন্তা ও কবিচেতনা এই সনেটগুচ্ছে ভাষা পেয়েছে। তত্ত্বমূলক সনেটগুলিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বের ধ্যান-ধারণা বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক সনেটের সংখ্যা নয়টি। কিন্তু এই নয়টি সনেটেই তাঁর প্রকৃতি-চিন্তা ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের গভীর সম্পর্কের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সনেটের মুখ্য অবলম্বন প্রেম। শুধু মাত্র সনেটই নয়, তাঁর সমগ্র কাব্য-সাধনার কেন্দ্র-মূলে রয়েছে প্রেম-চেতনা। প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর এই তিন উপাদানকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাব্য-সাধনা বিবর্তিত হয়েছে। এই তিন উপাদানের সঙ্গেই তাঁর প্রেমানুভব গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এমন কি, কবির ধারণা এই যে, প্রেমের উপাসনাই ক্রমোন্নত অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকার উপাসনা। এই কথাই তিনি তাঁর 'Personality' গ্রন্থের 'Woman' প্রবন্ধে অনুপম ভাষায় বিবৃত করেছেন ঃ 'With the growth of man's spiritual life, our worship has become the worship of love.'[১৪]

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রেম-চেতনার দ্বৈতরূপ ধরা পড়েছে। এই সম্পর্কে কবি এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবি বলেছেন—'কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।'[১৫] কবি এখানে 'জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব' বলতে প্রধানত তাঁর কৈশোরের প্রেরণাময়ী 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কথাই বুঝিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে একদিকে যেমন কবির কিশোরী পত্নীর প্রতি তরুণ কবির প্রেমচেতনা 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের' সঙ্গে বিবৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি 'জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব' কবির মানসলক্ষ্মী নতুন বৌঠান সম্পর্কিত প্রেম চেতনাকে বেদনাসিক্ত করে তুলেছে।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি সনেটের সঙ্গে পেত্রার্কার কিছু কিছু সনেটের ভাবানুষঙ্গের মিল খুঁজে পেয়েছেন।[১৬] দুই কবির সনেটের ভাববস্তুর মিল নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই যে পেত্রার্কার রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কবির কিশোর বয়সে রচিত ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধে। একেবারে তরুণ বয়সে কবি দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেমচেতনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই পরিচয় তাঁর কবি-মানসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। উল্লিখিত দুই ইতালীয় কবির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ প্লেটনিক প্রেমচেতনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই প্লেটনিক প্রেম যাকে 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ'-প্রণেতা আচার্য ভোজরাজ বলেছেন 'অসম্প্রয়োগবিষয়ারতি', তার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কবির 'কড়ি ও কোমলে'র নতুন বৌঠান সম্পর্কিত প্রেমবিষয়ক সনেটগুচ্ছে। এই দিক থেকে এই সনেটগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত আমরা এই পর্যায়ের 'পবিত্রজীবন' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি।

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা।
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচর স্রোতে

কে জানে গো আসিয়াছে কোনখান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী ;
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি ॥
[পবিত্রজীবন ঃ কড়ি ও কোমল]

‘কড়ি ও কোমলে’র যে রচনাগুলিকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন ‘নবযৌবনের রচনা,’ যেগুলির মধ্যে ‘আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা’ ভাষা পেয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন, সেই রচনাগুলির আলম্বন হলেন কবির পঞ্চদশী কিশোরী বধূ। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘দাম্পত্য মিলনকুঞ্জে সম্ভোগ-প্রেমের এমন অপূর্ব-সুন্দর চিত্র, দেহের পাত্রে মর্ত্যজীবনের পরম পিপাসার এমন মধুর আস্বাদন বৈষ্ণব পদাবলীর পরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহরতি পুষ্পসুকুমার সৌন্দর্যস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে কী অসামান্য কাব্য-লাবণ্য লাভ করতে পারে, এ কবিতাগুলি যেন তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।’[১৭]

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সেযুগে এই পর্যায়ের কবিতাগুলি ‘আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা’র মতোই প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু সনেট-কলাকৃতির সংযত ও সংহত শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই নবযৌবনের দুর্দমনীয় রসোচ্ছ্বাসও শিল্পসুষমায় অনবদ্য হয়ে উঠেছিল।

সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ক সনেট রচনা করেছেন সত্য, তবে প্রেম-বিষয়ক সনেটেই তাঁর কবিপ্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত-রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলা সাহিত্যের আদি সনেটকার মধুসূদনের সনেট বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর প্রেম-বিষয়ক সনেট নগণ্য। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রেমের সনেট রচনায় দিশারীর কাজ করেছেন। নবরোমান্টিক পর্বের কবিরা খুব সম্ভবত তাঁর ‘কড়ি ও কোমলে’র সনেটের অনুপ্রেরণাতেই গার্হস্থ্য-প্রেম-বিষয়ক সনেট রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিনিধি। তাঁর সুবিশাল কাব্য-ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কবিরা তাঁর প্রদর্শিত পথে একদিকে যেমন খাঁটি শেকস্‌পীরীয় এবং রীতিগোত্রহীন সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন অন্যদিকে তেমনি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্দশপদের কবিতা চর্চায়ও উৎসাহ দেখিয়েছেন। মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে সনেট রচনার যে পরিশীলিত রীতি প্রবর্তিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে কিছুটা বিচলিত করলেও তাঁর সাধনাতেই গীতিকাব্যের অন্যতম মুখ্য বাহন হিসাবে সনেট-কলাকৃতি বাংলাসাহিত্যে পূর্ণ- মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলী'কে আকরগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

২. চৈতালির 'পুণ্যের হিসাব' ('দিদি' কবিতার প্রথম চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত, পরের দশ পঙ্‌ক্তি পাঁচটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত) উৎসর্গের সংযোজন-১০ নং কবিতা, পূরবীর 'শেষঅর্ঘ্য' এবং পরিশেষের উৎসর্গ-কবিতা 'আশীর্বাদে' সনেট-পন্থী মিল যোজিত হয়েছে।

৩. ব্যতিক্রম 'গীতালির' উৎসর্গ কাবতা। কবিতাটি ৪ + ৪ + ৪ + ২ স্তবকবন্ধে রচিত।

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃ. ৯০১

৫. মোহিতলাল মজুমদার—বাংলাকবিতার ছন্দ (১:৫২), বাংলা সনেট পৃ. ১৬১

৬. তদেব, পৃ. ১৬১

৭. 'আমার' সেই সকল লেখায় (কড়ি ও কোমলের কবিতায়) তিনি (আশুতোষ চৌধুরী), ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন।' জীবনস্মৃতি (৩য় সং, ১৩৬৬) পৃ. ৮৯

৮. কড়ি ও কোমলের 'হাসি, ও 'চিরদিন-৩'-এর ষট্‌কের দুই ত্রিকের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে, এবং কড়ি ও কোমলের 'চরণ, সোনারতরীর 'বন্ধন' ও 'অক্ষমা,' চিত্রার প্রৌঢ়া' ও চৈতালির 'পুণ্যের হিসাব' এই সনেট-পঞ্চকের ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে।

৯. জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ পৃ.১৮৮

১০. তদেব, পৃ.১৯৩

১১. চতুর্দশ পদের কবিতা রচনায় অবশ্য তিনি পরবর্তীকালেও ১৮ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

১২. মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা সনেট, বাংলাকবিতার ছন্দ, পৃ.১৫২

১৩. স্তন, সত্য ও চিরদিন-শীর্ষক যথাক্রমে দুটি, দুটি ও চারটি কবিতা সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবি চতুর্দশপদবন্ধে একাধিক চতুর্দশী-পরম্পরা রচনা করেছেন। সেগুলি এই পর্যায়ে গৃহীত হয়নি।

১৪. Rabindranath Tagore—‘Personality’

১৫. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) কড়ি ও কোমলে কবির মন্তব্য, পৃ.১৪৭

১৬. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ.২৫২-২৬২

১৭. তদেব। পৃ.২২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাসাহিত্যে সনেট ঃ নবরোমান্টিক পর্বের কবিগণ

১

দেবেন্দ্রনাথ সেন

নবরোমান্টিক পর্বের অগ্রণী কবি রবীন্দ্রনাথের 'কবিভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। তাঁর কবিপ্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগ-স্পন্দিত, কাব্যপ্রকাশে তিনি বহুল পরিমাণে অসংযত। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই অসংযত কবিকল্পনাকে রূপবদ্ধ করবার জন্যই তিনি 'সনেটের নাগপাশে স্বচ্ছাবন্দী' হয়েছেন।[১] আসলে দেবেন্দ্রনাথের কবি-সত্তা দ্বৈত-চরিত্র। একদিকে তাঁর কবিকল্পনা আবেগ-উচ্ছ্বাসে অসংযত অন্যদিকে তিনি কবিতার রূপনির্মাণে স্থাপত্য-ধর্মে বিশ্বাসী। ১৯১১ সালে জব্বলপুরে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'আমি পুরাতন স্কুলের—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি। ··· মাইকেলই আমার গুরু।'[২] মধুসূদনকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠার অর্থ কবিতার স্থাপত্য-ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করা। কিন্তু তাঁর কবিকল্পনা বল্গাহীন। কবিসত্তার এই দ্বৈতচরিত্রের টানাপোড়েনে তাঁর সনেটগুলি রচিত। তাঁর কবিচরিত্রের স্থাপত্য-ধর্মী সত্তা একদিকে যেমন তাঁকে সনেট রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে অন্যদিকে তেমনি তাঁর বাধাবন্ধহারা উচ্ছ্বসিত কবি-সত্তা বিশেষ রীতির শৃংখলে সম্পূর্ণভাবে বন্দী হতে তাঁকে বাধা দিয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষিত। নিশ্চয়ই তিনি শেকস্‌পীরীয় সনেটের গঠন-বিন্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর গুরু মধুসূদনের সনেট থেকে পেত্রার্কীয় সনেটের রূপ নির্মাণও লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সনেট-রচনায় তিনি উল্লিখিত দুই প্রকৃতির কোন বিশেষ রীতিকেই সম্পূর্ণত গ্রহণ না করে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র অনিয়মিত মিলে রচিত সনেটগুচ্ছের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতার সংখ্যা একশ' পঞ্চাশ। এর মধ্যে ১৮টি অশোকগুচ্ছে (১৯০০), ১৬টি শেফালীগুচ্ছে (১৯১২),

৫১ টি পারিজাতগুচ্ছে (১৯১২), ৩৬টি অপূর্বনৈবেদ্যে (১৯১২), ২৫টি গোলাপগুচ্ছে (১৯১২), ৩টি অপূর্বশিশুমঙ্গলে (১৯১২) এবং ১টি অপূর্ববীরাঙ্গনা (১৯১২) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৩] এই ১৫০টি কবিতার মধ্যে শেফালীগুচ্ছের 'শরৎ ঋতু' ও 'বনতুলসী' কবিতাদুটি ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে রচিত ; বাকি ১৪৮টি চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির একই স্তবকবন্ধে গঠিত। রবীন্দ্রনাথের মত দেবেন্দ্রনাথের সনেটের গঠন-বিন্যাস মূলত শেকস্‌পীরীয়। তাঁর ১৫০ টি চতুর্দশপদীর মধ্যে ১২৬টি তিন চতুষ্ক ও দ্বিপদীতে গঠিত এবং সর্বত্র সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। কিন্তু তিনি সনেটের মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মতই শেকস্‌পীরীয়-রীতি যথাযথ ভাবে মান্য করেন নি। তাঁর সনেটে সাত থেকে তিন মিল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। সাত মিলে তিনি মাত্র ২৩টি সনেট রচনা করেছেন, অথচ এক্ষেত্রেও সর্বত্র শেকস্‌পীরীয় মিলপদ্ধতি যথাযথ অনুসৃত হয়নি। সাত মিলে রচিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস লক্ষ্য করা যাক ঃ

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। অশোকগুচ্ছ ঃ সদ্যঃস্নাতা। শেফালীগুচ্ছ ঃ সুরা। পারিজাতগুচ্ছ ঃ নিদাঘের রৌদ্র, রবীন্দ্রবাবুর সনেট, আষাঢ়। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ হোমাগ্নি, উমামঙ্গল-২

২. কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। অশোক ঃ দীপহস্তে যুবতী। পারিজাত ঃ পৌষ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ সধবা

২ক. কখখক গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। গোলাপ ঃ আঁধি

৩. কখখক। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। অশোক ঃ দ্রৌপদী। পারিজাত ঃ জ্যৈষ্ঠ

৩ক. কখখক। গঘগখ। তপপ। তঙঙ। গোলাপ ঃ ভালোবাসার জয়

৩খ. কখখক গঘগঘ তপপত। ঙঙ। গোলাপ ঃ পরাজয়

৪. কখখক। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। অশোক ঃ আমি। পারিজাত ঃ আশ্বিন

৪ক. কখখক গঘঘগ। তপপত। ঙঙ। গোলাপ ঃ গ্রীষ্মের ফলপ্রকৃতি

৫. কখকখ। গঘঘগ। তপপত। ঙঙ। অশোক ঃ লাজভাঙান

৬. কখকখ। গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাত ঃ সূর্য, বৈশাখ

৬ক. কখকখ গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাত ঃ র‍্যাফেল চিত্র-

বিদ্যা ও ম্যাডনা-২

৭. কখকখ। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। গোলাপ ঃ বঙ্গবধূ

এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের সাতটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম বিভাগের ১৬টি সনেটের তিন চতুষ্ক রচনায় সংবৃত-বিবৃত মিলবিন্যাস করে দেবেন্দ্রনাথ নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এই সনেটগুলির পাঁচটিতে তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই। ৩ক বিভাগের সনেটটির ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত, মিলবিন্যাসে ইংরেজ কবি সারে ও ফিলিপ সিডনির প্রভাব আছে। সাত মিলে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে আমরা আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেট বলে গ্রহণ করছি। সাত মিলে রচিত বাকি ১৫টি সনেটের গঠন-বিন্যাস লক্ষ্য করে এগুলিকে ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেটের অন্তর্গত করা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ৪১টি সনেটে ছ' মিল ব্যবহার করেছেন। সনেটগুলির মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ। খগগখ। তপতপ। ঙঙ। অশোকগুচ্ছ ঃ যুবতীর হাসি, গণিকা। পারিজাতগুচ্ছ ঃ অগ্রহায়ণ
২. কখখক। খগগখ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ কার্তিক
২ক. কখখক খগগখ। তপতপ। ঙঙ। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ সাধুর হাসি
৩. কখকখ। খগগখ। তপপত। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ ঃ তুমি
৪. কখকখ। গখগখ। তত পপ ঙঙ। অশোকগুচ্ছ ঃ তুমি দুটি কথা
৫. কখকখ। গখগখ। তপপ তঙঙ। শেফালীগুচ্ছ ঃ লক্ষৌর মচ্ছিভবন
৬. কখখক গখখগ। তপতপ। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ ঃ সোনার শিকলি
৭. কখকখ। গখগখ। তপতপ। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ ঃ শ্যামাঙ্গী। পারিজাতগুচ্ছ ঃ নৃসিংহ চতুর্দ্দশী
৭ক. কখকখ গখগখ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ সীতানবমী
৮. কখকখ। গখখগ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ গৃহে-অগ্নি
৯. কখখক। কগগক। তপতপ। ঙঙ। । অশোকগুচ্ছ ঃ প্রিয়তমার প্রতি

৯ক. কখখক । কগগক । তপতপঙঙ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ উমামঙ্গল-১, জুলিয়েট ।

১০. কখকখ । কগকগ । তপতপ । ঙঙ । অশোকগুচ্ছ ঃ অশোকতরু । পারিজাতগুচ্ছ ঃ তক্ষকগীরগীটী । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ ডেসডিমনা

১১. কখকখ । কগকগ । তপপত । ঙঙ । গোলাপগুচ্ছ ঃ ফোয়ারা

১২. কখখক । কগগক । তপপত । ঙঙ । শেফালীগুচ্ছ ঃ স্বপ্ন

১৩. কখকখ । কগগক । তপতপ । ঙঙ । পারিজাতগুচ্ছ ঃ শীলাবৃষ্টি

১৩ক. কখকখ কগগক তপতপ । ঙঙ । পারিজাতগুচ্ছ ঃ শান্তি

১৪. কখখক । কগকগ । তপতপ । ঙঙ । গোলাপ ঃ নিদাঘের ডালি

১৫. কখকখ । গকগক । তপতপ । ঙঙ । পারিজাতগুচ্ছ ঃ প্রজাপতি । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ সাবিত্রী

১৬. কখকখ । গকগক । তপপত । ঙঙ । গোলাপগুচ্ছ ঃ মালিনী

১৭. কখখক । গঘগঘ । তপতপ । খখ । অশোকগুচ্ছ ঃ উচ্চহাসি

১৮. কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । কক । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ অফিলিয়া

১৯. কখকখ । গঘগঘ । তককত । পপ । অশোকগুচ্ছ ঃ অদ্ভুত-শান্তি

২০. কখকখ । গঘঘগ । তখতখ । পপ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ মিরেণ্ডা

২১. কখকখ । গঘঘগ । তখতখ । পপ । পারিজাতগুচ্ছ ঃ ভাইফোঁটা

২২. কখকখ । গঘগঘ । কতকত । পপ । পারিজাতগুচ্ছ ঃ চৈত্র

২৩. কখকখ । গঘগঘ । গতগত । পপ । পারিজাতগুচ্ছ ঃ যশ

২৪. কখকখ । গঘগঘ । তঘতঘ । পপ । পারিজাতগুচ্ছ ঃ ফাল্গুন

২৫. কখকখ । গঘঘগ । গততগ । পপ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-২

২৬. কখখক । গঘঘগ তঘতঘ । পপ । গোলাপগুচ্ছ ঃ পিপাসা

২৭. কখখক । গঘগঘ । ঘতঘত । পপ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ উমামঙ্গল-৩

২৮. কখখক । গঘগঘ । ঘততঘ । পপ । গোলাপগুচ্ছ ঃ মহিরাবণের পালা

২৯. কখখক । গঘগঘ । খতত । খপপ । গোলাপগুচ্ছ ঃ গীতিকাব্য

৩০. কখকখ । গঘঘগ । তপতপ । পপ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ

নবতপস্বিনী

উল্লিখিত ৪১টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। ২ক, ৪, ৫, ৬, ৭ক, ৯ক, ১৩ক, ২৬ ও ২৯ বিভাগের দশটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র তিন চতুষ্কের গঠন স্পষ্ট। পূর্ববর্তী চতুষ্কের কোন একটি মিল পরবর্তী চতুষ্ক অথবা অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পুনর্যোজিত হওয়ায় সনেটগুলির মিল সংখ্যা ছ'-তে সীমাবদ্ধ। সামগ্রিক গঠন ও মিলবিন্যাসে সনেটগুলিকে শিথিল শেকস্পীরীয় সনেটের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই পর্যায়ের স্থূলাক্ষর ৯টি সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজিত হয়ে সনেটগুলির অভিনব রূপ রচিত হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ৬২টি সনেটে পাঁচ মিল ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসের বৈচিত্র্য সীমাহীন। সনেটগুলির মিলবিন্যাস-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক।

১. কখকখ। কখকখ। তপপত। ঙঙ। অশোকগুচ্ছঃ **অশোকফুল**

২. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। অশোকগুচ্ছঃ **লক্ষ্ণৌর আতা**, রাক্ষসী। পারিজাতগুচ্ছঃ নববর্ষের আহ্বান-২, লক্ষ্ণৌ, **রামানুজের প্রতি**। অপূর্ব্বনৈবেদ্যঃ **রোহিনী**, কোকিল। অপূর্ব্বশিশুমঙ্গলঃ **রাণীর চুমো**

৩. কখখক। খকখক। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছঃ **সুরাপাত্র** পারিজাতগুচ্ছঃ **আম্রফল**

৪. কখকখ। খককখ। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছঃ বনতুলসী, কনক। পারিজাতগুচ্ছঃ হিন্দু বিধবা। অপূর্ব্বনৈবেদ্যঃ **চিত্তরঞ্জন দাশেরপ্রতি-১**

৪ক. কখকখ। খককখ। তপত। পঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্যঃ চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-৩, রাজা রামমোহন

৫. কখকখ। খকখক। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছঃ আপ ভালা তো জগৎ ভালা। পারিজাতগুচ্ছঃ **পূর্ণিমা**, দশভুজা

৬. কখখক। খককখ। তপপত। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছঃ **পুরাতনবর্ষের বিদায়**

৭. কখকখ খককখ। তপপত। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছঃ **ভক্তি** অপূর্ব্বনৈবেদ্যঃ **সুন্দর**

৭ক. কখকখ। খককখ। তপপত। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছঃ **অদ্ভুত অভিসার**

৮. কখকখ। খকখক। তপপত। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ ঃ স্নান

৯. কখখক। কখখক। তপপত। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ ঃ পিসিমার সীতাভোগ, মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি

৯ক. কখখক কখখক। তপপত ঙঙ। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-১

৯খ. কখখক। কখখক। তপপত ঙঙ। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ ঃ উষা, অপূর্ব কৃষ্ণ প্রাপ্তি। পারিজাতগুচ্ছ ঃ শেফালি। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ শ্রীহরির প্রতি, ফতেগড়ের মাকালী। গোলাপগুচ্ছ ঃ সৌম্য, বনফুল

১০ক. কখখক। কখখক। তপত। পঙঙ। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র। অপূর্বশিশুমঙ্গল ঃ খোকাবাবু

১১. কখখক। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ ঃ বীণা। পারিজাতগুচ্ছ ঃ ব্রজেন্দ্র ডাকাত-১। গোলাপগুচ্ছ ঃ চিরযৌবনা

১১ক. কখখক কখকখ তপতপ ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ কোকিল

১২. কখখক। কখকখ। তপপত। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ ব্রজেন্দ্র ডাকাত—২

১২ক. কখখক কখকখ। তপপত ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ জীবননদী

১৩, কখকখ। কখখক। তপপ। তঙঙ। শেফালীগুচ্ছ ঃ সখীর প্রতি বঙ্গবিধাতার উক্তি

১৪. কখকখ। কগকগ। তককত। পপ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ মাঘ

১৫. কখখক। কগগক। তপতপ। গগ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ নববর্ষের আহবান-৩

১৬. কখখক গকগক। তপতপ। কক। পারিজাতগুচ্ছ ঃ ডালিম

১৬ক. কখখক। গকগক। তপতপ। কক। পারিজাতগুচ্ছ বৈশাখীঝড়-১

১৭. কখকখ। খগগখ। তপতপ। গগ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ বৈশাখমাস

১৮. কখকখ। গখখগ। তপতপ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ ভাদ্র

১৯. কখকখ। গঘগঘ। তখতখ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ শ্রাবণ

২০. কখকখ। কককক। তপতপ। ঙঙ। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ যমুনা

২০ক. কখকখ কককক তপতপ। ঙঙ। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ স্বর্ণকুমারী

দেবীর প্রীতি

২১. কখকখ। গঘগঘ। ঘতঘত। গগ। অপূর্বনৈবেদ্যঃ রসেলিন্ড
২২. কখখক। গঘগঘ। ঘততঘ। খখ। অপূর্বনৈবেদ্য ঃ বিয়াট্রিস
২৩. কখকখ। কগকগ। তককত। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ মা
২৪. কখকখ। কগকগ। তগগত। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ ভ্রমর
২৫. কখকখ। গঘগঘ। গখগখ। তত। গোলাপগুচ্ছ ঃ কুচুচি
২৬. কখকখ। খগখগ। তপতপ। কক। গোলাপগুচ্ছ ঃ গৌরী
২৭. কখকখ ককগগ তভতত। পপ। গোলাপগুচ্ছ ঃ লোহার বাঁধন
২৮. কখকখ। কগকগ। তপতপ। তত। গোলাপগুচ্ছ ঃ এই

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের প্রথম তেরটি বিভাগের ৪৫টি সনেটে কবি পেত্রার্কার মত অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহার করেছেন। অবশ্য অষ্টকের চতুষ্ক-গঠন ও মিলবিন্যাসে কবি চূড়ান্ত স্বাধীনতা নিয়েছেন। ষটকের শেষে সর্বত্রই মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র ছয়টি ক্ষেত্রে তিনি দুই ত্রিক দিয়ে ষট্‌ক গঠন করেছেন। অন্য সর্বত্রই ষট্‌ক চতুষ্ক ও যুগ্মকবন্ধে গঠিত। ষট্‌কের মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে কবি ১৩টিতে তপপতঙঙ এবং ৩২টিতে তপতপ-ঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। সনেট-সংসারে উল্লিখিত দুই মিল প্রথম ব্যবহার করেন চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবের্তি। অবশ্য উবের্তির ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে রচিত। ইংরেজি সাহিত্যের আদি পর্বের সনেটকার ওয়াট্‌ উবের্তির অনুসরণে তাঁর সনেটের ষট্‌কবন্ধে উল্লিখিত দুই মিল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালের কবি ফিলিপ সিডনির ষট্‌কের প্রিয় মিল তপত, পঙঙ। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষিত কবি দেবেন্দ্রনাথ খুব সম্ভবত ওয়াট ও সিডনির কাছ থেকে উল্লিখিত মিল দুটি গ্রহণ করেছেন।

এই পর্যায়ের ১ম থেকে ১৩শ বিভাগের স্থূলাক্ষর ২৩টি সনেটে কবি মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেও মোটামুটিভাবে পেত্রার্কান সনেটের মিল অনুসরণ করে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন বলে এই সনেটগুলিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কান সনেট বলে গ্রহণ করছি। এই বিভাগের বাকি ২২টি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই, অথচ মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেও পেত্রার্কাকে অনুসরণ করা হয়েছে। আবর্তনসন্ধিহীন এই ২২টি সনেটকে ভঙ্গমিল্টনীয় সনেট বলে অভিহিত করছি।

১৪ থেকে ২৮ বিভাগের ১৭টি সনেটের মিলযোজনা অবিন্যস্ত। তবে সর্বত্রই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে এবং ১৬ ২০ক ও ২৭ বিভাগের তিনটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র তিন চতুষ্ক বিভাগ স্পষ্ট বলে এগুলিকে শিথিল-শেক্সপীরীয় রীতির সনেট হিসাবে গণ্য করা যায়। অনিয়মিত মিলে রচিত উল্লিখিত তিনটি কবিতাকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়। এই পর্যায়ের স্থূলাক্ষর সনেটটির আবর্তন সন্ধির অভিনবত্বও লক্ষণীয়।

চার মিলে দেবেন্দ্রনাথের ২২টি সনেট রচিত। তবে মিলবিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রীতিগোত্রহীন। মিলপদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ। কখকখ। খতখত। পপ। অশোকগুচ্ছ ঃ উৎসর্গ-২
২. কখকখ। কখকখ। কত কত। পপ। অশোকগুচ্ছ ঃ উৎসর্গ-১
৩. কখখক। কখখক। কততক। পপ। শেফালীগুচ্ছ ঃ শরৎঋতু
৪. কখকখ। কখকখ। তকতক। পপ। শেফালীগুচ্ছ ঃ পিসিমার খাজা। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ **ক্লিওপেট্রা**
৫. কখকখ খককখ। তখতখ। পপ। শেফালীগুচ্ছ ঃ যীশু-খ্রীষ্টের প্রতি
৬. কখকখ। কখকখ। তখখত। পপ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ নববর্ষের আহবান-১
৭. কখকখ। কখকখ। তপতপ। কক। পারিজাতগুচ্ছ ঃ **শিরিষফুল**
৭ক. কখকখ। কখকখ। তপতপকক। পারিজাতগুচ্ছ ঃ **বৈশাখীঝড়-৩**
৮. কখকখ কখখক। তপতপকক। পারিজাতগুচ্ছ ঃ **আত্মহত্যা**
৯. কখকখ কখকখ। তপতপ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ **কাট্‌ঠোকরা**
১০. কখখক খকখক। তপতপ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডনা-১
১১. কখকখ। খকখক তকতকপপ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ **হিন্দুবধু**
১২. কখকখ। কখকখ। তপপত। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ ইলা
১৩. কখখক। কখখক। তপতপ। তত। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ **চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-২**
১৪. কখকখ। খককখ। খততখ। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ **পেঁপে সুন্দরী**

১৫. কখকখ। খককখ। তখখত। পপ। অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল ঃ ডাকাত

১৬. কখখক। কখখক। তপপত। খখ।অপূর্ব্ববীরাঙ্গনা ঃ বন্দনা

১৭. কখখক। খগগখ। খতখত। খখ।গোলাপগুচ্ছ ঃ রূপার বাঁধন

১৮. কখকখ। গঘগঘ। খকখক। কক। অশোকগুচ্ছ ঃ ভুল

১৯. কখকখ। গখগখ। গতগত। গগ। পারিজাতগুচ্ছ ঃ বৈশাখী ঝড়-২

২০. কখখক কগগক। কতকত। তত। অপূর্ব নৈবেদ্য ঃ ভারতী

এই পর্যায়ের ১ম থেকে ১১শ এবং ১৪শ থেকে ১৬শ বিভাগের ১৬টি সনেটের অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। ষট্‌কের মিলও দুটি, তবে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে কবি ক্লাসিকাল সনেট-রীতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন। এই ১৬টি সনেটের স্থূলাক্ষর ৯টি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এগুলোকে শিথিল পেত্রার্কীয় এবং বাকি ৭টি সনেটকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।

১২শ এবং ১৩শ বিভাগের সনেট দুটি তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত কিন্তু অষ্টক ও ষট্‌ক ভিন্নভিন্ন মিলে রচিত। ১৩শ বিভাগের সনেটটিতে আবর্তনসন্ধিও আছে। সুতরাং এই সনেটটিকে ভঙ্গ-পেত্রার্কান এবং ১২শ বিভাগের সনেটটিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে স্বীকার করা যায়।

১৭শ থেকে ১৯শ বিভাগের সনেট তিনটির গঠনে শেক্‌সপীরীয় সনেটের প্রভাব রয়েছে কিন্তু মিলবিন্যাসে চূড়ান্ত অনিয়ম ঘটেছে। তিনটির মধ্যে স্থূলাক্ষর দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এই দুটিকে আবর্তনসন্ধিবিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় এবং বাকি সনেটটিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের কবিতাটির মিলবিন্যাস চূড়ান্তভাবে অনিয়মিত, গঠনের দিক থেকেও কোন বিশেষ রীতির অন্তর্গত করা যায় না বলে একে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই বাঞ্ছনীয়।

দেবেন্দ্রনাথের অপূর্বনৈবেদ্যের 'আনন্দ' এবং গোপালগুচ্ছের 'বঙ্গনারী' চতুর্দশপদী কবিতায় তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

আনন্দ ঃ কখকখ। গখগখ। গকগক। গগ
বঙ্গনারী ঃ কখকখ খকখক। তখতখ। কক

এই মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ‘কড়ি ও কোমল,’ ‘মানসী’ ও ‘চিত্রা’র তিনমিলের চতুর্দশীগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। ‘বঙ্গনারী’র অষ্টকে দুই মিল ব্যবহৃত হয়েছে এবং আশ্চর্যের বিষয় যে তিন মিলের এই কবিতাটিতে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। আবর্তনসন্ধির কথা স্মরণ করে এই কবিতাটিকে আমরা শিথিলপেত্রাকীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। ‘আনন্দ’ কবিতার মিলবিন্যাসে যদৃচ্ছতা স্পষ্ট। এই কবিতার চতুষ্ক গঠন ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে শেকস্‌পীরীয় প্রভাব বর্তমান বলে এটিকে আমরা শিথিল-শেকস্‌পীরীয়-রীতির অন্তর্গত করছি।

দেবেন্দ্রনাথের ১৫০টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে চারটি সনেট-কল্প চতুর্দশী। বাকী ১৪৬টি সনেট-রীতির দিক থেকে নিম্নলিখিত সাত পর্যায়ে বিভক্ত।

১. ভঙ্গ পেত্রাকীয় ২৪টি।
২. শিথিল পেত্রাকীয় ১০টি।
৩. ভঙ্গ মিল্টনীয় ২৩টি।
৪. শিথিল মিল্টনীয় ৭টি।
৫. খাঁটি শেক্সপীরীয় ৭টি।
৬. ভঙ্গ শেক্সপীরীয় ১৬টি (একটিতে আবর্তনসন্ধি)
৭. শিথিল শেক্সপীরীয় ৫৯টি (বারোটিতে আবর্তনসন্ধি)

দেবেন্দ্রনাথের সাতটি মাত্র সনেট রীতিসিদ্ধ—অন্যসবগুলিই ভঙ্গ বা শিথিল গোত্রের। উল্লিখিত সাতটি সনেটই শেক্সপীরীয়। তার ভঙ্গ ও শিথিল রীতির সনেটগুলিতেও শেকস্‌পীরীয় সনেটের প্রভাব বিদ্যমান। তিনি যেখানে পাঁচ মিলের ক্লাসিকাল সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন সেখানেও গঠন ও মিলবিন্যাসে শেক্সপীরীয় সনেটের প্রভাব বর্তেছে। তবে এ শ্রেণীর কোন কোন সনেটে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই পেত্রাকীয় ও শেক্সপীরীয় রীতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। দুই রীতির এই সমন্বয় প্রয়াস ‘গোলাপগুচ্ছে’র ‘ভালবাসার জয়’ সনেটে নবরূপ লাভ করেছে। এই সনেটটি সাতমিলের শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। অষ্টক ও ষট্‌কের গঠন কিন্তু পেত্রাকীয়। সর্বোপরি সাত মিলের এই সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবি রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সনেটের মত ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক সনেট সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

বৃথা ও ঘৃণার হাসি, বৃথা ও কথার ছল ;
রবির কিরণ আমি, তুমি মালঞ্চের ফুল
বৃথা তব উপহাস, শাণিত কথার শূল ;
রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যামদূর্ব্বাদল !
জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে,
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময় ?
জান না কি প্রজাপতি যেই পুষ্পে বসে উড়ে,
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো সুবর্ণময় ?
আমার সোহাগ কুঞ্জে বসিয়া বসিয়া তুমি,
ভুলে গিয়ে ঘৃণা হাসি, কন্ঠমণি হবে ধনি !
জান না কি ভালবাসা ধরার পরশমণি ?
ঘৃণার নিজত্ব হরে দিবানিশি চুমিচুমি
আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও ঘৃণা-হাসি ;—
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা-আপনা আসি !
[ভালবাসার জয় ; গোলাপগুচ্ছ, পৃষ্ঠা-৭]

কবিতাটির অষ্টকে কবি বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে ভালবাসার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ষট্‌কে কবি ফিরে এসেছেন উপমেয়—নিজের কথায়। বিশ্বপ্রকৃতির প্রেমরহস্য মানবলোকেও একই ভাবে সত্য অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি দুই ক্ষেত্রেই ভালবাসারই জয়—এই হলো কবির সিদ্ধান্ত। এই কবিতাটির গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে পেত্রার্কীয় সনেটের সংহত মিলবন্ধনের ফলে অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি যে ভাবে ভারসাম্যের কাজ করে ভাবপ্রবাহকে আসক্তি-মুক্তিলীলায় বিলসিত করে তোলে শেকস্‌পীরীয় মিলের শিথিল বিন্যাসে তা একান্ত ভাবেই অসম্ভব। তবে বহিরঙ্গে রোমান্টিক ও অন্তরঙ্গে ক্লাসিকাল সনেটের নিদর্শন হিসাবে কবির এই ধারার সনেটগুলি ঐতিহাসিক কারণে বিশেষ মূল্যবহ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রীতিতে রচিত প্রায় ৪৭টি সনেটে আবর্তন-সন্ধি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বৈচিত্র্যের দিক্ থেকে তা নিম্নলেখ চোদ্দটি বিভাগে বিন্যস্ত ঃ

১. উপমান থেকে উপমেয়—অশোকগুচ্ছ ঃ অশোকফুল। পারিজাতগুচ্ছ ঃ শিরিষফুল। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ চিত্তরঞ্জনদাসের প্রতি-২।

২. উপমেয় থেকে উপমান—পারিজাতগুচ্ছ ঃ বৈশাখী ঝড়-২ ;

হিন্দু-বধূ। গোলাপগুচ্ছ ঃ সৌম্য।

৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—অশোকগুচ্ছ ঃ লক্ষ্ণৌর আতা, অদ্ভুত শান্তি। শেফালীগুচ্ছ ঃ পিসিমার সীতাভোগ, বীণা, অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রাপ্তি, মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি, কনক। পারিজাতগুচ্ছ ঃ আম্রফল, শিলাবৃষ্টি, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, সীতানবমী, পূর্ণিমা, ব্রজেন্দ্র ডাকাত-২, জীবননদী। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ রোহিনী, ফতেগড়ের মাকালী, সাধুর হাসি, পেঁপে সুন্দরী। গোলাপগুচ্ছ ঃ বঙ্গনারী, চিরযৌবনা। অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল ঃ রাণীর চুমো, ডাকাত। অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা ঃ বন্দনা।

৪. কারণ থেকে কার্য—শেফালীগুচ্ছ ঃ সুরাপাত্র। পারিজাতগুচ্ছ ঃ গৃহে অগ্নি।

৫. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর— অশোকগুচ্ছ ঃ অশোকতরু.

৬. উত্তর থেকে জিজ্ঞাসা গোলাপগুচ্ছ ঃ রূপার বাঁধন।

৭. সংলাপে একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষ শেফালীগুচ্ছ ঃ স্বপ্ন।

৮. সামান্য থেকে বিশেষ—শেফালীগুচ্ছ ঃ উষা। পারিজাতগুচ্ছ কাটঠোকরা, রামানুজের প্রতি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-১।

৯. অতীত থেকে বর্তমান পারিজাতগুচ্ছ ঃ পুরাতনবর্ষের বিদায়।

১০. তত্ত্ব থেকে ভাব—পারিজাতগুচ্ছ ঃ বৈশাখী ঝড়-৩, ব্রজেন্দ্র ডাকাত-১।

১১ নিসর্গলোক থেকে মানবলোক-পারিজাতগুচ্ছ ঃ শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ।

১২. মানবলোক থেকে নিসর্গলোক—অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ ক্লিওপেট্রা।

১৩. উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত—পারিজাতগুচ্ছ ঃ ভক্তি। গোলাপগুচ্ছ ঃ ভালবাসার জয়।

১৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ—পারিজাতগুচ্ছ ঃ আত্মহত্যা।

দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন মিলে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। ক্লাসিকাল সনেটে আবর্তনসন্ধি যে ভাবে সনেটের ভারসাম্যের কাজ করে ভাবপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, দেবেন্দ্রনাথের শিথিল মিলবন্ধনে রচিত সনেটে তা কখনই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে নি। তাঁর যে সমস্ত সনেটের অষ্টকে দুই মিল এবং ষটকে ভিন্ন প্রকৃতির তিন

মিল ব্যবহৃত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রেও ষট্‌কের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের অবাঞ্ছিত প্রাদুর্ভাবের ফলে আবর্তনসন্ধি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। তবে একথা নিশ্চিত যে তিনি বিভিন্ন মিলে রচিত সনেটে আবর্তন সন্ধিরচনা করে ভাবপ্রবাহের ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর ছিলেন।

সনেট সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সনেটকারগণ 'সনেট পরম্পরা' রচনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তক মধুসূদন সনেট-পরম্পরার চেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি কোন কোন বিষয়ে একই পর্যায়ের দুটি সনেট রচনা করে বাংলা-সাহিত্যে সনেট-পরম্পরা রচনার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিনটি সনেট-পরম্পরার কথাও স্মরণীয়। দেবেন্দ্রনাথ সনেট-পরম্পরা রচনায় সম্ভবত এই দুই পূর্বসূরীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত। কবিতা সংখ্যাসহ তাঁর সনেট-পরম্পরাগুলি নিম্নরূপ।

অশোকগুচ্ছ ঃ উৎসর্গ-২টি।

পারিজাতগুচ্ছ ঃ নববর্ষের আহবান ৩টি। বৈশাখী ঝড় ৩টি। নববর্ষের উপহার ১২টি। ব্রজেন্দ্রডাকাত ২টি। র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডনা ২টি।

অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ২টি। চিত্র ৩টি। চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি ৩টি।

দেবেন্দ্রনাথের নয়টি সনেট-পরম্পরার মধ্যে 'নববর্ষের উপহারে' বার-মাসের ওপরে বারটি সনেট স্থান পেয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি জেমিন্‌নিয়ানো (F. da san Gemignano) সর্বপ্রথম সপ্তাহের সাত দিন এবং বছরের বার মাস অবলম্বনে এই ধরণের সনেট-পরম্পরা রচনা করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সনেটের মিল ও ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদন ও রবীন্দ্রানুসারী কবি তবে অপূর্ব মিল-ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা বিশেষ ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র স্বরের অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন। তবে এই ত্রুটি খুব বেশি নয়, মোটামুটি ভাবে তিনি সহজ-সরল ভাবে স্বাভাবিক অন্ত্যমিল যোজনা করেছেন। সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে তিনি শেকস্‌পীয়রের প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেও সনেটের মিল-ব্যবহারে শেকস্‌পীয়রের মত ব্যঞ্জনান্ত মিলের আধিপত্য মেনে নেন নি। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা

ভাষায় স্বরান্ত মিলের সংগীতিক আবেদন ও মাধুর্য ব্যঞ্জনান্ত মিলের চেয়ে অনেক বেশি। সনেটের কঠিন কাঠামোয় গীতিকবিতা রচনা করতে গিয়ে সে কারণেই তিনি স্বরান্ত মিল যোজনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ১৫০টি চতুর্দশপদের কবিতার ৮১১টি মিলের মধ্যে ৫৫৪টি স্বরান্ত এবং ২৫৭টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

সনেটের মিলবিন্যাসে না হলেও ছন্দের ক্ষেত্রে অন্তত দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটে বহুল পরিমাণে প্রবহমান ছন্দের ব্যবহার এই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ। তাঁর প্রায় ৮৭টি সনেটে প্রবাহমান মিশ্রবৃত্তের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সনেটে ছন্দের মাত্রা ব্যবহারে তিনি সাহসিক পদক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সার্থক ভাবে আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনা করে 'কবির দায়িত্ব' যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন।[৪] উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

আত্মত্যাগ মহাব্রতে ছিল ব্রতী সেই রাধারাণী।
পূর্ণভাবে বিশ্বনাথ-পদতলে বিকায়ে আপনা!
হয়েছিল নগ্ন, শূন্য! জয়, জয় দাসীর সাধনা!
রিক্তহস্তে ছিল আহা দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব কল্যাণী,
ভক্ত দাস ভগবান তাই তাকে ক্রোড়ে নিলা টানি!
তাই আজি শত কবি শত স্তবে করিছে বন্দনা।
শ্রীরাধার! তাই আজি শতভক্ত করিছে অর্চ্চনা
শ্রীরাধার! আনিফুল, জ্বালি ধূপ, যোড় করি পানি!
আত্মত্যাগব্রতে ব্রতী তুমিও গো, হে চিত্তরঞ্জন,
পরার্থের মহাযজ্ঞে আপনারে করেছ আহুতি।
হয়েছে সফল জন্ম, যেন আহা অগুরু চন্দন
দহি দহি যজ্ঞানলে। যশ তাই, হয়ে অগ্রদূতী,
কবিবর! জয়মাল্যে করিয়াছে তোমারে মন্ডন!
বিজয় বাজনা বাজে ওই শোন প্রাণ বিমোহন!

[কবিভ্রাতা চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-২ ঃ অপূর্ব্বনৈবেদ্য, পৃষ্ঠা-৪৪]

দেবেন্দ্রনাথের সনেটে ক্রিয়াপদ ও তৎসম শব্দবিন্যাসে মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। তবে তিনি তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব ও দেশি শব্দের ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কবিভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর কবিকন্ঠ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। প্রসঙ্গত দুটি উদাহরণ দিই ঃ

১ ঘোমটা খুলিবে না'ক? থাক তবে বসি।

আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া !
একি ! একি ! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি ?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
আমি দিব ? কাজ নাই—পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড় !) খুলিবে কবরী !
[লাজভাঙান ঃ অশোকগুচ্ছ, ২য় সং, পৃঃ ২৬]

২. "ছাড়, ছাড়, হাত ছাড়"—ছাড়িলাম হাত !
হে সুন্দরী, রোষ কেন ? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার ?
[দীপ-হস্তে যুবতী ঃ অশোকগুচ্ছ, পৃঃ ২৫]

প্রেম ও প্রকৃতি দেবেন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান অবলম্বন। কবি-কল্পনার অলৌকিক শক্তিবলে তিনি এই প্রেম-প্রকৃতিকে ঊর্ধ্বচারী করে তোলেন নি, সে শক্তিও সম্ভবত তাঁর ছিল না। কিন্তু নিকটের বস্তুকে ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ করে প্রকাশ করার শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর কাব্যের প্রেম একান্তভাবে গার্হস্থ্য-প্রেম, প্রকৃতিও চিরপরিচিত জীবন্ত বাংলা-দেশের প্রকৃতি। কবির এই বিশেষ কবি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই মোহিতলাল বলেছেন ঃ 'তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী দেশ-প্রেমিক কবি এ যুগে আর কাহাকেও দেখি না। এ যে দেশের মাটিতে, তাহারই রসে পুষ্ট হইয়া তাহারই অঙ্গে ফুলের মত সহজভাবে ফুটিয়া ওঠা।'[৫] দেবেন্দ্রনাথের সনেট সম্পর্কেও এই উক্তি সর্বাংশে সত্য। তাঁর সনেটের অলঙ্কার ও রূপকল্প-রচনায় একটা ঘরোয়া ভঙ্গি সনেট-রচয়িতা হিসাবে তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

উৎপ্রেক্ষা — চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গন্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর !
চাহি না 'সেউ'- যেন বিরহ বিধুর
জানকির চিরপান্ডু বদন রুচির !
একটুকু রসে ভরা, চাহিনা আঙ্গুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটির।
[লক্ষ্ণৌর আতা ঃ অশোকগুচ্ছ, পৃঃ ১২৫]

সমাসোক্তি— কভু তুমি অরুণাক্ত মদির অধরে
চুম্বিয়া কিংশুকে কর হিঙ্গুল বরণ,
কভু তুমি চুপে চুপে, সোহাগ আদরে,
পরাও বনস্থলীরে পুষ্প আভরণ !

[ফাল্গুন ঃ পারিজাতগুচ্ছ, পৃঃ ৪৬]

রূপকল্প—১.
ঘনঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহরিল অলক নিচোলে ;
তাই গো প্রিয়ার পীঠ কেশ মেঘে সদা মেঘাকার !
নাচিল শরৎ শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে হিল্লোলে ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কুলে কুলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !

[রাক্ষসী ঃ অশোকগুচ্ছ ; পৃঃ ১৩১]

২.
শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া গেছে লজ্জা আবরণ ;
কেশের তরঙ্গরাশি চুম্বিছে মেদিনী !
সশৈবাল সরোজেতে ভ্রমর-গুঞ্জন,
ঝির ঝির বহে যায় রূপ নির্ঝরিণী !
কে যেন খুলিয়া দেছে গোলাপ কারাবা !
কার্ত্তিকে ফুটিয়া যেন উঠিছে মালতী !
মেঘরাশি গেছে উড়ি ! আহা কিবা শোভা,
বর্ষারাতে হাসে চাঁদ পাইয়ে মুকতি !

[সদ্যঃস্নাতা ঃ অশোকগুচ্ছ, পৃঃ ১৩৪]

উল্লিখিত অলংকার ও রূপকল্পগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাবে যে এইগুলি রচনার পেছনে যেমন একটা ঘরোয়া ভঙ্গি কার্যকর রয়েছে তেমনি এখানে রয়েছে প্রেম ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সহাবস্থান। দেবেন্দ্রনাথের সনেটের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে এই প্রেম ও প্রকৃতির দ্বৈত-বিহার। তিনি গীতিকবিতার মুখ্য বাহন হিসাবে সনেট-কলাকৃতিকে গ্রহণ করেছিলেন ; ফলত তাঁর সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। ১৪৬টি সনেটে তিনি ষোল প্রকার বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. প্রকৃতি-অশোকগুচ্ছ ঃ অশোকফুল, লক্ষ্ণৌর আতা, অশোকতরু। শেফালীগুচ্ছ ঃ ঊষা, শরৎঋতু। পারিজাতগুচ্ছ ঃ নববর্ষের আহবান-১, ঐ-২, ঐ-৩, পুরাতন বর্ষের বিদায়, আম্রফল, শিলাবৃষ্টি, বৈশাখী ঝড়-১, ঐ-২, ঐ-৩, বৈশাখ মাস, প্রজাপতি, শিরিষফুল, কাটঠোকরা, তক্ষকগীরগীটী, নিদাঘের রৌদ্র, সূর্য্য, পূর্ণিমা, নববর্ষের উপহার—১২ মাস, কোকিল, শেফালী। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ পেঁপে সুন্দরী। গোলাপগুচ্ছ ঃ শ্যামাঙ্গী, নিদাঘের ডালি, পিপাসা, স্নান, এই, আঁধি, গ্রীষ্মের ফলপ্রকৃতি, ফোয়ারা।

২. প্রেম—অশোকগুচ্ছ ঃ দীপহস্তে যুবতী, লাজ ভাঙান, যুবতীর হাসি, ভুল, দূতিকথা, প্রিয়তমার প্রতি, আমি, উচ্চহাসি, রাক্ষসী, সদ্যঃস্নাতা, অদ্ভুত শাস্তি। শেফালীগুচ্ছ ঃ সুরা। পারিজাতগুচ্ছ ঃ

হিন্দুবধূ। গোলাপগুচ্ছ ঃ গৌরী, ভালবাসার জয়, বঙ্গবধূ, তুমি, মালিনী, রূপার বাঁধন, মহিরাবণের পালা, পরাজয়, গীতিকাব্য, অদ্ভুত অভিসার।

৩. তত্ত্ব—অশোকগুচ্ছ ঃ গণিকা, উৎসর্গ-১, ঐ-২। শেফালীগুচ্ছ ঃ সুরাপাত্র, স্বপ্ন, বীণা, সখীর প্রতি বঙ্গবিধবার উক্তি, বনতুলসী, আপ ভালা তো জগৎ ভালা, অপূর্ব্বকৃষ্ণপ্রাপ্তি। পারিজাতগুচ্ছ ঃ যশ, ব্রজেন্দ্রডাকাত-১, ঐ-২, জীবননদী, ভক্তি, আত্মহত্যা। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ সুন্দর, সাধুর হাসি। গোলাপগুচ্ছ ঃ কুরুচি।

৪. কাব্যরসোদ্গার—অশোকগুচ্ছ ঃ দ্রৌপদী। পারিজাতগুচ্ছ ঃ রবীন্দ্র বাবুর সনেট। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ সধবা, হোমাগ্নি, আনন্দ, জুলিয়েট, মিরেন্ডা, বিয়ার্টিসে, রসেলিন্ড, ডিসডিমনা, ইলা, ভ্রমর, রোহিনী, ক্লিওপেট্রা, অফিলিয়া।

৫. ইতিহাস—শেফালীগুচ্ছ ঃ লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবন। পারিজাত ঃ লক্ষ্ণৌ।

৬. রসনা—শেফালীগুচ্ছ ঃ পিসিমার খাজা, পিসিমার সীতাভোগ।

৭. দেববন্দনা-শেফালীগুচ্ছ ঃ যীশুখ্রীষ্টের প্রতি, মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি। পারিজাতগুচ্ছ ঃ দশভুজা, রামানুজের প্রতি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ শ্রীহরির প্রতি, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-১, ঐ-২, ফতেগড়ের মা কালী। গোলাপগুচ্ছ ঃ বনফুল।

৮. বাৎসল্য-শেফালীগুচ্ছ ঃ কনক। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ চিত্র-১, ঐ-২, ঐ-৩। অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল ঃ রাণীর চুমো, ডাকাত, খোকাবাবু। গোলাপগুচ্ছ ঃ সৌম্য।

৯. বাংলার সংস্কৃতি—পারিজাতগুচ্ছ ঃ নৃসিংহচতুর্দ্দশী, সীতানবমী, ভাইফোঁটা।

১০. সমসাময়িক ঘটনা—পারিজাতগুচ্ছ ঃ গৃহেঅগ্নি।

১১. শোক—পারিজাতগুচ্ছ ঃ শান্তি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : সাবিত্রী।

১২. কবিকোবিদ তর্পণ—পারিজাতগুচ্ছ ঃ র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডনা-১, ঐ-২। অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ যমুনা, নবতপস্বিনী, চিত্তরঞ্জনদাসের প্রতি-১, ঐ-২, ঐ-৩, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, কোকিল। অপূর্ব্ববীরাঙ্গনা ঃ বন্দনা।

১৩. সমাজসমালোচনা—পারিজাতগুচ্ছ ঃ হিন্দুবিধবা।

১৪. মাতৃবন্দনা—অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ মা।

১৫. নারীবন্দনা—গোলাপগুচ্ছ ঃ বঙ্গনারী।

১৬. সারস্বতকথা—গোলাপগুচ্ছ ঃ সোনার শিকলি, চিরযৌবনা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথের কবি-আবেগ উচ্ছ্বাস-প্রবণ। নিয়মের কঠিন বন্ধনে কখনও তিনি নিজেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারেন নি। অথচ তিনি অসংযত কবি-আবেগকে সংহত ও রূপবদ্ধ করবার জন্য স্বেচ্ছায় সনেটের বন্ধনকে মেনে নিয়েছিলেন। এ-বন্ধন অবশ্য তাঁর কাছে 'সোনার শিকলি।' এই সোনার শিকলি পরে তিনি সনেটের নিত্য নবরূপ রচনায় প্রয়াসী হয়ে বাংলা সনেট সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সনেটের ভাষাতেই আমরা সর্বশেষে বলি ঃ

কি মধুর প্রায়শ্চিত্ত! হয়ে কুতূহলী,
হেসে হেসে পর নব সোনার শিকলি!

[সোনার শিকলি ঃ গোলাপগুচ্ছ, পৃঃ ১১]

২

গোবিন্দচন্দ্র দাস

নবরোমান্টিক পর্বের অন্যতম কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) বাংলা সাহিত্যে স্বভাব-কবি নামে পরিচিত। গোবিন্দচন্দ্রের জীবনীকার হেমচন্দ্র চক্রবর্তী সর্বপ্রথম তাঁকে 'স্বভাব কবি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই থেকে অদ্যাবধি আমরা গোবিন্দচন্দ্রকে সহজাত কবিত্ব শক্তির অধিকারী, অশিক্ষিত গ্রাম্য-কবি বলে বিচার করে এসেছি। কিন্তু স্কুল-কলেজের ধারাবাহিক শিক্ষা না পেয়েও যে মানুষ নিজেকে শিক্ষিত ও পরিশীলিত করে তুলতে পারে তার প্রমাণ জগৎ-সংসারে নিতান্ত কম নেই। কবি হিসাবে গোবিন্দদাস এই শ্রেণীর মানুষ। বাংলা সাহিত্যে শতাধিক সনেট রচনা করে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে কাব্য-সাহিত্যে তাঁর শিক্ষা ও অনুশীলন নিতান্ত কম ছিল না। কবি-স্বভাবে গোবিন্দচন্দ্র উচ্ছ্বাস-প্রবণ। রোমান্টিক পর্বের কবিমানসের এটা একটা স্বাভাবিক ধর্ম। তবে রোমান্টিক কবিরা কেউ কেউ তাঁদের উচ্ছ্বাসকে সংহতরূপে প্রকাশ করতে পেরেছেন আবার কারো কারো কাব্যপ্রকাশ চির-অসংবৃত। বাংলা নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীতে রয়েছেন অক্ষয় বড়াল ও কামিনী রায়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হলেন গোবিন্দদাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেন। প্রসঙ্গত গোবিন্দচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির আরেকটি দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাঁর কবিতাগুলি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উত্তাপে উদ্দীপ্ত। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ 'গোবিন্দ-

চন্দ্রের কাব্যের তাৎপর্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার দুঃখ দৈন্য-পীড়িত জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কারণ তাঁহার কাব্য-প্রেরণা ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের অনেক ছোটখাটো ঘটনা ও সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়াছে।'[৬] গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে এই সাধারণ কথা তাঁর সনেট সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য।

গোবিন্দচন্দ্র চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতা লিখেছেন মোট ১২৫টি। এর মধ্যে 'প্রেম ও ফুল' কাব্যের 'শ্মশান-সঙ্গীত' কবিতাটির কোন কোন পঙ্‌ক্তি মিলহীন এবং 'কস্তুরী' কাব্যের 'কবি বৈজ্ঞানিক' এবং 'বৈজয়ন্তী'র উৎসর্গ কবিতা ও 'ঔষধ' সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। তাঁর 'ফুলরেণু' (১৮৯৬) কাব্যে উৎসর্গকবিতা সহ মোট ১২১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে, একটি বাদে এর সবকটিই সনেট।

গোবিন্দচন্দ্রের সনেটের পর্যালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার দাশ বলেছেন: '(গোবিন্দচন্দ্র) সনেটের মিলবন্ধন, স্তবক-রচনা ইত্যাদি নিয়মগুলিকে ভাল করে মানেন নি। হয়ত সনেটের গঠনরহস্য তিনি স্পষ্টভাবে বোঝেন নি। "আমরা" কবিতাটির মিল-পদ্ধতি: কখখক কগকগ ঘঙঘঙ চচ। তাঁর অধিকাংশ সনেট এই মিল-পদ্ধতি অনুসরণ করেছে।'[৭]

সমালোচকের এই উক্তি সত্য নয়। প্রথমত 'আমরা' কবিতার মিলবিন্যাস হলো: কখকখ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ। দ্বিতীয়ত 'আমরা' কবিতার মিলে কবি মাত্র সাতটি সনেট লিখেছেন।[৮] 'সনেটের গঠন রহস্য তিনি স্পষ্টভাবে বোঝেন নি' একথাও সত্য নয় কারণ মিলবন্ধন ও স্তবকরচনায় তিনি শেকস্‌পীরীয় রীতিকে অনেকাংশেই মান্য করেছেন। 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থের ১২১টি সনেটের মধ্যে মাত্র উৎসর্গ কবিতাটি চোদ্দ পংক্তির একই স্তবকবন্ধে রচিত; বাকি ১২০টি সনেট শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত।

গোবিন্দচন্দ্রের ১২১টি সনেটের মধ্যে ৪৫টি সাত মিলে রচিত। মিলবিন্যাসে কবি মাত্র তিন প্রকার-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ: যুবতী, বৃদ্ধা, আমার ঈশ্বর, ভূতের ভয়, সংবাদ, আমি আছি তারি, বিরক্ত নারী, প্রেতযোনি, আগে ছিল মন, অবশিষ্ট, শাঁখের করাত, অনু-রোধ, নাই কি, অবলা ও অনল, জলধর, একপদাঘাতে, আত্ম-

ঘাতী, স্ত্রীপুরুষের প্রেম, কোকিল, ব্যবধান, মোক্ষদা-১, কিশোরী-১, কাঁথা সেলাই, পাঠ, পুষ্প-সজ্জা, ফুলদানী, দেবালিকা, আলিঙ্গন, নারী, চিড়াকুটা, ধর্ম্মগ্রন্থ, শরৎ, অপরাজিতা, বিক্রমপুর, হুকা-১, ঐ-২, শরতের উষা, ট্রাফালগারের জলযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষে লক্ষ্মীপূজা, ভাওয়াল-২, ঐ-৩, ঐ-৫ ভাওয়ালে পূজা।

২. কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। উপহার।

৩. কখকখ। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। নারীপশু।

এই পর্যায়ের ১ম বিভাগের ৪৩টি সনেট গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাসে খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির। ২ এবং ৩ বিভাগের সনেটদুটির প্রথমটির প্রথম চতুষ্ক এবং দ্বিতীয়টির তৃতীয় চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত। নইলে এই দুটি সনেটের অন্য সব লক্ষণই শেকস্‌পীরীয়। সুতরাং এই দুটি সনেটকে আমরা ভঙ্গশেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট বলে চিহ্নিত করতে পারি।

গোবিন্দচন্দ্র ছয় মিলে ৫৩টি সনেট রচনা করেছেন। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসের রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের প্রভাব আছে। সনেটগুলির মিল-পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

১. কখকখ। গকগক। তপতপ। ঙঙ। বিদায়, নারীর হৃদয়, প্রেম-অরণ্যানী।

২. কখকখ। খগখগ। তপতপ। ঙঙ। উৎসর্গ-কবিতা, যার প্রাণ তারি, যা দিয়েছি, রুবিফোবিয়া।

৩. কখখক। খগখগ। তপতপ। ঙঙ। দেখা, আলেয়া।

৪ কখকখ। গখগখ। তপতপ। ঙঙ। প্রশংসাপত্র, আমার দেবতা, ক্ষতি নাই, অলি, চন্দ্র, অভিশাপ, প্রণয়।

৫. কখকখ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ। আমরা, ভয়, মিলন, তবে কেন, সমীরণ, রমণী, ভাওয়াল-৬

৬. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। কক। নারী ও শকুনী, ধূমকেতু, ভগ্ন মনোরথ।

৭. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। কার শক্তি, দুই দুই।

৮. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। খখ। পত্র (৩৩ পৃঃ), খই ভাজা।

৯. কখকখ। গঘগঘ। গতগত। পপ। প্রৌঢ়া, নারীর প্রাণ, দরিদ্রের কপাল।

১০. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। তত। কলঙ্ক।

১১. কখকখ। গঘগঘ। তকতক। পপ। চুলশ্নকান, চিলাই, কিশোরী-২, খৃষ্টানবালিকা, অনুরোধ।
১২. কখকখ। গঘঘগ। তকতক। পপ। রাজাকালীচরণ।
১৩. কখকখ। গঘগঘ। তখতখ। পপ। পত্র, পাপেপুণ্যে।
১৪. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। গগ। রাজরাজেশ্বরের জলের কল।
১৫. কখকখ। গঘগঘ। তঘতঘ। পপ। আজি, কুশপুত্তলিকা, শ্রাদ্ধ, একটি কথা, ভাওয়াল-১।
১৬. কখকখ। গঘগঘ। তগতগ। পপ। পুতুল খেলা, চুম্ব।
১৭. কখকখ। গঘগঘ। ঘতঘত। পপ। এই দুঃখ বিনা।
১৮. কখকখ। গঘগঘ। খতখত। পপ। অকৃতজ্ঞ, মোক্ষদা-২ চম্পামুড়া।
১৯. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। পত। ভগ্নমন্দির।

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের কেবলমাত্র সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পায় নি। এই সনেটটিতে একটি বিশেষ প্রকৃতির মিলবিন্যাস অনুসৃত হওয়ায় এটাকে বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিহ্নিত করছি। দ্বিতীয় বিভাগের 'উৎসর্গ'-কবিতা'-টির গঠন শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটাকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিলশেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। এ ছাড়া ছয় মিলে রচিত বাকি ৫৩টি সনেটে তিনচতুষ্ক বা মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পূর্বে ব্যবহৃত কোন একটি মিলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই সনেটগুলিতে শেকস্‌পীরীয় স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের প্রবণতা লক্ষ্য করে এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌শীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

গোবিন্দচন্দ্র ১৪টি সনেটে পাঁচ মিল যোজনা করেছেন। কিন্তু পেত্রার্কার মতো অষ্টকে দুটি মিল রচনা করেছেন মাত্র তিনটি সনেটে পাঁচ মিলে রচিত সনেটগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক ঃ

১. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। সারদার প্রেম।
২. কখকখ। খকখক। তপতপ। ঙঙ। আর, নিরাকার ঈশ্বর।
৩. কখকখ। কগকগ। কতকত। পপ। তুমি আর আমি।
৪. কখকখ। কগকগ। তগগত। পপ। অন্ধকার।
৫. কখকখ। কগকগ। কতকত। পপ। কলুঙ্গার যুদ্ধ।
৬. কখকখ। কগকগ। গতগত। পপ। ভাওয়ালে ভাই ফোঁটা।

৭. কখকখ। গঘগঘ। তঘতঘ। খখ। প্রেম।
৮. কখকখ। গঘগঘ। খঘখঘ। তত। দাহ।
৯. কখকখ। গখগখ। গতগত। পপ। কেতকী।
১০. কখকখ। গঘগঘ। গঘগঘ। তত। বার্দ্ধক্য, ভাওয়াল-৪।
১১. কখকখ। খগখগ। তখতখ। পপ। শ্রীপঞ্চমী।
১২. কখকখ। গখগখ। তপতপ। কক। আমমাখা।

পাঁচ মিলে রচিত এই চোদ্দটি সনেটের প্রথম দুই বিভাগের তিনটি সনেটের অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য এই গুলির স্তবকগঠন ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় রীতির অনুরূপ। পাঁচ মিলে গঠিত এই সনেট তিনটির মধ্যে 'নিরাকার ঈশ্বরে' আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় এবং বাকি দুটিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে স্বীকার করছি। এছাড়া বাকি ১১টি সনেটের মিলবিন্যাস অনিয়মিত, কিন্তু গঠনে—বিশেষ করে স্তবকবন্ধ এবং অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় বলে এইগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলাই শ্রেয়।

গোবিন্দচন্দ্রের চার মিলে রচিত সনেটের সংখ্যা ৬টি। এগুলির মিলবিন্যাস লক্ষণীয়ঃ

১. কখকখ। কগকগ। কতকত। কক। নবজলকণা।
২. কখকখ। কগকগ। কখকখ। তত। অনাদি অব্যয়।
৩. কখকখ। কগকগ। কতকত। কত। ভাওয়ালে বিজয়া।
৪. কখকখ। কখকখ। কতকত। পপ। বালিকা।
৫. কখকখ। কখকখ। তপতপ। কক। রমণীর প্রেম।
৬. কখকখ। খকখক। খতখত। পপ। মোক্ষদা-৩।

এই পর্যায়ে শেষ তিন বিভাগের তিনটি সনেটের অষ্টকে পেত্রার্কীয় সনেটের মত কেবলমাত্র দুটি মিল। ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত, কিন্তু চতুষ্কগঠন এবং সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় সনেটের প্রভাবজাত। অর্থাৎ এই সনেট-ত্রয়ীর গঠনে ক্লাসিকাল ও রোমাণ্টিক রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। এগুলিকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ের প্রথম তিন বিভাগের সনেট তিনটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। প্রথম দুই বিভাগের দুটি সনেটের চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকের গঠন শেকস্‌পীরীয় বলে এই দুটি সনেটকে শিথিল শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। তৃতীয় বিভাগের অবিন্যস্ত মিলে রচিত কবিতাটির অন্তিমে শেকস্‌পীরীয়

মিত্রাক্ষর যুগ্মক পর্যন্ত নেই। সুতরাং এটাকে সনেটকল্প চতুর্দশীর বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না।

গোবিন্দচন্দ্র তিন মিলে 'ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা' সনেটটি রচনা করেছেন। সনেটটির মিলবিন্যাস কখকখ। কখকখ। কতকত। কত; এক্ষেত্রে ষট্‌কের মিল অবিন্যস্ত, কিন্তু অষ্টকে দুটি মাত্র মিল যোজিত হওয়ায় এটাকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।

'ফুলরেণু'র ১২১টি চতুর্দশ পদের কবিতার মধ্যে একটি মাত্র চতুর্দশী। বাকি ১২০টি সনেট গঠন-রীতির দিক থেকে আট পর্যায়ে বিভক্ত।

১. শেকস্‌পীরীয় – ৪৩টি।
২. ভঙ্গ শেকস্‌পীরীয়—২টি।
৩. শিথিল শেকস্‌পীরীয় – ৬৭টি (একটিতে আবর্তনসন্ধি)।
৪. ভঙ্গ পেত্রার্কীয়—১টি।
৫. ভঙ্গ মিল্টনীয়—২টি।
৬. শিথিল মিল্টনীয়—৪টি।
৭ বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক - ১টি।

গোবিন্দচন্দ্রের সনেট-রীতির উল্লিখিত সাতটি বিভাগ লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, তিনি ক্লাসিকাল পরিমণ্ডলের সনেট রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তাঁর সনেটের গঠনে ও মিলবিন্যাসে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাবই বেশি। নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সম্ভবত এই সহজিয়া রোমান্টিক-রীতিতে সনেট-চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই রীতির সনেট রচনায় কবি কতদূর সার্থকতা অর্জন করেছেন একটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট বেশী শুক্লা ষষ্ঠীনিশি,
সে নিশি শ্বশুরালয়ে আরো মধুময়,
কত চন্দ্রোদয়ে যেন হাসি দশদিশি;
সে নিশি এ পৃথিবীর নিশি নয় নয়।

শয্যাপার্শ্বে পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ ভরা,
আনন্দে কহিছে বালা কিবা মনোহর,
জানে না সে পুষ্পময়ী, নিজে পুষ্পে গড়া,
চখে মুখে নানা পুষ্প—পবিত্র সুন্দর!

হাসিয়া কহিনু তারে এরা কোন ছার,
সামান্য বনের ফুল বাখানিলে যারে,
আছে এক বিধাতার সৃষ্টি চমৎকার,
এস সে কুসুমগুচ্ছ দেখাই তোমারে।

সমাদরে বুকে তারে লইলাম টানি,
সে-ই সে ফুলের তোড়া, আমি ফুলদানী।
[ফুলদানী ঃ ফুলরেণু, পৃঃ ৭৮]

প্রেমের কবিতা হিসাবে সনেটটি অনন্য. বিশেষ করে সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মকের প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষাটি তুলনারহিত। তবে অন্তিমের দুই-পদে ভাবপ্রবাহের অতি-ঘনতা নিঃসন্দেহে সনেটের পক্ষে ত্রুটি—কিন্তু শেকস্পীরীয় সনেটে এই ত্রুটি একান্তই অনিবার্য। গোবিন্দচন্দ্র এক্ষেত্রে শেকস্পীরীয় রীতিকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন মাত্র—বলাবাহুল্য সে অনুকরণ ব্যর্থ হয় নি।

গোবিন্দচন্দ্র 'ফুলরেণু'তে চারটি সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। ১ মোক্ষদা-৩টি সনেট। ২. কিশোরী-২টি সনেট। ৩. হুকা ২টি সনেট। ৪. ভাওয়াল শিরোনামায় ৬টি সনেট এবং ভাওয়াল বিষয়ে আরো ৫টি সনেট, মোট ১১টি সনেট। গোবিন্দচন্দ্র যে সনেটের রূপ ও রীতি সম্পর্কে অবিহিত ছিলেন তা আমরা তাঁর সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। তিনি সনেট-পরম্পরা রচনা করে তাঁর সনেটসম্পর্কিত ধারণার আরো একটি প্রমাণ রেখেছেন।

আমরা বলেছি যে গোবিন্দচন্দ্র শেকস্পীরীয় রীতির সনেটকার। তাঁর সনেটে ব্যঞ্জনান্ত মিলের আধিক্যও সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বাংলা সনেট সাহিত্যে তিনিই প্রথম স্বরান্ত মিলের চেয়ে ব্যঞ্জনান্ত মিল বেশি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থের ১২১টি চতুর্দশপদী কবিতার ৫৩০টি মিলের মধ্যে ২১৬টি স্বরান্ত এবং ৩১৪টি ব্যঞ্জনান্ত মিল। অবশ্য ছন্দের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে তিনি লংঘন করেন নি। তাঁর সনেটের সর্বত্রই চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রবাহমান ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য। 'অকৃতজ্ঞ', 'নাই কি', 'শরৎ' 'নিরাকার ঈশ্বর,' ও 'ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা' এই পাঁচটি সনেটে মাত্র প্রবহমান ছন্দের কিছু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

গোবিন্দচন্দ্রের ভাষায় প্রসাধন-কলা নেই সত্য কিন্তু একটা অকৃত্রিম

স্বাভাবিকতা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সনেটের ভাষা মুখের ভাষার কাছাকাছি। শব্দ যোজনায় এবং বাক্য-বিন্যাসে লৌকিক প্রভাব অপরিসীম। উদাহরণ হিসাবে তাঁর সনেটের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করছি ঃ

১. রমণী পীরিতি করে তেল মেখে গায়,
ছুঁইতে কি না ছুঁইতে পিছলিয়া যায়।
[রমণীর প্রেম ঃ ফুলরেণু, পৃ. ৫০]

২. হৃদয় কি বেদনা কি, সে বোঝে না হায়,
সে যে গো সকলি দিয়া পুতুল খেলায়।
[পুতুল খেলা ঃ ফুলরেণু, পৃ. ৭০]

৩. রমণীর কাছে প্রেম কে তোমারে পায় ?
প্রাণ পোড়ে মন পোড়ে নারীর হাওয়ায়।
[প্রেম ঃ ফুলরেণু, পৃ. ৮৪]

৪. বজ্র হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হ'তে বিষ,
সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিষ।
[নারী ঃ ফুলরেণু, পৃ. ৮৭]

গোবিন্দচন্দ্রের সামনে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন-প্রবর্তিত ক্লাসিকাল সনেট আদর্শ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রতি কবি-স্বভাবের দুর্জ্ঞেয় কারণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হয়ত তাঁর আবেগ-স্পন্দিত উদ্দাম কবিকল্পনার পক্ষে শেকস্‌পীরীয় রীতিই তাঁর কাছে সহজসাধ্য মনে হয়েছিল। ক্লাসিকাল মিলে তিনি মাত্র তিনটি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্য একটিতে এবং শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির অন্য একটি সনেটে তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় কবি দ্বিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছেন। ১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ উৎসর্গ কবিতা। ২. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর ঃ নিরাকার ঈশ্বর। আবর্তনসন্ধি রচনায় কবি কতদূর সার্থক তা তাঁর 'নিরাকার ঈশ্বর' কবিতাটি উদ্ধার করে বিচার করা যেতে পারে।

এই যে বিচিত্র বিশ্ব শোভা অভিনব
ব্যাপিয়া অনন্তকাল—নহে পুরাতন ;
এরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট, এও কি সম্ভব—
নাহি চক্ষু নাহি হস্ত নাহি যার মন ?

অন্ধের সৃজিত নাকি শশাঙ্ক তপন,
নাশাহীনে আশা কর সৃজিল সৌরভ ?
স্পর্শহীনে রচিয়াছে মলয় পবন,
বধিরের সৃষ্ট নাকি কোকিলের রব ?

তাহা নহে, দিব্য চক্ষু দিব্য নাক কান
সব ছিল আগে তার দিব্য দেহধারী
যখন করিলা বজ্র বিদ্যুৎ নির্মাণ
তখন আছিল তাহা, কিন্তু যেই নারী

রচিয়া যৌবনে তার চখে দিলা ঠার,
সে অবধি ভয়ে বিধি হৈলা নিরাকার।

[নিরাকার ঈশ্বর ঃ ফুলরেণু, পৃঃ ৯১]

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অষ্টকে যে জিজ্ঞাসা রাখা হয়েছে ষট্‌কে তার অভিনব উত্তর দান করে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। শেকস্‌পীরীয় সনেটকারের আবর্তনসন্ধি রচনার প্রচেষ্টা নিতান্ত অসার্থক হয় নি। এই কবিতাটির গঠন-নৈপুণ্য পুনরায় এই কথাই প্রমাণ করল যে গোবিন্দচন্দ্র নিতান্ত অসচেতনভাবে সনেটচর্চায় ব্রতী হন নি।

প্রেম ও দেশাত্মবোধই গোবিন্দচন্দ্রের সনেটের মুখ্য উপজীব্য। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও তাঁর কবিকল্পনা নিতান্ত বন্ধ্যা নয়। 'ফুলরেণু'র ১২০টি সনেটে তিনি প্রায় এগার প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়ে সনেটের বিষয়সীমাকে প্রসারিত করেছেন। বিষয়ানুসারে তাঁর সনেটগুলির বিভাগ নিম্নরূপ ঃ

১. সুহৃদ্‌তর্পণ ঃ উৎসর্গ-কবিতা।
২. নারীরূপ-বর্ণনা ঃ বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা।
৩. তত্ত্ব ঃ দরিদ্রের কপাল, ভগ্নমনোরথ, নিরাকার ঈশ্বর, নারীপশু, রুচি ফোবিয়া, হুকা-১, ঐ-২।
৪. প্রকৃতি ঃ কোকিল, নবজলকণা, সমীরণ, কেতকী, শরত, শরতের উষা।
৫. আত্মকথা ঃ অভিশাপ, অন্ধকার, অনুরোধ।
৬. শোক ঃ ব্যবধান, মোক্ষদা-১ ঐ-২, ঐ-৩, বার্দ্ধক্য।
৭. বাৎসল্য ঃ পাঠ, অপরাজিতা, খৃষ্টানবালিকা।
৮. দেশপ্রেম ঃ শ্রীপঞ্চমী, কলুঙ্গার যুদ্ধ, ট্রাফালগারের জলযুদ্ধ।

৯. মাতৃভূমি ঃ চম্পামুড়া, রাজরাজেশ্বরীর জলের কল, বিক্রমপুর, ভাওয়াল-১ থেকে ৬, রাজা কালীনারায়ণ রায়।

১০. বাংলার সংস্কৃতি ঃ দুর্ভিক্ষে লক্ষ্মীপূজা, ভাওয়ালে পূজা, ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা, ভাওয়ালে ভাইফোঁটা।

১১. প্রেম ঃ আমার ঈশ্বর, প্রশংসাপত্র, কার শক্তি, আমার দেবতা, ভূতের ভয়, চুলশুকান, আর, ক্ষতি নাই, আমরা, ভয়, দেখা, কলঙ্ক, তুমি আর আমি, চিলাই, সংবাদ, অনাদি অব্যয়, দুই দুই, বিদায়, মিলন, পত্র, তবে কেন, আজি, আমি আছি তারি, পাপে পুণ্যে, বিরক্ত নারী, যার প্রাণ তারি, প্রেতযোনি, আগে ছিল মন, পত্র, অবশিষ্ট, এই দুঃখবিনা, শাঁখের করাত, অনুরোধ, অকৃতজ্ঞ, নাই কি, কুশপুত্তলিকা, শ্রাদ্ধ, অবলা ও অনল, নারী ও শকুনী, নারীর হৃদয়, অলি, চন্দ্র, জলধর, ধূমকেতু, আলেয়া, রমণীর প্রেম, একপদাঘাতে, খই ভাজে, নারীর প্রাণ, আত্মঘাতী, স্ত্রীপুরুষের প্রেম, একটি কথা, সারদার প্রেম, দাহ, যা দিয়েছি, পুতুলখেলা, কিশোরী-১, ঐ-২, কাঁথা সেলাই, আমমাখা, পুষ্পসজ্জা, ফুলদানী, দেবালিকা, ভগ্নমন্দির, প্রেমঅরণ্যানী, উপহার, প্রণয়, প্রেম, আলিঙ্গন, চুম্ব, নারী, রমণী, চিড়াকুটা, ধর্মগ্রন্থ।

এই বিভাগগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে গোবিন্দচন্দ্র একান্তভাবেই প্রেম-কেন্দ্রিক কবি। তাঁর ১২০টি সনেটের মধ্যে ৭৪টিই প্রেম-বিষয়ক। সনেটে গোবিন্দচন্দ্রের প্রেম-চেতনার দ্বৈতরূপ—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া প্রেম-বিষয়ক সনেটে কবির পত্নীপ্রেম, বিরহবোধ ও মৃতাপত্নীর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ভাষা পেয়েছে। পরকীয়া প্রেমের সনেটগুলিতে ব্যর্থ-কবির মর্মপীড়া ও বেদনাবোধ অন্তরঙ্গ অনুভবে প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্রের প্রেমচেতনা ইন্দ্রিয়মদির কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপে উজ্জীবিত। প্রেমই তাঁর যথাসর্বস্ব—তাঁর 'ধর্ম্মগ্রন্থ' ; কবির ভাষায় 'আমার ঈশ্বর'।

তুই সে অনন্ত শক্তি পূর্ণ পরাৎপর
ব্যাপিয়া বিশাল বিশ্ব—আমার ঈশ্বর।

[আমার ঈশ্বর ঃ ফুলরেণু, পৃঃ ৫]

বস্তুত কবির হৃদয়ের উত্তাপ এবং প্রেমের কিংশুক-রাগে তাঁর প্রেম-বিষয়ক সনেটগুলি অনুরঞ্জিত।

কবির দেশপ্রেম, মাতৃভূমি ও বাংলার সংস্কৃতি-বিষয়ক সনেটগুলিতে

তাঁর সুতীব্র দেশপ্রেম ভাষা পেয়েছে। রাজশক্তির রোষে একান্ত অন্যায়ভাবে কবি মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই সনেটসমূহে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কবির ক্রোধ, মাতৃভূমির প্রতি মমতা ও নির্বাসনজনিত মর্মজ্বালা অনুরণিত হয়েছে। মধুসূদন তাঁর সনেটে দেশপ্রেমের যে সঞ্জীবনী-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন গোবিন্দচন্দ্রের সনেটে তা নবতর রূপ লাভ করেছে।

৩

অক্ষয়কুমার বড়াল

এই পর্বের অন্যতম প্রতিনিধি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) কবিধর্মে বিহারীলাল চক্রবর্তীর মন্ত্রশিষ্য হলেও কবিতার স্থাপত্য-ধর্মে তিনি মধুসূদনের উত্তরসাধক। একটা গভীর রোমান্টিক-রহস্যময়তার সুর তাঁর কবিতাকে আপ্লুত করে রাখলেও কবিতার গঠন-কর্মে কিন্তু তিনি অত্যন্ত সচেতন, সংযত রীতি-নিষ্ঠ শিল্পী। সনেট রচনার পক্ষে এই ধরণের কবি-প্রকৃতি অত্যন্ত উপযোগী কারণ সনেট রীতি-নিষ্ঠ গীতিকবিতা। সনেটশিল্পীর উল্লিখিত গুণ থাকা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার মাত্র ৩৪টি সনেট রচনা করেছেন।[৯] অবশ্য এই স্বল্প সংখ্যক সনেটেই কবি সনেটশিল্পীর অমোঘ সিদ্ধি বহুল পরিমাণে অর্জন করেছেন। মোট ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৮টি ‘কনকাঞ্জলি’-তে (১৮৮৬), ১১টি ‘ভুলে’ (১৮৮৭), ৮টি শঙ্খ (১৯১০) কাব্যগ্রন্থে এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ৭টি সনেট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত ‘বিবিধ’ পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। সনেট রচনায় কবি মধুসূদন-অনুসারী অর্থাৎ ক্লাসিকাল গোত্রের শিল্পী। অবশ্য শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটও তিনি রচনা করেছেন কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাঁর সনেটের গঠন-পদ্ধতি ক্লাসিকাল। তাঁর রচিত ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৩০টি ৮+৬ স্তবক-বন্ধে রচিত। শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবক-বন্ধে তিনি ‘ভুলে’র ‘বাঁধিতেছি খুলিতেছি’ এবং ‘বিবিধে’র ‘অকৃতজ্ঞ’ সনেটদুটি রচনা করেছেন। এ ছাড়া চোদ্দ-পঙ্‌ক্তির একই স্তবক-বন্ধে রচিত ‘ঈশানচন্দ্র’ (ভুল) এবং ‘সমালোচকের প্রতি’ (বিবিধ) সনেটদুটি।

অক্ষয়কুমারের সনেটের মিল-যোজনায় কোন্ রীতি কতদূর অনুসৃত হয়েছে আমরা তাঁর ৩৪টি সনেটের মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে তা বিচার করব। তাঁর ৯টি সনেট সাত মিলে রচিত, মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। ভুল ঃ শতাধিক।
২. কখখক। গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ। ভুল ঃ বাঁধিতেছি খুলিতেছি।
৩. কখখক। গঘঘগ। তপপত। ঙঙ। ভুল ঃ আলিঙ্গন। বিবিধ ঃ হেমন্তে-২।
৪. কখকখ। গঘঘগ। তপপত। ঙঙ। ভুল। দম্পতির নিদ্রা।
৫. কখকখ। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। ভুল ঃ রবীন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র।
৬. কখখক। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। বিবিধ ঃ হেমন্তে-১।
৭. কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। বিবিধ ঃ অকৃতজ্ঞ।

উল্লিখিত মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কবি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে ১নং বিভাগের একটি মাত্র সনেট রচনা করেছেন। মজা এই যে এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির এই ধরণের সমন্বয়ের চেষ্টা আমরা রবীন্দ্রনাথের সনেটে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছি। দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ করেছেন। অক্ষয়কুমারের সনেটে এই সমন্বয়ী-রূপ আরো ব্যাপকভাবে দেখা যাবে। শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় আমরা এটিকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্‌রীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। সাত মিলে রচিত বাকি আটটি সনেট ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় রীতির। তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত সনেটগুলির প্রত্যেকটির দু একটি চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত। তৃতীয় বিভাগের 'আলিঙ্গন' সনেটটিতে আবার আবর্তনসন্ধি যোজিত হয়েছে।

ছয় মিলে অক্ষয়কুমার মোট পাঁচটি সনেট রচনা করেছেন। প্রত্যেকটিই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট। তবে কোন চতুষ্কের একটি মিলের পুনরাবৃত্তির ফলে মিলসংখ্যা সাত থেকে কমে ছয় হয়েছে। মিলপদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ। কগকগ। তপপত। ঙঙ। ভুল ঃ কোথায় সে দেশ।
২. কখকখ। গঘগঘ। তখখত। পপ। ভুল ঃ ডুবেছে তপন।
৩. কখখক। গঘঘগ। গততগ। পপ। ভুল ঃ রমণীহৃদয়।
৪. কখখক। গখখগ। তপতপ। ঙঙ। বিবিধ ঃ বেহারিলাল।
৫. কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। বিবিধ ঃ সমালোচকের প্রতি

এই পর্যায়ের প্রথম দুই বিভাগের দুটি সনেটেও কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই দুটি সনেটকে আমরা আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। বাকি তিনটি সনেটে

কবি তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনায় শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বলে এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট বলা যেতে পারে।

পাঁচ মিলে রচিত কবির ১১টি সনেটের আটটিই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। দুটি সনেটে অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে কিন্তু এর মধ্যে একটির পুচ্ছে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে। পাঁচ মিলের সনেট রচনাতেও কবি যে শেকস্‌পীয়রের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি তাঁর প্রমাণ রয়েছে এই সনেটগুলির গঠনে। সনেটগুলির মিলবিন্যাস লক্ষ্য করা যাক ঃ

১. কখখক। কখখক। তপতপ ঙঙ। কনকাঞ্জলি ঃ এখনো রজনী আছে।

১ক. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ। বিবিধ ঃ অঞ্চলের বাতাস।

২. কখখক। কগগক। তপপ। ততপ। কনকাঞ্জলি ঃ হেমন্তে।

৩. কখকখ। গখখগ। তখতখ। পপ। ভুল ঃ চুম্বন।

৪. কখকখ। খগখগ। তপপত। কক। ভুল ঃ একি ঝটিকার খেলা।

৫. কখকখ। গকগক। তগগত। পপ। বিবিধ ঃ রোগে যশাকাঙ্ক্ষা।

৬. কখখক। কখখক। তপঙ। তপঙ। শঙ্খ ঃ সন্ধ্যায়।

৭. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। শঙ্খ ঃ হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র।

৮. কখকখ। কখকখ। তপপত। ঙঙ। শঙ্খ ঃ রবীন্দ্রনাধ, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই পর্যায়ের ১ এবং ১ক বিভাগের সনেটদুটির দুই মিলের সংবৃতধর্মী অষ্টক পেত্রার্কান, কিন্তু ষট্‌কের পুচ্ছে রয়েছে শেকস্‌পীরীয় রীতির মিত্রাক্ষর যুগ্মক। সনেট দুটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এ দুটিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কান সনেট বলতে পারি। ২ এবং ৩ বিভাগের সনেট দুটিতেও আবর্তনসন্ধি রয়েছে কিন্তু এগুলির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। প্রথমটির ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত কিন্তু দ্বিতীয়টির গঠন শেকস্‌পীরীয়। সুতরাং প্রথমটিকে শিথিল-পেত্রার্কীয় এবং দ্বিতীয়টিকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। ৪ ও ৫ বিভাগের সনেটদুটির মিলবিন্যাস অনিয়মিত। এগুলির তিন চতুষ্ক ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় বলে এই দুটিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। ৬ বিভাগের সনেটটির অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌ক তিন মিলের দুই ত্রিক-এ বিন্যস্ত। সনেটটির অষ্টক ষট্‌কের মাঝে কবি

আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি দুই দিকেই সনেটটি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। ৭ এবং ৮ বিভাগের সনেট চারটির অষ্টক দুই মিলের বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিল সংখ্যা তিন, কিন্তু দুই ত্রিকবন্ধের পরিবর্তে চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বিন্যস্ত। এর মধ্যে 'ঈশানচন্দ্র' ও 'হরিদাস' সনেটদুটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এই দুটিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় সনেট বলতে পারি। বাকি দুটি সনেট 'হেমচন্দ্র' ও 'রবীন্দ্রনাথ' আবর্তনসন্ধিহীন। সুতরাং এদের ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলাই বাঞ্ছনীয়।

অক্ষয়কুমার চার মিলে ৮টি সনেট রচনা করেছেন। এগুলির মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. কখখক। কখখক। তপতপতপ। কনকাঞ্জলি ঃ শতনাগিনীর পাকে, সে নেত্রে। শঙ্খ ঃ নিত্যকৃষ্ণ বসু।

২ কখকখ। কখকখ। তপতপতপ। কনকাঞ্জলি ঃ দুদিকে। শঙ্খ ঃ মাতৃহীন।

৩. কখখক। কখখক। তপপ। ততপ। কনকাঞ্জলি ঃ হৃদয় সমুদ্র সম। শঙ্খ ঃ পুজোর পর।

৪. কখকখ। কখকখ। খতখত। পপ। কনকা ঃ কতদিন পরে

এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের সনেট তিনটি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে এবং ষট্‌ক বিবৃত-ধর্মী দুই মিলবিন্যাসে গঠিত। তিনটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি আছে। সুতরাং এগুলিকে খাঁটি পেত্রার্কীয় গোত্রের সনেট বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক দুই মিলের বিবৃত চতুষ্ক এবং ষট্‌ক বিবৃত-ধর্মী দুই মিলে রচিত। সনেটদুটির মিলপদ্ধতি ক্লাসিকাল। এই দুটি সনেটের মধ্যে 'মাতৃহীন'-এ আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে আমরা খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট বলে চিহ্নিত করছি। আবর্তনসন্ধিহীন অপর সনেটটি মিলবিন্যাসে ক্লাসিকাল কিন্তু অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিবৃত বলে এই সনেটটিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেটের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। তৃতীয় বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নতুনত্ব থাকলেও তা দুই ত্রিকবন্ধে রচিত। এর মধ্যে 'পুজোর পর' সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট বলা যেতে পারে। আবর্তনসন্ধিহীন অন্য সনেটটিকে খাঁটি মিল্টনীয় সনেট বলে চিহ্নিত করছি। সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির অষ্টক দুই

মিলে গঠিত হলেও ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। সমাপ্তিতে আবার মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে কিন্তু সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে বলে এই সনেটটিকে আমরা শিথিল পেত্রার্কীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

অক্ষয়কুমার তিন মিলে 'কনকাঞ্জলি'র 'মিলনে' সনেটটি রচনা করেছেন। সনেটটির মিলবিন্যাস কখকখ। কখকখ। তথতথতথ। এক্ষেত্রে অষ্টক দুই মিলে রচিত হলেও ষট্‌কের মিলপদ্ধতি রীতি-বিরুদ্ধ। অথচ সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে। এই কারণেই এটাকে শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট বলা যেতে পারে।

অক্ষয়কুমারের ৩৪টি সনেট গঠনরীতির দিক থেকে আট পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১. খাঁটি পেত্রার্কীয় ৬টি।
২. ভঙ্গ পেত্রার্কীয় ৪টি।
৩. শিথিল পেত্রার্কীয় ৩টি।
৪. খাঁটি শেকস্‌পীরীয় ১টি (আবর্তনসন্ধি রয়েছে)।
৫. ভঙ্গ শেকস্‌পীরীয় ৮টি (একটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে)।
৬. শিথিল শেকস্‌পীরীয় ৮টি (তিনটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে)
৭. খাঁটি মিল্টনীয় ১টি।
৮. ভঙ্গ মিল্টনীয় ৩টি।

অর্থাৎ সতেরটি করে সনেট পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয় পরিমন্ডলের অন্তর্গত। পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই বিষয়েই তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন শিল্পী। সম্ভবত এই ব্যাপারে মধুসূদনই হলেন তাঁর আদর্শ। শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনায় তাঁর সমসাময়িক কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি ছিলেন মূলত ক্লাসিকাল সনেট-কার। তাঁর ৩৪টি সনেটের মধ্যে ১৮টিতেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নয় প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—ভুল ঃ আলিঙ্গন, শতধিক, ডুবেছে তপন। কনকাঞ্জলি ঃ কতদিন পরে, মিলনে। শঙ্খ ঃ পূজার পর, মাতৃহীন, ঈশানচন্দ্র।
২. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ—ভুল ঃ চুম্বন।
৩. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর-ভুল ঃ কোথায় সে দেশ। শঙ্খ ঃ হরিদাস।
৪. কার্য থেকে কারণ—কনকাঞ্জলি ঃ শতনাগিনীর পাকে।

৫. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক—কনকাঞ্জলি ঃ এখনো রজনী আছে, হেমন্তে।
৬. উপমেয় থেকে উপমান—কনকাঞ্জলি ঃ সেনেছে।
৭. তত্ত্ব থেকে ভাব—শঙ্খ ঃ নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৮. মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোক—শঙ্খ ঃ সন্ধ্যায়।
৯. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক—বিবিধ ঃ অঞ্চলের বাতাস।

আমরা আগেই বলেছি যে অক্ষয়কুমার সাত মিলে রচিত দুটি সনেটের অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই সনেটদুটি বহিরঙ্গে রোমান্টিক অন্তরঙ্গে ক্লাসিকাল। এই দুই রীতির সমন্বয় প্রচেষ্টা তাঁর হাতে কী রূপ পেয়েছে তা একটি সনেট উদ্ধার করে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

শতধিক এ জীবনে—ধিক সেই দিন,
যে দিনে সহসা পথে হারাই আপনা!
চোখে চোখে চেয়ে শুধু, কোন কথা বিনে,
শৈশবের খেলা হলো যৌবন-যাতনা।
হারানু সরল হাসি, বুঝিনু চাতুরী;
হারানু সরল গান, বুঝিনু সংসার;
বুঝিনু, এ প্রকৃতির নহে সে মাধুরী—
দেখিবার, ভাবিবার, ভালবাসিবার।

শতধিক এ জীবনে, ধিক সে নয়ানে,
যে শুধু—চাহিয়া শুধু ধরা জয় করে।
ভালবাসা দেব ব'লে, ভালবাসা ভানে;
আপনার রূপ-গর্ব্বে ভ্রমে গর্ব্ব-ভরে।
শাস্তি নামে আকর্ষণ—মরণ অধিক,
প্রেম নামে চায় মান্য,—ধিক তারে ধিক!
[শতাধিক ঃ ভুল, পৃঃ ৪৩]

সনেটটি খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। কিন্তু স্তবকবন্ধের গঠন পেত্রার্কীয়। অষ্টকের পূর্বপক্ষে কবির মনে প্রেমানুভব সৃষ্টির পরে তাঁর মানসিকতায় যে পরিবর্তন এসেছে সে কথা বলেই তিনি ষট্‌কের উত্তরপক্ষে বলেছেন রূপগর্বিতা নারীর কথা। ভাবপ্রবাহের পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তন দ্বারা কবি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবিতার ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়াসী

হয়েছেন। কিন্তু শেকস্‌পীরীয় মিলের শিথিল বিন্যাস এবং অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ভাবপ্রবাহের দীপ্ত উপসংহার সনেটটির ভারসাম্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে আবর্তনসন্ধি যে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে না অক্ষয়কুমারের এই সনেটটি তারই প্রমাণ। কিন্তু কবি পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে কিভাবে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি লীলায় বিলসিত করে তুলেছেন তা তাঁর একটি সনেট উদ্ধার করে দেখাচ্ছি।

স্নেহময়ী মাতা ওই দিবা অবসানে,
চঞ্চল বালকে তাঁর, দুটি হাত ধরি,
কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি,
পথ হ'তে ল'য়ে যান নিজ গৃহ পানে!
যায় শিশু—চায় পিছে কাতর নয়ানে—
কত সাধ, কত আশা, কত ধূলা পড়ি'!
বাধে পদ, উঠে দুঃখে কাঁদিয়া গুমরি,'—
'মাগো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে!'

হা প্রকৃতি—জননী গো! জীবন-সন্ধ্যায়
ওই মূঢ় শিশুসম, না বুঝে তোমার
স্নেহ আকর্ষণে—ভাবি মরণ-তাড়না!
পলাইতে তোমা হতে পড়িয়া ধূলায়
আঁকড়িয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার—
রোগ, শোক, হাহাকার, অভাব, লাঞ্ছনা!

[সন্ধ্যায় ঃ শঙ্খ, পৃঃ ৫১]

এই সনেটটি মিলবিন্যাসে ও বহিরঙ্গের গঠনে নিখুঁত পেত্রার্কীয়। অষ্টক-বন্ধে কবি মানবলোকে মাতা-পুত্রের একটি সাধারণ ঘটনার বর্ণনা করেছেন। ষট্‌ক-বন্ধে প্রকৃতিলোকে কবি দেখেছেন সেই একই লীলা। মানবলোকের সাধারণ ঘটনাই প্রকৃতিলোকে গভীর জীবন-সত্য-রূপে কবির চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে। অষ্টকের সংবৃত-ধর্মী দুই চতুষ্কের মিলবন্ধনের পাকে পাকে ভাবপ্রবাহের বন্ধন রচিত হয়েছে কিন্তু ষট্‌কের বিবৃত-ধর্মী মিলে রচিত দুই ত্রিকবন্ধে সেই ভাবপ্রবাহ মুক্তিতে নন্দিত হয়ে উঠেছে। মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোকে ভাবের এই আবর্তন অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে

ভারসাম্য রক্ষা করে বিলসিত হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুত ক্লাসিকাল সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গরূপ রচনায় অক্ষয়কুমার যে কত সফল শিল্পী এই সনেটটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার সঠিকভাবেই পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৩৩টিই চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'ভুল' কাব্যগ্রন্থের 'ডুবেছে তপন' সনেটটিতে কবি পরীক্ষা-মূলকভাবে বারো মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর সনেটে মধুসূদনের প্রবহমান ছন্দের প্রভাব রয়েছে। তাঁর অন্তত নয়-টি সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[১০] সনেটে মিল যোজনার ক্ষেত্রেও কবি মধুসূদনের মতই ব্যঞ্জনান্ত মিলের চেয়ে স্বরান্ত মিল অধিক ব্যবহার করেছেন। তাঁর ৩৪টি সনেটের ১৮৩টি মিলের মধ্যে ১০৩টি স্বরান্ত এবং ৮০টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বিশিষ্ট কবি-ভাষার অধিকারী। সনেটের ভাষাতেও কবির বিশিষ্ট ভঙ্গি লক্ষণীয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

এ কি ঝটিকার খেলা হৃদয়ে আমার
    এই আশা, এই ভয়, জীবন, মরণ ;
এই সাধ, অবসাদ, শ্বাস, হাহাকার ;
    এই গান, এই তান, এই সমাপন !
        [ভুল ঃ এ কি ঝটিকার খেলা, পৃঃ ২৩]

চার পঙ্‌ক্তির এই উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কবি টুকরো টুকরো শব্দে অল্প কথায় নিজের বক্তব্য প্রকাশে প্রয়াসী। কবির শব্দবিন্যাসের এই বিশেষ রীতি এবং স্বল্প-ভাষণ তাঁর কবি-ভাষাকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করেছে।

অক্ষয়কুমার এই পর্বের অন্যান্য সনেটকারদের মতই প্রেমকেন্দ্রিক কবি। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের মতো তাঁর সনেটে প্রেম প্রকৃতির দ্বৈত সংগম নেই। গোবিন্দচন্দ্রের মতো তিনিও আবেগ-প্রবণ কিন্তু সংযত বাক্‌। গোবিন্দচন্দ্রের প্রেম-কবিতার ইন্দ্রিয়মেদুর রূপানুভূতি তাঁর কবিতায় নেই। তাঁর প্রেমে আবেগ থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহের সীমা পেরিয়ে উর্ধ্বচারীলোকে যাত্রা করেছে। প্রেম তাঁর কাছে 'জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন'। তাই দেহের মিলনের চেয়ে হৃদয়ের মিলনই কবির কাম্য। কবির ভাষায় ঃ

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর।
এ-রুদ্ধ-পঞ্জর হতে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া!
[শতনাগিনীর পাকে ঃ কনকাঞ্জলি, পৃঃ ৩৩]

আমরা বলেছি অক্ষয়কুমার প্রেমকেন্দ্রিক কবি কিন্তু তাঁর কবি-কল্পনা প্রেম-সর্বস্ব নয়। তাঁর ৩৪টি সনেটে তিনি ছয় প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন।

১ আত্মকথা—ভুল ঃ এ কি ঝটিকার খেলা। বিবিধ ঃ রোগের যশাকাঙ্ক্ষা।

২. প্রেম—ভুল ঃ চুম্বন, আলিঙ্গন, দম্পতির নিদ্রা, রমণী হৃদয়, বাঁধিতেছি খুলিতেছি। কনকাঞ্জলি ঃ মিলনে, শতনাগিনীর পাকে, এখনো রজনী আছে, দুদিকে, সে নেত্রে, হেমন্তে, হৃদয় সমুদ্র সম।

৩. কবিতর্পণ—ভুল ঃ রবীন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র, কোথায় সে দেশ। শঙ্খ ঃ রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, নিত্যকৃষ্ণ বসু, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবিধ ঃ বেহারিলাল।

৪. তত্ত্ব—ভুল ঃ শতাধিক, ডুবেছে তপন। শঙ্খ ঃ মাতৃহীন, সন্ধ্যায়। বিবিধ ঃ অকৃতজ্ঞ, সমালোচকের প্রতি।

৫. প্রকৃতি—কনকাঞ্জলি ঃ কতদিন পরে। বিবিধ ঃ হেমন্তে-১, ঐ-২।

৬. বাৎসল্য—শঙ্খ ঃ পূজার পর। বিবিধ ঃ অঞ্চলের বাতাস।

অক্ষয়কুমার রোমান্টিক গীতিকবি। প্রেমচেতনাই তাঁর মুখ্য উপজীব্য। কিন্তু গীতিকবির বিচিত্র অনুভবকে তিনি সনেটের রূপ-বন্ধে প্রকাশ করে এই রীতির প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

৪

কামিনী রায়

নবরোমান্টিক পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মতই কবি-প্রকৃতিতে তিনি আবেগপ্রবণ কিন্তু কাব্যপ্রকাশে অক্ষয়কুমারের মত সংযত ও রীতিনিষ্ঠ। তাঁর পিতৃপ্রতিম কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের কাব্যোচ্ছ্বাসের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হেমচন্দ্রকে তিনি বলেছেন তাঁর 'মানসপিতা'। একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন—'হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি।'[১১] হেমচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির প্রতি কামিনী রায় আসক্তিবোধ করলেও কাব্য প্রকরণে তিনি ছিলেন মধুসূদন-পন্থী কবি। সনেট তাঁর কবিতার প্রিয় প্রকাশ-মাধ্যম। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যসংকলন 'অশোকসঙ্গীত (১৯১৪) ও 'জীবনপথে'-র (১৯৩০) সবকটি কবিতাই সনেট। তাঁর রচিত চতুর্দশপদের কবিতা সংখ্যা ১৩৬টি; এর মধ্যে 'নির্মাল্যে' (১৮৯১) ৩টি, 'মাল্য ও নির্মাল্যে' (১৯১৩) ১টি, 'অশোকসঙ্গীতে' ৫৮টি, 'দীপ ও ধূপে' (১৯২৯) ১০টি এবং 'জীবনপথে'তে ৬৪টি কবিতা স্থান পেয়েছে।[১২]এই ১৩৬টি চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে 'দীপ ও ধূপ' গ্রন্থের 'সেবাধর্ম্ম' এবং 'সমবেদনায় পত্নী' কবিতাদুটি সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। এ ছাড়া তাঁর বাকি ১৩৪টি সনেটে তিনি প্রায় সর্বত্রই ক্লাসিকাল-রীতি অনুসরণ করেছেন। এই সনেটগুলির মাত্র তিনটিতে অষ্টক-ষট্ক বিভাগ নেই।[১৩] ২২টি সনেটের অষ্টকে চতুষ্ক-বিভাগ আছে এবং ৩১টি সনেটের ষট্ক যুগল ত্রিক-বন্ধে রচিত।[১৪] সনেটের চতুষ্ক ও ত্রিক-র গঠনে কবি মূলত মধুসূদনেরই অনুসরণ করেছেন। লক্ষণীয় এই যে তাঁর মাত্র ২০টি সনেটের[১৫] অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে। অবশ্য তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে তিনি মাত্র দুটি সনেট রচনা করেছেন।[১৬] উল্লিখিত দুই ক্ষেত্রের কোথাও তিনি শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাস ব্যবহার করেন নি। সনেটের স্তবক গঠনে তিনি একান্তভাবে ক্লাসিকাল। তাঁর ৪২টি সনেট চোদ্দ-পঙ্ক্তির একই স্তবকবন্ধে এবং ৯২টি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত।

কামিনী রায় একান্তভাবে মধুসূদন প্রবর্তিত ক্লাসিকাল সনেট আদর্শকেই সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ১২৭টি সনেটের অষ্টক কখখক কখখক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। বাকি সাতটি সনেটের অষ্টকে ছয় প্রকার মিল-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।[১৭] ষট্কের মিলবিন্যাসে কবি অবশ্য অনেক বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করে উনিশ প্রকার মিল-বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন।[১৮] এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অষ্টকের একটি মিল ষট্কে ব্যবহার করে রীতি বিরুদ্ধ কাজ করেছেন সত্য কিন্তু তপঙ তপঙ তিন মিলে ৮২টি

সনেটের ষট্‌ক রচনা করে ক্লাসিকাল সনেট-রীতির প্রতিই তাঁর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন।

কামিনী রায়ের ১৩৪টি সনেটের মধ্যে দুটি সনেটে তিন মিল এবং চারটি সনেটে ছয় মিল ব্যবহৃত হয়েছে। বাকি ১২৮টি সনেটের মিল-সংখ্যা ক্লাসিকাল সনেটের মতই চার অথবা পাঁচ। এর মধ্যে ২৯টি সনেট চার মিলে এবং ৯৯টি সনেট পাঁচ মিলে রচিত। আমরা প্রথমেই তাঁর পাঁচ মিলে রচিত সনেটগুলির অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের দুই ত্রিক-বন্ধের গঠন এবং মিলবিন্যাস-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করছি।

১. কথথক কথথক। তপঙ। তপঙ। অশোকসঙ্গীত ঃ ১, ৭, ১৩, ১৬, ৪৫, ৪৯, ৫০। দীপ ও ধূপ ঃ সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-১ গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল। জীবনপথে ঃ সহযাত্রা—৭, ১৫ ঐ ঃ ঝরাফুল—মাঘের চতুর্থ দিন।

১ক. কথথক। কথথক। তপঙ তপঙ। আশাকসঙ্গীত ঃ ৪, ১৫, ২৮,।

১খ. কথথক কথথক। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত ঃ ৬, ৮, ১০, ১১, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৫৪, ৫৬, ৫৮। দীপ ও ধূপ ঃ শ্মশানপথে দেশবন্ধু-১, সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-৩, বেহিসাবী দান। জীবনপথে ঃ সহযাত্রা—১, ২, ৩, ৬, ১০, ১২, ১৬, ২১,। ঐ ঃ একলা—৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬।ঐ ঝরাফুল—বহুর ভিতরে, ভাবুকের ভুল, শিশু-সেতু,মাতৃজন্ম, সোদরার প্রতি—১, অভব্য দৈব, অভিমানে, মানসী প্রতিমা, বসন্তাগমে, বিচ্ছেদের সফলতা, নিত্য-স্মৃতি, কন্যাবিরহে, কন্যা বুলবুলের প্রতি, অদ্ভুতপ্রেম, ঘোররহস্য।

১গ. কথথক কথথক তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত ঃ ৪৪। জীবন-পথে ঃ সহযাত্রা—১৪।

১ঘ. কথথক। কথথক। তপঙ। তপঙ। জীবনপথে ঃ সহযাত্রা—৫, ১১, ১৩, ১৯, ২২, ২৪।

২. কথথক কথথক। তপঙ তঙপ। জীবনপথে ঃ ঝরাফুল—একভিক্ষা।

৩. কথথক কথথক। তপঙ ঙতপ। অশোকসঙ্গীত ঃ ৫৭।

৪. কথথক। কথথক। তপপ তঙঙ। অশোকসঙ্গীত ঃ ৩।

৫. কথথক। কথথক। তপতপ ঙঙ। অশোকসঙ্গীত ঃ ৫, ১৪, ৫৫।

৫ক. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ। জীবনপথেঃ একলা—৬।

৫খ. কখখক কখখক। তপতপঙঙ। অশোকসঙ্গীত- ১২, ২৬, ২৯, ৪৬, ৫৩। জীবনপথে: সহযাত্রা—২৫, ঐ ঃ একলা—৫, ১৭, ঐ ঃ ঝরাফুল—সিন্ধুর প্রতি।

৫গ. কখখক কখখক। তপতপ। ঙঙ। অশোকসঙ্গীত—২০। দীপ ও ধূপ-শ্মশানপথে দেশবন্ধু-২। জীবনপথেঃ সহযাত্রা—২৩।

৬. কখখক কখকখ। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত—১৭।

৭. কখকখ। ককখখ তপতপ। ঙঙ। মাল্য ও নির্মাল্য-হৃতাভিজ্ঞান

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের ১ থেকে ৪ বিভাগের ৮১টি সনেটের দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিক-বন্ধের সর্বত্র ছেদ চিহ্ন না থাকলেও সনেটগুলির মিল যোজনা একান্তভাবেই পেত্রার্কান। এ ক্ষেত্রে কবি অষ্টক গঠন করেছেন দুই মিলের সংবৃত-ধর্মী দুই চতুষ্কে এবং ষটকের গঠনে তিনি বিবৃতধর্মী তিন মিল ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ৪ বিভাগের ষটকের দুই ত্রিক-র শেষে ভিন্ন ভিন্ন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। ষটকের উল্লিখিত মিলে ১৪শ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবেতি প্রচুর সনেট রচনা করে এই মিলকে ক্লাসিকাল মিলের মর্যাদা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথও এই মিলে সনেট রচনা করেছেন। ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে রচিত এই ৮১টি সনেটের মধ্যে স্থূলাক্ষর ৫০টি সনেটে তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করায় এগুলিকে খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের ক্লাসিকাল মিলে রচিত বাকি ৩১টি সনেটে আবর্তনসন্ধি না থাকায় ঐগুলিকে আমরা খাঁটি মিল্টনীয় সনেট বলে উল্লেখ করছি।

৫ থেকে ৫গ বিভাগের ১৬টি সনেটের অষ্টকের মিলপদ্ধতি পেত্রার্কীয় এবং এগুলির ষটকেও কবি তিন মিল ব্যবহরে করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ষটকের ছয় পঙক্তি কোন ক্ষেত্রেই দুই ত্রিক-এ বিভক্ত নয়। এবং ষটকের অন্তিমে সর্বত্রই মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে। অর্থাৎ এই পর্যায়ের সনেটগুলির ষটকের গঠনে কবি ক্লাসিকাল-রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই ১৬টি সনেটের স্থূলাক্ষর ১১টি সনেটের অষ্টক-ষটকের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট এই এগারটি সনেটকে ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় এবং আবর্তনসন্ধিহীন বাকি পাঁচটি সনেটকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।

এই পর্যায়ের ৬ বিভাগের সনেটটির ষটকের মিলবিন্যাস

ক্লাসিকাল। অষ্টকেও মাত্র দুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অষ্টকের প্রথম চতুষ্কটি সংবৃত এবং দ্বিতীয় চতুষ্কটি বিবৃত। আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটটির অষ্টকের মিলবিন্যাসে কিছু ত্রুটি থাকায় এটিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় সনেট বলে চিহ্নিত করছি।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটিতে অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কে কবি পর পর দুটি মিত্রাক্ষর-যুগ্মক রচনা করে ক্লাসিকাল রীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। সনেটটির তিন চতুষ্ক ও অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকের গঠনে শেকস্‌পীরীয়-রীতির প্রভাব রয়েছে। কিন্তু অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে ভিন্ন প্রকৃতির তিন মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে আমরা ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

কামিনী রায় চার মিলে ২৯টি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু মিল যোজনায় সর্বত্র ক্লাসিকাল-রীতি মান্য করেন নি। সনেটগুলির মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করছি।

১. কখখক কখখক। তপতপতপ। অশোকসঙ্গীত : ২৪। জীবনপথে : সহযাত্রা—৮।
২. কখখক কখখক। তপপতপত। জীবনপথে : সহযাত্রা—১৮। ঐ : ঝরাফুল—অক্ষয় প্রদীপ।
৩. কখখক। কখখক। তপপ। ততপ। অশোকসঙ্গীত : ৪৮।
৩ক. কখখক কখখক। তপপ। ততপ। অশোকসঙ্গীত : ৫১। দীপ ও ধূপ : হিসাবীদান।
৩খ. কখখক কখখক। তপপ ততপ। জীবনপথে : সহযাত্রা—২০। ঐ : ঝরাফুল—ভিক্ষা ত্যাগ।
৪. কখখক কখখক ততপ। ততপ। অশোকসঙ্গীত : ২২।
৫. কখখক। কখখক। খতপ। খতপ। নির্মাল্য : দিল্লী।
৫ক. কখখক কখখক। খতপ খতপ। দীপ ও ধূপ : সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-২। জীবনপথে : সহযাত্রা—৪।
৬. কখখক কখখক। তপখ। তপখ। অশোকসঙ্গীত—২, ৪০।
৬ক. কখখক কখখক। তপখ তপখ। জীবনপথে : একলা—২।
৭. কখখক। কখখক। তখপ তখপ। অশোকসঙ্গীত : ৪২।
৮. কখখক কখখক। তপক তপক। জীবন পথে : সহযাত্রা—৯। ঐ : একলা :৪।
৮ক. কখখক। কখখক। তপক। তপক। নির্মাল্য : সাজাহান।

অশোকসঙ্গী ঃ ৯।

৯. কখখক কখখক তকপ তকপ। অশোকসঙ্গীত ঃ ৩২।

৯ক. কখখক। কখখক। তকপ। তকপ। জীবনপথে ঃ একলা—১।

৯খ. কখখক কখখক। তকপ তকপ। জীবনপথে ঃ একলা—৮, ১১।

১০. কখখক। কখখক। কতপ। কতপ। জীবনপথে ঃ সহযাত্রা—১৭।

১১. কখখক কখখক। ততপ ককপ। জীবনপথে ঃ ঝরাফুল—অনন্তআশ্রয়।

১২. কখখক। কখখক। তখতখ পপ। অশোকসঙ্গীত ঃ ৫২।

১৩. কখখক কখখক। তপক। তপক। অশোকসঙ্গীত—৪১।

এই পর্যায়ের প্রথম চার বিভাগের ১০টি সনেটের মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও সর্বত্রই দুটি নতুন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে স্থূলাক্ষর ৭টি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এগুলিকে খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট এবং আবর্তনসন্ধিহীন বাকি তিনটি সনেটকে খাঁটি মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করা যায়।

৫ থেকে ১২ বিভাগের ১৮টি সনেটের দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কের অষ্টক গঠনে কবি পেত্রার্কীয় রীতিকেই যথাযথ অনুসরণ করেছেন। এই সনেটগুলির ষট্‌কের মিল তিনটি কিন্তু মিলবিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ। ১৮টি সনেটের ষট্‌কে সর্বত্রই অষ্টকের কোন না কোন একটি মিল ব্যবহার করে কবি ক্লাসিকাল রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। এই সনেটগুলির মধ্যে স্থূলাক্ষর ১০টি সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করায় এই সনেটগুলিকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট বলে গণ্য করছি। বাকি ৮টি সনেটকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাসে চরম অনিয়ম ঘটেছে। এক্ষেত্রে অষ্টকে কবি দুটি মিল ব্যবহার করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কে দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হওয়ায় সনেটটির মিলবিন্যাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ষট্‌কের মিলে অষ্টকের একটি মিল ফিরে আসায় ষট্‌কের মিলবিন্যাসেও ত্রুটি দেখা দিয়েছে। সনেটটির অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করা যায়।

কামিনী রায় তিন মিলে মাত্র দুটি সনেট রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য এই দুটি সনেটের মিলবিন্যাসে কবি চূড়ান্ত অনিয়ম ঘটিয়েছেন। সনেট দুটির মিলপদ্ধতি লক্ষণীয় ঃ

১. কখখক কখখক। কতত ককত। অশোকসঙ্গীত ঃ ৩৯।

২. কখখক কখখক। কখখক তত। অশোকসঙ্গীত ঃ ৪৭।

দুটি সনেটের অষ্টকের গঠন পেত্রার্কীয়। প্রথমটির ষট্‌কে অষ্টকের একটি মিল ব্যবহৃত হয়ে ক্লাসিকাল-রীতির ব্যত্যয় ঘটেছে। এই সনেটটিকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় সনেটটির ষট্‌কের রীতিহীন মিলবিন্যাসটি অভিনব। ষট্‌কের প্রথমে শোভা পাচ্ছে অষ্টকেরই একটি চতুষ্ক এবং অন্তিমে স্থান পেয়েছে নতুন মিলের একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক। এই সনেটটির ষট্‌কের মিলবিন্যাসে চরম অনিয়ম ঘটলেও সনেটটির অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটিকে শিথিল-পেত্রার্কান সনেট বলে স্বীকার করা যায়।

কামিনী রায়ের মাত্র চারটি সনেটে ছয়মিল ব্যবহৃত হয়েছে। মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. কখখক। খগগখ। তপঙ তপঙ। নির্মাল্য ঃ **স্মৃতিচিহ্ন**।

২. কখখক কখগগ। তপঙ। তপঙ। জীবনপথে ঃ একলা—৩।

৩. কখখক কগগক। তপঙ। তপঙ। জীবনপথে ঃ একলা—৭।

৩ক. কখখক কগগক। তপঙ তপঙ। ঐ ঃ ঝরাফুল-সোদরার প্রতি-২।

এই পর্যায়ের চারটি সনেটের গঠন পেত্রার্কীয়। কিন্তু অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কে একটি নতুন মিল দেখা দেওয়ায় ক্লাসিকাল-রীতির ব্যত্যয় ঘটেছে। প্রথম তিন বিভাগের তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এইগুলিকে শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩ক বিভাগের সনেটটির দ্বিতীয় চতুষ্কের মিল ক্লাসিকাল-রীতির পরিপন্হী। কিন্তু সমস্ত সনেটটিতে বিশেষ মিল-প্রকৃতি অনুসৃত হওয়ায় এটিকে বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে কামিনী রায়ের ১৩৪টি সনেট ৭টি সনেট-রীতিতে বিভক্ত।

১. পেত্রার্কীয়—৫৭টি।

২. ভঙ্গ পেত্রার্কীয়—১২টি।

৩. শিথিল পেত্রার্কীয়—১৪টি।

৪. খাঁটি মিল্টনীয়—৩৪টি।

৫. ভঙ্গ মিল্টনীয়—৬টি।
৬. শিথিল মিল্টনীয়—১০টি।
৭. বিশেষ রোমান্টিক রীতি- ১টি।

উল্লিখিত রীতি বিভাগের ১৩৪টি সনেটের মধ্যে ১৩৩টিই পেত্রার্কান পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সনেটের মিলবিন্যাসেই শুধুমাত্র তিনি ক্লাসিকাল নন, তাঁর ১৩৪টি সনেটের মধ্যে ৮৩টিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি ক্লাসিকাল-রীতির প্রতি আনুগত্যের অভ্রান্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই ৮৩টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিম্নলিখিত ষোল প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. ভাব থেকে তত্ত্ব-নির্মাল্য ঃ দিল্লী। অশোকসঙ্গীত ঃ ৩।
২. তত্ত্ব থেকে ভাব-জীবনপথে ঃ সহযাত্রা—১০।
৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ-নির্মাল্য ঃ স্মৃতিচিহ্ন। অশোকসঙ্গীত ঃ ৮, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫২. ৫৪, ৫৬, ৫৭। দীপ ও ধূপ : শ্মশানপথে, দেশবন্ধু-১, ঐ-২, সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-৩, গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল।
জীবনপথে ঃ সহযাত্রা - ১, ২, ৮, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩। ঐ ঃ একলা—১, ৩, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৭। ঐ ঃ ঝরাফুল-সোদরার প্রতি-১, অনন্ত আশ্রয়, নিত্যস্মৃতি, অদ্ভুত প্রেম, একভিক্ষা।
৪. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর—নির্মাল্য ঃ সাজাহান। অশোকসঙ্গীত ঃ ৭, ১১, ২৬। জীবনপথে ঃ সহযাত্রা-১১।
৫. উত্তর থেকে জিজ্ঞাসা-দীপ ও ধূপ ঃ হিসাবী দান। জীবনপথে ঃ সহযাত্রা- ৪। ঐ ঃ একলা-৬।
৬ উপমেয় থেকে উপমান—অশোকসঙ্গীত ঃ ৪।
৭ উপমান থেকে উপমেয়-অশোকসঙ্গীত ঃ ৬। জীবনপথে ঃ একলা—১০।
৮. কারণ থেকে কার্য—অশোকসঙ্গীত ঃ ৫, ৫৫।
৯. কার্য থেকে কারণ-অশোকসঙ্গীত ঃ ২৯, ৫৮। জীবনপথে ঃ ঝরাফুল-কণ্যাবিরহে।
১০. সামান্য থেকে বিশেষ—অশোকসঙ্গীত ঃ ৯, ১৬। জীবনপথে ঃ ঝরাফুল—বিচ্ছেদের সফলতা।
১১. বিশেষ থেকে সামান্য—জীবনপথে ঃ সহযাত্রা—২৪।

১২. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক—অশোকসঙ্গীত ঃ ১০, ২০, ২৫। জীবনপথে ঃ ঝরাফুল—মাঘের চতুর্থ দিন।
১৩. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক—অশোকসঙ্গীত ঃ ২৪। জীবন-পথে ঃ সহযাত্রা—৯।
১৪. আত্মলোক থেকে প্রকৃতিলোক - অশোকসঙ্গীত ঃ ৪৩।
১৫. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক—জীবনপথে ঃ ঝরাফুল—বসন্তাগমে।
১৬. অতীত থেকে বর্তমান—জীবনপথে ঃ সহযাত্রা—২৫। ঐ ঃ একলা—৫।

আবর্তনসন্ধির এই ষোল প্রকার বৈচিত্র্য কামিনী রায়ের বিচিত্রমুখী কবি-কল্পনারই পরিচয়বাহী। সনেটের বিষয়বস্তুকেঁ তিনি আবর্তন সন্ধিতে ভারসাম্যে রক্ষা করে কি ভাবে মূর্ত আকার দান করেছেন এখানে আমরা তার দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমেই 'অশোকসঙ্গী-তে'র দশম সনেটটির উদ্ধার করছি।

গুণীপুত্র পদে মানে রাজধানী মাঝে
অতুল ঐশ্বর্য্য ক্রোড়ে করিতেছে বাস,
বৃদ্ধা মাতা দূর গ্রামে মাস অন্তে মাস,
ভাবিছেন তারি কথা, বসি প্রতি সাঁঝে,
জাগিয়া প্রভাতে নিত্য। রত গৃহ কাজে,
গৃহ গাত্রে ধাতু পাত্রে বাল্য ইতিহাস
পড়িছেন দুলালের। কত অট্টহাস,
ভাঙ্গচুর, কাঁদাকাটি আজো কানে বাজে।

দীর্ঘ অতীতের পথে সদা যাতায়াতে
ক্লান্ত নহে স্মৃতি তাঁর, পথ সম্মুখের
বেশী নাহি যায় দেখা, যাহা দেখা যায়
আলোকিত গুটি কত আশা-রশ্মি-পাতে—
আশ্বিনে আসিবে পুত্র; আর সে সুখের
বাড়া সুখ—গঙ্গাতীরে লয়ে যাবে মায়।

এই সনেটটিতে কবি একটি উপমার মধ্য দিয়ে মূলত নিজের কথাই বলেছেন। অষ্টকবন্ধের দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কদ্বয়ে পুত্রের বাল্য-স্মৃতি-চারণা অন্তরঙ্গ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে এবং বিবৃতধর্মী তিন মিলের ষট্‌কবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে মায়ের অসীম বাসনার কথা।

অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ায় স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে ভাবপ্রবাহের এই উত্তরণ পাঠক-চিত্তে মূর্ত আকার পরিগ্রহ করেছে। অষ্টকবন্ধের সংবৃত দুটি চতুষ্কের দুই মিলের সংহত-বন্ধন এবং ষট্‌কের বিবৃত মিলের বন্ধনমোচন ভাবপ্রবাহকে কিভাবে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে বিলসিত করে তোলে এই সনেটটি তারই বিশ্বস্ত প্রমাণ।

এবারে 'অশোকসঙ্গীতে'র সর্বশেষ সনেটটি গ্রহণ করা যাক।

গিয়াছে বারটি মাস, এক দুই করি,
আজ সে দুঃখের দিন, মরণ নিঠুর
মার কোল হতে তোরে লয়ে গেল দূর
দেবদেশে। সে দিনের সে বিদায় স্মরি
আবার উঠিছে প্রাণ বেদনায় ভরি ;
তার মাঝে কানে বাজে কোমল মধুর
'কিছু ভয় নাই' বাণী। প্রাণ পরিপূর
করি সেই অমৃতরসে, আমি ধৈর্য্য ধরি।

নহে শুধু মৃত্যুদিন, বাছারে আমার,
মোদের এ ঘর হতে পুণ্যতর লোকে
যে দিন জনম পেলে, জীবনেতে নব,
সেই পুণ্য দিনে কেন অশ্রু উপহার
দিব তোরে, আর্দ্র করি আমাদের শোকে ?
হে নির্ভীক, ধন্য হোক জন্মদিন তব।

এই সনেটটিতে একদিকে পুত্রহারা মাতৃহৃদয়ের গভীর বেদনা অন্যদিকে এই বেদনার তীব্র জ্বালা অতিক্রম করে পরম সান্ত্বনার বাণী কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বলেছেন যে তাঁর পুত্রের মৃত্যুদিন আবার ফিরে এসেছে। পুত্রের মৃত্যু স্মরণ করে তাঁর মাতৃহৃদয় বেদনায় বিধুর, এই বেদনার মাঝে এক 'কোমল মধুর' অভয়বাণী তাঁর বেদনাবিক্ষুব্ধ হৃদয়কে স্থৈর্য দান করেছে। কবির সান্ত্বনা লাভের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি ষট্‌কবন্ধে বলেছেন যে তাঁর পুত্রের মৃত্যুদিন আসলে 'পুণ্যতর লোকে' জন্মেরই শুভদিন। নিখুঁত পেত্রার্কীয় মিলে রচিত এই সনেটটিতে অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ কার্য থেকে কারণে আবর্তিত হয়ে অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে শিল্পরূপ লাভ করেছে। বস্তুত খাঁটি পেত্রার্কীয়

মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্যই কামিনী রায় বাংলা সনেট সাহিত্যে উচ্চাসনের অধিকারিণী।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কামিনী রায় পেত্রার্কীয় রীতির সনেট রচনার জন্য মধুসূদনের কাছেই ঋণী। সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনি মূলত মধুসূদনের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। তাঁর ১৩৪টি সনেটের মধ্যে মাত্র 'জীবনপথে ঃ সহযাত্রা'-র সপ্তম সংখ্যক সনেটটি দশমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ ছাড়া বাকি সনেটগুলিতে চোদ্দ-মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর সমস্ত সনেটে প্রবাহমান ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে তিনি মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে মধুসূদনের মত তাঁর ওপর মিল্টনের প্রভাব পড়াও বিচিত্র নয়। প্রবাহমান ছন্দ সনেটের নিটোল বিন্যাসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ফলত এই ছন্দের ব্যবহার বাংলাভাষার আদি-সনেটকারের মতই তাঁর সনেটে সুখকর হয় নি।

কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—'(তাঁহার) ভাষা পরিমিত ও সংযত কিন্তু সঙ্গীতময় নহে।'[১৯] অধ্যাপক সেনের এই উক্তি কবির সনেটের ভাষা সম্পর্কেও সর্বাংশে সত্য। এই পর্বের অন্যান্য কবিগণের মতই তাঁর কবিকল্পনা উচ্ছ্বাস-প্রবণ কিন্তু কাব্যের প্রকাশ-রীতিতে তিনি সংযত মিতবাক্-শিল্পী। তাঁর সনেটের ভাষার এই সংযম-সৌন্দর্য আছে সত্য, কিন্তু সঙ্গীতগুণ অন্যন্ত কম। সনেটের অন্ত্যমিল যোজনার ক্ষেত্রেও তিনি সঙ্গীতময় স্বরান্ত মিলের চেয়ে সঙ্গীতহীন ব্যঞ্জনান্ত মিলের প্রতি স্বেচ্ছায় বেশি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর ১৩৫টি সনেটের ৬৪০টি মিলের মধ্যে ২৮১টি স্বরান্ত এবং ৩৫৯টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

সনেট-পরম্পরা রচনায় কামিনী রায় বাংলা সনেট সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শিল্পী। তাঁর 'দীপ ও ধূপ' গ্রন্থে 'শ্মশানপথে দেশবন্ধু' বিষয়ে দুটি এবং 'সিরাজদ্দৌলার সমাধিদর্শন' বিষয়ে তিনটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই ধরণের একই বিষয়ে দু-তিনটি সনেট-রচনার নিদর্শন কামিনী রায়ের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কবিদের রচনায় কছু পরিমাণে আছে। কামিনী রায়ের কাব্যে তা নতুন সার্থকতা পেয়েছে। 'জীবনপথে' কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই সনেট। গ্রন্থটি 'সহযাত্রা', 'একলা' এবং 'ঝরাফুল' এই তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে 'ঝরাফুল' অংশের ২২টি সনেট বিভিন্ন বিষয়ক। কিন্তু 'সহযাত্রা'-র ২৫টি এবং 'একলা'র ১৭টি সনেট একই বিষয় অবলম্বনে সনেট-পর-

স্পরা রীতিতে গ্রথিত।

কবির 'অশোকসঙ্গীতে'র সনেটগুলির বিষয়াবলম্বন পুত্রশোক। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশক সুধীরকুমার সেন লিখেছেন—'অশোকসঙ্গীত শোকার্ত হৃদয় হইতে উত্থিত।' ষোল বৎসর বয়স্ক পুত্রের অকাল মৃত্যুতে বিপর্যস্ত মাতৃহৃদয়ের বেদনা-নির্ঝর যে সমস্ত সনেট আকারে ঝরে পড়েছে 'অশোকসঙ্গীত' তাদেরই সংকলন।

'জীবনপথে'র 'সহযাত্রা' অংশের মুখ্য উপজীব্য প্রেম। মৃতস্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত এই সনেটগুচ্ছে নারীহৃদয়ের অসীম বিরহবোধ, অকুন্ঠ আত্মসমর্পণ ও অন্তরঙ্গ প্রেমানুরাগ অব্যক্ত বেদনায় উচ্ছ্বসিত। এই গ্রন্থের 'একলা' অংশের সনেটগুচ্ছের মুখ্য অবলম্বন শোক। এই শোকের দ্বিমুখী উৎস—পতি ও পুত্রের মৃত্যু। পতি-পুত্রের শোকচ্ছায়ায় এই সনেটগুলি বেদনা-বিধুর।

উল্লিখিত সনেট ব্যতীত বাকি সনেট-সমূহে কবি আট প্রকার বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

১. ইতিহাস—নির্মাল্য : দিল্লী, সাজাহান। দীপ ও ধূপ : সিরাজদ্দোলার সমাধিদর্শন-১,ঐ-২।

২. তত্ত্ব—নির্মাল্য : স্মৃতিচিহ্ন। দীপ ও ধূপ : সেবাধর্ম, গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল, বেহিসাবী দান। জীবনপথে ঝরাফুল—অভিমানে, অনন্ত আশ্রয়, ভিক্ষা ত্যাগ, অক্ষয় প্রদীপ, বিচ্ছেদের সফলতা, অদ্ভুত প্রেম, ঘোর রহস্য, একভিক্ষা।

৩. প্রেম-মাল্য ও নির্মাল্য : হৃতাভিজ্ঞান।

৪. মনীষী-তর্পণ—দীপ ও ধূপ : শ্মশান পথে দেশবন্ধু-১ ২,৩

৫. শোক-দীপ ও ধূপ : সমবেদনায় পত্নী, হিসাবী দান। জীবনপথে : ঝরাফুল লোকান্তরিতা সোদরার প্রতি ১, ২, মানসী প্রতিমা, নিত্যস্মৃতি, মাঘের চতুর্থ দিন।

৬. আত্মকথা—জীবনপথে : ঝরাফুল- বহুর ভিতরে, ভাবুকের ভুল, অভব্য দৈব।

৭. বাৎসল্য - জীবনপথে : ঝরাফুল—শিশুসেতু, মাতৃজন্ম, কণ্যাবিরহে, কণ্যা বুলবুলের প্রতি।

৮. প্রকৃতি- জীবনপথে : ঝরাফুল-সিন্ধুর প্রতি, বসন্তাগমে।

কামিনী রায় বহু বিষয়ে সনেট লিখেছেন সত্য কিন্তু শোকই তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য। এমন কি তাঁর অধিকাংশ প্রেম-

বিষয়ক সনেটও শোকের ছায়ায় বেদনা-বিহবল। অবশ্য তাঁর সনেটে শোকের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর নির্ভরতা। এই নির্ভরতাই তাঁকে সান্ত্বনার করুণাঘন মন্ত্রে অভিষিক্ত করে স্থৈর্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রেনেসাঁস-উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যে কামিনী রায়ই প্রথম স্বকীয় কবিকন্ঠের অধিকারী মহিলা কবি। নারী হৃদয়ের অকৃত্রিম উষ্ণ অনুভবের স্পর্শে অনুরঞ্জিত তাঁর সনেটগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

৫

নবরোমান্টিক পর্বের অন্যান্য সনেটকার

এই পর্বের অন্তত আরো চারজন কবি সনেট রচনার অল্প বিস্তর প্রচেষ্টা করেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই চারজনই মহিলা কবি। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নামোল্লেখ করতে হয় **গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী**-র (১৮৫৮-১৯২৪)। তাঁর 'অশ্রুকণা'য় তিনটি, 'আভাষে' ছয়টি এবং 'শিখা' কাব্যগ্রন্থে একটি চোদ্দপঙ্‌ক্তির কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'আভাষ' কাব্যগ্রন্থের 'বিদেশিনী' এবং 'অশ্রুকণা' কাব্যের 'প্রিয়তমা' বাদে বাকি আটটি কবিতা সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। 'প্রিয়তমা' এবং 'বিদেশিনী' চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত প্রেম বিষয়ক সনেট। দুটি সনেটই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। মিলবিন্যাসে কবি শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। প্রথমটির মিল সংখ্যা সাত, মিলবিন্যাস কখকখ। গগঘঘ। তপতপ। ঙঙ। দ্বিতীয় সনেটটির মিল সংখ্যা ছয়, মিলবিন্যাস কখকখ। গঘগঘ তথতথ। পপ। দুটি ক্ষেত্রেই কবি শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসরণ করেছেন কিন্তু কোন ক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টা যথাযথভাবে রূপায়িত হয়নি। সনেট-কলাকৃতি সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিলনা। সমসাময়িক সনেটকারদের প্রভাবে এই বিষয়ে তিনি অক্ষম প্রচেষ্টা করেছিলেন মাত্র।

এই পর্বের আরেকজন মহিলা কবি **মানকুমারী বসু** (১৮৬৩-১৯৪৩) তাঁর 'কনকাঞ্জলি' এবং 'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থে একটি করে চোদ্দপঙ্‌ক্তির কবিতা রচনা করেছেন। 'কনকাঞ্জলি'র 'তুমি' কবিতাটি সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী কিন্তু বিভূতির 'শেষ' শীর্ষক প্রেম-বিষয়ক কবিতাটি সাত মিলের খাঁটি শেকস্‌পীরীয়-রীতির রোমান্টিক সনেট।

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী এই পর্বের এক অখ্যাত মহিলা কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। এর মধ্যে 'প্রতিধ্বনি'-তে ২টি, অনুরাগে ৭টি, 'মনোবীণা'তে ৫টি এবং 'নির্ঝরিণী' গ্রন্থে ২টি চোদ্দপঙ্‌ক্তির কবিতা স্থান পেয়েছে। এই ১৬টি কবিতার মধ্যে ৯টি চতুর্দশী এবং ৭টি সনেট। চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত এই সাতটি সনেটের মিলবিন্যাস লক্ষণীয় ঃ

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। মনোবীণা ঃ বিনিময়, সম্মান।

২. কখকখ। গঘগঘ। ততপপ। ঙঙ। প্রতিধ্বনি ঃ অতীতের স্মৃতি।

৩. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। কক। মনোবীণা ঃ অর্থহীন কথা।

৪. কখকখ। গগঘঘ। তপতপ। কক। অনুরাগ ঃ হৃদয়দেবতা।

৫. কখকখ। গঘগঘ। গতগত। পপ। মনোবীণা ঃ মানবের ভাগ্যলিপি।

৬. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। মনোবীণা ঃ মায়ের সাধ।

সাতটি সনেটই শেকস্‌পীরীয় রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। প্রথম দুই বিভাগের তিনটি সাত মিলে এবং বাকি চারটি সনেট ছয় মিলে রচিত। সাত মিলে রচিত প্রথম বিভাগের দুটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের সনেটটির তৃতীয় চতুষ্কের মিলবিন্যাসে এই রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটায় এই সনেটটি ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেটে পর্যবসিত হয়েছে। ৩ থেকে ৬ বিভাগের চারটি সনেট গঠনরীতিতে শেকস্‌পীরীয় কিন্তু সর্বত্রই একটি মিল কম ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেটের বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না। সাতটি সনেটে কবি তিন প্রকার বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন ঃ

১. প্রেম—অতীতের স্মৃতি, বিনিময়, হৃদয় দেবতা।

২. তত্ত্ব অর্থহীন কথা, সম্মান, মানবের ভাগ্যলিপি।

৩. বাৎসল্য—মায়ের সাধ।

আমাদের আলোচ্য পর্বের সর্বশেষ কবি হলেন **নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী সরস্বতী** (১৮৭৮-১৯০৬)। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। তাঁর মধ্যে 'মর্মগাথা'য় ১টি, 'প্রেমগাথায়' ২টি, 'অমিয়গাথায়' ২টি এবং 'কুসুমগাথায়' ৭টি চোদ্দপঙ্‌ক্তির কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই ১২টি কবিতার মধ্যে ৬টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী।

বাকী ৬টি মাত্র সনেট। এই সনেটগুলি চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। মিলবিন্যাস-পদ্ধতি' শেকস্‌পীরীয়, প্রত্যেকটি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর-যুগ্মক যোজিত হয়েছে। 'কুসুমগাথা' কাব্যগ্রন্থের এই ৬টি সনেটের মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

ওঙ্কার ঃ কখকখ। গকগক। খকখক। কক
শীর্ণনদী ঃ কখখক। গঘঘগ। তপপত। খখ
শিশির ঃ কখকখ। গঘগঘ। তপত। পঙঙ
ভুবনেশ্বর ঃ কখকখ। কগকগ। তপতপ। গগ
পৌর্ণমাসী নিশীথে ঃ কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ
বঙ্গসাহিত্য ঃ কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। তত

এই ৬টি সনেটের মধ্যে 'শিশির' ছাড়া বাকি পাঁচটি ক্ষেত্রেই শেকস্‌পীরীয় রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। 'শিশির' ও 'পৌর্ণমাসী নিশীথে'র মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু 'পৌর্ণমাসী নিশীথে' আবর্তনসন্ধি রয়েছে। 'শিশিরে'র মিলবিন্যাস যদিও শেকস্‌পীরীয় তবু এই সনেটের শেষ ছয়পঙ্‌ক্তি দুই ত্রিকবন্ধে রচিত। বাকি চারটি সনেটের প্রত্যেকটির মিলসংখ্যা ছয়। সুতরাং এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেটের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। 'শীর্ণনদী' ও 'পৌর্ণমাসী নিশীথে'র অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। প্রথমটিতে জিজ্ঞাসা থেকে উত্তরে দ্বিতীয়টিতে বিশ্বলোক থেকে আত্মলোকে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। ফলত এই দুটিকে আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে।

নগেন্দ্রবালার ৬টি সনেটে তিনপ্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. ঈশ্বর বন্দনা–ওঙ্কার, ভুবনেশ্বর।
২. প্রকৃতি—শীর্ণনদী, শিশির, শৌর্ণমাসী নিশীথে।
৩. বঙ্গ সংস্কৃতি—বঙ্গ সাহিত্য।

উল্লিখিত চারজন অপ্রধান কবির কেউই বেশি সনেট রচনা করেন নি। সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে তাঁদের হয়তো স্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল না। সমসাময়িক প্রধান কবিদের সনেট-চর্চায় প্রভাবিত হয়েই তাঁরা সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে সুখের বিষয় এই যে তাঁদের সেই অনুকৃতি সর্বত্র ব্যর্থ হয়নি।

৬

সনেটে নবরোমান্টিক-পর্বের ফলশ্রুতি

নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-প্রভাবিত শেকস্‌পীরীয় রীতির সহজিয়া সনেট-রীতিকে বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। অবশ্য এই সময়ে শেকস্‌পীরীয়-রীতির পাশাপাশি পেত্রার্কীয়-রীতিও অনুশীলিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারে এই দুই-রীতির দ্বৈত-সংগম ঘটেছে। কামিনী রায় আবার পেত্রার্কীয়-রীতির প্রতিই পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। এই পর্বে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক-রীতির সহাবস্থানের ফলে দুই ধারাই পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। এই বিষয়ে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটাদর্শের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ফলত পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে শেকস্‌পীরীয় এবং শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে পেত্রার্কীয় স্তবকসজ্জা এই পর্বের রচনায় প্রায়শই লক্ষ্য করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার শেকস্‌পীরীয় মিলিবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজনা করে এক মিশ্ররীতি উদ্ভাবনে উৎসাহিত হয়েছেন।

আবর্তনসন্ধি ক্লাসিকাল সনেটের প্রাণকেন্দ্র। ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় এই পর্বের কবিরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকের ধারণা আবর্তনসন্ধি সনেটের কৃত্রিম উপকরণ মাত্র। কিন্তু আবর্তনসন্ধি সনেটের ভাবপ্রবাহের ভারসাম্য রক্ষায় কত বিচিত্ররূপী হয়ে উঠতে পারে ক্লাসিকাল-রীতিতে রচিত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সনেটে তার অজস্র পরিচয় রয়েছে। এই পর্বের সনেটকাররা বিচিত্র প্রকারের আবর্তনসন্ধি রচনা করে সেই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইতালিতে আদিপর্বে সনেটের মুখ্য উপজীব্য ছিল প্রেম। নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রেম-চেতনাই ছিল সনেটের প্রধান অবলম্বন। বাংলা সাহিত্যে সনেট-প্রবর্তক মধুসূদনের সনেটে প্রেম-চেতনার অভাব পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের সনেটে প্রেম-চেতনা অন্যতম প্রধান স্থান পরিগ্রহ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গীতিকবিতার মুখ্য অবলম্বন হিসাবে সনেট বিচিত্র-বিষয়ী হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষার আদি-সনেটকার মধুসূদনের সনেট বিষয়-

বৈচিত্র্যে অনুপম। আলোচ্য পর্বের কবিগণও আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে সনেটকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন।

সনেট-সাহিত্যে সনেট-পরম্পরা রচনার প্রয়াস সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই দিক দিয়ে নবরোমান্টিক পর্বে কামিনী রায়ের কৃতিত্ব সর্বাধিক। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো বাংলা ভাষায় বহু কবি বিচিত্র-বিষয়ী সনেট-পরম্পরা রচনা করে বাংলা সনেট-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি অনুসারে নানা নিরীক্ষার পরীক্ষায় সনেটের ছন্দ নির্ধারিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করতে গিয়েই মধুসূদন আমাদের ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি বিচার করে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে সনেটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের সনেটের ছন্দ চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে মধুসূদনের পথই প্রধানত অনুসরণ করেছেন। নবরোমান্টিক পর্বের কবিরাও সনেটের ছন্দ বিষয়ে পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্ত গভীর শ্রদ্ধায় মান্য করেছেন। সনেটের সংহত বিন্যাসের পক্ষে প্রবহমান ছন্দ বিঘ্নকর হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা মধুকবির সনেটের প্রবহমান ছন্দের প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। এই পর্বের কবি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সনেটের ক্ষেত্রে আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ করে সনেটের ভাববিকাশের সম্ভাবনা বর্ধিত করেছেন। পরবর্তীকালে 'কবির দায়িত্ব' বেশি থাকা সত্ত্বেও সনেট রচনায় এই ছন্দ সাদরে গৃহীত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করে মধুসূদন আমাদের ভাষায় সনেট কলাকৃতির সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য তাঁরই সাধনায় এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও নবরোমান্টিক পর্বের কবিরা বিচিত্র-বিষয়ী ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির সনেট রচনা করে মধুকবির প্রত্যাশাকে আরো পূর্ণায়ত রূপ দান করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য

২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড) ; দেবেন্দ্রনাথ সেন (২য় সং, ৩৬৪) পৃষ্ঠা ২০

৩. 'অপূর্ব্বনৈবেদ্য'র সনেট সংখ্যা ৩৭টি কিন্তু এই গ্রন্থের দ্রৌপদী শীর্ষক সনেটটি 'অশোকগুচ্ছে' সংকলিত হয়েছে। 'গোলাপগুচ্ছে' মোট ২৯টি, এবং 'অপূর্ব্বশিশুমঙ্গলে' ৪টি সনেট আছে। এরমধ্যে 'গোলাপগুচ্ছে'র খোকাবাবু, শ্রীহরির প্রতি, দশভুজা এবং অপূর্ব্বকৃষ্ণ প্রাপ্তি-শীর্ষক চারটি সনেট যথাক্রমে 'অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল', 'অপূর্ব্বনৈবেদ্য', 'পারিজাতগুচ্ছে' মুদ্রিত হয়েছে। 'অপূর্ব্বশিশুমঙ্গলে'র রাণীর চুমো ও খুকির চুমো দুই নামে মূলত একই কবিতা।

৪. অশোকগুচ্ছ ঃ রাক্ষসী।

শেফালীগুচ্ছ ঃ পিসিমার খাজা, পিসিমার সীতাভোগ, ঊষা, সখীর প্রতি, শরৎঋতু, বনতুলসী, আপভালা তো জগৎ ভালা, অপূর্ব্বকৃষ্ণ-প্রাপ্তি, যিশু-খ্রীষ্টের প্রতি, কেম্পিসের প্রতি, কনক।

পারিজাতগুচ্ছ ঃ ব্রজেন্দ্রডাকাত-১, ঐ,-২, দশভুজা, জীবননদী কোকিল, শেফালি, হিন্দুবিধবা, হিন্দুবধূ, ভক্তি, আত্মহত্যা, রামানুজের প্রতি।

অপূর্ব্বনৈবেদ্য ঃ শ্রীহরির প্রতি, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-১, ঐ-২, চিত্তরঞ্জন-দাসের প্রতি-১, ঐ-২, ঐ-৩। ফতেগড়ের মা কালী, সুন্দর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল ঃ ডাকাত, খোকাবাবু।

গোলাপগুচ্ছ ঃ সৌম্য, চিরযৌবনা, বনফুল।

উল্লিখিত ৩৭টি সনেট ১৮ মাত্রা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এছাড়া কবির ১২টি সনেট ১৪ মাত্রায় এবং 'গোলাপগুচ্ছে'র 'ভালবাসার জয়' সনেটটি ১৬ মাত্রায় রচিত

৫. আধুনিক বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা·১৫৬

৬. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, (৭ম খণ্ড), গোবিন্দচন্দ্র দাস

৭. শিশিরকুমার দাশ—চতুর্দশী পৃষ্ঠা-৭৮

৮. আমরা, ভয়, মিলন, তবে কেন, সমীরণ, রমণী ও ভাওয়াল-৬ এই সাতটি সনেটে কখকখ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ মিলপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সমালোচক ডঃ দাশ কথিত কখখক কগকগ ঘঙঘঙ চচ মিলে

কবি একটিও সনেট রচনা করেন নি।

৯. এই আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রন্থাবলীকে আকর-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০. ভুল : চুম্বন, দম্পতির নিদ্রা, রমণীহৃদয়। কনকাঞ্জলি : এখনো রজনী আছে, সে নেত্রে। শঙ্খ : সন্ধ্যায়, ঈশানচন্দ্র। বিবিধ : হেমন্তে-১, রোগে যশাকাঙ্ক্ষা। উল্লিখিত নয়টি সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে।

১১. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড), কামিনী রায়

১২. 'মাল্য ও নির্মাল্যে'র সনেট সংখ্যা চার। এর মধ্যে তিনটি সনেটই 'নির্মাল্য' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। সুতরাং 'মাল্য ও নির্মাল্য' গ্রন্থে একটি মাত্র নতুন সনেট স্থান পেয়েছে।

১৩. অশোকগুচ্ছের ৩২ ও ৪৪ নং এবং জীবনপথের সহযাত্রা অংশের ১৪ নং সনেটে অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ নেই।

১৪. (ক) দুই চতুষ্কে অষ্টক গঠিত নিম্নলিখিত ২১টি সনেটের।
নির্মাল্য : দিল্লী, স্মৃতিচিহ্ন, সাজাহান। মাল্য ও নির্মাল্য : হৃতাভিজ্ঞান। অশোকসঙ্গীত : ৪, , ৯, ১৪, ১৭, ৪২, ৪৮, ৫২ ও ৫৫ নং সনেট। জীবনপথে : একলা—১ ও ৬ নং সনেট। ঐ—সহযাত্রা : ৫, ১১, ১৩, ১৯, ২২ ও ২৪ নং সনেট।
(খ) নীচের ৩১টি সনেটের ষট্‌কে দুই ত্রিক বিভাগ আছে।
নির্মাল্য : দিল্লী, সাজাহান। অশোকসংগীত : ১, ২, , ৯, ১৩, ১৬, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ও ৫১ নং সনেট। দীপ ও ধূপ : সিরাজুদ্দৌলার সমাধি দর্শন-১, গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল, হিসাবী দান। জীবনপথে : সহযাত্রা—৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২২ ও ২৪ নং সনেট। ঐ-একলা : ১, ৩ ও ৭ নং সনেট। ঐ-ঝরাফুল : মাঘের চতুর্থ দিন।

১৫. সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে নিম্নলিখিত ২০টি সনেটে। মাল্য ও নির্মাল্য : হৃতাভিজ্ঞান। অশোকসঙ্গীত , ৩, ৫, ১২, ১৪, ২০, ২৬, ২৯, ৪৬, ৪৭, ৫২, ৫৩ ও ৫৭ নং সনেট। দীপ ও ধূপ : শ্মশানপথে দেশবন্ধু-২। জীবনপথে-সহযাত্রা : ২৩ ও ২৫ নং সনেট। ঐ-একলা : ৫, ৬ ও ১৭ নং সনেট। ঐ-ঝরাফুল : সিন্ধুর প্রতি।

১৬. মাল্য ও নির্মাল্যের 'হৃতাভিজ্ঞান' এবং জীবনপথের একলা অংশের ৬নং সনেটদুটি তিনচতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত।

১৭. সনেটের অষ্টকে কামিনী রায় নিম্নলিখিত সাত প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন ঃ ১. কথথক কথথক—১২৭টি সনেট। ২. কথথক কথকথ—১টি সনেট। ৩. কথকথ ককথথ—১টি সনেট। ৪. কথথক থথকক—১টি সনেট। ৫. কথথক থগগথ—১টি সনেট। ৬. কথথক কগগক—২টি সনেট। ৭. কথথক কথগগ—১টি সনেট।

১৮. ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নিম্নলিখিত কুড়ি প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়। ১. তপঙ তপঙ—৮২টি। ২. তপতপ ঙঙ—১৭টি। ৩. তপপ তঙঙ—১টি। ৪. ততপ ততপ—১টি। ৫. তপতপতপ—২টি। ৬ তপপ ততপ—৫টি। ৭. তপঙ ঙতপ—১টি। ৮. তপঙ তঙপ—১টি। ৯. তপপতপত—২টি। ১০, থতপ থতপ—৩টি। ১১. তপক তপক—৫টি। ১২, তপথ তপথ—৩টি। ১৩. তকপতকপ—৪টি। ১৪ কতত ককত—১টি। ১৫. তথপ তথপ—১টি। ১৬. কথথকতত—১টি। ১৮. তথতথপপ—১টি। ১৮. কতপ কতপ—১টি। ১৯. ততপ ককপ—১টি। ২০. তপত তপত—১টি।

১৯. সুকমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৪র্থ সং, ১৯৬৯) পৃঃ ৪৮৩

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাসাহিত্যে সনেট ঃ রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিসমাজ

১

রজনীকান্ত সেন

মধুসূদন আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বাংলা সাহিত্যে যে সনেট-কলাকৃতির প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নবরোমান্টিক কবিগণের বাণীসাধনায় তা কাব্য-সংহারে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্য-কলাকৃতির মধ্যে তাঁর সমসাময়িক পর্বের কবিরা প্রধানত সনেটকেই বেছে নিয়েছিলেন। এই পর্বের কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) বাংলা সাহিত্যে গীতিকার হিসাবে খ্যাত হলেও তিনি সমসাময়িক কালের সনেট চর্চার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বিকাশ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থে ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি-বিষয়ক চতুর্দশপদী' শিরোনামায় ষোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই সনেটগুলির প্রত্যেকটি শেকস্‌পীরীয়-রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত। এর মধ্যে তিনটি সনেট সাত মিলের খাঁটি শেকস্‌পীরীয়-রীতিতে রচিত। বাকি তেরটির ছয়টিতে ছয় মিল, ছয়টিতে পাঁচ মিল এবং একটিতে চার মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এই সনেটগুলির অধিকাংশেই অষ্টকের মিল ষট্‌কে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করে কবি সনেট রচনায় অনিয়ম ঘটিয়েছেন।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে রজনীকান্ত পূর্বসূরীদের পথ যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটগুলি চৌদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত, কোথাও প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ নেই।

রজনীকান্তের ষোলটি সনেটে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে—১. ভক্তি ঃ আহ্বান, অধম, বোঝে না, দাসত্ব, দারিদ্র্য, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান।

২. প্রেম ঃ পুরাতন চিঠি, নূতন পঞ্জিকা, মালিনী।
৩. প্রকৃতি ঃ শিশির, আয় চাঁদ আয়, ক্ষুদ্র জলাশয়।
৪. আত্মকথা ঃ আমার হৃদয়।
৫. স্থানবর্ণনা ঃ গৌহাটী।

রজনীকান্তের সনেটগুলি কবিজীবনের শেষ পর্বের ফসল। জীবনের অন্তিম পর্বে রোগজর্জর কবির প্রায় সমস্ত কবিতার মুখ্য উপজীব্য ভক্তিরস। তাঁর সনেটগুলি নানাবিষয়ী কিন্তু ভক্তিরসাত্মক সনেটেই কবিস্বরূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। আত্মনিবেদনের সহজ সুরে এই সনেটগুলি উজ্জীবিত। তাঁর খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত ভক্তিরসাত্মক একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

তুমি না বুঝিলে বল কে বুঝিবে আর,
নিভৃত প্রাণের সেই অশান্তি কেমন,
কেউ তো বোঝে না প্রাণে কত গুরুভার,
আগ্নেয়গিরির মত চিতাগ্নি ভীষণ।

বোঝার উপর বোঝা পারি না বহিতে,
ক্রমে শান্ত ক্রমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ,
আর সাধ নাই মোর কারেও বলিতে
চিনিয়াছি জানিয়াছি কারো নয় কেহ।

কাঁদিয়া ভিজাই মাটি ফিরে নাহি চায়,
তারা চায় হৃদয়ের রক্ত শুষিবারে,
কি রাক্ষসী আত্মীয়তা হায় হায় হায়—
কেউ তো বোঝে না হায় বুঝাইব কারে ?

ঠেকিয়া বুঝেছি সত্য ওহে দয়াময়,
জগতে কেবল তুমি দীনের আশ্রয়।
[বোঝে না ঃ বিকাশ, পৃ. ১৪১]

২

নবকৃষ্ণ ঘোষ

তেরটি উপন্যাস ও দুটি ছোটগল্প গ্রন্থের লেখক নবকৃষ্ণ ঘোষের (১৮৬৮-১৯৪১) 'তর্পণ' (১৯১৫) নামে একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের সংকলিত ১১৯টি কবিতাই সনেট। সনেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালি সাজিয়ে এই কাব্যসংকলনে কবি বাঙ্গালি ও ভারত-প্রেমিক মনীষীদের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এমন কি এই গ্রন্থের ভূমিকা, উৎসর্গ কবিতা এবং সমাপ্তিসূচক কবিতা তিনটিও সনেট

আকারে রচিত। এই তিনটি বাদে ১১৬টি সনেটে বন্দিত মনীষীদের কবি দশটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সনেট সংখ্যাসহ এই বিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. ধর্মনায়ক ১০টি। ২. প্রাচীন কবি ১৬টি। ৩. মহামনীষী ৬টি। ৪. গদ্যসাহিত্যসেবী ১০টি। ৫. কবিনাট্যকার ১২টি। ৬. সমাজহিতৈষী ১৬টি। ৭. শাস্ত্রহিতৈষী ৬টি। ৮. শিক্ষাহিতৈষী ১৮টি। ৯ দেশসেবক ১২টি। ১০. প্রতিভাবান ১০টি।

নবকৃষ্ণ ঘোষের ১১৯টি সনেটই চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্র ১২টিতে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে। সবকটি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। গঠনের দিক থেকেই শুধু নয়, সনেটের মিলবিন্যাসেও নবকৃষ্ণ ঘোষ পেত্রার্কাপন্থী। তাঁর ১১৯টি সনেটের অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত; প্রায় ৬৬টির অষ্টক দুই চতুষ্কে বিভক্ত। ষট্‌কের মিলযোজনাতেও কবি মূলত পেত্রার্কীয় রীতিই অনুসরণ করেছেন। ১১৯টি সনেটের মধ্যে ১০২টির ষট্‌ক দুই মিলে এবং ১৭টির ষট্‌ক তিন মিলে রচিত। তাঁর সনেটের ষট্‌কে নিম্নলিখিত আট প্রকার মিল যোজিত হয়েছে ঃ

১. তপতপতপ ৯৬টি। ২. তপঙ তপঙ ৯টি। ৩. তপতপ ঙঙ ৬টি। ৪. তপতপ কক ১টি। ৫. তকতকতক ৪টি। ৬. কতকতকত ১টি। ৭. খতখতখত ১টি। ৮. কতপকতপ ১টি।

উল্লিখিত বিভাগগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের ১০৫টি ষট্‌ক খাঁটি পেত্রার্কীয়-রীতিতে রচিত। তৃতীয় বিভাগের ৬টি ষট্‌কে তিনটি মিল ব্যবহৃত হলেও অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এই বিষয়ে কবি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এবং নব-রোমান্টিক পর্বের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ ছাড়া বাকি পাঁচটি বিভাগের আটটি সনেটের ষট্‌কে অষ্টকের একটি মিল যোজনা করে কবি ক্লাসিকাল রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। তাঁর সাতটি সনেটের ষট্‌কের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে কিন্তু এই সনেটগুলির কোনটিতেই শেক্‌স্‌পীরীয় মিলবিন্যাস গৃহীত হয় নি, গঠন ও মিল যোজনায় মূলত পেত্রার্কীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য ষট্‌কের দুই ত্রিকবন্ধের গঠনে তিনি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁর মাত্র ২২টি সনেটের ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত।

নবকৃষ্ণ ঘোষের সনেটের ভাষা সহজ সরল ও অন্তরঙ্গ। সনেটের

সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট মনীষীর স্বরূপ উদ্ঘাটনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত একটি সনেট উদ্ধার করছি।

উপেক্ষিতা বঙ্গভাষা মলিনা দুঃখিনী,—
কৈশোরে স্থবিরা যেন, ছিল ক্ষুন্ন মনে;
ঝলকি' উঠিল বালা, তোমার যতনে,
ইন্দিরার শ্রীতে যেন হইয়া মোহিনী।

ভ্রমর বাজিল নেত্রে, খেলিল রোহিনী
বিম্বাধরে, কুন্দ-কলি ফুটিল দশনে,
হৃদয় বারুণী তটে পিক কুহরণে
চমকি গাহিল বালা অপূর্ব রাগিণী।

সে গানের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে শুন
মেঘমন্দ্রে সপ্তকোটী হৃদয় মন্দিরে,
তিন গ্রামে সপ্তসুরে হইয়া বিরাট।
কি আনন্দে—কি লাবণ্যে, প্রাণ পেয়ে পুনঃ,
হের হাসিতেছে দেবী ভাসি আশা নীরে,
হে বঙ্গের চিরধন্য সাহিত্য সম্রাট।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ তর্পণ, পৃ. ৪৯]

এখানে কবি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে উপমা চয়ন করেই তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। অষ্টকবন্ধে বঙ্কিমের বাংলাসাহিত্যে অসাধারণ দানের কথা বলে কবি ষট্‌কবন্ধে তার ফলশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সনেটটির ভাবপ্রবাহ অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়েছে।

ক্লাসিকাল মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় নবকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ১১৯টি সনেটের মধ্যে ৬৭টিতে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন ঃ

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ ভূমিকা কবিতা, রামমোহন, জয়দেব, গোবিন্দদাস, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, দীনবন্ধু মিত্র, সুরেন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাণী ভবানী, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজেন্দ্রলাল মল্লিক,

যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিনাথ মজুমদার, প্রতাপ মজুমদার, মনোমোহন ঘোষ, যোগেন্দ্র বসু, ডেভিড হেয়ার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, প্রেমচাঁদ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, তারক পালিত, উমেশ দত্ত, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গোপালচন্দ্র গোখলে, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তরু দত্ত, হরিনাথ দে।

২. কারণ থেকে কার্য : বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, চৈতন্যদেব, জ্ঞানদাস, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামনারায়ণ, মধুসূদন, বিহারীলাল, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র, রমেশ মিত্র, বিনয় দেব, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, বেথুন, মুরারি গুপ্ত, দ্বারকা মিত্র, সমাপন।

৩. কার্য থেকে কারণ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ : রাজনারায়ণ বসু, রজনী গুপ্ত, গিরীশচন্দ্র, স্বর্ণময়ী, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, অর্ধেন্দুশেখর, লালমোহন ঘোষ।

৫. উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত : নবীনচন্দ্র সেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

৩

প্রমথ চৌধুরী

বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাত হলেও বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে তাঁর প্রথম আবির্ভাব কবি রূপে। তাঁর প্রথম কাবগ্র্যন্থ 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) যখন মুদ্রিত হয় তখনও তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (২৫ বৈশাখ, ১৩২১) প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তীকালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পদচারণ' বেরিয়েছিল ১৯১৯ সালে। অধুনা তাঁর অপ্রকাশিত অবশিষ্ট কবিতাবলী 'অন্যান্য কবিতা' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে।[১]

সাহিত্য-সংসারে প্রমথ চৌধুরীর আগমন কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। বয়স যখন প্রৌঢ়তার অভিমুখী, ঠিক তখনই তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করলেন নতুন প্রাণের স্পন্দন। এই নতুন প্রাণস্পন্দনকে কবিতার ভাষায় তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় যৌবন।' তাঁর কবিতাগুলি এই দ্বিতীয় যৌবনের ফসল। কবিতার বিভিন্ন বাণীভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তাঁর মুখ্য কাব্যবাহন হলো সনেট। তাঁর মোট একশত ন'টি কবিতার মধ্যে একাশি-টিই সনেট।[২] 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম সনেটে তিনি বলেছেন :

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরু শিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ !

* * *

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ –
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট !

(সনেট ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃ. ১)

এই সনেটে কবি বঙ্গ-সরস্বতীকে 'বনেট' পরিয়ে নবসাজে সজ্জিত করবার কথা ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এই নবসাজ তিনি রচনা করতে চেয়েছেন পেত্রার্কার অনুসরণে 'ইতালীর ছাঁচে'। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রকাশের পরে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি চিঠির উত্তরে লিখেছেন ঃ 'পেত্রার্কা ও সনেট এ দুটি পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সে কারণেই আমি যদিচ তাঁর পদানুসরণ করিনি, তবু পেত্রার্কার চরণ বন্দনা করে আসরে নামি।..আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি ফরাসি সনেটের ছাঁচই অবলম্বন করেছি।'[৩]

এই চিঠি থেকে জানা যায় যে তিনি পেত্রার্কীয়-রীতি নয়, ফরাসি রীতিতেই সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি কোন্ অর্থে ফরাসি -রীতি গ্রহণ করেছেন তা তাঁর সনেটগুলির মিলবিন্যাস ও স্তবকবন্ধ বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যাক।

১. কখখক। কখখক। তত। পঙপঙ। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ ভর্তৃহরি, বাংলার যমুনা, বার্ণার্ডশ, বালিকা বধূ, ব্যর্থজীবন, মানবজীবন, হাসি ও কান্না, ধরণী, কাঁঠালী চাঁপা, করবী, অপরাহ্ণ, ব্যর্থ-বৈরাগ্য, অন্বেষণ, বিশ্বরূপ, শিব, বিশ্বব্যাকরণ, বিশ্বকোষ, সুরা, শিখা ও ফুল, পরিচয়, স্মৃতি, আত্মকথা। পদচারণ ঃ ফস্‌লে গুল্‌মে ময়সে তোবা, বর্ষা, কবিতা, কাব্যকলা, আমার সমালোচক, সনেট সপ্তক-দ্বিতীয়,-তৃতীয়,-চতুর্থ,-পঞ্চম, দ্বিজেন্দ্রলাল, স্নেহলতা। অন্যান্য কবিতা ঃ দুনিয়া, ফরমাশি সনেট।

১ক. কখখক কখখক তত পঙপঙ। স্তবকবন্ধ ঃ ১৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ পূরবী।

২. কখখক। কখখক। তত। পঙঙপ। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ জয়দেব, বন্ধুর প্রতি, কাঠমল্লিকা, রূপক, হাসি, উপদেশ। পদচারণ ঃ সনেট সপ্তক-ষষ্ঠ, শরৎ। অন্যান্য কবিতা ঃ পঞ্চাশোর্ধ্বে।

৩. কখখক কখখক। তত পপপপ। স্তবকবন্ধ ঃ ৮+৬
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ চোরকবি।

৩ক. কখখক কখখক। তত। পপপপ। স্তবকবন্ধ ঃ ৮+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ তাজমহল, ভুল।

৪. কককক। কককক। তত। পঙপঙ। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ বসন্তসেনা।

৫. কখখক। কখখক। তত। কপপক। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ ভাস, রজনীগন্ধা, স্বপ্ন-লঙ্কা।

৬. কখখক কখখক। তত পকপক। স্তবকবন্ধ ঃ ৮+৬
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ পত্রলেখা, গোলাপ, ধুতুরার ফুল। পদচারণ ঃ বন্ধুর প্রতি।

৬ক. কখখক কখখক। তত। পকপক। স্তবকবন্ধ ঃ ৮+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ আত্মপ্রকাশ।

৭. কখখক। কখখক। তত। কপকপ। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ সনেট, বাহার, পাষাণী।

৮. কখখক। কখখক। তত। তখখত। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ রোগশয্যা।

৯. কখখক। কখখক। তত। খপখপ। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ গজল, ফুলের ঘুম। পদচারণ ঃ আমার সনেট।

১০. কখখক। কখখক। তত। খপপখ। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+২+৪
পদচারণ ঃ সনেটসপ্তক -সপ্তম।

১১. কখখক কখখক। তত খকখক। স্তবকবন্ধ ঃ ৮+৬
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ একদিন।

১২. কখখক। কখখক তত। কততক। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৬+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ মুশকিল আসান।

১৩. কখখক। কখখক। তততততত। স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৪+৬

সনেট-পঞ্চাশৎ : প্রতিমা।

১৪. কখখক। গঘগঘ। তত। পঙপঙ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+২+৪
পদচারণ : ওঁ।

১৫. কক খখ গগ ঘঘ। তত পপ ঙঙ। স্তবকবন্ধ : ৮+৬
পদচারণ : বিলাতে রবীন্দ্রনাথ, কবিতালেখা।

১৫ক. ককখখ। গগঘঘ। ততপপ। ঙঙ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+৪+২
পদচারণ : সনেটসপ্তক-প্রথম।

১৫খ. ককখখ গগঘঘ ততপপঙঙ। স্তবকবন্ধ : ১৪
পদচারণ : তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন।

১৬. কখখক। কখখক। তপঙ তপঙ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+৬
পদচারণ : সনেটসুন্দরী।

১৬ক. কখখক। কখখক। তপঙত। পঙ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+৪+২
অন্যান্য কবিতা : সনেট।

১৬খ. কখখক কখখক। তপঙ তপঙ। স্তবকবন্ধ : ৮+৬
পদচারণ : চৌরিপুষ্প।

১৬গ. কখখক কখখক তপঙ তপঙ। স্তবকবন্ধ : ১৪
পদচারণ : বনফুল।

১৭. কখখক। কখখক। খখ। তপতপ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+২+৪
পদচারণ : অকালবর্ষা।

মিলবিন্যাসের এই বিভাগগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ৪, ১৪, ১৫-১৫খ বিভাগের ছয়টি সনেটের ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য সর্বত্র তিনি দুই মিলের দুটি সংবৃত-চতুষ্কে অষ্টক গঠন করেছেন। এর মধ্যে ১৫-১৫খ বিভাগের চারটি কবিতার সাতটি পয়ার-বন্ধ এবং ৪র্থ বিভাগের কবিতা-টির অষ্টকের মিল একান্তভাবে সনেটের পরিপন্থী। ১৪ বিভাগের সনেটটিতে সাত মিল ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু স্তবক গঠন ও মিলবিন্যাস শেকস্পীরীয় নয়।[৪] ১, ২, ৩, ৪, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬-১৬গ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ষট্‌কে অষ্টকেরই কোন না কোন মিল ফিরে এসেছে এবং তা পৃথিবীর যে কোন সনেটেরই রীতিবিরুদ্ধ। ১৬-১৬গ-এর চারটি সনেট খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। পেত্রার্কীয়-রীতিকে তাঁর জটিল মনে হওয়ায়[৫] ওই রীতিতে তিনি খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে উল্লিখিত চারটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র তাঁর সনেটের ষট্‌কের প্রথমে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী 'ফরাসি ছাঁচে' সনেট রচনার যে ঘোষণা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে করেছিলেন আমাদের বর্তমান শ্রেণীবিভাগের ১-১খ এবং ২ অংশের ৪৮টি সনেট সেই তথাকথিত ফরাসি ছাঁচে রচিত। এই সনেটগুলি কতদূর ফরাসি রীতির অনুগামী সে আলোচনায় প্রবেশের আগে ফরাসি সনেট সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর ধারণাটি জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অমিয় চক্রবর্তীকে ৬.১০.১৯৪১ তারিখে চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ 'ফরাসি সনেটের সঙ্গে ইতালিয় সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটেই প্রথম অষ্টক সমান। শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসিরা ছয়কে দুই ভাগ করেছেন। প্রথম একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী।'[৬]

প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি বিভ্রান্তিকর। ফরাসি সনেটের ষট্‌কে কোথাও কোথাও দুই + চার বিভাগ দেখা গেলেও সমগ্র ফরাসি সনেট সম্পর্কে এই উক্তি সত্য নয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, ফরাসি সনেটের ষট্‌ক সাধারণত দুই ত্রিক-তে বিভক্ত এবং মিলবিন্যাসে প্রতি ত্রিক-র প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক লক্ষ্য করা যায়। ফরাসি সনেটের মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে সিডনি লী যে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা প্রসঙ্গত পুনরায় উদ্ধার করছি 'In the majority of French Sonnets the Octave and Sestet were thus constructed in combination on the model ABBA, ABBA, CCD, EED.'[৭]

সুতরাং প্রমথ চৌধুরী ফরাসি সনেটের ষট্‌কের যে দ্বিপদী-চতুষ্পদী বিভাগের উল্লেখ করেছেন এবং নিজের রচনায় যার বহুল ব্যবহার করেছেন অধিকাংশ ফরাসি সনেটের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। দ্বিতীয় বিভাগের যে ন'টি সনেটে তিনি খাঁটি ফরাসি মিল যোজনা করেছেন সে ক্ষেত্রেও তিনি ষট্‌ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত না করে দুই + চার পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম বিভাগের উনচল্লিশটি সনেটের ষট্‌কে যে তত, পঙপঙ মিলবিন্যাস ব্যবহৃত হয়েছে তা ফরাসি সনেটের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। কোন কোন ফরাসি সনেটের ষট্‌কে অবশ্য ওই মিলবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রেও ফরাসিরা ষট্‌ককে দুই ত্রিক-বন্ধে বিভক্ত করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর মত দুই + চার পর্বে নয়। সামগ্রিকভাবে প্রমথ চৌধুরী ষট্‌কের দুই + চার বিভাগকেই ফরাসি-রীতি বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ৮১টি সনেটের মধ্যে ৬৪টি সনেটের ষট্‌কেই এই বিভাগ লক্ষণীয়। শেকস্‌পীরীয়-

রীতির অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের মত তাঁর ষট্‌কের শীর্ষের মিত্রাক্ষর দ্বিপদী সমগ্র সনেটের সবচেয়ে দৃপ্ত অংশ। বলাবাহুল্য তাঁর সনেটের এই বিশেষ গঠন সনেটের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উপরন্তু সনেটের এই গঠন ও মিলবিন্যাস সনেটকে ত্রিধা বিভক্ত করে ফেলে। কিন্তু কবি সচেতন ভাবেই এই রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে ইতালীয় সনেটও ত্রিধা বিভক্ত। 'পদচারণে'র 'কৈফিয়ত' কবিতায় এই ধারণার ইঙ্গিত দান করে তিনি বলেছেন ঃ

> আনিনু সংগ্রহ করি বিঘত প্রমাণ
> ইতালির পিতলের এ ক্ষুদ্র কর্ণেট,
> তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধপ্রাণ। [পৃঃ ৮৬]

বলাবাহুল্য ইতালীয় সনেট সম্পর্কিত কবির এই ধারণাটি ঠিক নয়। অষ্টক-ষট্‌কের মাত্র দুটি চাবিতেই ইতালীয় সনেটের রুদ্ধপ্রাণের দ্বার উন্মোচিত হয়। প্রমথ চৌধুরী তিনটি চাবিতে ক্লাসিকাল সনেটের দ্বার উন্মোচনের যে ভ্রান্তধারণা গ্রহণ করেছেন তা ফরাসি-রীতির সনেট রচনাতেও তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছে। ফলত ফরাসি সনেটের যে রীতিকে তিনি সহজ বলে গ্রহণ করেছেন[৮] আসলে সেটা যে একটা ভ্রান্ত-রীতি তা একাশিটি সনেট রচনার পরও তিনি অনুভব করতে পারেন নি।

ইতালীয় সনেটের মত ফরাসি সনেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর অধিকাংশ সনেটে এই আবর্তনসন্ধি রচনায় দুর্লভ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।[৯] ৩৮টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনার তিনি নিম্নলিখিত ন'প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—সনেট পঞ্চাশৎ ঃ চোরকবি, বন্ধুর প্রতি, মানবসমাজ, হাসি ও কান্না, ব্যর্থবৈরাগ্য, একদিন, গজল, প্রিয়া, স্মৃতি, স্বপ্ন-লঙ্কা। পদচারণ ঃ বিলাতে রবীন্দ্র, কবিতালেখা, বন্ধুর প্রতি, সনেট সুন্দরী, সনেটসপ্তক-চতুর্থ, -ষষ্ঠ, -সপ্তম, বনফুল, চৌরিপুষ্প, দ্বিজেন্দ্রলাল, স্নেহলতা, সনেট। অন্যান্য কবিতা ঃ ফরমাসি সনেট।

২. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ ধরণী।

৩. রূপবর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ কাঁঠালী চাঁপা।

৪. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ কাঠমল্লিকা। ধুতুরার ফুল, অপরাহ্ণ। পদচারণ ঃ ফস্‌লে গুল্‌মে ময়সে

তৌবা, খর্সাং।

৫. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ বিশ্বরূপ।

৬. তত্ত্ব থেকে ভাব—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ শিব, রূপক। অন্যান্য কবিতা ঃ পঞ্চাশোর্ধ্বে।

৭. অতীত থেকে বর্তমান—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ ভুল।

৮. কার্য থেকে ফলশ্রুতি—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ প্রতিমা।

৯. কারণ থেকে কার্য—পদচারণ ঃ বর্ষা, সনেটসপ্তক-দ্বিতীয়।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে ভাবপ্রবাহকে কি ভাবে বিমূর্ত করে তুলেছেন একটি সনেট উদ্ধার করে তা লক্ষ্য করা যাক ঃ

কারো প্রিয়া সুললিত সারিগান গেয়ে,
—রক্তিম-কপোল উষা জাগে যবে হেসে—
রূপোর ঢেউয়ের 'পরে তালে তালে ভেসে,
দক্ষিণপবন-সনে আসে তরী বেয়ে॥

কারো প্রিয়া মেঘসম চতুর্দিক ছেয়ে,
অকালের প্রলয়ের অমানিশা বেশে,
দুরন্ত পবনে ক্ষিপ্ত ঘনকৃষ্ণ কেশে,
প্রচন্ড ঝড়ের মত আসে বেগে ধেয়ে॥
তুমি প্রিয়ে এ হৃদয়ে পশি ধীরে ধীরে,
বহিছ প্রাণের মত প্রতি শিরে শিরে।
প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া

আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
জোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর॥

[প্রিয়া ঃ সনেট পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪৩]

এই সনেটের অষ্টকের পূর্বপক্ষে কবি অন্যের প্রিয়ার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে কারো প্রিয়া 'দক্ষিণ পবনে সুললিত সারিগান গেয়ে তরী বেয়ে আসে,' এবং কারো প্রিয়া 'অকালের প্রলয়ের অমানিশা বেশে প্রচন্ড ঝড়ের মত' বেগে ধেয়ে আসে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন নিজের প্রিয়ার কথা, যে প্রিয়া কবি হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁর সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জ্যোতিতে ভরে প্রাণের মূলে নিরন্তর

রস জোগায়। এই সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে ভাবপ্রবাহকে আবর্তনসন্ধির ভারসাম্যে রক্ষা করে কবি অন্যের এবং নিজের প্রিয়ার সামগ্রিক পার্থক্য সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে এক্ষেত্রে ষট্‌কবন্ধে প্রমথ চৌধুরী-সুলভ দ্বিধাবিভাগ নেই। ফলত বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি মিলে রচিত এই সনেটটিতে অষ্টক-ষট্‌কের দুইপর্বে ভাবপ্রবাহ সুবিন্যস্ত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী ফরাসি আদর্শে সনেট রচনা করতে গিয়ে আবর্তনসন্ধি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রায় কুড়িটি সনেটে দশম পঙ্‌ক্তির পরে যে ভাবের আবর্তন সৃষ্টি করেছেন তার নিদর্শন ফরাসি সনেটে নেই। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম সমালোচক 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন বলেছেন—'যদিও কোনো কোনো ফরাসি কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার প্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও তো দেখি নাই।'[১০] প্রিয়নাথ সেনের এই উক্তিতে দুটি ইঙ্গিত লক্ষণীয়। প্রথমত, ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ফরাসি সনেটের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, 'কোনো কোনো' ক্ষেত্রেই মাত্র তা পরিদৃশ্যমান। দ্বিতীয়ত, ফরাসি সনেটের কোথাও দশম পঙ্‌ক্তির পরে আবর্তনসন্ধি নেই। প্রায় কুড়িটি সনেটে দশম পঙ্‌ক্তির পরে প্রমথ চৌধুরী আবর্তনসন্ধি রচনা করে রীতিবিরুদ্ধ কাজ করলেও তা অভিনব সন্দেহ নেই। এই সনেটগুলিতে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি ন' প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. স্বরূপবর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ ভর্তৃহরি।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ বসন্তসেনা, বালিকাবধূ। পদচারণ ঃ কবিতা, আমার সনেট।
৩. কাব্যলোক থেকে আত্মলোক—সনেট পঞ্চাশৎ ঃ পত্রলেখা।
৪. কবিকথা থেকে আত্মকথা সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ বার্ণার্ডশ।
৫. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক সনটে-পঞ্চাশৎ ঃ করবী, রজনীগন্ধা, পূরবী, ফুলেরঘুম।
৬. কার্য থেকে কারণ—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ রোগশয্যা।
৭. তত্ত্ব থেকে ভাব—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ আত্মপ্রকাশ, বিশ্বব্যাকরণ, বিশ্বকোষ, সুরা, আত্মকথা।
৮. বহির্লোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ মুশকিল আসান। পদচারণ ঃ কাব্যকলা।

৯. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : পরিচয়।

মিল্টনের কয়েকটি সনেটের নবম দশম পঙ্‌ক্তির পরে আবর্তনসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। সনেটের দশম পঙ্‌ক্তির পরে ভাবের ছেদ রচনায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। তবে পৃথিবীর অন্য কোন ধারার সনেটে এইরীতি দুর্লভ। সনেটের ক্ষেত্রে এই রীতি উপযোগীও নয়, কারণ এতে সনেটের মুখ্য অঙ্গসন্ধি স্থানচ্যুত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

আবর্তনসন্ধি সৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরী আর এক ধরণের বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর বারোটি সনেটের দুটি আবর্তনসন্ধি। দুই আবর্তনসন্ধি রচনার কৌশল ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয় :

১. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক, আত্মলোক থেকে প্রকৃতিলোক—পদচারণ : শরৎ।
২. তত্ত্ব থেকে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত থেকে ভাব—অন্যান্য কবিতা : বাসনা।
৩. আত্মকথা থেকে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত থেকে বাসনা—সনেট পঞ্চাশৎ : সনেট।
৪. বস্তুরূপ থেকে শিল্পরূপ, শিল্পরূপ থেকে মানবলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : তাজমহল।
৫. আত্মান্বেষণ থেকে বাসনালোক, বাসনালোক থেকে ভাবলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : অন্বেষণ।
৬. আত্মলোক থেকে ভাবলোক, ভাবলোক থেকে তত্ত্ব—সনেট-পঞ্চাশৎ : হাসি।
৭. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক, মানবলোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : শিখা ও ফুল।
৮. তত্ত্ব থেকে ভাব, ভাব থেকে সিদ্ধান্ত—সনেট পঞ্চাশৎ : উপদেশ।
৯. কাব্যবিশ্লেষণ থেকে উদাহরণ, উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত—পদচারণ : আমার সমালোচক।
১০. কার্য থেকে কারণ, কারণ থেকে ফলশ্রুতি—পদচারণ : সনেট সপ্তক-তৃতীয়।

এই সনেটগুলির অষ্টকের পরে প্রথম ভাবচ্ছেদ এবং নবম পঙ্‌ক্তিতে নতুন ভাবের সূচনা দেখা দিয়েই দশম পঙ্‌ক্তিতে দ্বিতীয়বার ছেদ পড়েছে। একাদশ পঙ্‌ক্তি থেকে ভাবপ্রবাহ তৃতীয়বার বাঁক

নিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই !
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব ;
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই ॥

কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তাঁরে যার গর্ভে জগৎ প্রসব,
পূজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব—
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই ॥
রূপের মাঝারে চাহি অরূপদর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন ॥

খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত সুর ॥

[অন্বেষণ ঃ সনেট পঞ্চাশৎ, পৃ. ২৫]

এই সনেটের অষ্টকে আছে কবির আত্মকথা, নবম পঙ্‌ক্তিতে ভাবপ্রবাহ বাঁক ফিরেছে। ষট্‌কের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে কবি নির্বারিত করেছেন তাঁর বাসনালোক। আর ষট্‌কের শেষ চতুষ্কে ভাবপ্রবাহকে বাহিত করেছেন বাসনালোক থেকে ভাবলোকে। ফলত এই সনেটের ভাবপ্রবাহ ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। বস্তুত এই ধরণের সনেট পড়তে পড়তে মনে হয় কবি যেন ত্রিখন্ডিত চিন্তাকে সনেটের কঠিন বন্ধনের মধ্যে বাঁধতে প্রয়াসী হয়েছেন। সার্থক সনেটে আবর্তনসন্ধি যেভাবে অনিবার্যরূপে সনেটদেহে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, প্রমথ চৌধুরীর দুই আবর্তন বিশিষ্ট ত্রিধাবিভক্ত সনেটে তা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে নি।

প্রমথ চৌধুরী সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের পথ সঠিকভাবেই অনুসরণ করেছেন। 'পদচারণে'র 'বিলাতে রবীন্দ্র' ও 'কবিতালেখা' সনেট দুটি মাত্র একাদাশক্ষরা মিশ্রছন্দে রচিত। এই দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর অন্য সমস্ত সনেট চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রবাহমান ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য। 'পদচারণে'র

ভূমিকায় কবি লিখেছেন—'এগুলির (কবিতা-গুলির) ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason।' প্রমথ চৌধুরীর সমস্ত সনেট সম্পর্কেই এই উক্তি সত্য। ছন্দ ও যুক্তির দ্বৈত-সংগম ঘটেছে তাঁর সনেটে। যুক্তিবাহী শব্দবিন্যাস ও ছন্দসংগীত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেবার ফলে তাঁর সনেটের অন্ত্যমিলে স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রায় সমান সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর ৮১টি সনেটের ৩৮৮টি মিলের মধ্যে ১৯৬টি স্বরান্ত এবং ১৯২টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

প্রমথ চৌধুরীর সনেট বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাঁর সনেট-গুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে মোটামুটি দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্লেষণ—সনেটপঞ্চাশৎ ঃ সনেট, ব্যর্থজীবন, মানবসমাজ, হাসি ও কান্না, ব্যর্থবৈরাগ্য, অন্বেষণ, হাসি, আত্মকথা। পদচারণ ঃ বন্ধুর প্রতি, আমার সমালোচক। অন্যান্য কবিতা ঃ পঞ্চাশোধের্ব, সনেট, ফর-মাসি সনেট।

২. কবিতর্পণ—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ ভাস, জয়দেব, ভর্তৃহরি চোরকবি, বার্নার্ডশ। পদচারণ ঃ বিলাতে রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল।

৩. কাব্যরসোদ্গার – সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ বসন্তসেনা, পত্রলেখা। পদচারণ ঃ সনেট সুন্দরী, কবিতা, কাব্যকলা, আমার সনেট, সনেট।

৪. প্রকৃতি (অধিকাংশ ফুল সম্পর্কীয়) - সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ ধরণী, কাঁঠালী চাঁপা, করবী, কাঠমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোলাপ, ধুতুরার ফুল, অপরাহ্ণ, ফুলের ঘুম। পদচারণ ঃ ফস্‌লে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা, অকালবর্ষা, বর্ষা, বনফুল, চৌরিপুষ্প থর্সাং, শরৎ।

৫. প্রেম – সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ একদিন, ভুল, রোগশয্যা, শিখা ও ফুল, গজল, পাষাণী, প্রিয়া, পরিচয়, প্রতিমা, স্বপ্নলঙ্কা। পদচারণ ঃ সনেট সপ্তক-প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম।

৬. তত্ত্ব – সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ আত্মপ্রকাশ, বিশ্বরূপ, বিশ্বব্যাকরণ, বিশ্বকোষ, সুরা, রূপক, মুশকিল আসান, উপদেশ।

পদচারণ ঃ কবিতালেখা, তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন। অন্যান্য কবিতা ঃ দুনিয়া।

৭. দেববন্দনা—সনেট পঞ্চাশৎ ঃ শিব, স্মৃতি। পদচারণ ঃ ওঁ।

৮. ব্যক্তি সমাজ-সমালোচনা-সনেট পঞ্চাশৎ ঃ তাজমহল বালিকাবধূ, বন্ধুর প্রতি। পদচারণ ঃ স্নেহলতা।

৯. সংগীত—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ বাহার, পুরবী।

১০. মাতৃভূমি—সনেট-পঞ্চাশৎ ঃ বাংলার যমুনা।

সনেট রীতি-নিষ্ঠ গীতিকবিতা। একটি বিশেষ আদর্শ বা প্যাটার্নে গড়া হলেও এই বিশিষ্ট কলাকৃতি কবিমানসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার যোগ্য মাধ্যম হিসেবে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। প্রমথ চৌধুরী বিষয়-বৈচিত্র্যে সনেটের সীমাকে বাংলা সাহিত্যে অনেক দূর প্রসারিত করেছেন। এই বিষয়-বৈচিত্র্য থেকে তাঁর জীবননিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সনেটের মধ্যেই তাঁর কবিপ্রকৃতি ও কাব্যস্বরূপ সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত দান করেছেন। 'আত্মকথা' সনেটে কবি বলছেন ঃ

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল—
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই!

[আত্মকথা ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৫০]

অন্য একটি কবিতায় তিনি বলছেন ঃ

সে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল,
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার।

[গজল ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪১]

অন্যত্র বলছেন ঃ

আর আমি ভালবাসি বিদ্রুপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি ;

[হাসি ও কান্না ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ১৫]

অর্থাৎ তাঁর কাব্যের মূলে রয়েছে রূঢ় বাস্তবতা। হাস্যতরঙ্গে তিনি জগৎ ও জীবনকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসী। অবশ্য এ হাসি কোমল মধুর বা মৃদু নয়, একান্তভাবে 'বিদ্রুপের হাসি।'

প্রমথ চৌধুরী কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক আবহ-মণ্ডলের মধ্যে। তাঁর দৃপ্ত মননশীল কবিমানস অনিবার্যভাবে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল। সে কারণেই ব্যঙ্গ ও শ্লেষের শাণিত বাগ্‌ভঙ্গি নিয়ে তিনি বাংলাকাব্য-জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর কাব্যস্বরূপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ 'বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভণিতিই তাঁর চারুশীলনের মর্মবাণী। বক্রোক্তিই তাঁর কাব্যজীবিত।'[১১] এই উক্তি প্রমথ চৌধুরীর গদ্য সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য। এবং তিনি তাঁর এই বীরবলীয় গদ্যবাগ্‌ভঙ্গিতেই সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর বিচিত্র-বিষয়ী সনেটধারার মধ্যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষই প্রধান। তাঁর ব্যঙ্গের জ্বালায় এবং শ্লেষের তীব্রতায় কাব্যপাঠক প্রায়শই অস্বস্তিবোধ করেন। পাঠক কবির কাছে জীবনের বিচিত্র প্রকাশ এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বিচিত্র উপলব্ধিজাত আনন্দ-বেদনার বাঙ্ময় প্রকাশ প্রত্যাশা করেন। সে কারণেই জগৎ ও জীবন সম্পকে কবির কেবলমাত্র ব্যঙ্গোক্তি অনিবার্যভাবেই পাঠকসমাজকে তাঁর সম্পর্কে অনাগ্রহী করে তোলে।

অবশ্য কখনও কখনও তাঁর কোন কোন সনেটে[১২] নিজের অজান্তেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাঁর কবিসত্তা সে-সব ক্ষেত্রে প্রায়শই নিজেকে নির্বারিত করেছে। প্রাচীন কবিবিষয়ক একটি সনেটে তাঁর এই কবিসত্তার স্বরূপ লক্ষ্য করবার মত ঃ

যোগী তুমি, ভোগী তুমি, তুমি রাজকবি।
দেখেছ কখনো বিশ্ব শুধু নারীময়,
আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়,
সুবর্ণে গৈরিকে আঁক সেই দুই ছবি ॥

ক্ষণিকের জ্যোতিকণা জান শশিরবি,
বিশ্বরূপে মুগ্ধ তবু, সৌন্দর্যে তন্ময়।
অসীম আঁধার-মগ্ন অনন্ত সময়
আত্মজ্যোতি-দীপালোকে শূন্য দেখ সবি ॥

নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা!
তব ধর্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা ॥

নাহি জান' কারে বলে ভয় কিম্বা আশা।
ভুক্তি মুক্তি তোমা কাছে সমান অসার ।
সত্য শুধু মানবের অনন্ত পিপাসা—
রত্ন দিয়ে তাই গাঁথ' বৈরাগ্যের হার !

[ভর্তৃহরি ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪]

এই সনেটের আবর্তনসন্ধি দশম পঙ্ক্তির পরে হলেও ভোগী ও ত্যাগী ভর্তৃহরির দ্বৈতরূপ কবি অসাধারণ দক্ষতায় বাঙময় করে তুলেছেন।

প্রসঙ্গত প্রেম-বিষয়ক একটি সনেট উদ্ধার করছি ঃ

একদিন একা বসি, শিরে রাখি কর,
একমনে করি যবে কবিতা বয়ন,
শব্দের কুসুম করি স্মৃতিতে চয়ন—
সহসা ফুলের গন্ধে ভরে গেল ঘর।
তখন ছিলনা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর,
সুপ্ত ভাব, ত্যজি মোর হৃদয়-শয়ন,
উঠেছিল সেইক্ষণে মেলিয়া নয়ন—
ফুলের নিঃশ্বাস প'ল চুলের উপর ॥

লিখিয়াছি সবে যবে দুইচার ছত্র,
নীলাব্জ-আভায় হল সুরঞ্জিত পত্র ।
শেষে যেই মিলে গেল অন্তিম চরণ,
অধরে মিলিল এসে ফুলের অধর,
চোখেতে ফুলের হেরি রক্তিম বরণ,
কানে শুনি প্রিয়া-কন্ঠ-গলিত আদর !

[একদিন ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৩৩]

এই সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু বাক্রোক্তি যাঁর কাব্যজীবিত সেই কবির হাতে প্রেমচেতনার এমন অন্তরঙ্গ অনবদ্য প্রকাশ বিস্ময়াবহ। দাম্পত্য প্রেমের এই কবিতায় শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর অন্তর্লোক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর কবিসত্তার দ্বৈতরূপ। একজন ব্যঙ্গপ্রিয় শ্লেষমুখর সমালোচক, অন্যজন জীবনরসিক শিল্পী।[১৩] এই দ্বৈতসত্তার অনবরত টানাপোড়েনে তাঁর কবিমানস আন্দোলিত। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে কতকটা নতুনত্বের মোহে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ। কিন্তু তাঁর এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সর্বত্র তাঁর শিল্পী-

সত্তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে নি। 'রিজনে'র ভক্ত কবি কখনো কখনো চিরন্তন কাব্যাত্মার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। এই আত্মসমর্পণ তাঁকে এনে দিয়েছে কাব্যশিল্পীর অমোঘ সিদ্ধি। সমালোচক হয়েছেন স্রষ্টা। এই স্রষ্টাই বলেন ঃ

মন গীতে নত তব চোখের পাতার
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল ?
[গজল ঃ সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪১]

এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবি রূপান্তরিত হয়েছেন জীবনরসিক শিল্পীতে।

৪

রসময় লাহা

রসময় লাহা (১৮৬১-১৯২৯) প্রধানত হাস্য ও ব্যঙ্গরসের কবি। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'পুষ্পাঞ্জলি'র (১৮৯৭) সমস্ত কবিতা চতুর্দশপদে রচিত। কাব্যগ্রন্থের শিরোনামায় এগুলিকে কবি বলেছেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা নিচয়।' গ্রন্থের প্রথম কবিতায় তিনি ভারতীর বন্দনা করে বলেছেন ঃ

তোমার বীণার দিব্য মধুর গুঞ্জনে,
মুকুলিত, কুসুমিত, মানস কানন।
তা হতে এনেছি মাতঃ সযতনে তুলি,
চতুর্দ্দশ দলে গাঁথা নানা ফুলরাজি ;
অপার্থিব ভক্তি অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি,
অকৃতি তনয় লয়ে দাঁড়াইয়ে আজি।
[পুষ্পাঞ্জলি ঃ নাম কবিতা, পৃ. ১]

অর্থাৎ কবি চতুর্দশপদে 'গাঁথা নানা ফুলরাজি'র অঞ্জলি দিয়েই বাগ্‌দেবীর বন্দনায় ব্রতী হয়েছেন। এই অভিনব বাণী বন্দনায় তিনি কতদূর সফল হয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত হবে।

'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে ৬০টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি সাত মিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধে এবং ৬টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত। বাকি সনেটগুলির অধিকাংশের মিলপদ্ধতি ও গঠন শেকস্‌পীরীয়। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতা যদিও একই স্তবকবন্ধে রচিত তবু ২৯টি সনেটে ৪+৪+৪+২ উপবিভাগ

লক্ষ্য করা যায়। ৩৬টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। বাকি ১৩টি সনেটের ১৪টির অষ্টকের মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয়। এর মধ্যে 'বনদেবী-২', 'করবী' ও 'ধন' সনেটতিনটি রাধানাথ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায় প্রবর্তিত, কখকখ গঘগঘ, তপতপতপ এবং 'বভ্রুবাহনের প্রতি উলুপী-১' সনেটটি কখকখ গঘগঘ, তপঙ-তপঙ রোমান্টিক রীতিতে রচিত। 'বভ্রুবাহনের প্রতি উলুপী-২' সনেটটির অষ্টক শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে গঠিত কিন্তু ষট্‌কের ততপঙপঙ মিলে বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি সনেটের প্রভাব লক্ষণীয়। অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মকহীন ১৪টি সনেটের মধ্যে বাকি ৯টি সনেটের একটির মিলবিন্যাস অবিনস্ত। এছাড়া অন্য ৮টি সনেটের ষট্‌কে কবি অষ্টকের কোন না কোন একটি মিল ব্যবহার করে সনেট রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

আমরা আগেই বলেছি রসময় লাহা শেকস্‌পীয়র-পন্থী সনেটকার কিন্তু তাঁর যে ৩৬টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে তার মধ্যে ১৭টির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এই সনেটগুলির ৫টিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং ১৫টিতে অষ্টকের একটি বা দুটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক কালের কবিদের আদর্শে খাঁটি শেকস্‌পীরীয় সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর রজনীগন্ধা, শেফালিকা, কে তুমি-১, সহপাঠি, অন্তিমে, বালিকা, উপহার, কালিদাস, যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, মেঘনাদ, সীতা ও সরমা, চিত্র-দর্শন, হেমচন্দ্র, প্রদোষে, রবির প্রেম, তপোবন, কবিতা—এই ১৯টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। অবশ্য এর মধ্যে কে-তুমি-১, যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, সীতা ও সরমা এবং প্রদোষ এই ছয়টি সনেটের ৪+৪+৪+২ উপবিভাগ নেই।

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত কবির একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

নিবেছে নিদাঘ তাপ, ঘন বরিষণে,
ভাতিছে গগন আজি, নব নীলিমায় ;
শোভিছে কাননরাজি, শ্যাম শষ্পাসনে
প্রথম বরষা সিক্ত, সরস সভায়।
তুমিও দাঁড়াও এসে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
উজ্জ্বল করিয়া শ্যাম ধরণীর বুক ;

উজলিত তরুলতা, চারু কিশলয়ে,
না ফুটিতে তার মাঝে তব হাস্য মুখ ;
কে ঢালিবে স্নিগ্ধবাস, নিশীথিনী কোলে ?
মোহিত প্রদোষ তারা, নেহারি নয়ানে
ও শুভ্র সরল কান্তি, তুমি আঁখি তুলে,
চা'বেনাকি একবার সখি তার পানে ?
জাগ জাগ বনদেবী কহিলা সুধীরে ;
জাগিলা রজনীগন্ধা শীকর সমীপে।
[রজনীগন্ধা ঃ পুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ১৩]

এই কবিতার ভাষায় মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। সনেটের মিলবিন্যাসে রসময় মধুসূদনের পথ অনুসরণ না করলেও ভাষা ব্যবহারে তিনি বাংলার আদি সনেটকারের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। মধুসূদনের আদর্শেই খুব সম্ভবত তিনি সনেট রচনায় প্রবহমান ছন্দের বহুল প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ২৩টি সনেটে প্রবহমান ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের নির্দেশ মান্য করে প্রধানত চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি ষোল, আঠার এবং কুড়ি মাত্রাতেও সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর 'কবিতা,' 'ঊষা' ও 'সন্ধ্যা'-শীর্ষক সনেটত্রয় যথাক্রমে ষোল, আঠার এবং কুড়ি মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত।

পূর্বসূরীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রসময় লাহা ছয়টি সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। সনেট সংখ্যা হিসাবে এগুলি নিম্নরূপ ঃ ১. বনদেবী ৪টি। ২. কে তুমি ২টি। ৩. -প্রতি ২টি। ৪. শিশু ৪টি। ৫. যমুনাতট ২টি। ৬. বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী ৩টি।

আমরা আগেই বলেছি রসময়ের 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের ৬০টি চতুর্দশপদে রচিত কবিতার মধ্যে ৫০টি সনেট। তাঁর এই ৫০টি সনেটে নিম্নলিখিত আট প্রকার বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় ঃ

১. সারস্বত কথা—পুষ্পাঞ্জলি, উপহার, কবিতা।
২. প্রকৃতি—ঊষা, পরিক্রম, বনদেবী ১-৪, মল্লিকা, করবী, রজনীগন্ধা, শেফালিকা, কামিনী, সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা, তপোবন।
৩. প্রেম-কে তুমি ১-২,—প্রতি ১-২, সহপাঠি, চিত্রা, মিত্র, দূতী, প্রেম।
৪. শোক-অন্তিমে, শ্মশানে।

৫. বাৎসল্য শিশু-২, ৩, ৪, বালিকা।
৬. কবিতর্পণ- কালিদাস, হেমচন্দ্র।
৭. কাব্যরসোদ্গার-কুমারী, মদনভস্ম, যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, মেঘনাদ, সীতা ও সরমা, চিত্রদর্শন, বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী ১-২।
৮. তত্ত্ব-প্রদোষ, ধন, মানবজীবন, পথ, গণিকা, সমাপন।

রসময় লাহা ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে কোন সনেট রচনা না করলেও তাঁর চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। অনিয়মিত এবং শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজনার আদর্শ খুব সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধির তিন প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক ঃ ঊষা।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ বনদেবী-১।
৩. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর ঃ মানবজীবন, পথ।

অ-পেত্রার্কীয় সনেটে কবি কি ভাবে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন তা তাঁর একটি সনেট উদ্ধার করে লক্ষ্য করা যাক।

লভিয়াছি ভাগ্যবলে মানবজীবন,
কেবল অনর্থ কাজে বেড়াব ঘুরিয়া ?
অনিত্য সংসার প্রেমে হইয়া মগন,
দুর্ল্লভ জনম যাবে উপেক্ষা করিয়া ?
দুদিনের তরে আমি এসেছি হেথায়,
শুধু কি আপন স্বার্থ করিতে সাধন ?
এ জীবনে আর কোন কাজ নাই হায়,
কেবলি মায়ার বশে দেখিব স্বপন ?
মনুষ্য-জীবন এযে-নহে ছেলেখেলা।
প্রতি নিমেষেই হের হতেছে মরণ।
আপনার পথ তবে দেখ এই বেলা,
বহু সুকৃতির ফল মানবজীবন।
সত্ত্বর করহ তবে না করিয়া হেলা ;
সত্য নিত্য বর্তমান পথ অন্বেষণ।

[মানবজীবন ঃ পুষ্পাঞ্জলি, পৃঃ ৫০]

সনেটটির অষ্টক-ষট্ক বিভাগ আছে। কিন্তু মিলবিন্যাস অনিয়মিত। তবু এই অনিয়মিত মিলে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে জিজ্ঞাসা থেকে

উত্তরে আবর্তিত করে কবি তাঁর তত্ত্বমূলক বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

৫

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ে-র (১৮৭০-১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থ চারটি। এর মধ্যে 'বেলা' (১৯০৩) এবং 'পত্রপুষ্পে' (১৯১৪) যথাক্রমে তেরটি এবং সাতটি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কুড়িটি কবিতার মধ্যে এগারটিই সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বা অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত।

গিরিজানাথের সনেটের পঙ্‌ক্তিসজ্জা ও স্তবকগঠনে অক্ষয় বড়ালের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর আটটি সনেট ৮ + ৬ স্তবকবন্ধে রচিত। চৌদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত ন'টি সনেটের চারটিতে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে। তাঁর ছয়টি সনেট পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে রচিত। তবে এর মধ্যে দুটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে।[১৪] এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিক পর্বের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। একটি সনেটের অষ্টক পেত্রার্কীয় তবে ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। তিনি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে দুটি সনেট রচনা করেছেন।[১৫] এর মধ্যে একটিতে আবার আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এছাড়া পেত্রার্কীয় মিলে রচিত দুটি সনেটেও আবর্তনসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি সনেটের আবর্তনসন্ধিতে দ্বিবিধ বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—পত্রপুষ্প ঃ চিরন্তন
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ · বেলা ঃ তুলনা, মৃত্যু।

আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি।

তুমি দিয়েছিলে নারি, বাসনার সুধা
তুলি নিজ হাতে, ওগো উন্মাদ চুম্বনে
জাগাইয়া দিয়েছিলে নিখিলের ক্ষুধা,
উন্মাদনা ঢেলেছিলে ধরার যৌবনে!
প্রেম যাহা দিয়েছিলে, সেত প্রেম নয়;
সে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার শুধু নামান্তর!
নর ভাগ্য লয়ে খেলা—সে যে গো প্রলয়,
তোমার প্রলয় শ্বাসে জাগে বৈশ্বানর!

আর একজন নারী,—করুণারূপিনী,
মেঘচ্ছায়া দেছে রৌদ্রে ; শুষ্ক কন্ঠে বারি ;
অশ্রু পতিতের তরে ; বিশ্ববিপ্লাবিনী-
দেছে প্রেম ভোগবতী হৃদয়ে সঞ্চারি।
স্নেহময়ী—ক্ষমাময়ী–স্বার্থ বিরহিতা-
জীবনের চিরারাধ্যা–সে মম কবিতা।
[তুলনা : বেলা, পৃ. ২২]

এই সনেটের অষ্টকের পূর্বপক্ষে কবি নিজ প্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ষট্‌কের উত্তরপক্ষে বলেছেন 'জীবনের চিরারাধ্যা' কবিতা-রূপী প্রিয়ার কথা। শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটে কবিপ্রিয়া কবিতা-প্রিয়ায় আবর্তিত হয়েই শিল্পকুশলতা লাভ করেছে।

গিরিজানাথ মাত্র ন'টি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি সনেটেই তিনি পেত্রার্কীয় এবং শেকস্‌পীরীয় উভয় রীতি বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন। তাঁর এই অল্প কয়েকটি সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্যও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

১. আত্মকথা–বেলা : তুলনা।
২. তত্ত্ব-বেলা : মৃত্যু, নববর্ষে, ঈশ্বর ও কর্ম্ম। পত্রপুষ্প : অনন্যতা, চিরন্তন।
৩. প্রকৃতি–বেলা : পৃথিবী।
৪. প্রেম—বেলা : আকাশের মত। পত্রপুষ্প : কল্যাণী।

৬

চিত্তরঞ্জন দাস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) স্বদেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশবাসীর মনে সর্বজনপ্রিয় দেশনায়কের আসনে চির-অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু কবি হিসাবেই তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। এর মধ্যে 'মালঞ্চ' (১৮৯৬) 'মালা' (১৯০২), 'সাগরসঙ্গীত' (১৯১৩) এবং 'অন্তর্যামী' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে ঊনত্রিশ, নয়, চোদ্দ এবং একটি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'মালা'র দুটি, 'সাগরসঙ্গীতে'র ন'টি ও 'অন্তর্যামী'র কবিতাটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী বাকি ৪১টি সনেট।

চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শেকস্‌পীরীয়

রীতিতেই মুখ্যত সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সনেটের স্তবক গঠনেও তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৪১টি সনেটের মধ্যে ৩১টি এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'মালঞ্চে'র ৪টি সনেটে ৪+৪+৪+২ স্তবক বিভাগ আছে। এ ছাড়া 'মালঞ্চে'র ২টি এবং 'সাগরসঙ্গীতে'র তিনটি সনেট ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে রচিত। 'সাগরসঙ্গীতে'র একটি করে সনেটে ৬+৪+৪ এবং ৪+৬+৪ স্তবক বিন্যাসের নতুন পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। 'মালঞ্চে'র একটি সনেটের স্তবক গঠন হলো ৮+৬।[১৬]

চিত্তরঞ্জনের সনেটের মিলবিন্যাস ও আভ্যন্তর গঠন একান্তভাবে শেকস্‌পীরীয়। তাঁর ৪১টি সনেটের মধ্যে ৩৮টিতে ৪+৪+৪+২ বিভাগ আছে এবং ৪০টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। তাঁর নিম্নলিখিত ১৮টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, ঙঙ মিলবিন্যাসে রচিত।

মালঞ্চ : রাণী, ঋণী, দিবসে, আকাঙ্ক্ষা, প্রেমচতুষ্টয়-১-৩, তৃষা, অভিসার, প্রেমপরিহাস, ঊষা, সুখ, দরিদ্র।

মালা : প্রেম, মোছ আঁখি, বসন্তের শেষে, আপনার গান, তুমি ও আমি।

এ ছাড়া চিত্তরঞ্জনের আরও ১৯টি সনেটের গঠন শেকস্‌পীরীয় কিন্তু মিলবিন্যাসে নিম্নলিখিত অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়।

১. ছ'মিলের তিনটি সনেটে প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে
মালঞ্চ : সোহহং, সাক্ষী, রক্তগোলাপের প্রতি।

২. ছ'মিলের দশটি সনেটে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে
মালঞ্চ : উপহার, স্বপ্ন, দেবেন্দ্রনাথ, প্রেমচতুষ্টয়-৪, কল্পনা, দুঃখ, ধার্ম্মিক। সাগরসঙ্গীত : থাক থাক আজ নয়, ওপারে কি আলো জ্বলে, তরুণ ঊষার আলো।

৩. চার বা পাঁচ মিলের দুটি সনেটে অষ্টকের দুটি মিল ষট্‌কে
মালঞ্চ : বিদায়, সুখ।

৪. পাঁচ মিলের তিনটি সনেটে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে—মালঞ্চ : চিরদিন, বিদায়। সাগরসঙ্গীত : ছোট ছোট দীপ লয়ে।

৫. সাতমিলের একটি সনেটে তিন মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত ষট্‌ক
সাগরসঙ্গীত : কি আজ ভাসিছে তব।

চিত্তরঞ্জনের 'মালঞ্চে'র 'অহঙ্কার' এবং 'মালা'র 'মরমের সুখ'

সনেটদুটি ছ'মিলে রচিত। কোন ক্ষেত্রেই প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয় নি। অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে, তবে ষট্‌কে তিন মিলের পরিবর্তে দুই মিল যোজনা করে কবি শেকস্‌পীরীয় রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন ক্লাসিকাল রীতিতে 'মালঞ্চে'র 'ওফিলিয়া' এবং 'ঈশ্বর' এই দুটি সনেট রচনা করেছেন। 'ওফিলিয়া'র অষ্টক দুই মিলের দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিল তিনটি তবে অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। 'ঈশ্বর' শীর্ষক সনেটটির মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে এর অষ্টক গঠিত, বিবৃত মিলে রচিত ষট্‌কের মিল সংখ্যাও দুই। শেকস্‌পীয়রপন্থী সনেটকার পেত্রার্কীয় মিলের সনেট রচনায় কতদূর সফল হয়েছেন নিম্নলেখ সনেটটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে।

ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচন্ড ঝটিকা বহি' গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!
জীবন যাতনা তবে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া ঃ
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,
সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন!
হায়! হায়! মিথ্যা কথা ; ঈশ্বর ঈশ্বর!
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে ঃ
ঠেলে ফেলি জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে!
ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকি ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে।

[ঈশ্বর ঃ মালঞ্চ, পৃঃ ৩৫]

খাঁটি পেত্রার্কীয় মিলে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি নেই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন শেকস্‌পীরীয় রীতির পাঁচটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তাঁর এই সনেট-পঞ্চকে নিম্নলিখিত চতুর্বিধ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

১. বর্তমান থেকে অতীত—মালঞ্চ ঃ বসন্তের শেষে।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—মালঞ্চ ঃ তৃষা, ধার্ম্মিক।

৩. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—মালঞ্চ ঃ ঊষা।
৪. অন্তর্লোক থেকে মানবলোক - মালঞ্চ ঃ দরিদ্র।'

এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে 'ধার্ম্মিক'-এর মিলবিন্যাস অনিয়মিত কিন্তু বাকি চারটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। একটি সনেট উদ্ধার করছি ঃ

কখন জাগিলে তুমি হে সুন্দর ঊষা!
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন ;
কখন করিলে তুমি স্বর্ণ বেশ ভূষা?
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন!
তোমারে আবরি ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে ঃ
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্ম্মল সুখ কমল নয়নে।
কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি পরে কুসুমিত কেশ ঃ
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দ ভরা,—রজনীর শেষ!
পরশিয়া দেহে তব আলোক অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক চঞ্চল!
[ঊষা ঃ মালঞ্চ পৃঃ ৯৭]

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বিভিন্ন উপমামালায় ঊষার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ষট্‌কবন্ধে বলেছেন ঊষার আগমনে কবিহৃদয়ের রূপান্তরের কথা। বিশ্বলোক থেকে আত্মলোকে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়ে কাব্যরূপে সার্থকতা পেয়েছে।

চিত্তরঞ্জনের সমস্ত সনেট চতুর্দশ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্র পাঁচটি সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে। শেকস্‌পীরীয় রীতিতে সনেট রচনা করতে গিয়েই সম্ভবত তিনি বাংলাছন্দে সাংগীতিক আবেদন উপেক্ষা করে অন্ত্যমিলে বহুল পরিমাণে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর সনেটে ব্যবহৃত ২৫৪টি মিলের মধ্যে ১৩০টিই ব্যঞ্জনান্ত মিল।

চিত্তরঞ্জনের ৪১টি সনেটের মধ্যে 'প্রেমচতুষ্টয়' নামে একটি সনেট-পরম্পরা আছে। বাংলা সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্যের ধারাও তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিষয়ানুসারে তাঁর সনেটগুলি পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১ প্রেম—মালঞ্চ ঃ উপহার, রাণী, স্বপ্ন, দিবসে, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-চতুষ্টয়-১-৪, সুখ, তৃষা, চিরদিন, অভিসার, সাক্ষী, বিদায়, প্রেমপরিহাস, কল্পনা। মালা ঃ মরমের সুখ, প্রেম, বিদায়, বসন্তের শেষে, আপনার গান, তুমি ও আমি। সাগরসঙ্গীত ঃ কি আজ ভাসিছে তব, থাক থাক আজ নয়।

২. কাব্যরসোদ্গার—মালঞ্চ ঃ ওফিলিয়া।

৩. কবিতর্পণ—মালঞ্চ ঃ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি।

৪. তত্ত্ব—মালঞ্চ ঃ ঋণী,অহঙ্কার, ঈশ্বর, সোহহং, ধার্ম্মিক, দুঃখ, সুখ, দরিদ্র। মালা ঃ মোছ আঁখি। সাগরসঙ্গীত ঃ ওপারে কি আলো জ্বলে।

৫. প্রকৃতি—মালঞ্চ ঃ রক্তগোলাপের প্রতি, ঊষা। সাগরসঙ্গীত ঃ তরুণ ঊষার আলো, ছোট ছোট দীপ লয়ে।

চিত্তরঞ্জনের সনেটগুলি বিচিত্র-বিষয়ী হলেও প্রেমচেতনাই তাদের মুখ্য উপজীব্য। কবির ভাষায় ঃ

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কার হীন,
তব প্রেম আজি তার বসন ভূষণ ;
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জা নিবারণ !
আমার হৃদয় ছিল সর্ব্ব গীত হারা,
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী !
সুখ পূর্ণ, শান্তি পূর্ণ অমৃতের ধারা—
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী !
[প্রেম ঃ মালা, পৃ. ২৭]

চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চে'র অধিকাংশ সনেট কবির যৌবনস্বপ্ন ও তীব্র প্রেমপিপাসায় আরক্তিম। সনেটগুলির ভাব ও ভাষায় 'কড়িও কোমলে'র প্রভাব স্পষ্ট। দু একটি উদাহরণ দিলে কবির প্রেমচেতনার স্বরূপ স্পষ্ট হবে।

দিও না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিশ্বাস
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ,
কাঁপিয়া উঠিল মোর জীবন আবাস—
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ কোথা দুখ।
[দিবসে ঃ মালঞ্চ, পৃ. ২৭]

অন্যত্র কবি বলেছেন ঃ

আজি ও তামসী নিশি ধরণী আঁধার!
কম্পিত কামনা ভরে প্রমত্ত হৃদয় ঃ
মদিরার মোহ সম ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময়!

* * *

আঁধারে কাঁদিছে তাই চঞ্চল লালসা,
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ;
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ তনুর চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ।

[প্রেমচতুষ্টয়-১ ঃ মালঞ্চ, পৃঃ ৩১]

৭

প্রিয়ম্বদা দেবী

রবীন্দ্র-সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চার। তার মধ্যে 'রেণু' (১৯০০) এবং 'অংশু' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে ত্রিশ ও ঊনত্রিশটি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সাত পয়ারবন্ধে চতুর্দশী মাত্র রচনা করেছেন। তাঁর উল্লিখিত ৫৯টি কবিতার মধ্যে 'রেণু'র ৮টি এবং 'অংশু'র ৫টিতে সনেট-পন্থী মিল যোজিত হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর এই তেরটি সনেটের মধ্যে 'অংশু'র 'মুগ্ধবোধ' ও 'নেত্রমুদি করি ধ্যান' ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে এবং বাকি এগারটি একই স্তবকে সজ্জিত। তাঁর সমস্ত সনেট চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি মূলত শেকস্পীরীয় সনেটকার হওয়া সত্ত্বেও প্রবহমান ছন্দের বহুল ব্যবহারের ফলে ৮টি সনেটে ৪+৪+৪+২ বিভাগ রক্ষা করতে পারেন নি। গঠনের দিক থেকেই শুধু নয়, তাঁর ছয়টি সনেটের মিলবিন্যাসেও চূড়ান্ত অনিয়ম ঘটেছে। তেরটির মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয়-রীতিতে রচিত।

রেণু ঃ সান্ত্বনা, মমতা, আবির্ভাব, চিরস্মৃতি।

অংশু ঃ মুগ্ধবোধ, সমুদ্রের প্রতি, নেত্র মুদি করি ধ্যান।

'অংশু'র 'গঙ্গা' ও 'কেমনে আনিবে বন্ধু' শীর্ষক সনেটদুটির

অষ্টকে দুটি মিল কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ষট্কের মিল ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং পেত্রার্কীয়-রীতির সনেট-চর্চায় তিনি আদৌ সার্থক হন নি।

প্রিয়ম্বদা দেবীর সনেটগুলি বিষয়ানুসারে পাঁচ পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১. প্রেম—রেণু ঃ সান্ত্বনা, চাঞ্চল্যের প্রতি, চিরস্মৃতি, প্রত্যাগমন, অসাধ্য। অংশু ঃ কেমনে আনিবে বন্ধু।
২. তত্ত্ব—রেণু ঃ অগৌরব, আবির্ভাব। অংশু ঃ নেত্র মুদি করি ধ্যান।
৩. বাৎসল্য—রেণু ঃ মমতা।
৪. প্রকৃতি—অংশু ঃ গঙ্গা, সমুদ্রের প্রতি।
৫. কবিদতর্পণ—অংশু ঃ মুগ্ধবোধ।

প্রিয়ম্বদা দেবী রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক গীতিকবি। তাঁর অন্যান্য কবিতার মত সনেটগুলিও লিরিক-চেতনা ও সৌন্দর্যানুভূতিতে অনবদ্য। লাজনম্র নারীহৃদয়ের প্রেমচেতনা তাঁর সনেটগুলিতে নতুন স্বাদ বহন করে এনেছে। শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত তাঁর প্রেম বিষয়ক একটি সনেট এখানে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধার করছি ঃ

মোর প্রাণপাখী যবে ত্রস্ত সকাতর
রোদন অরুণ দুটি নয়ন মেলিয়া
ধূলি ভরা ধরণীর বক্ষের উপর
আকুল কাঁদিয়াছিল লুটিয়া লুটিয়া ;
তুমি কোথা হতে আসি করুণ হৃদয়
সযত্নে তুলিয়া নিলে বক্ষের মাঝারে,
সুধীর পরশ ভরে শান্ত করি ভয়
ঘুচালে আতুর ব্যথা অমৃতের ধারে!
কোমল কপোল রাখি মাথার উপরে
কত ধৈর্য্যে শিখাইলে মৃদু শান্তি গান
সস্নেহে বেড়িয়া মোর ক্ষত বক্ষ ভরে
ঢালিলে বিমল সুখ শিশির সমান !
তারপরে দেখাইলে সুনীল আকাশ
অনন্ত অভয় মাঝে মঙ্গল বিকাশ।

[সান্ত্বনা ঃ রেণু, পৃঃ ৫]

৮

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের কবিবন্ধু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গীতিকাব্যের মাধ্যম হিসাবে সনেট-কলাকৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছিলেন। তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থে ১৩২টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর মধ্যে ৮৫টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে এবং ২টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত চতুর্দশী বাকি ৪৫টি সনেট। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেট ও চতুর্দশীগুলি নিম্নরূপ ঃ

কাব্যগ্রন্থ	মোট চতুর্দশপদের কবিতা	চতুর্দশী	সনেট
পদ্মা (১৮৯৮)	১৭	১৫	২
দীপালী (১৯০১)	২৩	২২	১
গৈরিক (১৯১৩)	২	১	১
পাষাণ (?)	২	×	২
পাথার (১৯১৪)	৪০	১	৩৯
পাথেয় (১৯১৬)	১	১	×
গীতিকা (?)	৪৭	৪৭	×

প্রমথনাথ সাত পয়ারবন্ধে চতুর্দশী রচনায় যেমন রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে সনেটের স্তবক গঠনে তিনি এই রীতিকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। 'পাষাণ' ও 'পাথারে'র ৪১টি সনেটের মধ্যে ৪০টিই ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে সজ্জিত, তাঁর মাত্র পাঁচটি সনেট একই স্তবকে বিন্যস্ত। তাঁর সমস্ত সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে এবং ৪৪টি সনেটে ৪+৪+৪+২ বিভাগ রয়েছে। কবির ৩৫টি সনেট সাত মিলে রচিত। এর মধ্যে 'পদ্মার গান' শীর্ষক সনেটের শেষ ছ'পঙ্‌ক্তি তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। নিম্নলিখিত ৬টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় পদ্মা ঃ বিরোধ। পাষাণ ঃ পাষাণ-পীর, দুনিয়ার রোসনাই। পাথার ঃ স্নানযাত্রা, দেখিনু সাগর মঠে, গুলার সরবৎ।

সাত মিলে রচিত তাঁর বাকি ২৮টি সনেটের গঠন শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু প্রত্যেকটি সনেটের এক বা একাধিক চতুষ্ক সংবৃত মিলে গঠিত। সনেটের এই ধরণের মিলবিন্যাসে তিনি সম্ভবত নবরো-

মান্টিক পর্বের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর এই সনেটগুলি গ্রন্থানুসারে নিম্নরূপ ঃ

গৈরিক ঃ কোথা বহুদূর।

পাথার ঃ আমি ভিস্তী ভরে, তুই কি দাওদ মোর, ইরাণ তুরাণ কবির, আজ আমি খুলে, এ রথ থামিবে, মোর চারি বৎসরের, শিশুহাস্য চুম্বকের, মনে হয় সিন্ধু, অনন্ত কুড়াতে এসে, পড়িতে আসিনি তব, জীবজন্ম ছবি, পুরীর মন্দিরে পশি, খোকা কোথা, এ কোথায় আসিলাম, পড়ে আছি বালু পরে, সাগর বাদসা বসে, দরিয়া ও পাঁচপীর, তুমি সিন্ধু, টগবগ ফোটে সিন্ধু, জালিক তোমাকে নিয়ে, ভর দুনিয়ার চোখে, মসগুল হয়ে আছি, শক্তির দানব, নিদ্রায় চমকি উঠি, তোরে দেখি এলাহিরে, কালাপানি দুনিয়ার, রোমাঞ্চ ও গানে।

প্রমথনাথের বাকি দশটি সনেটও গঠন ও মিলপদ্ধতিতে শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু পাঁচ বা ছ' মিলে রচিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। 'পাথারে'র 'শিখিয়া নিয়েছি আমি' এবং 'নিশি দ্বিপ্রহর' সনেট দুটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের 'জুড়াতে আসিনু দেখে' সনেটে কবি প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং প্রথম চতুষ্কের অন্য মিলটি অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া 'দীপালী'র আলিঙ্গন-২ এবং 'পাথারে'র কোন রথ টান হয়, সঙ্গী সঙ্গে সিন্ধু স্নানে, তুমি মোর কামধেনু, ফেনার মলাট, কালবৃদ্ধ বক্ষে তোর, শিখেছি ও হাহা শুনে শীর্ষক সাতটি সনেটে তিনি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে শেকস্‌পীরীয় রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী খাঁটি শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণত 'তোরে দেখি এলাহিরে' সনেটটি উদ্ধার করছি ঃ

তোরে দেখি এলাহিরে হতেছে ইয়াদ্‌,
যতই নাচিছে দিল তরঙ্গ-তুফানে,
তত যেন বাড়িতেছে জিন্দেগী-মেয়াদ,
পানি তোর ঢেউ চড়ে' উঠেছি আসমানে

তুই কাশী, তুই মক্কা, সে জেরুজালেম,

তুমিই নামাজ পূজা উপাসনা সার,
কোরাণ বাইবেল বেদ তিনের মরম,
জুদা-জেদ্ তোর জলে গলি একাকার।

ও ঈশাই, আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান!
রুখ্ শুধু দস্তুরের কাওয়াজ আওয়াজ,
সাফ দিল আজ ভেঙ্গে গড়েছে সমাজ,
কলিজা ভরিয়া ডাক— এলাহি রমজান!

দুনিয়া বেহেস্ত এই নয়া খোসরোজে,
বিশ্ব বসে' গেছে আজ এক পংক্তিভোজে।
[পাথার, কাব্যগ্রন্থাবলী-২য়, পৃঃ ২৫৭]

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটে আরবি-ফার্সি শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রমথনাথ তাঁর 'পাষাণ' ও 'পাথার' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ সনেটে প্রচুর পরিমানে এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেট চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ নগণ্য। কিন্তু তাঁর 'পাষাণে'র 'পাষাণ পীর' ও 'দুনিয়ার রোসনাই' এবং 'পাথার' কাব্যগ্রন্থের 'ইরাণ তুরাণ কবির' ও 'মসগুল হয়ে আছি' সনেট চতুষ্টয় দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রমথনাথ পরীক্ষামূলক ভাবেই সনেট রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁর সে প্রচেষ্টা সুখকর হয় নি। একটু উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

পাহাড় ত নও, তুমি আমার পীর,
তুমি আমার সব মুস্কিলের আসান,
'হত্যা' দিয়ে দরজায় এ ফকির,
মুষ্টি ভিখ্ ভাও আসমান সমান!
বাদশা, তোমার তক্তের এমনি ধার,
বুড়া এসে জোয়ান বনে যায়,
হাট বাট হাসিতে গুলজার,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফূর্তির ঢেউ গড়ায়!
[পাষাণ-পীর ঃ পাষাণ, কাব্যগ্রন্থাবলী-২য়, পৃঃ ২১৩]

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক পর্বের কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে শেকসপীরীয় রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় ব্রতী

হয়েছিলেন। প্রমথনাথও তার ব্যতিক্রম নন। শেকস্‌পীরীয় রীতির পাঁচটি সনেটে তিনি আবর্তনসন্ধি রচনায় নিম্নলিখিত ত্রিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোক—পাথার : শিশুহাস্য চুম্বকের।
২. তত্ত্ব থেকে ভাব—পাথার : রোমাঞ্চ ও গানে, শিখেছি ও হাহা শুনে, শক্তির দানব।
৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—পাথার : জালিক তোমাকে নিয়ে।

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি :

শিশুহাস্য চুম্বকের ঘোচে আকর্ষণ,
নারীরূপ কাটারীর ধার হয় ক্ষয়,
নিয়ত সৌভাগ্য ভোগে বুড়া হয় মন,
অবিশ্রান্ত আলো দেখে চোখে পীড়া হয়।

ময়রা সন্দেশে ডুবে' মিষ্টি দেখে, ডরে
মালী নিত্য কত ফুল দেয় জলাঞ্জলি,
পুরোহিত ফোঁটা কাটি, পরি নামাবলি
নিত্য চন্ডী পড়ে বটে, প্রাণে নাহি ধরে।

একটানা একঘেয়ে সিন্ধু তব রূপে
কি মোহিনী আছে বন্ধু কিছু নাহি বুঝি,
কে মায়াবী জাগে ওই আঁধারের স্তূপে,
অটুট অক্ষয় রাখে সৌন্দর্যের পুঁজি!

নয়ন মুদিলে, দেহে লক্ষ আঁখি ফোটে,
শ্রবণ ঢাকিলে, প্রাণ গান গেয়ে ওঠে!

[শিশুহাস্য চুম্বকের : পাথার, কাব্যগ্রন্থাবলী-২য়, পৃঃ ২৫৮]

এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বলেছেন মানবলোকের বিভিন্ন বস্তুর কথা যা অভ্যস্ততায় আকর্ষণ হারায়। ষট্‌কবন্ধে ভাবপ্রবাহ মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোকে আবর্তিত হয়েছে। ষট্‌কে কবি বলেছেন প্রকৃতিলোকের সিন্ধুর কথা, শত অভ্যস্ততায়ও যার 'সৌন্দর্যের পুঁজি'র শেষ নেই। শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত এই সনেটের রূপবন্ধ শিথিল, কিন্তু আবর্তনলীলা লক্ষ্য করার মতো।

বাংলা সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য প্রমথনাথ রক্ষা করেছেন। তাঁর ৪৫টি সনেট বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. প্রেম—পদ্মা ঃ বিরহ। দীপালী ঃ আলিঙ্গন-২। পাথার ঃ মসগুল হয়ে আছি, পড়ে আছি বালু পরে, পড়িতে আসিনি তব, নিদ্রায় চমকি উঠি।

২. সংগীত-পদ্মা ঃ গান।

৩. বাৎসল্য—পাথার ঃ খোকা কোথা ?

৪. ইতিহাস-পাথার ঃ ইরাণ তুরাণ কবির।

৫. আত্মকথা—পাথার ঃ জুড়াতে আসিনি দেখে, আজ আমি খুলে।

৬. প্রকৃতি—পাথার ঃ সাগর বাদসা বসে, গুলার সরবৎ, মনেহয় সিন্ধু, ফেনার মলাট, দরিয়া ও পাঁচপীর, কালাপানি দুনিয়ার, তুমি সিন্ধু।

৭. তত্ত্ব-গৈরিক ঃ কোথা বহু দূরে। পাষাণ ঃ পাষাণ পার, দুনিয়ার রোসনাই। পাথার ঃ স্নানযাত্রা, কোন রথ টান হয়, এ রথ থামিবে, পুরীর মন্দিরে পশি, মোর চারিবৎসরের, দেখিনু সাগর মঠে, সখী সঙ্গে সিন্ধু স্নানে, ভর দুনিয়ার চোখে, তোরে দেখি এলাহিরে, শিশু হাস্য চুম্বকের, তুমি মোর কামধেনু, এ কোথায় আসিলাম, শিখিয়া নিয়েছি আমি, অনন্ত কুড়াতে এসে, তুই কি দাওদ মোর, কালবৃদ্ধ বক্ষে তোর, টগবগ্ ফোটে সিন্ধু, জালিক তোমাকে নিয়ে, রোমাঞ্চ ও গানে, শিখেছি ও হাহা শুনে, শক্তির দানব, নিশি দ্বিপ্রহর, জীবজন্মছবি।

৯

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের সনেটাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০) প্রধানত শেকস্পীরীয় রীতিতে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর ছ'টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মঞ্জীর', (১৯০৮) 'ছায়াপথ' (১৯১৪) এবং 'রাকা'য় (১৯১৬) যথাক্রমে ৬৩, ২০ ও৩২টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'মঞ্জীরে'র ৩৮টি, 'ছায়াপথে'র ১৯টি এবং 'রাকা'র ১৭টি সনেট, বাকিগুলি সাত পয়ারবন্ধে বা সনেট পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী মাত্র।

ভুজঙ্গধর তাঁর 'ছায়াপথ' কাব্যগ্রন্থে একটি সনেটে সনেটের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

ফুটে ধীরে আধ ফোটা আধেক মুদিত
কবিতার কুঞ্জবনে সনেট প্রসূন ;
কচি কিশলয় পরে শিশির সঞ্চিত,
ভাব অলি ঘিরে তারে করে গুনগুন ।
আধেক খুলিয়া গেছে কতগুলি দল,
আধেক লুকানো আছে গোপনহৃদয় ;
মরমে নিগূঢ় মধু করে টলমল,
সংযত রসের ধারা তবু চাপা রয় ।
পাগল ভাবুক মন সৌরভে তাহার
ছুটি আসি সুধাটুকু লুটিবারে চায় ।
বিরল মাধুরী হেরি হয়ে মাতোয়ারা
ভুলে যায় কোথা তার রস উথলায় ।

সৌন্দর্যের অন্তরালে আছে তার হিয়া ;
যে পারে পশিতে তায়, সে রহে ডুবিয়া !
[সনেট ঃ ছায়াপথ, পৃঃ ১১০]

ভুজঙ্গধর সনেটের গঠন ও রূপবন্ধকে বলেছেন সনেটের সৌন্দর্য. তিনি ঠিকই ধরেছেন বাইরের এই 'সৌন্দর্যের অন্তরালে আছে তার হিয়া'। সনেটের সেই হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করাকেই তিনি বলেছেন কবির মোক্ষ। সনেট সম্পর্কে কবির এই ধারণাটি সুন্দর। তাঁর নিজের সনেটে এই সৌন্দর্য তিনি কতদূর সৃষ্টি করতে পেরেছেন তা আমরা তাঁর সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করব।

ভুজঙ্গধরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মঞ্জীরে'র প্রায় সমস্ত সনেটই এক স্তবকবন্ধে রচিত। 'ছায়াপথে'র সনেটগুচ্ছে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যে'র আদর্শে বিচিত্র বাক্যবন্ধে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। 'রাকা'র সনেটগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবক।

তাঁর 'মঞ্জীরে'র সনেটগুলি শেকস্‌পীরীয় কিন্তু মিলবিন্যাস ও গঠন অনিয়মিত। খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে এখানে কোন সনেটই রচিত নয়। এই কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষারজনী' শীর্ষক সনেটে তিনি পেত্রার্কীয় মিলপদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। সনেটটির মিলবিন্যাস

কখকখ খককখ, তপপত, ঙঙ ; এখানে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ থাকলেও অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। তবে সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে।

'মঞ্জীরে'র কয়েকটি সনেটের ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। কিন্তু ওই সনেটগুলির অষ্টকের মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয়। রবীন্দ্রনাথ এই রীতিতে 'কড়ি ও কোমলে' কিছু সনেট রচনা করেছেন। সম্ভবত ভুজঙ্গধর এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তাঁর 'ছায়াপথ' এবং 'রাকা'র সনেটগুচ্ছ অনেক বেশি নিয়মানুগত। 'ছায়াপথে'র 'কুয়াসা' শীর্ষক সনেট ছাড়া এই দুই কাব্যগ্রন্থের অন্য সমস্ত সনেটে তিন চতুষ্ক বিভাগ এবং সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী রয়েছে। নিম্নলিখিত পনেরটি সনেটে খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে।

ছায়াপথ ঃ নীরবকবি, সনেট, সাধনা।

রাকা ঃ বিচিত্রকথা, মাথার মণি, বিরহাসক্তি, আত্মদানের শঙ্কা, অহেতু পিরীতি, স্বপনে, প্রেমনিধি, স্বপনে কি জাগরণে, লীলা অবসান, অতীন্দ্রিয়, লোকাতীত ভূমি, বাহ্য-বিরহিতা।

এ ছাড়া 'ছায়াপথে'র 'হৃদয় যমুনা,' 'মহী,' 'পল্লীসন্ধ্যা,' 'সন্ধ্যামাধবী,' 'প্রদীপহস্তা' এবং 'শীতে মধ্যাহ্নে' শীর্ষক ছ'টি সনেটে সাত মিল যোজিত হয়েছে। তবে তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই এবং কোন কোন চতুষ্কের মিল সংবৃত।

ভুজঙ্গধরের 'ছায়াপথ' এবং 'রাকা'র নিম্নলিখিত সাতটি সনেটে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে।

ছায়াপথ ঃ জীবন্মুক্ত, কালজয়ী, তোমাররূপ, ঘূর্ণীবায়ু, উপল-প্রাণ, এক লক্ষ্য। রাকা ঃ অহল্যা।

এ ছাড়া 'ছায়াপথে'র 'মধুরমোহন' এবং 'রাকা'র 'অভিমান' সনেট দুটিতে কবি অষ্টকের দুটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। আর 'ছায়াপথের 'শিশু' এবং 'রাকা'র' মন্দিরে প্রতিমা'র প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। 'রাকা'র 'হৃদ্‌পদ্ম' সনেটটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহৃত হয়েছে।

'রাকা'র 'সাধেভয়' সনেটটির অষ্টকের গঠন ক্লাসিকাল কিন্তু কবি

ষট্‌কে অষ্টকের দ্বিতীয় মিলটি পুনর্যোজিত করে এই রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। 'ছায়াপথে'র 'কংসকারাগারে'র তিন চতুষ্কের মিল শেকস্‌পীরীয় কিন্তু অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকটি তৃতীয় চতুষ্কের একটি মিলে গঠিত। 'ছায়াপথে'র 'কুয়াশা' সনেটটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। এক্ষেত্রে কোন রীতিই অনুসৃত হয় নি।

ভুজঙ্গধরের সনেটে সর্বত্র চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মঞ্জীরে'র অধিকাংশ সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের সনেটে অবশ্য এই ছন্দের ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে কম।

রবীন্দ্র-পর্বের অন্যান্য সনেটকারদের মত ভুজঙ্গধর শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'রাকা' কাব্যগ্রন্থের খাঁটি শেকস্‌পীয়ীয় রীতিতে রচিত 'আত্মদানের শঙ্কা', 'লোকাতীত ভূমি,' 'বাহ্যবিরহিতা' এবং শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির 'অভিমান' সনেটে ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দিই ঃ

যামিনীর শুভ্র জ্যোৎস্না যমুনার বুকে
স্বপনের স্মৃতি সম মৃদু বিজড়িতা,
ও কে বালা করাঙ্গুলি রাখিয়া চিবুকে
নিশীথে তমাল তলে বাহ্য-বিরহিতা ?

মৃদু পদে অস্ত যায় অষ্টমীর শশী,
গমনে লুটিছে পিছে রজত অঞ্চল ;
কি ভাবে বিভোরা বালা তবু রহে বসি ?
বিলুন্ঠিত পদতলে শুষ্ক ফুলদল।

অকস্মাৎ যমুনার স্তব্ধ নীরবতা
ভঙ্গ করি উথলিল মুরলী নিস্বন ;
আত্মহারা গোপিনীর স্বপ্ন-মগনতা
টুটি বঁধু বাহুপাশে করিল বন্ধন।

কানে কানে কহে বঁধু—'এসেছি কিশোরি!'
আঁখি মুদে কহে বালা—'গেলে কবে হরি?'
[বাহ্য বিরহিতা ঃ রাকা, পৃঃ ৫৮]

সনেটটির অষ্টকবন্ধে প্রেম-উন্মাদিনী কিশোরীর স্বরূপ বর্ণনা করে ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার নিত্য মিলনের কথা। সনেটটির অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের অভিব্যঞ্জনাটি ভারি সুন্দর। এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কবির আত্মজীবনের রূপকাত্মক রূপককল্প হয়ে উঠেছে। 'রাকা'র অধিকাংশ সনেটই এই সুরে বাঁধা।

পূর্বসূরীদের মত ভুজঙ্গধরও সনেট-পরম্পরা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'মঞ্জীরে'র 'নাবিক' ৪টি, 'দুপুর' ২টি, এবং 'পাগলিনী' ২টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। তাঁর সনেটের প্রধান অবলম্বন প্রেম ও প্রকৃতি, তবে অন্য-বিষয়ক সনেটও কিছু আছে। বিষয়ানুসারে তাঁর ৭৪টি সনেট নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. আত্মকথা—মঞ্জীর ঃ চিত্রপট, পথসাথী। ছায়াপথ ঃ শিশু, হৃদয়যমুনা, শীতে মধ্যাহ্নে। রাকা ঃ অহল্যা।

২. তত্ত্ব—মঞ্জীর ঃ শ্মশানে। ছায়াপথ ঃ নীরব কবি, জীবন্মুক্ত, একলক্ষ্য, তোমার রূপ, মধুর মোহন, কংসকারাগার। রাকা ঃ বিচিত্রকথা, মাথার মণি।

৩. সারস্বত কথা– ছায়াপথ ঃ সনেট।

৪. প্রেম—মঞ্জরী ঃ উপহার, সাধ, পদাঙ্ক, হৃদয়কুঞ্জ, নাবিক-২-৪, স্বপ্ন বিহঙ্গম, হাতে হাতে, তনু। ছায়াপথ ঃ সাধনা, প্রদীপ-হস্তা, উপলপ্রাণ। রাকা ঃ বিরহাসক্তি, আত্মদানের শঙ্কা, মন্দিরে প্রতিমা, হৃদপদ্ম, অহেতু পিরীতি, অভিমান, স্বপনে, প্রেমনিধি, স্বপনে কি জাগরণে, লীলা অবসান, সাথে ভয়, অতীন্দ্রিয়, লোকাতীত ভূমি, বাহ্য বিরহিতা।

৫. প্রকৃতি-মঞ্জীর ঃ চিত্রা, চন্দ্রসূর্য্য, সন্ধ্যামণি, চন্দ্রিমার প্রতি, বৃদ্ধবিটপী, আকাশের পাড়া গাঁ, সুপ্তমগ্না, ছায়া সুন্দরী, নিদাঘ মধ্যাহ্ন, কে যেন ডাকিছে কারে, দুপুর-১,২, অনুরাগ, প্রেমমগ্নতা, তামসী নিশি, বর্ষা বিটপী, মেঘবালা দিবানিশি, বাদল, বর্ষারজনী, অভিসারিণী, মৌনব্রতা, প্রিয়বিরহিতা, পাগলিনী-২, পাগলাঝোরা। ছায়াপথ ঃ কালজয়ী, মহী, ঘূর্ণীবায়ু, পল্লীসন্ধ্যা, সান্ধ্যমাধুরী, কুয়াসা।

১০

রমণীমোহন ঘোষ

অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৮)

এই সময়ের কবিদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে রবীন্দ্র-অনুগত ছিলেন।'[১৭] এই কবির ভাব ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্র-প্রভাব স্পষ্ট। তবে সনেট রচনায় তাঁর মধ্যে পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীরীয় এবং ফরাসি এই তিন রীতির সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিন। তিনটি গ্রন্থেই তিনি কিছু না কিছু সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'মুকুরে' (১৮৯৯) ৪টি, 'মঞ্জরী'তে (১৯০৭) ৪টি এবং 'ঊর্ম্মিকা' (১৯১৩) কাব্যগ্রন্থে ৬টি সনেট সংকলিত হয়েছে। তাঁর এই চোদ্দটি সনেটের মধ্যে ৪টি এক স্তবকে এবং ৭টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত।

মিলবিন্যাসের দিক থেকে তাঁর ১১টি সনেটে শেকস্‌পীয়রপন্থী। এই সনেটগুলির সর্বত্রই তিন চতুষ্ক বিভাগ এবং অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। নিম্নলিখিত পাঁচটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত। ১. মুকুর ঃ কল্পনা ভ্রমর। ২. মঞ্জরী ঃ সন্ধ্যাদীপ। ৩. ঊর্ম্মিকা ঃ সাধ, পূজারিণী, ঐশ্বর্য।

এ ছাড়া 'মুকুরে'র 'দুটিকথা' শীর্ষক সনেটে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। 'ঊর্ম্মিকা'র 'সন্ধানে' সনেটের অষ্টকের দুটি মিলই কবি ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। আর নিম্নলিখিত চারটি সনেটে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে পুনর্যোজিত করে কবি শেকস্‌পীরীয় রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। ১. মুকুর ঃ কবিতাসুন্দরী, কল্পনা বিহঙ্গ। ২. মঞ্জরী ঃ নূপুর, প্রকৃতি।

'ঊর্ম্মিকা'র 'পরিচয়' সনেটটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। এই কাব্যগ্রন্থের 'আয়োজন' শীর্ষক সনেটটি প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত তথাকথিত ফরাসি রীতিতে রচিত। সনেটটির স্তবকগঠন ৪+৪+২+৪ ; এবং মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলো কখখক, কখখক, তত, পঙপঙ। 'মঞ্জরী' কাব্যগ্রন্থের 'রূপকথা' শীর্ষক সনেটটি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। অষ্টক দুই মিলের দুটি চতুষ্কে এবং ষট্‌ক দুই মিলের ত্রিকবন্ধে গঠিত। সনেটটিতে আবর্তনসন্ধিও রয়েছে। সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি ঃ

বিজন প্রাসাদ-কক্ষ রূপে আলো করি
রাজার কুমারী ছিল নিদ্রা-নিমগণ ;
রাজপুত্র আসি সেথা—বাহি মায়াতরী—
সোনার কাঠিতে তারে স্পর্শিল যেমন,—
অমনি নয়ন মেলি চাহিল সুন্দরী,

দিকে দিকে বিকশিল নব জাগরণ,
নীরব বিহঙ্গকুল উঠিল কুহরি,
ফুটিল কুসুমরাশি, ছুটিল পবন।

একি শুধু রূপকথা,—আর কিছু নয়,
শৈশব কল্পনা গড়া ছবি অসম্ভব !
না, না,—এতো নহে শুধু কাহিনী নিশ্চয়,
যৌবন প্রভাতে আজি করি অনুভব,—
রাজার কুমারী—সে যে আমারি হৃদয়,
সোনার কাঠির স্পর্শ—প্রেম-দৃষ্টি তব !
[রূপকথা : মঞ্জরী, পৃ. ১১]

সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি রূপকথার চিরন্তন রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেম-কাহিনী বর্ণনা করে ষট্‌কে নিজের প্রিয়া এবং আত্মস্বরূপের মধ্যেই রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রেমলীলাকে অনুভব করেছেন।

রমণীমোহন তাঁর শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত চারটি সনেটেও আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই আবর্তনসন্ধিতে নিম্নলিখিত তিন প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে :

১. উপমেয় থেকে উপমান—মুকুর : কল্পনাবিহঙ্গ।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—মুকুর : দূতিকথা। মঞ্জরী : নূপুর।
৩. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর—মঞ্জরী : প্রকৃতি।

রমণীমোহন মিশ্রবৃত্ত ছন্দে তাঁর সমস্ত সনেট রচনা করেছেন। 'মুকুরে'র 'কবিতাসুন্দরী' সনেটটিতে কুড়ি মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে, বাকি তেরটি সনেটই চোদ্দমাত্রায় রচিত।

রমণীমোহন মাত্র চোদ্দটি সনেট লিখেছেন। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি সনেটেই তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত তিনটি সনেট-রীতি অনুসরণ করেছেন। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর সনেটগুলি বৈচিত্র্যময়। চোদ্দটি সনেটে তিনি নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

১. প্রেম—মুকুর : দূতিকথা।: মঞ্জরী : রূপকথা, নূপুর, সন্ধ্যাদীপ। ঊর্মিকা : আয়োজন, পূজারিণী, সন্ধান।
২. সারস্বতকথা—মুকুর : কবিতাসুন্দরী, কল্পনাবিহঙ্গ, কল্পনাভ্রমর।

৩. প্রকৃতি-মঞ্জরী : প্রকৃতি।
৪. তত্ত্ব-ঊর্মিকা : পরিচয়, ঐশ্বর্য।
৫. মাতৃভূমি-ঊর্মিকা : সাধ।

১১

সরোজকুমারী দেবী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় গল্প-কবিতা লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সরোজকুমারী দেবী-র (১৮৭৫-১৯২৬) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুটি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অশোকা’য় (১৯০১) ২৮টি সনেট সংকলিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ ‘শতদলে’র (১৯১০) কবিতা সংখ্যা একশত। এর মধ্যে ৭৮টি চতুর্দশপদের কবিতা। কিন্তু ৬৫টিই সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। রবীন্দ্র-সমসাময়িক বহু কবির আদর্শে তিনি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনার ভ্রান্ত পথ বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন।

সরোজকুমারী ৩৯টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন। এবং সর্বত্রই শেকস্‌পীরীয়-রীতি অনুসৃত হয়েছে। তাঁর এই সনেটগুলির অধিকাংশ যদিও এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত কিন্তু সর্বত্রই তিন চতুষ্ক বিভাগ এবং অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। অবশ্য শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত ৩৯টি সনেটের মধ্যে ২৪টির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মতই তিনি এই ২৪টি সনেটে অষ্টকের একটি বা দুটি মিল ষটকে, কিম্বা প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনা করেছেন। তাঁর পনেরটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয়-রীতিতে রচিত। কাব্যগ্রন্থানুসারে এই সনেটগুলি নিম্নরূপ—অশোকা : নববিধবা, নগেন্দ্র, নবকুমার, হেমচন্দ্র, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, অমরনাথ, বাতায়নে, নদীতীরে, রাজর্ষি জনক, পিতৃস্নেহ। শতদল : ৫২, ৫৭, ৬৩, ৮৯।

সরোজকুমারী এই পর্বের অন্যান্য কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সাধ্যানুসারে শেকস্‌পীরীয়-রীতিতে সনেটচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। আমরা এখানে তাঁর এই রীতিতে রচিত একটি সনেট উদ্ধার করছি :

সুনীল সে সিন্ধুতটে তুমি আত্মহারা,

দেখিতেছ বনরাজি শ্যামল তমাল।
উচ্ছ্বসিয়ে কূলে পড়ে নীল ঊর্মিধারা,
আর সেই বিকশিত লতিকা রসাল।
প্রকৃতির ধ্যানে মুগ্ধ আপনা পাশরি,
তাই এসেছেন দেবী সম্মুখে তোমার।
কুঞ্চিত অলোকজাল মুখখানি ঘেঁঘি,
ছেয়েছে মেঘের মত ছায়া পূর্ণিমার।
রূপে মুগ্ধ প্রাণ মন হারালে আপনা,
বনহরিণীরে কেন প্রেমের শিকল ?
সে কি গো মিটাতে পারে প্রেমের বাসনা,
সিন্ধুবারি সম যার হৃদয় চঞ্চল ?
অবিশ্বাস করে তারে এ সন্দেহ হায়,
কলঙ্ক চাঁদের শুধু, নাহিক তাহায়।
[নবকুমার ঃ অশোকা, পৃঃ ১৪৮]

সরোজকুমারীর সনেটের ছন্দ চোদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত। সনেটগুলির মধ্যে তাঁর নারীহৃদয়ের নানা অনুভব সহজ ভাষায় বিবৃত। 'শতদলে'র সনেটগুচ্ছে পতিহীনা নারীর পরম বেদনা ভগবানে আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রশান্তি লাভ করেছে। 'অশোকা'র সনেটগুলির অন্যতম সুর পতিপ্রেম। এই গ্রন্থে কাব্যরসোদ্গার-বিষয়ক কিছু সনেট সংকলিত হয়েছে, এগুলির মধ্য দিয়েও কবির প্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে। 'অশোকা'য় অন্য বিষয়ক কিছু সনেট আছে। বিষয়ানুসারে এই কাব্যের ২৮টি সনেট নিম্নলিখিত চার পর্যায়ে বিভক্ত।

১. প্রেম ঃ ভুলে যাওয়া, অতীত-১, ২, একটি কথা, একটি কিরণ।
২. কাব্যরসোদ্গার ঃ গোবিন্দলাল, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্র, নবকুমার, হেমচন্দ্র, পশুপতি, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, জগৎসিংহ, ওসমান, ব্রজেশ্বর, অমরনাথ, শচীন্দ্র, সীতারাম, পরিত্যক্তা, রাজর্ষি জনক।
৩. প্রকৃতি ঃ বাতায়ণে, নদীতীরে।
৪. শোক ঃ নববিধবা-১, ২, পিতৃস্নেহ।

১২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রথম পর্বের কাব্যসাধনায় নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও স্পষ্ট। মোটামুটি-ভাবে 'তীর্থসলিল' থেকে তাঁর স্বকীয় কবিকন্ঠের উচ্চারণ ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতা সম্পর্কে এই উক্তি সাধারণভাবে তাঁর সনেট সম্পর্কেও সত্য। 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রথম পর্বের সনেটগুলি সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছের গঠন ও মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। এক্ষেত্রে তিনি সনেট রচনায় মুলত শেকস্‌পীরীয় আদর্শকে গ্রহণ করেছেন, তবে এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ সনেটের মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। পরবর্তীকালেও তিনি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে সনেট রচনা করেছেন এবং সে সব ক্ষেত্রে এই রীতির যথাযথ রূপায়ণে প্রায় সর্বত্রই তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথম পর্বের সনেট-সম্পর্কিত অস্পষ্ট ধারণা অতিক্রম করে পরবর্তী সময়ে এই রীতির যথাযথ রূপায়ণ ঘটিয়ে তিনি সচেতন শিল্পী-মানসের পরিচয় দিয়েছেন। অন্তিম পর্বে 'অভ্র-আবীরে'র সনেটগুচ্ছে তিনি ক্লাসিকাল-রীতিকেই সনেটের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সনেট-কলাকৃতিরও ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের গনেট সংখ্যা খুব বেশি নয়। সারা জীবনে তিনি মাত্র ৩৭টি মৌলিক সনেট রচনা করেছেন।[১৮] কাব্যগ্রন্হানুসারে সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ ১. বেণু ও বীণা (১৯০৬) ১৬টি। ২. তীর্থসলিল (১৯০৮) ১টি। ৩. ফুলের ফসল (১৯১১) ২টি। ৪. কুহক ও কেকা (১৯১২) ৩টি। ৫. অভ্র ও আবীর (১৯১৬) ১৩টি। ৬. বেলাশেষের গান (১৯২৩) ১টি। ৭. বিদায় আরতি (১৯২৪) ১টি।

সত্যেন্দ্রনাথের ৩৭টি সনেটের ২১টি ৪+৪ + ৪+ ২ স্তবকবন্ধে গঠিত। কয়েকটি সনেটে তিনি স্তবকসজ্জার অভিনব পরীক্ষা করেছেন। 'বেণু ও বীণা'র 'মমির হস্ত-২' সনেটের গঠন ২+৪+৪ + ৪, 'অভ্রআবীরে'র 'ভোভভহেমার' ও 'আচার্য ত্রিবেদী' সনেটদ্বয়ের স্তবকসজ্জা যথাক্রমে ৪+৬+৪ ও ৪+৮+২।

তাঁর ২০টি সনেটে শেকস্‌পীরীয় মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে

নিম্নলিখিত ১২টি সাত মিলের খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। ১. বেণু ও বীণা ঃ আলোকলতা, ঝড় ও চারাগাছ, অরণ্যেরোদন, অক্ষয়-বট, শাহারজাদী। ২. তীর্থসলিল ঃ সমাপ্তে। ৩. ফুলের ফসল ঃ নব মেঘোদয়, কেলিকদম্ব। ৪. কুহু ও কেকা ঃ লরেল, মেথর। ৫. বেলা শেষের গান ঃ ইচ্ছামুক্তি। ৬. বিদায় আরতি ঃ কোন নেতার প্রতি। এ ছাড়া 'বেণু ও বীণা'র 'প্রবালদ্বীপ' সনেটটিরও সাত মিল। তবে তিন চতুষ্কের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী।

সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত ছ'টি সনেটের গঠন শেকস্‌পীরীয়, তবে প্রতি ক্ষেত্রেই কবি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে এই রীতির সামান্য ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। বেণু ও বীণা ঃ চিত্রার্পিতা, উল্কা, স্বর্ণগোধা, আগ্নেয়দীপ, অপূর্বসৃষ্টি। কুহু ও কেকা ঃ রামধনু।

'বেণু ও বীণা'র 'মর্মর হস্ত-২ সনেটটির বিচিত্র স্তবকসজ্জার কথা আগেই বলেছি। ছ'মিলে রচিত এই সনেটটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহৃত। এই কাব্যগ্রন্থের 'দেবতার স্থান' সনেটেরও মিল সংখ্যা ছয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় চতুষ্কের একটি মিলে অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মক গঠিত।

আমরা অগেই বলেছি সত্যেন্দ্রনাথের ২০টি সনেট শেকস্‌পীয়রপন্থী। প্রসঙ্গত এই রীতির একটি সনেট উদ্ধার করছি ঃ

মেঘলা মেদুর আলো স্মৃতির ভুবনে,—
যেথায় কালিন্দী-ধারা বয়ে যায় ধীরে,—
আমি ফুটি সেইখানে ; সজল পবনে
প্রথম যে শান্তি-জল আমি ধরি শিরে।

আমারে ঘিরিয়া চির রাস-রথোল্লাস,
প্রতি রোমকূপে মোর মিলন মাধুরী ;
সুষমা সৌরভে মিল,-অপূর্ব বিকাশ,
কাঞ্চনে মণিতে মিল, লাবণ্যের ঝুরি !

পুলক-অঞ্চিত আমি জনমে জনমে,
স্মরণ-সরণী পরে, প্রাবৃটের পুরে !
মিশায়েছি গোরচনা চন্দনে বিভ্রমে,—
মেখেছি ললাটে তাই— দেখেছি বন্ধুরে !

ওগো বন্ধু ! ওগো মেঘ ! শ্যামল ! শীতল !
আমি চির-আনন্দের অখন্ড-মন্ডল।
[কেলিকদম্ব ঃ ফুলের ফসল, পৃঃ ৬৩]

সমাসোক্তি অহংকারে বিবৃত খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটে কবি প্রকৃতিলোকের আনন্দোল্লাস নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন।

'অভ্রআবিরে'র 'বৃন্দাবনে' ও 'ডেভিডহেয়ার' সনেটগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে মিল যোজনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীব অনুপ্রেরণায় বাঙালি কবিরা যে তথাকথিত ফরাসি রীতিতে সনেট রচনায় ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছেন এই সনেট দুটি তারই প্রমাণ। এখানে এই ধারার একটি সনেট উদ্ধার করছি।

"বন হল বৃন্দাবন শ্যামচন্দ্র বিনে"—
এ কান্না কেঁদনা আর কেহ অতঃপর,
দেখে যাও বৃন্দাবন হয়েছে শহর ;
কার সাধ্য ওরে আজ নিতে পারে চিনে ?
হরি হেথা নাই বলি নিকুঞ্জে বিপিনে
হরিতেও চিহ্ন নাই ; ধূলিতে ধূসর
নিধুবন ঘিরিয়াছে প্রাচীর দুস্তর।
মাধবের মাথা হেঁট করগেট টিনে।

বন নাই বৃন্দাবনে, হায় বনমালী,
ধুলো বালি ইঁট কাঠ ইমারৎ খালি ।

মানুষের কান্ড দেখে মরমেতে মরে
সরে গেছে একপাশে যমুনা তোমার ;
এস না এস না শ্যাম এ শুষ্ক শহরে,
বৃন্দাবনে বনমালা মিলিবে না আর।
[বৃন্দাবনে ঃ অভ্রআবীর, পৃঃ ১৮৭]

সনেটতে শুধু রীতিই নয় প্রমথ চৌধুরী-সুলভ ব্যঙ্গ প্রবণতাও লক্ষণীয়।

সত্যেন্দ্রনাথের ১৫টি সনেটের মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। সনেটগুলির সর্বত্রই অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কযুগলে গঠিত। 'বেণু ও বীণা'র 'মর্মির হস্ত-১' 'মেঘের বারতা' এবং 'অভ্রআবীরে'র 'টিকিমেধ যজ্ঞে'র ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ।

নিম্নলিখিত পাঁচটি সনেটের ষট্‌কের মিলে ত্রুটি নেই, তবে অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে ঃ

বেণু ও বীণা ঃ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

অভ্রআবীর ঃ লাজাঞ্জলি, মহাকবি মধুসূদন, শতবার্ষিকী, আচার্য ত্রিবেদী। ক্লাসিকাল রীতির সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজনার প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালের কবিরা কবিগুরুর এই রীতি অল্পবিস্তর অনুসরণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

কবির ‘অভ্রআবীরে’র ‘কালীপ্রসন্ন সিংহ,’ ‘পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি,’ ও ‘রূপনারায়ণ’ পাঁচ মিলের খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের ‘সমুদ্রপান,’ ‘মহানদী’ ও ‘দীনবন্ধু মিত্র’ও মিল-বিন্যাসে পেত্রার্কীয়, তবে এক্ষেত্রে মিলসংখ্যা চার। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য যে, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কোন রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনার চেষ্টা করেন নি। সুতরাং তাঁর ক্লাসিকাল রীতিতে রচিত সনেটগুলি মূলত মিল্টনীয় সনেটে পর্যবসিত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

হে নীলাম্বু! হে বিস্ময়! ইন্দ্রনীল নীলাম্বর সাথী!
সূর্য্যের বারুণী সুরা! যোদ্ধৃ দেবতার বীর পান!
আসিয়াছে শূন্য শুষ্ক ;- অন্তরের তৃষ্ণার নির্ব্বাণ
কহিবারে চাহি ওহে! দ্রবীভূত অন্ধ অমারাতি!

চাহিনা অমূল্য মনি, মানিক্য মৌক্তিক দিব্যভাতি,
কিম্বা সমুদ্রের মুদ্রা ; আমি চাহি মহা মহীয়ান
গূঢ় তব গরিমার সুদুর্লভ দুর্জ্জেয় সন্ধান ;
ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধু গ্রাসী অগস্ত্যের জাতি।

সর্ব্বরস রত্নাকরে পিয়ে লব একটি গন্ডূষে,
পূর্ণ হব সর্ব্ব রসে বজ্রগর্ভ মেঘের মতন ;
সমুদ্রের মহাদ্রোণী পরিণত করি রিক্ত তুষে
উদ্ঘাটিব পাতালের বিচিত্র প্রবাল কুঞ্জবন ,
শূন্য পরিপূর্ণ হবে সপ্তসাগরের সার শুষে—
আহরিব আত্মা মাঝে অমৃত সমুদ্র অসেবন।

[সমুদ্র পান ঃ অভ্রআবীর, পৃ.১৭৭]

আঠার মাত্রার মহাপয়ারে রচিত সনেটটিতে ক্লাসিক গাম্ভীর্য ও ভাব-সমন্বিত লক্ষণীয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-নিপুণ কবি। ছন্দের বিচিত্র ব্যবহারে অনন্য-সাধারণ শক্তির অধিকারী বলে তিনি বাংলা সাহিত্যে 'ছন্দের যাদুকর' বলে অভিহিত। কবিতার বিচিত্র কলাকৃতি রচনায়ও তাঁর দক্ষতা অসামান্য। তবে সনেটের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের নির্দেশিত পথই অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রায় সমস্ত সনেটের ছন্দ মিশ্রবৃত্ত, দশটি আঠার মাত্রার এবং ছাব্বিশটি চোদ্দ মাত্রার।

তিনি একটি মাত্র সনেট—'বেলাশেষের গান'-এর 'ইচ্ছামুক্তি' দলবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন। এই পর্বের কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীও সনেট রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এই পথে বেশি দূর অগ্রসর হন নি। সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টাও পরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ। কারণ দ্বিতীয়বার তিনি এই ছন্দে সনেট রচনায় ব্রতী হন নি।

সত্যেন্দ্রনাথের ৩৭টি সনেটের মধ্যে প্রায় ২৭টি সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী কবিচেতনা বক্তব্য প্রকাশের পক্ষে এই ছন্দকেই সহজসাধ্য বলে গ্রহণ করেছে। কবি কিন্তু সনেটে শব্দের ধ্বনি-সংগীত সৃষ্টিতে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সনেটের অন্ত্যমিলে সংগীতগুণসম্পন্ন স্বরান্ত মিলের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ৩৭টি সনেটে ব্যবহৃত মোট ২১৩টি মিলের মধ্যে ১২৫টিই স্বরান্ত মিল।

বিষয়বিন্যাসে সত্যেন্দ্রনাথের সনেটগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. প্রকৃতি—বেণু ও বীণা ঃ আলোকলতা, উল্কা, প্রবালদ্বীপ, আগ্নেয়দ্বীপ, ঝড় ও চারাগাছ, মেঘের বারতা। ফুলের ফসল ঃ নবমেঘোদয়, কেলিকদম্ব। কুহু ও কেকা ঃ রামধনু। অভ্রআবীর ঃ পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি, সমুদ্রপাণ, মহানদী, রূপনারায়ণ।

২. তত্ত্ব—বেণু ও বীণা ঃ মসির হস্ত-১, ২, অরণ্যেরোদন, অপূর্ব্বসৃষ্টি, চিত্রার্পিতা, অক্ষয়বট, শাহারজাদী, দেবতার স্থান। কুহু ও কেকা ঃ লরেল, মেথর।

৩. কাব্যরসোদ্গার-বেণু ও বীণা ঃ স্বর্ণগোধিকা।

৪. দেশপ্রেম-বেণু ও বীণা ঃ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অভ্রআবীর ঃ লাজাঞ্জলি।

৫. আত্মকথা—তীর্থসলিল ঃ সমাপ্তে।

৬. ব্যঙ্গ—অভ্রআবীর ঃ টিকিমেধ যজ্ঞ, বৃন্দাবনে। বিদায় আরতি ঃ কোন নেতার প্রতি।

৭. কবি-কোবিদতর্পণ—অভ্রআবীর ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, শতবার্ষিকী, ডেভিডহেয়ার, আচার্য ত্রিবেদী। বেলাশেষের গান ঃ ইচ্ছামুক্তি।

লক্ষণীয় এই যে সত্যেন্দ্রনাথ প্রেম-বিষয়ক কোন সনেট রচনা করেন নি। উল্লিখিত বিষয় বিভাগের শেষ চার পর্যায়ের সনেটগুচ্ছে তাঁর সমকালের ছায়াপাত ঘটেছে। 'আধুনিক' বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তিবাদ, তথ্যনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার যে প্রসার ঘটেছে তার সূত্রপাত সত্যেন্দ্রনাথে। তাঁর সনেটগুচ্ছেও এই কবিচেতনা ভাষা পেয়েছে, সেই দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সনেটগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

১৩

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

এই পর্বের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৮৩-১৯২৩) শেকস্‌পীরীয় গোত্রের সনেটকার। তাঁর 'অঞ্জলি' (১৯০৭) এবং 'ধ্যানলোক' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে ১৮টি ও ২৫টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে 'অঞ্জলি'র দশটি এবং 'ধ্যানলোকে'র ছ'টি মাত্র সনেট। বাকি সাতাশটি সাত পয়ারবন্ধে অথবা সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী। সনেটের স্তবক গঠনের দিক থেকে তিনি মূলত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৮টি সনেট ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে এবং ৭টি এক স্তবকে সজ্জিত। 'ধ্যানলোকে'র 'জীবনসর্ব্বস্ব' ৬+৪½+৩½ রীতির বিচিত্র স্তবকবন্ধে গ্রথিত। তাঁর এই ষোলটি সনেটের মধ্যে পনেরটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে এবং তেরটি তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে গঠিত। অর্থাৎ সনেটের গঠনের দিক থেকে তিনি শেকস্‌পীরীয় রীতিই সম্পূর্ণত অনুসরণ করেছেন। সনেটের মিলবিন্যাসের দিক থেকেও তিনি এই রীতির অনুগত। তাঁর ষোলটি সনেটের মধ্যে নিম্নলিখিত আটটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির রচনা।

অঞ্জলি ঃ নিবেদন, আশ্বাস, প্রেমের বন্ধন, প্রার্থনা, অসমাপ্ত।

ধ্যানলোক ঃ অতৃপ্ত, নিবেদন, প্রার্থনা।

'অঞ্জলি'র 'শত্রুমিত্র', 'মতভেদ' এবং 'ধ্যান' এই তিনটি সনেটেও শেকস্‌পীরীয় রীতির সাত মিল ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রথম দুটি সনেটের প্রথম দুই চতুষ্ক এবং তৃতীয়টির তিনটি চতুষ্কই সংবৃত মিলে গঠিত। এছাড়া তাঁর বাকি পাঁচটি সনেটের চারিটিতে ('অঞ্জলি'র 'উদ্দেশ্য' এবং 'ধ্যানলোকে'র 'অভিমান,' 'অধিকার' ও 'জীবনসর্ব্বস্ব') শেকস্‌পীরীয় গঠন থাকলেও মিলবিন্যাসে কিছু না কিছু অনিয়ম ঘটেছে। তাঁর 'অঞ্জলি'র 'বউ কথা কও' সনেটটি বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক রীতিতে রচিত, মিলবিন্যাস ; কখখক গঘগঘ তপঙ তপঙ।

জীবেন্দ্রকুমারের সনেটের ভাবকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের প্রভাব স্পষ্ট। ভক্তি ও আত্মনিবেদন-ই তাঁর সনেটের মুখ্য সুর।

তাঁর সনেটের ছন্দ চোদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত, পাঁচটিতে প্রবহমান-ছন্দের প্রয়োগ আছে। 'অঞ্জলি'র 'প্রার্থনা'-শীর্ষক সনেটটি আঠার মাত্রায় রচিত।

রবীন্দ্রসমসাময়িক পর্বের অন্যান্য কবিদের মত জীবেন্দ্রকুমারও শেকস্‌পীরীয় রীতির দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই দুটি সনেট 'অঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এর মধ্যে 'শত্রুমিত্রে' পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ এবং 'উদ্দেশ্যে' প্রকৃতিলোক থেকে মানব-লোকে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। প্রসঙ্গত 'শত্রুমিত্র' সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি ঃ

আমি আপনার শত্রু। মোর মত হেন
কেহ নাহি অবনীতে অরাতি আমার।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-পাপে আঁনিবার
আমারে বিনাশি আমি! অনলেতে যেন
ক্ষুদ্র কীট স্বইচ্ছায় জ্বালায় আপনা।
কর্ম্মের প্রাসাদে রচি বিচার বিহীন
তারি মাঝে জন্ম জন্ম হইয়া আসীন
আমি যে আমারে দেই অকথ্য যাতনা।
বিরাট অম্বর হতে রেণুকণাবধি
যা কিছু ইহার মাঝে করিছে বিরাজ—
সকলে আমারে প্রীতি দিয়ে নিরবধি
অজস্র স্নেহেতে রাখে আপনার মাঝ!

মুগ্ধ চিত্তে ভাবি তাই হয়ে আত্মহারা—
আমি যে আমার শত্রু, মিত্র বসুন্ধরা !
[অঞ্জলি, পৃঃ ৬৯]

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটটির অষ্টকের মিল-গ্রন্থন লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে কবি চারমিলের সংবৃত-ধর্মী দুই চতুষ্কে অষ্টকগঠন করেছেন। অষ্টকে কবি নিজেকেই নিজের শত্রু বলে মনে করে নিজেকে ‘অকথ্য যাতনা’ দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। ষট্‌কবন্ধে কবি প্রকৃতিলোকে লক্ষ্য করেছেন অন্য লীলা। প্রকৃতিলোকের প্রতি ‘রেণুকণা’ তাঁকে ‘অজস্র স্নেহে’ প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কে শত্রু-মিত্রের দ্বৈতরূপ আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৪

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

‘সনেট’ (?) কান্তিচন্দ্র ঘোষে-র (১৮৮৬-১৯৪৮) একটি মাত্র কাব্য-সংকলন। গ্রন্থটিতে ৩৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে উৎসর্গ-কবিতাটি সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী, বাকি ৩৬টি সনেট। প্রত্যেকটি সনেট চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে। ‘আশীর্ব্বাদী’ ও ‘মনোমোহন ঘোষ’-শীর্ষক চারটি–এই মোট পাঁচটি সনেট ব্যক্তিবন্দনা-মূলক। অবশিষ্ট ৩১টি সনেটই প্রেম-বিষয়ক। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছোঁয়া থাকলেও ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গ প্রেমচেতনাই এই সনেটগুলির মূল সুর। কোন কোনটি আবার বিরহ-বেদনায় অভিষিক্ত।

বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীরীয় ও তথাকথিত ফরাসি এই তিন রীতিকে আদর্শ করে কান্তিচন্দ্র তাঁর ‘সনেট’ গ্রন্থের সনেটগুলি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম নয়টি সনেট প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতিতে রচিত। স্তবক গঠন সর্বত্রই ৮+২+৪। ‘প্রেম’, ‘প্রেম-সমাধি,’ ‘চিরন্তনী’, ‘যদি’, ‘বিস্মরণে’, অ্যালবামে’, নিরর্থক’ শীর্ষক সাতটি সনেটের মিলবিন্যাস কখখক, কখখক, তত, পঙপঙ। প্রথম দুটি ছাড়া বাকি পাঁচটিতেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এর মধ্যে ‘যদি’ ও ‘নিরর্থকে’ অষ্টম পঙ্‌ক্তির পর এবং বাকি তিনটিতে প্রমথ চৌধুরীর কিছু সনেটের মত দশম পঙ্‌ক্তির পর আবর্তনসন্ধি স্থান পেয়েছে। প্রমথ-রীতিতে রচিত ‘মিলনাকাঙ্ক্ষায়’ ও ‘বিরহাকাঙ্ক্ষা’

সনেটদুটির মিলবিন্যাস ত্রুটি পূর্ণ। 'মিলনাকাঙ্ক্ষা'য় অষ্টকের একটি মিল শেষ চতুষ্কে এবং 'বিরহাকাঙ্ক্ষা'য় ষট্‌ক-শীর্ষের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল গৃহীত হয়েছে।

কান্তিচন্দ্রের প্রমথ-রীতির উদাহরণ হিসাবে এখানে 'নিরর্থক' সনেটটি উদ্ধৃত করছি ঃ

যে মালিকা শোভে ওই কন্ঠেতে তোমার,
মোর শিরে তুলি দিবে কী গৌরব মানি ?
মুছাইয়া চিরতরে অতীতের গ্লানি
আঁকি দিয়ে জয়চিহ্ন ললাটে আমার ?
যে দৈন্য, সংকোচ, ভয় মনে বারবার
জাগি উঠি বাহিরায় লাজরুদ্ধ বাণী—
আজিকে করিবে দূর কি মন্ত্র বাখানি—
কেন আজি এ বিপুল পূজার সম্ভার ?

এ মালা ফিরায়ে লহ–সাজে কি আমারে ?
অচেনা অতিথি আমি অজানা দুয়ারে !

আরতির দীপ জ্বালা হবে সমাপন–
দেখিবে নয়নে লেখা লগ্ন আজি গত।
শুনিবে দুয়ার-পথে পাতিয়া শ্রবণ–
বিসর্জ্জনী সুর সেথা বাজিছে নিয়ত।
[সনেট, পৃঃ ৯]

সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে কবি প্রমথ চৌধুরীর আদর্শেই সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পূর্বসূরীর মত তিনিও ফরাসি সনেটের ষট্‌কবন্ধের গঠন কৌশল সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত ছিলেন না। কিন্তু পেত্রার্কীয় সনেট রচনায় তিনি গভীর রীতিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই রীতিতে রচিত ৯টি সনেটের স্তবকসজ্জা ৮+৩+৩ এবং মিলবিন্যাস কখখক, কখখক, তপত, পতপ। সর্বত্রই অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং ষট্‌ক বিবৃতধর্মী দুই মিলের দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত। এই ধারার সনেটগুলি হলো— 'জয়ে', 'পরাজয়ে', 'সফল', 'বিফল', 'মানবী', 'রূপমুগ্ধ', 'স্মৃতিছায়া', 'নবদৃষ্টি' ও 'আশীর্ব্বাদী'। এর মধ্যে 'জয়ে' ও 'সফল' ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে। তবে আবর্তনসন্ধি রচনায়

কোন বৈচিত্র্য নেই। তাঁর আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট তথাকথিত ফরাসি ও পেত্রার্কীয় দুই ধারার সনেটেই ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে।

কান্তিচন্দ্রের ১৮টি সনেট শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। সর্বত্রই স্তবকগঠন ৮+৪+২। প্রত্যেকটিতেই তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক বিভাগ আছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বারটি সাতমিলের খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে বিন্যস্তঃ মিলনে, বিরহে, অকথিত, বাদলে, সুরে, ভ্রষ্টলগ্ন, অনুতপ্ত, মনোমোহন ঘোষ-২, ৩, ৪, স্মরণে-১, ৪।

শেকস্‌পীরীয়-রীতিতে রচিত—অদৃষ্টা, অজ্ঞানিত, মনোমোহন ঘোষ-১, বিদায়ে ও স্মরণে-২, ৩ শীর্ষক ছ'টি সনেটের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়ে শেকস্‌পীরীয়-রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছে।

কান্তিচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের প্রথম সারির কবি নন। তাঁর কৃত ওমর খৈয়ামের অনুবাদ রসিক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। অভিজাতসুলভ বিদগ্ধ রুচিই ছিল তাঁর জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্য। তিনি একটি মাত্র মৌলিক কাব্যগ্রন্থের লেখক। সনেটই তাঁর একমাত্র কাব্যমাধ্যম। তাঁর সময়ে প্রচলিত তিন-রীতির সনেটে কাব্যের পসরা সাজিয়ে এই কলাকৃতির প্রতি তাঁর অভ্রান্ত আনুগত্যের পরিচ্ছন্ন প্রমাণ রেখেছেন।

১৫

কালিদাস রায়

রবীন্দ্রানুসারী কবিগণের মধ্যে কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৬) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িকালের কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ২৮টি চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যে ৮টি সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী। বাকি ২০টি মাত্র সনেট। তাঁর ১৬টি সনেট সংকলিত হয়েছে 'ক্ষুদকুঁড়া' (১৯২২) কাব্যগ্রন্থে, আর দুটি করে চারটি সনেটে আছে 'পর্ণপুট' (১৯১৪) এবং লাজাঞ্জলি' (১৯২২) গ্রন্থে।

সনেট রচনায় কালিদাস রায় শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেট যদিও একই স্তবকবন্ধে সজ্জিত, তবু প্রত্যেকটিতে তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক বিভাগ আছে।

২০টির মধ্যে নিম্নলিখিত ন'টি সনেটে তিনি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিল ব্যবহার করেছেন—পর্ণপুট ঃ রজনীশেষে, শেষ। ক্ষুদকুঁড়া ঃ তৃষ্ণা, বিদায় না আহবান, সনেট-৮, ১২, ১৩, ১৫। লাজাঞ্জলি ঃ দারিদ্র্য।

'ক্ষুদকুঁড়া' গ্রন্থের ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৪ ও ১৬ সংখ্যক সনেটে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে কবি রীতিভঙ্গ দোষ ঘটিয়েছেন। 'লাজাঞ্জলি' গ্রন্থের 'আর্যাবর্ত' সনেটটির অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত, কিন্তু ষট্‌কে অষ্টকের একটি মিল যোজিত হওয়ায় কবির ক্লাসিকাল সনেট রচনার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কালিদাস রায় সনেট চর্চায় শেকস্‌পীরীয় রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই রীতিতে রচিত একটি সনেট আমরা এখানে উদ্ধার করছি ঃ

আমারে গড়েছ তুমি নূতন করিয়া,
আমাতে জাগালে তুমি আমার দেবতা।
এ হৃদি অরণ্য মাঝে হে তাপসী প্রিয়া
ঝঙ্কৃত করিলে তুমি অমৃত বারতা।
দিতে গিয়ে তব নামে প্রাণের আহুতি
তোমার আড়ালে হেরি আরো দুটি পাণি,
তব প্রেমানন্দ মাঝে হলো অনুভূতি
কোন্ চিদানন্দ, যার সত্তা নাহি জানি!
অতীতের 'আমি' পানে চেয়ে দেখি যত,
পৃথক জীবন বলি মনে মোর লয়,
নূতন উষায় ধরা আবার জাগ্রত,
হইল নিজের প্রতি শ্রদ্ধার উদয়।
তদ্‌গত করিয়া প্রিয়ে সৃজিয়াছ মোরে
তব অপূর্ব্বতা দিয়ে চিত্ত দিলে ভরে'।

[৮ সংখ্যক সনেট, ক্ষুদকুঁড়া, পৃঃ ৮৮-৮৯]

কবির অন্তরঙ্গ হৃদয়সংবাদ হিসাবে কবিতাটি সার্থক গীতিকবিতা হলেও এর গঠনশৈলীতে শেকস্‌পীরীয় সনেটের তীব্র ভাবোচ্ছ্বাস নেই। অর্থাৎ কবি তাঁর সনেটে শেকস্‌পীরীয় রীতির বহিরঙ্গ-রূপই অনুসরণ করেছেন—অন্তরঙ্গ-রূপ নয়। সনেটটির ভাববস্তুও লক্ষণীয়। এখানে কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার সম্মিলন

ঘটেছে। তাঁর অধিকাংশ সনেটের মুখ্য অবলম্বনও তাই।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে কবি প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁর সমস্ত সনেট চোদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নেই।

১৬

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানসী-পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯) প্রায় চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। কবিতার বিভিন্ন কলাকৃতির সঙ্গে তিনি সনেটেরও চর্চা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ৩৭টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি সনেট, বাকি ২৫টি সাত মিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী। তাঁর ১২টি সনেটের ৫টি 'মন্দিরা' (১৯১৩), ২টি 'সপ্তস্বরা' (১৯১৪) ২টি 'কায়া ও ছায়া' (১৯৪১) এবং ৩টি 'নামাবলী' (১৯৩৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সনেটগুলির ৫টি এক স্তবকে এবং ৬টি ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'মন্দিরা'র 'প্রকৃতির মহাপ্রাণ' সনেটটিতে ৪+৬+৪ চরণের বিচিত্র স্তবক বিন্যাস লক্ষ করা যায়। সনেটের মিল রচনায় কবি একান্তভাবে শেকস্‌পীয়র-পন্থী। তাঁর সমস্ত সনেটে তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক বিভাগ আছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ন'টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। ১. মন্দিরা ঃ আবাহন, রজনীকান্তের প্রতি, প্রকৃতির মহাপ্রাণ, লহরী, সূর্যাস্ত। ২. সপ্তস্বরা ঃ মধুসূদন, আগমনী। ৩. কায়াও ছায়া ঃ নারী। ৪. নামাবলী ঃ রবীন্দ্রনাথ। 'কায়াও ছায়া'র 'হরিশচন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্র' এবং 'নামাবলী'র 'সুধীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সনেটদুটির মিল সংখ্যা সাত। তবে এই দুটি ক্ষেত্রে কবি তিনটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে ষট্‌ক রচনা করেছেন। 'নামাবলী'র 'সুবোধচন্দ্র' সনেটটির মিলবিন্যাসও অনিয়মিত। এক্ষেত্রে তিনি প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করেছেন।

সনেটের গঠনে ও মিলবিন্যাসে বসন্তকুমার শেকস্‌পীরীয় রীতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই রীতিতে রচিত তাঁর একটি সনেট এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছি ঃ

> শত শ্রান্ত দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ তরে গড়ি
> বিচিত্র মর্ম্মরহর্ম্ম্য নর্ম্ম সুনির্ম্মল,

রতন সম্ভবা বঙ্গ অংকশূন্য করি,
সাধিতেছে তপোলোকে কোন তপোবল ?
কোন জ্যোতির্ম্ময় দেশে আছ জ্যোতিষ্মান,
জানি না কোথায় পুন কার গৃহাঙ্গনে,
করিতেছ মধুচক্র বুঝি বা নির্ম্মাণ
পূর্ণ করি প্রতি কোষ মৃত সঞ্জীবনে !

মধু নাই স্তব্ধ বঙ্গে জীমূতস্তনন,
মধু নাই—শীর্ণ শুষ্ক মধুচক্রকূপে ;
চলে গেছে মধু ফিরে যেথা কার ধন,—
বাণীর চরণমঞ্চ শোভা কুঞ্জরূপে।

অধীর উদ্দাম বন্যাস্রোত সম আসি
উধর্ব্বরিয়া দুটি তীর চলে গেছ হাসি।
[মাইকেল মধুসূদন ঃ সপ্তস্বরা, পৃঃ ৬৩]

বসন্তকুমারের সনেটের ছন্দ সর্বত্রই চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত, প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি বারোটি সনেটে চতুর্বিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন,

১. তত্ত্ব—মন্দিরা ঃ প্রকৃতির মহাপ্রাণ, আবাহন। সপ্তস্বরা ঃ আগমনী। কায়া ও ছায়া ঃ নারী।
২. কাব্যরসোদ্গার—কায়া ও ছায়া ঃ হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্র।
৩. কবি ও কবিদ্-তর্পণ-মন্দিরা ঃ রজনীকান্তের প্রতি। সপ্তস্বরা ঃ মধুসূদন। নামাবলী ঃ সুবোধচন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ।
৩. প্রকৃতি-মন্দিরা ঃ লহরী, সূর্যাস্ত ।

১৭

হেমেন্দ্রলাল রায়

‘ফুলের ব্যথা’ (১৯২২) হেমেন্দ্রলাল রায়ে-র (১৮৯২-১৯৩৫) একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে দশটি সনেট আছে। এক স্তবকবন্ধে গ্রথিত এই সনেটগুলির অধিকাংশই শেকস্পীরীয় রীতির। সাতটিতে তিন চতুষ্ক বিভাগ ও অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ‘দেহের মহিমা’, ‘বসন্তের আগমন’, ‘দৃষ্টি’, ‘আদি নরনারী’ ও ‘সিন্ধুর

মাতৃত্বে'র মিলবিন্যাস খাঁটি শেকপ্‌পীরীয়। 'আলিঙ্গন' ও 'নিঃশঙ্ক' সনেটদুটির গঠন ও মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়, তবে দুই ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। 'চুম্বন', 'জয়দেব' ও 'বৈষ্ণবকবি' শীর্ষক তিনটি সনেটের অষ্টকের গঠন ও মিলবিন্যাসে কবি শেকস্‌পীরীয়-রীতির অনুসরণ করেছেন কিন্তু এগুলির ষট্‌কের মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয়-রীতিই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই অষ্টক-ষট্‌কের মিলবিন্যাস সম্পূর্ণত ত্রুটিমুক্ত নয়।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রলাল বাংলাছন্দের স্বাভাবিক প্রণবতা মান্য করে চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে সমস্ত সনেট রচনা করেছেন। তাঁর সনেট বিষয়ধর্মে একমুখী। স্বকীয়া-প্রেমের এই সনেটগুচ্ছে কবির সুতীব্র প্রেম-পিপাসা ও বাসনা-রঙিন হৃদয়ানুভব সহজ সরল গীতিকাব্যের ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এই সনেটগুলির পরিকল্পনায় ও ভাব ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র স্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। কোন কোন সনেটের বিশেষ বিশেষ অংশে 'কড়ি ও কোমলে'র কবিকন্ঠের উচ্চারণ অনুরণিত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

কি হবে বসন দিয়া—কেন মিথ্যা লাজ,
দুটি শুভ্র নগ্ন আত্মা মিলেছে তো বুকে,
এত আবরণ, এত ঢাকায় কি কাজ ?
সারা অঙ্গে সারা দেহে মিলাক কৌতুকে।
মুক্ত কর দুটি বাহু,—সুন্দর সরল,
লতায়ে উঠুক তাহে নগ্ন আলিঙ্গন,
অঞ্চলে যদি না ঢাকে বক্ষের অচল,
ছিন্ন হোক হৃদয়ের আঁধার বন্ধন।
খসে যাক বেশবাস--সেই ভাল প্রিয়া
মনে যদি কোনখানে কিছু গুপ্ত নাহি,
কি হবে দেহের ঢাকি লাজ বাস দিয়া
বসনের ছলনায় বৃথা অবগাহি।
সেই ভালো সৌন্দর্য্যের শোভায় নিলীন,
দুটি আদি নরনারী সর্ব লজ্জাহীন।

[আদি নরনারী : ফুলেরব্যথা, পৃঃ ৫৩]

খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটটির ভাবে ও ভাষায় 'কড়ি ও কোমলে'র বিশেষ প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। বস্তুত হেমেন্দ্রলালের

সমস্ত সনেটেই এই প্রভাব বিদ্যমান।

১৮

নিরুপমা দেবী

রবীন্দ্র-আবহমন্ডলের কবি নিরুপমা দেবী (জন্ম ১৮৯৫) কাব্যধর্মে রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে' দাম্পত্য প্রেমের যে লীলামাধুর্য বিচিত্ররূপে উৎসারিত হয়েছে এই পর্বের বিভিন্ন কবি নিজ নিজ অভিজ্ঞতার রঙে অনুরঞ্জিত করে সেই কবিচেতনাকে নব নব রূপ দান করেছেন। নিরুপমা দেবীরও কাব্যের মুখ্য উপাদান দাম্পত্য-প্রেম। কিন্তু নারীহৃদয়ের মাধুর্য ও সৌকুমার্যে তাঁর কাব্যোক্ত প্রেমচেতনা মধুস্বাদী। তাঁর সনেট সংখ্যায় বেশি নয়। 'ধূপ' (১৯১৮) গ্রন্থে মাত্র ১৭টি সনেট সংকলিত হয়েছে।[১৯] কিন্তু এই সতেরটি সনেট রূপ-রীতি ও ভাবকল্পনার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

নারীহৃদয়-সঞ্জাত দাম্পত্য প্রণয়রাগে তাঁর সনেটগুলি আরক্তিম। এর মধ্যে 'ঋতুসম্ভার' পর্যায়ের ছ'টি এবং 'ষোড়শোপচার' শীর্ষক পাঁচটি (এই পর্যায়ের একটি কবিতা সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী) সনেট-পরম্পরায় রচিত। 'ষোড়শোপচারে'র পাঁচটি সনেটের অর্ঘ্য সাজিয়ে তিনি প্রেমেরই পূজা করেছেন। 'ঋতুসম্ভার' পর্যায়ের ছ'টি সনেটে বাংলাদেশের ছয় ঋতুতে তাঁর প্রেমচেতনার ষড়্‌বিধ রূপান্তর অনুপম ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এই সনেটগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করে বিভিন্ন ঋতুতে কবির প্রেমচেতনার নবনব রূপায়ণ কি ভাবে বিবৃত হয়েছে তা বোঝাবার জন্য এগুলির অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকগুলির মাত্র উল্লেখ করছি ঃ

নিদাঘ ঃ চুম্বনে আঁকিয়া দাও তপ্ত অনুরাগ,
আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ। (পৃঃ ১৫৯)
বর্ষা ঃ সর্ব্ব দেহ সর্ব্ব মন হয় যে সরসা,
আমি জানি সেই মোর মোহিনী বরষা। (পৃঃ ১৬০)
শরৎ ঃ আমার মুখের পরে তব আঁখিপাত
আমি জানি সেই মোর শারদ প্রভাত। (পৃঃ ১৬১)
হেমন্ত ঃ যেদিন তোমার প্রাণে ভরা অনুরাগে,
হেমন্তের নীলাকাশ প্রাণে মোর জাগে। (পৃঃ ১৬২)
শীত ঃ ডুবাইয়া দাও যত চুম্বনের ধারে,

পুলকেতে রোমাঞ্চিয়া উঠি বারেবারে। (পৃঃ ১৬৩)
বসন্ত ঃ থেমে যায় আর সব মিছা কলরব,
তোমাতে আমাতে বঁধু, বসন্ত উৎসব। (পৃঃ ১৬৪

নিরুপমা দেবীর সনেটের রূপনির্মাণও বৈশিষ্ট্যময়। একদিকে যেমন তিনি খাঁটি পেত্রার্কীয় এবং শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট রচনা করেছেন অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী সনেটকারদের মত এই দুই রীতির সমন্বয়ও ঘটিয়েছেন। সনেটের স্তবকসজ্জাতেও তিনি এই দুই রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর সাতটি সনেট শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে রচিত, আবার ছ'টি সনেটে রয়েছে পেত্রার্কীয় রীতির ৮+৬ স্তবকসজ্জা। খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে তিনি 'ষোড়শোপচারে'র পাঁচ সংখ্যক এবং 'ঋতুসম্ভার' শীর্ষক ছ'টি সনেট রচনা করেছেন। 'বিরহ মিলন' এবং 'ষোড়শোপচারে'র চতুর্থ সনেটটি সাতমিলের শেকস্‌পীরীয় রীতিতে গঠিত। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে তিন চতুষ্কে ক্লাসিকাল-পন্থী সংবৃত-ধর্মী মিল ব্যবহৃত হয়েছে। 'ষোড়শোপচারে'র তৃতীয় ও ষষ্ঠ এবং 'কল্পছবি' সনেট-ত্রয়ের গঠন ও মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে কিংবা প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে গৃহীত হয়েছে।

নিরুপমা দেবীর 'প্রথম চুম্বন' ও 'আমার প্রেম' সনেটদ্বয়ের অষ্টকে চার মিল এবং ষট্‌কে দুই মিল ; অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক নেই। বাংলাসাহিত্যে এই বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক রীতির প্রবর্তন করেছিলেন রাধানাথ ও রাজকৃষ্ণ রায়। এই পর্বের বিভিন্ন সনেটকার এই রীতিতে দু চারটি সনেট রচনা করেছেন।

নিরুপমা 'তোমার প্রেম', 'এখানে' এবং 'ষোড়শোপচার-১', সনেট তিনটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। তিনটির অষ্টকই দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। প্রথমটির ষট্‌কের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী কবিগণ প্রায়শই এই মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয় সনেট রচনা করে শেকস্‌পীরীয়-পেত্রার্কীয় রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উল্লিখিত তিনটি সনেটের শেষ দুটির ষট্‌ক দুই মিলের বিবৃতধর্মী দুই ত্রিকবন্ধে রচিত। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ্য যে কবির পেত্রার্কীয়-রীতিতে রচিত সনেটত্রয়ে আবর্তনসন্ধি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও এই পর্বের কোন কোন কবির মত তিনি শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত 'মিলন ও বিরহ' এবং 'ষোড়শোপচার-৪,'

এই দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পীরীয় রীতির সমন্বয় সাধন করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর 'বিরহ ও মিলন' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

তোমার মিলন মোরে করে মধুময়,
শয়নে বচনে দেয় মধু মধুরিমা,
জীবনে মাখায়ে দেয় জয়ের গরিমা,
পুলকে ভরিয়া রাখে সমস্ত হৃদয়।
তোমার মিলন-ঘন আলিঙ্গন ডোর।
হৃদয়ে জড়ায়ে দেয় ফুলময় হার,
খুলে দেয় অন্তরের আনন্দ-দুয়ার,
হাসির নির্ঝর ধারা ঝরে পড়ে মোর।

তোমার বিরহ করে সুধা-পরিপূর।
পাওয়া আর না পাওয়ার সব মধু দিয়া,
একেবারে পরিপূর্ণ করে মোর হিয়া
দিয়ে মৌন বেদনার নব নব সুর।
তোমার মিলন যেন দিবসের প্রাণ,
বিরহ সে গীতিময়ী রজনীর গান। [ধূপ, পৃঃ ১৫৩]

সনেটটির অষ্টকে কবির প্রেমচেতনার মিলনরূপ এবং ষট্‌কে বিরহ-রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। ভাবপ্রবাহ এখানে মিলন থেকে বিরহে আবর্তিত হয়ে কবিকল্পনাকে নবরূপ দান করেছে।

নিরুপমা দেবীর সমস্ত সনেটই মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে তেরটি চোদ্দমাত্রায় এবং চারটি আঠার মাত্রায়। প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য।

১৯

এই পর্বের অন্যান্য সনেটকার

রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশ পদের কবিতাকে এই পর্বের অনেক কবি সনেট-কলাকৃতির বিশেষ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯), বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-৯৯), হেমলতা দেবী (১৮৭৪-১৯৪৫) ও দ্বিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৩৫) একান্তভাবে উল্লিখিত আদর্শেই চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন।[১০] কাব্যগ্রন্থানু-

সারে এঁদের রচিত চতুর্দশীর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সুধীন্দ্রনাথ ঃ বৈতানিক (১৯১২) ২১টি, দোলা (১৯১৩) ১২টি।
বলেন্দ্রনাথ ঃ মাধবিকা (১৮৯৬) ২৩টি, শ্রাবণী (১৮৯৭) ২৩টি
এবং গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত আরো ৩টি।
হেমলতা দেবী ঃ নবপদ্যলতিকা (১৯১৫) ১টি,
অকল্পিতা (১৯২২) ৫টি।
দ্বিনেন্দ্রনাথ ঃ রচনাবলী ১৫টি।

সনেটের বিশিষ্ট রূপ ও রীতি সম্পর্কে এঁদের শিল্পচেতনা পরিচ্ছন্ন ছিল না বলেই এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশীর আদর্শে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই পর্বের আরো কয়েকজন কবি সম্পূর্ণত এই সহজিয়া রীতিতেই সনেট চর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; কাব্যগ্রন্থানুসারে এঁদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ঃ যজ্ঞভস্ম (১৯০৪) ১টি, পঞ্চকমালা (১৯১০) ৪টি, হেঁয়ালী (১৯১১) ১টি।
২. সরলাবালা দাসী (১৮৭৫-১৯৬১) ঃ অর্ঘ্য (১৯১৫) ২টি।
৩. কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭১) ঃ কাব্যসম্ভার ৮টি।
৪. সৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (?-১৯৫৯) ঃ মন্দাকিনী (১৯১৭) ১৩টি।
৫. প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৪৭) ঃ অরুণিমা (১৯২২) ৫টি।

এই কবিকুলের মধ্যে বিজয়চন্দ্র ও প্যারীমোহন অবশ্য একটি করে শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটও রচনা করেছেন।

এই পর্বের মহিলা কবি **সুরমাসুন্দরী ঘোষ** (১৮৭৪-?) তাঁর ‘রঞ্জিনী’ (১৯০২) কাব্যগ্রন্থে ২২টি চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে ১৯টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। ‘নিবারণ,’ ‘বিদায়’ ও ‘ছাড়াছাড়ি’ এই তিনটি শেকস্‌পীরীয় রীতির রচনা।

রবীন্দ্রানুসারী কবি **করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের** (১৮৭৭-১৯৫৫) ‘প্রসাদী’তে (১৯০৪) ২টি, ‘ঝরাফুলে’ (১৯১১) ১টি ‘ধানদূর্বায় (১৯২১) ১টি এবং ‘রবীন্দ্র আরতি’তে (১৯৩৭) ৫টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ‘ঝরাফুলে’র ‘কানে কানে’ এবং ‘প্রসাদী’র ‘আবাহন’ ও ‘সুকুমার’ শেকস্‌পীরীয়

মিলবিন্যাসে রচিত, বাকি ৬টি পয়ার-চতুর্দশী। এই তিনটি সনেটের প্রথম দুটির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। বিষয়াবলম্বন যথাক্রমে প্রকৃতি, প্রেম ও বাৎসল্য।

কিরণচাঁদ দরবেশ (১৮৭৮-?) হিন্দু সন্ন্যাসী। তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক কবিতা রচনা করতে গিয়ে সনেট-কলাকৃতিকে অন্যতম কাব্যমাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'মন্দির' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থ ২০টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি চতুর্দশী, এবং 'কর্মের আকাঙ্ক্ষা.' 'গুরু কে,' 'মানস-পূজা,' 'অনর্থ' ও 'অসীমত্ববোধ' এই পাঁচটি শেকস্‌পীরীয় সনেট। প্রত্যেকটি সনেটের স্তবকসজ্জা ৪+৪+৪+২ এবং সর্বত্রই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। মিলবিন্যাসে অবশ্য কয়েকটি সনেটে কিছু ত্রুটি রয়েছে। সন্ন্যাসী-কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি।

ক্ষীণ অবসন্ন সুপ্ত ব্যথিত পরাণে,
   তোমার নিখিল তন্ত্রে পারি না মিলাতে ;
সুদীর্ঘ জীবন মম ভরা দুখ-গানে,
   একা অনিশ্চিত পথ পারি না চলিতে।

কে তুমি, নিবারো তৃষা, ঘুচাও এ বাধা,
   বল প্রভু, কোন বলে হইব সবল ?
অনাহার জীর্ণ প্রাণে সার হল কাঁদা,
   হে অভীষ্ট, দেহ পুষ্টি, দেহ শান্তিজল !

নবীন উদ্যমে মোরে দাও মাতাইয়া,
ডেকে লও তব প্রিয় জগতের কাজে ;
চির পুণ্য কর্মভূমি উঠুক ফুটিয়া,
   সাজাইয়া দাও দিব্য সঞ্জীবনী-সাজে।

উদ্বোধন-আরাধনা-ধেয়ান-প্রার্থনা,
সার্থক হউক আজি মম উপাসনা।

[কর্মের আকাঙ্ক্ষা ঃ মন্দির, পৃঃ ৪৩]

মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (১৮৭৮-১৯৫৪) সম্পূর্ণ মিলহীন চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যে 'একটা নূতন কিছু

করিতে চেষ্টা' করেছেন। তাঁর 'মানসকুঞ্জে' (১৯১২) ১৫টি এবং 'মুরজমুরলী' কাব্যগ্রন্থে ৪টি মিলহীন চতুর্দশী সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন-'অনেকে বলেন, 'মানসকুঞ্জের কবিতাগুলি Sonnet, তবে সাধারণ Sonnet-এর মত ইহাতে, 'মিল' নাই।·· একটা নূতন কিছু করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কিনা সুসমালোচকই তাহা বলিয়া দিবেন।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের অন্তিম পর্বে এই ধরণের মিলহীন চতুর্দশী রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। ওদিক থেকে মণীন্দ্রপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের পুরোগামী। কিন্তু চোদ্দ পঙ্‌ক্তির কবিতা মাত্রই সনেট নয়, তার বিশেষ একটা শিল্পরূপও চাই। সনেটের মিলবিন্যাসের সমস্ত প্রচলিত রীতি মণীন্দ্রপ্রসাদের মিলহীন চতুর্দশপদের কবিতাগুলিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় এগুলিকে কিছুতেই সনেটের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

দেবকুমার রায়চৌধুরী (?-১৯২৯) চারটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু না কিছু চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। তবে তার অধিকাংশই পয়ার-চতুর্দশী। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর চতুর্দশী ও সনেটগুলি নিম্নরূপঃ ১. প্রভাতী (?) চতুর্দশী ১০টি, সনেট ৩টি। ২. অরুণ (১৯০৫), চতুর্দশী ৬টি, সনেট ৩টি। ৩. মাধুরী (১৯০৯) চতুর্দশী ৭টি। ৪. ধারা (১৯১৫) চতুর্দশী ৪টি, সনেট ২টি। অর্থাৎ তাঁর ৩৫টি কবিতার মধ্যে ৮টি মাত্র সনেট। এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। এর মধ্যে 'ধারা'র দুটি সনেট আঠার মাত্রার এবং বাকি ছ'টি চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। আটটি সনেটে কিন্তু তিনি চতুর্বিধ বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন,

১. প্রকৃতি—অরুণঃ চোকগেল। ধারাঃ বর্ষানিশীথে, পরিত্রাণ।
২. প্রেম—প্রভাতীঃ মানসীপ্রতিমা, পূর্ণকাম।
৩. তত্ত্ব—প্রভাতীঃ নির্দয়তা। অরুণঃ মুখরা প্রকৃতি।
৪. আত্মকথা—আশ্বাসবাণী।

দেবকুমার এই স্বল্পসংখ্যক সনেট রচনায় কিন্তু শেকস্‌পীরীয় রীতিকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গত একটি উচ্চারণ দিচ্ছিঃ

প্রতিদিন প্রভাতের সৌম্য নীলাকাশ,
প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে গম্ভীর প্রকৃতি,

প্রতিদিন রজনীর বসন্ত বাতাস—
মনে এনে দেয় মোর সে করুণ স্মৃতি।
সে গভীর ভালোবাসা বাসনা বর্জিত,
সে অতুল রূপচ্ছটা কলঙ্কবিহীন,
সেই গাঢ় আলিঙ্গন, চুম্বন-অমৃত,
এখনো মনেতে পড়ে আধ আধ ক্ষীণ!
কোথা আমি পড়ে আছি কোন দূরদেশে
ভুলিয়া তাহার প্রেম পবিত্র নির্মল!—
সমস্ত জগৎ তাই মোরে যেন হেসে
উপেক্ষিয়া বলিতেছে,—'হায়রে পাগল!
ভালোবেসে কভু কিগো প্রেম ভোলা যায়?
প্রেমপূর্ণ ও পৃথিবী; লুকাবে কোথায়?'
[মুখরা প্রকৃতি : অরুণ, পৃ ৫৩]

চট্টগ্রাম নিবাসী এক অখ্যাত কবি **ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী** তাঁর 'প্রবাহ' (২য় সং, ১৯১৭) কাব্যগ্রন্থে ১৯টি সনেট রচনা করেছেন। সনেটগুলি চোদ্দমাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। সর্বত্রই তিন চতুষ্ক বিভাগ ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। তত্ত্বমূলক এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরিয়। ১৯টির মধ্যে 'আবরণ', 'সাথী', 'জীবিত' ও 'প্রার্থনা'-শীর্ষক চারটি সনেটের মিলবিন্যাস কিঞ্চিৎ ত্রুটিপূর্ণ। এ ছাড়া বাকি পনেরটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। এই সনেটগুলির নাম হলো : উদ্দেশে, পরাজিত, একা, উপকূল, আশা, কবিতা, বিধবা, বিশ্ব, দিব শেষে, বিপথে দাতা, অমর, তদ্গত, পরশ পাথর ও সাগর সঙ্গম।

কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি।

এ আয়ুর পিছে তুমি, পরমায়ু মত
দাঁড়ায়ে থাকিও সেথা মরণের ঘরে,
দিবালোক নিভে যাবে, তুমি শতশত
জ্বালায়ে রাখিও বাতি তব নীলাম্বরে।
সব যবে ফুরাইবে স্তব্ধ হবে বাণী,
থেমে যাবে বীণা-নাদ বিদায় রজনী,
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে শুধু প্রত্যক্ষেতে আনি
বাঁচায়ে রাখিও তারে করে প্রতিধ্বনি।
দুঃখ যবে না রহিবে, হয়ে অশ্রুজল

দুনয়ানে ছল ছল থাকিও সুন্দর,
ক্লান্তি শ্রমে আঁধারিবে যবে ধরাতল
থেকো তবু একটুকু হয়ে অবসর।
গন্ধ যবে যেতে চা'বে বক্ষ হতে সরি
আঁকরি' বাতাস সম রাখিও সুন্দরি।

[কবিতা ঃ প্রবাহ, পৃঃ ১৩৪]

রবীন্দ্র কাব্যপরিমন্ডলের বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৭) প্রায় ন'টি কাব্যগ্রন্থের লেখক। সনেট তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। কিন্তু সম-সাময়িক কালের অন্যান্য কবিদের আদর্শে তিনিও চতুর্দশপদের কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর চতুর্দশপদে রচিত কবিতার সংখ্যা মাত্র উনিশটি। এর মধ্যে তেরটিই সনেট পরিপন্থী মিলে অথবা সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী। কাব্যগ্রন্থানুসারে এই চতুর্দশী ও সনেট-সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

কাব্যগ্রন্থ	চতুর্দশী	সনেট
লেখা (১৯০৬)	৭	১
রেখা (১৯১০)	১	×
নাগকেশর (১৯১৭)	১	১
জাগরণী (১৯২২)	×	১
নিহারিকা (১৯২৭)	৪	×
কাব্যমালঞ্চ	×	৩

যতীন্দ্রমোহনের এই ছ'টি সনেটের মধ্যে 'কাব্যমালঞ্চে'র 'দুইপক্ষ' 'রজনীগন্ধা' ও 'বয়ঃসন্ধি' ৪+৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে গ্রথিত। 'লেখা'র 'কে দুঃখী' সনেটটির মিলেও শেকস্‌পীরীয়, কিন্তু সমগ্র সনেটটি এক স্তবকে সজ্জিত। 'নাগকেশরে'র 'মাতৃমূর্তি' এবং 'জাগরণী'র 'বিপন্না' সনেট প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতিতে রচিত। প্রথম সনেটটি প্রমথ চৌধুরী-সুলভ ৮+২+৪ স্তবকে বিন্যস্ত; দ্বিতীয়টির স্তবকসজ্জা ১০+৪। লক্ষণীয় এই যে দুটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে। 'মাতৃমূর্তি''তে ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে এবং বিপন্না'য় স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে আবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় সনেটটিতে কবি প্রমথ চৌধুরীর কিছু সনেটের মত দশম পঙ্‌ক্তির পরে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতি যে বাংলা সাহিত্যে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যতীন্দ্রমোহনের এই সনেটদুটি তারই প্রমাণ। এই রীতির

সনেট রচনায় কবি কতদূর সাফল্য লাভ করেছেন তা তাঁর 'মাতৃভূমি' সনেটটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ঃ

আজি এই ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ আষাঢ়ে—
যতবার চক্ষু মেলি চাহি সে আকাশে,
মনে হয় কে-যেন-বা কাঁদিছে হুতাশে,
মাটীতে বাতাসে মিশে মোরই চারিধারে।
মূর্তি নাহি বোঝা যায় ঘন-অন্ধকারে—
কেবল নিশ্বাসখানি ভেসে ভেসে আসে
আর্ত্ত আর্দ্র উতরোল উন্মত্ত বাতাসে ;
অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিয়া ঝরে বারেবারে ।

শুধানু কাতর চিত্তে— এ ক্রন্দন কার ?
শুনিনু মর্ম্মের মাঝে—স্বদেশমাতার !

মুখে তার বাক্য নাই শুধু বক্ষ জুড়ি
গুরু গুরু গরজন উঠিছে গুমরি ;
উচ্ছ্বসিত কেশভার পড়ে উড়ি উড়ি
দিকে দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভরি ।

চিত্রার্পিত এই সনেটটি অষ্টকবন্ধে 'ছায়াছন্ন বিষণ্ণ আষাঢ়ে' ক্রন্দনরতা নারীমূর্তির চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে। ষট্‌কবন্ধে কবি এই নারীমূর্তিকে বলেছেন স্বদেশমাতা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ষট্‌কশীর্ষের মিত্রাক্ষর দ্বিপদীই এই সনেটের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ। এই বিষয়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীর পথই যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

যতীন্দ্রমোহনের ছ'টি সনেট বিষয়ানুসারে তিন পর্যায়ে বিভক্ত। ১. স্বদেশপ্রীতি ঃ মাতৃমূর্তি, বিপন্না। ২. তত্ত্ব ঃ কে দুঃখী, দুইপক্ষ, বয়ঃসন্ধি। ৩. প্রকৃতি ঃ রজনীগন্ধা। তাঁর সনেটে সর্বত্রই মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তিনি প্রতি চরণে চোদ্দ মাত্রার চেয়ে আঠার মাত্রাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ছ'টি সনেটের মধ্যে চারটিই আঠার মাত্রায় রচিত।

আমরা আগেই বলেছি যে সনেট যতীন্দ্রমোহনের স্বক্ষেত্র নয়। তবে শেকস্‌পীরীয় এবং প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতি—উভয় ক্ষেত্রেই সনেটকলাকৃতি রূপায়ণে তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

২০

সনেটে রবীন্দ্র-সমসাময়িক পর্বের ফলশ্রুতি

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দুর্নিবার প্রভাবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা কাব্যের এমন ধারা অল্পই ছিল যা তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে অগ্রসর হয় নি। এই পর্বের অধিকাংশ কবিই তাঁর কাব্যের ভাববস্তু ও কলাকৃতির আদর্শে নিজ নিজ কাব্যের পসরা সাজিয়েছেন। সনেটকলাকৃতি বিষয়েও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পেত্রার্কীয় রীতির সনেট রচনা করলেও সনেট রচনায় তিনি মূলত শেকস্‌পীরীয় রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই পর্বের নবকৃষ্ণ ঘোষ ও প্রমথ চৌধুরী ব্যতীত অন্য সনেটকারের প্রধানত এই সহজিয়া রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে সনেটের মিলবিন্যাসের সমস্ত রীতি উপেক্ষা করে সাত পয়ারবন্ধে সনেট রচনার যে সহজ পথ প্রবর্তন করেছিলেন এই পর্বের উল্লিখিত দুই কবি ছাড়া অন্য প্রায় সকল কবির রচনায়ই তার কম বেশি অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই পর্বে সনেট চর্চায় পেত্রার্কীয় রীতিও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নি। নবকৃষ্ণ ঘোষ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এই ক্লাসিকাল রীতিতেই ১১৯টি সনেট রচনা করেছেন। তাঁর পরে প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন, ভুজঙ্গধর, রমণীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, কান্তিচন্দ্র, নিরুপমা দেবী প্রমুখ কবি পেত্রার্কীয় রীতিতে কিছু না কিছু সনেট রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

এই পর্বের বিশিষ্ট কবি প্রমথ চৌধুরী ফরাসি আদর্শে সনেট রচনা করে বাংলা সনেট সাহিত্যে নতুন ধারার সংযোজন করেছেন। আমরা প্রমথ চৌধুরীর সনেটাদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে তিনি ফরাসি সনেটের মূল বৈশিষ্ট্যানুসারে অর্থাৎ কখখক, কখখক, ততপ, ঙঙপ মিলবিন্যাসে অল্প কয়েকটি মাত্র সনেট রচনা করেছেন। তাঁর সনেটে কোন কোন ফরাসি সনেটের ষট্‌কের ততপ, ঙপঙ রীতিই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য তিনি ফরাসিদের মত ষট্‌ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত না করে উল্লিখিত দুই মিলবিন্যাসের ষট্‌ককেই দুই+চার পর্বে বিন্যস্ত করে বাংলা সাহিত্যে ফরাসি সনেটের নবরূপ রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসি সনেটাদর্শ এই পর্বে তেমন জনপ্রিয় হয় নি। রমণীমোহন, যতীন্দ্রমোহন,

সত্যেন্দ্রনাথ, কান্তিচন্দ্র প্রমুখ কবিদের কিছু সনেটে তাঁর দ্বিতীয় রীতির তথাকথিত ফরাসি আদর্শ গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নবরোমান্টিক পর্বের কবি গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পীরীয় রীতিদ্বয়কে তাঁদের কোন কোন সনেটে অদ্ভুতভাবে সমন্বিত করেছেন। এই অভিনব সমন্বয় সাধন ঘটেছে তিন ভাবে—প্রথমত, পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেটকে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর দ্বিপদীকে বিন্যস্ত করে; দ্বিতীয়ত, শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক সমন্বিত করে। এই পর্বের অনেক কবিরই কিছু কিছু সনেটে এই তিন রীতির উল্লিখিত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। নবকৃষ্ণ, চিত্তরঞ্জন, রমণীমোহন, ভুজঙ্গধর, সত্যেন্দ্রনাথ, নিরুপমা দেবী প্রমুখ কবিদের কোন কোন পেত্রার্কীয় সনেটের যেমন শেকস্‌পীরীয় গঠন রয়েছে তেমনি আবার রসময়, গিরিজানাথ, চিত্তরঞ্জন, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ভুজঙ্গধর রমণীমোহন, জীবেন্দ্রনাথ ও কান্তিচন্দ্রের শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি স্থান পেয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বাংলা সনেটে ক্লাসিকাল রোমান্টিক রীতির সমন্বয়ের যে অভিনব নিদর্শন দেখা গিয়েছে পৃথিবীর অন্যত্র তা একান্তভাবেই দুর্লভ।

এই পর্বের কবিরা রবীন্দ্রনাথের মত এক স্তবকবন্ধে সনেটের লিপিসজ্জায় বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা পেত্রার্কীয় ৮+৬ এবং শেকস্‌পীরীয় ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধেও অনেক সনেট সজ্জিত করেছেন। প্রমথ চৌধুরী ৪+৪+২+৬ স্তবকবন্ধে সনেট রচনা করে সনেটে স্তবকসজ্জার বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন। সেই পথ ধরেই কয়েকজন কবি কিছু কিছু সনেটকে বিচিত্র স্তবকসজ্জায় সজ্জিত করেছেন। যেমন ৬+৪+৪ স্তবকে রচিত হয়েছে চিত্তরঞ্জনের ‘তরুণ ঊষার আলো’ এবং ভুজঙ্গধরের ‘কুয়াশা’ সনেটদুটি। চিত্তরঞ্জনের ‘ওপারে কি আলো জ্বলে’, সত্যেন্দ্রনাথের ‘ডেভিডহেয়ার’ এবং বসন্তকুমারের ‘প্রকৃতির মহাপ্রাণ’-এর ৪+৬+৪ স্তবকসজ্জাও অভিনব। সত্যেন্দ্রনাথের ‘মর্মর হস্তে’র (২ সংখ্যক) ২+৪+৪+৪ এবং যতীন্দ্রমোহনের ‘মাতৃভূমি’র ৮+২+৪ ‘বিপন্না’র ১০+৪ স্তবকবন্ধও বৈচিত্র্যময়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের প্রবহমান ছন্দের বিপর্যস্ত স্তবকসজ্জাও এই পর্বের বিভিন্ন কবি কিছু

কিছু সনেটে ব্যবহার করেছেন।

এই পর্বের কবিরা পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই সনেট চর্চা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশ সনেটই চোদ্দ মাত্রায় রচিত, তবে আঠার মাত্রার ব্যবহারেও অনেকেই যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। অধিকাংশ কবিই প্রবহমান ছন্দের ব্যবহারে কুন্ঠাহীন। সনেটের ছন্দে দু' একজন কবির নানা পরীক্ষাও লক্ষণীয়। প্রমথ চৌধুরী মিশ্রছন্দে লিখেছেন 'বিলাতে রবীন্দ্র' ও 'কবিতা লেখ' সনেটদুটি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে রসময় লাহা ষোল ও কুড়ি মাত্রা মিশ্রবৃত্তে রচনা করেছেন যথাক্রমে 'ঊষা' ও 'সন্ধ্যা' সনেটদ্বয়। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 'পাষাণপীর', 'দুনিয়ার রোসনাই', 'ইরাণ তুরাণ কবির' ও 'মসগুল হয়ে আছি' এবং সত্যেন্দ্রনাথ 'ইচ্ছামুক্তি' সনেটে পরীক্ষামূলক ভাবে কলবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

এই পর্বে কোন কবি পূর্ণাঙ্গ কোন সনেট-পরম্পরা রচনা করেন নি। তবে অনেকেরই দু'চারটি কবিতা সনেট-পরম্পরায় রচিত। এই পর্বের কবিরা বাংলা সনেটের বিষয় বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য সার্থকভাবেই রক্ষা করেছেন। সনেট গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান বাহন। বিভিন্ন কবির বিচিত্র অনুভব এই পর্বে সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সহজাত ব্যঙ্গের প্রকাশ-মাধ্যম করেছেন সনেটকে। একেবারে ভিন্ন কোটিতে কিরণচাঁদ দরবেশ তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে রূপদান করেছেন সনেটেরই মাধ্যমে। কবিমানসের যে কোন অনুভবই যে সনেটের মাধ্যমে প্রকাশ সম্ভব এ পর্বের কবিরা তা সার্থক ভাবে প্রমাণ করেছেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িক পর্বের অনেক অখ্যাত কবিই সনেট চর্চা করেছেন। এঁদের অধিকাংশ কবিতাই গতনুগতিক ও কাব্যগুণ বর্জিত। কিন্তু আমরা আলেচনা করে দেখিয়েছি যে এঁদেরই কোন কোন কবিতা সনেটের সংহতরূপে বিন্যস্ত হয়েই কবিতা হিসাবে সার্থক হতে পেরেছে। কাব্য-কলাকৃতি হিসাবে এখানেই সনেটের সিদ্ধি।

উল্লেখপঞ্জী

১. এই আলোচনায় পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা'-কে আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. সনেট-পঞ্চাশতে ৫০টি, পদচারণে ২৭টি এবং অন্যান্য কবিতায়

৪টি সনেট সংকলিত হয়েছে।

৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা ২৫ জুলাই, ১৯১৩ তারিখের চিঠি। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৫৪

৪. চতুর্দশ বিভাগের 'ও" সনেটটি প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সনেট। অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি ৫. ১১. ১৯৪১ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন : 'পদচারণের কতকগুলি সনেট পূর্বের লেখা যেগুলি আমি সনেট-পঞ্চাশতে ছাপিনি। ওই পুস্তিকার প্রথম সনেটটি বোধ হয় আমার প্রথম লেখা। ওর form ঠিক হয় নি।' গ্রন্থপরিচয়, সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা, পৃ ১৫৭

৫. 'এ ধরণের (পেত্রার্কান) সনেট লেখা আরও কঠিন। মধ্যে হাঁফ ফিরবার অবসর পাওয়া যায় না।'—অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৫. ১১. ১৯৪১ তারিখের চিঠি। তদেব, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৫৭

৬. তদেব, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৫৫

৭. The French Renaissance in England, Page-264.

৮ 'ফরাসি সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি ঐ form-টা নিই।'—অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৬.১০. ১৯৪১ তারিখের চিঠি। গ্রন্থ পরিচয়, সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা পৃঃ ১৫৫

৯. তাঁর একাশিটি সনেটের মধ্যে নিম্নলিখিত মাত্র এগারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি অনুপস্থিত।

সনেট পঞ্চাশৎ : বাংলার যমুনা, ব্যর্থজীবন, গোলাপ, বাহার, পাষাণী। পদচারণ : ও', অকালবর্ষা, সনেটসপ্তক-প্রথম,-পঞ্চম, তত্ত্বদর্শীর সিন্ধু দর্শন। অন্যান্য কবিতা : সনেট।

১০. প্রিয়নাথ সেন—সনেট-পঞ্চাশৎ, সাহিত্য (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

১১. জগদীশ ভট্টাচার্য—'সনেট-পঞ্চাশতের কবি প্রমথ চৌধুরী', শনিবারের চিঠি,

১২ ব্যঙ্গ বা শ্লেষ নেই এমন সনেটের সংখ্যা তাঁর প্রায় পনেরটি। সনেট-পঞ্চাশৎ : ভর্তৃহরি, পত্রলেখা, করবী, রজনীগন্ধা, অপরাহ্নে, অন্বেষণ, আত্মপ্রকাশ, একদিন, রোগশয্যা, বাহার, পূরবী, শিখা ও ফুল, গজল, প্রিয়া। পদচারণ : বর্ষা।

১৩. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন : 'প্রমথ চৌধুরী একই সঙ্গে রোমান্টিক এবং রোমান্টিকতার শত্রু।'—সনেট-পঞ্চাশতের কবি প্রমথ চৌধুরী, শনিবারের চিঠি

১৪. 'বেলা'র মৃত্যু, নববর্ষে, পৃথিবী, ঈশ্বর ও কর্ম্ম এবং 'পত্রপুষ্পে'র

অনন্যতা ও চিরন্তন পেত্রার্কীয় মিলে রচিত। এর মধ্যে ঈশ্বর ও কর্ম্ম এবং চিরন্তনের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে।

১৫. 'বেলা'র 'আকাশের মত' সনেটটির ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। 'বেলা'র'তুলনা' এবং 'পত্রপুষ্পে'র 'কল্যাণী' শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত।

১৬ 'মালঞ্চে'র স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, জাগরণ, দরিদ্র ৪+৪+৪+২, 'মালঞ্চে'র কল্পনা ও 'সাগর সঙ্গীতে'র কি আজ ভাসিছে তব, থাক থাক আজ নয়, ছোট ছোট দীপ লয়ে +৪+৬, 'সাগরসঙ্গীতে'র তরুণ ঊষার আলো ৬+৪+৪, ঐ কাব্যগ্রন্থের ওপারে কি আলো জ্বলে ৪+৬+৪ স্তবকবন্ধে গঠিত।

১৭. ডঃ সুকুমার সেন - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড

১৮. সাত পয়ারবন্ধে তিনি পাঁচটি চতুর্দশী রচনা করেছেন। এই পাঁচটি কবিতা 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

১৯. এই কাব্যগ্রন্থে সতেরটি সনেট ছাড়া সাতটি সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী আছে।

২০. এ'দের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ তাঁর 'মাধবিকা'র 'আশঙ্কা' এবং 'শ্রাবণী'র 'দুর্বিপাক' কবিতা দুটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচনা করেছেন। কিন্তু তা নিতান্তই ব্যতিক্রম।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ আধুনিক যুগের কবিগণ

১

মোহিতলাল মজুমদার

রবি-পরিমন্ডলের মধ্যে বাস করে যে কবিসমাজ সচেতনভাবে রবীন্দ্র-আবহের বাইরে বেরুবার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭২) যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী জীবনাদর্শ নজরুলের বিদ্রোহী হৃদয়াবেগ ও মোহিতলালের দেহাত্মবাদী সৌন্দর্যচেতনা এই পর্বের রবীন্দ্রানুগ কবিকল্পনার রাজ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল তাঁদের বিশেষ জীবনাদর্শ প্রচারে যতখানি মনোযোগী ছিলেন কাব্য-কলাকৃতির প্রতি ততখানি ছিলেন না। কাব্যমাধ্যম হিসাবে এঁরা সনেট বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এই দুইজন কবির মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তিনটি চতুর্দশ পদের কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু এই তিনটির একটিও সনেট নয়, সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। এঁদের মধ্যে মোহিতলাল কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই বিষয়ে ছিলেন সচেতন শিল্পী। চিন্তার অসংলগ্নতা ও ভাষা ব্যবহারে সর্ববিধ শিথিলতা পরিহার করে তিনি ধ্বনিগাম্ভীর্যময় তৎসম শব্দ এবং বাসনাঘন রূপকল্পনার দ্বারা কাব্যের ভাস্কর্যধর্মী মূর্তি রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলত অনিবার্যভাবেই সনেট তাঁর কাব্যের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালের আবির্ভাব সনেট-শিল্পী রূপে। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' ১৯১২) প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ষোলটি চতুর্দশপদের কবিতায় তিনি কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রশস্তি করেছেন। এই ষোলটি কবিতার প্রত্যেকটি এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত চোদ্দমাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এগুলির মিলবিন্যাস শেকস্পীয়র-পন্থী। রবীন্দ্র ও তাঁর সমকালীন কবিদের সনেটের অনিয়মিত মিলবিন্যাসের প্রভাব এই কবিতাগুলিতে স্পষ্ট। ষোল-

টির মধ্যে ছ'টি সনেটপরিপন্থী অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত, বাকি দশটি সনেটের মধ্যে ৬ ও ৭ সংখ্যক কবিতাদুটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির এবং দশম কবিতাটিতে তাঁর পূর্ববর্তী কোন কোন কবির দু'একটি সনেটের কখকখ, গঘগঘ, তপঙ, তপঙ মিলপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬ সংখ্যক সাতটি সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি শেকস্‌পীরীয় আদর্শ অনুসরণ করলেও এগুলির তিনটি চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের কোথাও-না-কোথাও মিলবিন্যাসের ত্রুটি রয়েছে।

কবিজীবনের সূচনায় শেকস্‌পীরীয় রীতির আদর্শে সনেট রচনায় ব্রতী হলেও মোতিলাল দুবারের বেশি এই রীতির যথাযথ রূপায়ণে সমর্থ হন নি। সম্ভবত এই সময়ে তাঁর সনেট-সম্পর্কিত ধারণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না, শিক্ষানবিশ হিসাবে পূর্বসূরীদের গতানুগতিক পথই অ-দক্ষতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন মাত্র। তাঁর যে দুটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত সেগুলিতেও তাঁর স্বকীয় কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর নেই, বরং ভাবে ও ভাষায় অনুকরণের ছায়া স্পষ্ট। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

বিবাহের রাত্রে কোন্‌ বাসর-ভবনে,
এক রাশি ব্রীড়াহাসি করিলে চয়ন?
নবোঢ়ার লাজদীপ্ত আরক্ত বদনে,
ফুটাবারে মুকুলিত নিমীল নয়ন,
কত চেষ্টা! খোঁপা হতে চাঁপা গেছে খসি,—
কুন্তলের ফুলদানি দিয়াছ ভরিয়া!
সরমরভসময়ী কবির প্রেয়সী,
ছল করি মান করে পতিরে হেরিয়া,—
পুলকিত, আকুলিত সোহাগ-রভসে,
বুঝেও বুঝেনা তাঁর হৃদয়ের কথা;
বৈশাখী চুম্বন ফোটে অধর-সরসে,
তবু ঘোচেনা হায়, বিরহের ব্যথা!
তাই সাধ 'গাথিছ সে বকুলের মালা,
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা।'

[দেবেন্দ্রমঙ্গল-৬]

'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র অন্যান্য সনেটর মতই এখানে কবি দেবেন্দ্রনাথের কবিস্বরূপের আলোকেই তাঁর স্তুতিগীত রচনা করেছেন। এই সনেটের

অন্তিম পঙ্‌ক্তি দুটি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য থেকেই গৃহীত 'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছের সাধারণ বৈশিষ্টগুলি এখানে স্পষ্ট। লক্ষণীয় যে এই সনেটের ভাব ভাষা ও অলংকার প্রয়োগ একান্তভাবেই দেবেন্দ্রীয়, সম্ভবত সনেটের রূপ-নির্মাণেও তিনি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে মোহিতলাল কবিতার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ দুই দিকেই পূর্বসূরীর নির্দেশ অভ্রান্ত ভাবে মেনে নিয়েছেন।

'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র পরে মোহিতলালের আরও পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থেই কিছু না কিছু সনেট স্থান পেয়েছে। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর মৌলিক সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ: স্বপনপসারী (১৯২২) ৭, বিস্মরণী (১৯২৭) ১, স্মরগরল (১৯৩৬) ৩২,[১] হেমন্ত গোধূলী (১৯৪১) ২৭। 'স্বপনপসারী'র সাত পয়ারবন্ধে রচিত 'কবিভাগ্য' চতুর্দশীটি বাদে উল্লেখিত চারটি গ্রন্থের সমস্ত সনেট পরবর্তীকালে প্রকাশিত সনেট সংকলন 'ছন্দচতুর্দশীতে (১৯৫১) সংকলিত হয়েছে। পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি এমন নয়টি নতুন সনেটও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২] সুতরাং 'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র পরে মোহিতলাল ৭৬টি মৌলিক চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন।[৩] এর মধ্যে 'কবিভাগ্য', 'কল্পনা', 'বুদ্ধিমান', 'দুর্গোৎসব'-২টি, 'কর্মফল' ও 'কবির প্রেম' সাতমিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। বাকি ৬৯টি সনেট। এই সনেটগুলির মধ্যে ৬৭টি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। কবি প্রথম পর্বের শেক্‌পীরীয় রীতিকে বর্জন করে পরবর্তীকালে কেন সনেট রচনায় পেত্রার্কীয় রীতিকে সম্পূর্ণত গ্রহণ করেছিলেন তার ইঙ্গিত তাঁর নিজের রচনাতেই রয়েছে। 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে 'বাংলা সনেট' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 'এইরূপ (ইতালীয়) সনেটের অভিপ্রায়—ভাবকে একটি বিশেষ গঠনে বা ছাঁচে ফেলিয়া, তাহার রূপ ও সৌষ্ঠব, দীপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি করা; সেই বিশেষ গঠনটি ইহার সর্ব্বস্ব। এই গঠন এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার লঙ্ঘন কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর—যেন ঠিক ঐ ছাঁদে বিন্যস্ত না করিলে তাহার রস উজ্জ্বল হইয়া উঠেনা। ...আমি নিজে পদবন্ধের মতই সনেটের এই গঠন লইয়া এককালে কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিলাম।'[৪]

অর্থাৎ তিনি অনুভব করেছেন যে ইতালীয় পেত্রার্কান সনেটে বিন্যস্ত হলেই সনেটের রস উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। এবং এই

কারণেই তিনি পরবর্তীকালে সনেট রচনায় একান্তভাবে এই রীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। আমরা তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৬৯টি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখব তিনি এই রীতির সনেট রচনায় কতদূর সফল হয়েছেন।

প্রথমেই তাঁর সনেটের স্তবক-গঠন লক্ষ্য করা যাক। তাঁর ৬৯টি সনেটের মধ্যে ৬১টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। ৮টি সনেটের স্তবকগঠন বৈচিত্র্যময়। এর মধ্যে 'বঙ্গলক্ষ্মী-২' ও 'বঙ্কিমচন্দ্র ৫'-এর ৪+৪+৬, 'বঙ্কিমচন্দ্র ৪'-এর ৪+৪+৩+৩, এবং 'মুক্তি'র ৮+৪+২ স্তবক-বিন্যাস মূলত ক্লাসিকাল। বাকি চারটি সনেটের মধ্যে 'প্রণয়ভীরু'র ১২+২ 'অমৃতের পুত্র'-এর ৫+৭+২, 'দ্রৌপদী-১'-এর ৪+৬+৪ এবং 'কবিধাত্রী-১'-এর ৬+৬+২ স্তবক গঠন নিঃসন্দেহে অভিনব। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখের যে মোহিতলালের 'দ্রৌপদী' সনেটের ৪+৬+৪ স্তবকবন্ধে তাঁর পূর্ববর্তী কবি চিত্তরঞ্জন ও বসন্তকুমার পরীক্ষামূলক-ভাবে দু-একটি সনেট রচনা করেছেন। মোহিতলালের উল্লিখিত কয়েকটি সনেটের স্তবক গঠন অভিনব সন্দেহ নেই, কিন্তু সনেটের স্তবকবিন্যাসে তিনি যে মূলত ক্লাসিকাল একথা বলাই বাহুল্য।

সনেটের আভ্যন্তর গঠনেও মোহিতলাল মূলত ক্লাসিকাল রীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৬৯টি সনেটের ৬৬টির অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। ৫১টি সনেটের অষ্টক দুই চতুষ্কে এবং ২৭টির ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত।

'ছন্দ-চতুর্দশী'র সনেটগুলির মিলবিন্যাস একান্তভাবে পেত্রার্কীয়। 'প্রণয়ভীরু' ও 'স্মরণ' শীর্ষক দুটি সনেট মাত্র শেকস্‌পীরীয় রীতির সাত মিলে রচিত। বাকি ৬৭টি সনেটের অষ্টকে দুটি এবং ষট্‌কে দুটি বা তিনটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে 'অমৃতের পুত্রে'র মিলবিন্যাস কিঞ্চিৎ অনিয়মিত; মিলপদ্ধতি ঃ কখকখ খককখ তপততপপ। ৬৬টি সনেটের অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। মোহিতলাল ষট্‌কে তিন মিলের চেয়ে দুই মিলেরই বেশি পক্ষপাতী ছিলেন। ৪৯টি সনেটের ষট্‌ক দুই এবং ১৭টি তিন মিলে রচিত। ক্লাসিকাল সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাসে কবির কিছু স্বাধীনতা থাকে। মোহিতলাল তাঁর সনেটে এই স্বাধীনতার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নিম্নলিখিত সাত প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. তপতপতপ ঃ পয়ার, ত্রিস্রোতা, অন্তিম, বিবাহমঙ্গল, শ্রাবণ

শর্ব্বরী, বনভোজন, নিশান্ত, প্রকাশ, দৌপদী-১,২, বঙ্গলক্ষ্মী-১, বঙ্কিমচন্দ্র-৬, রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-১,৩, সত্যেন্দ্রনাথ, নটকবি শিশির কুমার, রূপাটব্রুক- , ৬, কবিধাত্রী-১ মরণ, যাত্রাশেষে-২, ৩, বিদায়।

২. তপপ ততপ ঃ উপমা, স্বপ্ন নহে, স্মরগরল, ফুল ও পাখী-১, ২, ৩, স্বপ্নসঙ্গিনী-১, ২, নির্ব্বেদ-১, ২, ৩।

৩. তপত পপত ঃ পৌর্ণমাসী, বঙ্কিমচন্দ্র-২, কবিধাত্রী-২, ৩, মুক্তি, যৌবন যমুনা, স্বপ্নসঙ্গিনী-৩, যাত্রা শেষে-১।

৪. তপপ তপত ঃ নিশুতি, ঊষা, বঙ্গলক্ষ্মী-২, বঙ্কিমচন্দ্র-৩,৫, শরৎচন্দ্র-১।

৫. তপঙ তপঙ ঃ চৈত্ররাতে, জন্মাষ্টমী, বঙ্কিমচন্দ্র-৪, বিবেকানন্দ, রুপার্ট ব্রুক-২, ৫, তীর্থপথিক, প্রেম, দীপান্বিতা।

৬. তপঙ ঙপত ঃ আহ্বান, এক আশা-১, ৬।

৭. তপঙ ঙতপ ঃ বঙ্কিমচন্দ্র-১।

ইতালীয় ক্লাসিকাল সনেটের ষট্‌কের মিলসংখ্যা দুই বা তিন; মিলবিন্যাস একান্ত ভাবেই বিবৃতধর্মী। সংবৃত মিল তেমন ব্যবহৃত হয়নি—পেত্রার্কার সনেটে তো নয়ই। কারণ ষট্‌কের সংবৃতধর্মী মিল যোজনায় অষ্টকের অনুরণনই চলতে থাকে এবং ষট্‌কবন্ধে ভাবমোক্ষ রচনায় বিঘ্ন বটে। মোহিতলাল তাঁর সনেটের ষট্‌কবন্ধের মিল যোজনায় এই সত্যটি মনে রেখেছিলেন। তাঁর ষট্‌কের উপরি লিখিত মিলবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি তাঁর অর্ধেকের বেশী সনেটের ষট্‌কেই বিবৃতধর্মী মিল যোজনা করেছেন। ওপরের ২, ৩, ৪ ও ৬ বিভাগের ৩২টি ষট্‌কের মিলবিন্যাস অবশ্য সংবৃতধর্মী। কিন্তু এগুলির অধিকাংশের ষট্‌ককে তিনি দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত করে ভাবপ্রবাহকে মুক্তিলীলায় বিলসিত করে তুলেছেন।

মোহিতলালের সনেটের বহিরঙ্গের গঠন ও মিলবিন্যাসই শুধু নয় অন্তরঙ্গ বিন্যাসও বিশেষভাবে ক্লাসিকাল। তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৬৯টি সনেটের মধ্যে ৫৪টি অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে, বৈচিত্র্যানুসারে এগুলি নিম্নলিখিত তেরোটি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ পয়ার, ত্রিস্রোতা, স্বপ্ননহে, আহ্বান, বিবাহ-মঙ্গল, বনভোজন, পৌর্ণমাসী, নিশুতি, দ্রৌপদী-২, বঙ্কিমচন্দ্র-১, ২, ৩, ৫, ৬, বিবেকানন্দ, রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-১, ৩, নটকবি শিশির কুমার, রুবার্ট ব্রুক-২-

৫, তীর্থ পথিক, প্রেম, এক আশা-৩, ৫, দীপান্বিতা, যৌবন যমুনা, স্মরগরল, ফুল ও পাখী-২, ৩, স্বপ্নসঙ্গিনী-১, ৩, নির্ব্বেদ-৩, যাত্রা শেষে-৩, বিদায়।

২. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর ঃ উপমা, এক আশা-২।
৩. কারণ থেকে কার্য ঃ অন্তিম।
৪. বিশেষ থেকে সামান্য ঃ শ্রাবণ শর্ব্বরী।
৫. প্রকৃতিলোক থেকে স্মৃতিলোক ঃ চৈত্ররাতে।
৬. উপমেয় থেকে উপমান ঃ নিশান্ত।
৭. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক ঃ জন্মাষ্টমী।
৮. অতীত থেকে বর্তমান ঃ বঙ্গলক্ষ্মী-১, নির্ব্বেদ-২।
৯. বর্তমান থেকে অতীত ঃ বঙ্গলক্ষ্মী-২, কবি ধাত্রী, এক আশা-৪
১০. মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোক ঃ সত্যেন্দ্রনাথ।
১১. আত্মলোক থেকে কাব্যলোক ঃ রুপার্ট ব্রুক-১ ও ৬।
১২. তত্ত্ব থেকে ভাব ঃ মুক্তি।
১৩. উপমান থেকে উপমেয় ঃ মরণ।

সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় মোহিতলাল কত দূর সফল হয়েছেন, তা বোঝাবার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী' গ্রন্থের প্রথম সনেট ঃ

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী!
কতকাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরু-ধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ-পদ্মাসনে—
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-বিনাসিনী!

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্তধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ;
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে!
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা? কুলে যার দেবতারা ভ্রমে!

[পয়ার ঃ ছন্দচতুর্দশী, পৃঃ -১]

সারস্বত কথা-মূলক এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি পয়ার ছন্দকে তার মঞ্জীর খুলে রেখে গতানুগতিক নৃত্যে চপল লাবণ্যময় রূপ পরিত্যাগ করে 'মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী' উদাত্ত ভাবের উদ্দীপনায় উচ্চ শঙ্খধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন। ষট্‌ক-বন্ধে সনেটটির ভাব-প্রবাহ বাঁক ফিরেছে। পয়ারের স্বরূপ কি হবে এখানে কবি তার দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। এই সনেটটির অন্তিম দুই পঙ্‌ক্তিতে অষ্টকেরই অনুভাবনা বিবৃত হয়েছে। ক্লাসিকাল সনেটে শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে ভাবের পূর্বতন অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে ত্রুটি। দুর্ভাগ্যবশত মোহিনলালের অধিকাংশ সনেটেই এই ত্রুটি রয়েছে। 'বাংলা সনেট' প্রবন্ধে তিনি ক্লাসিকাল সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'সনেটের শেষ দুই বা এক পংক্তিতে ভাবের পূর্বতন অভিব্যক্তি হওয়া চাই।'[৫] বলা বাহুল্য ক্লাসিকাল সনেট সম্পর্কে মোহিতলালের এ ধারণাটি ভ্রান্ত। কিন্তু তিনি এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁর অধিকাংশ ক্লাসিকাল সনেট রচনা করেছেন। সনেটের অন্তিমে পূর্ববর্তী ভাবের অভিব্যক্তি থাকলে সনেটের গঠনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্লাসিকাল সনেটে অষ্টকের সংবৃতধর্মী মিলের পাকে পাকে ভাবপ্রবাহের বন্ধন রচিত হয় এবং ষট্‌কবন্ধের বিবৃতধর্মী মিলবিন্যাসে সেই ভাবপ্রবাহই মুক্তিলীলায় বিলাসিত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোহিতলাল সনেটের অন্তিমে 'ভাবের পূর্বতন অভিব্যক্তি'র যে কথা বলেছেন, তা ক্লাসিকাল সনেটেব ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এখানে তাঁর আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট আর একটি সনেট উদ্ধৃত করছি ঃ

এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে
মৃত্যু আসি দাঁড়াইল, তোমারে লইতে একদিন—
চেয়ে ছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন
মুদিলে মেঘের রবে আঁখি দুটি ম্লান হাসি হেসে ?
বেদনার অর্ঘ্য রচি' নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ !—
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে ?
বাহিরে বিদ্যুৎ-ঘটা, নব মেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যৈষ্ঠী-মধু শীতল সুরভি ;
হৃদয়ে গুমরে গীতি—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হাহাস্বর,

আর্দ্র বায়ুশ্বাসে কাঁদে সুনির্জন ভবন-বলভি।—
'আর নয়!' কহে দেবী, বীণা হতে ছিনাইয়া কর,
'এবার আমার পালা!—আমি গাই, তুমি শোন, কবি!'
[সত্যেন্দ্রনাথ : চতুর্দশী, পৃঃ ৪১]

কবিতর্পণ-বিষয়ক এই সনেটটির আলম্বন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু। অষ্টকবন্ধে মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করেছেন। আর ষট্‌কবন্ধে প্রকৃতির কয়েকটি চিত্রের মধ্য দিয়ে এই মৃত্যুর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। মৃত্যুর রূপচিত্রণ অঙ্কিত করতে গিয়ে তিনি এই সনেটে মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোকে ভাবপ্রবাহকে আবর্তিত করে অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। অবশ্য শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে একটি নতুন ভাবপ্রবাহ সনেটটির গঠনবিন্যাসকে কিঞ্চিৎ শিথিল করেছে।

আমরা বলেছি যে মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দশী'র অধিকাংশ সনেটই অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে ক্লাসিকাল। এই ক্লাসিকাল সনেট রচনায় তিনি সম্ভবত বাংলা ভাষার আদি সনেটকার মধুসূদনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি মধুসূদনের তুলনায় অনেক বেশি রীতিনিষ্ঠ। মধুসূদনের সনেটের অষ্টকেও প্রধানত দুটি মিল, কিন্তু মিলবিন্যাস বৈচিত্র্যময়। মোহিতলাল এ বিষয়ে ক্লাসিকাল সনেটাদর্শকে যথাযথ অনুসরণ করে তাঁর উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের প্রায় সমস্ত সনেটের অষ্টকই দু মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে রচনা করেছেন।

মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দশী'-র ভাষাতেও মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। মধুসূদনেরই মত তিনি এখানে স্পষ্ট অর্থবহ ধ্বনিগাম্ভীর্যময় তৎসম শব্দ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর সনেটের অলংকার ও রূপকল্প রচনায় মধুসূদন ও দেবেন্দ্রনাথের দ্বৈত প্রভাব পড়েছে।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে মোহিতলাল বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করে কেবলমাত্র মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচনা করেছেন। তিনি নিজেই বলিছেন যে সনেটে আঠারো মাত্রার ব্যবহারে কবির দায়িত্ব বেড়ে যায় কিন্তু সনেটের সংহত আকারের মধ্যে ভাববিকাশের সুবিধার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব স্বীকার করে 'ছন্দচতুর্দশী'র প্রায় ৪১টি সনেটেই আঠারো মাত্রা ব্যবহার করেছেন। সনেটের সংহত আকারের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও বাংলা সাহিত্যের

প্রায় কোন সনেটকারই প্রবহমান ছন্দ সম্পূর্ণত পরিত্যাগ করেন নি। মোহিতলাল প্রসঙ্গেও একথা সমান সত্য। প্রবহমান ছন্দ প্রয়োগের ফলে সনেটের ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অধিকাংশ ষট্‌কে এই বিভাগ রক্ষা করতে পারেন নি। তবে সামগ্রিক ভাবে তিনি সনেটে এই ছন্দের ব্যবহারে, যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ করতে গিয়ে মধুসূদন তাঁর অনেক সনেটে ইংরেজ কবি মিল্টনের মত অষ্টক-ষট্‌কের বিভাগ রক্ষা করতে পারেন নি। মোহিতলালের সনেটে কিন্তু সেই ত্রুটি নেই। তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৫৩টি সনেটে যদিও প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে, তবু তিনি একান্নটির অষ্টকে দুই চতুষ্ক বিভাগ রক্ষা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবপ্রবাহ ছেদহীনভাবে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু দু-একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্রই তাঁর সনেটে অষ্টকের শেষে ভাব-যতি স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ করেও তিনি তাঁর সনেটের সংহত গঠন অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছেন।

মোহিতলাল তাঁর সনেটে ছন্দ-সংগীত সৃষ্টিতে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কে ভিন্ন প্রকৃতির মিল ব্যবহার করে তিনি এই দুই পর্বে ভিন্নধর্মী ছন্দ-সংগীত রচনা করে ক্লাসিকাল সনেটের মূল প্রকৃতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। আমরা বলেছি যে তাঁর সনেটে অধিক সংখ্যায় ভারি ওজনের তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দ ব্যবহারে তিনি সংগীতিক আবেদন সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সনেটের মিলবাচক শব্দবিন্যাসেও এই চেতনাই কাজ করেছে। 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৬৯টি সনেটের মোট তিনশো মিলের মধ্যে ১৭৭টি সঙ্গীত-বহুল স্বরান্ত মিল।

'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছের মাধ্যমেই মোহিতলালের কবিজীবনের শুরু। এই পুস্তকাটি সনেট-পরম্পরায় রচিত। পরবর্তীকালে তিনি আর কোন দীর্ঘ সনেট-পরম্পরা রচনা না করলেও সনেট-পরম্পরার প্রতি তাঁর আসক্তি পরবর্তীকালের রচনাতেও ধরা পড়েছে। 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৩৮টি সনেট ১১টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। সনেট সংখ্যা সহ এই পরম্পরাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. দ্রৌপদী–২। ২. বঙ্গলক্ষ্মী-২। ৩. বঙ্কিমচন্দ্র—৬। ৪. শরৎচন্দ্র—৩। ৫. রূপার্টব্রুক—৪। (অনূদিত দুটি সনেট বাদে) ৬. কবিধাত্রী–৩। ৭. এক আশা–৬। ৮. ফুল ও

পাখী-৩। ৯. স্বপ্নসঙ্গিনী-৩। ১০. নির্ব্বেদ-৩। ১১. যাত্রাশেষে-৩।

মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে দেহাত্মবাদী জীবনাদর্শের প্রবর্তক। তাঁর সনেটগুলিও এই চেতনায় অনুপ্রাণিত। তবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির নানা অনুভবও তাঁর সনেটগুলির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন—

১. সারস্বত কথা : পয়ার, বিদায়।

২. কাব্যরসোদ্গার : দ্রৌপদী-১, ২।

৩. বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি : বঙ্গলক্ষ্মী-১, ২।

৪. কবি-কোবিদতর্পণ : বঙ্কিমচন্দ্র-১, ৬, বিবেকানন্দ, রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-১, ৩, সত্যেন্দ্রনাথ, নটকবি শিশিরকুমার, রুপার্ট ব্রুক-১, ২, ৫, ৬, দীপান্বিতা।

৫. আত্মকথা : কবিধাত্রী-১, ৩, তীর্থপথিক, এক আশা-১, ৬, যৌবন-যমুনা, ফুল ও পাখী-১, ৩, যাত্রাশেষে-১, ৩।

৬. তত্ত্ব : অমৃতের পুত্র, ত্রিস্রোতা, উপমা, স্বপ্ন নহে, প্রণয় ভীরু, আহ্বান, অন্তিম, প্রকাশ, জন্মাষ্টমী, প্রেম, মরণ।

৭. প্রেম : বিবাহ মঙ্গল, শ্রাবণ শর্ব্বরী, চৈত্ররাত্রে, মুক্তি, স্মরগরল, স্বপ্নসঙ্গিনী-১, ৩, স্মরণ, নির্ব্বেদ-১, ৩।

৮. প্রকৃতি : বনভোজন, পৌর্ণমাসী, নিশুতি, নিশান্ত, ঊষা।

মোহিতলালের সনেটের এই বিষয় বিভাগ থেকেই তাঁর বিচিত্র বিষয়নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পর্যায়ে 'কবি-কবিদতর্পণ' বিষয়ক সনেটগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এখানে তিনি গতানুগতিক বন্দনা-রীতি পরিত্যাগ করে তাঁর উদ্দিষ্ট কবির রূপ ও প্রকৃতি সনেটের সংহত পরিসরের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতায় বিমূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক সনেটগুচ্ছে দেবেন্দ্রনাথের মতই প্রেম ও প্রকৃতি এক সূত্রে গ্রথিত। তবে মোহিতলালের প্রেমসাধনা একান্তভাবে দেহতান্ত্রিক। প্রিয়া ছাড়া তিনি প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কবির ভাষায় :

> তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি ;
> প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি সাথে।

[নির্ব্বেদ-১ : ছন্দ চতুর্দশী, পৃ: ৭৫]

মোহিতলালের এই দেহতান্ত্রিক প্রেম সাধনার সঙ্গে ভারতবর্ষের তন্ত্র সাধনার যোগ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবে তান্ত্রিকের মত তিনি দেহকে

নির্ভর করে আধ্যাত্মিক স্তরে যাত্রা করেন নি। দেহের-পাত্রে উচ্ছলিত মর্ত্য-জীবনের পরম পানীয় তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েই আস্বাদন করতে চেয়েছেন। তাঁর মত রূপতান্ত্রিক কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আর নেই।

কবিশিল্পী হিসাবে মোহিতলালকে বলা যায় ভাষা-ভাস্কর। শিল্পায়নের এই ভাস্কর্যধর্মিতা তাঁকে উৎকৃষ্ট সনেটকারের গুণাবলীতে বিভূষিত করেছে ; কেন না সুললিত গীতিকবিতার রাজ্যে সনেট একান্ত ভাবেই ভাস্কর্যধর্মী কলাকৃতি। তাছাড়া কবিধর্মে রোমান্টিক হয়েও মোহিতলাল শিল্পরূপায়ণে ক্লাসিকাল। আধুনিক বাংলা কাব্যে রূপ ও রীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সনেট-কলাকৃতির মধ্য দিয়ে গীতিকাব্য লক্ষ্মীর যে ঘনপিনদ্ধ অঙ্গসৌষ্ঠব পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে তার প্রতি রূপদক্ষ কবিশিল্পীর আসক্তি ও অনুরক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। মোহিতলালও এই একই কারণে ক্লাসিকাল সনেট রচনায় সহজাত নৈপুণ্যের অধিকারী। রবীন্দ্রপর্বের রোমান্টিক সনেট-রচনার সহজিয়া রীতিকে পরিহার করে তিনি বাংলা সাহিত্যে পেত্রার্কান সনেটকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বাংলা সনেট সাহিত্যের ইতিহাসে তাই মোহিতলাল এক গৌরবান্বিত নবযুগের উদ্গাতা।

২

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সুরেশ্বর শর্মা ছদ্মনামা বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৮১-১৯৪৪) প্রায় পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। বয়সে তিনি মোহিতলালের সাত বছরের বড়। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'শতপর্ণী' (১৯২৭) যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বয়সে অগ্রজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে মোহিতলালের পরবর্তী কবি হিসাবে গ্রহণ করছি। মোহিতলালের মত বাংলা সাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথেরও আবির্ভাব সনেট-শিল্পী রূপে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতপর্ণী' সম্পূর্ণ সনেট সংকলন। উৎসর্গ কবিতাটি নিয়ে এই গ্রন্থে একশ-একটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে 'নববসন্তে' ও 'স্মরণ'-শীর্ষক দুটি কবিতা সাত পয়ার-বন্ধে রচিত চতুর্দশী এবং 'অতৃপ্তি' নামক কবিতাটি খুব সম্ভবত কবির অনবধানতা বশত পনের পঙ্‌ক্তিতে রচিত।

সুরেন্দ্রনাথের সনেটের বহিরঙ্গ গঠনে মোহিতলালের প্রভাব স্পষ্ট। মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটের ৮+৬ স্তবকবন্ধে তিনি ৭৩টি সনেট রচনা করেছেন, তাঁর বাকি ২৫টি সনেট এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্কান ও শেকস্‌পীরীয় দুই রীতিই গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর ওপর মোহিতলাল এবং রবীন্দ্র-সমকালীন সনেটকারদের দ্বৈত প্রভাব পড়েছে। তাঁর ৯৮টি সনেটের মধ্যে ৩২টি পেত্রার্কান। সর্বত্রই অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে এবং ১৮টির অষ্টক দুই চতুষ্কে ও ১৭টির ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত। এই ৩২টি সনেটের অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলে রচিত। ষট্‌কের মিল প্রায় সর্বত্রই তিনটি, সাতাশটির মিলবিন্যাস বিবৃতধর্মী। রবীন্দ্র-সমকালীন কোন কোন কবির পেত্রার্কান রীতিতে রচিত সনেটের মত তিনি এই রীতির পাঁচটি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজনা করেছেন। আর দুটি সনেটের ষট্‌কে অষ্টকেরই একটি মিল স্থান পেয়েছে। তাঁর পেত্রার্কানরীতিতে রচিত ৩২টি সনেটের ষট্‌কে নিম্নলিখিত ছ'প্রকার মিলবিন্যাস গৃহীত হয়েছে।

১. তপপতপত : মৌন।

২. তপঙ তপঙ : যাযাবর জিজ্ঞাসা, বহুবল্লভ, মৌন, প্রাপ্তি, চিঠি-১, ২, বিষাণ, পলাতকা, পরাজয়, বিমুখা, নিস্পৃহ, ব্যর্থচেষ্টা; নির্মেষিকা, রূপসী-১, দীপালী, প্রশ্নোত্তর, উত্তরা, অদীনপুণ্যা, পূর্ণিমা, এইক্ষণে, তৃপ্তি, ভীরু।

৩. তপঙ ঙতপ : পরিচয়।

৪. তপত পঙঙ : স্বপ্নালু, সহমৃতা, বিশ্বাসী, শবসাধনা, সমাপ্তি।

৫. তথপ তথপ : অকস্মাৎ।

৬. তকপ তকপ : নীরবে।

এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যবে যে, সুরেন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের ষট্‌কের মিলবিন্যাসে মূলত পেত্রার্কান রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। এই রীতির সনেটের রূপবিন্যাসে তিনি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিষয়ে সমান সচেতন ছিলেন। বহিরঙ্গের মিলবিন্যাসের কথা আগে বলেছি। অন্তরঙ্গের রূপনির্মাণে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। তাঁর এই ধারার ২৪টি সনেটেই আবর্তনসন্ধি স্থান পেয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের ৫৮টি সনেটে শেকস্‌পীরীয়-রীতি গৃহীত

হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ২০টিতে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম দ্বিপদী বিভাগ আছে। নিম্নলিখিত ১০টির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ, সর্বত্রই মিলসংখ্যা সাত-এর কম—অসময়ে, ভিক্ষালব্ধ, প্রগতি, নিবেদন, উপহার, ফসল, রুদ্ধকক্ষ, কেন, তাজ পঞ্চক-১,মূক।

এই ধারার বাকি ৪৮টি সনেটের মিলবিন্যাসে মোটামুটি শেকস্পীরীয় রীতি অনুসৃত হলেও সর্বত্রই প্রথম চতুষ্কটি সংবৃত-ধর্মী। সনেটগুলি গঠন অনুসারে নিম্নলিখিত দুই পর্যায়ে বিভক্ত।

১. তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বিভক্তঃ **অন্বেষণ-২**, ভবঘুরে রূপসী-২, মুক্তিদাতা, সাগরিকা, **বসন্ত**, **কালবৈশাখী**, হাসি, গান, অনুশোচনা, অম্লান, স্মরণ, বেদনানন্দ, ব্যবধান, **আগমনী**, নিস্তরঙ্গ।

২ অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে কিন্তু তিন চতুষ্ক বিভাগ নেইঃ বাতায়ন, অভাব, অতৃপ্তি, নিয়তি, মায়াবিকার, অশান্ত, আশা, অন্তর্গূঢ়, আঁধারে, দৃষ্টি, বিজয়িনী, দৃষ্টি, পুনরায়, তবু, মর্ম্মোক্তি, তরঙ্গ, সাধনা, তাজপঞ্চক-২,৩,৪,৫, সর্বহারা, ক্রন্দন, বিরহী, **হ্রদ**, বন্দীদেবতা, যৌবনান্তে দৃষ্টি, **শেষযুদ্ধ**, বিদায়ক্ষণে, সুচরিতা, চতুর্দ্দশী।

উল্লিখিত সনেটগুলির স্থূলাক্ষর ছ'টিতে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিরা শেকস্পীরীয় সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক-রীতি সমন্বয়ের আশ্চর্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ পূর্বসূরীদেরই পথানুসারী।

বাংলা সনেটের আদিপর্বে রাধানাথ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায় কখকখ, গঘগঘ, তপত পতপ মিলে নতুন ধরণের রোমান্টিক রীতির কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। পরবর্তীকালের কবিরা এই রীতিতে কিংবা ষট্‌কে আরেকটি মিল বাড়িয়ে কখকখ, গঘগঘ, তপঙ, তপঙ মিলবিন্যাসে দু'চারটি সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ উল্লিখিত সাতমিলে মিশ্ররীতিতে অন্বেষণ-১, তড়িন্ময়, প্রাপ্তি, সিদ্ধি, স্মৃতি, সম্মোহ, দুর্ভাগা, কৃতজ্ঞতা-শীর্ষক ৮টি সনেট রচনা করে এই রীতিকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই পর্যায়ে তিনটি সনেট—'প্রাপ্তি', 'সিদ্ধি' ও 'দুর্ভাগা'য় আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি মূলত ক্লাসিকাল-রোমান্টিক রীতি সমন্বয়ের নব রূপায়ণে প্রয়াসী হয়েছেন। উদাহরণত একটি সনেট উদ্ধৃত করছিঃ

সাগরে মাণিক তুমি, ডুবুরি হয়েছি আমি তাই,
পেয়েছি সন্ধান তব তাই আমি দ্বিধা শঙ্কাহীন,
যা বলে বলুক লোকে তোমারে লভিব একদিন,
জানি আছে মৃত্যুভয়, মরণেরে আমি না ডরাই।
নয়নে জেগেছে মোর কৌস্তুভের দীপ্তি নিরমল,
রবি শশী নিভে গেছে জ্যোতিহারা আমার অম্বরে,
স্খলিত হয়েছে মোর চরণের অটুট শৃঙ্খল,
অতলে ডুবিব আমি, ব্যর্থ হলে মরিব সাগরে।

সে-ই পায়, আছে যার জিনিবার দুর্নিবার পণ ;
যে পণ অনপনেয় ঐকান্তিক অব্যাহত গতি,
এ জীবন যার লাগি একমাত্র তপস্যা দুশ্চর।
যার আশা ভালবাসা স্বপ্ন নয়, প্রাণপণ রণ
সর্ব্ববাধা অন্তরাল বিঘ্নমনে ; যে অনন্যমতি
তার ভাগ্যে আছে শুধু সংগ্রামান্তে দেবতার বর।
[সিদ্ধি ঃ শতপর্ণী, পৃঃ ৬৮]

এই সনেটটিতে কবির ঐকান্তিক প্রেমসাধনার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রেয়সীকে তিনি বলেছেন 'সাগরে মানিক।' সনেটটির অষ্টকবন্ধে রত্ন-সদৃশ এই দুর্লভ ধন লাভের জন্য কবির জীবনপণ সাধনা বাণী-রূপ পেয়েছে। ষট্‌কবন্ধে ভাবপ্রবাহের কার্য থেকে ফলশ্রুতিতে আবর্তন লক্ষণীয়। সাধনার নিশ্চিত পুরস্কারের কথা কবি এই অংশে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত শেকস্‌পীরীয় অষ্টক ও পেত্রার্কীয় ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই দুই রীতি সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন রীতিতে রচিত ৩৩টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে ভাবাবর্তন রয়েছে। আবর্তনসন্ধি সৃষ্টিতে তাঁর এই সনেটগুলিতে আট প্রকার বৈচিত্র ধরা পড়েছে।

১. কারণ থেকে কার্য ঃ স্বপ্নালু, সহমৃতা।
২. কার্য থেকে ফলশ্রুতি ঃ রূপসী-১, প্রশ্নোত্তর, বসন্ত, কাল-বৈশাখী, সিদ্ধি।
৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ অন্বেষণ-২, যাযাবর, জিজ্ঞাসা, বহুবল্লভ, নিস্পৃহ, ব্যর্থচেষ্টা, মৌন, নীরবে, প্রাপ্তি, দীপালী, প্রাপ্তি-২, উত্তরা, অদীনপুণ্যা, পূর্ণিমা, বিষাণ,

পলাতকা, দুর্ভাগা, তৃপ্তি, আগমনী, পরাজয়, শেষযুদ্ধ।

৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ ঃ পরিচয়।

৫. বস্তুলোক থেকে ব্যক্তিলোক ঃ চিঠি-১।

৬. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক ঃ মৌন-২।

৭. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক ঃ হ্রদ।

৮. বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ ঃ শবসাধনা।

'শতপর্ণী'র সনেটগুলি অধিকাংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। মাত্র তেরটি কবিতা সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবিতা সংখ্যাসহ এগুলি নিম্নরূপ ঃ অন্বেষণ-২, রূপসী-২, অতৃপ্তি-২, চিঠি-২, ও তাজপঞ্চক-৫।

সুরেন্দ্রনাথের সনেটগুলি মুখ্যত প্রেমকেন্দ্রিক।[৬] মোহিতলালের মতই তাঁর প্রেমচেতনা বাস্তবানুগ। তবে দেহ পিপাসার তীব্র আকুতি নেই। কিন্তু প্রিয়াকে লাভ করার দুর্জয় সংকল্পে তিনি অবিচল। প্রেম তাঁর জীবনের পক্ষে অনিবার্য, কারণ প্রিয়ার প্রেমের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান নিজেকে—নিজের পূর্ণস্বরূপকে।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ প্রধানত পূর্বসূরীদের পথ পরিক্রমা করেছেন—বিশেষ করে মোহিতলালের। তাঁর ৯৮টি সনেটের ৮৩টি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে ৪৮টি চোদ্দমাত্রায় এবং ৩৫টি আঠারমাত্রায়; ৬৭টি সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে। তাঁর প্রবহমান ছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ এবং আঠার মাত্রায় অনেকগুলি সনেট রচনায় নিঃসন্দেহে মোহিতলালের প্রভাব কাজ করেছে। কিন্তু 'শতপর্ণী'র পনেরটি সনেট কলাবৃত্ত ছন্দে রচনা করে তিনি এক দুঃসাহসিক পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন।[৭] এই ছন্দ সনেটের সংহত গঠন ও ভাবগাম্ভীর্যের অনুকূল নয়। কিন্তু সনেট-ছন্দের পরীক্ষা হিসাবে তাঁর এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গত এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

> বার বার আমি পড়ি চিঠিখানি তব।
> গানের মতন নূতন নূতন তানে
> দু চারিটি কথা কত সুর মনে আনে,
> যতবার পড়ি ফোটে ফুল নব নব!
> মৌন লিপিতে শুনি যে কন্ঠ-রব
> সে হাসির ধ্বনি আসে যেন মোর কানে;
> লিখিলে না যাহা প্রাণ মোর তাহা জানে,

অ-ফোটা ফুলের ঘ্রাণে পাই সৌরভ।

চিঠির মতন তুমিও যে সীমাহারা।
কাছে ছিলে যবে দরশে পরশে মোর
কতটুকু আসি দিয়া যেতে কতখানি!
ওই দুটি চোখে ফুটিত হাজার তারা
অসীমে সীমানা দিত দুটি বাহুডোর,
কত লাখ যুগ নিমেষে আনিত টানি।
[চিঠি ঃ শতপর্ণী, পৃ ৪৩]

খাঁটি পেত্রার্কান মিলে রচিত এই সনেটটিতে ভাবপ্রবাহ বস্তুলোক থেকে ব্যক্তিলোকে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কলাবৃত্ত ছন্দ এই ক্লাসিকাল-রীতির ভাস্কর্যধর্মী সনেটটির নিটোল সংহতি ও ভাবগাম্ভীর্য বিচলিত করেছে। কলাবৃত্ত ছন্দ সনেটের পক্ষে কেন উপযোগী নয় এই সনেটটিই তার সার্থক প্রমাণ। কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত সনেটের পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্য দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর 'জোনাকি' (১৩৪৬) কাব্যগ্রন্থে যে পঞ্চাশটি সনেট আছে তাদের প্রতি চরণের মাত্রাসংখ্যা আট থেকে এগার। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে কলালক্ষ্মীর চতুর্দশীমূর্তিটি অতিকৃশতায় লাবণ্যহীন।[৮]

৩

সুশীলকুমার দে

সুশীলকুমার দে (১৮৯৯-১৯৬৮) বিশ্ববিশ্রুত পন্ডিত। ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ত্রিবেণী-সঙ্গমে গড়ে ওঠা তাঁর মানস-প্রকৃতির দ্বৈত-রূপ। একই সঙ্গে তিনি বিদগ্ধ পন্ডিত এবং জীবনরসিক কবি-শিল্পী। জ্ঞানচর্যায় ক্লাসিকাল, কাব্যচর্যায় রোমান্টিক। সাহিত্য-সংসারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব কবি-রূপে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর কবিখ্যাতিকে স্তিমিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে তাঁর ছ'টি কাব্যগ্রন্থে। এর মধ্যে 'দীপালী' (১৯২৮) ও 'ক্ষণদীপিকা' (১৯৪৮) সনেটগুচ্ছ। প্রথমটির সনেট সংখ্যা ১২০ এবং দ্বিতীয়টির ৪২। 'ক্ষণদীপিক'র ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩৮টিই 'দীপালী' থেকে পুনর্মুদ্রিত, মাত্র চারটি নতুন রচনা।[৯] অর্থাৎ তাঁর রচিত মোট সনেটের সংখ্যা হলো ১২৪টি। সমস্ত সনেটই পেত্রার্কান রীতির। সুশীল-

কুমারের 'দীপালী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আগেই মোহিতলালের 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' ও 'স্বপন পসারী' প্রকাশিত হয়েছে। 'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছ শেকস্‌পীরীয় রীতির। 'স্বপন পসারী'তে অবশ্য পেত্রার্কান রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের সনেট সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। অর্থাৎ মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে পেত্রার্কান সনেটের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার আগেই সুশীলকুমার এই রীতিতে সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং, এই ধারার সনেট রচনায় তিনি মোহিতলালের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পান নি, পেয়েছেন মধুসূদনের। পেত্রার্কান সনেট রচনায় যে তিনি মধুসূদনের শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন তাঁর প্রমাণ রয়েছে তাঁর সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে। মধুসূদনের মত তাঁর সনেটগুলি এক স্তবকবন্ধে চোদ্দমাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি মধুসূদন-পন্থী। অষ্টকে তিনি দুটি মাত্র মিল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মিলবিন্যাস সর্বত্রই সংবৃত নয়। মধুসূদনের মত তিনিও দুই মিলের অষ্টকের মিলবিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সনেটের ষট্‌কে আছে দুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীলা। ৮১টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে। পেত্রার্কান রীতির সনেটের অন্তিমে শেকস্‌পীরীয় রীতির যুগ্মক রচনায় নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং একথা বলা যায় যে সুশীলকুমারের পেত্রার্কান রীতির সনেট রচনার পেছনে মধুসূদন ও রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের দ্বৈত প্রভাব রয়েছে।

সুশীলকুমারের ১২৪টি সনেটের ১০৪টিতে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। ৯০টির অষ্টক দুই চতুষ্কে বিভক্ত কিন্তু ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ একেবারেই নগণ্য। তাঁর সনেটের অষ্টকের মিল সর্বত্রই দুটি। মিলবিন্যাসে পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ ১. কখখক কখখক—৫০টি। ২. কখকখ কখকখ—৩৫টি। ৩. কখখক খককখ—১৫টি। ৪. কখকখ, খকখক-২১টি। ৫. কখখক খকখক - ৩টি।

তাঁর সনেটের ষট্‌কে রয়েছে দুই আর তিন মিলের বিচিত্র লীলা। দুই মিলের ৩৭টিতে সাত প্রকার এবং তিন মিলের ৮৭টিতে আট প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

দুই মিল ঃ ১. তপপ ততপ—৩টি। ২. তপপতপত—৯টি। ৩. তপত পতপ—২০টি। ৪. তপত তপত-১টি। ৫. তপপ তপপ—১টি। ৬. তপত পপত—২টি। ৭. ততততপপ—১টি।

তিন মিল ঃ ১. তপঙ ঙপত-১টি। ২. তপপ তঙঙ—১৮টি। ৩. তপঙ তপঙ—৪টি। ৪ তপত পঙঙ—৪৫টি। ৫. তপত ঙঙপ-১টি। ৬. তত পঙ পঙ-২টি । ৭. ততপপঙঙ ১৫টি । ৮. খতখত পপ—১টি।

সুশীলকুমারের উল্লিখিত ষট্‌কের মিলবিভাগের তিনমিলের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির (দীপালী-৮৩) মিলবিন্যাস ত্রুটি পূর্ণ। এখানে তিনি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। দুই ও তিন মিলের উভয়ের সপ্তম বিভাগের ১৬টি ষট্‌কের মিলবিন্যাস সনেট-পরিপন্থী। তিন মিলের দ্বিতীয় বিভাগের মিলটি ইতালীয় কবি উবের্তি ও ইংরেজ কবি মিল্টনের কিছু ষট্‌কের অনুরূপ। এই পর্যায়ের চতুর্থ বিভাগের মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়। এই রীতিতে উবের্তি কিছু ক্লাসিকাল সনেট রচনা করেছেন, তবে তাঁর ষট্‌ক সর্বত্রই দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত। সুশীলকুমার কিন্তু মিল যোজনায় বিশেষভাবে শেকস্‌পীরীয় রীতিই গ্রহণ করেছেন, কারণ তাঁর ষট্‌ক কদাচিৎ দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত।

উল্লিখিত তিন মিলের ষষ্ঠ মিলবিন্যাসটি বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভবত এই দুটি ক্ষেত্রে (দীপালী-১৩, ২৫) তিনি প্রমথ চৌধুরীর সনেটাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এই দুটি সনেটের কোনটির অষ্টকই সংবৃত মিলে রচিত নয়।

অষ্টক ও ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও সামগ্রিক ভাবে সুশীলকুমার পেত্রার্কান সনেটকার। কিন্তু পেত্রার্কান সনেটের মত তিনি অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এই বিষয়ে তিনি মিল্টন-পন্থী। তাঁর আবর্তনসন্ধিহীন পেত্রার্কান সনেটের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—'সনেট রচনায় তাঁকে বলতে হবে ভঙ্গ-কুলীন।'[১০] কিন্তু আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি যে একেবারে অমনোযোগী ছিলেন এমন নয়। তাঁর বারোটি সনেটে অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে মোটামুটি ভাবাবর্তন আছে। প্রসঙ্গত 'দীপালী'র তৃতীয় সনেটটি উদ্ধার করছি ঃ

শুনিয়াছি কবে কোন সৃষ্টির ঊষায়
মুগ্ধ সাগরের নীল বক্ষ ভেদ করি,
উঠেছিল ফুটি প্রেম দেবীমূর্তি ধরি
পূর্ণ শতদল যেন, আপন লীলায় ;
মায়া-লাবণ্যের ফুল কিরণ লহরি

সাগরের ঊর্মি সাথে সর্বাঙ্গে লুটায়,—
বিশ্বের বাসনা-লক্ষ্মী বিশ্বের বেলায়
উঠেছিল দশদিক পুলকেতে ভরি !
আজ যতবার চাহি তব আঁখিপানে—
নিস্তরঙ্গ অনাবিল অমৃত-পাথার—
তবু মনে হয় যেন প্রেমের দেবতা
মোর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আকুল আহ্বানে
নূতন মূরতি ধরে ওঠে আরবার,
ভেদি ও অনন্ত-নীল অতল স্বচ্ছতা।

সনেটটির অষ্টকের মিল সংবৃত-ধর্মী, অবশ্য দ্বিতীয় চতুষ্কের মিল-বন্ধন প্রথম চতুষ্কের মতো নয়। তিনটি বিবৃত মিলে ষট্‌কবন্ধ গঠিত। অষ্টকবন্ধে কবি প্রেমের দেবীমূর্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, ষট্‌কে নিজের প্রিয়ার মধ্যেই দেখেছেন তার উদ্ভাস। স্পষ্টতই সনেটটিতে সামান্য থেকে বিশেষে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট বারোটি সনেটের ভাবাবর্তনে চতুর্বিধ বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ দীপালী—৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৮২, ৮৭, ৯১, ৯৬। ক্ষণদীপিকা-২০।
২. সামান্য থেকে বিশেষ ঃ দীপালী—৩।
৩. তত্ত্ব থেকে ভাব ঃ দীপালী—৬৭।
৪. বহির্লোক থেকে অন্তর্লোক ঃ দীপালী-৭৭।

সুশীলকুমারের সনেটগুলির প্রত্যেকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা। পেত্রার্কার মত তাঁর অধিকাংশ সনেট প্রেম-কেন্দ্রিক, বলা যায় প্রেম-সর্বস্ব। তবে পেত্রার্কার মত এক নারীই এগুলির উপজীব্য নয়। কবির বর্তমান প্রিয়ার সঙ্গে প্রাক্তনীরাও এখানে হাত ধরাধরি করে চলেছে। প্রেমের নিষ্ঠুর রূপ, বিরহ-বেদনা, প্রিয়ার আসঙ্গ-লিপ্সা, প্রেমের স্মৃতি এবং প্রেম-স্বপ্নে মগ্ন কবিচেতনার নানা অনুভবে তাঁর সনেটগুচ্ছ আন্দোলিত। কাব্যধর্মে কবিবন্ধু মোহিতলালের চেয়ে রবীন্দ্র-সমকালীন কবিসমাজের সঙ্গেই তাঁর যোগ বেশি। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

গোলাপ-কপোল তার অশোক-অধর,
আমি ক্ষুদ্র প্রজাপতি চেয়ে মুগ্ধ-আঁখি,
একরাশি ব্রীড়াহাসি সারাদেহে মাখি

সারাপ্রাণে কুসুমের সুষমা সুন্দর !
দৃষ্টি সন্ধ্যাতারা, হাসি প্রভাত-ভাস্কর,
আমি সরসীর জল ঊর্দ্ধে চেয়ে থাকি,
দীপ্ত অনুরাগ-রাগ দেয় মোরে ঢাকি,
ভরে রজতের কান্তি সকল অন্তর !
সব রাগ সব কান্তি করেছি চয়ন
সকল সুষমা হাসি, বসন্তের দিন !
বর্ষায় লুকাবে তারা, নিভিবে তপন,
শুকাবে গোলাপ, হবে অশোক মলিন,—
তখন এ দীপ্ত প্রীতি ভরে দেবে প্রাণ,
কুসুমিত স্মৃতি রবে ব্যাপ্তি' মর্ম্মস্থান !
[দীপালী-১৪ পৃ ১৬]

উপমালায় সজ্জিত এই সনেটিতে কবিপ্রিয়া ও তাঁর স্নিগ্ধ প্রেমচেতনার যে রূপ ও স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে তা একান্তভাবে রোমান্টিক। এই প্রেমসর্বস্ব রোমান্টিক জীবনোপলব্ধিই সুশীলকুমারের সনেটের মুখ্য উপজীব্য।[১১]

৪

জীবনানন্দ দাশ

মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাংলা কাব্যজগতে যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তা বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে পশ্চিমী হাওয়ার স্পর্শে নব কাব্যান্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'কল্লোল' (১৯২৩), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'পরিচয়' (১৯৩১) 'পূর্বাশা' (১৯৩২) ও 'কবিতা' (১৯৩৫) এই পাঁচটি সাময়িক পত্রিকা প্রধানত এই কাব্যান্দোলনকে সক্রিয় সমর্থনে অনুপ্রাণিত করেছে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও হোতা ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। অবশ্য বিভিন্ন পর্যায়ে ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন প্রমুখ কবিগণের মিলিত প্রয়াস এই নব কাব্যান্দোলনকে চারিত্র্যধর্মে অভিষিক্ত করেছে, এই পর্বের অন্যান্য অধিকাংশ কবিরা প্রত্যক্ষভাবে এই কাব্যান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও তার মূল আবেদন সহজভাবেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) দ্বিতীয় পর্যায়ের কবি দলের অন্তর্গত এবং তিনিই

এই আধুনিক কবিমন্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

এই পর্বের কবিরা তাঁদের নবলব্ধ কাব্যচেতনার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ছন্দ ও কাব্যাঙ্গিকের নব নব পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কাব্যের রূপবন্ধ হিসাবে সনেটকে বর্জন করেন নি। বরং এই পর্বের অধিকাংশ কবি এই কলাকৃতির প্রতি গভীর আসক্তিই প্রকাশ করেছেন। জীবনানন্দ দাশও এর ব্যতিক্রম নন। অবশ্য তাঁর জীবিতকালে মাত্র দুটি সনেট প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি হলো 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬) 'শকুন' এবং 'বনলতা সেনে'র (১৯৪২) 'পথ হাঁটা'। কিন্তু সনেট যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কাব্যমাধ্যম তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'রূপসী বাংলা'র (১৯৫৭) ৫৭টি এবং 'ধূসর পান্ডুলিপি'র পরবর্তী সংস্করণের আরো ৯টি সনেটে। 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছ যদিও 'ধূসর পান্ডুলিপি'র শেষের দিকের ফসল[১২] তবু কাব্য কলাকৃতিতে এই দুইয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুলি পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। কিন্তু 'ধূসর পান্ডুলিপি' ও 'বনলতা সেন' পর্যায়ের এগারটি সনেটে কবি বিশেষ কোন সনেট-রীতি অনুসরণ না করে স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসে নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লিখিত দুটি কাব্যগ্রন্থের এগারটি সনেটই তিনি ইতালীয় তের্জারিমা (Terza Rima) ছন্দোবন্ধে রচনা করেছেন। তের্জারিমা তিন পঙ্‌ক্তির স্তবকবন্ধে কখক, খগখ, গঘগ, ঘতঘ মিলবিন্যাসের বেণীবন্ধনে গঠিত। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'পদচারণে'র কয়েকটি কবিতা এই ছন্দে রচনা করেন। আর জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সনেট রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অভিনব সন্দেহ নেই কিন্তু সনেট-কলাকৃতির দিক দিয়ে এর কোন উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না।

তের্জারিমা ছন্দোবন্ধে সনেট রচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দ সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ এবং চতুষ্ক গঠন বর্জন করে উল্লিখিত এগারটি সনেট ৩+৩+৩+৩+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলিতে তিন পঙ্‌ক্তির চার স্তবকের মিলবিন্যাসে তের্জারিমা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং দশটি ক্ষেত্রেই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এই সনেটগুলির সামগ্রিক মিলবিন্যাসে তিনি চার প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছেন।

১. কখক খগখ গঘগ ঘতঘ তত—বনলতা সেনঃ পথহাঁটা।

ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ শকুন, অঘ্রাণ, এই সব, পায়রারা, বুনোহাঁস, নদীরা।

২. কখক খগখ গঘগ ঘতঘ ঘঘ–ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ শীত শেষে, এই শান্তি।

৩. কখক খগখ গঘগ ঘখঘ খখ–ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ যেন এক দেশলাই।

৪. কখক খগখ গঘগ ঘতঘ ঘত—ধূসর পাণ্ডুলিপি ঃ এই সব।

সনেটে তের্জারিমা ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ হিসাবে এগুলি স্মরণীয় কিন্তু সনেটের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এগুলির কোন মূল্য নেই। করণ এই ছন্দোবন্ধে সনেটের গঠন ও অঙ্গসজ্জা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ দিলে অমোদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে ঃ

আমি এই অঘ্রাণেরে ভালবাসি—বিকেলের এই রং—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম–ঢালু মাঠ–বিবর্ণ বাদামি পাখী–হলুদ বিচালি
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-ঘাসে–কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,

ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে–জীবনের জেনেছে সে–কুয়াসায় খালি
তাই তার ঘুম পায়–ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে–ক্ষেতের ভিতর
এখনি সে নেই যেন—ঝ'রে পড়ে অঘ্রাণের এই শেষ বিষণ্ন সোনালি

তলিটুকু ;—মুছে যায়,—কেউ ছবি আঁকিবেনা মাঠে-মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় নাকেউ—এখন অঘ্রাণ এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয়
একদিন নীল ডিম দেখি নি কি ? দুটো পাখী তাদের নীড়ের মৃদুখড়

সেইখানে চুপে-চুপে বিছায়েছে ;—তবু নীড়,–তবু ডিম,—ভালো-বাসা সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ তাহা চায় নাকো—জীবন অনেক দেয়—তবুও জীবন
আমাদের ছুটি দেয় তারপর—একখানা আধখানা লুকোনো বিস্ময়

অথবা বিস্ময় নয়–শুধু শান্তি- শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন

অঘ্রাণ খুলেছে তারে—আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে
আহরণ।

[অঘ্রাণ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ৯১]

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এক্ষেত্রে কবি সনেটের নিটোল বিন্যাস ও সংহতরূপকে অগ্রাহ্য করে তিন পঙ্‌ক্তির স্তবকবন্ধের বেণীবদ্ধ-মিল-বিন্যাসে নিজের অনুভবকে প্রকাশ করেছেন মাত্র। তের্জারিমা ছন্দোবন্ধে সনেটের মূল প্রকৃতিই যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই সনেটই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছ কিন্তু পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। ৫৭টি সনেটের মধ্যে ৫৪টিই ৮ + ৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। ৩, ৯ এবং ১৮ সংখ্যক সনেটত্রয় এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি সনেটের অষ্টককে সংবৃতধর্মী দুটি মিল ঃ কখখক কখখক। ষট্‌কবন্ধে দুই এবং তিন মিলের বিচিত্রলীলা। মিলবিন্যাসে পঁচিশ প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ

১. তপপ তপপ-১, ২। ২. তপপ তপত-৪, ৬৬। ৩. তপত পতপ-৫, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪১, ৪৬। ৪. তপত পতত-১০, ২৫, ২৬, ৩৯, ৪৬, ৫৪। ৫. তপত পপত-১১, ৩৮, ৪ , ৪৪, ৪৮। ৬. তপপ ততপ-২২। ৭. তপত তপপ-৩৪, ৩৭। ৮. তপত তপত-৫৬। ৯. তপপ তঙঙ-৩। ১০ তপত পঙঙ-৭, ৮, ৯, ১৪, ৪৯। ১১. তপঙ ঙপত-১২। ১২. তপত ঙপত-৫৭। ১৩. তপঙ পঙঙ-৫৩। ১৪. তপপ ঙঙপ-৫১। ১৫. তপত ঙতঙ-৪৭। ১৬ তপপ ততত-১৫। ১৭ তপত পপপ-৩৮। ১৮. ততপপঙঙ-৫২। ১৯. তততততত-৫৫। ২০. খতখততত-৬। ২১. খতখতখখ-১৩। ২২. খতখত পপ-১৭। ২৩. তকতকতত-১৯। ২৪ তকতকতক-২৭। ২৫. তকতককক-৩১।

তের থেকে পঁচিশ বিভাগের ১৩টি সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস নিঃসন্দেহে ক্লাসিকাল সনেট পরিপন্থী, বাকি ৪৪টির ষট্‌কের মিলে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও সেগুলি মোটামুটি ক্লাসিকাল। অর্থাৎ 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছের মিলগ্রন্থনে জীবনানন্দ মূলত পেত্রার্কানরীতিই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সনেটগুলির আভ্যন্তর গঠন পেত্রার্কীয় নয়। মাত্র ১৯টিতে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে, অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ আছে ১৩টির ; ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ একেবারে নেই বললেই হয়। ক্লাসিকাল সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে তিনি বিন্দু-

মাত্র সচেতন ছিলেন না। ইংরেজ কবি মিল্টনের মত, তাঁর পেত্রার্কান রীতির সনেটগুলির প্রত্যেকটি এক একটি অখন্ড ভাবপ্রবাহে রচিত। কিন্তু মিল্টনের সনেটের গাম্ভীর্য ও সংহতি তাঁর সনেটে নেই। এর কারণ দুটি। প্রথমত বাণীবিন্যাস, দ্বিতীয়ত ছন্দ। জীবনানন্দের সনেট তথা সমগ্র কবিতার বাণীবিন্যাস ভস্কর্যধর্মী নয়, 'চিত্ররূপময়'। খন্ড খন্ড চিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর চেতনাপ্রবাহকে অখণ্ড মূর্তিতে বাঙ্ময় করে তোলেন। ফলত তাঁর সমগ্র কবিতার মত সনেটেও ভাব্‌প্রবাহের শিথিল বিন্যাস ও এলিয়ে পড়া ভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলা ভাষায় চোদ্দ এবং আঠারো মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দই সনেটের সংহতি ও গাম্ভীর্যের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু জীবনানন্দ বাইশ বা তদূর্ধ্ব মাত্রায় সনেট রচনা করে সনেটের অটুট বন্ধনকে শিথিল করেছেন। তাঁর 'রূপসী বাংলা'র প্রথম ৪৭টি বাইশ, শেষ ১০টি ও 'বনলতা সেন' 'ধূসর পান্ডুলিপি' পর্যায়ের এগারটি সনেট ছাব্বিশ মাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। বাংলা সাহিত্যে এক দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির সনেট রচনার পথ প্রদর্শন করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'পৃথিবীর পথে'র (১৯৩৩) কয়েকটি সনেটে। কবিস্বভাবের অনুকূল বলে জীবনানন্দ সেই পথই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু সনেটের গঠনের পক্ষে তা আদৌ প্রীতিপ্রদ হয় নি। উল্লিখিত দ্বিবিধ কারণে তাঁর পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছ শিথিলবদ্ধ সাধারণ গীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণে আমাদের বক্তব্য বিশদ হবে ঃ

আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ঃ
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;

রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে–
[রূপসী বাংলা-১৪, পৃ ২৪]

কবির মর্ত্যপ্রীতি বিশেষ করে বাংলা দেশের স্নিগ্ধ সজল প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক ও আন্তরিক ভালোবাসা কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উৎসারিত হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তিনি চেয়েছেন এই বাংলাদেশে ফিরে আসতে, মনুষ্য-জন্ম না হলেও তাঁর ক্ষোভ নেই। ক্ষুদ্র সামান্য প্রাণী হয়েও বঙ্গ-প্রকৃতির কোমল রূপমাধুরী আস্বাদন করে ধন্য হতে চেয়েছেন তিনি। জীবনানন্দের সামগ্রিক কবিপ্রকৃতির কাব্যভাষ্য হিসাবে কবিতাটি অনন্য। কিন্তু বাইশ মাত্রার প্রবহমান ছন্দ ও চিত্রধর্মী বাণীবিন্যাস ক্লাসিকাল রীতির এই সনেটটিকে শিথিল বিন্যাসে এলায়িত করে সাধারণ গীতিকবিতায় পরিণত করেছে। এই উক্তি সামগ্রিকভাবে তাঁর সমস্ত সনেট সম্পর্কেই সত্য। অর্থাৎ গীতিকবিতা হিসাবে এই রচনাগুলি জীবনানন্দের কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করলেও সনেট-কলাকৃতির শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে এগুলি অনবদ্য নয়।

জীবনানন্দের কাব্যসাধনা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। এক, প্রকৃতি প্রভাবিত প্রথম যুগ ; দুই, নাগরিকতা প্রভাবিত দ্বিতীয় যুগ। 'ঝরা পালক' থেকে 'মহাপৃথিবী'তে প্রথম যুগের কবিতাগুলি সংকলিত রয়েছে আর দ্বিতীয় যুগের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়। অর্থাৎ তাঁর সনেটগুলি প্রকৃতি প্রভাবিত প্রথম যুগের ফসল। জীবনানন্দ প্রকৃতিলালিত কবি। বিশেষ করে প্রথম পর্বের কবিতাগুলিতে তিনি 'সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ' করেছেন। এই প্রকৃতি একান্ত ভাবেই বাংলাদেশের প্রকৃতি। সনেটের ভাষায় কবি বলেছেন :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর।
[রূপসীবাংলা-২, পৃ ১২]

বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা জন্মজন্মান্তরের। বাংলার প্রকৃতি তাঁর জীবনের পরম আনন্দ-বেদনার সঙ্গে কিভাবে জড়িত মিশ্রিত তা তিনি তাঁর সনেটগুলিতে বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে অভিব্যক্ত

করেছেন। 'আধুনিক' জীবনের ক্লান্তি, নিরাশা মৃত্যুচেতনা কখনো কখনো তাঁর সনেটগুচ্ছে ছায়াপাত করেছে সত্য কিন্তু এক সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি ও প্রকৃতি প্রেম তাঁর সনেটগুলিকে মধুস্বাদী করে তুলেছে।

৫

প্রমথনাথ বিশী

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ধারাতেই প্রমথনাথ বিশী'র (১৯০১-১৯৮৭) অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় দশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর সমালোচক ও কথাসাহিত্যিক সত্তার অন্তরালে কবি-পরিচয় চাপা পড়েছে। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে তিনি তিরিশ-দশকের 'আধুনিক' কাব্যান্দোলনে বিশেষ সাড়া দেন নি—কবিমানসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবি-সমাজেরই দোসর।

প্রমথনাথের অধিকাংশ কবিতাই সনেট। সংখ্যার দিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন। সংখ্যায় প্রায় ৩৩৪টি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেয়ালি'তে (১৯২৭) ১১টি সনেট সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'প্রাচীন আসামী হইতে'র প্রথম সংস্করণের (১৯৩৪) ৫৬টি 'যুক্তবেণী'তে (১৯৪৮) আরো নতুন ৭৭টি সনেটসহ প্রকাশিত হয়। অধুনা এই দুই পর্যায় 'প্রাচীন আসামী হইতে' গ্রন্থে একত্র গ্রথিত হয়েছে। এ ছাড়া 'হংসমিথুনে' (১৯৫১) ১০টি এবং সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'প্রাচীন পারসীক হইতে' (১৯৬৩)[১৩] সনেটগুচ্ছে আছে ১৮০টি চতুর্দশপদের কবিতা। কবির এই ৩৩৪টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে ১৩৮টিই রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশীর আদর্শে লিখিত। বাকি ১৯৬টির মধ্যে ৪১টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত। অর্থাৎ তাঁর ৩৩৪টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে ১৫৫টি সনেট। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেট ও সনেট-কল্প চতুর্দশীগুলি নিম্নরূপ।

কাব্যগ্রন্থ	মোট চতুর্দশপদী	সাতযুগ্মক	অনিয়মিত মিল	সনেট
দেয়ালি	১১	৪	২	৫
প্রাচীন আসামী হইতে	১৩৩	৫০	২১	৬২
হংসমিথুন	১০	৪	×	৬
প্রাচীন পারসীক হইতে	১৮০	৮০	১৮	৮২

অনিয়মিত মিলে রচিত ৪১টি কবিতার মধ্যে 'দেয়ালি'র ২২, 'প্রাচীন পারসীক হইতে'র ৩০, ৩৭ সংখ্যক তিনটি কবিতায় কবি তের্জারিমা ছন্দোবন্ধে তিন পঙ্‌ক্তির স্তবকবন্ধে সনেট রচনার পরীক্ষা করেছেন। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই তিনি তের্জারিমা মিলবিন্যাস যথাযথ অনুসরণ করেন নি। এ ছাড়া এই পর্যায়ের 'প্রাচীন আসামী হইতে'র ২, ৫১, ১১৭ এবং 'প্রাচীন পারসীক হইতে'র ৫৪ সংখ্যক চারটি কবিতায় তিনি দূরান্বিত মিলে সনেট রচনার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই সমস্ত প্রচেষ্টা পরীক্ষার স্তরেই রয়ে গেছে। কোনটিতেই সনেটের স্বাধর্ম্য পরিস্ফুট হয় নি।

সনেটে স্তবকসজ্জা-রচনায়ও কবি নানা পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সনেটই ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। কিন্তু কিছু সনেটে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১০+৪, ১২+২, ৪+৬+৪, ৭½+৬½, ৮½+৫½, ৬+৮, ৪+৪+৬, ৮+২+৪, ৪+৪+৪+২ ইত্যাদি নানা স্তবকসজ্জার বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন।

প্রমথনাথের ১৫৫টি সনেটের মিলবিন্যাসে চার প্রকার রীতি অনুসৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৮টি শেকস্‌পীরীয়, ৪৬টি পেত্রার্কীয়, ১০টি ফরাসি এবং ১৬টি বিশেষ প্রকার রোমান্টিক রীতিতে রচিত। প্রথমেই শেকস্‌পীরীয় রীতির ৮৩টি সনেটের মিলগ্রন্থন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক। এই পর্যায়ের ৪৯টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, ঙঙ মিলে রচিত ঃ

দেয়ালী—১৩, ১৫, ১৮, ২১। প্রাচীন আসামী বইতে—১২, ১৩, ১৫, ১৬, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৯, ১০৭, ১১০, ১১১, ১২৩। হংসমিথুন—শকুন্তলা। প্রাচীন পারসীক হইতে—৮, ১৯, ২৪, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৫০, ৫২, ৬০, ৬১, ৬৯, ৭৮, ১১৪, ১২৮, ১৬২, ১৬৮।

এই পর্যায়ের আরো ১৭টি সনেট সাত মিলে রচিত। কিন্তু মিলবিন্যাসে কবি কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। এগুলির চতুষ্ক সংবৃতধর্মী, কয়েকটির ষট্‌ক আবার তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার প্রাপ্ত। ভঙ্গ শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটগুলো হলো ঃ

দেয়ালি—২৮। প্রাচীন আসামী হইতে—৭, ২৬, ৪৬, ৫৫, ৬২, ৬৪, ৯০। হংসমিথুন—মৃত্যু-১। প্রাচীন পারসীক হইতে—

২২, ৪৭, ৬৪, ৬৬, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১৬৫।

এ ছাড়া প্রমথনাথ ছ'মিলে ১৭টি শিথিল শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনা করেছেন। এগুলিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক ও শেকস্‌পীয়র-পন্থী মিল যোজনার কথা স্মরণ করে এগুলিকে আমরা শিথিল শেকস্‌পীরীয় সনেটের অন্তর্গত করেছি ঃ

প্রাচীন আসামী হইতে—২৮, ৪৫, ৬১, ৭৮, ৯৯, ১০৮, ১১২, ১১৬, ১২০, ১৩১, ১৩২। হংসমিথুন—মৃত্যু-২। প্রাচীন পারসিক হইতে—১১, ২৩, ২৫, ৬৩, ১২৪।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিরা শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি সৃষ্টি করে শেকস্‌পীরীয় পেত্রাকীয় দুই সনেট-রীতির সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে প্রমথনাথের প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। তাঁর উল্লিখিত ৮৩টি শেকস্‌পীরীয় সনেটের স্থূলাক্ষর ১৭টিতে আবর্তনসন্ধি আছে। প্রসঙ্গত একটি উদ্ধৃত করছি ঃ

ভুলুন্ঠিত কলাপের চিহ্ন দিয়ে আঁকা
পুন্নাগের পুষ্পলীন এই বনস্থলী
ফণী মনসার ফুলে হয়ে গেছে ঢাকা,
কঠিন কটাক্ষে ভরা কন্টক আবলী।
বন্ধুর দিগন্ত রেখা ধীরে হবে পার
খরসূর্য ডুবে গেল পীতালোকস্রোতে ;
বন্য হরিণের মতো সন্ধ্যার আঁধার
বাহিরিল কোন্ গুপ্ত গিরিগুহা হতে।

অবসন্ন কেশ বাঁধি অবলীলাচ্ছলে
অতৃপ্ত অঞ্চল টানি বক্ষের উপর
শিশির তরল নেত্র ভরে কৌতূহলে
লঘু নৃত্যে এস, সখী, বনের ভিতর।
বনচামেলির ফুল দিব তোমা তুলি।
কী ভয় আসিলে পথে হঠাৎ গোধূলি॥

[প্রাচীন আসামী হইতে-৪৪, পৃঃ ৪৪]

সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। অষ্টকবন্ধে কবি

কণ্টকিত বনস্থলীতে সন্ধ্যার আঁধারের আবির্ভাব সচল বন্যহরিণের উপমায় উপমিত করেছেন। ষট্‌কবন্ধে তিনি মানসসঙ্গিনীকে সেই নিরালোক বনভূমিতে আহ্বান করেছেন। শেকস্‌পীরীয় সনেটের মিলবিন্যাসে প্রকৃতিলোক থেকে মানসলোকে ভাবপ্রবাহের আবর্তন অভিনব শিল্পরূপ লাভ করেছে।

প্রমথনাথের পেত্রার্কান রীতির সনেট সংখ্যা ৪৬টি। এর মধ্যে ১৪টি শিথিল প্রকৃতির। এগুলিতে প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়ে পেত্রার্কান-রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। এই পর্যায়ের কবিতাগুলি হল ঃ

প্রাচীন আসামী হইতে—৩, ২৫, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৫৩। হংসমিথুন—স্বপ্নদাস, তুষার। প্রাচীন পারসিক হইতে—৯, ৫১, ৬৩, ১০৩, ১০৭, ১৭১।

পেত্রার্কান রীতিতে রচিত বাকি ৩২টি সনেটের ২৭টির অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলে রচিত এবং ষট্‌কের মিলবিন্যাসে পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ

১. তপঙ ঙপত ঃ প্রাচীন পারসীক হইতে-২০
২. তপঙ তপঙ ঃ প্রাচীন আসামী হইতে—৩২
৩. তপতপ ঙঙ ঃ প্রাচীন আসামী হইতে—৪৭, ৫৭, ৭২, ১০৯
প্রাচীন পারসীক হইতে—১৮, ৩৯, ৪৮, ৭৭, ১১৫, ১৪৮
১৫১, ১৫৩, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯
৪. ততপপঙঙ ঃ প্রাচীন আসামী হইতে—৮৭
প্রাচীন পারসীক হইতে—৭৬, ৮১, ১৩৪, ১৪২, ১৪৭, ১৬৬
৫. তপতপতপ ঃ প্রাচীন পারসীক হইতে—১৫৪

এই পর্যায়ের বাকি ৫টি সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত মিলে বিন্যস্ত, ষট্‌কের মিল তিনটি ; মিলগ্রন্হন দ্বিবিধ ঃ

১. তপঙ তপঙ ঃ প্রাচীন আসামী হইতে-১
২. তপতপঙঙ ঃ প্রাচীন আসামী হইতে-১৭। প্রাচীন পারসীক হইতে—১৭, ৩৫, ৪২

প্রমথনাথের পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত সনেটগুলির ষট্‌কের মিল-পদ্ধতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, তিনি এই বিষয়ে যেমন মধুসূদনের মত খাঁটি পেত্রার্কান পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের মত শেকস্‌পীরীয় ষট্‌কের আদর্শে বহুল পরিমাণে তপতপঙঙ মিল-পদ্ধতিও গ্রহণ করেছেন। পেত্রার্কান

সনেটের আভ্যন্তর-সঙ্গীতি বিষয়ে তিনি নিতান্ত অসচেতন ছিলেন না। এই পর্যায়ের স্থূলাক্ষর ১৬টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে তিনি ভাবাবর্তন সৃষ্টি করেছেন। বাকি ৩০টি সনেটে অবশ্য আবর্তনসন্ধি নেই, এগুলি পেত্রার্কান-পন্থী মিল্টনীয় গোত্রের সনেট। সংখ্যায় কম হলেও পেত্রার্কান রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। উদাহরণে আমাদের বক্তব্য বিশদ হবে ঃ

হেমন্তের অশ্রুঘন বাষ্প কুয়াশায়
দিগ্‌বধূর নেত্র আজি করে ছলছল,
শিশিরে প্রসন্ন মাঠ শুভ্র ঝলমল,
বায়ু বনস্পতি শীর্ষ ঈষৎ কাঁপায়।

একটিও ঢেউ নাই সুবর্ণরেখায়,
তুলিতে বুলানো যেন স্বচ্ছ তার জল ;
মেলি প্রসারিত পাখা আকাশ অতল
ভারসাম্যে অবস্থিত আপন সীমায়।

তুমি যদি এসো আজ অবোধ অঞ্চলে
বাঁধি লয়ে এক মুষ্টি শিশির মৌক্তিক,
প্রাতঃস্থলপদ্মরুচি দুটি নেত্র তলে
দুইটি প্রসন্ন হাসি করে ঝিকমিক ;

হেমন্ত প্রভাত তবে লভিবে পূর্ণতা
বাণীময় ধ্বনিময় হবে নীরবতা ॥
[প্রাচীন পারসীক হইতে-১৬৯, পৃঃ ১৬৯]

সনেটটির অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলের দুটি চতুষ্কে গড়া। এই অংশে হেমন্ত-প্রভাতের স্নিগ্ধ রূপ কয়েকটি ছোট প্রকৃতি-চিত্রের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়ার কথা, যার আগমনে প্রকৃতির রূপ-মাধুরী পূর্ণতা পাবে। ষট্‌কের মিল তিনটি, অন্তিমে আছে পেত্রার্কান সনেট-পরিপন্থী মিত্রাক্ষর যুগ্মক। মিলবিন্যাসে এই ত্রুটি থাকলেও সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে ভাবাবর্তন লক্ষণীয়। অষ্টকের প্রকৃতিলোক থেকে ষট্‌কে কবিচেতনা বাসনালোকে আবর্তিত হয়েছে। এবং অন্তিম যুগ্মকে ভাবের পুনরাবর্তনে প্রকৃতিলোক ও বাসনালোক একত্র সম্বদ্ধ হয়ে একটি অখণ্ড

সঙ্গীতিতে সার্থক হয়েছে। এই ভাববিন্যাস-রীতি মোহিতলালের এই ধরণের সনেটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে প্রমথনাথের অল্প রচনাতেই ক্লাসিকাল সনেটরীতি-বিরুদ্ধ এই অন্ত্যঘনতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রমথনাথের দশটি সনেটে ফরাসি প্রভাব লক্ষণীয়। এই বিষয়ে তিনি খুব সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ চৌধুরী মহাশয়ের মত তাঁর এই সনেটগুলির ষট্‌কও ২+৪ পর্বে বিভক্ত, ফরাসি সনেটের মত দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত নয়। এই দশটি সনেটের মধ্যে ছ'টির অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলে গঠিত, ষট্‌কের মিলবিন্যাস পঞ্চবিধ :

১. তত পতপত : প্রাচীন পারসীক হইতে – ১১২। ২. ততপ পতপ : ঐ – ৮0। ৩. তত পঙপঙ : ঐ – ১৫০, ১৫২। ৪. ততপ ঙঙপ : ঐ—১৭0। ৫. ততথ পপথ : ঐ—১৫৮।

তাঁর এই পর্যায়ের বাকি চারটি সনেটের (প্রাচীন আসামী হইতে—৭৯ এবং প্রাচীন পারসীক হইতে—৫৮, ৮৬, ১৫৫) মিলবিন্যাস : কখকখ গঘগঘ তত পঙপঙ। এ ক্ষেত্রে কবি শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে ফরাসি ষট্‌কের সমন্বয় সাধন করেছেন। ফরাসি-রীতি প্রভাবিত দশটি সনেটের মধ্যে স্থূলাক্ষর চারটিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশের অভ্রান্ত প্রমাণ রেখেছেন।

বাংলা সনেটের আদিপর্বে রাজকৃষ্ণ রায় ও রাধানাথ রায় শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পিত্রার্কীয় ষট্‌কের মিলনে একপ্রকার মিশ্র প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রীতি অল্প বিস্তর অনুসৃত হয়েছে। 'আধুনিক' পর্বের কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এই রীতিতে কনেকগুলি সনেট রচনা করে এই বিশেষ রীতিকে বাংলা সাহিত্যে পুনঃপ্রচলিত করেছেন। প্রমথনাথের প্রায় ১৬টি সনেট এই রীতিতে রচিত। এইগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি ত্রিবিধ :

১. কখকখ গঘগঘ তপতপতপ–প্রাচীন আসামী হইতে : ১৪। হংসমিথুন : আকাশকুসুম। প্রচীন পারসীক হইতে : ১, ২, ৩, ৬, ১২, ৫৯।

২. কখকখ গঘগঘ তপঙ তপঙ—প্রাচীন আসামী হইতে : ৯, ২১, ৪৮, ৮২,।

৩. কখখক গঘঘগ তপঙ তপঙ– প্রাচীন আসামী হইতে : ৬,

৪২। প্রাচীন পারসীক হইতেঃ ৫, ১০।

এই ধারার স্থূলাক্ষর সাতটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেটকে নবরূপ দান করেছেন।

প্রমথনাথের ১৫৫টি সনেট কলাকৃতির দিক থেকে পেত্রাকীয়, ফরাসি ও বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক এই চার পর্যায়ে বিন্যস্ত। আমরা আগেই বলেছি, উল্লিখিত চতুর্বিধ ধারারই কিছু কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। তাঁর ৪৪টি সনেটের আবর্তন সন্ধিতে ছ'প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. উপমেয় থেকে উপমান—প্রাচীন আসামী হইতেঃ ৬, ৫৪। প্রাচীস পারসীক হইতেঃ ৯।
২. মানসলোক থেকে প্রকৃতিলোক— প্রাচীন আসামী হইতেঃ ২১। প্রাচীন পারসীক হইতেঃ ২০।
৩. প্রকৃতিলোক থেকে মানসলোক—প্রাচীন আসামী হইতেঃ ৩৭, ৪৪, ৪৯। প্রাচীন পারসীক হইতেঃ ১০৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯।
৪. অতীত থেকে বর্তমান·প্রাচীন আসামী হইতেঃ ৫৯। প্রাচীন পারসীক হইতে—৩৫।
৫. কারণ থেকে কার্য—প্রাচীন আসামী হইতে ৬০, ৯৯। প্রাচীন পারসীক হইতেঃ ২৩, ৬৩।
৬. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—প্রাচীন আসামী হইতেঃ ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ৫৭, ৬১, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৪। প্রাচীন পারসীক হইতেঃ ২, [illegible], ৪৭, ৪৮, ৫৮, ৭৬, ৭৭, ১১৫. ১৫০, ১৫৫।

প্রমথনাথের সনেটের ছন্দ চোদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত। প্রবহমান ছন্দের ব্যবহার ব্যাপক।

কবিকল্পনার দিক থেকে প্রমথনাথ একান্তভাবেই রোমান্টিক। এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্র-আবহমণ্ডলেরই অধিবাসী। লক্ষণীয় এই যে, 'আধুনিক' পর্বে কাব্যসাধনা করলেও এই যুগের জটিল জীবন-মানস তাঁর কাব্যে ছায়াপাত করে নি। বিষয়ের দিক থেকেও তিনি আদি সনেট-ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। প্রেম·চেতনাই তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য। 'হংসমিথুনে'র 'শকুন্তলা' এবং 'মৃত্যু'-১, ২ 'স্বপ্নদাস' ও 'তুষার' যথাক্রমে কাব্যরসোদ্গার ও তত্ত্ববিষয়ক। এ ছাড়া তাঁর সমস্ত সনেটের বিষয়ালম্বন প্রেম। তাঁর প্রেম-চেতনার উদ্দীপন রচনা করেছে বিচিত্ররূপিণী বিশ্ব-প্রকৃতি। ব্রহ্মপুত্র নদের বিশাল প্রাকৃতিক পরিবেশ

'প্রাচীন আসামী হইতে' সনেটগুচ্ছের পটভূমি। কবিকল্পনায় কখনো প্রকৃতিই কবিপ্রেয়সী, কখনো কবিপ্রিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি। প্রিয়া ও প্রকৃতির এই দ্বৈত-সংগম তাঁর সনেটগুলির প্রধান সম্পদ। 'প্রাচীন আসামী হইতে' এবং 'প্রাচীন পারসীক হইতে' নামকরণ বিভ্রান্তিকর। বলাই বাহুল্য; 'সনেটস ফ্রম দ্য পর্তুগীজে'র মতই এগুলি অনুবাদ নয়, মৌলিক রচনা। প্রাচীন আসাম এবং প্রাচীন পারস্য কবির মানসলোকেরই দুটি স্বপ্নভূমি।

৬

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১)। তাঁর নাস্তিবাদী জীবনদর্শন ও ব্যঞ্জনাপ্রধান প্রতীকধর্মী কবিমানসের জন্য তিনি সমগ্র বাংলাসাহিত্যে অনন্যপরতন্ত্র কবিপ্রতিভা। কিন্তু শব্দ-সচেতনতা ও স্পষ্ট ঋজু-শব্দবিন্যাসে কাব্যের ভাস্কর্যধর্মী মূর্তি রচনায় তিনি মধুসূদন মোহিতলালেরই উত্তরসাধক। অর্থাৎ তাঁর কবিপ্রকৃতিতে সনেট-শিল্পীর মানস-গঠন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের প্রবক্তা সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতাতেই নিজেকে নির্বারিত করেছেন। তবে যে ক্ষেত্রে তিনি ছোট কবিতা রচনা করেছেন সেক্ষেত্রে সনেট-কলাকৃতিই হলো তাঁর কাব্যের মুখ্য বাহন। সনেট কলাকৃতি বিষয়ে তিনি সারাজীবনই নিজস্ব মতে চিন্তা করেছেন। নিজস্ববোধ ও উপলব্ধিমতো তার রূপবিন্যাস ঘটিয়েছেন। শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দশমী' ছাড়া বাকি পাঁচটি কাব্যগ্রন্থে কিছু-না-কিছু সনেট সংকলিত হয়েছে। মৌলিক সনেটের সংখ্যা বেশি নয়, মাত্র ২৩টি। কিন্তু অনুবাদগ্রন্থ 'প্রতিধ্বনিতে' অনুবাদ করেছেন শেকস্‌পীয়রের ২৩টি সনেট। মৌলিক ও অনূদিত সনেটের ২৩ সংখ্যাটি কাকতালীয় হয়তো কিন্তু তীব্র সচেতনতা ছিল এই রীতি বিষয়ে, নইলে কেন বারেবারে এই রূপবন্ধে হস্তক্ষেপ করবেন। জীবনের প্রথম সনেট 'তন্বী' (১৯৩০) গ্রন্থের 'স্মরণ'। রচনাকাল ৯ মে ১৯২৫। শেষ সনেট 'সংবর্ত' (১৯৫৩) গ্রন্থের 'সোহংবাদ' ১৯৪৫-এর এপ্রিলে রচিত। শেকস্‌পীয়রের ২০টি সনেট অনুবাদ করেছেন ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে, ১৯ থেকে ২৮ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ দশ দিনে অনূদিত হয়েছে কুড়িটি সনেট। 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের

আগের ও পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে ১৩টি এবং ১৯৫৪ সালের মার্চে ৪টি ও এপ্রিলে ৫টি শেকস্‌পীয়রের অনূদিত সনেট পরিমার্জনা করেছেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৫৬ এই তিরিশ বছরের সীমায়, তাঁর কাব্যসাধনার মূলপর্ব বলা যেতে পারে যে সময়কে, যখন তিনি অন্য রূপবন্ধে কবিতা লেখেননি কখনো. অথচ বারেবারে রচনা করেছেন সনেট। বোঝা যায়, ব্যাপারটি ছিল তাঁর কবিস্বভাবের অনুকূল। মনন ও আবেগের যে-সমন্বয় তিনি ঘটাতে চেয়েছেন কবিতায়, সেই সমন্বয়ী রূপবন্ধে সনেটই সবচেয়ে কার্যকর, এ কথা নিশ্চিতই মনে হয়েছিল তাঁর।

কাব্যগ্রন্হানুসারে তাঁর সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ 'তন্বী' (১৯৩০) ৮টি, 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫) ৫টি, 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭) ২টি, উত্তরফাল্গুনী' (১৯৪০) ৩টি এবং সংবর্ত (১৯৫৩) ৫টি ; মোট ২৩টি মৌলিক সনেট। 'প্রতিধ্বনি' গ্রন্হে অনূদিত হয়েছে ২৫টি শেকস্‌পীয়রের সনেট। এগুলির মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। প্রচলিত শেকস্‌পীয়রের সনেটের মুদ্রিত রূপের সঙ্গে অনূদিত সনেটগুলির একটিই পার্থক্য। সুধীন্দ্রনাথের চোদ্দ পঙ্‌ক্তি টানা মুদ্রিত। শেকস্‌পীয়রের সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষব যুগ্মক প্রথম বারো পঙ্‌ক্তির চেয়ে ঈষৎ ডানদিকে সরিয়ে মুদ্রণের রীতি সুধীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করেছেন। অর্থাৎ শেকস্‌পীরীয় সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষরের দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য বা আলাদা তাৎপর্য তিনি মান্য করেননি।

মৌলিক সনেট রচনাতেও তিনি কোন সনেট রীতি সম্পূর্ণত গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মতো তাঁর সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয় রীতির দ্বৈত প্রভাব পড়েছে। এই প্রক্রিয়া অমনোযোগ, আকস্মিক না বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রসূত সে আলোচনা সুধীন্দ্রনাথের সনেট বিশ্লেষণে অপরিহার্য। সুধীন্দ্রনাথ সচেতন শিল্পী সুতরাং কাব্যকলাকৃতি বা আঙ্গিক-অমনোযোগিতা তাঁর কাব্যে সম্ভব নয় এটা বোঝা যায়। বারেবারে যখন তিনি সনেট কলাকৃতি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন, বোঝা যায় এ রীতির প্রয়োগ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। কিন্তু ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির মিশ্রণ? পেত্রার্কা ও শেকস্‌পীয়রকে একই আঙ্গিকে গ্রন্হনের পেছনে কি ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর নিজস্ব কবিব্যক্তিত্ব? কবিধর্মে রোমান্টিক সুধীন্দ্রনাথ কবিতার গঠনে ক্লাসিকাল। প্রখর মননে অভিজাত হয়েও আবেগে সংরক্ত। প্রেমের চিরন্তনায় সন্দেহ পোষণ

করেছেন বারেবারে অথচ প্রেমচেতনায় বাঙ্ময়। শরীরী প্রেমে বিশ্বাসী হয়েও প্রেমের গভীর চেতনায় স্নাত তাঁর চেতনা। এই দ্বিরাচারী মানসিকতার দ্বন্দ্বস্থল সুধীন্দ্রনাথ। এর কারণ কি ঐতিহ্য আর আধুনিক যুগের অবক্ষয়ের টানাপোড়েন? আধুনিক সংকটময় মানুষের সামনে অস্তিত্বের শুশ্রূষাকারীরূপে রবীন্দ্রনাথ কি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর চেতনায়? তীব্রভাবে সামাজিক হয়েও যে কারণে তিনি নিঃসঙ্গ একক মানুষ, জনসংঘ বিভীষিকা তাঁর, অথচ পৃথিবীর মানবতাবিরোধী সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁর প্রতিক্রিয়া শুদ্ধ সামাজিকের। এসব প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর সনেটের গঠনগত রূপে ও বক্তব্যে নিশ্চিতই ধরা যায়। ক্লাসিকাল রোমান্টিক রীতির সমন্বয় তাঁর মানসগত বিবিধ চিন্তা চেতনার দ্বান্দ্বিকতার বহিরঙ্গ প্রচেষ্টা। অন্তরঙ্গরূপে তাঁর দ্বৈতসত্তা টানাপোড়েনে কোন্ নতুন বোধ অর্জন করেছে তা বোঝা যাবে সনেটের ভাববস্তু বিশ্লেষণে। এখন দেখা যাক শুধু বহিরঙ্গরূপ, ২৩টি মৌলিক সনেটের প্রেক্ষিতে।

সনেটের স্তবকবিন্যাসে সুধীন্দ্রনাথ মূলত শেকস্‌পীয়রপন্থী। তাঁর ১২টি সনেটই ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। বাকি ১২টির মধ্যে ৬টির ৮+৪+২ স্তবকগঠনও প্রধানত শেকস্‌পীরীয়। অবশিষ্ট ৫টি ক্লাসিকাল পেত্রার্কীয় স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। এর মধ্যে ২টি ৮+৬ এবং ৩টি ৪+৪+৩+৩ স্তবকে সজ্জিত। শুধু স্তবকগঠনে নয় সনেটের মিলবিন্যাসেও তিনি শেকস্‌পীরীয় ও পেত্রার্কীয় দুই রীতিই অনুসরণ করেছেন। দুই রীতিই তিনি যথাযথ মান্য করেছেন মাত্র তিনটি করে সনেটে। বাকি ১৭টিতে দুই রীতির মেলবন্ধন। ১৫টি সনেটের মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। অষ্টক সর্বত্র দু'টি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিল দুটি বা তিনটি। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে ছয় প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. তপতপ তপ—তন্বী ঃ উত্তমর্ণ
২. তপতত পপ–তন্বী ঃ অভিসার
৩. তপঙ তপঙ—সংবর্ত ঃ জাতক ১, ২
৪. তপতপ ঙঙ তন্বী ঃ মৃতপ্রেম, অভিব্যাপ্তি ঃ অর্কেস্ট্রা পণ্ডশ্রম, বিফলতা। ক্রন্দসী ঃ বাক্য। উত্তরফাল্গুনী ঃ দ্বন্দ্ব। সংবর্ত ঃ বিপ্রলাপ, কঞ্চুকী, সোহংবাদ
৫. তপপত ঙঙ—তন্বী ঃ অপলাপ
৬. কতকত পপ—তন্বী ঃ প্রতিহিংসা

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের প্রথম ও তৃতীয় বিভাগের তিনটি সনেট খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ বিভাগের মিলপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। পঞ্চম বিভাগের মিলবিন্যাস তপপ তঙঙ ইতালীয় ও ইংরেজি সনেটে বহুলপ্রচলিত। চতুর্দশ শতকের ইতালীয় কবি উবের্তি এই মিলের প্রবর্তক। ইংরেজ কবি ওয়াট ও মিল্টনের সনেটের ষট্‌কে এটা একটা প্রিয় মিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র সমকালীন কোন কোন কবি এই মিল ইতস্তত ব্যবহার করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের একটিমাত্র সনেটে এই মিল আকস্মিক না পূর্বসূরীদের প্রভাবজাত তা বলা শক্ত। কিন্তু তাঁর চতুর্থ পর্যায়ের মিলবিন্যাসটি নিঃসন্দেহে পূর্বসূরী বাঙালি কবিদের কাছ থেকে গৃহীত। ক্লাসিকাল রীতির সনেটের ষট্‌কে শেকস্‌পীয়র-প্রভাবিত এই মিলবিন্যাস রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সমান আগ্রহে গৃহীত হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের পেত্রার্কীয় রীতির ১৫টি সনেটের সর্বত্রই অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। সর্বত্রই অষ্টক দুই চতুষ্কে বিন্যস্ত কিন্তু ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ আছে মাত্র ‘সংবর্তে’র’ ‘জাতক ১, ২’ শীর্ষক দুটি সনেটে। এই ধারার ১৩টি সনেটের অন্তিমে শেকস্‌পীয়র-পন্থী মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ পেত্রার্কীয় রীতির সনেটেও তিনি শেকস্‌পীরীয় রীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দুই রীতি সমন্বয়ে মনোযোগ স্থাপন করেছেন। পেত্রার্কীয় রীতিকে তিনি মান্য করেছেন গঠনগতরূপে ও মিল বিন্যাসে। আবর্তনসন্ধিতে উৎসাহী নন তেমন। পেত্রার্কীয় রীতির দুটিমাত্র সনেটে, তন্বীর ‘অপলাপ’ এবং ‘সংবর্তে’’র ‘বিপ্রলাপে’ আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত ‘বিপ্রলাপ’ সনেটটি উদ্ধার করছি ঃ

হয়তো ঈশ্বর নেই. স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে ;
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে ;
জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত ॥

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদে তবু নেই পূর্ব বা পশ্চাৎ ;
বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্চের নিত্য অনুপ্রাসে ;
প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের দুর্মর প্রকাশে ;
শক্তির অব্যয়ীভাবে তুল্যমূল্য ঘাতপ্রতিঘাত ॥

তাই আর্ত প্রার্থনার অপভ্রষ্ট আকাশ দুহিতা
নাস্তি প্রত্যাখ্যাত হয়ে, ফেরে গূঢ় দৈববাণীরূপে ;
বুঝি দুঃখ আবশ্যিক, দূরদৃষ্টে দোষার্পণ বৃথা,
করে প্রতিবিম্বপাত বৈকল্পিক মুক্তি অন্ধকূপে ॥

অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সন্তাপ ঃ
আমার শাস্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তার অবরোহী পাপ ॥

তত্ত্বমূলক এই সনেটটির গঠনরীতি ও বাণীবিন্যাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সংযত ঋজুবাক্ বাণীপ্রকাশের অধিকারী সুধীন্দ্রনাথের হাতে সনেটের ভাস্কর্যরূপ কত অবলীলায় প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যতীত সনেটটি অন্তরঙ্গে-বহিরঙ্গে পেত্রার্কীয়। দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে অষ্টক গঠিত। ষট্কের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়ে সনেটের নিটোল বিন্যাস অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সুধীন্দ্রনাথের বাকি ৮টি সনেটের মধ্যে ৭টিই শেকস্পীরীয়। এগুলির গঠন খাঁটি শেকস্পীরীয় বটে কিন্তু মিলবিন্যাসে মাত্র ৩টিতে এই রীতি যথাযথ অনুসৃত হয়েছে। সনেটগুলির মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ—অর্কেস্ট্রা ঃ মহাসত্য। ক্রন্দসী ঃ জাদুঘর। উত্তরফাল্গুনী ঃ মাধবীপূর্ণিমা।
২. কখখক গঘঘগ তপপত ঙঙ—অর্কেস্ট্রা ঃ জিজ্ঞাসা। উত্তর-ফাল্গুনী ঃ অহৈতুকী।
৩. কখখক গঘঘগ তপতপ ঙঙ – অর্কেস্ট্রা ঃ অপচয়
৪. কখখক গঘঘগ ততত পপপ—অন্বী ঃ শৃঙ্গার
৫. কখকখ গঘগঘ খততখ পপ—তন্বী ঃ স্মরণ

এই পর্যায়ের চতুর্থ বিভাগের সনেটটির ষট্কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত ও ত্রুটিপূর্ণ। পঞ্চম বিভাগের সনেটটির মিলপদ্ধতি শেকস্পীরীয়, কিন্তু অষ্টকের একটি মিল ষট্কে ব্যবহার করে তিনি এই রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। প্রথম বিভাগের তিনটি সনেটের স্তবকগঠন ও মিলপদ্ধতি খাঁটি শেকস্পীরীয়। দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগের সনেটত্রয়ের মিলসংখ্যা সাত কিন্তু চতুষ্কের পেত্রার্কান-পন্থী সংবৃতধর্মী মিল শেকস্পীরীয় রীতির পরিপন্থী। এক্ষেত্রেও সমন্বয় চিন্তা তাঁর মাথায় কাজ করেছে হয়তো। রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের

কিছু সনেটে এই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক পর্বের সনেটচর্চায়ও এ ধারা অনুসৃত হয়েছে। কবিমানসের সহায় বলে, হয়তো তিনি এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের সমন্বয় রীতিকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত 'অর্কেস্ট্রা'র 'অপচয়' ও 'জিজ্ঞাসা' শীর্ষক সনেট দুটিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে পূর্বসূরী বাঙালি কবিদের মতোই তিনি উল্লিখিত দুই রীতি সমন্বয়ের অভিনব নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এই ধারার 'জিজ্ঞাসা' সনেটটি প্রসঙ্গত উদ্ধার করছি ঃ

দিলেম বিমুক্ত করে পিষ্টপুষ্প নিকুঞ্জের দ্বার,
অমোঘ প্রয়াণে তাঁর রাখিব না মিনতির বাধা ;
কব না উদাস কণ্ঠে জীবনের যথার্থ সমাধা
যৌবনমধ্যাহ্নে আজি অকাতর বিস্মরণে তার ॥

বার্ষিক প্রতিজ্ঞা তার ধ্রুবতার মরীচিকা আঁকে
বিচ্ছেদ বিধুর লগ্নে পরস্পর যাত্রীর নয়ানে ;
জানি অলজ্জিত রাতে, শ্লথনীবি, কম্প্র আত্মদানে,
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজে ছিল বসন্তসখাকে ॥

তবুও জিজ্ঞাসা জাগে, নিরুত্তর শূন্যেরে শুধাই
যে-অবেদ্য অভিজ্ঞান, চমৎকৃত যে-অনুকম্পন
বুলাল অমৃতযোগে চারি চক্ষে পরমচেতন,
সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোন অর্থ নাই ?

সে জাদু ছিল কি শুধু ফাল্গুনের অত্যুগ্র মাতনে,
অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে, উরোজের অনবগুণ্ঠনে ?

প্রেমবিষয়ক এই সনেটের মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়। অবশ্য সংবৃতধর্মী চতুষ্কের গঠন পেত্রার্কীয়। অন্তিমে উজ্জ্বল মিত্রাক্ষর যুগ্মক কবিতাটির ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু সনেটটি দুই রীতি সমন্বয়ে অভিনব। অষ্টকবন্ধে আছে অতীত প্রেমের স্মৃতিচারণা। ষট্‌কবন্ধে সেই স্মৃতি কবির মনে কিছু জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে। ফলত অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ অতীত থেকে বর্তমানে আবর্তিত হয়ে এই শেকস্‌পীরীয় সনেটটিকে অভিনব রূপদান করেছে।

আবর্তনসন্ধি সনেটের প্রাণকেন্দ্র। বিষয়টি সুধীন্দ্রনাথ জানতেন।

তিনি ৪টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এর দু'টি পেত্রার্কীয়, দু'টি শেকস্‌পীরীয়। তাঁর ক্লাসিক্যাল মানসিকতা তাঁকে পেত্রার্কীয় রীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছে অথচ অন্তর্গত রোমান্টিক সত্তা নতুন রূপবিন্যাসে টেনেছে তাঁকে প্রতিনিয়ত। ফলত উদ্দীপ্ত হয়েছেন রোমান্টিক রীতির শেকস্‌পীরীয় সনেটে। কিন্তু কোন আকর্ষণই একমুখী নয়, পারস্পরিক এবং সেই কারণেই দুই রীতির সমন্বয় বারেবারে।

বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তনকালে মধুসূদন বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মধুসূদনের এই নির্বাচন যথার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের সনেটের ছন্দও-মিশ্রবৃত্ত। এর মধ্যে চারটি চোদ্দ মাত্রার, আঠারোটি আঠারো মাত্রার। প্রবহমান ছন্দের বহুল প্রয়োগও লক্ষণীয়। বারোটি সনেটে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ করেও তিনি মোহিতলালের মতোই সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ রক্ষা করতে পেরেছেন। এমনকি তাঁর কোন সনেটেই ভাবপ্রবাহ এক চতুষ্ক থেকে অন্য চতুষ্কে বাহিত হয়নি। তন্বীর 'মৃতপ্রেম' সনেটটি কলাবৃত্ত ছন্দে লেখা। এটি সনেটচর্চার প্রথম পর্বের রচনা। সুরেন্দ্র মৈত্র এই ছন্দে কয়েকটি সনেট লিখেছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সনেটটি আরও পূর্বের রচনা। একটি মাত্র সনেট রচনা করেই তিনি বুঝেছিলেন কলাবৃত্তে সনেটের সংহত শিল্পরূপ ব্যাহত হয়। ফলে দ্বিতীয়বার আর তিনি এই পথে অগ্রসর হননি। সুধীন্দ্রনাথের সনেটের ভাষা মধুসূদন-মোহিতলাল-পন্থী। তৎসম শব্দপ্রধান, সংহত ঋজু স্পষ্ট একার্থবোধক এবং ধ্বনিগাম্ভীর্যময়। সনেটের ভাস্কর্যধর্মী মূর্তিগঠনে সহায়ক।

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রবক্তা। তত্ত্বকেন্দ্রিক আত্মকথামূলক গীতিকবিতা অভিজ্ঞতার তাপে তাঁর হাতে নবরূপ পেয়েছে। বুদ্ধিপ্রধান, অভিজ্ঞতানির্ভর রীতিনিষ্ঠ কবিতা রচনা করতে গিয়েও গীতিকবিতার সহজস্বভাবে তাঁর কবিতা বিচিত্রবিষয়ী হয়ে উঠেছে। তাঁর সনেটেও এই বিচিত্র বিষয়নিষ্ঠা লক্ষণীয়।

১. প্রেম—তন্বী ঃ মৃতপ্রেম, স্মরণ, অভিসার, অভিসার, অভিব্যাপ্তি। অর্কেস্ট্রা ঃ অপচয়, পণ্ডশ্রম, মহাসত্য, বিফলতা, জিজ্ঞাসা।

২. তত্ত্ব—তন্বী ঃ শৃঙ্গার। ক্রন্দসী ঃ জাদুকর। সংবর্ত ঃ জাতক

১, ২, বিপ্রলাপ।

৩. আত্মকথা—তন্বী ঃ প্রতিহিংসা, অপলাপ, উত্তমর্ণ। উত্তরফাল্গুনী ঃ অহৈতুকী, মাধবীপূর্ণিমা, দ্বন্দ্ব। সংবর্ত ঃ কঞ্চুকী, সোহংবাদ।

৪. সারস্বতকথা—ক্রন্দসী ঃ বাক্য।

ইতালিতে আদিপর্বে সনেট ছিল প্রেমবিষয়ক কবিতার মুখ্য বাহন। পরবর্তীকালে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে রেনেসাঁস পর্বে কবিচেতনার বিভিন্ন বিষয় সনেট রূপবন্ধে রূপায়িত হয়েছে। ক্রমবিবর্তনে সনেট হয়ে উঠেছে গীতিকবিতার অন্যতম বাহন। একেবারে সাম্প্রতিককালে কবিতা যখন সর্ববিধ রূপবন্ধ অস্বীকার করে মুক্তরূপে উদ্ভাসিত তখন অনিবার্যভাবেই অন্য রূপবন্ধের মতোই সনেটও বর্জিত হয়েছে। শুধু কি রূপবন্ধ, প্রচলিত ছন্দরূপও বর্জন করেছেন একালের কবিরা। বাক্‌ছন্দে কবিতার ভাবা নির্মাণ ক্রমাগত মুখের ভাষার কাছাকাছি এনেছে কবিতার ভাষাকে। ভাষার সর্ববিধ কৃত্রিমতা ও রূপবন্ধের বহিরঙ্গের বন্ধনমুক্তিই একালের কবিতার অন্যতম প্রধান কৃত্য। সুধীন্দ্রনাথের কবিমানসও এই চেতনায় লালিত। কিন্তু বাংলা কবিতার তীব্র আবেগ ও উচ্ছ্বসিত বাক্‌বন্ধে তাঁর কবিমানস রবীন্দ্র সমকালীন ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়ায় ঋজু একটি সংহত ভাষা প্রকরণ আবিষ্কারে তেজী হয়ে উঠেছিল। প্রথম গ্রন্থ 'তন্বী'তে না হলেও দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা'য় নিজস্ব ভাষারূপের সিদ্ধিতে পেঁছে গেছেন তিনি। অর্কেস্ট্রা'র 'ভূমিকায় সে কথাই অন্যভাবে বললেন এভাবে ঃ 'বাংলা কবিতার পদলালিত্য এ গ্রন্থে প্রত্যাখ্যাত।' 'সংবর্ত" গ্রন্থের ভূমিকায় বললেন ঃ 'মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট, আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।' ভাষার উপাদান শব্দ, সুতরাং কবিতার উপাদান শব্দ এ কথা বলার একটিই তাৎপর্য এই যে তিনি শব্দের ধ্বনিগুলিকে অর্থগুণের সঙ্গে সংযুক্তির কথা ভেবেছেন। একারণে ধ্বনিগুণসম্পন্ন তৎসম ওজঃগুণসম্পন্ন শব্দে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন বড় বেশি। শব্দের আরেকটি দিক নিয়ে ভেবেছিলেন তিনি। একার্থবোধক শব্দ নির্বাচন, যাতে প্রচলিত কোন অর্থ শব্দকে লাঞ্ছিত না করে। যে অনুষঙ্গ তৈরি হবে তা একান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব। আভিধানিক শব্দের প্রতি আসক্তি এ কারণেই নিশ্চিত। সুতরাং তাঁর কবিতার কাঠামো দৃঢ়, ঋজু ও সংহত—ক্লাসিকধর্মী। কিন্তু কবিধর্মে খাঁটি রোমান্টিক তিনি। ক্লাসিক কবির

মতো একমুখী নয় তাঁর কবিচেতনা, রোমান্টিক কবির মতোই বহুমুখী। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায় তাঁর চিন্তা। প্রেমকেও কোন স্থির দৃষ্টি থেকে অবলোকন করেন না। কখনো অনুরাগে, কখনো বিক্ষোভে, কখনো প্রত্যাখ্যানে, কখনো বা জীবনের মূলসত্যরূপে। আবার অর্জিত বিশ্বাস ভেঙেই গড়ে তোলেন এমন প্রতীতি, প্রেম হল এক শরীরী আকর্ষণ, ক্ষণস্থায়ী। আবার প্রেমের ক্ষণ আনন্দকেই চিরন্তন বলে মেনে নিতে বাধে না তাঁর বিবেকে। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, তার অভাবে যন্ত্রণাবোধে দগ্ধ হন, কিন্তু নাস্তিক হতে হতেই জগতের অন্তর্গত অন্য সত্তার কথা মনে হয় তার। ভণ্ড ঈশ্বরপ্রেমিকদের হেনস্থা করেন অথচ ঈশ্বরহীন বিশ্বের কল্পনা করুণ হয়ে বাজতে থাকে তাঁর চেতনায়। ব্যক্তিমুখী হয়েও তীব্রভাবে সামাজিক তিনি। কবিতাকে ভেবেছেন, 'কবিতা অমায়িক অভিজ্ঞতার অমোঘ অভিব্যক্তি'। সুতরাং যেমন নিজের ব্যক্তিগত বিবরণে তাঁর নেই কোন আড়াল তেমনি সমকালের অবক্ষয় এবং ইতিহাস বর্ণনায় তিনি সমান নির্মোহ। এভাবে সর্বাংশে রোমান্টিক চেতনার আক্রান্ত কবি বেছে নিলেন এমন কবিভাষা যা আবেগের বিরোধী, রোমান্টিক আবহ তৈরির প্রতিকূল। এই দ্বৈতসত্তা কবিতার বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গে লীলা করেছেন বারেবারে। আবেগকে মননে সংহত করে এবং মননকে আবেগের তাপে গলিয়ে এক মননশীল গতিময়তার তিনি প্রবর্তক বাংলা কবিতায়। এ পদ্ধতি সনেটদেহে সবচেয়ে কার্যকর। সে কারণে সর্ববিধ রূপবন্ধে অনুৎসাহী হয়েও বারেবারে তিনি গ্রহণ করেছেন সনেট কলাকৃতিকে।

৭

অমিয় চক্রবর্তী

এই পর্বের অন্যতম কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯৩১-১৯৮৬ বাংলা কাব্যকলায় নব রীতির প্রবর্তক। বক্তব্য প্রকাশে তিনি মিতব্যয়ী - পাঠকের কল্পনাশক্তির ওপরে নির্ভর করে তিনি টুকরো টুকরো আপাত অসংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে নিগূঢ় সংকেত ও ব্যঞ্জনাবহ কাব্যারীতির প্রবর্তন করেছেন। এইভাবে বক্তব্যপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি প্রায়শই পূর্ণ মাপের কাব্যপঙ্‌ক্তিকে কামিংস-সুলভ ভঙ্গিতে ছোট-বড় পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁর এই বৈশিষ্ট্য সনেট-রচনায় আদৌ উপযোগী নয়। কাব্য কলাকৃতি হিসাবে সনেট তাঁকে তেমন আকর্ষণও করে নি। 'পারাপার' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতাকে

তিনি সনেট বলে উল্লেখ করেছেন। কবিতাটির গঠন অভিনব—সনেটের ভাস্কর্যধর্ম এতে নেই, তত্ত্বমূলক এই কবিতাটি মূলত চিত্রপ্রধান। সনেটের পঙ্‌ক্তি সজ্জার সাধারণ নিয়ম ওখানে অবহেলিত—আপাত দৃষ্টিতে কবিতাটি আটাশ ছত্রের। ভাঙা মিশ্রবৃত্তে রচিত 'সনেট' শীর্ষক এই কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোন কথা ঃ
মৃত্যু হলো।
অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে
যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক,
জলে—
ঝড়ে যে-রাত্রে মেদিনীপুরের শূন্যতা
ডেকে নিল।
ভয়ঙ্কর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে
কোথায় হারালো আজো কাঁদে ?
এলো বান,
ওরে বাড়ি আয়। একি ঢেউ, না কামান ?
এদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা,
বেঁধে
মারে "কংগ্রেসি কোথায় ?" সঙ্গে, যম,
দেশী
সৈন্য হাসে,
—নয়, এরা মৃত্যুদূত নয়,
যে-মৃত্যু তোমার কালো ঝড়ে—
ধরাময়
কোথা থেকে পাপ আনে এরা ?
শোনো,
বেশী
মনে নেই .....
যম,
ঘরনী কোথায় ?
যেতে হলে পথ বলো খুঁজব কি করে॥ [পারাপার পঃ৭৪]

সংলাপাত্মক-ভঙ্গিতে রচিত এই কবিতাটিতে বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্য-রীতির অন্যান্য সাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে। কবিতাটির গঠন, পঙ্‌ক্তিসজ্জা

ও মিলবিন্যাস কোন দিক থেকে একে সনেট বলে চেনার উপায় নেই। কিন্তু এটি চোদ্দমাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত শেকস্‌পীরীয় সনেট। মাত্রা ও মিল ঠিক রেখে এটাকে চোদ্দ পঙ্‌ক্তিতে সাজাইলেই এর সনেট-রূপ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সনেট-আকারে সজ্জিত কবিতাটির লিপিরূপ ঃ

হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোনো কথা ঃ
মৃত্যু হলো। অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে
যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক, জলে—
ঝড়ে যে-রাত্রে মেদিনীপারের শূন্যতা
ডেকে নিল। ভয়ঙ্কর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে
কোথায় হারালো…আজো কাঁদে? এলো বান,
ওরে বাড়ি আয়। একি ঢেউ, না কামান?
এদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা, বেঁধে
মারে, "কংগ্রেসী কোথায়?" সঙ্গে, যম, দেশী
সৈন্য হাসে,—নয়, এরা মৃত্যুদূত নয়,
যে-মৃত্যু তোমার কালো ঝড়ে—ধরাময়
কোথা থেকে পাপ আনে এরা? শোনো. বেশি
মনে নেই…যম, ঘরণী কোথায়? ঘরে
যেতে হলে পথ বলো খুঁজব কী করে॥

নতুনত্বের মোহে প্রচলিত ধারার বিপর্যয় ঘটিয়ে কবি এখানে রূপ-বন্ধের অভিনব খেলায় মেতেছেন। সনেটের মিল ও গঠন কৌশল লুকিয়ে তিনি কি পূর্বলিখিতরূপেই কবিতাটি রচনা করেছেন, না সনেট আকারে লিখে পরে কবিতাটি ঐভাবে বিন্যস্ত করেছেন?

১৯৬১ সালে প্রকাশিত কবির 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থে 'চতুর্দশপদী' শিরোনামায় প্রায় এই ধরণেরই আরো আটটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সনেটগুলি সংলাপাত্মক-ভঙ্গিতে রচিত, চোদ্দমাত্রার পঙ্‌ক্তিগুলি ভেঙে টুকরো করে ছড়ানো, মিলবিন্যাস চূড়ান্তভাবে অনিয়মিত।

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি কবি অলিভিয়ে দ্য মাঁঙি সনেটের চোদ্দ-পঙ্‌ক্তিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে সংলাপের আকারে পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে সনেট কলাকৃতির নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। অমিয় চক্রবর্তী সম্ভবত তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। সনেট সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় পরীক্ষা চমক সৃষ্টি করতে পারে সত্য, কিন্তু

সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে এর বিশেষ মূল্য নেই।

৮

রাধারাণী দেবী

রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে রাধারাণী দেবী (জন্ম ১৯০৪) বিশিষ্ট মহিলা কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সাত—তিনটি স্বনামে এবং চারটি অপরাজিতা ছদ্মনামে প্রকাশিত। এর মধ্যে 'সিঁথিমৌর' সনেট-গুচ্ছ। উৎসর্গ কবিতা নিয়ে মোট ৩৫টি চতুর্দশপদের কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ১৬ ও ৩০ সংখ্যক কবিতাদুটি সাত পয়ারবন্ধে এবং ২০ সংখ্যক কবিতাটি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী। বাকি ৩২টি সনেট রচনায় তিনি পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীরীয় ও ফরাসি এই তিন রীতিই অনুসরণ করেছেন। সনেটের স্তবকবিন্যাসে তাঁর বিচিত্রমুখী পরীক্ষা লক্ষণীয়। ৩২টি সনেটে তিনি প্রায় এগার প্রকার স্তবকবিন্যাস করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে পেত্রার্কীয়রীতির ৮+৬, ৪+৪+৬; তথাকথিত ফরাসি রীতির ৪+৪+২+৪, ৮+২+৪ ও শেকস্‌পীরীয় ৪+৪+৪+২, ৮+৪+২ স্তবক। এর মধ্যে এক স্তবক সজ্জায় রয়েছে ৫টি সনেট। তা ছাড়া ৪+১০, ৪+৮+২, ১২+২, ও ৪½+৫+৪½ স্তবকসজ্জার বিচিত্র পরীক্ষাও কবি করেছেন কয়েকটি সনেটে।

তাঁর পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেট সংখ্যা ১৩টি। ১২টির অষ্টক সংবৃত মিলের, একটিমাত্র ক্ষেত্রে আছে বিবৃত মিলের অষ্টক। ষট্‌কের মিল সর্বত্রই তিন, মিলবিন্যাসে রয়েছে পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য। সামগ্রিক ভাবে এই ১৩টি সনেটের মিলবিন্যাস ও গঠন নিম্নরূপ :

১. কখখক। কখখক। তপঙ তপঙ : ৩, ১১, ২৩, ২৯
২. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ : ৭, ৮, ২৮, ৩১, ৩৪
৩. কখখক কখখক। তপপত। ঙঙ : ১৮
৪. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ : ১৫
৫. কখখক। কখখক। ততপপঙঙ : ২২
৬. কখখক। কখখক। তপতপ। কক : ২৪

লক্ষণীয় এই যে, এই ধারার সমস্ত সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ নেই ১৮, ২৩ ও ৩৪ সংখ্যক সনেট তিনটিতে। কোন সনেটেরই ষট্‌কবন্ধ দুই ত্রিক দিয়ে বিভক্ত নয়। এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের ৪টি সনেটে মিলবিন্যাস খাঁটি পেত্রা-

কীয়। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বিভাগের ৭টি সনেটের মিলপদ্ধতি পেত্রার্কীয় হলেও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাব রয়েছে। এই প্রকৃতির সনেট রচনায় তিনি পূর্বসূরীদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিভাগের দুটি সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। রাধারাণী সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে খুব বেশি সচেতন নন। তাঁর পেত্রার্কীয় রীতির ৩, ২৮ ও ৩৪ সংখ্যক তিনটিতে মাত্র আবর্তনসন্ধি রয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর এই ধারার আবর্তসন্ধিহীন অন্যান্য সনেটগুলি মিল্টনীয় সনেটের আকার প্রাপ্ত। আমরা এখানে তাঁর আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি পেত্রার্কীয় সনেট উদ্ধৃত করছি ঃ

আমার হৃদয় ছিল গর্বিত কঠিন,
পাষাণ-পর্বত প্রায় উন্নত অটল ;—
উৎসারিবে এরও বক্ষে প্রেম-তীর্থ-জল
স্বপনেও ভাবি নাই কভু কোন দিন।

ভেদি সে অন্তরতল চির অন্তহীন,
জাগিল নির্ঝর যবে প্রেম-সমুচ্ছল ;
বিপুল বিস্ময়ে বন্ধু হইয়া বিহ্বল—
নিজেরে হেরিনু যেন নব জন্মাসীন !

এক জন্মে জন্মান্তর লভিলাম প্রিয়,—
তব প্রেম-অভিষেকে দ্বিজ আমি আজ !
নব জ্ঞান—নব বোধ— অনুভূতি নব—
আমার অন্তরলোকে বিতরি অমিয়
ভুলায়ে দিয়াছে মোর মিথ্যা ভয় লাজ ;
সর্ব গর্ব পড়ে টুটে পদপ্রান্তে তব !

[সিঁথি মোর ৩]

সনেটটিতে কবির অন্তর্লোক নির্বারিত হয়েছে। প্রেমস্পর্শেই যে তাঁর জন্মান্তর ঘটেছে সে কথা কবি অন্তরঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি তাঁর 'গর্বিত কঠিন' হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবের কথা বলেছেন আর ষট্‌কবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে তারই ফলশ্রুতি। এই সনেটের মিলবিন্যাস নিখুঁত পেত্রার্কান। অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে

কার্যে আবর্তিত হয়েছে।

রাধারাণীর ৭টি সনেট ফরাসি-পন্থী। তবে খাঁটি ফরাসি রীতির সনেট তিনি একটিও রচনা করেন নি। তাঁর এই ধারার প্রত্যেকটি সনেটই প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে রচিত ভঙ্গ-ফরাসি সনেট। সনেটগুলির মিলবিন্যাস ও গঠন লক্ষণীয় ঃ

১. কখখক কখখক। তত। পঙঙপ ঃ ১
২. কখখক কখখক। তত। পঙপঙ ঃ ৫, ২৬
৩. কখকখ খকখক। তত। পঙপঙ ঃ ৯
৪. কখখক কখখক। তত। কখকখ ঃ ৪
৫. কখখক কখখক। তত। খপখপ ঃ ১৭
৬. কখকখ গঘগঘ। তত। পঙপঙ ঃ ৩৩

এই ধারার প্রত্যেকটি সনেটের ষট্‌কবন্ধের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এবং প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে সর্বত্রই ষট্‌ক ২+৪ পর্বে বিভক্ত, ফরাসি সনেটের মত দুই ত্রিকবন্ধে নয়। এই পর্যায়ের শেষ পর্বের তিনটি সনেটের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। সর্বশেষ বিভাগের সনেটটি অভিনব। কবি এক্ষেত্রে শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে ফরাসী ষট্‌কের বিচিত্র মিলন ঘটিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রিয়-পাত্রী রাধারণী ফরাসি সনেটের ষট্‌কের গঠনপদ্ধতি সম্যক উপলব্ধি না করে চৌধুরী মশাই-এর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও বক্রোক্তির তিনি অধিকারিণী ছিলেন না। ফলত প্রমথ চৌধুরীর সনেটের ষট্‌ক-শীর্ষের প্রোজ্জ্বল দীপ্তি তাঁর এই ধারার সনেটে ক্বচিত কখনো ধরা পড়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

বিপুল বেদনা-মূল্য দিছি বক্ষ চিরে
জীবনের সার্থকতা লভিতে অন্তরে!
আত্মার আত্মীয়ে মোর আনিয়াছি ঘরে
সংসারের সিংহদ্বার খুলি দৃপ্তশিরে।
পূর্ণ করি অভিষেক প্রেম-অশ্রুনীরে,
মুকুট পরায়ে দিছি—রাজদন্ড করে।
প্রাণ-পীঠে বসায়েছি চিত্ত-অধীশ্বরে
তুচ্ছ করি সবাকারে উচ্চ-অখ্যাতিরে।

ফিরায়ে লয়েছে মুখ স্বজন সমাজ,

একেরে লভিতে সবে হারায়েছি আজ।

ধ্যানলোকে তপোভঙ্গ এলো মহাক্ষণ।
সৃজন-প্রলয়-লগ্নে কাঁপিছে অন্তর।
বিচ্ছেদের বজ্রে বাজে রতির ক্রন্দন,–
মিলন-আনন্দে উমা হাসিছে সুন্দর।
[সিঁথিমোর–৫]

'সিঁথিমোরে'র ১২টি সনেট শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। এর মধ্যে উৎসর্গ-কবিতা, ২, ৬, ১২, ১৩, ১৪, ১৯, ২১, ২৫, ও ৩২ সংখ্যক দশটি সনেটের মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। ২, ১৩ ও ২৫ সংখ্যক তিনটি সনেটে অবশ্য তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই। এ ছাড়াও ১০ ও ২৭ সংখ্যক সনেটদুটির মিলগ্রন্থন শেকস্‌পীরীয়। মিলবিন্যাস ঈষৎ ত্রুটিপূর্ণ, প্রতি ক্ষেত্রেই একটি মিলের পুনরাবৃত্তি ঘটায় মিল-সংখ্যা সাতের বদলে হয়েছে ছয়।

রাধারাণীর 'সিঁথিমোরে'র ৩২টি সনেটের মধ্যে ৩১টিই চোদ্দ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। ১৮টিতে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে। এই গ্রন্থের উৎসর্গ-কবিতাটির ছন্দ কলাবৃত্ত। মনে হয় তিনি পরীক্ষামূলক ভাবেই একটি মাত্র সনেটে কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্যা রাধারাণী কবিভাষায় রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্তিনী। অপরাজিতা দেবীর ছদ্মনামে তিনি চটুলভঙ্গিতে যেসব লঘু চালের কবিতা লিখেছেন সেগুলিতে সংলাপধর্মী চলিত ভাষার একটি সরস শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে। 'সিঁথিমোর'-এর ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তা সংযত অথচ শ্রীমন্ডিত, দৃপ্ত অথচ প্রসাদগুণান্বিত। এই সনেট সংকলনের প্রথম প্রকাশ কবির বিবাহিত-জীবনের প্রথম বার্ষিকীতে। প্রেমে প্রতিবদ্ধচিত্ত নারী কণ্ঠের বলিষ্ঠ আত্মঘোষণায় সনেটগুলি মধুক্ষরা।

৯

হুমায়ুন কবির

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা হুমায়ুন কবির (১৯৯০-১৯৬৯) প্রথম জীবনে কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সর্বমোট তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিটি গ্রন্থেই কিছু চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টা-

দশী' সনেটগুচ্ছ-উৎসর্গ কবিতা সহ মোট কবিতার সংখ্যা উনিশ। তিনি পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীরীয় এবং মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে সনেট রচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্র-পন্থী এই কবির অধিকাংশ চতুর্দশ-পদের কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' 'নৈবেদ্য'-র আদর্শে রচিত সাত পয়ারবন্ধের চতুর্দশী মাত্র। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর চতুর্দশী ও সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

কাব্যগ্রন্থ	সাতযুগ্মক	অনিয়মিত মিল	সনেট	চতুর্দশী
স্বপ্নসাধ (১৯২৭)	৯	×	×	৯
সাথী (১৯৩০)	৭	১	৪	৮
অষ্টাদশী (১৯৩৮)	৭	১	১১	৮

অর্থাৎ হুমায়ুন কবিরের ৪০টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে সনেট মাত্র ১৫টি। এই সনেটগুলির অধিকাংশই ক্লাসিকাল ৮+৬ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। 'সাথী'র 'তৃপ্তি' চতুর্দশীটি ৩+৩+৩+৩+২ অভিনব স্তবকবন্ধে সজ্জিত। জীবনানন্দ এই স্তবকবন্ধে কিছু সনেট রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর মত হুমায়ুন কবির এক্ষেত্রে তের্জারিমা মিল-পদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। এই সনেটটির কককক খখখ গগগ ততত পপ মিলসজ্জা গোত্রহীন হলেও অভিনব।

হুমায়ুন কবির পেত্রার্কীয় রীতিতে ৩টি সনেট রচনা করেছেন। এইগুলির অষ্টক দুই মিলের সংবৃতধর্মী দুই চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিল তিনটি। মিলপদ্ধতি দ্বিবিধ ঃ

১. তপঙ তপঙ—সাথী ঃ রজনীগন্ধা। অষ্টাদশী ঃ ১২।

২. তপঙ ঙপত—অষ্টাদশী ঃ উৎসর্গ-কবিতা।

এই ধারার ৩টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক ও অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ আছে। 'অষ্টাদশী'র 'উৎসর্গ-কবিতা' ভিন্ন বাকি দুটির দুই ত্রিক-বিভাগও স্পষ্ট। অর্থাৎ মিলবিন্যাস ও গঠনে এই তিনটি সনেট পেত্রার্কীয়। অবশ্য তিনটিই আবর্তনসন্ধিহীন মিল্টনীয়-রীতির সনেট। আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি মাত্র সনেট তিনি রচনা করেছেন। সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি ঃ

দুর্দিনে দুর্গম পথে চলিয়াছে মর্ত্য-অন্ধকারে
শঙ্কিত যাত্রীর দল পঙ্কিল প্রদীপ শিখা জ্বালি।
শ্মশানের প্রেতদল অট্টহাসে দেয় করতালি,
বিদ্যুৎ হানিছে মৃত্যু, বজ্র ডাকি উঠে বারেবারে।
ভীরু শিহরায় পথ ; দুঃসাহসী কাননে কান্তারে

বিপথে কন্টক দলি অমঙ্গল লক্ষ্য বলি চলে।
স্বার্থের সংঘাত বিষে প্রলয়ের বহ্নিশিখা জ্বলে।
উৎপীড়িত বঞ্চিতের রিক্ত কন্ঠ ভরে হাহাকারে।

সেই অন্ধকারে তুমি আপনার অন্তর মন্দিরে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি খুঁজিয়াছ পথের সন্ধান,
হিংসার রিক্ততা মাঝে খুঁজিয়াছ প্রীতির সঞ্চয়।
তোমার সাধনা বীর চিরদিন অমর অব্যয়
রহিবে ভারত ভরি। মৃত্যুমাঝে জাগাইবে প্রাণ
দুর্জ্জয় সঙ্গীত ভরা, মুক্তি দেবে নিজ্জীব বন্দীরে।
[অষ্টাদশী-১]

এই সনেটের দ্বিতীয় চতুষ্কের মিলবিন্যাসে কবি কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রথম চতুষ্কের দ্বিতীয়-তৃতীয় পঙ্‌ক্তির মিল হল 'জ্বালি' ও 'তালি'। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে আছে 'বলে' ও 'জ্বলে'। এতে স্বরবর্ণের তফাৎ হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নত্বে মিলের ব্যঞ্জনাটি ধরা পড়েছে। ক্লাসিকাল সনেটের আবর্তন-সন্ধিটি কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট। অষ্টকবন্ধে 'দুর্দিনে দুর্গম পথে' 'উৎপাড়িত বঞ্চিতের হাহাকারে'র বর্ণনা করে কবি ষট্‌কবন্ধে সেই বীরের কথা বলেছেন যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে সংকট-উত্তরণের পথনির্দেশ করবে। সনেটটির ভাবপ্রবাহ প্রতীপধর্মে আবর্তিত হয়ে কবির ভাবকল্পনাকে লীলায়িত করেছে।

হুমায়ুন কবিরের শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত সনেট সংখ্যা চার। মিলবিন্যাস ত্রিবিধ ঃ

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ-সাথী ঃ নরনারী, সিন্ধুকারা।
২. কখখক। গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ অষ্টাদশী ঃ ১৬।
৩ কখকখ। গঘগঘ। ততপপঙঙ সাথী ঃ ভিক্ষা।

প্রথম বিভাগের দুটি সনেটের মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। দ্বিতীয় বিভাগের সনেটটির প্রথম দুই চতুষ্কের সংবৃতধর্মী মিল এবং সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের তিন মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌-পীরীয় রীতির পরিপন্থী।

শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক মিলিয়ে মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে হুমায়ুন কবির অনেকগুলি সনেট লিখেছেন। এই ধারার সনেট সংখ্যা সাত। এর মধ্যে 'অষ্টাদশী'র ৬ সংখ্যক সনেটটির মিলবিন্যাস ঃ কখকখ। গঘগঘ। তপঙ। পঙত। এছাড়া

বাকি ৬টির অষ্টকের মিল ঃ কখখক। গঘঘগ, ষট্‌কে রয়েছে তিন মিলের পঞ্চবিধ লীলা ঃ

১. তপঙ তপঙ ঃ অষ্টাদশী-৮, ১১।
২. তপত ঙঙপ ঃ অষ্টাদশী—৯।
৩. তপঙ ঙতপ ঃ অষ্টাদশী-১০।
৪. তপঙ ঙপত ঃ অষ্টাদশী-১৩।
৫. তপপ ঙঙত ঃ অষ্টাদশী-১৮।

হুমায়ুন কবিরের সবগুলি সনেটই মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। ১৩টি আঠার, ১টি চোদ্দ এবং একটি বাইশ মাত্রার-এর মধ্যে ৮টিতে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর সনেটগুলি বিচিত্র। অবশ্য প্রেমচেতনাই তাঁর মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তরুণ কবির বিভিন্ন জিজ্ঞাসা ও অনুভব তাঁর সনেটগুলিকে বিচিত্রমুখী করেছে। বিষয়ানুসারে এগুলি নিম্নলিখিত ছ'টি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১ প্রেম—সাথী ঃ নরনারী, ভিক্ষা, রজনীগন্ধা, সিন্ধুকারা। অষ্টাদশী ঃ ৯, ১০, ১১।
২. কবিতর্পণ - অষ্টাদশী ঃ উৎসর্গ কবিতা।
৩. মনীষীতর্পণ—অষ্টাদশী ঃ ১
৪. স্বদেশবন্দনা—অষ্টাদশী ঃ ৬
৫. প্রকৃতি—অষ্টাদশী ঃ ১২, ১৩, ১৬
৬ তত্ত্ব অষ্টাদশী ঃ ৮, ১৮

১০

অজিত দত্ত

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের 'আধুনিক' কাব্যান্দোলনের সঙ্গে অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯) প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসুর তিনি সতীর্থ-বন্ধু। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকার এঁরা দুজন ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক। 'আধুনিক' কাব্যান্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত থাকলেও এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মত অজিত দত্তের কাব্যে এই যুগের জটিল মানসিকতা এবং য়ুরোপীয় কাব্যাদর্শ ও কাব্যাঙ্গিকের প্রভাব তেমন প্রখর হয়ে উঠতে পারে নি। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে পরিশীলিত তাঁর কবিমানস বহুল পরিমানে রবীন্দ্র-পন্থী। য়ুরোপীয়

কাব্যাদর্শ ও কলাকৃতির ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট না হয়েও তিনি সনেটকেই তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত তাঁর পূর্বসূরী বাঙালি কবিদের অনুপ্রেরণাই এই বিষয়ে কার্যকর হয়েছে। নিমগ্ন প্রেমচেতনায় হৃদ্য তাঁর কবিমানস আবেগ স্পন্দিত হয়েও শান্ত, সংযত ও মিতবাক্। তাই সনেটেই তাঁর যথার্থ কাব্যবাহন। কবিজীবনের সূচনা থেকেই তিনি সনেটের উৎসাহী শিল্পী। এ সম্পর্কে কবি নিজেই লিখেছেন—'আমি বহুসংখ্যক সনেট লিখেছি। আমার রচিত সনেটের সংখ্যা যে সমসাময়িক সকল কবির চেয়ে বেশি তাই নয়, অতি অল্প বয়স থেকে আমি সনেট রচনা করেছি, যখন আমার সতীর্থ ও বন্ধুগণের কেউই কবিতার এই বিশেষ ফর্মটির দিকে আকৃষ্ট হন নি। এখনো সনেট লিখে আমি আনন্দ পাই।'[১৪]

কবি এখানে তাঁর সমসাময়িক কবি বলতে সম্ভবত তিরিশের দশকের কবিদের কথাই বুঝিয়েছেন। এঁদের সকলের চেয়ে তাঁর সনেট সংখ্যায় অধিক একথা সত্য না হলেও সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গের রূপ-লাবণ্য তাঁর হাতে যে ভাবে স্বতোৎসারিত হয়েছে তা তাঁর সমসাময়িক যে কোন কবির রচনায় দুর্লভ। বিশেষ করে মোহিতলালের পরে রীতিনিষ্ঠ পেত্রার্কান সনেট রচনায় তিনিই সফলতম শিল্পী।

অজিত দত্ত প্রায় ৫৮টি চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন।[১৫] এর মধ্যে 'কুসুমের মাসে'র দুটি ও 'জানালা'র একটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত এবং 'কুসুমের মাসে'র অন্য একটি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী ; বাকি ৫৪টি সনেট। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ কুসুমের মাস (১৯৩০)—২০, পাতালকন্যা (১৯৩৮)—৫, নষ্টচাঁদ (১৯৪৫)—৮, পুনর্ণবা (১৯৪৬)—১১, ছায়ার আলপনা (১৯৫১) ৬, জানালা (১৯৫৯)—৪।

সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে অজিত দত্ত একান্ত ভাবেই পেত্রার্কীয়। তাঁর ৫৪টি সনেটের মধ্যে ৫২টিই ক্লাসিকালরীতির ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। অন্য একটির ৪+৪+৬ স্তবকসজ্জাও ক্লাসিকাল। 'পাতালকন্যা'র 'রাঙাসন্ধ্যা' সনেটটি ইতালীয় তের্জারিমা রীতিতে রচিত, স্তবকবিন্যাস ৩+৩+৩+৩+২। জীবনানন্দ দাশও এই রীতিতে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। তবে সনেটে তের্জারিমার ব্যবহারে অজিত দত্ত জীবনানন্দের পূর্ব-

সুরী। 'রাঙাসন্ধ্যা' সনেটটি আবার কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত। লক্ষণীয় এই যে, এই একটি মাত্র সনেটেই তিনি এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। সনেটের গঠন মিলবিন্যাস ও ছন্দের এক অভিনব পরীক্ষায় কবি এখানে ব্রতী হয়েছেন। বিচিত্রমুখী এই সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য।

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহির পানে দু'টি কথা উড়ে যায়।

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হতে দূর—তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্ততা।

চলে যায় তারা চোখের আড়ালে, লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট, বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি গুঞ্জন ?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তারা কোন্‌খানে ?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন ?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল, পাখার শব্দ ক্ষীণ।
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন ক্ষমাহীন ॥
[রাঙাসন্ধ্যা ঃ কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৩৬]

অজিত দত্তের পেত্রার্কীয় রীতির সনেট সংখ্যা সাতচল্লিশ। সর্বত্রই অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ আছে ৪৬টি সনেটে। ষট্‌কের দু ত্রিকবন্ধের উপবিভাগ সম্পর্কেও তিনি সচেতন। প্রায় ২৭টি সনেটে এই বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এই রীতির সনেট রচনায় তিনি ক্লাসিকাল রীতির অনুশাসন যথাযথ ভাবেই মান্য করেছেন—গঠনে ও মিলবিন্যাসে উভয়তই। তাঁর এই ধারার ৪৭টি সনেটেরই অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া, ষট্‌কে দুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীলা। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে মোট সাত প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষণীয় ঃ

১. তপপ ততপ—কুসুমের মাস ঃ দুর্লভরাত্রি, একটি স্বপ্ন, গুরুজনদের মাঝে, আকাঙ্ক্ষা, নাস্তিক, প্যারাডাইজলস্ট, জ্বরে, বার্তা, শরৎ, প্রার্থনা, ছায়াসঙ্গিনী। নষ্টচাঁদ ঃ রাত্রি এলো। ছায়ার আলপনা ঃ নেশা।

২. ততপ ততপ—নষ্টচাঁদ ঃ হেথা নয়, হেথা নয়।

৩. তপতপতপ—কুসুমের মাস ঃ স্বপ্ন, এলিজি, প্রেম, সুখী। পাতালকন্যা ঃ পাশাবতী। নষ্টচাঁদ ঃ ভঙ্গুর প্রবাল, প্রথমগ্রীষ্ম। পুনর্ণবা ঃ বৈরাগযোগ। ছায়ার আলপনা ঃ পতঙ্গবত্তা, ফানুস, ভোট।

৪. তপঙ ঙপত—কুসুমের মাস ঃ শুভক্ষণ। পাতালকন্যা ঃ সনেট, বাড়ব, মিস্‌। নষ্টচাঁদ ঃ সৈনিক মৈনাক হও, গোপনীয়। পুনর্ণবা ঃ আশা, গণ্ডি, চুরি। ছায়ার আলপনা ঃ রাজা। জানালা ঃ মূর্তি।

৫. তপঙ তপঙ—কুসুমের মাস ঃ কবিতা। পুনর্ণবা ঃ শীলাভট্টারিকা, ইতিহাস, বিশ্রাম, পশ্চাতের আমি, নবজাতক, যাত্রা,। খেয়া। জানালা ঃ অগ্রদানী।

৬. তথপ তঙঙ—ছায়ার আলপনা ঃ ছাগল।

৭. তথপ তথপ—নষ্টচাঁদ ঃ বোধন।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের মিলটি ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে অষ্টকের মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বিভাগের মিলবিন্যাসও সনেটের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটি মুক্ত নয়। উল্লিখিত বিভাগত্রয়ে প্রতি ক্ষেত্রেই ষট্‌কে সংবৃতধর্মী মিলের অভিব্যঞ্জনা স্পষ্ট। এই ধরণের মিলে অষ্টকের সংবৃত মিলের আবহ সৃষ্টি হয়। ফলত সমগ্র সনেটের নিটোল বিন্যাসে টান পড়ে। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সনেটকারগণ ষট্‌কের মিলবিন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এই ধরণের মিল ক্লাসিকাল সনেটে বহুল ব্যবহার করেছেন। ষষ্ঠ বিভাগের মিলটি তো পেত্রার্কার সমসাময়িক ইতালীয় কবি উবের্তির প্রিয় মিল। উল্লিখিত ত্রিবিধ ষট্‌ককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজিত দত্ত দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত করে, সংবৃত মিলের অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে বাধা দিয়ে, তাঁর ক্লাসিকাল সনেট-কলাকৃতির সূক্ষ্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

অজিত দত্তের এই পর্যায়ের সনেটগুলি শুধুমাত্র বহিরঙ্গের গঠন ও মিলবিন্যাসেই পেত্রার্কীয় নয়, এইগুলির অধিকাংশের আভ্যন্তর

সঙ্গীত রচনাতেও তিনি এই ধারার সফলতম রূপকার। উল্লিখিত ৪৭টি সনেটের মধ্যে ২৮টিতেই তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'কুসুমের মাস' থেকে একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

আমার জগৎময় তুমি ছাড়া কিছু নাই আর,
মূর্ছার মতন তুমি মনোহর আমার নয়নে,
তোমার অঞ্চলভঙ্গে মৃদুগতি তোমার চরণে
আনন্দে শিহরি ওঠে পদতলে পৃথিবী আমার।
আমার বর্ষণ সম তোমার সুদীর্ঘ কেশভার
ধরিত্রী বিলুপ্ত করি' নামিয়াছে আমার ভুবনে—
কেবল একটি কথা মনে আজ বাজে গুঞ্জরণে,
তুমি ছাড়া এ জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার।

এ-কথা কহিব আমি লক্ষবার আকাশের কানে,
এ-কথা ছড়ায়ে দিব আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়,
বাতাসে ভাসাব আমি এই সত্য সমস্ত ধরায় ;
এ-কথা পাঠাব দূর স্বর্গ আর পাতালের পানে,
পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সব যেন জানে
যে-কথা নিভৃতে বসি তোমারে কহিতে প্রাণ চায়।
[বার্তা ঃ কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৭]

সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি পেত্রার্কীয়। অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া, দু ত্রিকবন্ধে বিভক্ত ষট্‌কে দুটি মিলের বিচিত্রলীলা। অষ্টকবন্ধে রয়েছে কবির প্রেমচেতনার অকপট স্বীকারোক্তি। প্রেয়সীকে বলেছেন তাঁর জীবনের অস্তিত্ব, এবং তাঁকে ছাড়া এ জীবনে দুঃখের হাত থেকেও নিস্তার নেই। ষট্‌কে কবিচেতনা বাঁক ফিরেছে প্রকৃতিলোকে। দ্যুলোকে ভূলোকে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের পরম উপলব্ধি। এই সনেটের ভাবপ্রবাহ অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর এই ধারার ২৮টি সনেটে আবর্তনসন্ধি নবনব-রূপে ভাববস্তুকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। আবর্তনসন্ধি রচনায় এই সনেটগুলিতে প্রায় ছ'প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—কুসুমের মাস ঃ একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন, গুরুজনদের মাঝে, আকাঙ্ক্ষা, প্যারাডাইজলস্ট, জ্বরে

এলিজি, শরৎ, প্রার্থনা, শুভক্ষণ। পাতালকন্যা ঃ পাশাবতী, সনেট, বাড়ব। নষ্টচাঁদ ঃ সৈনিক মৈনাক হও, রাত্রি এলো, গোপনীয়। পুনর্ণবা ঃ আশা, গন্ডি। জানালা ঃ অগ্রদানী, মূর্তি।

২. উপমেয় থেকে উপমান—কুসুমের মাস ঃ কবিতা, ছায়াসঙ্গিনী।
৩. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক—নষ্টচাঁদ ঃ প্রথমগ্রীষ্ম।
৪. মানসলোক থেকে প্রকৃতিলোক—কুসুমের মাস ঃ বার্তা।
৫. বস্তু থেকে তত্ত্ব—ছায়ার আলপনা ঃ ছাগল, ফানুস।
৬. কারণ থেকে কার্য—পুনর্ণবা ঃ শীলাভট্টারিকা। ছায়ার আলপনা ঃ নেশা।

এই ২৮টি সনেট ছাড়াও অজিত দত্ত আরো তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'জানালা'র 'বান' শীর্ষক সনেটটি শেকস্‌পীরীয় এবং 'কুসুমের মাসে'র 'কুসুমের মাস' ও 'জীবনে বৈচিত্র্য নাই' সনেটদুটি মিশ্র রোমান্টিক পদ্ধতিতে রচিত। বাংলাসাহিত্যে শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌কের মিলনে যে রোমান্টিক সনেটরীতি অনুশীলিত হয়ে এসেছে 'কুসুমের মাসে'র উল্লিখিত সনেট দুটি সেই রীতিতেই রচিত। দুটি সনেটেরই অষ্টকে চার মিল, মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী। ষট্‌ক দুই মিলে গড়া; মিলপদ্ধতি যথাক্রমে তপপ তপত এবং তপপ ততপ। এই দুটি সনেটেই ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে। মিশ্র রোমান্টিক রীতির উদাহরণ হিসাবে তাঁর 'কুসুমের মাস' গ্রন্থের নামকবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি।

> তুমি ফুল ভালোবাসো? লাল ফুল? চোখে যাহা লাগে?
> কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত?
> তুমি ভালোবাসো ফুল? শেফালিকা সৌরভ-আনত?
> যে-ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে?
> আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ-দুকূল?
> হৃদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্‌ভা হেনার উচ্ছহাসি?
> তুমি ভালোবাসো ফুল? কদম্ব সে বরষা-বিলাসী?
> অথবা কুণ্ঠিতা কন্যা অতসীর কোমল মুকুল?
>
> আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।

মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।
বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘুপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিঃশ্বাসে জাগে যেন তন্দ্রাস্তব্ধ রাতের বাতাস॥

[কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ১]

সনেটটির ভাষায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে। তবে কবিকণ্ঠের প্রেমরাগরঞ্জিত আবেগতপ্ত অনুভাবনায় কবিতাটি উজ্জ্বল। অষ্টকের পূর্বপক্ষের 'তুমি' থেকে ষট্‌কের উত্তরপক্ষে 'আমি'তে ভাবপ্রবাহের আবর্তনের ফলে মিশ্ররীতির এই সনেটটি নতুন মহিমা লাভ করেছে।

অজিত দত্ত শেকস্‌পীরীয় রীতিতে ৪টি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'কুসুমের মাসে'র 'ব্যর্থকবি ; 'নষ্টচাঁদে'র 'কোনপথে' এবং 'জানালা'র 'বান'-এর গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। এছাড়া 'জানালা'র 'পদধ্বনি' সনেটটিও শেকস্‌পীরিয় রীতিতে রচিত। তবে এ ক্ষেত্রে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নবরোমান্টিক পর্বের কবিরা শেকস্‌পীরীয় মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে রোমান্টিক-ক্লাসিকাল রীতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। 'আধুনিক' পর্বের কয়েকজন কবিও এই ধারার কিছু সনেট রচনা করেছেন। অজিত দত্তের 'জানালা'র 'বান' সনেটটি এই রীতিতে রচিত। সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

বন্যা এলো—তীব্র স্ফীত, দয়াহীন মত্তলাস্যে ভরা ;
দরিদ্রের কুটিরের চিহ্ন মুছে গিলে নিলো শেষে
ধনীর দালান আর বণিকের পণ্যের পসরা।
এলো দিগ্বিজয়ীরূপে বিভীষিকা নিয়ে সারা দেশে।
বন্যা এলো—ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিয়ে এলো মৃত্যু-ক্ষয়-ক্ষতি,
নিয়ে এলো পলায়ন, স্বার্থেভরা আত্মরক্ষা-মোহ,
এলো বান বাঁধ ভেঙে ; নাই পরিত্রাণ, নাই গতি,
নিশ্চিহ্ন শান্তির বুকে বন্যা এলো উদ্বেল বিদ্রোহ।

তবু এ জলের বন্যা, যে জল জীবন স্বরূপিণী ;
এরপর দিয়ে যাবে পলিমাটি মাঠভরা ধান।

সব আবর্জনা-ধোয়া ক্ষমাহীন এ বন্যারে চিনি,
পুঞ্জিত জঞ্জাল-পরে এই বন্যা প্রণয় সমান।
বারবার যুগান্তের কল্পান্তের নতুন সৃষ্টিতে
সর্বগ্রাসী বন্যা আসে পৃথিবীতে নব প্রাণ দিতে।

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটের অষ্টকবন্ধে কবির বর্ণনায় বন্যার সর্বগ্রাসী রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন এই সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী বন্যাই পৃথিবীতে নব প্রাণের সঞ্চার করে। এই সনেটে অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়েছে।

অজিত দত্ত মূলত প্রেমের কবি। তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্যও প্রেম। হারানো প্রিয়ার স্মৃতি-চারণায় তাঁর সনেটগুচ্ছ বিষাদ-মেদুর। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কবিচিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার ছোঁয়া লেগেছে 'নষ্টচাঁদ' পর্যায়ের সনেটসমূহে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বরূপেই প্রত্যাবর্তন করেছেন। কারণ তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্রুববিশ্বাস 'পৃথিবীর অপূর্ব আকাশে প্রেম ছাড়া কিছু নাই।' এই প্রেমিক কবির প্রেমচেতনা ও আত্মচিন্তামূলক বিভিন্ন অনুভাবনা তাঁর সনেটেই সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত। বিষয়ানুসারে তাঁর সনেটগুলি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. প্রেম—কুসুমের মাস ঃ কুসুমের মাস, দুর্লভরাত্রি, একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন, গুরুজনদের মাঝে, আকাঙ্ক্ষা, নাস্তিক, প্যারাডাইজলস্‌ট, জ্বরে, বার্তা, এলিজি, শরৎ, জীবনে বৈচিত্র্য নাই, শুভক্ষণ, ছায়াসঙ্গিনী, প্রেম। পাতালকন্যা ঃ পাশাবতী, রাঙা সন্ধ্যা, সনেট, বাড়ব, মিস্‌। পুনর্ণবা ঃ চুরি।
২. আত্মকথা—কুসুমের মাস ঃ প্রার্থনা, কবিতা, ব্যর্থকবি, সখী। নষ্টচাঁদ ঃ প্রথম গ্রীষ্ম, কোনপথে। পুনর্ণবা ঃ ইতিহাস, আশা, বিশ্রাম, পশ্চাতের আমি, নবজাতক, খেয়া, বৈরাগযোগ। জানালা ঃ অগ্রদানী, পদধ্বনি।
৩. তত্ত্ব—নষ্টচাঁদ ঃ বোধন, ভঙ্গুর প্রবাল, সৈনিক মৈনাক হও, রাত্রি এলো, হেথা নয় হেথা নয়, গোপনীয়। পুনর্ণবা ঃ যাত্রা, গণ্ডি। ছায়ার আলপনা ঃ নেশা, পতঙ্গবত্তা, রাজা, ছাগল, ফানুস, ভোট। জানালা ঃ মূর্তি, বান।
৪. কাব্যরসোদ্গার—পুনর্ণবা ঃ শীলাভট্টারিকা।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে অজিত দত্ত বাংলাভাষার স্বাভাবিক প্রব-

ণতাকে স্বীকার করে প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য আঠার মাত্রাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। কলাবৃত্তে রচিত একটি সনেট ব্যতীত তাঁর সনেটের ছন্দ সর্বত্রই আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত। এর মধ্যে ২৫টিতে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে। সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে মোহিতলাল-পন্থী কবি। মোহিতলালের মতই তিনি প্রবহমান ছন্দে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষট্‌কে বাহিত না করে ক্লাসিকাল সনেটের উপবিভাগগুলো যথাযথ রক্ষা করেছেন। বস্তুত ক্লাসিকাল সনেটের ঘনাপিনদ্ধ গঠন-সৌষ্ঠব তাঁর আবেগতপ্ত শান্ত সমাহিত মিতভাষী কবিচেতনার মাধ্যম হিসাবে রূপলাবণ্যে অনিন্দ্য-সুন্দররূপ পরিগ্রহ করেছে। এই দিক থেকে তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী।

১১

বুদ্ধদেব বসু

আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) তরুণ বয়স থেকেই সনেট রচনায় উৎসাহী-শিল্পী। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা'র প্রথম সংস্করণে (১৯৩০) ৪টি সনেট সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪০) আরো ১৬টি নতুন সনেট সংযুক্ত হয়েছে। নতুন সংকলিত সনেটগুলি প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলিরই সমসাময়িক। অর্থাৎ ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ এর মধ্যে লেখা।[১৬] অজিত দত্তের মতই কবি অত্যন্ত তরুণ বয়স থেকেই সনেট-কলাকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই আকর্ষণ তাঁর ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'যে আঁধার আলোর অধিক' পর্যন্ত সমান ভাবে অবিচলিত। তাঁর চতুর্দশ পদের কবিতার সংখ্যা ৬৮টি। কাব্যগ্রন্থানুসারে এগুলির সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ বন্দীর বন্দনা (২য় সং-১৯৪০)-২০, পৃথিবীর প্রতি (১৯৩৩)—৫, কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩৭)—২, ২২শে শ্রাবণ (১৯৪২)—১, দময়ন্তী (১৯৪৩)—৪, দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮)-১, যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮)-৩৫।

এই ৬৮টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র কবিতাটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত এবং 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র একটি মিলহীন ও তিনটি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলের চতুর্দশী। অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সনেটের সংখ্যা সর্বমোট

৬৩টি। 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র পূর্ববর্তী ৩২টি সনেটে কবি মুখ্যত পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয় রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। স্তবকগঠনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি-সম্মত। এর মধ্যে একটি ৪+৪+৬ এবং পঁচিশটি ৮+৬ ক্লাসিকাল-পন্থী স্তবকে বিন্যস্ত। পাঁচটি এক স্তবকে গঠিত। একটি মাত্র সনেট ৭½+৬½ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র ৩১টি সনেটে তিনি সনেটের ছন্দ, মিল ও স্তবকসজ্জার নবনব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। এই পর্যায়ের ২৫টি সনেটের ৪+৪+৩+৩ স্তবকগঠন ক্লাসিকাল রীতিনিষ্ঠ। বাকি ৬টির মধ্যে 'অসহনীয়' ও 'অপেক্ষা'র ৩+৩+৪+৪, 'কর্কটক্রান্তি' ও 'না লেখা কবিতার প্রতি-৩'-এর ৪+৩+৩+৪, 'না লেখা কবিতার প্রতি-২' -এর ৪+৩+৪+৩ এবং 'ঋতুর উত্তরে'র ৩+৩+৩+৩+২ স্তবকবিন্যাস নিঃসন্দেহে অভিনব। সর্বশেষ সনেটটির তের্জারিমা পদ্ধতির স্তবকসজ্জা অজিত দত্ত ও জীবনানন্দ দাশের কিছু সনেটে আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বাকি পাঁচটি সনেটের উল্লিখিত অভিনব স্তবকগঠন বুদ্ধদেবের নবনব উন্মেষশালিনী কবিপ্রতিভার নিজস্বসৃষ্টি।

বুদ্ধদেবের ২৩টি সনেট পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। এইগুলির মিলগ্রন্হন ও গঠনবিন্যাসে এই রীতির প্রতি তাঁর গভীর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। ২৩টির মধ্যে ২২টি সনেটে অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্কের এবং ষট্‌কের দুই ত্রিকবন্ধের উপবিভাগ আছে যথাক্রমে ২১টি ও ১৮টি সনেটে। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসও তাঁর পেত্রার্কান-রীতিনিষ্ঠার পরিচয়বাহী। ২২টি সনেট দুই মিলের সংবৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া, একটি মাত্র সনেটের অষ্টকে বিবৃতধর্মী দুই মিল। ষট্‌কের মিল দুটি বা তিনটি, মিলবিন্যাসে ন' প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ

১ তপত তপত বন্দীর বন্দনা ঃ প্রেম ও প্রাণ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, কোন অভিনেত্রীর প্রতি-১, ২।

২ তপপ ততপ-বন্দীর বন্দনা ঃ মোরা তার গান রচি। কঙ্কাবতী ঃ ক্ষমাপ্রার্থনা।

৩. তপত ঙঙপ—বন্দীর বন্দনা ঃ বিজয়িনী, পরাজিতা।

৪. তপঙ পঙত—বন্দীর বন্দনা ঃ বিবাহ।

৫. তপঙ ঙপত—কঙ্কাবতী ঃ ধন্যবাদ।

৬. তপঙ তপঙ—দময়ন্তী ঃ উৎসর্গ-কবিতা।

৭. তপঙ তঙপ—দময়ন্তী ঃ ইলিশ।

৮. তপতপঙঙ—পৃথিবীর পথে ঃ তবু তোমা ভুলি নাই, তোমারে বেসেছি ভাল।

৯. তপতপকক—পৃথিবীর পথে ঃ প্রথম চুম্বন।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের ষট্কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। অষ্টম ও নবম বিভাগের তিনটি সনেটের ষট্কের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ক্লাসিকাল-রীতির পরিপন্থী। এ ছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিভাগের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ষট্ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত করে কবি সংবৃত মিলের প্রতিকূলতা সার্থকভাবেই জয় করেছেন। বাকি বিভাগের ষট্কের মিল বিবৃতধর্মী এবং রীতিনিষ্ঠ ক্লাসিকাল সনেটের অনুগত।

এই ধারার সনেটগুলির বহিরঙ্গের মিলনগ্রন্থনই শুধুমাত্র পেত্রার্কীয় নয়, অধিকাংশ সনেট আভ্যন্তর সঙ্গতিকেও এই রীতির বিশ্বস্ত অনুসরণ। প্রায় পনেরটি সনেটের অষ্টক-ষট্কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবি ক্লাসিকাল সনেট কলাকৃতি-বোধের অভ্রান্ত প্রমাণ রেখেছেন। এই পনেরটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি চতুর্বিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. উপমান থেকে উপমেয়- বন্দীর বন্দনা ঃ প্রেম ও প্রাণ-১, ৩, ৪, ৫, ৬।

২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ- বন্দীর বন্দনা ঃ প্রেম ও প্রাণ-২, ৭, ৮, ৯, ১0, পরাজিত। কঙ্কাবতী ঃ ক্ষমাপ্রার্থনা। দময়ন্তী ঃ ইলিশ।

৩. কারণ থেকে কার্য— বন্দীর বন্দনা ঃ বিজয়িনী।

৪. কার্য থেকে কারণ- কঙ্কাবতী ঃ ধন্যবাদ।

বুদ্ধদেব বসুর পেত্রার্কান সনেটগুলি লিখিত হয় তাঁর আঠার থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে। অধিকাংশই আঠার থেকে একুশ বৎসর বয়সের রচনা। অর্থাৎ একেবারে তরুণ বয়সেই তিনি ক্লাসিকাল সনেট রচনায় সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। উদাহরণত তাঁর তরুণ বয়সের একটি সনেট উদ্ধৃত করছি।

দরিদ্রবালক যথা অভিনয়-ভবন-দুয়ারে—
এ চরণ রাজপথে, অন্যপদ মর্মর সোপানে—
বাসনা-বিষণ্ন-দৃষ্টি মেলি’ দিয়া রম্য-হর্ম্য-পানে
নিঃশব্দ নিঃশ্বাস-পাতে নিন্দে নিজ বিত্তহীনতারে ঃ
প্রহর অতীত হয় ; প্রেক্ষাগৃহ মগ্ন অন্ধকারে ;
রঙ্গমঞ্চে জ্বলে আলো, মূর্ছে বায়ু কাব্যে আর গানে—

উৎসুক শ্রবণ-পথে সেই সুর পশে তার প্রাণে
স্বপ্নের আলাপ সম। জাগে মন আনন্দ-জোয়ারে :-

তেমনি আমিও, প্রেম, শুধু তব ঈষৎ আভাস
লভিয়াছি এ জীবনে ;—অঙ্গুলি পরশ একবার!
তবু পৃথ্বী পদাপন্না, অঙ্গুরীয় সম মহাকাশ।
সবিস্ময়ে ভাবি মনে : ক্ষীণতম সঙ্গেতে যাহার
ক্ষণে ক্ষণে জন্ম-মৃত্যু, অশ্রুজলে-অম্বুধি-উচ্ছ্বাস—
সম্পূর্ণ প্রকাশ তার না জানি কি আশ্চর্য অপার!

[প্রেম ও প্রাণ-১ : বন্দীর বন্দনা, পৃঃ ৭১]

সনেটটি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। অষ্টকবন্ধ দুই মিলের সংবৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া। দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত ষট্‌কের মিলও দুটি-মিলবিন্যাস বিবৃত। অষ্টকে রয়েছে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকামী একটি দরিদ্রবালকের উপমান। অভিনয় ভবনের কাব্যগানের ঈষৎ আভাসে যার হৃদয়ে জেগেছে আনন্দজোয়ার। কবি কিশোরের হৃদয়ে প্রেমের প্রথম ইঙ্গিত কি অসীম ব্যঞ্জনায় আনন্দবহ হয়ে উঠেছিল কবি তারই স্বরূপ উন্মোচন করেছেন ষট্‌কবন্ধে। অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তন-সন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাবপ্রবাহ উপমান থেকে উপমেয়ে আবর্তিত হয়েছে। ক্লাসিকাল সনেটের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ-রূপের এই বিশুদ্ধ রূপায়ণ বুদ্ধদেব তরুণ বয়সেই সম্ভব করে তুলেছিলেন।

বুদ্ধদেবের শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত সনেটের সংখ্যা পনের। তার মধ্যে চারটিতে ৪+৪+৪+২ বিভাগ আছে। অধিকাংশ সনেটের গঠন বিচিত্র এবং মিলবিন্যাসও রীতিনিষ্ঠ নয়। প্রায়শই কোন না কোন চতুষ্কের মিল সংবৃতধর্মী। গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. কখখক। গঘঘগ। তপপত। ঙঙ-বন্দীর বন্দনা : মানুষ-১, ২, ৩, ৪,।

১ক. কখখক গঘঘগ। তপপত ঙঙ— ২২শে শ্রাবণ : রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

২. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ ঙঙ-দময়ন্তী : শান্তিনিকেতনের বর্ষা।

৩. কখখক গঘঘগ তপত পঙঙ—যে আঁধার আলোর অধিক : রাত তিনটের সনেট-২।

৪. কখকখ। গঘগঘ। তপত পঙঙ—যে আঁধার আলোর অধিক :

কেন ?

৫. কখখক গঘঘগ। তপপ তঙঙ-যে আঁধার আলোর অধিক ঃ রবীন্দ্রনাথ, নেশা, না লেখা কবিতার প্রতি-১, আটচল্লিশের শীতের জন্য-১।

৬. কখখক। গঘগঘ। তপত পঙঙ-যে আঁধার আলোর অধিক ঃ আটচল্লিশের শীতের জন্য-২।

৭. কখখক খগগখ। গতত। গপপ-যে আঁধার আলোর অধিক ঃ আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩।

৮. কখকখ গঘগঘ তঘঘ তপপ-যে আঁধার আলোর অধিক ঃ ল্যান্ডস্কেপ।

উল্লিখিত সনেটগুলির শেষ দুই বিভাগের দুটি ছাড়া অন্য সর্বত্র শেকস্‌পীয়র-পন্থী সাত মিল ব্যবহৃত হয়েছে এবং অন্তিমেও মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের সনেটটি ব্যতীত অন্যত্র কোন না কোন চতুষ্কের মিলপদ্ধতি সংবৃতধর্মী। প্রথম বিভাগের ৪টি সনেটে তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকভাগ আছে কিন্তু পরবর্তী বিভাগের কোন সনেটেই এই বিশিষ্ট শেকস্‌পীরীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। তৃতীয় থেকে অষ্টম বিভাগের ন'টি সনেটের শেষ ছয় পঙ্‌ক্তির গঠন অভিনব। এগুলির প্রতিক্ষেত্রেই ষট্‌ক ৩+৩ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী কবিরা শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌কের সংমিশ্রণে এক ধরণের সমন্বয়ধর্মী মিশ্ররোমান্টিক সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু এই সনেটগুলি ঠিক মিশ্র রোমান্টিক রীতিরও নয়। এগুলির প্রত্যেকটির অন্তিমেই মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। গঠন যাই হোক এদের সামগ্রিক মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীয়র-পন্থী। মিশ্র রোমান্টিক সনেটের প্রভাব এগুলির মধ্যে বর্তালেও এই সনেটগুলি মূলত ভঙ্গ ও শিথিল রীতির শেকস্‌পীরীয় সনেট। তবে এগুলির ষট্‌ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত করার ফলে অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের দীপ্তি বহুল পরিমাণে ম্লান হয়েছে। বস্তুত সনেট-কলাকৃতির পরীক্ষা হিসাবে বুদ্ধদেবের এই সনেটগুলি নিঃসন্দেহে অভিনব। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

> এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি—
> অভ্যুদয়, পতন, পথ্য, সেবা, স্বাধীনতা। কোনো
> হাত নেই ইতিহাসে। অর্থ আর মোক্ষের প্রগতি
> আনেননি বাল্মীকি, ভার্জিল, সাফো। তবে কেন—কেন ?

ব্যর্থ কাম, ক্রোধের তৃপ্তির জন্য! প্রতিহিংসার
ছদ্মবেশ? বিকল অহমিকার কুটিল চাতুরী?
না কি শুধু—অন্য কিছু নেই বলে—এই ছলে কালের প্রহার
ভুলে থাকা? · কেন বলো! এই প্রশ্ন-মনে হয়-মৌলিক, জরুরি।

কিন্তু কোন উত্তর কোথাও নেই। সবচেয়ে কম
কবির আলস্যময় উচ্চারণে, যেন সে নিজেরে কোনোদিন
শুধায় নি উদ্দেশ্য, কারণসূত্র, উৎসর্গের নিহিত নিয়ম;

শুধু, কোনো অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন—
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মত জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।

[কেন? : যে আঁধার আলোর অধিক, পৃ. ৩৪]

শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটটির মিলবিন্যাস ও গঠনই মাত্র অভিনব নয়, এর আঠার-বাইশ মাত্রার পঙ্‌ক্তিযোজনা ও বোদ্‌ল্যার-সুলভ বাচনভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে অভিনব।[১৭] 'যে আঁধার আলোর অধিক' পর্যায়ের সনেটগুচ্ছে প্রকরণগত এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু প্রকরণের দিক থেকেই নয়, এই গ্রন্থের সনেটগুলি চিন্তা ও আবেগের সমন্বয়ে ধাতবকঠিন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

বাংলা সনেটের আদি পর্ব থেকে শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক-সমন্বয়ে এক জাতীয় মিশ্র রোমান্টিক সনেট লিখিত হয়েছে। 'আধুনিক' পর্বের কবিরা এই রীতিকে বিশিষ্ট সনেট-রীতির মর্যাদা দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের প্রায় উনিশটি সনেট এই রীতিতে রচিত। এই সনেটগুলির অষ্টকে চার মিল, দুই চতুষ্কের গঠন কখনো সংবৃত কখনো বিবৃত। ষট্‌কের মিল দুটি বা তিনটি, ষট্‌ক প্রায়শই দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত, মিলবিন্যাসও বিবৃতধর্মী। গ্রন্থানুসারে এই উনিশটি সনেট হলো :

পৃথিবীর পথে : অসূর্যম্পশ্যা, সুদূরিকা। দয়মন্তী : কোনো কবি বন্ধুর প্রতি। যে আঁধার আলোর অধিক : স্মৃতির প্রতি-১, ২, ৩, কোনো কুকুরের প্রতি, নির্বাসন, রাত্তিনটের সনেট-১, স্বর, মরুপথ, কবি : তার ক্ষমতার প্রতি, সনাতন সংকট, দুই পাখি, মিল ও ছন্দ, মধ্যসমুদ্রে, স্টিল লাইফ, প্রেমিকের গান, এক তরুণ কবিকে।

মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে রচিত কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি ঃ

তোমার নরম হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারি না।
এত ছোটো, এমন দূরত্বে ভরা, অথচ কেমনে
ছড়ায় ফুলের রেণু, স্পর্শময়, এই নির্বাসনে,
বয়ে যায় তৃষ্ণার পাথর কেটে আঁধার ঝরনা—

অরণ্যে, হারিয়ে পথ চোখে যাকে দ্যাখে না পথিক,
কানে শোনে প্লাবন, চুম্বন, অবিরাম। বুঝিনি এমন হবে
বিরাট পরিশ্রম শেষ হ'লে। বহু কষ্টে, গতানুগতিক
গ্রামের আমের বন পার হ'য়ে, হিমেল গৌরবে

অবরোধ গড়েছি আকাশ ছুঁয়ে ; টাক-পড়া পিছল দেয়াল,
সাতপল্লা কাঁটাতার, ভাঙা কাচ বিলোল দাঁতের মতো ;-
ভয় নেই, ক্ষমা নেই, নেই কোন ঋতুর করুণা।

কিন্তু এই দুর্গ আজো টিকে আছে, না-ব'লে, অনবরত
তুমি তাকে ছুঁয়ে আছো ব'লে। নির্মাণের অসীম জঞ্জাল
তোমারই অভাব দিয়ে ভরা। তাকে ছাড়াতে পারি না।
[নির্বাসন ঃ যে আঁধার আলোর অধিক, পৃ.২৮]

বুদ্ধদেব 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের ছ'টি সনেটে প্রচলিত সমস্ত সনেট-রীতিকে উপেক্ষা করে স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের বিচিত্র পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। গঠন ও মিলবিন্যাস অনুসারে এই সনেটগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. স্তবকবন্ধ ঃ ৩+৩+৪+৪
কখখ কগগ। ঘচঘচ তপতপ—অসহনীয়।
কখখ। গগক ঘচঘচ। তপপত—অপেক্ষা।

২. স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৩+৩+৪
কখখক। গঘগ। চঘচ। খতখত—কর্কটক্রান্তি।
কখকখ গঘঘ। চতত। তপতপ—না-লেখা কবিতার প্রতি-৩।

৩. স্তবকবন্ধ ঃ ৪+৩+৪+৩
কখকখ। গকগ ঘততঘ। তপপ—না-লেখা কবিতার প্রতি-২।

৪. স্তবকবন্ধ ঃ ৩+৩+৩+৩+২

কখক গখগ ঘচঘ। তচত। পপ—ঋতুর উত্তরে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে চতুর্বিধ অভিনব স্তবকবন্ধে গঠিত ছ'টি সনেটের মিলগ্রন্থনও বিচিত্র। শেষ সনেটটির স্তবকবিন্যাস তের্জারিমা পদ্ধতির। জীবনানন্দ ও অজিত দত্ত এই রীতিতে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ওঁদের মত এক্ষেত্রে তের্জারিমা মিল-পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। তাঁর প্রথম বিভাগের দুটি সনেটের গঠন প্রচলিত সনেট ধারার ঠিক বিপরীত—অর্থাৎ প্রথমে ষট্ক পরে অষ্টক। তাঁর পরীক্ষামূলক বিচিত্রধর্মী একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

হায় বীর, বিজয়ী রাজার দীপ্তি। বহু দূরে, বহুদিন পরে
অরণ্যে ঝর্ণার জলে উতরোল 'অর্জুন! অর্জুন!'—
দিগন্তে ঝড়ের মতো অগ্রসর ক্ষুধার শকুন

যে নক্ষত্রে ঠেকে গেলো, সেই লক্ষ্মী-মাটির মিশরে
অন্নদাতা যোসেফের ব্যক্তিময় 'আমি! সেই আমি!'
—নতুবা প্রাণের ছিলা টান রেখে, বাউণ্ডুলে, উন্মূল, অনামী,

মৃত্যুরে তাকিয়ে দেখা হয়তো বা ইস্তাম্বুলে বস্তির বল্মীকে।...
কিন্তু কোনোটাই নয়। কোনোমতে তৈরি থাকে রুটি,
ধোপার খরচ টানি, পাণ্ডুলিপি নির্দিষ্ট তারিখে—
এমনকি কেউ-কেউ বলে নাকি অমুক বাবুটি

রীতিমতো ভদ্রলোক! তাহ'লে কি এখানেই সীমা?
ভগবান, ভগবান, অন্তত এটুকু দাও, যাতে
পারি কোন কবিতার ছায়াভরা জ্যোৎস্নায় বোঝাতে
আমরও আঁতুড় ছিলো দেবতায় বিধ্বস্ত নীলিমা।

[অসহনীয় ঃ যে আঁধার আলোর অধিক, পৃ. ৪০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন ফরাসি কবি এই গঠন ও মিল-বিন্যাসে কিছু সনেট লিখেছিলেন[১৮]। এই ধারার সনেট রচনায় বুদ্ধদেব খুব সম্ভবত তাঁদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সনেট-কলাকৃতির পরীক্ষা হিসাবে তাঁর এই সনেটগুলি অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু রূপনিষ্ঠ সনেটের মূল প্রকৃতির স্বরূপ-উদ্ভাস এখানে প্রত্যাশা করা বৃথা।

অধ্যাপিকা ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী বুদ্ধদেবের ‘যে আঁধার আলোর অধিক’ কাব্যগ্রন্থের ষোল চরণে রচিত ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’, ‘নবম প্রণয়’, ‘মুক্তির মুহূর্ত’ ও ‘সর্বেশ্বরী’ শীর্ষক চারটি কবিতাকে সনেট বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] এই গ্রন্থে ‘ফাউস্টের গান’ ও ‘পঞ্চাশের প্রান্তে’ নামক আরো দুটি ষোল পঙ্‌ক্তির কবিতা রয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিতে ক্লাসিকাল রীতির সনেটের অন্তিমে তিনাধিক পঙ্‌ক্তির পুচ্ছযুক্ত সনেত্তো কাউদাতো নামে একধরণের সনেট রচনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এই পুচ্ছের মিলবিন্যাসের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। পুচ্ছের প্রথমেই থাকবে চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির মিলবাহী একটি অর্ধ পঙ্‌ক্তি, তারপরে একটি নতুন মিলের যুগ্মক। নতুন নতুন মিল সজ্জায় এই পুচ্ছ অনেক দীর্ঘ আকার গ্রহণ করতে পারে। ইতালিতে এই পুচ্ছযুক্ত বিশিষ্ট সনেট-রীতি হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা রচনাতেই প্রধানত ব্যবহৃত হতো। ইতালীয় সাহিত্যে এই নবরীতির প্রথম সার্থক রূপকার হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর কবি আন্তোনিয়ো পুচ্চি, ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রাঞ্চেস্কো বের্নি ও ঊনবিংশ শতকের কাদুচ্চি এই ধারার বিশিষ্ট কবি। ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টনও এই রীতিতে একটি সনেট রচনা করেছেন।[২০] বুদ্ধদেব বসুর ষোল পঙ্‌ক্তির উল্লিখিত ছ’টি কবিতায় সনেত্তো কাউদাতো-রীতি অনুসৃত হয়নি। এই ছ’টি কবিতার গঠন ও মিলবিন্যাস পদ্ধতি দেখে মনে হয় তিনি ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’, ‘নবম প্রণয়’ ও ‘মুক্তির মুহূর্ত’ শীর্ষক তিনটি কবিতায় ষোল পঙ্‌ক্তির সনেট রচনায় অভিনব পরীক্ষা করেছেন। অন্য চারটিতে তেমন কোন প্রচেষ্টা ছিল বলে মনে হয় না। উল্লিখিত তিনটি ষোল পঙ্‌ক্তির কবিতার অষ্টক শেকস্‌পীয়র-পন্থী চার মিলের দুই চতুষ্কে গঠিত। পরবর্তী আট পঙ্‌ক্তির প্রথমে রয়েছে পেত্রার্কান-রীতির দুটি ত্রিক; অন্তিম দুই পঙ্‌ক্তি পূর্বের ছ’পঙ্‌ক্তির সঙ্গে মিল সূত্রে সংযোজিত। সনেট রচনায় কবির নিত্য নতুন পরীক্ষার উদাহরণ হিসাবে এখানে ষোল পঙ্‌ক্তির একটি সনেটকল্প কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি ঃ

বর্তমানে কাব্যে আমি রাজা,
গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি।
কুঞ্জবনে মরণ রটে তাজা,
কিন্তু আরেক রক্তরাঙা কুঁড়ি

দুলিয়ে দেয় স্বনিত স্বপ্নেরা
হিমের ক্ষীণ বৃন্তে টলোমলো।—
দেশান্তরে, লবণ-জলে ঘেরা,
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে জ্বলো ?

কোন দ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে
বাঘের মতো নিদাঘে ডাক দিলে,
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি

পাতার লালে মাতাল নিঃস্বেরা !
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উষার,
ছদ্মবেশে ব্যর্থ করে তুষার।

- হতেম, হায় কবির শিরোমণি,
গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা !

[গ্যেটের অষ্টম প্রণয় ঃ যে আঁধার অলোর অধিক, পৃ. ৬৫]

বুদ্ধদেবের ৬৩টি সনেটের মধ্যে ২৭টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবিতা সংখ্যাসহ এই পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

পৃথিবীর প্রতি ঃ মানুষ—৪, প্রেম ও প্রাণ ১০, কোন অভিনেত্রীর প্রতি—২। যে আঁধার আলোর অধিক ঃ স্মৃতির প্রতি-৩, রাত তিনটের সনেট-২, না-লেখা কবিতার প্রতি-৩, আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩।

কবিবন্ধু অজিত দত্তের মতই বুদ্ধদেব মূলত প্রেমকেন্দ্রিক কবি। 'আধুনিক' কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমাজ সচেতনতা তাঁর কাব্যে সোচ্চার নয়, কিন্তু জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। সনেট তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান ও প্রিয় কাব্যমাধ্যম। ফলত তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ তাঁর সনেট ধারার মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত। বৈচিত্র্যানুসারে তাঁর ৬৩টি সনেট নিম্নলিখিত আট পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

১. আত্মকথা—বন্দীর বন্দনা ঃ মানুষ—১-৪। দময়ন্তী ঃ কোনো কবিবন্ধুর প্রতি। যে আঁধার আলোর অধিক ঃ স্বর, কবি ঃ তার ক্ষমতার প্রতি, অসহনীয়, ঋতুর উত্তরে, মধ্যসমুদ্রে, স্টিল লাইফ।

২. প্রেম—বন্দীর বন্দনা ঃ প্রেম ও প্রাণ—১-১০, বিজয়িনী, পরাজিতা। পৃথিবীর পথে ঃ অসূর্যম্পশ্যা, সুদূরিকা, তবু তোমা ভুলি নাই, তোমারে বেসেছি ভাল, প্রথম চুম্বন। কঙ্কাবতী ঃ ক্ষমাপ্রার্থনা, ধন্যবাদ। যে আঁধার আলোর অধিক ঃ স্মৃতির প্রতি—১-৩, নির্বাসন, অপেক্ষা, প্রেমিকের গান—১।

৩. ব্যক্তিসমালোচনা-বন্দীর বন্দনা ঃ কোনো অভিনেত্রীর প্রতি-১, ২।

৪. তত্ত্ব—বন্দীর বন্দনা ঃ বিবাহ, মোরা তার গান রচি। দময়ন্তী ঃ উৎসর্গ-কবিতা। যে আঁধার আলোর অধিক ঃ রাত তিনটের সনেট ১, ২. মরুপথ, কেন? সনাতন সংঘর্ষ, দুই পাখী, নেশা, কর্কটক্রান্তি, আটচল্লিশের শীতের জন্য —১-৩, এক তরুণ কবিকে।

৫ কবিতর্পণ—২২শে শ্রাবণ ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতি। যে আঁধার আলোর অধিক ঃ রবীন্দ্রনাথ।

৬ প্রকৃতি—দময়ন্তী ঃ শান্তিনিকেতনে বর্ষা, ইলিশ। যে আঁধার আলোর অধিক ঃ ল্যান্ডস্কেপ।

৭ ব্যঙ্গ—যে আঁধার আলোর অধিক ঃ কোনো কুকুরের প্রতি।

৮. সারস্বত কথা-যে আঁধার আলোর অধিক ঃ মিল ও ছন্দ, না লেখা কবিতার প্রতি—১-৩।

বুদ্ধদেবের সনেটে বিচিত্র বিষয়নিষ্ঠা থাকলেও তিনি যে মূলত প্রেমেরই কবি তারও সার্থক পরিচয় তাঁর সনেটগুলি। তাঁর প্রেম-চেতনা আবেগস্পন্দিত, উচ্ছল এবং দেহকামনায় আরক্তিম। তবে দেহ-বাদই তাঁর প্রেমের শেষ সীমা নয়। তাঁর ধারণায় কামনার কারাগারে বন্দী শাপগ্রস্ত মানুষের অভিশাপ মুক্তির পথ হলো প্রেম। তাই অন্ধ-কাম ও জ্যোতির্ময় প্রেমের মিলন—কবির ভাষায় 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়'ই কবির জীবনসাধনা। এই দুঃসাধ্য সাধনায় কবি যে সফল হয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র কবিতাগুচ্ছে। বুদ্ধদেবের প্রেমচেতনার এই উজ্জীবন ও রূপান্তর এবং তাঁর জীবনসাধনায় প্রেমদর্শনের কাব্যসুরভিত অভি-ব্যক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন ধরা পড়েছে তাঁর সনেটগুচ্ছে।

বুদ্ধদেবের সমগ্র কবিজীবন বিষয়বস্তু ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্দীপ্ত। সনেট কলাকৃতির পরীক্ষার কথা আগেই বলেছি

—এই পরীক্ষা সনেটের গঠনবিন্যাসে যেমন ক্রিয়াশীল, সনেটের ছন্দভাষা বিষয়েও তেমনি সক্রিয়।

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের 'উত্তরকথনে' কবি 'বাকছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দে'র মিলন সাধনের জন্য ছ'টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কবির বিশ্বাস ছিল ঐ সূত্রের অনুশাসনগুলি মেনে চললে 'গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগসঞ্চারী স্বভাবের' সার্থক মিলন ঘটবে। কবি তাঁর কাব্যসাধনার এই অনুশাসনগুলি 'দময়ন্তী'-পরবর্তী পর্বে মান্য করার ফলে তাঁর সনেটগুলি বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের এবং চিন্তার সঙ্গে আবেগের মিলনে-মিশ্রণে নবসার্থকতা পেয়েছে।

বুদ্ধদেব বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলনের জন্য যে ছন্দকে প্রধানরূপে গ্রহণ করেছিলেন তা হলো মিশ্রবৃত্ত ছন্দ। তাঁর ৬৩টি সনেটের মধ্যে ৬১টিই এই ছন্দে রচিত। কথ্যভাষা-রীতি ব্যবহারের জন্য তাঁকে অনিবার্যভাবেই প্রবাহমান ছন্দের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। সনেটে মাত্রা যোজনাতেও তাঁর পরীক্ষা অন্তহীন। ৬৩টি সনেটের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি ৩১টি লিখেছেন আঠার মাত্রায়; মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে বাইশ মাত্রায় লিখেছেন 'পৃথিবীর পথে'র 'সুদূরিকা'। ছাব্বিশ মাত্রায় রচিত হয়েছে 'পৃথিবীর পথে'র 'তবু তোমাকে ভুলি নাই', 'তোমারে বেসেছি ভাল', 'অসূর্যম্পশ্যা', 'প্রথম চুম্বন' ও 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র 'স্মৃতির প্রতি-২' সনেটপঞ্চক। বাংলা সনেটের স্বাভাবিক ছন্দ চোদ্দ বা আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত। উল্লিখিত ছ'টি সনেটে কবি যেমন তাকে প্রলম্বিত করেছেন তেমনি আবার 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র 'স্মৃতির প্রতি-৩' ও 'আটচল্লিশের শীতের জন্য'-৩, শীর্ষক দুটি সনেটে তাকে দশ মাত্রায় সংহত করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের অন্যদুটি সনেট 'প্রেমিকের গান' ও 'একজন তরুণ কবিকে' দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র ২২টি সনেটে কবি ১৪/১৮, ১৮/২০, ১৮/২২, ১৮/২৬ কিংবা ২০/২৬ মাত্রার অসম চরণের সমন্বয়ে সনেট রচনা করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেও সনেট-রীতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন।[২১] কারণ একই সনেটে দুই মাপের চরণ বিন্যাসের ফলে সনেটের গঠনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সনেটের গঠন, মিলবিন্যাস এবং ভাষা ও ছন্দের নব নব পরীক্ষায় বুদ্ধদেবের কবিপ্রতিভা নিয়ত তৎপর। এই পরীক্ষা কখনো ব্যর্থ, কখনো সার্থকতায় মণ্ডিত। তবে সনেটের বিষয়বস্তু ও প্রকরণের এই

পরীক্ষা তাঁর নবনব উন্মেষশালিনী কবিপ্রতিভারই সাক্ষ্যবাহী। গতানুগতিক পথ অনুসরণ করে নয়, পরীক্ষার দুর্গম পথেই· তিনি সিদ্ধির সোপানে আরোহণ করতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই বিচিত্রমুখী পরীক্ষা বাংলা সনেটের সীমাকে প্রসারিত করে তার জীবনীশক্তিরই উদ্দীপন ঘটিয়েছে।

১২

বিষ্ণু দে

এ পর্বের বিশিষ্ট কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) বাংলা সাহিত্যের একজন কুশলী সনেট শিল্পী। ১২৩টি চোদ্দ পঙ্‌ক্তির কবিতা লিখেছেন তিনি। এর মধ্যে ১টি মিলহীন, ২টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে এবং ২৯টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী। বাকি ৯১টি সনেট। গ্রন্থানুসারে তাঁর সনেট সংখ্যা নিম্নরূপঃ উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩)-২, চোরাবালি (১৯৩৭)-৬, পূর্বলেখ (১৯৪১)-১৭, সাতভাই চম্পা (১৯৪৫)-১২, সন্দীপের চর (১৯৪৭)-১, অন্বিষ্ট (১৯৫০)-৫, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৩)-১, আলেখ্য (১৯৫৮)-১৪, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)-৮, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩)-২, সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৬)-৫, দশাবাস্য দিবানিশি (১৯৭৪)-৫, চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর (১৯৭৫)-৭, উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭)-৬।

দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থে বিষ্ণু দের শিল্পপ্রকরণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'পেত্রার্ক, শেকস্‌পীয়র, স্পেনসারের কোনো বিশেষ রীতি তিনি অনুসরণ করেন নি। তবে বাংলা সনেটের যা-যা আধুনিক লক্ষণ, যথা ৮+১০=১৮ মাত্রার চরণ রচনা, প্রবহমনতা, তিন চরণের স্তবক রচনা প্রভৃতি সব রকম পরীক্ষাই বিষ্ণু দে করেছেন।'[২২] বিষ্ণু দের সনেট-রীতি সম্পর্কে অধ্যাপিকা ত্রিপাঠীর প্রথম উক্তিটি সত্য নয়। তিনি পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীরীয় উভয় রীতিতেই অনেকগুলি সনেট লিখেছেন। এমন কি, যে স্পেনস্‌রীয় রীতিকে বাঙালি কবিরা আদৌ পছন্দ করেন নি, সেই রীতিতেও তাঁর একটি সনেট রচিত হয়েছে। অবশ্য সনেটের ছন্দ, স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের নতুন প্রয়োগেও তাঁর উদ্ভাবনী কবিপ্রতিভা নিত্য ক্রিয়াশীল। তাঁর ৯১টির মধ্যে ৬১টি সনেট স্তবকবিন্যাসে প্রচলিত রীতির অনুবর্তী। এর মধ্যে ১৯টি ৮+৬, ১টি ৪+৪+৬, ২টি ৮+৪+২, ২টি ৪+৪+৩+৩, ৮টি ৪+৪+৪+২ এবং ২৯টি চোদ্দ-

পঙ্‌ক্তির এক স্তবকবন্ধে রচিত। কিন্তু ৩০টি সনেটের স্তবকবিন্যাস অভিনব। যেমন–

পূর্বলেখ—চতুর্দশপদী-১ ঃ ৮+৫+১, চতুর্দশপদী-৮ ঃ ৪½+৯½, চতুর্দশপদী-১১ ঃ ৮+১+২+৩, চতুর্দশপদী-১৪ ঃ ৩½+১০½। সাত ভাই চম্পা—এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে ঃ ৭+৭। সন্দীপের চর—শালবন ঃ ৯+৫। অন্বিষ্ট-শুশুনিয়া ঃ ৭+৭। প্রতীক্ষা ঃ ১০+৪। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার– শান্তির শরতে এসো ঃ ৫+৪+৫। আলেখ্য- কোনার্ক-২ ঃ ২+২+৬+৪। সে বলে ঃ ৬+৮। তাই শিল্পে ঃ ৪+৪+৫+১। জন তিনেক ভগ্ন হৃদয় ঃ-১ ৪+৪+৫+১, এ যুগের সংলাপ ঃ ৬+৬+২। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ–এক ও অন্য ঃ ৩+৩+৩+৩+২ । সনেট ঃ ৫+৪+৪+১। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত—সনেট ঃ ৮+৫+১। সেই অন্ধকার চাই—নিকট বিবৃতি ঃ ৭+৭। সনেট ঃ ৫+৫+৪। ঈশাবাস্য দিবানিশি -দীর্ঘ তার হিসাব নিকাশ ঃ ৩+৩+৩+৩+২। চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর – নরলোকে লগ্ন সমাহৃত ঃ ৩+১+৪+৬। অতৃপ্তি, নৈর্ব্যক্তিক প্রায় ঃ ৪+৬+৪। রামরাজ্য গল্প কথা ঃ ৪+৪+৩+২+১। এক যাত্রার ঃ ১+৩+৪+৫+১ । স্বখাত কাদায় মরে ঃ ৩+৪+১+৫+১। আহা তখনই তো শিল্প মুক্ত ঃ ২+২+২+৪+৩+১। উত্তরে থাকো মৌন—আপাতত গ্লানির বর্ষায় ৪+৩+১+৪+২। বনচুরি ঃ ৪+২+৪+৪। লুব্ধ পালেহী জয় ঃ ১+৩+৩+১+৩+১+২। স্মৃতি চারণ বার্ধক্যে নয় ঃ ৪+৪+২+৪।

সন্দেহ নেই উল্লিখিত ৩০টি সনেটের স্তবক গঠনে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সনেটের নিটোল গঠন-বিন্যাসের দিক থেকে এগুলি ত্রুটিপূর্ণ। এ জাতীয় স্তবকবিন্যাস সনেট শরীরের ভিন্ন কোন অবয়ব গঠনের চিন্তা থেকে পরিকল্পিত নয়। বরং এর মধ্যে ধরা পড়েছে তাঁর রোমান্টিক কবিমানসের অস্থিরতা। সনেটের মিলবিন্যাসেও এই অস্থিরতা লক্ষ্য করব। যেন কোন ক্রমেই নির্দিষ্ট কলাকৃতির বন্ধন সহ্য করতে পারছেন না। অথচ সারাজীবনের কাব্য সাধনায় কোন পর্বেই সনেট রীতিকে বর্জন করেন নি কখনো। কবিস্বভাবের এক মৌল তাগিদ ছিল সনেট রচনায়, অথচ নির্দিষ্ট বন্ধনে সতত অস্থির–এও তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত। কবিস্বভাবে বিষ্ণু দে লিরিকাল—গীতিপ্রবণ। কিন্তু কবিধর্মে মননধর্মী। ঋজু দৃঢ় ক্লাসিকাল সংহতি কবিতার শরীর নির্মাণে ক্রিয়াশীল। ফলত কলাকৃতির দিক থেকে সনেট বিশেষ

সহায়ক। সনেট ভাবাবেগে গীতধর্মী কিন্তু গঠনে তার ক্লাসিক সংহতি। আকস্মিক কোন কারণে নয়, কবিধর্মের এই স্বভাবে সারাজীবন তিনি সনেট চর্চা করেছেন। আধুনিক কবিতার যে পর্বে প্রচল কলাকৃতিকে ভেঙে চলার কথা নেই পর্বেই তিনি সর্বাধিক সনেট রচনা করে এই কলাকৃতির প্রতি তাঁর অভ্রান্ত আকর্ষণ ব্যক্ত করেছেন। স্তবকগঠনে ও মিলবিন্যাসে তাঁর অস্থিরতা যত প্রকটই হোক তিনি রীতিনিষ্ঠ স্তবকবিন্যাসে লিখেছেন ৬১টি সনেট। তাঁর এই দক্ষতা আমরা সমান লক্ষ্য করব সনেটের রীতিনিষ্ঠ মিল যোজনায়। তাঁর পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত সনেটের সংখ্যা ১৮টি। এর মধ্যে ১৩টির অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ ও ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ আছে যথাক্রমে পাঁচ ও চারটি সনেট। প্রবহমান ছন্দের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এ ধারার সনেটের উপবিভাগ সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি কিংবা মিল্টন বা মধুসূদনের মতো সনেটের উপবিভাগ গুরুত্ব পায় নি তাঁর চিন্তায়। কিন্তু মিলবিন্যাসে পেত্রার্কান ক্লাসিকাল রীতির প্রতি ছিল তাঁর অভ্রান্ত সমর্থন। এই ধারায় ১৮টি সনেটের অষ্টকেই দুই মিল। ১৫টির অষ্টক সংবৃত চতুষ্ক যুগলে গড়া, ৩টির দুই চতুষ্কের মিলবিন্যাস বিবৃতধর্মী। ষট্‌কে দুই বা তিন মিলের বিচিত্রলীলা। সামগ্রিক ভাবে তাঁর এই ১৮টি সনেটে বারো প্রকার মিল·বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. কখখক কখখক তপত ঙঙপ। চোরাবালি—সন্ধ্যা।
২. কখখক কখখক তপঙ তপঙ। চোরাবালি—গার্হস্থ্যাশ্রম ঃ পূর্বরাগ। আলেখ্য-জন তিনেক ভগ্ন হৃদয়-৩। সেই অন্ধকার চাই- সত্য উদ্ভাসিত হলো। উত্তরে থাকো মৌন—স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়।
৩. কখখক কখখক তপঙ ঙতপ। পূর্বলেখ—চতুর্দশপদী-৮,১৩।
৪. কখখক কখখক তপঙ ঙপত। সেই অন্ধকার চাই—বেয়াত্রিচে।
৫ কখখক কখখক তপপ তপপ। পূর্বলেখ-চতুর্দশপদী-১৪।
৬. কখখক কখখক তপঙ পঙত। আলেখ্য-জন তিনেক ভগ্ন হৃদয়-১, ২। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত-সনেট।
৭. কখকখ কখকখ তপঙ পতঙ। আলেখ্য—একমাত্র মুক্তি স্রোতে।
৮. কখখক খকখক তপতপ ঙঙ। পূর্বলেখ—চতুর্দশপদী-৯।
৯. কখকখ খককখ তপপত ঙঙ। সাত ভাই চম্পা—২২শে জুন ১৯৪২।

১০. কথথক থককথ থকথক থক। উর্বশী ও আর্টেমিস—অর্ধ-নারীশ্বর।

১১. কথথক থককথ কথথক কক। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ—তুমিই সমুদ্র।

১২. কথথক কথথক কথথক কথ। ঐ—সনেট।

উল্লিখিত মিল বিভাগের শেষ তিন বিভাগের সনেট তিনটিতে কেবল মাত্র দুটি মিল। বলাবাহুল্য ক্লাসিকাল সনেটে এধরণের মিল-বিন্যাস গ্রাহ্য নয়। অষ্টম-নবম বিভাগের সনেট দুটির গঠন ও মিল-পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। এ পর্যায়ের বাকি সনেটগুলির মিলগ্রন্থন পেত্রাকীয়। তবে সনেটের বহিরঙ্গ বিন্যাসেই তিনি পেত্রার্কাকে অনুসরণ করেছেন। আভ্যন্তর সঙ্গতিতে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি আগ্রহী ছিলেন না। ফলত তাঁর এই ধারার সনেটগুলি আবর্তনসন্ধিহীন মিল্টনীয় সনেটের সগোত্র। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

মুক্তির সংবাদ আনি, পুরস্কার কি দেবে প্রেয়সী
ভ্রমর চুম্বন, নাকি দেবে প্রজাপতির চুম্বন?
বক্ষে ঠাঁই দেবে শেষে আনন্দিত করব গুঞ্জন?
তাই তো আবার দেখো তোমার ঘরের পাশে বসি।
জানি আমি বহু দোষে শ্রীচরণে হয়ে আছি দোষী,
দীর্ঘকাল করে গেছি ভুল সুরে অরণ্যে রোদন,
আমার অশ্রুও জানি যুগিয়েছে তোমার ইন্ধন,
তোমার উৎসবে প্রিয়া কতদিন থেকেছি উপোসী।
আজকে আমারই জয়, আমি আনি মুক্তির সংবাদ,
দূর স্মৃতি হয়ে যাবো, তুমি যদি হঠাৎ উন্মনা
ভাবোঃ আহা যাই হোক্ বেঁচেছিল হোক্‌না অবুঝঃ
স্মৃতির একান্ত শূন্যে ভরে যাবে আমার প্রসাদ;
আর যদি নাও ভাবো, তাহলেও ভুল বুঝব নাঃ
প্রেম কবে, তুমি বলো, ভাঙে গড়ে প্রেমের ত্রিভুজ।

[আলেখ্য—জন তিনেক ভগ্ন হৃদয়, পৃঃ ৫৭]

সনেটটির বহিরঙ্গের গঠন ও মিলপদ্ধতি খাঁটি পেত্রার্কান। আবর্তনসন্ধিহীন এই সনেটে জড়বাদী কবির প্রেমচেতনা ঈষৎ ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় অভিনব-রূপ পেয়েছে। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণু দে-র জুড়ি মেলা ভার। ক্লাসিকাল সনেটের রূপবন্ধে তাঁর এই বিশেষ কবিস্বভাব সংহতি ও দার্ঢ্যগুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর 'কাব্যপ্রেম' ও 'সন্দীপের চর'-এর 'শাল বন' সনেট দুটি খাঁটি ফরাসি-রীতিতে রচিত। ক্লাসিকাল সনেটের মতো দুটি সনেটের অষ্টক সংবৃত চতুষ্ক-যুগলে গড়া, ষট্‌ক তিন মিলের ততপ ঙঙপ বিশিষ্ট ফরাসি মিলবন্ধনে গঠিত। ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ স্পষ্ট না থাকলেও প্রমথ চৌধুরী সুলভ ২+৪ পর্বে বিন্যস্ত নয়। বিষ্ণু দে-র সনেট দুটির ষট্‌কের ততপ ঙঙপ মিলপদ্ধতি পিয়ের দ্য রোঁসার ও জয়াক্যা দ্যু বেলের বিশিষ্ট ফরাসি রীতির অনুরূপ। বিশুদ্ধ ফরাসি রীতির সনেট বাংলা ভাষায় কম। এই রীতির সনেটে বিষ্ণু দে-র দক্ষতা একটি উদাহরণে স্পষ্ট হবে।

তোমাকেই ঘিরে চলে রক্ত স্রোত আমার মন্থর,
চিত্ত হল পথহারা স্বপ্নের নিবিড় কুয়াশায়।
জীবনের ছন্দ ভেঙে, তোমার কেশের গন্ধ হায়
সর্পিল গতিতে টানে অহর্নিশ আমার অন্তর।
তোমাকেই আঁকে স্নায়ু পাকে পাকে দেহের ভিতর,
তোমারই অস্তিত্ব সৌরকেন্দ্র যে আমার চেতনায়।
আমার প্রত্যাশা, প্রেম রাখো তুমি আমার আশায়—
পুরুষ আমার চিত্ত নিত্য হেরে স্বপ্ন স্বয়ম্বর।

তোমার সুঠাম দেহ, গোধূলি-রঙিন তনুখানি
যে মায়া বিছায় মনে, জানি আমি সেই মায়া জানি—
চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্ন মূর্তি আমি হেরিলাম
তোমার দেহের মাঝে। কবিতার হোলিতে রঙীন
আমার মনের বেশ—আবীরে মাতাল রাত্রিদিন।
তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম।

[উর্বশী ও আর্টেমিস, কবিপ্রেম। পৃঃ ১২]

সারস্বত কথা বিষয়ক এই সনেটটিতে কবির কাব্যানুরক্তি প্রেমের ভাষায় উচ্ছ্বসিত। ষট্‌কবন্ধে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগে সনেটটির নিটোল বিন্যাস কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে পড়েছে সত্য কিন্তু বিশুদ্ধ ফরাসি সনেটের উদাহরণ হিসাবে এই কবিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিষ্ণু দে শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচনা করেছেন ৩৩টি সনেট। এর মধ্যে ২৪টি সাত মিলে রচিত। গঠন ও মিলবিন্যাস-পদ্ধতি নিম্নরূপ।

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। চোরাবালি ঃ গার্হস্থ্যাশ্রম-আত্মজ্ঞান। পূর্বলেখ ঃ চতুর্দশপদী-৩,৪,৫,৬,৭,১১,১২। সাত-

ভাই চম্পা ঃ এক টিকিটহীন সহযাত্রী, ৭ই নভেম্বর। অন্বিষ্ট ঃ সনেট। স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত ঃ ওরে বাছা। উত্তরে থাকো মৌন ঃ মানুষের দেশ স্বয়ং প্রকৃতি।

২. কখখক। গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ। চোরাবালি ঃ গার্হস্থ্যাশ্রম-আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ।

৩. কখকখ গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। সাতভাই চম্পা ঃ সাতভাই চম্পা।

৪. কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ। সাতভাই চম্পা ঃ লোরকার ছায়ায়। আলেখ্য ঃ কোণার্ক- ১। চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর ঃ স্বখাত কাদায় মরে। উত্তরে থাকো মৌন ঃ আপাতত গ্লানির বর্ষায়।

৫. কখখক। গঘগঘ। তপপত ।ঙঙ। আলেখ্য ঃ সনেট। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ জ্যৈষ্ঠ স্বপ্ন। উত্তরে থাকো মৌন ঃ পংক্তিমাপ সমান নয়।

৬. কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। চিত্তরূপমত্ত পৃথিবীর ঃ আহা তখনই তো শিল্প মুক্ত।

৭ কখখক। গঘঘগ। তপপত । ঙঙ। উত্তরে থাকো মৌন ঃ লুব্ধ পদলেহী জয়।

এই পর্যায়ের, প্রথম বিভাগের ১২টি সনেট গঠন ও মিলবিন্যাসে খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। প্রথম বিভাগের মতো অন্যান্য বিভাগের সনেটগুলিও সাত মিলে রচিত। তবে এক বা একাধিক চতুষ্কের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী। এগুলি ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেটের পর্যায়ভুক্ত।

তাঁর এ ধারার বাকি ৯টি সনেটে শেকস্‌পীরীয় রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে এগুলির তিনটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে, চারটিতে অষ্টকের মিল ষটকে এবং দুটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও অষ্টকের মিল ষটকে গৃহীত হয়েছে। শিথিল শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটগুলি নিম্নরূপ।

১. প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে—সাতভাই চম্পা ঃ সূর্যাস্ত। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ রাজধানী। ঈশাবাস্য দিবানিশি ঃ এ নিসর্গে তাকাবার।

২. অষ্টকের মিল ষটকে–পূর্বলেখ ঃ চতুর্দশপদী-২, সংলাপ। অন্বিষ্ট ঃ শুশুনিয়া। আলেখ্য ঃ তাই শিল্পে।

৩. প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও অষ্টকের মিল ষট্‌কে —পূর্বলেখ ঃ চতুর্দশপদী-১০। আলেখ্য ঃ এ যুগের সংলাপ-১।

বিষ্ণু দে ‘পূর্বলেখে’র চতুর্দশপদী-৫, ৭, ‘সাতভাই চম্পা’র ৭ই নভেম্বর এবং ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে’র সনেট শীর্ষক শেকস্‌পীরীয় রীতির চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। চারটি সনেটেই ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে। অভিনবত্ব প্রয়াসী হয়ে এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী পূর্বসূরীদের পথ পরিক্রমা করেছেন। এই ধারার একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি।

তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো,
বঙ্গোপসাগর তাই কর্তব্য বিমূঢ়,
বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো লাখো
স্বর্ণ সূর্য্যরশ্মি হাসে মর্মভেদী রূঢ়।
লাগে বুঝি উচ্চে নীচে সংঘর্ষটংকার!
জলস্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদী প্রতিবাদী!
হ’ল বুঝি ন্যায় যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার
অগ্নিকণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদই।

আহা! এযে লংকাজয়ী নব জলধর।
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ!
চাতক-উদ্বেগে চাই ঊর্দ্ধে হলধর,
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ।
রক্তস্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎ সঙ্গীতে
শহরের শিরে শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে।
[পূর্বলেখ ঃ চতুর্দশপদী-৫]

সংক্ষিপ্ত ও সংহত কাব্যবন্ধে রচিত এই সনেটের মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। স্তবকগঠন অবশ্য ক্লাসিকাল। সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি কয়েকটি ছোট ছোট চিত্রে বর্ষার আগমনে প্রকৃতিলোকের রূপান্তর ও উল্লাস চিত্রিত করেছেন। ষট্‌কবন্ধে কবির মানসলোকে তারই ফলশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে অন্য কয়েকটি চিত্রে। চিত্ররূপময় এই সনেটে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে। শেকস্‌পীরীয় রীতির অপিনদ্ধ গঠন সত্ত্বেও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি সমগ্র কবিতাটির ভাবপ্রবাহকে ভারসাম্যে বিধৃত করে

অভিনব ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

বিষ্ণু দে-র 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থের সনেট-শীর্ষক কবিতাটি স্পেনসারীয় কখকখ খগখগ গতগত পপ মিলের বেণীবন্ধনে রচিত। স্পেনসারীয় মিলে রচিত বাংলাসাহিত্যের প্রথম সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি।

> যন্ত্রণার নাট্যে মাতে, গান করে পূরবীবিষাদ,
> বাহিরে ভিতরে ফেলে হতাশ্বাসে সব একাকার,
> মনে ভাবে সারাদেশে স্তব্ধ ক্রৌঞ্চ, বিজেতা নিষাদ ;
> অথচ হৃদয় নিত্য মৃত্যুহীন, নিরাশ প্রাকার
> পার হয় প্রতিদিন, পরিখার কোন হাহাকার
> বাঁধতে পারে না তাকে, সেতুবন্ধ সে অপরাজেয়,
> তার স্বপ্নে বাস্তবের নিরাকার সর্বদা সাকার ;
> ফল্গুস্রোত করে তোলে সমুদ্রের সঙ্গীতে গাঙ্গেয় ;
> তাই বর্তমানে তার শেষ নেই, হতাশায় হেয়
> এ বাস্তব কোন মতে মন তার করেনা বরণ,
> কারণ, মানুষ শুধু উত্তরণে পায় তার শ্রেয়,
> কারণ বাঁচাই মানে সুখে দুঃখে নিত্য উত্তরণ ;
> স্বাভাবিক মৃত্যু জেতা দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে ;
> সম্প্রতির গ্লানি অতিক্রান্ত তত্ত্ব সেই কালোত্তর ॥
>
> [একুশ বাইশ ঃ তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, পৃ. ২৫৬]

বাংলাসাহিত্যে বিষ্ণু দে এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি সনেট কলাকৃতির প্রতিটি রীতিই নিজ কাব্যসাধনায় ব্যবহার করেছেন। বাংলা কবিতার পূর্বসূরীদের অনুসরণে শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক মিলিয়ে লিখেছেন ২৭টি মিশ্র রোমান্টিক রীতির সনেট। এছাড়া সনেটের স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসেরও কিছু পরীক্ষা করেছেন নিজস্ব মতো। প্রথমে তাঁর মিশ্র রোমান্টিকরীতিতে রচিত সনেটগুলির গঠন কৌশল লক্ষ্য করা যাক। এই ধারার সনেটগুলির অধিকাংশেই অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। দুই চতুষ্কে বিভক্ত অষ্টকের মিল চারটি—মিলবিন্যাস কখনো সংবৃত কখনো বিবৃত। দুই বা তিনমিলে গঠিত ষট্‌কের দুই ত্রিকবিভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মান্য না করলেও মিলপদ্ধতি মোটামুটি পেত্রার্কান। সনেটগুলির গঠন ও মিলবিন্যাস লক্ষ্য করার মতো।

১. কখকখ। গঘগঘ। তপত। পপত। চোরাবালি ঃ বিবমিষা।

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ মালার্মে-প্রগতি।

২. কখখক। গঘগঘ। তপত। পপত। চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর ঃ রামরাজ্য গল্প কথা।

৩. কখখক। গঘঘগ। তপঙ। পঙত। পূর্বলেখ ঃ রসায়ন। স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত ঃ এই ভালো। চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর ঃ এযাত্রায়।

৪. কখখক। গঘঘগ। তপপতপত। পূর্বলেখ ঃ সপ্তপদী-৭, আলেখ্য ঃ তবু কেন।

৫. কখখক। গঘগঘ। তপত ঙঙপ। সাত ভাই চম্পা ঃ তোমাদের সনেট।

৬. কখকখ। গঘগঘ। তপতঙঙপ। সাত ভাই চম্পা ঃ কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত ঃ সনেট।

৭. কখকখ। গঘঘগ। তপঙ। তপঙ। সাত ভাই চম্পা ঃ ২২শে জুন ১৯৪৪। অন্বিষ্ট ঃ প্রতীক্ষা। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার ঃ শান্তির শরতে এসো।

৮. কখকখ। গঘগঘ। তপঙত। পঙ। ঈশাবাস্য দিবানিশি ঃ দুঃখ আমাদের পাথার।

৯. কখখক। গঘঘগ। তপপ। ততপ। অন্বিষ্ট ঃ এলোরা।

১০. কখকখ। গঘগঘ। তপপ ততপ। চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর ঃ চৌদ্দপা।

১১. কখকখ। গঘগঘ। তপঙ পঙত। আলেখ্য ঃ কোনার্ক-৩।

১২. কখখক। গঘঘগ। তপঙ ঙতপ। আলেখ্য ঃ বহুরূপী।

১৩. কখখক। গঘঘগ। তপতপতপ। আলেখ্য ঃ রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল।

১৪. কখকখ গঘগঘ। তপতপতপ। চিত্ররূপমত্ত পৃথিবী ঃ নরলোকে লগ্ন সমহূত।

১৫. কখখক গঘঘগ তপপ ততপ। সেই অন্ধকার চাই ঃ নিকট বিকৃতি।

১৬. কখখক গঘগঘ ততপঙপঙ। ঈশাবাস্য দিবানিশি ঃ দীর্ঘতার হিসাব।

১৭. কখকখ। গগঘঘ। তপত। পতপ। ঈশাবাস্য দিবানিশি ঃ ষোড়শোপচারে।

১৮. কখখক। গঘগঘ। ততপ ঙঙপ। উত্তরে থাকো মৌন ঃ বন-

চুরি। চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর ঃ অতৃপ্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রায়।

১৯. কখখক গঘঘগ তপঙ ঙতপ। অন্বিষ্ট ঃ সনেট।

উল্লিখিত ২৭টি সনেটের স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অষ্টকের গঠন ও মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়। সর্বত্র বিবৃত চতুষ্কগঠনের রীতি অবশ্য মান্য হয় নি। ষট্‌কের গঠন সর্বত্র দুই ত্রিক বন্ধে না হলেও দুই বা তিন মিলের বিন্যাস পিত্রার্কীয়। ১৬ নং বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের মিল প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ সনেটের মতো। ১৮ নং বিভাগের সনেটটির ষট্‌ক খাঁটি ফরাসি রীতির। সনেটগুলোর সামগ্রিক গঠন দেখে বোঝা যায় বিষ্ণু দে সচেতন ভাবেই শেকস্‌পীরীয়-পেত্রার্কীয় এবং শেকস্‌পীরীয়-ফরাসি রীতির বিশেষ সমন্বয় সাধন করেছেন।

এই ২৭টি সনেট ছাড়াও বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালির' 'গার্হস্থ্যাশ্রম ঃ দায়িত্ব', 'সাতভাই চম্পার' 'জঙ্গী' ও '১৯৪৩ অকাল বর্ষা' এবং ঈশাবাস্য দিবানিশি' গ্রন্থের 'সুখের সহজ সূত্র' শীর্ষক ৪টি সনেটও মিশ্র-রোমান্টিক রীতিতে রচিত। অবশ্য এগুলির অষ্টক ষট্‌কের মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয় ও পেত্রার্কীয় দুই রীতিতেই ত্রুটিপূর্ণ।

'আধুনিক'-পর্বে মিশ্র রোমান্টিক রীতিটি বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট সনেট কলাকৃতির মর্যাদা পেয়েছে। এই রীতিতে অনেকগুলি সনেট রচনা করে বিষ্ণু দে-ও এই মিশ্র রোমান্টিক সনেটরীতিটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে উদ্ভূত এই নতুন সনেট ধারায় রচিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল' সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি।

এ প্রশ্নের কি উত্তর? এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোনক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে,
কিংবা কবে কোন্ দিন ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য উদয়ের
মধ্যাহ্নে ঊষায় স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ?
আশৈশব যে আলোয় রৌদ্রক্ষর আভায় পান্ডুর
নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাতুর।
কখনও বা হর্ষময়, সাতকোটি সবাই অরুণ
এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে ;
আমরা কেমন করে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি

> কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাঁশি কোন্ তূর্যের নির্ঘোষে
> কবে বা কখন কিসে করে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী।
> আমাদের সূর্য দেখা সূর্যালোকে প্রত্যুষে প্রদোষে ॥
> [একুশ বাইশ ঃ তুমিশুধু পঁচিশে বৈশাখ, পৃঃ ২৫০]

কবি এখানে সূর্যবন্দনার উপমানে কবিগুরুর বন্দনামন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্র রচনা এই কবির মনে যে বিচিত্র অনুভবের জন্ম দিয়েছে তার সঠিক প্রকাশ এখানে অসামান্য বাণীরূপ পেয়েছে। মিশ্র রোমান্টিক রীতিটি যে সনেট-কলাকৃতি হিসাবে একেবারে ব্যর্থ নয়, তারও প্রমাণ এই সনেটটি।

বিষ্ণু দে-র কিছু কবিতায় সনেটের গঠন ও মিল বিন্যাসের নতুন পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলাম। এ জাতীয় আটটি কবিতার খোঁজ পেয়েছি। এগুলির স্তবকবন্ধ ও মিলপদ্ধতি লক্ষণীয়।

১. স্তবকগঠন ঃ ১৪। কখকখ গগ ঘচঘচ তককত। পূর্বলেখ ঃ বৈকালী-৩।

২. স্তবকগঠন ঃ ২+২+৬+৪। কক খগ গখকতকত পঙপঙ। আলেখ্য-কোনার্ক-২।

৩. স্তবকগঠন ঃ ৬+৮ কখখকগগ ঘচচঘততচঘ। আলেখ্য ঃ সে বলে।

৪. স্তবকগঠন ঃ ৬+৬+২। কখগকখগ কখগকখগ তত। আলেখ্য ঃ এ যুগের সংলাপ-৭।

৫. স্তবকগঠন ঃ ৩+৩+৩+৩+২। কখগ কখগ ঘচত ঘচত কত। তুমি শুরু পঁচিশে বৈশাখ ঃ এক ও অন্য।

৬. স্তবকবগঠন ঃ ৩+৩+৩+৩+২। কখগ কগখ ঘচত ঘচত পপ। চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর ঃ শোনা যায় সেই মানুষই।

৭. স্তবকগঠন ঃ ৩+৩+৩+৩+২। কখখ গখঘ খঘচ কচক তত। উত্তরে থাকো মৌন ঃ স্বপ্ন দিনমান।

৮. স্তবক গঠন ঃ ২+৪+৪+৪। কখ গঘগঘ চছচছ তপতপ। উত্তরে থাকো মৌন ঃ ছন্দে পঁচাত্তর।

এই পর্যায়ের তৃতীয় বিভাগের সনেটটিতে বুদ্ধদেব বসুর দুটি সনেটের মতো প্রথমে ষট্ক পরে অষ্টক। পঞ্চম থেকে সপ্তম বিভাগের তিনটি সনেটের স্তবকগঠন তের্জারিমা পদ্ধতির। বুদ্ধদেবও এই রীতিতে সনেট রচনার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধদেব বা বিষ্ণু দে কেউই অবশ্য এসব ক্ষেত্রে তের্জারিমা মিলপদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। এ পর্যায়ের অন্যান্য কবিতাগুলির গঠন ও মিলবিন্যাস সনেট রচনায়

কবির বিচিত্রমুখী পরীক্ষার বহিঃপ্রকাশ। সামগ্রিক ভাবে অবশ্য এই আটটি কবিতা সনেটকল্প রচনামাত্র—সার্থক সনেটের কোন লক্ষণই এগুলিতে ধরা পড়ে নি। পরীক্ষামূলক এই সনেটকল্প চতুর্দশীগুলি ছাড়া বিষ্ণু দে বুদ্ধদেবের মতো ষোল পঙ্‌ক্তিতেও সনেট রচনার চেষ্টা করেছেন। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' গ্রন্থের 'যমও নেয়না' এবং 'রথযাত্রা' এই নব পরীক্ষার নিদর্শন।

শুধুমাত্র সনেট-কলাকৃতিই নয় সনেটের ছন্দ বিষয়েও বিষ্ণু দে নিজস্ব মতে চিন্তা করেছেন। তাঁর কবিতার প্রধান ছন্দ কলাবৃত্ত। বাংলা কবিতার এই ছন্দরীতিকে তিনি আধুনিক প্রত্যয়ে ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য তাঁর বাণী-সাধনায় নতুন রূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সনেটের ক্ষেত্রে এ ছন্দের উপযোগিতা সীমাবদ্ধ, তাঁর ছন্দের কান এ বিষয়ে তাঁকে সঠিক পথে চালিত করেছে বলেই তিনি কলাবৃত্তে মাত্র পাঁচটি সনেট রচনা করেছেন।[২৩] তাঁর বাকি ৮৬টি সনেটই মিশ্রবৃত্তছন্দে রচিত। তবে এগুলির মাত্রাযোজনায় তাঁর বৈচিত্র্য-প্রয়াসী মন ক্রিয়াশীল। ৮৬টি সনেটের মধ্যে চোদ্দ মাত্রায় ২১টি, আঠার মাত্রায় ৫০টি, বাইশ মাত্রায় ৫টি, ১০ মাত্রায় ১টি (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ সনেট)। ষোল মাত্রায় ১টি (ঈশাবাস্য দিবানিশি ঃ ষোড়শোপচার) এবং আঠার-ষোল (অনিষ্ট ঃ সনেট)। আঠার-চোদ্দ (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল)। ষোল-আঠার (ঈশাবাস্য দিবানিশি ঃ এ নিসর্গে তাকাবার) মাত্রা সমন্বয়ে তিনটি সনেট রচনা করেছেন। এছাড়া 'উত্তরে থাকো মৌন' গ্রন্থের 'কোথায় সুরাহা' সনেটটি অসমপঙ্‌ক্তি বিন্যাসে রচিত। একই সনেটে দুই মাপের পঙ্‌ক্তি যোজনার পথ দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। বিষ্ণু দে সম্ভবত এ বিষয় বুদ্ধদেবের পথ অনুসরণ করেই সনেটের পঙ্‌ক্তি মাপের পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সে পরীক্ষায় কোন ঈপ্সিত ফল দান করে নি। একালের অন্যান্য কবিদের মতো তিনি সনেট রচনায় ব্যাপক প্রবহমান ছন্দের ব্যবহার করেছেন, মিশ্রবৃত্তে রচিত ৮৬টি সনেটের মধ্যে ৬৬টিতেই প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে।

সনেটের ভাষাতেও বিষ্ণু দে-র স্বকীয়তা স্পষ্ট। বাক্‌রীতি ও কাব্য-রীতির সমন্বয়, কথ্য ভাষার ঢং ও দেশিবিদেশি শব্দের সাবলীল প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। সর্বোপরি সনেটে বিস্ময়কর মিল উদ্ভাবনেও তাঁর সৃষ্টিলীল কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর ধরা পড়েছে।

অল্প কিছু সনেট পরম্পরা রচনা করেছেন তিনি—'আলেখ্যে'র 'জন তিনেক ভগ্নহৃদয়-৩' এবং 'কোনার্ক-৩' সনেটপরম্পরায় রচিত ৬টি সনেট। এছাড়া তাঁর ৮৫টি সনেট স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতা। মার্কসীয় জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী এই কবি মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলনে উৎসাহী। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূজারী তিনি। ফলত অনিবার্য ভাবেই বুর্জোয়া-সংস্কৃতিতে আস্থাহীন। তাঁর বিশ্বাস পচনশীল বন্ধ্যা এই সমাজ-দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ভিন্ন কল্যাণকামী মানুষের উন্নতি অসম্ভব। জগৎ-জীবন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ যেমন অসীম তেমনি সমাজচিন্তা ও রাজনৈতিক বিবিধ আন্দোলনে তাঁর কবিমানস আলোড়িত। কবি জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সনেট রচনা করেছেন বলে সামগ্রিক ভাবে তাঁর সনেটগুলিও এই বিশিষ্ট মানসিকতায় অনুরঞ্জিত। জীবন-অভিজ্ঞতার নানা বৈচিত্র্য তাঁর সনেটগুলিকে বিচিত্রবিষয়ী করে তুলেছে। বিষয়ানুসারে আমরা এগুলিকে নয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করছি।

১. প্রেম—উর্বশী ও আর্টেমিস ঃ বিবমিষা। চোরাবালি ঃ গার্হস্থ্যাশ্রম-পূর্বরঙ্গ-আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ, দায়িত্ব, আত্মজ্ঞান। আলেখ্য ঃ সে বলে। জনতিনেক ভগ্নহৃদয় ১-৩, সনেট, এযুগের সংলাপ-১, ৭। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ তুমিই সমুদ্র। স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যত ঃ সনেট। সেই অন্ধকার চাই ঃ সনেট, সত্য উদ্ভাসিত হ'ল, বেয়াত্রিচে।

২ আত্মকথা—উর্বশী ও আর্টেমিস ঃ অর্ধনারীশ্বর। পূর্বলেখ ঃ চতুর্দশপদী ১, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১৩, বৈকালী-৩। সাতভাই চম্পা ঃ তোমাদের সনেট। অন্বিষ্ট ঃ সনেট। আলেখ্য ঃ তবু কেন, তাই শিল্পে।

৩. প্রকৃতি—চোরাবালি ঃ সন্ধ্যা। পূর্বলেখ ঃ চতুর্দশপদী-৫। বৈকালী-৭। অন্বিষ্ট ঃ সনেট, শুশুনিয়া। নামরেখেছি কোমলগান্ধার ঃ শান্তির শরতে এসো। স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত ঃ এই ভালো।

৪. শিল্প-সংস্কৃতি-অন্বিষ্ট ঃ এলোরা। আলেখ্য ঃ কোনার্ক ১-৩

৫. ব্যঙ্গ—তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ জ্যৈষ্ঠস্বপ্ন।

৬. সারস্বত কথা-উর্বশী ও আর্টেমিস ঃ কাব্যপ্রেম। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল, মালার্মে প্রগতি।

৭. তত্ত্ব—পূর্বলেখ ঃ চতুর্দশপদী–২, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৪,

রসায়ন। সাতভাই চম্পা ঃ সূর্যাস্ত। সন্দীপের চর ঃ শালবন। আলেখ্য ঃ একমাত্র মুক্তিস্রোতে, বহুরূপী। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ এক ও অন্য, সনেট, সনেট। সেই অন্ধকার চাই ঃ ওরে বাছা, নিকট বিকৃতি। ঈশাবাস্য দিবানিশি ঃ সহজ সুখের মুখ, এ নিসর্গে তাকাবার, দীর্ঘতার হিসাব নিকাশ, দুঃখ আমাদেরও পাথার, ষোড়শোপচার। চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর ঃ অতৃপ্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রায়, চৌদ্দ পা, এ যাত্রার, স্বখাত কাদায় মরে, আহা তখনই তো শিল্প মুক্ত। উত্তরে থাকো মৌন ঃ স্মৃতিচারণ বার্ধক্যে নয়।

৮. সমাজচিন্তা—সাতভাই চম্পা ঃ সাতভাই চম্পা, ২২শে জুন ১৯৪২, লোরকার ছায়ায়, সংশয়, জঙ্গী, এক টিকিটহীন সহযাত্রী, এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে, ৭ই নভেম্বর, ২২শে জুন ১৯৪০, ১৯৪৩ অকালবর্ষা। অন্বিষ্ট ঃ প্রতীক্ষা। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ রাজধানী। চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর ঃ পরলোকে লগ্ন সমাহৃত, রামরাজ গল্পকথা উত্তরে থাকো মৌন ঃ আপাতত গ্লানির বর্ষায়, মনচুরি, মানুষের দেশ স্বয়ং প্রকৃতি. লুব্ধ পদলেহী জয়, কোথায় সুরাহা।

বিষ্ণু দে সারাবিশ্বের বিভিন্ন সনেটরীতিতে যেমন সনেট রচনা করেছেন অন্যদিকে তেমনি সনেট-কলাকৃতির নবনব পরীক্ষাতেও তিনি নিরলস শিল্পী। সর্বোপরি তাঁর সনেটের বিচিত্র বিষয়-নিষ্ঠা বাংলা সনেট-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৩

'আধুনিক'-পর্বের অন্যান্য সনেটকার

'আধুনিক'-পর্বের অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবি যেমন সনেট-কলাকৃতিকেই তাঁদের কাব্যের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি আবার নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখ কোন কোন প্রধান কবি এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তবে এই পর্বের অধিকাংশ কবি-ই সনেট-সম্পর্কে আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। সনেটের সংহত বিন্যাসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি এমন অনেক কবিও সমকালীন সনেট-চর্চায় অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই **সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়**-এর (জন্ম ১৮৯৮) নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রপরিমন্ডলের অধিবাসী এই কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ। কিন্তু সনেটের সংখ্যা নগণ্য।

অনিয়মিত মিলে রচিত কয়েকটি চতুর্দশী বাদ দিলে 'মনোমুকুরে'র (১৯৩৬) 'ফুলের ব্যথা', 'স্বপ্ন-সহচরী', 'বিপ্রলব্ধা',' 'কবিপ্রিয়া' ও 'জলন্ত তলোয়ারে'র (১৯৫০) 'আরতি' তাঁর রীতিনিষ্ঠ সনেট। প্রেমকেন্দ্রিক এই সনেটগুলির ছন্দ আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত। কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত দেশপ্রেম মূলক সনেট 'আরতি' এর ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি সনেটই শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে ও মিলবিন্যাসে রচিত। অবশ্য 'ফুলের ব্যথা' ও 'স্বপ্ন সহচরী'র তিন-চতুষ্কের মিল সংবৃতধর্মী।

এই পর্বের কবি **কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তে**-র (১৮৯৩-১৯৮৭) কাব্যগ্রন্থ দশটি। তাঁর রীতিনিষ্ঠ সনেটের সংখ্যা ছয়। কাব্যগ্রন্থানুসারে এগুলি নিম্নরূপ ঃ সাঁঝের প্রদীপ (১৯৩১)—প্রতীক্ষা ; চুড়ালা ও শিখিধ্বজ (১৯৩২)—কবিপ্রশস্তি ; মন্দিরের চাবি (১৯৩১)—অভিজাত, বিচার ও সহানুভূতি, নীলকন্ঠ ; পঙ্কজ ও প্রেম (১৯৫৯)—নিখুঁত প্রেমেরি দায়। এই ছ'টি সনেটের মধ্যে প্রথম দুটির মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। অবশ্য 'কবিপ্রশস্তি'র অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। বাকি চারটি সনেট শেকস্‌পীরীয়—মিলপদ্ধতি ও গঠন উভয়তই। ছ'টি সনেটে কবি দ্বিবিধ ছন্দ-রীতি অনুসরণ করেছেন। 'প্রতীক্ষা', 'নিখুঁত প্রেমেরি দায়' ও 'বিচার ও সহানুভূতি' কলাবৃত্তে এবং 'কবিপ্রশস্তি', 'নীলকন্ঠ' ও 'অভিজাত' আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্তে রচিত। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর সনেটগুলি বৈচিত্র্যময়, যেমন—প্রেম ঃ প্রতীক্ষা, নিখুঁত প্রেমেরি দায় ; কবিতর্পণ ঃ কবিপ্রশস্তি ; তত্ত্ব ঃ অভিজাত, বিচার ও সহানুভূতি, নীলকন্ঠ।

একালের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক **বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়** (১৮৯৯-১৯৭৯) 'প্রবাসী পত্রিকায় 'বনফুল'-ছন্দনামে কবিতা লিখে সাহিত্য-জীবনের সূচনা করেন। তাঁর এই সাহিত্যিক-ছন্দনামেই তিনি বর্তমানে সমধিক পরিচিত। বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা, তবে কাব্যচর্চাও তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর প্রায় ছ'টি কাবগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'চতুর্দশী' (১৯৪০) সনেটগুচ্ছ, সনেট সংখ্যা ২৮। এ ছাড়া তাঁর 'অঙ্গারপর্ণী'-তে (১৯৪০) ২টি (একটি সাত পয়ার বন্ধের চতুর্দশীও আছে) এবং 'নূতন বাঁকে' (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থে ১টি সনেট সংকলিত হয়েছে।

সনেট রচনায় বলাইচাঁদ একান্তভাবেই শেকস্‌পীয়র-পন্থী।

'চতুর্দশী' ও 'নূতন বাঁকে'র ২৯টি সনেট শেকস্‌পীরীয় ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত, মিলবিন্যাসও শেকস্‌পীরীয়। তবে 'চতুর্দশী'র প্রথম ভাগের ৪, ৭, ১০ ও দ্বিতীয় ভাগের ৭, ৯ সংখ্যক এবং 'নূতন বাঁকে'র 'রাজপথ' শীর্ষক ছ'টি সনেটের মিলগ্রন্থন ত্রুটিপূর্ণ। প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে তিনি শেকস্‌পীরীয়-রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। 'চতুর্দশী' গ্রন্থের বাকি ২৩টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। 'অঙ্গারপর্ণী'র 'ভীমসেন' সনেটটিও শেকস্‌পীরীয় কিন্তু 'পরশুরামের শেষ উক্তি' শীর্ষক সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস অভিনব। ৬+৬+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত এই সনেটটির মিলপদ্ধতি হলো ঃ কখকখকখ, গঘগঘগঘ, তত। সনেটটির ছন্দ দলবৃত্ত। এই ছন্দে তিনি আর একটিও সনেট রচনা করেন নি। অন্য সর্বত্র তাঁর সনেটের ছন্দ আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত। উল্লিখিত সনেটটির ছন্দ, স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাস এই তিন বিভাগেই কবি নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন।

কবিধর্মে বলাইচাঁদ রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের রোমাণ্টিক আবহমণ্ডলের অধিবাসী। তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ রয়েছে 'অঙ্গারপর্ণী'র সনেট দুটিতে। 'নূতন বাঁকে'র সনেটটি তত্ত্ব-মূলক। কিন্তু 'চতুর্দশী'র ২৮টি সনেটই প্রেম-বিষয়ক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি 'কৃষ্ণা-চতুর্দশী' ও 'শুক্লা-চতুর্দশী' দুই পর্যায়ে রচিত। প্রতি পর্বেই ১৪টি সনেট। তাঁর এই সনেট-গ্রন্থের নামকরণে মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দশী'র প্রভাব বিদ্যমান।

'চতুর্দশী'র সনেটগুচ্ছে কবির রোমাণ্টিক প্রেম-চেতনা ভাষা পেয়েছে। কবির এই প্রেমের দ্বৈতরূপ কৃষ্ণা ও শুক্লা। তাঁর রোমাণ্টিক কবিমানসে প্রেম-চেতনা কখনো নৈরাশ্য বেদনা ও দুঃখভারে ক্লান্ত, কখনো বা প্রাপ্তিজনিত আনন্দ ও রূপোল্লাসে বিমুগ্ধ। তবে সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছে কবির প্রেম-চেতনা কৃষ্ণপক্ষের আঁধার পেরিয়ে শুক্লপক্ষের আলোর রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলত প্রেম-তন্ময় কবির মানসোল্লাসে এই সনেটগুলি স্পন্দিত। উদাহরণ স্বরূপ খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলের একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি— আঁধার হতেছে সখী ঘন,
কাঁপিছে তারার আলো অন্ধকার আলোর বিতানে,

গুমরি মরিছে বায়ু বিজন প্রান্তরে ওই শোন,
এস, আরো কাছে এস, মাথা রাখ বাহুর শিথানে।

পুরাতন আবরণ খসে যাক জীর্ণবাস সম,
নবপুষ্পে অলংকৃত কর সখী, পুরাতন শাখা,
নবরূপে লুব্ধ কর, মুগ্ধ কর কবিচিত্ত মম,
পুরাতন তুমি থাক স্মৃতির মঞ্জুষা মাঝে ঢাকা।
অতীতে মমতা আছে, কিন্তু তাহে ভরে না যে বুক,
নিত্য নতুনের খোঁজে পিপাসার্ত্ত ফিরি চুপে চুপে ;
বহুমুখী মন সখী, বহু-লোভে সতত উন্মুখ,
পিপাসা মিটাও তার, এক তুমি সাজ বহুরূপে।

অয়ি পুরাতন সখী, রজনী যে হয়েছে অধীরা,
পুরাতন পাত্রে কি গো ঢালিবে না নূতন মদিরা ?
[কৃষ্ণারজনী-১১ ঃ চতুর্দশী পৃঃ ১১]

সজনীকান্ত দাসে-র (১৯০০-১৯৬২) সাহিত্য-প্রতিভা বিচিত্রমুখী। সনেট তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তাঁর সনেট সংখ্যা তিন। এর মধ্যে 'আলো আঁধারি'র (১৯৩৬) 'দুর্যোগ' ও 'আমি' তত্ত্বমূলক এবং 'পঁচিশে বৈশাখে'র (১৯৪২) 'প্রণাম' কবি-বন্দনা বিষয়ক আঠার মাত্রার শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট।

যুবনাশ্ব ছদ্মনামের আড়ালে **মণীশ ঘটক** (১৯০১-১৯৭৯) দীর্ঘদিন কাব্য-সাধনায় ব্রতী। এই সময়ের মধ্যে তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ 'শিলালিপি' (১৯৩৯) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ১৭টি চতুর্দশপদের কবিতা রয়েছে, তার মধ্যে ১১টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ৩টি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী। বাকি ৩টি কলাবৃত্ত ছন্দে সনেট। এই তিনটি সনেটের মধ্যে 'তারা' ও 'অহল্যা' কাব্যরসোদ্গার মূলক এবং 'ব্যর্থ' প্রেম-বিষয়ক সনেট। 'তারা' ও 'ব্যর্থ' সনেট দুটি শেকস্‌পীরীয়-রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে ও কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ মিলবিন্যাসে রচিত। 'অহল্যা' নামের সনেটটি গঠনে ও মিলগ্রন্থনে অভিনব। এই সনেটের ৬+৬+২ স্তবক-সজ্জায় মোহিতলাল, বনফুল ও রাধারাণীও সনেট লিখেছেন কিন্তু এর ককখগগখ। ঘঘতপপত। ঙঙ মিলবিন্যাস মণীশ ঘটকের নিজস্ব-সৃষ্টি। লক্ষণীয় এই যে, এখানে প্রতি স্তবকের শীর্ষে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক ও পরে

একটি সংবৃত মিলের চতুষ্ক এবং সর্বশেষ দুইপঙ্‌ক্তি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার প্রাপ্ত। কবির পরীক্ষামূলক এই সনেটটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য ঃ

স্মরণ-অতীত সময়ের অভিশাপে,
পাষাণ শয়নে নিথর প্রহর যাপে,
প্রস্তরীভূত ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা,—
নিদয় নিদাঘ দহিছে অগ্নিবানে,
আর্ত ত্রিলোক জপিছে তৃষ্ণাত্রাণে,
ব্যর্থ বিলাপ! বিধি করে বঞ্চনা!
হায় দাশরথি, সময় পাদক্ষেপে
বন্যা বহাও বহ্নির বুক ব্যেপে,
আনো প্রশান্তি, পরিহাস করো শেষ,—
যে আশা মর্মে হোল মর্মরময়ী,
যে ভাষা ওষ্ঠে স্ফুটনোন্মুখ রহি
ফুটিল না, তার করো প্রাণ সমাবেশ!
প্রাতঃস্মরণে পুণ্য প্রদাত্রীরে,
মরণ-মায়ায় কতোকাল রবে ঘিরে?

একালের অন্যতম কথাসাহিত্যিক **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত** (১৯০৩-১৯৭৬) প্রথম জীবনে কবি হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অমাবস্যা'য় তিনি অষ্টাদশ পঙ্‌ক্তির অসমাত্রিক একটি বিশিষ্ট স্তবকবন্ধ গড়ে তুলেছিলেন। এই স্তবকবন্ধেই 'অমাবস্যা'র সবগুলি কবিতা রচিত। তার পরে তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থ 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (১৯৩৬) ও 'নীলআকাশ'-এ (১৯৪৯) দুটি করে সনেট রয়েছে। আঠার মাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত ও ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত চারটি সনেট মিলবিন্যাসে পেত্রার্কান। 'নীল আকাশে'র 'রবীন্দ্রনাথ' ছাড়া অন্য তিনটির মিল অবশ্য ত্রুটিপূর্ণ। চারটি সনেটের মধ্যে 'প্রিয়া ও পৃথিবী'-র 'একদিন' ও 'প্রেম' প্রেম-বিষয়ক এবং 'নীল আকাশে'র 'পরপৃষ্ঠা' ও 'রবীন্দ্রনাথ' যথাক্রমে তত্ত্ব ও কবিবন্দনা-মূলক সনেট।

এই পর্বের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক **অন্নদাশঙ্কর রায়** (জন্ম ১৯০৪) সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই কাব্যচর্চায় ব্রতী। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নূতনা রাধা' কাব্য-সংকলনে ১০টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতু-

দশী বাকি ৩টি মাত্র সনেট। আত্মকথা মূলক তিনটি সনেটই চোদ্দ-মাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে 'আমি' ও 'বসন্তদিবা' ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত, মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। 'বিবাহ' সনেটটি ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত এবং চার মিলের শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে বিবৃত-ধর্মী তিন মিলের পেত্রার্কীয় ষট্‌কের সমন্বয়ে মিশ্র রোমান্টিক পদ্ধতিতে রচিত।

একালের প্রখ্যাত সাংবাদিক **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়** (জন্ম ১৯০৪) তরুণ বয়স থেকেই কাব্য চর্চায় ব্রতী। সমকালীন কবিদের প্রভাবে তিনি কিছু সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর 'জীবনমৃত্যু' (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থে ২১টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ২টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী বাকি ১৯টি সনেট। সনেট রচনায় তিনি শেকস্‌পীয়র-পন্থী কবি। স্তবক-গঠনেও তিনি প্রধানত এই রীতির অনুগত। তাঁর ৬টি সনেটের স্তবক-বিন্যাস ৪+৪+৪+২, ৯টি এক স্তবকবন্ধে এবং দুটি করে সনেট ৪+৪+৬ ও ৮+৬ স্তবকে বিন্যস্ত। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস একান্তভাবেই শেকস্‌পীরীয়। তবে মাত্র পাঁচটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীয়রীয় সাতমিলে রচিত। এই সনেটগুলি হলো ঃ বোধন-১, ৩, সমুদ্র সৈকতে-২, সমুদ্র শুকায়ে যাবে, তুমি চলে গেলে যবে।

বোধন-২, সমুদ্র সৈকতে-১, ৩, ৬, ৮, তুমি যদি ফিরে যাও, বরষা কাটিয়া গেল-১, ২, যখন গোধূলি এলো—এই ৯টি সনেটের মিল-বিন্যাস শেকস্‌পীরীয়, তবে প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সমুদ্র সৈকত' পর্যায়ে পঞ্চম সনেটটিরও ছ' মিল, এক্ষেত্রেও তিনি প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া সমুদ্র সৈকতে-৪, ৭, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, সে দিন গড়ের মাঠে এই চারটি সনেটের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিবেকানন্দের সমস্ত সনেটই আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে মাত্র দুটিতে। তাঁর ১৯টি সনেটের ১৩টি তিনটি সনেট-পরম্পরায় রচিত। সনেট সংখ্যানুসারে এগুলি নিম্নরূপ ঃ বোধন-৩, সমুদ্র সৈকতে-৮, বরষা কাটিয়া গেল-২।

'বোধন' পর্যায়ের তত্ত্ব-বিষয়ক তিনটি সনেট ছাড়া বিবেকানন্দের বাকি সনেটগুলির মুখ্য অবলম্বন প্রেম ও প্রকৃতি। প্রকৃতির পট-

ভূমিতেই তিনি প্রেমের স্বরূপ আস্বাদন করেছেন। ফলত তাঁর অধিকাংশ সনেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম-প্রকৃতির দ্বৈতবিহার। একটি উদাহরণ দিই ঃ

সমুদ্র শুকায়ে যাবে, হে বিষণ্ণ-বদনা,
যদি তুমি ফিরে যাও প্রত্যাহত তরঙ্গের মত।
হৃদয় ভাঙিয়া আজ পড়ে যদি অয়ি অন্যমনা,
ক্ষমা করো ক্ষমা করো বেলাভূমে অপরাধ যত !

সমুদ্র মরিয়া যাবে, উদাসিনী হে তরুণী মোর,
যদি তুমি ফিরে যাও ছায়াত্রস্ত হরিণীর প্রায়।
উন্মাদ তরঙ্গ যত যৌবনের নেশায় বিভোর
ভাঙিয়া পড়িবে তারা অতর্কিত রূঢ় বেদনায় !

সমুদ্র ফিরিয়া যাবে, যদি তুমি নাহি এসো ফিরে
যদি তুমি চলে যাও নতমুখী সন্ধ্যার মতন।
একটি প্রদীপের শিখা জ্বলেছিল যে নির্জ্জন তীরে
গোধূলি তারার মত মাগিবে সে নিঃসঙ্গ মরণ।
শোন শোন হে তরুণী, সমুদ্রের আয়ু হল শেষ
তোমার চরণ চিহ্নে যাত্রা তাঁর হল নিরুদ্দেশ !
[সমুদ্র শুকায়ে যাবে ঃ জীবনমৃত্যু, পৃ. ৫১]

এই সনেটটিতে প্রকৃতির পটভূমিকায় কবি-প্রিয়ার স্বরূপ ও কবির প্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে। সনেটটি খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত, অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের দীপ্তিটুকুও লক্ষণীয়। বস্তুত এই রীতির সনেটে কবির প্রেম-প্রকৃতি-চেতনা সার্থকভাবেই পরিস্ফুট।

‘আধুনিক’-পর্বে কাব্যসাধনা করলেও কবিমানসিকতায় **অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য** (জন্ম ১৯০৪) প্রধানত রবীন্দ্র-আবহমণ্ডলের অধিবাসী। তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ‘দীপায়নে’ (১৯৩২) ৮টি এবং ‘সায়ন্তনী’তে (১৯৪০) ৫টি চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতি কাব্যগ্রন্থের একটি করে কবিতা সাত পয়ারবন্ধে রচিত। অর্থাৎ এই দুটি গ্রন্থে তাঁর মোট সনেট সংখ্যা হলো ১১টি। সনেট রচনায় তিনি প্রধানত শেকস্পীরীয় রীতি গ্রহণ করেছেন, তবে স্তবকবিন্যাসে ক্লাসিকাল রীতির প্রভাব রয়েছে। ৯টি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত, একটির স্তবক-সজ্জা ৭½+৪½+২ এবং একটি

৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত।

অপূর্বকৃষ্ণের নিম্নলিখিত ৪টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত ঃ

দীপায়ন—ঐতিহ্যের বক্রতায়, কালের রীতি, ইতিহাস, লিপিহারা।

সায়ন্তনী—আষাঢ় সন্ধ্যায়।

এছাড়া'দীপায়নে'র 'আশাবরী স্বপন সুদূর', 'রণমন্থনের যুগে' এবং 'সায়ন্তনী'র 'ব্যথার বেদন' সনেটত্রয়ও শেকস্‌পীরীয় তবে এগুলির কোন না কোন চতুষ্কের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী। 'দীপায়নে'র 'নিশীথের উপকূল' এবং 'সায়ন্তনী'র 'মরতের মায়াপথে' সনেট দুটির সামগ্রিক মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয় কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই একই মিলের পুনরাবৃত্তির ফলে মিলসংখ্যা সাত-এর পরিবর্তে ছয়। শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক মিলিয়ে অপূর্বকৃষ্ণ 'দীপায়নে'র 'মন' এবং 'সায়ন্তনী'র 'ওরা কি আমার কেহ' সনেটদুটি রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত এই ধারার একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

বাঁধিয়াছে নীড় যারা সঙ্গোপনে মোর চিত্তমাঝে
বিহঙ্গের সম নিত্য সন্ধ্যাবেলা চিত্তে ফিরে আসে,
তারা মোর দুঃখ সুখে অন্তরের অন্তঃস্তলে রাজে,
সঙ্গীহারা জীবনের সঙ্গী মোর বিশ্ব পরবাসে।
সংসারের পারাবারে সারাদিন করি বিচরণ,
শুভক্ষণে অন্ধকারে ধ্যানমৌন তপস্বীর মত
বসিয়াছে মর্ম্মে মোর, বন্দনায় হেরি নিমগন,
সুগুণ্ঠিত ক্লান্তপক্ষ, আঁখিতারা প্রেমে অবনত।
মাতৃস্নেহ সমরাত্রি সুপ্তি আনে স্নিগ্ধ সমীরণে,
উহারা ঘুমায়ে পড়ে, আমি জাগি, কত কথা জাগে,—
ওরা কি আমার কেহ ? প্রতীক্ষায় ছিল কোনখানে!
জীবন উষায় মোর মায়ামূঢ় জৈবজাগরণে
নীড় রচি চিত্তকুঞ্জে গাহিতেছে প্রীতিপুষ্পরাগে,
মোর মৃত্যুপথে ওরা ঘুরিবে কি প্রাণের সন্ধানে ?

[ওর কি আমার কেহ ঃ সায়ন্তনী, পৃ. ১৬]

সনেটের ছন্দ নিয়ে অপূর্বকৃষ্ণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর ৯টি সনেট প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে ৭টি আঠার মাত্রার। 'সায়ন্তনী'র 'ব্যথার বেদন' ও 'মরতের মায়াপথে' সনেট

দুটিকে তিনি জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর পথ ধরে যথাক্রমে চব্বিশ ও ছাব্বিশ মাত্রায় প্রলম্বিত করেছেন। 'দীপায়নে'র 'কালের রীতি' ও 'নিশীথের উপকূল' সনেটদ্বয় কলাবৃত্ত ছন্দে রচনা করে তিনি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সনেটের ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষায় ব্রতী হলেও তাঁর সনেটের বিষয়বস্তু একমুখী। তাঁর সনেটগুলি আত্মচিন্তা-মূলক তত্ত্বপ্রধান, মাঝে মাঝে প্রেমচেতনায় ভিন্নবাদী।

হেমচন্দ্র বাগচী-র (জন্ম ১৯০৪) 'তীর্থপথে'-তে (১৯৩২) চারটি এবং 'মানস-বিরহ'-এ (১৯৩২) একটি পেত্রার্কীয় গোত্রের সনেট সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সনেট ৮+৬ স্তবক-সজ্জায় কখখক কখখক তপতপতপ মিলবিন্যাসে রচিত। সনেটগুলির অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ থাকলেও দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিকের উপবিভাগ নেই। আবর্তনসন্ধি বিষয়েও তাঁর কোন সচেতনতা ছিল না। পাঁচটি সনেটই আঠার মাত্রার প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। বিষয়বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. প্রেম—তীর্থপথে ঃ কল্যাণস্বপন। মানসবিরহ ঃ উৎসর্গ কবিতা।
২. তত্ত্ব—তীর্থপথে ঃ দুহিতার অশ্রু, দুরাশা।
৩. কবিতর্পণ—তীর্থপথে ঃ রবীন্দ্রজয়ন্তী।

কবি-সাংবাদিক **নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**-র (১৯১০-১৯৮৮) 'সেতু' (১৯৩৪) কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি পেত্রার্কান গোত্রের সনেট সংকলিত হয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি ও তত্ত্বমূলক এই সনেটগুলি ৮+৬ স্তবকবন্ধে অষ্টাদশ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। সনেটগুলির অষ্টকে দুই মিল—মিলপদ্ধতি প্রধানত সংবৃত; ষট্‌কের মিলবিন্যাস বিবৃতধর্মী; মিল-সংখ্যা দুই বা তিন। সনেটের বহিরঙ্গবিন্যাসে কবি ক্লাসিকাল-রীতি অনুসরণ করলেও আভ্যন্তর সঙ্গতিতে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না।

অশোকবিজয় রাহা (জন্ম ১৯১০) বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম সারির রূপদক্ষ কবিশিল্পী। তাঁর কাব্যলোক একটি আশ্চর্য সুন্দর চিত্রশালা। রূপদক্ষ কবির কলমে আঁকা বাণীচিত্রের সমারোহ সেখানে। এই পর্যন্ত প্রকাশিত আটখানি কাব্যগ্রন্থে তাঁর মাত্র সাতটি চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে একটি মিলহীন এবং তিনটি সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী; সনেট মাত্র তিনটি। কিন্তু প্রকৃতি ও মানবজীবন বিষয় এই তিনটি সনেটেই তাঁর কবি-

স্বভাবে সমুদ্ভাসিত। তিনটি সনেটই আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। ষটকে পেত্রার্কা-ধর্মী দুই বা তিন মিল। এর মধ্যে 'রুদ্রবসন্তে'র (১৩৪৮) 'এরা' ও 'ছত্রচূড়া' শীর্ষক কবিতা-দুটির অষ্টকের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। তিনটি সনেটেই আবর্তন-সন্ধি আছে। 'রুদ্রবসন্তে'র কবিতাদুটিতে পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে এবং 'ভানুমতীর মাঠে'র (১৯৪২) 'চিঠি'তে চিরকালের প্রেক্ষাপট থেকে বিশেষ কালে ভাবপ্রবাহ বিবর্তিত হয়েছে। অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে পরিচ্ছন্ন পেত্রার্কান 'চিঠি' সনেটটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য।

(শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চৌধুরীকে—তামু)
তোমার চিঠিতে বন্ধু, শুনি আজ অরণ্যের ডাক
যে-অরণ্য রক্তে আজো মিশে আছে বিচিত্র মায়ায়
বিশাল রাত্রির মতো ঢেকে আছে প্রকাণ্ড ছায়ায়
জীবনের আদিভূমি। চেয়ে আছি বিস্ময়ে অবাক,
বাঘের গুহার কাছে আজো শুনি নাগাদের ঢাক,
উৎসব-জোয়ার ওঠে ভরা-চাঁদে প্রতি পূর্ণিমায়
মিকির মেয়েরা নাচে লতা ঘেরা বনের জ্যোৎস্নায়
কত রূপকথা রাত, চৈত্রমধু, পাহাড়ী বৈশাখ।

কোথায় মিলায় বন্ধু, যুদ্ধভীত নরনারীদের
আতঙ্কিত চোখ মুখ ?—ধূসর সন্ধ্যার বুকে তারা
একে একে মুছে যায় ছায়ামূর্তি ধূসর স্বপ্নের,
তামুর ঘাটির কাছে আজো দেয় অটল পাহারা
উলঙ্গ পাহাড়-চূড়া বন্ধু সে উলঙ্গ আকাশের—
বাজায় তারার রাতে বিশাল বনের একতারা।

এই সনেটে অশোকবিজয়ের নিজস্ব কাব্যপরিবেশটি আরণ্যক আদিমতায় চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে। এর বিষয়বস্তু আরণ্যক-জীবন। সনেটের অষ্টক-ষটক-বন্ধে চিরকালের প্রেক্ষাপটে বিশেষ কালের রূপটি প্রমূর্ত। রূপকল্প রচনায় কবির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে। 'উলঙ্গ আকাশে'র বন্ধু 'উলঙ্গ পাহাড় চূড়া'র হাতে 'বিশাল বনের একতারা' তুলে দিয়ে কবি তাকে চিরন্তন বাউলের রূপসজ্জায় সজ্জিত করেছেন।

বিমলচন্দ্র ঘোষে-র (১৯১০-১৯৮১) 'উদাত্ত ভারত' (১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থে ২৯টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে

দুটি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী, বাকি ২৭টি সনেট। সনেটগুলি ক্লাসিকাল-রীতির ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। ২৩টি সনেটের মিল-পদ্ধতি পেত্রার্কান, ৪টি শেকস্‌পীরীয়। 'পেঙ্গুইন', 'নরকেরে ঘৃণা করি' ও 'অক্ষয়কুমার দত্ত' শীর্ষক তিনটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়—এই ধারার 'বঙ্গোপসাগরের তীরে' সনেটটির দ্বিতীয় চতুষ্কের মিল ত্রুটি পূর্ণ। পেত্রার্কান রীতির ২৩টি সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্কের উপবিভাগও স্পষ্ট কিন্তু ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত না হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেকস্‌পীরীয় ৪+২ পর্বে বিভক্ত। এই সনেটগুলির গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. কখকখ। কখখক। তপতপ। ঙঙ ঃ বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, দক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ, একলব্য, কর্ণ, দ্রৌপদী, বিদ্যাপতি, সূর্যশিখা, অমেয় শিখা, বাউল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, সাবিত্রী সত্যবান-১, ২।

২ কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ ঃ মেনকা।

৩. কখখক। কখখক। তপঙপতঙ ঃ ভৈরবী।

৪. কখখক। কখখক। তখতখ। পপ ঃ চণ্ডীদাস।

৫. কখকখ। কখকখ। কখতপতপ ঃ মনু।

৬. কখকখ। কখকখ। তখতখ। পপ ঃ ডার্বিটিকিট।

৭. কখকখ। কখকখ। খকখকখক ঃ কাশ্যপেয়ং।

৮. কখকখ। কখকখ। কতকতপপ ঃ প্রাচীন ভারতের প্রতি।

উল্লিখিত ২৩টি সনেটের চতুর্থ থেকে অষ্টম বিভাগের ৫টি সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটি পূর্ণ। অবশ্য এই পর্যায়ের প্রত্যেকটি সনেটের অষ্টক দুই মিলের চতুষ্ক যুগলে গড়া, মিলবিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবৃতধর্মী। তৃতীয় বিভাগের একটি মাত্র সনেটের সামগ্রিক মিলপদ্ধতি খাঁটি পেত্রার্কান। বাকি ২২টির মধ্যে ২০টির অন্তিমে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী স্থান পেয়েছে। এই ২০টি সনেটের ষট্‌কের গঠন ও মিলবিন্যাসে নিঃসন্দেহে শেকস্‌পীরীয় প্রভাব বর্তেছে। এই ধারার সনেটগুলির আভ্যন্তর সঙ্গতিতেও পেত্রার্কান রীতি অনুসৃত হয় নি। কোন সনেটেই আবর্তনসন্ধি নেই। গঠন ও মিলবিন্যাসে কবি পূর্বসূরীদের অনুসরণে পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পীরীয়-রীতি সমন্বয়ের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

জন্মিয়া কিরাতকুলে অনার্য সন্তান
বার বার নিগৃহীত আর্য-অত্যাচারে
কী সংকল্পে ব্রতী ছিলে আরণ্যক প্রাণ
সভ্যতার উপেক্ষার মৌন অন্ধকারে ?
রণগুরু দ্রোণ শিক্ষা করেনি কো দান
অস্পৃশ্য নিষাদ বলি ঘৃণ্য অবিচারে,
বক্ষে চাপি উপেক্ষার রুদ্ধ অভিমান
আরম্ভিলে অস্ত্রশিক্ষা নির্জন আঁধারে।

একদিন আসিলেন সে অরণ্য বুকে
আর্যরাজপুত্রগণে সাথে লয়ে দ্রোণ,
শব্দহীন বাণবিদ্ধ কুক্কুরের মুখে
তোমার আশ্চর্য শিক্ষা করিল দর্শন !
কী ভুল করিলে দ্রোণে গুরু বলে মানি,
দক্ষিণায় অস্ত্রসিদ্ধ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দানি !
[একলব্য ঃ উদাত্ত ভারত, পৃ ৪৯]

'উদাত্ত ভারতে'র সনেটগুচ্ছে বিমলচন্দ্র প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ব্যক্তিত্ববান কয়েকজন মহামণীষীর মহিমান্বিত চরিত্র চিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন। এ ছাড়া কবির বিবিধ তত্ত্বচিন্তা এই সনেটগুলির অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। বিষয়ানুসারে তাঁর ২৭টি সনেট নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. কবি কবিদতর্পণ—বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, মনু, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত।
২. কাব্যরসোদ্গার-দক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ, একলব্য, কর্ণ, দ্রৌপদী, মেনকা, সাবিত্রী-সত্যবান-১, ২।
৩. তত্ত্ব—সূর্যশিখা, ভৈরবী, অমেয় শিখা, বাউল, পেঙ্গুইন, নরকেরে ঘৃণা করি, ডার্বিটিকিট, বঙ্গোপসাগরের কূলে, কাশ্যপেয়ং, প্রাচীন ভারতের প্রতি।

বিমলচন্দ্রের সনেটের ছন্দ মিশ্রবৃত্ত. এর মধ্যে ১৮টি চোদ্দ ও ৭টি আঠার মাত্রার। 'সূর্যশিখা' ও 'নরকেরে ঘৃণা করি' সনেটদ্বয় যথাক্রমে বাইশ ও ছাব্বিশ মাত্রায় রচিত। প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে ৫টি সনেটে।

মোহিতলালের সাহিত্য-শিষ্য **আশুতোষ ভট্টাচার্য** (১৯১০-১৯৮৪) একালে বিদগ্ধ সাহিত্যসমালোচক হিসাবে খ্যাত। কিন্তু কাব্য-চর্চার মাধ্যমেই তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন। এবং একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর কাব্য-কলাকৃতির অন্যতম প্রধান বাহন হলো সনেট। সনেট চর্চায় খুব সম্ভবত তিনি তাঁর গুরু মোহিতলালের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মধুমালা'র (১৩৪৩) ২২টি সনেটের অধিকাংশই ক্লাসিকাল, গঠন ও মিলবিন্যাস উভয়তই। এই ২২টি সনেটের মধ্যে ১৯টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'ঋষিভারত' এর স্তবকসজ্জা ১২+২; এবং 'মুক্তি ও বন্ধন' ও 'নিরাশায়' সনেটদ্বয় প্রমথ চৌধুরী সুলভ ৮+২+৪ রীতিতে রচিত। প্রত্যেকটি সনেট অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে বিন্যস্ত, সর্বত্রই অষ্টক চতুষ্ক-যুগলে গড়া। 'সাহসিকা', 'মুক্তি ও বন্ধন' এবং 'নিরাশায়' ছাড়া অন্য ১৯টি সনেটের দুই ত্রিক বিভাগ স্পষ্ট।

তার ২২টি সনেটের অষ্টকেই দুই মিল। 'অচিন্ত্য' ছাড়া অন্য সব সনেটের অষ্টকের মিলগ্রন্থন সংবৃত-ধর্মী। ষট্‌কে দুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীলা। মিলবিন্যাসে নয় প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ

১. তপত পতপ ঃ শকুন্তলা, সাহসিকা, অঘ্রাণ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন।
২. তপঙ তপঙ ঃ সাগরিকা, পৌষ।
৩. তপত পঙঙ ঃ ঋষিভারত, অচিন্ত্য, বর্ষাররূপ, ভাদ্র, কার্তিক।
৪. তপঙ ঙপত ঃ স্বপ্ন।
৫. তপপ তপত ঃ মাঘ।
৬. তপপ তঙঙ ঃ আষাঢ়।
৭. ততপ ঙপঙ ঃ শাওন।
৮. তত পঙপঙ ঃ মুক্তি ও বন্ধন, নিরাশায়।
৯. ততপ ঙঙপ ঃ টগর।

এই মিলবিন্যাসের ৩, ৮ ও ৯ বিভাগের আটটি সনেট ছাড়া অন্যত্র মিলপদ্ধতি ক্লাসিকাল। ৩ বিভাগের মিলগ্রন্থনে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাব বর্তমান। ৮ বিভাগের দুটি সনেটের মিলবিন্যাস প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত তথাকথিত ফরাসি রীতির। কিন্তু ৯ বিভাগের সনেটটি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর আদর্শে রচিত খাঁটি ফরাসি-রীতির। আশুতোষ ভট্টাচার্যের আগে বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণু দে-ই মাত্র খাঁটি ফরাসি-রীতিতে সনেট রচনা করেছেন। খাঁটি ফরাসি-রীতির উদাহরণ

হিসাবে সনেটটি এখানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

ভ্রমর গুঞ্জন-মন্ত্রে নিশি ভরি' করে স্তব-গান,
পল্লব-আনত-শাখে ঊষারাগে সে আসি' লুটায়
তোর রুদ্ধ দ্বার-পথে ; আঁখি মুদি' আত্ম-গরিমায়
চিত্তে তুই সারানিশি কার মূর্তি করিলি রে ধ্যান ?
যখন ফুটায়ে দল দিলি প্রাণে আনন্দ-সন্ধান
বন্ধু ভ্রমরের আঁখি অন্ধ হ'ল পরাগ-ধূলায়,
অনিলে দুলায়ে শাখা নিষেধিলে ইঙ্গিতে তাহার
প্রবেশ, অন্তরে তোর, সুর সূর্য্যে করি' আত্মদান।

তোর শুভ্র দল হেরি' অনুরাগ-বর্ণলেশহীন,
করিল ভ্রমর-ভক্ত তোরি প্রেমে আপনা বিলীন ;
কামনা জাগিছে কম-কলিকার কুমারী-হৃদয়ে,
পারিত ভ্রমর যদি এ'বারতা নিতে অনুমানি,
সহিতে হ'ত না তা'র নিশি-শেষে নিরাশার গ্লানি,
সাধনায় রাতি ভোর, বৈরাগ্যে দিবস যায় ব'য়ে।

[টগর ঃ মধুমালা, পৃঃ ২০]

পুষ্প-প্রকৃতি বিষয়ক এই সনেটটি অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে ফরাসি। অষ্টক সংবৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া। ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত। প্রতি ত্রিক-বন্ধের শীর্ষে ভিন্ন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মক। সনেটটির অষ্টক ষট্‌কের মাঝে ভাবাবর্তনটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

সনেটের অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে ভাবাবর্তন সৃষ্টিতে আশুতোষ ভট্টাচার্য ক্লাসিকাল পেত্রার্কান আদর্শকে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করেছেন। তাঁর ২২টি সনেটের মধ্যে ১৮টিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিম্নলিখিত চতুর্বিধ বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করেছেন ঃ

১ কারণ থেকে কার্য ঃ শকুন্তলা, মুক্তি ও বন্ধন।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ সাগরিকা, সাহসিকা, অচিন্ত্য, টগর, পৌষ, মাঘ, বৈশাখ, শাওন, আশ্বিন, কার্তিক।
৩. নিসর্গলোক থেকে আত্মলোক ঃ নিরাশায়, বর্ষার রূপ, অঘ্রাণ, ফাল্গুন।
৪. আত্মলোক থেকে নিসর্গলোক ঃ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের দুটি সনেটের আবর্তনসন্ধিতে মোহিতলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটের

মত তাঁর 'সাগরিকা' ও 'অচিন্ত্য' সনেটদ্বয়ের অন্তিম দুই পঙ্‌ক্তিতে পূর্বতন (অষ্টকের) ভাবের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে। ক্লাসিকাল সনেটের রূপগঠনে এই রীতি নিঃসন্দেহে ত্রুটিবহ।

এই কবির সনেটের ছন্দে তাঁর সাহিত্য-গুরু মোহিতলালের প্রভাব বর্তমান। তাঁর ২১টি সনেট আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত—'শকুন্তলা' মাত্র ব্যাতিক্রম, এটির ছন্দ চতুর্দশ মাত্রার মিশ্রবৃত্ত। তাঁর সনেটের ছন্দবিষয়ে লক্ষণীয় এই যে তিনি সনেটের নিটোল-গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর জেনে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। মাত্র পাঁচটি সনেটে আংশিক প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ আছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বারমাসী' শিরোনামার বারমাসের ওপর বারটি সনেট রচনা করেছেন। ইতালীয় কবি জেমিনুনিয়ানো সর্ব প্রথম এই ধরণের সনেট পরম্পরা রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথও 'নববর্ষের উপহার' শিরোনামায় বারমাসের বারটি সনেট লিখেছেন। এই বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য দেবেন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবত হয়ে থাকবেন। তবে মঙ্গলকাব্যের 'বারমাস্যা' দ্বারাও কবি এই ধরণের সনেট রচনায় অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

'বারমাসী' শীর্ষক সনেটগুচ্ছে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে কবির স্বগতোক্তি-মূলক প্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে। এই সনেটগুচ্ছ তাঁর 'মধুমালা' কাব্যগ্রন্থের মধ্যমণি। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও অনুভবের হৃদ্যতায় এই সনেটগুলি মধুস্বাদী। প্রসঙ্গত 'অঘ্রাণ' সনেটটি উদ্ধার করা যাক ঃ

কেন বা ভাঙালি ঘুম? বাহিরে যে এখনো আঁধার।
বুঝিবা সোনালি রোদ ফুটে নাই পুবের আকাশে;
অলস আঁখির পাতা ঘুমের আবেশে মুদি' আসে,
এখনি ঘরের কাজে বাহিরিতে হ'বে কি তোমায়?
জানেলা খুলিয়া আজি দেখি যাও কি শোভা ঊষার,—
কিশোরী কলিকা ফুটে অতসীর, হিমেল বাতাসে
সবুজ পাতার বিলে সাদা লাউ-ফুল ডোবে ভাসে,
শাখার আঙ্গুলে যেন সজিনার ভরেছে তুষার।

দুপুরে আসিও তবে ঘরে না রহিলে গুরুজন,
ভরিয়া ধানের গাদা ছোট'রা খেলিবে লুকোচুরি।

আমরা বসিব দোঁহে খুলিয়া পূবের বাতায়ন,
দেখিব, সরিষা-ক্ষেতে মেঠো মেয়ে জ্বালে ফুলঝুরি !
আকাশ কলাই-ফুলে মুখছবি হেরিবে আপন,
দিনের স্বপনে চোখে জাগিবে দূরের বনপুরী।
[মধুমালা, পৃঃ ২৮]

প্রেমচেতনাই তাঁর সনেটের মুখ্য আলম্বন তবে একমুখী বিষয়েই তাঁর কবিচিত্ত তৃপ্ত হয় নি। 'বারমাসী' সনেট-পরম্পরা ছাড়া তাঁর অন্য দশটি সনেটে নিম্নলিখিত ছ'প্রকার বিষয়বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে ঃ

১. কাব্যরসোদ্গার ঃ শকুন্তলা। ২ প্রেম ঃ সাগরিকা, সাহসিকা, স্বপ্ন। ৩. ভারতসংস্কৃতি ঃ ঋষিভারত। ৪. তত্ত্ব ঃ অচিন্ত্য, মুক্তি ও বন্ধন। ৫. প্রকৃতি ঃ টগর। ৬. আত্মচিন্তা ঃ নিরাশায়, বর্ষার রূপ।

জগদীশ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯১২) সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। বর্তমানে সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে খ্যাত হলেও কাব্য-চর্চায় নিত্য-নতুন পরীক্ষায় উৎসাহী শিল্পী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টাদশী' (১৯৩৩)[২৪] ১৯টি আঠার মাত্রার আঠার পঙ্ক্তির প্রেমের কবিতার সংকলন। অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে 'চতুর্দশপদী' অর্থাৎ সনেট বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫] কিন্তু এগুলিকে সনেট না বলে সনেট-কল্প কবিতা বলাই শ্রেয়। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে ষোল পঙ্ক্তির এবং অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আঠার পঙ্ক্তির সনেট-কল্প কলাকৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। এঁদের তুলনায় জগদীশ ভট্টাচার্যের চতুর্দশোর্ধ্ব-পঙ্ক্তিতে সনেট রচনার পরীক্ষা আরো ব্যাপক ও সচেতন। তাঁর 'অষ্টাদশী' আঠার মাত্রার আঠার পঙ্ক্তির ১৮টি কবিতার সংকলন। বিষয়বস্তু কবির ভাষায় 'আমার প্রিয়ার তনু অষ্টাদশ বসন্তের দান।' 'অষ্টাদশী'র পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'ক্ষণশাশ্বতী' (১৯৪১) এবং 'কলেজবয়' ছদ্মনামে রচিত 'ব্ল্যাকবোর্ড' (১৯৪৫) কাব্যগ্রন্থে আরো সাতটি আঠার-পঙ্ক্তির সনেট-কল্প কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলি রচনায় সর্বত্র একই বিশিষ্ট রীতি অনুসৃত হয়েছে। ৪+৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত এবং ভিন্ন ভিন্ন মিলের চারটি বিবৃত চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে এই কবিতাগুলি রচিত। গঠন ও মিলবন্ধন শেকস্পীরীয়। এই পরীক্ষামূলক সনেট-কল্প কবিতাগুলি লক্ষ্য

করলেই বোঝা যাবে যে কবি শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটে একটি অতিরিক্ত চতুষ্ক যোজনা করে পঙ্‌ক্তি সংখ্যাকে চোদ্দ থেকে আঠারতে প্রসারিত করেছেন।

পরীক্ষামূলক এই সনেট-কল্প কবিতাগুলি ছাড়া জগদীশ ভট্টাচার্য 'ক্ষণশাশ্বতী' ও 'ব্ল্যাকবোর্ডে' ১৫টি শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৩টি 'ক্ষণশাশ্বতী' ও ১২টি 'ব্ল্যাকবোর্ড' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই পনেরটি সনেটই ৪+৪+৪+৪+২ শেকস্‌পীরীয় স্তবকবন্ধে ও মিলবিন্যাসে রচিত। প্রেমই তাঁর সনেটের তথা কবিতার মুখ্য অবলম্বন। তবে 'কলেজবয়'-ছদ্মনামে লেখা 'ব্ল্যাকবোর্ডে'র সনেটগুচ্ছ ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় অম্ল-মধুর। তাঁর উল্লিখিত ১৫টি সনেটের মধ্যে মাত্র দুটি আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত, বাকি ১৩টির ছন্দই চতুর্মাত্রিক কলাবৃত্ত। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পরে তিনিই এত অধিক সংখ্যক সনেট কলাবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন।

কাব্যসাধনার পরবর্তী অধ্যায়ে জগদীশ ভট্টাচার্য সনেট রচনায় অষ্টক-ষট্‌কে বিন্যস্ত ক্লাসিকাল রীতির প্রতিই আনুগত্য দেখিয়েছেন। নমুনা হিসাবে এই পর্যায়ের 'আলোর মরাল' শীর্ষক সার্থক সনেটটি নিম্নে ধৃত হলো ঃ

> দুর্যোগের মেঘে ঢাকা কৃষ্ণপক্ষ রাত ছিল কাল।
> কালবোশেখীর ক্রোধ ক্ষিপ্ত ছিল পল্লীনিকেতনে,
> শেষবসন্তের কান্না ঝরেছিল নারিকেলবনে,
> অশুভ কী আশঙ্কায় বিশ্ব ছিল বীভৎস ভয়াল।
> প্রসন্ন আকাশে আজ আনন্দিত এসেছে সকাল—
> সে যেন স্বর্গের শিশু, দুধে-দাঁত হাসে ক্ষণে ক্ষণে,
> মর্ত্যবালিকার খুশি দোল যায় পুবালি পবনে ;—
> দূর শূন্যে উড়ে যায় শ্বেতশুভ্র আলোর মরাল।
>
> 'তুমি দূরে চলে গেলে জীবন আঁধার হয়ে আসে',—
> বলেছিলে কাল রাতে যন্ত্রণার বিষণ্ণ ভাষায় ;
> কপোলে মুক্তোর মালা ঝরেছিল বুকের আঁচলে।
> আজ ভোরে ঘুম ভেঙে কণ্ঠ জাগে ললিতে-বিভাসে,
> অধর তৃষিত হয় কী নব জীবন পিপাসায় ;—
> প্রিয় দূরে চলে যায়, প্রেম তবু হাসে পুর্বাচলে।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৯১৪) এ পর্যন্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'কয়েকটি প্রেমের কবিতা' (১৯৫৫) ১৬টি প্রেমের কবিতার সনেটগুচ্ছ। প্রেমচেতনা বাস্তবমুখী ও নগর কেন্দ্রিক। তবে প্রেমের মূল্যবোধে বিশ্বস্ত। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বর্ষাশেষে'র (১৯৩৮) সমর সেনকে উৎসর্গ-করা 'চতুর্দশপদী' শীর্ষক ১৬টি সনেটে প্রেমচেতনার কোন অভিব্যক্তি ধরা পড়ে নি। সমাজ ও রাজনীতিই এই সনেটগুচ্ছের উপজীব্য। এখানে কবিচেতনা অবক্ষয় ও অনিকেত-সুলভ নৈরাশ্যবোধে জর্জরিত। ব্যঙ্গের শাণিত কশাঘাতে তিনি প্রচলিত মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করেছেন। কিন্তু এই গভীর শূন্যতা থেকে কবির উত্তরণ ঘটেছে প্রেমেরই মাধ্যমে। মূলত 'বর্ষশেষ' থেকে 'কয়েকটি কবিতা' সনেটগুচ্ছে কবির এই মানসমুক্তির ইতিহাসই অভিব্যক্ত হয়েছে।

প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত উল্লিখিত দুটি কাব্যগ্রন্থের ৩২টি সনেটের মধ্যে চোদ্দটি এক স্তবকে এবং পনেরটি ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। একটির স্তবক-সজ্জা ৮+৪+২ ও বাকি দুটির ৪+৮ +২। অর্থাৎ সনেটের স্তবক গঠনে তিনি মূলত ক্লাসিকাল রীতিরই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মিলবিন্যাসে তিনি একান্ত ভাবেই শেকসপীরীয়। তাঁর ২৯টি সনেটই এই রীতিতে রচিত, তবে 'বর্ষশেষে'র ১০, ১৪ এবং 'কয়েকটি প্রেমের কবিতার' ৫, ৯, ১৩ সংখ্যক পাঁচটি সনেটের মিলবিন্যাস ঈষৎ ত্রুটিপূর্ণ। শেকসপীরীয় অষ্টক ও পেত্রার্কীয় ষটকের সমন্বয়ে তিনি 'কয়েকটি প্রেমের কবিতা'র ১, ১১, ও ১২ সংখ্যক সনেটত্রয় রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম দুটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এ ছাড়া শেকসপীরীয় রীতিতে রচিত আটটি সনেটেও তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করে তাঁর পূর্বসূরীদের মত ক্লাসিকাল রোমান্টিক-রীতির সমন্বয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। উল্লিখিত দশটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি দ্বিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন :

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—বর্ষশেষ : ১, ২, ৩, ৫।
   কয়েকটি প্রেমের কবিতা : ৫, ৮, ৯, ১০, ১১।

২. কারণ থেকে কার্য—কয়েকটি প্রেমের কবিতা : ১।

আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকসপীরীয় রীতির একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি :

তোমারে পাঠাই বন্ধু সম্মুখ সমরে।

অশ্ব গজ রথী সহ রণক্ষেত্রে যবে
সূর্যালোকে নগ্ন অসি স্ফুলিঙ্গ বিতরে,
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে ম্লান হলো তবে।
কাগজে রটাই ঠেসে যুদ্ধের বারতা—
কেমনে মোদের লাগি এ কাল সমরে
গিয়েছ তুমি হে বন্ধু। হয় কথকথা
নিধন হইলে রণে, নাটকীয় স্বরে।

এদিকে রহি হে দুর্গে (অতি নিরাপদে)
মুনাফা হিসাব করি শেয়ার বাজারে।
বন্ধুশোক নিবারিতে, শত্রু ধ্বংস মদে
পাঠাই দম্ভোলি তৃণ পুষ্পক বিহারে।
বিংশশতাব্দীর কথা শোন পুণ্যবান
সেই ধন্য নরকুলে যার বাঁচে প্রাণ।
[বর্ষশেষ—১]

সমাজ-সচেতন কবির কণ্ঠে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন মানব-চরিত্রের হীনম্মন্যতা তীব্র-ব্যঙ্গে এই কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটে অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধির অভিব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়।

১৪

সনেটে আধুনিক-পর্বের ফলশ্রুতি

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনয়িতা মধুসূদন পেত্রার্কীয় সনেট-কলাকৃতিকে তাঁর কাব্যের মুখ্য বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আশা করেছিছেন যে পরবর্তীকালে প্রতিভাধর কবির সাধনায় এই সনেট ইতালির সমকক্ষ হয়ে উঠবে। মধুকবির এই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। অবশ্য তাঁর পরবর্তীকালের কবিসমাজ শুধুমাত্র পেত্রার্কীয় রীতিতেই সনেটের পসরা সাজান নি। শেকস্‌পীরীয়, ফরাসি ও অন্যান্য পরীক্ষামূলক নানা রীতিতেও সনেট-চর্চায় উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীরীয় সনেট কলাকৃতির প্রবর্তন করেন। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে এই সহজিয়া সনেট-রীতিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে-আমরা যাকে বাংলা

কবিতার ‘আধুনিক’ কাল বলে চিহ্নিত করেছি তার সূচনাতেই মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে পেত্রার্কীয় সনেট কলাকৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। এই পর্বে মোহিতলালের আগেই সুশীলকুমার দে ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে শতাধিক সনেট রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ধারার অধিকাংশ সনেটই আবর্তনসন্ধিহীন মিল্টনীয় সনেটের সগোত্র। মোহিতলাল কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পেত্রার্কান সনেট রচনায় এই রীতির অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপবিন্যাসে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সুতরাং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এই পর্বের পেত্রার্কীয় সনেট চর্চায় মোহিতলালের আদর্শ দিশারীর কাজ করেছে। এই পর্বে এই ধারার সনেট রচনায় সুরেন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ রাধারাণী, হুমায়ুন কবির, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, হেমচন্দ্র, অশোকবিজয়, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ক্লাসিকাল সনেটের গঠন ও আভ্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে এঁদের সকলেই যে খুব সচেতন ছিলেন এমন নয়। অণ্টক ষট্‌কের বিভাগ এঁরা যদিও বহুল পরিমাণে রক্ষা করেছেন, কিন্তু অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের দুই ত্রিকবন্ধের উপবিভাগ প্রায়শই অবহেলিত হয়েছে। অজিত দত্ত ছাড়া উল্লিখিত কবিসমাজের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের ক্লাসিকাল-রীতির কিছু সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান দিয়েছেন। পেত্রার্কান সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজনার প্রবণতা নিঃসন্দেহে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাবজাত। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের রচনাতেও এই বিশেষ প্রবণতাটি লক্ষণীয়। শুধু গঠনের দিক থেকেই নয়, পেত্রার্কান সনেটের আভ্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনাতেও ‘আধুনিক’-পর্বের অধিকাংশ কবি পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। এঁদের এই ধারার কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা তুলনায় কম। অর্থাৎ ক্লাসিকাল সনেট রচনায় এরা বহিরঙ্গের মিলবিন্যাস সম্পর্কে যত সচেতন ছিলেন, ঠিক ততখানি সচেতনতা সনেটের গঠন ও আভ্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে ছিল না। অবশ্য এ বিষয়ে অজিত দত্ত উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ক্লাসিকাল সনেটের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপবিন্যাসে এই পর্বে মোহিতলালের পরে তিনিই সফলতম শিল্পী।

মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দেবেন্দ্রমঙ্গলে’র সনেটগুচ্ছে প্রধানত শেকস্‌পীরীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি এই সহজিয়া সনেট রীতি প্রায় সম্পূর্ণ বর্জন করে-

ছিলেন। কিন্তু এই পর্বের বিশিষ্ট কবি সুশীলকুমার ও জীবনানন্দ ছাড়া অন্য সনেটকারেরা কম-বেশি এই রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। বনফুল, মণীশ ঘটক, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি তো কেবল মাত্র শেকস্‌পীরীয় রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পীরীয় সনেট-সমন্বয়ের নতুন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। নবরোমান্টিক ও রবীন্দ্রানুসারী কোন কোন কবি রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে তাঁদের কিছু সনেটে এই দুই রীতির সমন্বয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে ত্রিবিধ উপায়ে। যেমন পেত্রার্কান সনেটকে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বিন্যস্ত করে, শেকস্‌পীরীয় সনেটে আবর্তনসন্ধি সৃষ্টি করে, এবং শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক সমন্বিত করে। এই পর্বের কবিদের প্রথম পর্যায়ের সমন্বয়ের কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় তৃতীয় পর্যায়ের দুই-রীতির সমন্বয়-সাধক কবিরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়।

পেত্রার্কীয় শেকস্‌পীরীয় দুই রীতির সনেট সমন্বয় প্রচেষ্টা থেকেই বাংলা সাহিত্যে এক ধরণের মিশ্র রোমান্টিক-রীতির সনেটের উদ্ভব হয়েছে। এই প্রকৃতির অষ্টকে শেকস্‌পীয়র-পন্থী চার মিল, চতুষ্কের মিলবিন্যাস কখনো সংবৃত কখনো বিবৃত; ষট্‌কের মিল পেত্রার্কান, মিল সংখ্যা দুই বা তিন। মধুসূদন অনুসারী কবি রাধানাথ ও রাজকৃষ্ণ এই রীতিতে সর্বপ্রথম কয়েকটি সনেট রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালের কবিরা এই রীতি সম্পর্কে খুব আগ্রহী না হলেও রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, জীবেন্দ্র দত্ত প্রমুখ কবি এই ধারায় দু' একটি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু 'আধুনিক'-পর্বে সুরেন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ বিশী এই রীতিতে অনেকগুলি সনেট রচনা করে এই মিশ্র রোমান্টিক রীতিকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট সনেট কলাকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন। এঁদের আগে পরে এই ধারার অনুবর্তন করেছেন মোহিতলাল, অপূর্বকৃষ্ণ, হুমায়ুন কবির, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে ও অন্নদাশঙ্কর।

বাংলা সাহিত্যে ফরাসি সনেট-আদর্শ প্রবর্তন করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। অবশ্য গঠনের দিক থেকে তা ভঙ্গ-ফরাসি সনেট। ফরাসি সনেট সম্পর্কে বাঙালি কবিরা কোন সময়েই খুব বেশি আসক্তি প্রকাশ

করেন নি। বস্তুত ফরাসি সনেট বিষয়ে তাঁদের ধারণাও খুব পরিচ্ছন্ন নয়। ফলত এই ধারার সনেটের চর্চা বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ‘আধুনিক’-পর্বে প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে প্রমথনাথ বিশী, রাধারাণী দেবী ও বিষ্ণু দে অল্প কয়েকটি ভঙ্গ প্রকৃতির ফরাসি সনেট রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর আদর্শে খাঁটি ফরাসি সনেট রচনা করেছেন মাত্র দুজন কবি—প্রথমে বিষ্ণু দে ও পরে আশুতোষ ভট্টাচার্য।

এই পর্বের কবি বিষ্ণু দে তাঁর ‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ’ কাব্যগ্রন্থের ‘সনেট’ শীর্ষক সনেটটি স্পেনসারীয় রীতিতে রচনা করে বাংলা সনেট সাহিত্যে নতুন একটি ধারা সংযোজিত করেছেন। মিলের বিচিত্র বেণীবন্ধনে রচিত স্পেনসারীয় সনেট-রীতি পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই তেমন গৃহীত হয় নি—বাংলা সাহিত্যেও নয়। বিষ্ণু দে-র এই সনেটটি সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে বৈচিত্র্য-সন্ধানী কবি মানসের সার্থক প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথের ‘চৈতালি’ ও ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশীর আদর্শে রবীন্দ্রানুসারী কবিরা অজস্র সনেট-কল্প কবিতা রচনা করেছেন। ‘আধুনিক’-পর্বের কবিরাও এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তবে এই পর্বের কোন কোন কবি সনেটের নব রূপনির্মাণে অভিনব পরীক্ষায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। সনেটের প্রথমে ষট্‌ক ও পরে অষ্টক যোজনা করে বুদ্ধদেব ‘অসহনীয়’ ও ‘অপেক্ষা’ এবং বিষ্ণু দে ‘সে বলে’ সনেট রচনা করেছেন। এই দুজন কবির আরো কয়েকটি সনেটেও নতুন মিল-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। অভিনব গঠন ও মিলবিন্যাসের দিক থেকে মণীশ ঘটকের ‘অহল্যা’ সনেটটিও স্মরণীয়। এই সনেটটি ছ’ পঙ্‌ক্তির দুই স্তবক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। প্রতি স্তবকের প্রথমে একটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদী ও পরে সংবৃত-মিলের একটি চতুষ্ক। জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ ও ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ পর্যায়ের এগারোটি ও অজিত দত্তের ‘রাঙাসন্ধ্যা’ সনেটটি গঠন ও মিলবিন্যাসে সনেট সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সনেটগুলি তের্জারিমা পদ্ধতিতে রচিত। বুদ্ধদেবের ‘ঋতুর উত্তরে’ এবং বিষ্ণু দে-র ‘এক ও অনন্য’ ‘শোনা যায় সেই মানুষই’ ও ‘স্বপ্ন দিন মান’ সনেটগুলিতে তের্জারিমা মিলপদ্ধতি অনুসৃত না হলেও এই রীতির তিন চরণের স্তবকবন্ধে গঠিত।

সনেটের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা নিয়েও এই পর্বের কয়েকজন কবি অল্প-

বিস্তর পরীক্ষা করেছেন। এই বিষয়ে বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে-র ষোল পঙ্‌ক্তিতে এবং অচিন্ত্যকুমার, অপূর্বকৃষ্ণ ও জগদীশ ভট্টাচার্যের আঠার পঙ্‌ক্তিতে সনেট রচনার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'আধুনিক'-পর্বের কবিরা পূর্বসূরীদের মত রীতি-নিষ্ঠ সনেট রচনায় পেত্রার্কীয় ৮+৬ ও শেকস্‌পীরীয় ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধ ব্যবহার করেছেন। চোদ্দ পঙ্‌ক্তির এক স্তবকবন্ধে এই দুই রীতির সনেটও এই পর্বে রচিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে ফরাসি সনেট রচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী, রাধারাণী দেবী, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি ৮+২+৪ ও ৪+৪+২+৪ স্তবকসজ্জাও গ্রহণ করেছেন। সনেটের রীতি-সম্মত স্তবক গঠন ছাড়াও এই পর্বের অনেক কবিই বিচিত্র স্তবক গঠনে উৎসাহ দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকেই সনেটের বিচিত্র স্তবকসজ্জা লক্ষ্য করা গেছে। এই পর্বের কবিরা পূর্বসূরীর পথ ধরে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। মোহিতলাল, প্রমথনাথ বিশী-র ৫+৭+২, মোহিতলাল, প্রমথনাথ, রাধারাণীর ১২+২, মোহিতলাল, প্রমথনাথ বিশী-র ৪+৬+৪, মোহিতলাল, বনফুল, মণীষ ঘটক, বিষ্ণু দে-র ৬+৬+২, রাধারাণী-র ৪+১০, ৪+৮+২, প্রমথনাথ বিশী, বিষ্ণু দে-র ৬+৮, প্রমথনাথ বিশী-র ১০+৪, বুদ্ধদেবের ৩+৩+৪+৪, ৪+৩+৩+৪, ৪+৩+৪+৩, এবং বিষ্ণু দে-র ৮+১+২+৩, ৮+৫+১, ৭+৭, ৯+৫, ২+২+৬+৪, ৫+৪+৪+১ স্তবকসজ্জা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক।

'আধুনিক'-পর্বের কবিরা বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার করে পূর্বসূরীদের মত প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচনা করেছেন। বাংলা সনেটের আদি কবি মধুসূদন তাঁর সনেটে প্রবহমান ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। সনেটের নিটোল বিন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও পরবর্তীকালের অধিকাংশ কবিই ছিলেন এইছন্দের প্রয়োগে কুণ্ঠাহীন। 'আধুনিক' কালের সনেটে প্রবহমান ছন্দের ব্যবহার আরো ব্যাপক। অবশ্য এই পর্বে মোহিতলাল, অজিত দত্ত প্রমুখ কবি সনেটের সংহত গঠনের কথা স্মরণ করে প্রবহমান ছন্দ ব্যবহারে যথেষ্ট সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। মধুসূদনের সনেটের পঙ্‌ক্তির মাত্রা সংখ্যা ছিল চোদ্দ। 'প্রাক-আধুনিক' কালের কবিরা এই বিষয়ে প্রধানত মধুকবির পথানুসারী। রবীন্দ্রনাথ ও নব-রোমান্টিক পর্বের কবিসমাজ সনেটে আঠার মাত্রা ব্যবহারের পথ

প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অনেকেই সনেটে আঠার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। 'আধুনিক'-পর্বের কবিরা সনেটের সংহত গঠনে ভাববিকাশের অধিকতর সুযোগ গ্রহণের জন্য এই ছন্দকেই বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চোদ্দমাত্রার ব্যবহারও এই পর্বে নিতান্ত নগণ্য নয়। সুশীলকুমার ও প্রমথ বিশীর প্রায় সমস্ত সনেটই চোদ্দমাত্রায় রচিত। আবার এই পর্বের কোনো কোনো কবি মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে ছাব্বিশ মাত্রা পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন। জীবনানন্দের সমস্ত সনেটই বাইশ কিংবা ছাব্বিশ মাত্রায় রচিত। এছাড়া অপূর্বকৃষ্ণ, হুমায়ুন কবির, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র প্রমুখ কবির কিছু সনেটে বাইশ থেকে ছাব্বিশ মাত্রার প্রয়োগ লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য এত দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে সনেট রচনা করলে ভাববন্ধন শিথিল হতে বাধ্য। উল্লিখিত কবিদের সনেটেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি।

বুদ্ধদেবের 'স্মৃতির প্রতি-৩' ও 'আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩' এবং বিষ্ণু দে-র 'সনেট' দশ মাত্রা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'জোনাকি'র সনেটগুচ্ছে আট থেকে এগার মাত্রার প্রয়োগও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সনেটে ছন্দের পরীক্ষা হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সনেটে এই পরীক্ষা তেমন সুখকর হয় নি। যেমন হয় নি বুদ্ধদেব বিষ্ণু দে-র কিছু সনেটে অসমমাত্রিক চরণ যোজনা।

রবীন্দ্রনুসারী কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রনাথ পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি সনেট দলবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছিলেন। এঁদের পথ ধরেই এই পর্বে বনফুলের 'পরশুরামের শেষ উক্তি' এবং বুদ্ধদেবের 'প্রেমিকের গান' ও 'এক তরুণ কবিকে' সনেটত্রয় দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই পর্বের অনেক কবি আবার কলাবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও জগদীশ ভট্টাচার্য অনেকগুলি সনেট লিখেছেন এই ছন্দে। এ ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ, রাধারাণী, অপূর্বকৃষ্ণ, অজিত দত্ত, মণীশ ঘটক, বিষ্ণু দে, সাবিত্রীপ্রসন্ন, কালীকিংকর প্রমুখ কবির কিছু সনেট কলাবৃত্ত ছন্দেই রচিত। এই ছন্দ সনেটের ভাবগাম্ভীর্য ও সংহত বিন্যাসের উপযোগী নয়, এই ছন্দে রচিত এঁদের সনেটগুলিই তার প্রমাণ। এই পর্বে সনেটের ছন্দ, মাত্রা ও পঙ্‌ক্তি-মাপের এত বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে রয়েছে সদা কৌতূহলী বৈচিত্র্য-বিলাসী কবিমানসের নিত্য-নতুন সৃষ্টিলীলা।

'আধুনিক'-পর্বের অনেক কবিই পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ

করে কিছু সনেট পরম্পরা রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে মোহিতলাল, সুরেন্দ্রনাথ, সুশীলকুমার, বনফুল, জীবনানন্দ, প্রমথনাথ বিশী, রাধারাণী, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে শতাব্দীকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলা সনেট সত্য সত্যই 'মানবহৃদয়ের বর্ণমালা'য় পরিণত হয়েছে। এখন এর বিষয় বৈচিত্র্যের অবধি নেই। শুধু বিষয় বৈচিত্র্যেই নয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধেরও বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে সনেটের নব-নব রূপায়ণে। 'আধুনিক'-পর্বের জড়বাদী জীবনচেতনা, নাস্তিবাদী জীবনদর্শন, যুগ মানসের জটিলতা, সংশয়, নিরাশা, নগরকেন্দ্রিক মনোভাব, সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনা, বিজ্ঞানচিন্তা এবং একই সঙ্গে প্রেম-প্রকৃতি ও আত্মগত কবিকণ্ঠের নিমগ্ন উচ্চারণ সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমে অনায়াসে প্রকাশিত হয়েছে। রেনেসাঁস-উত্তরকালে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে কাব্যচিন্তার নানা পট-পরিবর্তন ঘটেছে এবং কাব্য-কলাকৃতিরও নানা বিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সনেট কোন পর্বেই পরিত্যক্ত হয় নি। বাংলা সাহিত্যেও সনেটের বয়স একশ' বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কালসীমায় বাংলা কবিতার ঋতুবদল হয়েছে বারেবারে। কিন্তু কাব্য-কলাকৃতি হিসাবে সনেটের সমাদর আজো অবিচলিত। বস্তুত বাংলার রূপদক্ষ কবিসমাজের কাছে সনেট-কলাকৃতি যে স্বীকৃতি ও সমাদৃতি লাভ করেছে অন্য কোন কাব্য-কলাকৃতিই তা করে নি।

মধুসূদন ইতালির কাব্য-কানন থেকে সনেট-রূপী বিদেশি ফুলের চারাটি বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে রোপণ করেছিলেন। গাঙ্গেয় পলিমাটির দেশের অনুকূল আবহাওয়ায় একশত বৎসরের অধিককাল ধরে তা লালিত ও সংবর্ধিত হয়েছে। ইতালীয়, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন ধরণের ক্লাসিকাল ও রোমাণ্টিক রীতির অনুসরণে যেমন বাংলা সনেট সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি আমাদের দেশেও নানা মিশ্র রীতির উদ্ভব ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার নানা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু এই নানা রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও ক্লাসিকাল পেত্রার্কান সনেটই আভিজাত্যে ও কৌলিন্যে অতুলনীয়। তাই বাংলা দেশের একশ' বৎসরের শ্রেষ্ঠ সনেটকারগণ স্বভাবধর্মে বৈচিত্র্য-বিলাসী হয়েও বারবার এই ঘনপিনদ্ধ কলাকৃতির প্রতিই তাঁদের অনুরক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. স্মরগরলে 'রূপার্ট ব্রুক, শিরোনামায় ৬টি সনেট সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে '৩' ও '৪' সংখ্যক সনেট দুটি ব্রুকের দুটি সনেটের অনুবাদ বলে এ দুটিকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি।

২. এই নয়টি নতুন সনেট হলো : প্রণয়ভীরু, বিবাহমঙ্গল, দুর্গোৎসব ২টি, শিশিরকুমার, প্রেম, কবির প্রেম, স্মরণ ও মরণ।

৩. সম্প্রতি ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অটোগ্রাফ খাতা থেকে মোহিতলালের দুটি নতুন মৌলিক সনেট আবিষ্কৃত হয়েছে। 'দোপাটী,-শিরোনামায় রচিত এই সনেটদুটির প্রথমটি শেকস্‌পীরীয় দ্বিতীয়টি পেত্রার্কান। দ্র' কবি ও কবিতা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৭-১০৮।

৪. মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) বাংলা সনেট, পৃষ্ঠা-১৬১-১৬২।

৫. তদেব, পৃঃ-১৫৩।

৬. বারটি সনেট মাত্র ভিন্ন বিষয়ী। এগুলি বিষয়ানুসারে তিনপর্যায়ে বিভক্ত : ক. তত্ত্ব : প্রকৃতি, মূক, ক্রন্দন, সম্মোহ, নিবেদন, বন্দী-দেবতা, দুর্ভাগা, সমাপ্তি। খ. প্রকৃতি : কালবৈশাখী, পূর্ণিমা, হ্রদ। গ. সারস্বতকথা : চতুর্দ্দশী।

৭. 'শতপর্ণী'র অকস্মাৎ, অন্বেষণ-১, ২, অসময়ে, প্রগতি, নিমেষিকা, চিঠি-১, ২, কালবৈশাখী, পুনরায়, হাসি, পলাতকা, অনুশোচনা, স্মরণ, ও নিস্তরঙ্গ এই পনেরটি সনেট কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

৮. বৈজয়ন্তী ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'জোনাকি' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থটি কোথাও খুঁজে পাই নি বলে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় নি।

৯. ক্ষণদীপিকার ৮, ১২, ২০ ও ৩৫ সংখ্যক সনেট-চতুষ্টয় এই গ্রন্থের নতুন সংযোজন।

১০ জগদীশ ভট্টাচার্য—'সুশীলকুমার দে', কবি ও কবিতা ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ১০৩।

১১. তাঁর 'দীপালি' কাব্যগ্রন্থের ২১টি সনেট ভিন্ন বিষয়ী। ক. প্রকৃতি : ৯৫-৯৯। খ. তত্ত্ব : ৭৮-৮১,৮৪,৯২,৯৪,১০০,১০৬-১১১,১১৪। গ. সারস্বত কথা : ৬৯।

১২. "পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।"— অশোকানন্দ

দাস, ভূমিকা, রূপসী বাংলা।

১৩. 'প্রাচীন পারসীক হইতে' সনেটগুচ্ছের প্রকাশকাল যদিও ১৯৬৮ তবু এই গ্রন্থকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি কারণ এই পর্যায়ের কবিতাগুলি ১৯৬০-এর আগেই লিখিত এবং সাময়িকপত্রে প্রকাশিত। প্রসঙ্গত কবির উক্তি স্মরণীয়—"এই প্রসঙ্গে মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে প্রাচীন আসামী হইতে ইহার সমপর্যায়ভুক্ত কবিতা।" প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা ; প্রাচীন পারসীক হইতে।

১৪. অজিত দত্ত—অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা ; পৃঃ ৬

১৫. 'পাতালকন্যা'র ইতালি থেকে অনূদিত 'জনগণ' ও ১৯৬০-এর পরে লিখিত ও প্রকাশিত কবিতাসংগ্রহের 'রবীন্দ্রনাথ' ও অভিনায়িকা' সনেট তিনটি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। এ ছাড়া 'পুনর্ণবা' কাব্যগ্রন্থটি দেখার সুযোগ হয় নি, 'কবিতাসংগ্রহে' এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এগারটি সনেট আছে ; মূলগ্রন্থে এ ছাড়া অন্য কোন সনেট থাকলে তা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত রয়েছে।

১৬. 'বন্দীর বন্দনা'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য। কবি লিখেছেন ঃ "বন্দীর বন্দনার দ্বিতীয় সংস্করণে 'ক্ষণিকা' ও 'মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান' নামে দুটি কবিতা ও গুপ্তিতে ষোলোটি সনেট নতুন যোগ করা হলো। বইয়ের পাতায়, কোনো কোনোটি ছাপার অক্ষরে নতুন দেখা দিলেও রচনার তারিখ হিসেবে এরা পুরানো। ১৯২৬ থেকে '২৯ এর মধ্যে লেখা, অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলির সমসাময়িক। ব্যতিক্রম শুধু 'বিবাহ', যেটি লেখা হয় ১৯৩৩-এ।"

১৭. এই সময় কবি বোদ্‌ল্যারের প্রচুর কবিতা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং তাঁর এই পর্বের কবিতায় বোদ্‌ল্যারের ভাব ভাষার প্রভাব নিতান্ত আকস্মিক নয়।

১৮. প্রসঙ্গত The Oxford Book of French Verse কাব্য সংকলনে Edouard-Joachim (1845-1875) এর 'Le Crapaud.' সনেটটি দ্রষ্টব্য। পৃঃ-৪৮৫

১৯. ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (২য় সং) পৃ. ১৪৫

২০. মিল্টনের 'Beacause you have thrown of your Prelate Lord' সনেট দ্রষ্টব্য।

২১. এই বাইশটি সনেট হলো ঃ ১৪/১৮ মাত্রা—কোনো কুকুরের প্রতি। ১৮/২০ মাত্রা—দুইপাখি, স্বর। ১৮/২২ মাত্রা—নির্বাসন, রবীন্দ্রনাথ, কেন, কবি ঃ তাঁর ক্ষমতার প্রতি, মিল ও ছন্দ, অসহনীয়, কর্কট-

ক্লান্তি, অপেক্ষা, না-লেখা কবিতার প্রতি-২, ৩, ঋতুর উত্তরে, মধ্য সমুদ্রে, স্টিল লাইফ, ল্যাণ্ডস্কেপ, আটচল্লিশের শীতের জন্য-১, ২। ১৮/২৬ মাত্রা—সনাতন সংঘর্ষ, মরুপথ। ২০/২৬ মাত্রা—স্মৃতির প্রতি-১।

২২. ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃঃ ৩২৬

২৩. নিম্নলিখিত পাঁচটি সনেট কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত : পূর্বলেখ : বৈকালী-৩। সাত ভাই চম্পা : সংসার। আলেখ্য : সে বলে, এ যুগের সংলাপ-৭। উত্তরে থাকো মৌন : মানুষের দেশ স্বয়ং প্রকৃতি।

২৪. হুমায়ুন কবিরের একটি সনেট সংকলনের নামও 'অষ্টাদশী'। কিন্তু তাঁর গ্রন্থটি জগদীশ ভট্টাচার্যের 'অষ্টাদশী'র পরে প্রকাশিত।

২৫. ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড, ১৯৩৩) পৃঃ ৩৮৯। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ডঃ শিশিরকুমার দাশও তাঁর 'চতুর্দশী' গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে 'অষ্টাদশী'কে সনেট-সংকলন বলে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে সনেট

১৮৬০-১৯৫৯

প্রথম অধ্যায়

সনেটের জন্মকথা। পেত্রার্কার সনেট। ইতালীয় সাহিত্যে সনেট

১

সনেটের জন্মকথা

সনেট আধুনিক পৃথিবীর কাব্যলোকে ইতালির অনবদ্য উপহার। সনেট কথাটির জন্ম হয়েছে ইতালীয় সনেত্তো (Sonetto) শব্দ থেকে। ইতালি ভাষায় সুয়নো (Suono) শব্দের অর্থ ধ্বনি। এই সুয়নো শব্দের ক্ষুদ্রার্থবাচক রূপ হলো সনেত্তো। তার আক্ষরিক অর্থ, একটি ক্ষুদ্র-ধ্বনি। ইতালীয় সুয়নো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে লাতিন সনুস (Sonus) শব্দ থেকে। লাতিন ভাষায় সনুস-এর অর্থ একটি ধ্বনি। সংগীতের পরিভাষা হিসাবেই এই ভাষায় সনুস শব্দটি ব্যবহৃত হতো। ইতালীয় সংগীতের পরিভাষা সনারে (Sonare) শব্দটি সম্ভবত এই সনুস শব্দটির বিবর্তনেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ইতালি ভাষায় যন্ত্রে বাজানো গানকে বলা হতো সনারে। কালক্রমে ইতালীয় সংগীত-জগতে কানৎসোনে (Canzone), সনেত্তো (Sonetto) এবং বাল্লাতা (Ballata) সংগীতের পরিভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। শুধু-কণ্ঠে যে গান গাওয়া হতো তার নাম ছিল কানৎসোনে, বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গাওয়া গানকে বলা হতো সনেত্তো এবং নৃত্যসহযোগে গাওয়া গানের নাম ছিল বাল্লাতা। অবশ্য দান্তের সময় থেকেই এই তিনটি শব্দ কাব্য-জগতের তিনটি বিভিন্ন কলাকৃতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে।[১]

সনেট বিশিষ্ট মিলবন্ধনে গঠিত চতুর্দশপদের গীতিকবিতা। কলাকৃতি হিসাবে এই রূপবন্ধের কিভাবে উদ্ভব হয়েছে তার ইতিহাস আজও সুস্পষ্ট হয় নি। তবে সনেটের জন্মের পেছনে যে প্রভাঁসের ত্রুবাদুর গয়াক-কবিসমাজের বিশেষ প্রভাব রয়েছে তা সনেট-রসিক সমালোচকগণ প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। শুধু সনেটের ক্ষেত্রেই নয়, ইতালীয় তথা য়ুরোপীয় গীতিকবিতার উদ্ভবের পেছনেও ত্রুবাদুর কবিসমাজের প্রভাব অপরিসীম। ইতালীয় সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাস-লেখক উইলকিন্স (E. H. Wilkins)

বলেছেন : 'The troubadour lyric is the fountainhead from which the main streams of the later European lyric are derived.'[২]

প্রাচীন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাংশের নাম প্রভাঁস। এই প্রভাঁস আধুনিক য়ুরোপের কবিমাতৃভূমি। একাদশ শতাব্দীতে প্রভাঁসে ত্রুবাদুর নামে এক অভিজাত গায়ক-কবিসমাজের উদ্ভব হয়। এঁরা নিজেরাই গান রচনা করতেন এবং দেশে দেশে সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। গানের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত প্রেম, তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাও মাঝে মাঝে তাঁদের গানে ছায়াপাত করেছে। তাঁদের কবিতার উদ্দিষ্টা নারী সামাজিক মানে কবিদের চেয়ে উচ্চমর্যাদার অধিকারিণী এবং সাধারণত বিবাহিতা। অর্থাৎ পরকীয়া প্রেমই ছিল ত্রুবাদুর কাব্যের মুখ্য উপজীব্য। কালক্রমে খ্রীস্টান ধর্মচেতনা তাতে যুক্ত হলেও মূলত তা ছিল পেগান। লেভারের (J. W. Lever) ভাষায় : 'The real religion of Troubadour poetry was not Christian, but Pagan and in a literal sense, Aphrodisiac.'[৩]

অবশ্য পরবর্তী যুগে ত্রুবাদুর প্রেম-সংগীত পরিশোধিত হয়ে বিশুদ্ধ মনোময়ী রতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন মানসসুন্দরীর প্রতি ভক্তকবির আত্মনিবেদনই ছিল তার লক্ষ্য। ইতালীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বলেন, বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেম এই ত্রুবাদুর-প্রেমেরই পরিণত রূপ।

প্রেম-সংগীত রচনায় ত্রুবাদুররা কবিতার যে বিশিষ্ট কলাকৃতির আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম হল ক্যান্‌সো (Canso)। এই ক্যান্‌সো পাঁচ থেকে সাত স্তবকে গঠিত। প্রতিটি স্তবকের মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ছিল একই রকমের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্‌সোর শেষে একই মিলের তর্‌নাদা (Tornada) নামে একটি হ্রস্ব-স্তবক যুক্ত থাকত।[৪] সনেটের রূপগঠনে ত্রুবাদুরদের ক্যান্‌সো তর্‌নাদা স্তবকবন্ধের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। কবি এজরা পাউণ্ড অবশ্য অনুমান করেছেন যে, ক্যান্‌সোর একটি স্তবকই কালক্রমে সনেট কলাকৃতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর ভাষায়—"...a certain form of canzone stanza is complete in itself. This form of stanza, standing alone, we now call the 'Sonnet.'"[৫]

দাকোনা (D' Ancona) ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর পএশিয়া

পোপোলারে (Poesia Popolare) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দুটি একান্তর মিলের স্ত্রাম্‌বত্তো (Strambotto) অষ্টপদী স্তবকের সঙ্গে ষট্‌পদী রিস্‌পেত্তো (Rispetto) স্তবকের মিলনের ফলেই সনেটের উদ্ভব হয়েছে। স্ত্রাম্‌বত্তো ও রিস্‌পেত্তো প্রাচীন ইতালীয় লোক-কবিদের বিশিষ্ট কাব্যরীতি। ক্রবাদুরদের ক্যান্‌সোর মতো স্ত্রাম্‌বত্তো এবং রিস্‌পেত্তো মূলত প্রেম-সংগীত। ইতালীয় চারণকবিদের এই বিশেষ দুটি স্তবকবন্ধ এগার অক্ষরের পংক্তিতে গঠিত। ইতালীয় সনেটের পংক্তিও এগার অক্ষরে রচিত এবং প্রেমই তার প্রধান উপজীব্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সনেটের উদ্ভবের পেছনে স্ত্রাম্‌বত্তো ও রিস্‌পেত্তো স্তবক-বন্ধের প্রভাবও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু উইলকিন্স তাঁর ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন, যে-ফ্রেডরিক রাজসভায় সনেটের জন্ম সেখানে স্ত্রাম্‌বত্তো স্তবকবন্ধের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং তিনি সনেটের রূপগঠনে আরবি প্রভাবের উল্লেখ করেছেন।[৬] খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীতে আরব সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণে মরক্কো ও পর্তুগাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশেষ করে হারুন-অল-রশিদের পুত্র আলমামুনের রাজত্বকালে বাগদাদ শিল্প ও সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বাগদাদ থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল আফ্রিকা ও দক্ষিণ-য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে। আধুনিক য়ুরোপের কাব্যসাহিত্যে গীতিকবিতার রূপ ও রীতি এই প্রাচ্য-আরবেরই দান। আরবি সাহিত্য শুধু বাগদাদ থেকেই আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকবিতাকে প্রভাবিত করে নি। খ্রীস্টীয় নবম-দশক শতকে স্পেনে ও সিসিলিতে আরবি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সিসিলি থেকে আরবি সাহিত্য বিস্তারিত হয়েছে প্রভাঁস পর্যন্ত। প্রসঙ্গত এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাব্যে মিলবিন্যাসের রীতি বিশেষভাবে প্রাচ্য-দিগন্তেরই দান। ছন্দ ও মিলের মিলনে আধুনিক য়ুরোপে যে নতুন গীতিকাব্য রচিত হয়েছে তাতে সিসিলীয় আরবদের দান নগণ্য নয়। স্বভাবতই সনেট প্রসঙ্গে গজলের কথা মনে পড়ে। ইতালীয় সনেটের মতো আরবি-গজলও মূলত প্রেম-সংগীত। হ্রস্বতম গজলও চতুর্দশপদী।[৭] সুতরাং সনেটের রূপগঠনে আরবি গজলের প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়।

তবে ক্রবাদুর ক্যান্‌সো-তরনাদা, ইতালীয় চারণকবিদের স্ত্রাম্‌বত্তো-রিস্‌পেত্তো এবং আরবি গজল এই ত্রিবিধ প্রভাবের কোনটি কতখানি

সনেটের রূপনির্মাণে ক্রিয়াশীল হয়েছে তা আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে কলাকৃতি হিসাবে সনেট হঠাৎ একদিনে আবির্ভূত হয় নি। দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই অষ্টক ষট্‌কবন্ধে গড়া চতুর্দশ পংক্তির সনেট উদ্ভূত হয়েছে।

ইতালীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজসভার কোন কবির হাতে সনেটের জন্ম হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতালীয় সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির একচ্ছত্র সম্রাট হলেন রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিক। ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রাণ-প্রদীপ তাঁর রাজসভাতেই প্রথম প্রজ্বলিত হয়েছিল। ফ্রেডরিকের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর রাজসভায় ইতালি ভাষার প্রথম কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এঁদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ। তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছিলেন সিসিলীয়, ছয় জন দক্ষিণ ইতালির এবং ছয় জন তাসকান। এই সময় থেকেই ইতালির সাহিত্য-ভাষা নিয়ে তাসকান, সিসিলি, ফেরেরা এবং নেপল্‌স্‌-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। অবশেষে দান্তে, পেত্রার্কা ও বোক্কাচ্চিও-র সাহিত্য সাধনায় ইতালীয়-তাসকান ভাষাই সমগ্র ইতালির ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে উইলকিন্স বলেছেন—'Before the end of the following century (13th) the unquestioned literary supremacy of Dante, Petrarch and Boccaccio completed the establishment of Italianized Tuscan as the common Italian language of all Italy.'[৮]

ফ্রেডরিক-কবিগোষ্ঠীর রচিত কবিতার সংখ্যা ১২৫। তার মধ্যে ৮৫টি কানৎসোনে এবং ৩৫টি সনেট। অনুমান করা হয়, এই পঁয়ত্রিশটি সনেটই আদি সনেট এবং এই কবিগোষ্ঠীর কোনো একজন কবি সনেট-কলাকৃতির আবিষ্কারক। জে. এ. সিমণ্ডস অনুমান করেছেন, ফ্রেডরিকের জনৈক মন্ত্রী পিয়ের দেল্লে ভিন্‌নিয়ে (Pier delle vigne, 1190 ?—1249 ?) সনেটের আদিস্রষ্টা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও ভিন্‌নিয়েকে সনেট কলাকৃতির প্রবর্তক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৯] ভিন্‌নিয়ে মাত্র চারটি কবিতা রচনা করেছেন, তার মধ্যে একটি মাত্র সনেট। অন্যপক্ষে ফ্রেডরিক-কবিগোষ্ঠীর পঁয়ত্রিশটি সনেটের মধ্যে পঁচিশটির রচয়িতা জিয়াকোমো দা লেন্তিনো (Giacomo da Lentino)। সম্ভবত এই

কারণেই অধিকাংশ সমালোচক লেন্তিনো-কে সনেটের আদিস্রষ্টা বলে অনুমান করেছেন। ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস লেখক হুইটফিল্ড (J. H. Whitfield), উইলকিন্স এবং 'অক্সফোর্ড বুক অব ইতালিয়ান ভার্সে'র' সংকলক জন লুকাস (St. John Lucas) লেন্তিনো-কেই সনেটের আদি-প্রবর্তক বলে মেনে নিয়েছেন।[১০]

ফ্রেডরিক-কবিগোষ্ঠীর রচিত সনেটগুলি এগার অক্ষরের চৌদ্দটি পংক্তিতে গঠিত। চৌদ্দ পংক্তি অষ্টক ও ষট্ক দুই ভাগে বিভক্ত। অষ্টকের মিলবিন্যাস সর্বত্রই কখকখকখকখ। কুড়িটি সনেটের ষট্ক তিন মিলের, মিলপদ্ধতি তপঙতপঙ, দশটি সনেটের ষট্কবন্ধ দুই মিলের : তপতপতপ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের তিনজন বিশিষ্টকবি গুইত্তোনে দারেৎসো (Guittone d' Arezzo, 1225-93), গুইদো গুইনিৎসেল্লি (Guido Guinizelli, 1240-76) এবং গুইদো কাভালকান্তি (Guido Cavalcanti, 1260-1300) অনেকগুলি সনেট রচনা করেছেন। দারেৎসো-র বাড়ি ছিল তাসকানে। প্রেমের কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কবিজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে ধর্মই হলো তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়। দান্তে অপরিচ্ছন্ন কথ্যভাষার জন্য এই কবিকে নিন্দা করেছেন। আধুনিক সমালোচকেরাও তাঁকে তাঁর কৃত্রিম চাতুর্য ও সন্ন্যাসীপনার জন্য নিন্দা করেন। কিন্তু দারেৎসো-র হাতেই সনেটের সংবৃত্ত চতুষ্কযুগলের সৃষ্টি হয়েছিল। উইলকিন্স তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—'He did a great deal of metrical experimentation. Two of his sonnets have for the octave the rhyme-scheme ABBAABBA, which was destined to replace in general favor the simple original ABABABAB.'[১১]

গুইদো গুইনিৎসেল্লি-র জন্ম বোলন্নিয়া-য়। তাঁর কবিতার মধ্যে দারেৎসো-র সুর স্পষ্ট শোনা যায়। দারেৎসো-র উদ্দেশ্যে তিনি একটি সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার সংখ্যা কুড়ির বেশি নয়। কিন্তু এই স্বল্প সংখ্যক কবিতার মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার এবং নারী ও প্রেম সম্পর্কিত ভাবসমৃদ্ধি ইতালীয় কবিতার ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করেছে।

দান্তের বন্ধু গুইদো কাভালকান্তি-র কবিতাসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। তার মধ্যে অধিকাংশই সনেট। তিনিই প্রথম দেখালেন যে, প্রেমে স্বর্গীয় সুষমার

চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই বেশি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রেম এমন একটি শক্তি যা মানুষকে মহৎ করে।

ইতালি ভাষার প্রথম মহিলা কবি কম্পিয়ুত্তা দন্‌ৎসেল্লা (Compiutta Donzella) তিনটি সুন্দর সনেট লিখে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সনেটের আদিপর্বে দান্তে আলিগিয়েরি (Dante Alighiere, 1265-1321) প্রথম প্রতিভাবান কবি। দান্তের জন্ম ফ্লোরেন্সে। ন'বছর বয়সে তিনি মে-দিবসের এক ফ্লোরেন্তাইন উৎসবের দিনে অষ্টমবর্ষীয়া বিয়াত্রিচেকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসেছিলেন। প্রথম দেখার ন'বছর পরে বিয়াত্রিচে দান্তের প্রেমের স্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু জনৈকা অভিনেত্রীর প্রতি দান্তের ভালোবাসার গুজব শুনে বিয়াত্রিচে তাঁর অনুরাগ সংবরণ করলেন। তিনি পরে সিমনে দি বার্দি-কে (Simone di Bardi) বিবাহ করেন এবং ১২৯০ খ্রীস্টাব্দে লোকান্তরিত হন।[১২] বিয়াত্রিচের মৃত্যুর সম্ভবত দু'বছর পরে দান্তে তাঁর ভিতা নুয়ভা (Vita Nuova) বা 'নবজীবন' কাব্য সমাপ্ত করেন। ভিতা নুয়ভা-তে কবির আঠারো থেকে সাতাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমস্বপ্ন ঘনপিনদ্ধ কাব্যরূপ পেয়েছে। পরবর্তীকালে কবি দিভিনা কম্মেদিয়া (Divina Commedia) নামে যে মহাকাব্য রচনা করেন তাতেও তিনি বিয়াত্রিচেরই বন্দনা করেছেন। কবিকল্পনায় বিয়াত্রিচে স্বর্গে কবির পথপ্রদর্শিকার কাজ করেছেন। দিভিনা কম্মেদিয়ার কবি দান্তে পৃথিবীর মহত্তম খ্রীস্টীয় কবি। এই কাব্যগ্রন্থে, তিনি মানবাত্মার যে মহামন্দির রচনা করেছেন ভিতা নুয়ভা তার সিংহদ্বার মাত্র। ভিতা নুয়ভা কবির প্রেমানুরাগের প্রথম অভিব্যক্তি। এই গ্রন্থখানি গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য। কবিতার সংখ্যা একত্রিশ। তার মধ্যে পঁচিশটি সনেট। কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে কবি বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি বিবৃত করেছেন। আত্মবিশ্লেষণমূলক এই কাব্যগ্রন্থে কবির প্রেম-চেতনা স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত।

যদিও ইতালিতে দান্তের আগেই সনেট-চর্চা শুরু হয়েছিল তবু ভিতা নুয়ভার পঁচিশটি সনেটে সনেট কলাকৃতির ব্যাপক উন্নতি ঘটল। কিন্তু দান্তের হাতেও সনেটের পূর্ণস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নি। ডি. জি. রসেটি মূলছন্দে ভিতা নুয়ভার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনূদিত দান্তের সনেটগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, শুরুতে সনেটগুলি উজ্জ্বল, কিন্তু সমাপ্তিতে প্রায়ই

ম্রিয়মাণ। বিশেষ করে শেষ ত্রিকবন্ধের (Tarcet) দুর্বলতার ফলে আমাদের মনে কেবল প্রারম্ভের আবেদনটুকুই থেকে যায়। শেষের এই দুর্বল অংশ সমগ্র সনেটের ভারসাম্যই নষ্ট করে দেয়। ভিতা নুয়ভার সনেটগুলি অষ্টক ষট্কবন্ধে রচিত হলেও অষ্টক ষট্কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।[১৩] আবর্তনসন্ধি বিষয়ে অ-মনোযোগিতার ফলেই দান্তের হাতে সনেটের পূর্ণস্বরূপ আবিষ্কৃত হয় নি।

দান্তে তাঁর সমসাময়িক কবি চিনো দা পিস্তয়া-কে (Cino da Pistoia, 1270-1336) বলেছেন 'প্রেমের কবি'। পিস্তয়ার প্রেম একান্তভাবে পার্থিবপ্রেম। স্বর্গীয় সুষমা আর যন্ত্রণা, প্রেমের এই দুই বিরোধী উপাদানকে তিনি সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। নির্জনতার প্রতি আসক্ত কবি বিষাদের মধ্যেই পেলেন আনন্দ। পিস্তয়া যেন দান্তে ও পেত্রার্কার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করলেন। শুধু কাব্যানুভূতিতেই নয়, সনেটের গঠন-বিষয়েও তিনি উল্লেখ্য কৃতিত্বের অধিকারী। পেত্রার্কার আগে তাঁর সনেটেই সর্বপ্রথম প্রশান্ত প্রারম্ভ ও সমাহিত পরিসমাপ্তি দেখা গেল। সনেটের ক্ষেত্রে তিনিই এই গুরুত্বপূর্ণ অভিনবত্ব আনয়ন করলেন। পরবর্তীকালে পেত্রার্কা এই সুসমঞ্জস ভাববিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই সনেটের পূর্ণস্বরূপ প্রস্ফুটিত করে তুললেন।

২

পেত্রার্কার সনেট

দান্তে যখন মারা যান তখন ফ্রাঞ্চেস্কো পেত্রার্কার (Francesco Petrarca, 1304-1374) বয়স সতেরো। অথচ দুজনের মধ্যে যুগান্তরের ব্যবধান। উইল ডুরান্টের (Will Durant) ভাষায়—'an abyss divided their moods.'।[১৪] দান্তের কবিতায় মধ্যযুগীয় খ্রীস্টীয় বিশ্বাস যেন শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর পেত্রার্কার মধ্যে ভাষা পেয়েছে আধুনিক মানুষের প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠ।[১৫]

ফ্লোরেন্তাইন ব্যবহারজীবী পেত্রার্কার পিতা ছিলেন কবি দান্তের বন্ধু। পেত্রার্কা বলেছেন, তাঁর পিতা দান্তের মত একই দিনে ১৩০২ খ্রীঃ-এ ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। নির্বাসিত কবিপিতা সাময়িকভাবে আরেজোতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই আরেজোতেই ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে পেত্রার্কার

জন্ম। ১৩১০ অব্দে কবি পরিবারের সঙ্গে পিশা (Pisa) এবং ১৩১২ অব্দে আভিন্‌নিয়ন-এ (Avignon) যান। আভিন্‌নিয়ন-এর পনের মাইল দক্ষিণপূর্বে কাপেন্ত্রা-য় (Carpentras) পেত্রার্কা কোন্‌ভেনেভলে দা প্রাতো-র (Convenevole da Prato) নিকট শিক্ষাজীবন শুরু করেন। এরপরে বিদ্যার্জনের জন্য পেত্রার্কাকে পাঠানো হয় মন্তপেল্লিয়ে-তে (Montpellier, 1319-22), সেখান থেকে তিনি আইন পড়তে যান বোলন্‌নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Bologna, 1322-26)। কিন্তু আইন শাস্ত্র তাঁকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করতে পারে নি। আইনের বদলে তিনি বোলন্‌নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে পড়লেন ভার্জিল, সিসেরো এবং সেনেকার রচনাবলী। এই ক্লাসিক কবিত্রয়ের রচনা তাঁর সামনে জ্ঞানের বিশ্বলোক উন্মোচিত করল। এই পর্ব থেকেই পেত্রার্কা এই কবিদের দ্বারা অনুভাবিত হলেন এবং এঁদের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই কাব্য-চর্চায় ব্রতী হলেন। ১৩২৬ অব্দে পিতার মৃত্যু হলে পেত্রার্কা আভিন্‌নিয়ন-এ ফিরে এসে ক্লাসিক কাব্য আর রোমান্টিক প্রেমের অমৃত সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেন। ১৩৩৭ অব্দে কবি আভিন্‌নিয়ন-এর পনের মাইল পূর্বে ভুক্লুস-এ (Voucluse) একটি ছোট বাড়ি ক্রয় করে সেখানে বসবাস শুরু করলেন। ভুক্লুস পাহাড়ের পাদদেশে সার্গ (Sorgue) নদীর তীরে একটি ছোট্ট উপত্যকা। পরবর্তী জীবনে পেত্রার্কা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু ভুক্লুসের রম্য প্রকৃতির মনোরম স্মৃতি কখনোই তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। পেত্রার্কা তাঁর যৌবনেই বিদগ্ধ-পণ্ডিত ও সু-কবির সম্মান পেয়েছিলেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ও রোমান-সেনেট একই সঙ্গে তাঁকে রাজকবির সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছিল। তিনি রোমান-সেনেটের প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। ১৩৪১ অব্দের ৮ এপ্রিল রোমে মহাসমারোহে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয়।

১৩২৭ অব্দের ৬ এপ্রিল আভিন্‌নিয়ন-এর সেণ্ট ক্ল্যারা (St. Claire) গির্জায় এক উৎসবের দিনে পেত্রার্কা ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর মানসসুন্দরী লরাকে (ইতালীয় উচ্চারণ মাদন্না লাউরা, Madonna Laura) দেখেন। একুশ বছর পরে ১৩৪৮ এর ৬ এপ্রিল লরা মর্ত্যলোক ছেড়ে চলে যান। ঐ বছরই ভার্জিলের একটি পৃষ্ঠায় কবি লিখে রাখেন: 'Laura who was distinguished by her virtues, and widely celebrated by my songs, first appeared to my eyes in the year of our Lord 1327 on the sixth of April, at the first hour, in the Church of Santa Clara at Avignon. In the same city, in the same month on the same sixth day, at the same first hour, in the year 1348 that light was taken from our day'.

(উইল ডুরাণ্ট-কৃত অনুবাদ।[১৬])

পেত্রার্কার বিখ্যাত জীবনীকার আব্বে দে সাদে (Abbe de Sade) অনুমান করেছেন যে, এই লরা Hugues de Sade-র পত্নী। ১৩২৫ অব্দে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। লরা বারটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন। পেত্রার্কা নিজেও পরে দু'সন্তানের জনক হয়েছিলেন কিন্তু লরা সম্পর্কিত অনুভূতি আজীবন তাঁর চেতনায় গভীরভাবে স্পন্দিত ছিল। এই লরাকে তিনি যেমন তাঁর সনেটগুচ্ছে অমর করে গিয়েছেন তেমন-ই লরা-বিষয়ক সনেটগুলি তাঁকে য়ুরোপায় গীতিকাব্যের ইতিহাসে অমর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তীকালের গীতিকাব্যে পেত্রার্কার অপরিসীম প্রভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উইলকিন্স যথার্থই বলেছেন—'The influence of Petrarch's Italian lyrics upon later lyric poetry has been far greater than the corresponding influence of any other lyrist of any country or of any age.'[১৭]

পেত্রার্কা তাঁর জীবনের কিছু সময় ত্রুবাদুর প্রেমের লীলাভূমি প্রভাঁসে কাটিয়েছিলেন। দান্তের মতো পেত্রার্কা ~~প্লেত্রার্কাও~~ ত্রুবাদুর প্রেমের উত্তরাধিকারী। যে নারীকে বাস্তব জীবনে কখনো পাওয়া যাবে না, সেই অপ্রাপনীয়া মানস সুন্দরীর প্রেম-স্বপ্নই দান্তে ও পেত্রার্কার কবি-স্বপ্নকে অনুরঞ্জিত করেছে। দান্তে তাঁর প্রেয়সীকে স্বর্গের দূতীতে রূপান্তরিত করে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু পেত্রার্কা একান্তভাবেই মর্তোর মানুষ। এই মর্তালোকেই তাঁর প্রেমলীলা। মানসীকে এই মর্ত্যসীমায় না পেয়ে পেত্রার্কার অন্তর্লোকে প্রেমের যে অতৃপ্তি ও আকুতি লীলায়িত হয়েছে তার কথাই কবি বলেছেন তাঁর কবিতায়।

ব্যক্তিগত জীবনে পেত্রার্কা ছিলেন বহুশ্রুত পণ্ডিত। তৎকালীন সমস্ত ক্লাসিক-সাহিত্যে ছিল তাঁর সুগভীর অনুপ্রবেশ। প্রাচীন প্রজ্ঞাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন যুক্তি আর চিন্তার আলোকে। বস্তুত পেত্রার্কাই

হলেন আধুনিক পৃথিবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম ঋত্বিক। মানুষের দৃষ্টিকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন অপ্রাকৃত লোক থেকে প্রাকৃতলোকে—ইন্দ্রিয়বেদ্য প্রত্যক্ষতার স্তরে। তাঁর চেতনায় স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতার চেয়ে মর্ত্য আর মর্ত্যলোকের মানুষ অধিক মর্যাদা পেল। মর্ত্যপ্রেম এবং মানবতাবাদের মন্ত্র তিনিই প্রথম কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। উইল ডুরাণ্ট পেত্রার্কার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যথার্থই বলেছেন : 'By common consent he was the first humanist, the first writer to express with clarity and force the right of man to concern himself with this life, to enjoy and augment its beauties, and to labor to deserve well of posterity. He was the father of the Renaissance.'[১৮] রেনেসাঁসের জনক পেত্রার্কার জীবনসাধনায় পৃথিবীতে মানবতাবাদের নবজন্ম হলো এবং এই নবমানবতার আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠল সনেট। নবজন্মের প্রাণপুরুষ পেত্রার্কার কণ্ঠে নবজীবনের গান যে কলাকৃতি পেল তাই হলো নতুন দিনের ভাবপ্রকাশের নববাহন। এবং সে কারণেই সনেট হলো আধুনিক গীতিকবিতার একটি সার্থক শিল্পরূপ।[১৯] রেনেসাঁস-পরবর্তী য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে গীতিকবিতার নবজন্ম হয়েছে। পেত্রার্কার অনুপ্রেরণাতে ঐ সমস্ত দেশে এই গীতিকবিতার মুখ্য বাহন হয়ে উঠেছে সনেট।

পেত্রার্কার কাব্যসংকলন কানৎসনিয়েরে-তে (canzoniere) বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা সংকলিত হয়েছে।[২০] তবে এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশই সনেট। তাঁর সনেটের সংখ্যা ৩১৭টি। এর মধ্যে কয়েকটি সনেট বন্ধুদের উদ্দেশে রচিত। এই সনেটগুলিতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিস্রব্ধ-কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এবং এখানে তাঁর প্রেম-সম্পর্কিত ধারণা, কবিতা ও কবিতার নানা সমস্যা বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। দু'একটি সনেটে তৎকালীন রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাঁর অধিকাংশ সনেটই তাঁর কবিমানসী লরার উদ্দেশ্যে রচিত। জীবিতাবস্থায় লরার প্রতি এবং মৃত্যুর পরে লরার প্রতি, এই দুই পর্বে লরা সনেটগুচ্ছ বিভক্ত।

লরার প্রতি সনেটগুচ্ছে কবির অপরিতৃপ্ত প্রেমপিপাসা অন্তরঙ্গ অনুভবে বিবৃত হয়েছে। লরা এই কবিতাগুলির উপলক্ষ্য, আসলে এখানে কবির

আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

পেত্রার্কা সনেট রচনায় এগার অক্ষরের (Syllable) ছন্দকে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাঁর আগেই এই মাত্রাসংখ্যা সনেটের ক্ষেত্রে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর সনেটের পংক্তি-চতুর্দশ অষ্টক (Octave) ও ষট্‌ক (Sestet) এই দুই পর্বে বিন্যস্ত। অষ্টক এবং ষট্‌ক যথাক্রমে দুই চতুষ্ক (Quatrain) ও দুই ত্রিক-র (Tercet) সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাসে গ্রথিত। মূল ইতালি ভাষায় পেত্রার্কার একটি সনেট উদ্ধার করলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

Io son si stanco sotto 'l fascio antico
De le mie colpe e de l'usanza ria,
Ch'i' temo forte di mancar tra via,
E di cader in man del mio nemico.
Ben venne a dilivrarmi un grande amico.
Per somma et ineffabil cortesia ,
Poi volo fuor de la veduta mia,
Si ch'a mirarlo endarno m' affatico.
Ma la sua voce ancor qua giu rimbomba :
'O voi che travagliate, ecco 'l comino ;
Venite a me, se 'l passo altri non serra.'
Qual grazia, qual amore o qual destino
Mi dara penne in guisa di calomba,
Ch' i' mi riposi,e levimi da terra ?

[The Oxford Book of Italian Verse, page 84]

উদ্ধৃত সনেটটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এখানে অষ্টকবন্ধ দুই চতুষ্কে এবং ষট্‌কবন্ধ দুই ত্রিক-তে বিভক্ত। প্রতি চতুষ্ক ও প্রতি ত্রিক-র শেষে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পেত্রার্কার তিনশ তিনটি সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং মাত্র বারটি সনেটের অষ্টক দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। দুটি সনেটের প্রথম চতুষ্ক সংবৃত এবং দ্বিতীয় চতুষ্ক বিবৃত। অর্থাৎ, পেত্রার্কান সনেটে সংবৃত চতুষ্কই বিধিবিহিত। বিবৃত চতুষ্ক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

মিলবিন্যাসে পেত্রার্কান অষ্টক দুটি মিলের মালা ; প্রথম চতুষ্কের মিলই দ্বিতীয় চতুষ্কে পুনরাবর্তিত হয়েছে : কখখক কখখক। ষট্‌কের মিল সংখ্যাও দুই বা তিন। অর্থাৎ সনেটের মিল সংখ্যাকে তিনি কখনো চার কখনো পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর একশ সাতাশটি সনেটের ষট্‌কে দুই মিল এবং একশ নব্বইটির ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। দুই মিলের ষট্‌কে তাঁর প্রিয় মিলপদ্ধতি হলো : তপত, পতপ (১০৮ টি সনেটে)। তাঁর তিন মিলের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ১১৬টি ক্ষেত্রে : তপঙ ,তপঙ ; এবং ৬৫টি ক্ষেত্রে : তপঙ, পতঙ।

পেত্রার্কা মাত্র চারটি সনেটের শেষে সমিল যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এই সমিল যুগ্মকের ব্যবহার-পদ্ধতি ঠিক ইংরেজি শেকসপীরীয় সনেটের মত নয়—ঈষৎ ভিন্ন প্রকৃতির। আসলে তিনি ঐ চারটি ক্ষেত্রেই প্রতি ত্রিক-র শেষে সমিল যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলো : তপপ, পতত। মূলত পেত্রার্কা সনেটের অন্তঃপ্রকৃতিটি সঠিক বুঝেছিলেন বলেই সমিল যুগ্মকে সনেট শেষ করে সনেটের ভারসাম্য নষ্ট করতে উৎসাহী হন নি।

সনেটশিল্পী হিসাবে পেত্রার্কার অসামান্য কৃতিত্ব সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী volte বা আবর্তনসন্ধির আবিষ্কার। বস্তুত অষ্টকবন্ধের সুপরিকল্পিত সংবৃত মিলবন্ধনে ভাবকে বিন্যস্ত করে, আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য গড়ে তুলে, ষট্‌কবন্ধের বিবৃত মিলবিন্যাসে তাকে লীলায়িত করে তোলাই সনেটশিল্পীর পরম সিদ্ধি। পেত্রার্কা সনেটশিল্পীর এই সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সেই অর্থেই তিনি সনেট-শিল্প সুষমার সার্থক রূপকার। সুতরাং আমরা পেত্রার্কান সনেটকেই বিশুদ্ধ ও আদর্শ সনেটরূপে গ্রহণ করে সনেটের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হব।

একই ছন্দঃস্পন্দে বিশিষ্ট মিলবন্ধনে রচিত চতুর্দশ পংক্তির স্বয়ং সম্পূর্ণ গীতিকবিতার নাম সনেট। ইতালীয় ভাষায় একাদশ অক্ষরের (syllable) চরণই সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গৃহীত হয়েছে। ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সনেট রচনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ-রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ফরাসি সনেটের চরণ বার অক্ষরের, ইংরেজি সনেটের দশ। বাংলা ভাষায় চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দই সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত।

সনেটের চৌদ্দ পংক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম আট পংক্তির নাম অষ্টক এবং শেষ ছয় পংক্তির নাম ষট্‌ক। অষ্টক-বন্ধ দুটি সংবৃত (Enclosed) চতুষ্কে গঠিত। তবে বিবৃত (Alternate) চতুষ্কেও অষ্টক গঠিত হতে পারে। সংবৃত দুটি চতুষ্কের মিলপদ্ধতি : কখখক, কখখক। আর অষ্টক বিবৃত হলে তার মিলবিন্যাস : কখকখ, কখকখ। সংবৃত ও বিবৃত-ধর্মী দুটি অষ্টকের উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কিরে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী ?

(মধুসূদন : ঈশ্বরী পাটনী)

এখানে চতুষ্ক দুটি সংবৃত। দ্বিতীয়-তৃতীয় এবং ষষ্ঠ-সপ্তম চরণে এক মিল। প্রথম-চতুর্থ ও পঞ্চম-অষ্টম চরণে অন্য মিল ব্যবহৃত হয়ে চতুষ্ক দুটিকে সংবৃত-রূপ দান করেছে। এখানে মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলো : কখখক, কখখক। অন্য একটি উদাহরণ :

কে কবি কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

(মধুসূদন : কবি)

এখানে চতুষ্ক দুটি বিবৃত। আট পংক্তির প্রথম-তৃতীয়, পঞ্চম-সপ্তম চরণে একই মিল এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম চরণে দ্বিতীয় চরণের মিল পুনরাবৃত্ত হয়ে

দুটি বিবৃত-চতুষ্ক গঠন করেছে। দুই একান্তর মিলের এই চতুষ্ক দুটির মিলবিন্যাস হলো : কখকখ, কখকখ।

উদ্ধৃত অষ্টক দুটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি অষ্টকই দুটি চতুষ্কের সূক্ষ্ম উপবিভাগে বিভক্ত। সনেটে বিবৃত চতুষ্কের অষ্টক বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ বিবৃত-ধর্মী অষ্টকে ভাবপ্রবাহ সংহত আকার ধারণে বাধা পায়। কিন্তু অষ্টকে দুটি চতুষ্ক সংবৃত হলে প্রথম চতুষ্কের পরে ছন্দ ও ভাব ঈষৎ বিরতিলাভ করে কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কে একই মিলের পুনরাবির্ভাবের ফলে সেই ক্ষণিক বিরতি বৃহত্তর সঙ্গতিতে গ্রথিত হয়ে ওঠে এবং সমগ্র অষ্টক-বন্ধকে একটি নিটোল শিল্পরূপ দান করে। লেভার ভারি সুন্দর করে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন :—'The second sub stanza of the four lines is carried back to the first by the integral rhyme-scheme; the progressive logic of syntax is over borne by the emotional suggestions of rhyme; and a stasis results wherein the imagination hovers over one intense experience compounded equally of thought and feeling.[২১]

সনেট কলাকৃতিতে অষ্টকে ভাবের বন্ধন আর ষট্‌কে মুক্তির লীলা। ষট্‌ক দুই ত্রিক-তে গঠিত। এবং অযুগ্মধর্মী বলে অ-সংবৃত। সনেটশিল্পীরা ষট্‌কের মিলবিন্যাসে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছেন। কিন্তু ষট্‌কে মিল সংখ্যা কোনক্রমেই তিনের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। দুই ত্রিক-তে গঠিত ষট্‌কের মিলপদ্ধতি দুই মিলের হলে : তপত, পতপ ; এবং তিনমিলের হলে তপঙ, তপঙ ; তপঙ, ঙতপ ; বা তপঙ, পঙত। দুই মিলের তপত, তপত অথবা তিন মিলের তপঙ ঙপত মিলবিন্যাস বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ ঐ প্রকারের মিলে সংবৃত চতুষ্কের অনুসঙ্গ এসে ভাবপ্রবাহকে পুনরায় বন্ধনের জালে জড়িয়ে ফেলতে পারে।[২২] বস্তুত ষট্‌কবন্ধের মিলের লীলা অষ্টকবন্ধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'অষ্টকে যেন ভাবের আসক্তি পাকে পাকে ভাষাকে জড়িয়ে ধরছে, আর ষট্‌কে চলছে মিলের অটুট বন্ধন খুলতে খুলতে ছন্দের মুক্তিলীলা। এই আসক্তি ও মুক্তি, এই বন্ধনরচন ও বন্ধনমোচনই সনেটের মিলরচনার মূল রহস্য।'[২৩]

সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যাবে যে সনেট মূলত চারটি সূক্ষ্মস্তরে বিন্যস্ত। এই চারটি স্তর আবার অষ্টক ষট্‌ক

দুই ভাগে গ্রথিত। দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিক-তে সনেটের আসক্তি-মুক্তি-লীলার পরম প্রকাশ ঘটে বলেই সনেটের পংক্তি সংখ্যা চতুর্দশ। সনেট কেন চতুর্দশ-পদী এই প্রশ্নের উত্তরে প্রমথ চৌধুরীও অনুরূপ মত পোষণ করে বলেছেন—'সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে চতুর্দশপদী হতে বাধ্য।'[২৪]

কবিমানসে বিলসিত একটি মাত্র ভাব বা ভাবনা বিচিত্র মিলবিন্যাসে গ্রথিত হয়ে সনেটে কাব্যরূপ লাভ করে। আয়তনে সংক্ষিপ্ত বলেই একটি দুর্বল বা দুর্বোধ্য পংক্তিও সনেট সহ্য করতে পারে না। অন্য পক্ষে সনেটের কোন অংশে ভাবের বা ছন্দের শক্তিঘনতা সনেটের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর। হঠাৎ জোর দিয়ে সনেটের সমাপ্তি-রেখা টানলে তা এপিগ্রামের স্তরে উন্নীত হয়। সমাপ্তির চমকই এপিগ্রামের যথাসর্বস্ব। কিন্তু সর্বাঙ্গের নিটোল ভারসাম্য রক্ষিত হলেই সনেট আপন স্বরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে মার্ক পেটিশন বলছেন—'The Sonnet must not advance by progressive climax, or end abruptly; it should subside, and leave off quietly'[২৫] ঠিক এই কারণেই মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট শেষ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে সনেটের ভাবপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সনেটের নিটোল বিন্যাস সমাপ্তি-রেখায় পৌঁছে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষার যুগ্মক সনেট-রচনায় কেন উপযোগী নয় তার কারণ বিশ্লেষণ করে পেটিশন ভারি সুন্দর করে বলেছেন, 'The two last lines of a Sonnet must not rime together. The principle of the Sonnet structure is continuity of thought and metre; the final couplet interrupts the flow, it stands out by itself as an independent member of the construction; the wave of emotion, insteed of being carried on to an even subsidence, is abruptly checked and broken as against a barrier.'[২৬]

মূলত সনেটের প্রতিটি অংশের গুরুত্ব সমান। প্রতিটি শব্দ; প্রতিটি পদ এবং প্রতিটি মিলের মধ্যে সনেটের সুঠাম সৌন্দর্য তিল তিল করে গড়া হয়। সনেটের প্রতিটি স্তর দেহের অঙ্গসন্ধির মত পরস্পর সম্পৃক্ত। অষ্টক ও ষট্‌ক পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ় যোগসূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে, এই প্রসঙ্গে প্রাণি-

দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই organic। সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের এই পরস্পর সাপেক্ষতা লেভার নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলছেন—'In the sestet, the act of correlation replaces the completed act of intuition. More flexibility is permissible in the arrangement of rhymes, the main object being that syntax and rhyme should now reinforce one another, the tercet Substanzas answering back line against line in any appropriate symmetrical fashion……The function of the sestet is not to supersede the intuitive knowledge of the octave but to gather up its truth and apprehend it in the region of conscious thought. It supports the octave as the cup supports the accorn ; and both processes are 'organic', whether intuitive or rational ; not 'mechanical', as in logical analysis or deduction. Accordingly the significance of the octave is expounded in the six lines divided in complementary halves, and the integrated quality of the rhyme-scheme, which only progressively impresses itself upon the reader's consciousness, knits up the experience line by line into the poet's total interpretation of life.'[২১]

সনেটদেহে ভাবের এই বাঙ্ময় প্রকাশ অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে অবিচলিত ভারসাম্যে রক্ষিত থাকে। সুতরাং সনেটের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য আবর্তনসন্ধির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

অষ্টকবন্ধের পরে ভাবপ্রবাহ যে ঈষৎ বাঁক বা মোড় নিয়ে ষট্‌কের মধ্যে মুক্তিলীলায় বিলসিত হয়ে ওঠে তাকেই বলা হয় volte বা আবর্তনসন্ধি। এই আবর্তনসন্ধি অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের মাঝখানে থেকে ভাববস্তুর ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ম্যাকমিলান পত্রিকার (Macmillan's Magazine) একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সিস হিউফার (Francis Hueffer) এই Volte বা আবর্তনসন্ধির প্রতি ইংরেজ পাঠকের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। হিউফারের অনুসরণে ওয়াটস্ ডানটন ও মার্ক পেটিশন এই আবর্তনসন্ধিকে তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আবর্তনসন্ধি বিষয়ে

অনেক ইংরেজ সমালোচক নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। সম্ভবত আবর্তন-সন্ধিহীন ইংরেজি-সনেটকে সমর্থন জানাতে গিয়েই তাঁরা এই দ্বিধার সম্মুখীন হয়েছেন। মিল্টন-সনেটের বিখ্যাত সমালোচক জন স্মার্ট (John S. Smart) মিল্টনের কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি না দেখতে পেয়ে আবর্তনসন্ধির তত্ত্বটিকেই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—'Milton cannot be reproached for disregarding the Italian Principle of the 'volta' in the Sonnet ; for there is no such principle.'[২৮]

ইতালীয় সনেটের কথা স্মরণ করে স্মার্ট অবশ্য আবর্তনসন্ধির তত্ত্বটি অন্যত্র স্বীকার করে নিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—'By a wide survey of Italian literature it is doubtless possible to find many Sonnets in which a marked pause in the sense occurs after the quatrains, and certain change of theme or the presentation of a fresh view of the subject, begins with the tercets ;'[২৯]

সনেটের অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ওয়াটস-ডানটন জোয়ার-ভাঁটার একটি তরঙ্গতত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের গঠন অনুসারে সনেট হলো চতুর্বিধ। সনেটের ওপরে চারটি সনেট রচনা করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে বিশদীভূত করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রথম জাতের সনেটে অষ্টকবন্ধ দুর্বল, ভাবের বলবত্তর অংশ থাকে ষট্‌কে, অর্থাৎ এখানে আগে ভাঁটা পরে জোয়ার। দ্বিতীয় জাতের সনেটে ভাববিন্যাস এর ঠিক বিপরীত অর্থাৎ আগে জোয়ার পরে ভাঁটা। তৃতীয় জাতের সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ থাকে না, সুতরাং আবর্তনসন্ধির কোন অবকাশই সেখানে নেই; এক্ষেত্রে ভাবের প্রবাহ প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহমান। চতুর্থ জাতের সনেটের ষট্‌কবন্ধ অষ্টকের পেছনে আলাদা জুড়ে দেওয়া; ভাবের কোন সঙ্গতি দুই অংশের মধ্যে নেই। এই চার জাতের সনেটের মধ্যে দ্বিতীয় জাতের সনেটকে ওয়াটস-ডানটন সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। এই জাতীয় সনেটের ভাবপ্রবাহ যেন জোয়ার-ভাঁটার মতো বহমান। অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের এই ভাব-বিন্যাসকে তিনি সমুদ্রতরঙ্গের আগম-নির্গমের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন :

A Sonnet is a wave of melody :
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the 'Octave' ; then returning free,
Its ebbing surges in the 'sestet' roll
Back to the deeps of life's tumultuous sea.

এই সুন্দর কবিতাটির মধ্যে ওয়াটস-ডানটন সমুদ্রতরঙ্গের উত্থান-পতনের সঙ্গে সনেটের অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের তুলনা করে আবর্তনসন্ধির স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই তরঙ্গ-তত্ত্ব ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে কী দারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে তা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন।[৩০] ইংরেজ-সমালোচকেরা এই তত্ত্বের সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সনেটের ভাববস্তু জোয়ার-ভাঁটার মতো অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে দ্বিধা বিভক্ত, আবর্তনসন্ধি এই দুই বিভাগের মাঝখানে থেকে ভাবপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিখ্যাত ইংরেজ ছান্দসিক এনিড হেমার সনেটের স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়েও এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—'The good Petrarcan Sonnet often rises smoothly to a climax at the end of the octave, and has a swift, tumultuous, or sinuous cadence in the sestet, which has been compared with the breaking of a wave.'[৩১]

সনেট-কলাকৃতিতে ভাবের সুষম বিলসন-লীলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন অংশে ভাবপ্রবাহ বলবত্তর হয়ে উঠলে সমগ্র সনেটই ভারসাম্য হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত সনেটের গুরুত্ব তার সর্বদেহে; প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পদ এবং প্রতিটি মিলই নিপুণ-বিন্যাসে এখানে সনেট-দেহে বিলীন হয়ে থাকে। আর এখানেই সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের পার্থক্য। আধুনিক কালের গীতিকবিতা কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন গীতাত্মক হয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে তখনই জন্ম হয় গীতিকবিতার। সনেটও কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। সাধারণ গীতিকবিতার শব্দ-ধ্বনি, মিল-মাধুর্য, রূপকল্প ও অলংকারের বিভূতি সনেট-দেহেও বর্তমান। কিন্তু সনেট তার চেয়েও বেশি কিছু। সনেট ভাস্কর্যধর্মী

শিল্প। ভাস্কর যেমন ধাতু বা পাথরকে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে তোলেন, সনেটশিল্পী তেমনি সনেটের আপাত কঠিন আবরণের মধ্যে ভাবাবেগ সংহত ও ঘনীভূত করে তাকে লাবণ্যময় ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলেন। ইতালীয় সংগীত-শাস্ত্রে কানৎসোনে ও সনেত্তো-র মধ্যে যে পার্থক্য সাধারণ গীতি-কবিতার সঙ্গে সনেটেরও সেই পার্থক্য। কানৎসোনে শুধু কণ্ঠে-গাওয়া পদ আর সনেত্তো-তে মিলন ঘটে কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্রের। সনেটের মধ্যেও রয়েছে কণ্ঠ ও যন্ত্রের দ্বৈতসংগম। বাইরের কাঠামো ও অন্তরের ভাবাবেগ যখন গভীর সঙ্গতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই জন্ম হয় সার্থক সনেটের। এই সার্থক সনেটের ভারসাম্য রক্ষা করে অষ্টক-ষট্কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি। সনেটের ভাববস্তু মূলত প্রতীপধর্মী। অষ্টকের দুই চতুষ্কের মিলের পাকে পাকে ভাববস্তু গভীর বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে ধরে। ষটকের দুই ত্রিকের অসংবৃতধর্মী মিলে ভাববস্তু মুক্তির আস্বাদ অর্জন করে। সনেট-কলাকৃতির এই বন্ধনরচন ও বন্ধনমোচনের প্রক্রিয়াকে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—'আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব।'[৩২] সনেটে এই আসক্তি-মুক্তি-লীলার ভারসাম্য রক্ষিত হয় আবর্তনসন্ধিতে। সার্থক সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন—'আবর্তনসন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে অষ্টক-ষট্কবন্ধে তাকে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত করে তোলাই সনেট-কলাকৃতির স্বরূপ-লক্ষণ।'[৩৩]

ইতালিতে সনেটের এই স্বরূপ-লক্ষণ আবিষ্কৃত হয়েছে পেত্রার্কার হাতে। বস্তুত সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির আবিষ্কার দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। পেত্রার্কার জীবন সাধনার মধ্যেই এই আবিষ্কারের বীজ নিহিত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য পেত্রার্কার জীবনধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, প্রতীপধর্মিতাই তাঁর কবিমানসের বৈশিষ্ট্য।[৩৫]

প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ও নবীনের স্বীকরণের মধ্যে রেনেসাঁসের মূলপ্রকৃতি নিহিত—এখানেও সেই দ্বৈতসত্তার বিহার। রেনেসাঁসের কবিপুরুষ পেত্রার্কা একদিকে ঈশ্বরবিশ্বাসী, অন্যদিকে নবমানবতাবাদের প্রথম ঋত্বিক। প্রেমচেতনার ক্ষেত্রেও তাঁর জীবনে ছিল দ্বৈতলীলা। লরাকে তিনি চেয়েছেন বাসনা-কামনার বাস্তব সীমায়। কিন্তু জীবদ্দশাতেই লরা ছিলেন অপ্রাপণীয়া। একদিকে পেত্রার্কার হৃদয় বাসনাকামনার মানবিক আবেদনে উদ্বেল অন্যদিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে প্রেমপ্রতিমা রচনা করেছেন তার

আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলায় তাঁর হৃদয় মাধুর্যমণ্ডিত। এই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেও কবি আপন জীবনসাধনায় এক গভীর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সন্ধান পেয়েছেন। সনেট-কলাকৃতির চূড়ান্ত রূপায়ণে তাঁর জীবনের এই সামাঞ্জস্য-বোধেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই তাঁর হাতেই সনেট অন্তর্নিহিত আবর্তনসন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তিমুক্তি-লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে।

সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য আমরা এখানে পেত্রার্কার 'Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena' সনেটের অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য-কৃত বাংলা অনুবাদটি উদ্ধার করছি:

আবার দক্ষিণ হাওয়া ফিরে এল বাধাবন্ধহারা,
পুষ্পে আর বৃক্ষপর্ণে গুঞ্জরিত তারি স্বরগ্রাম;—
বাবুই কি যেন বকে, বুলবুল কেঁদে কেঁদে সারা,—
শুভ্রতায় স্বর্ণাভায় বসন্ত কি নয়নাভিরাম!
হাসিতে উজ্জ্বল মাঠ, নীলাকাশ স্ফটিকের ধারা,—
কন্যার লাবণ্য দেখে প্রজাপতি পূর্ণ মনস্কাম;
জলস্থলে অন্তরীক্ষে উচ্ছলিত প্রেমের ফোয়ারা,
মধুর মিলনমন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে প্রিয়নাম।

আমার হৃদয়ে হায় দীর্ঘশ্বাস আরো গুরুভার,—
যে-নারী গিয়েছে স্বর্গে হৃদয়ের চাবি করি চুরি
তারি গূঢ় আকর্ষণে কূলপ্লাবী ব্যথার পাথার;—
আমার জীবনে আর ফিরিবে না বসন্ত মাধুরী!
পাখীর কাকলি আর সুন্দরীর লাবণ্য-সম্ভার
শুধু যেন মরুভূমি, আর হিংস্র শ্বাপদ-চাতুরি!

[সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫২]

লরার মৃত্যুর পর নিসর্গলোকে বসন্তের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। মাধুর্যে আর লাবণ্যে বিশ্বপ্রকৃতি স্পন্দিত। সংবৃত চতুষ্ক-যুগলে গড়া অষ্টকবন্ধে তারই প্রকাশ। কিন্তু ষট্‌কবন্ধে ভাষা পেয়েছে কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃসহ বিরহ-বেদনা। বিশ্ব ও ব্যক্তির এই বৈসাদৃশ্য অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধিতে স্পষ্টোচ্চারিত। সবদিক দিয়ে, এই রচনাটি পেত্রার্কান গোত্রের সনেট-কলাকৃতির একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বিদগ্ধ কাব্যরসিকের মনে উদিত হতে পারে। সনেট যদি পেত্রার্কারই ব্যক্তিজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যবন্ধ হিসাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে অন্যান্য কবির ক্ষেত্রে এই কলাকৃতিটি অন্যের তৈরি-করা একটি ছাঁচের অধিক মর্যাদা দাবি করতে পারে না। অথচ নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে কবির আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে সনেট বিপুলভাবে গৃহীত হয়েছে। আসলে শক্তিশালী কবির 'নবনব-উন্মেষশালিনী' প্রতিভা নানাবৈচিত্র্যে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। ইতালিতে সনেট ছিল প্রেমকবিতার মুখ্যবাহন। কিন্তু রেনেসাঁস-উত্তরকালে বিচিত্র কবি-অনুভবের প্রকাশ মাধ্যম হিসাবেও সনেট তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। বস্তুত সনেট হয়ে উঠেছে 'মানবহৃদয়ের বর্ণমালা।' আসলে সনেট-কলাকৃতির মধ্যে এমন একটি জাদু আছে যা কবিচেতনাকে সহস্র-বৈচিত্র্যে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে গিয়ে বলেছেন—'আমরা যাকে ভাবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি বলেছি, কত ভাবে তা সম্ভব হতে পারে তার সামান্য একটু আভাস দেওয়া যাক।……সামান্য থেকে বিশেষে, বিশেষ থেকে সামান্যে; অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুতে, প্রস্তুত থেকে অপ্রস্তুতে; তত্ত্ব থেকে ভাবে, ভাব থেকে তত্ত্বে; অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে অতীতে; উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্তে, সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণে;—অসংখ্য উপায়ে ভাবের বন্ধন থেকে বন্ধনমুক্তির লীলা প্রত্যেকটি সার্থক সনেটের সংগীত ও সঙ্গতি সৃষ্টিতে অভিনব হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।'[৩৫] এই অভিনবত্বের ফলেই সনেট রূপদক্ষ কবির হাতে Organic সৃষ্টি হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট রীডের বক্তব্যটি স্মরণীয়। কাব্যক্ষেত্রে Organic Form এবং Abstract Form-এর তুলনা করে তিনি বলেছেন—'When an Organic form is stabilized and repeated as a pattern, and the intention of the artist is no longer related to the inherent dynamism of an inventive act, then the resulting form may be described as Abstract.'[৩৬] পেত্রার্কান সনেটও পেত্রার্কা-ভিন্ন অন্য কবির হাতে Abstract form হিসাবেই ব্যবহৃত, কিন্তু কবির অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞাবলেই এই 'প্যাটার্ন' বা ছাঁচটি নবসৃষ্টির বাহন হয়ে ওঠে।

বস্তুত, গীতিকাব্যসংসারে ঘনপিনদ্ধ ভাবের বাহন হিসাবে সনেট-

কলাকৃতির জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সনেটের আপাত কঠিন বন্ধনের মধ্যেই পরিশীলিত কবিমানস মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করে। সনেট-শিল্পীর এই কবি-অনুভবকে প্রমথ চৌধুরী সার্থক কাব্যরূপ দিয়ে বলেছেন :

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন ॥
[সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা : সনেট, পৃঃ ১]

সনেটের জটিল বিন্যাস ও কঠিন বন্ধন সার্থক শিল্পীর মুক্তি-লাভেরই উপায়। তাই সনেটের কঠিন অনুশাসনে সনেটশিল্পী স্বেচ্ছাবন্দী। জনৈক ফরাসি কবির একটি সনেটে এই অনুভবটি ভারি সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। কবি সনেটের আটসাঁট নিটোলবিন্যাসের সঙ্গে স্বল্পবাস-পরিহিতা তন্বী-তরুণীর তুলনা করে সনেট-কলাকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে বলেছেন :

'ঢুকিবে না কায়া' বলে মুগ্ধা হাসি-মুখ
'ছিঁড়িবে যে ছোট জামা দেহপরিসর'
বাঁকাইয়া কটিতট—ফুলাইয়া বুক,
বাড়াইল প্রতিকূল পথে রম্যাকর।
ধীর আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম—
হ্রস্ববাসে সাজাইনু দেহযষ্টি তার
কোথাও বাঁধন দিয়া—কোথাও বিরাম—
শির-স্কন্ধ-বক্ষ পরে করে দিনু পার।
উদ্ভিন্ন দেখ বাসে—কলার কৌশলে
উচ্ছল দেহলতা—প্রতি অঙ্গ-রেখা
হাসিছে লক্ষ্মীটি বাহ্য সামান্য সম্বলে,
ঠিক বসিয়াছে বাস! শোভা তাহে লেখা।
হৃদয়ে অভাব নাই—বাহুল্য শরীরে,
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে।

[প্রিয়নাথ সেন অনূদিত। ৩৭]

৩

ইতালীয় সাহিত্যে সনেট

য়ুরোপ ভূখণ্ডের মধ্যে ইতালিতেই সর্বপ্রথম রেনেসাঁসের জন্ম হয়, এবং এর বিকাশও ঘটে ইতালিতে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইতালীয় রেনেসাঁস দীর্ঘস্থায়ী ও পূর্ণপ্রভ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের রাজত্বকালে রেনেসাঁসের স্পন্দন প্রথম অনুভূত হয়। অবশ্য চতুর্দশ শতাব্দীতেই এর পূর্ণপ্রকাশ। ইতালিতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রেনেসাঁসের স্বর্ণযুগ। এই প্রসঙ্গে সার সিডনি লী বলেছেন—'The opening scenes of the Italian Renaissance in the fourteenth century gave earnest of a glorious perfection, and the sixteenth century, to which the last episodes of the Italian movement belong, is still familiarly known as 'the golden age' of Italian literature as well as of Italian art.'[৩৮]

রেনেসাঁস ইতালীয় সাহিত্যে নবমানবতাবাদ ও সংস্কারমুক্ত নবচেতনার জন্ম দিয়েছে। অবশ্য রেনেসাঁসের ফলে শুধুমাত্র ইতালীয় সাহিত্যেরই রূপান্তর হয় নি। এই ভাববিপ্লব সমগ্র ইতালীয় সংস্কৃতিতে এবং জীবনসাধনায় আলোকোজ্জ্বল নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এই রেনেসাঁসের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সিডনি লী বলেছেন—'The Renaissance was far more than a literary revival; it was a regeneration of human sentimet, a new birth of intellectual, aesthetic, and spiritual aspiration. Life throughout its sweep was invested with a new significance and a new potentiality. While sympathy was awakening with the ideas and forms of Greek and Latin literature, other forces were helping to kindle a sense of joy, a love of beauty, a lively interest in animate and inanimate nature—of an unprecedental quality.'[৩৯]

এই নবতর চেতনা ইতালির জীবনচর্যায় ও সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন রূপান্তর ঘটিয়েছে তেমনি অন্যদিকে এর প্রভাবে ইতালীয় সাহিত্যেরও হয়েছে জন্মান্তর। এই কালান্তর পর্বে ইতালীয় সাহিত্যে আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার

জন্ম হয়েছে। এবং এই গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যম হলো সনেট। আমরা আগেই বলেছি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের কোন সভাকবির হাতে ইতালিতে সনেটের জন্ম হয়েছিল। এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে পেত্রার্কার হাতে সনেটের পূর্ণস্বরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সময় থেকে ইতালীয় কবিরা ব্যাপকভাবে পেত্রার্কার অনুপ্রেরণায় সনেট-কলাকৃতির অনুশীলন করেছেন। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে পেত্রার্কার পরবর্তী প্রধান ইতালীয় কবিদের সনেট চর্চার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ইতালীয় রেনেসাঁস-পর্বের প্রথম গল্পকার জিয়োভান্নি বোক্কাচ্চিও (Giovanni Boccaccio, 1313-75) ছিলেন পেত্রার্কার বন্ধু। তাঁর জন্ম প্যারিসে। বালক বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে নেপ্‌লসে জনৈক ফ্লোরেন্তাইন ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়-বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য প্রেরণ করেন। কিছু দিন পরে তিনি নেপ্‌লস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে শুরু করেন এবং সাহিত্য-চর্চায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ওখানে তিনি ফিয়াম্মেত্তা (Fiammetta) নামে জনৈকা সুন্দরীর প্রণয়াসক্ত হন। এই সংবাদ তাঁর পিতার কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ফ্লোরেন্সে ফিরিয়ে আনেন। এই ফ্লোরেন্সে তাঁর সঙ্গে পেত্রার্কার সাক্ষাৎ হয়। পেত্রার্কার বন্ধুত্ব তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। বোক্কাচ্চিও মূলত কথাসাহিত্যিক, কবিতা তাঁর সাহিত্যচর্চার গৌণ অংশ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দান্তে ও পেত্রার্কার কবিতার প্রিয়পাঠক ছিলেন। কবিতা-চর্চায় এই দুই কবি তাঁকে অনুক্ষণ প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর কবিতার অধিকাংশই সনেট এবং এগুলি বহুলাংশে পেত্রার্কান।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের কবি ফাৎসিও দেল্‌ই উবের্তি (Fazio degli Uberti, 1307-70) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। ব্যক্তিগত রক্তিম প্রেমানুভবই তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য। মূলত পেত্রার্কান-রীতির কবি উবের্তি সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাসে এমন কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন যা পরবর্তীকালের সনেটের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। তিনি তাঁর চারটি সনেটে দুইমিলের সংবৃত-চতুষ্কের ষট্‌কে তপপ, তঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। তাঁর ষট্‌কের এই মিলবিন্যাস পেত্রার্কার চারটি সনেটে ষট্‌কের তপপ, পতত মিলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পেত্রার্কার ঐ চারটি সনেটের ষট্‌কে মিল সংখ্যা দুই কিন্তু উবের্তি-র তিন। দুজনেই এখানে প্রতি ত্রিক-র শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। উবের্তি-র সনেটের এই বিশেষ প্রকৃতির মিল তাঁর পরবর্তীকালের

ইতালীয় কবিরা ইতস্তত ব্যবহার করেছেন। ষোডশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তর্কুয়াতো তাস্সো-র (Torquato Tasso) কয়েকটি সনেটের ষট্‌কেও উল্লিখিত মিল ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, উবের্তি-র ষট্‌কের এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ইতালিতে বিশেষ পরিচিত ছিল।

পরবর্তীকালের ফরাসি ও ইংরেজি সনেটের মিলবিন্যাসে উবের্তির সনেটের এই বিশেষ প্রকৃতির মিল সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি সাহিত্যে প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠীর হাতেই বিশিষ্ট প্রকৃতির ফরাসি-সনেটের জন্ম হয়। প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠী তথা ফরাসি-সনেটকারদের সনেটের প্রিয় মিলপদ্ধতি হলো কখখক কখখক, ততপ, ঙঙপ।[৪০] উবের্তি এবং ফরাসিকবিরা সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে একান্তভাবেই পেত্রার্কান। উবের্তি-র সনেটের প্রথম ত্রিক-তে দুই মিল এবং ঐ ত্রিক-র শেষ দুই পংক্তি মিত্রাক্ষর; দ্বিতীয় ত্রিক-র শেষে যে নতুন মিল ব্যবহৃত হয়েছে তাও মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকারপ্রাপ্ত। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ফরাসি কবিরা উবের্তি-র দুই ত্রিক-র মিলকে প্রায় উল্টে নিয়ে তাঁদের ষট্‌কের দুটি ত্রিক গঠন করেছেন। উবের্তি-র ষট্‌কের মিল তিনটি, ফরাসি সনেটেরও তাই। উবের্তি প্রতি ত্রিক-র শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন, আর ফরাসি কবিরা মিত্রাক্ষর যুগ্মক-কে স্থান দিয়েছেন প্রতি ত্রিক-র প্রথমে। দুই ধারার ষট্‌কের গঠনপদ্ধতি দেখে মনে হয় উবের্তি-র প্রভাব ফরাসি সনেটে ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সনেটকার ওয়াটের অধিকাংশ সনেটের মিল উবের্তি-র উল্লিখিত সনেট-চতুষ্টয়ের অনুরূপ। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইংরেজ-কবি মিল্টনের একটি সনেটেও (Cromwell, our chief of men) উবের্তি-র কখখক, কখখক, তপপ, তঙঙ মিল ব্যবহৃত হয়েছে।

উবের্তি তাঁর কয়েকটি সনেটের ষট্‌কে তপত, পঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় কবিবন্ধু আন্তোনিয়ো দা ফের্রারা (Antonio da Ferrara) ঐ মিলের ষট্‌ক দিয়ে সনেট রচনা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর কবি আন্তনিয়ো মিনতুর্নো-র (Antonio Minturno, 1500-1574) সনেটের ষট্‌কেও ঐ মিলের ব্যবহার দেখে মনে হয়, ইতালীয় সনেটে এই বিশিষ্ট প্রকৃতির মিলবিন্যাস কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই মিলের প্রভাব ইতালীয় সনেটে যাই হোক না কেন ইংরেজি সনেটে কিন্তু সুদূর

প্রসারী। ইংরেজ আদি-সনেটকারদের অন্যতম ওয়াট এবং তাঁর পরবর্তীকালের বিশিষ্ট সনেটশিল্পী সিডনি তাঁদের অনেকগুলি সনেটের ষট্‌কে উল্লিখিত মিল ব্যবহার করেছেন। বস্তুত ইংরেজি সনেটের (শেক্সপীরীয়) শেষ চতুষ্ক ও যুগ্মকের মিলবিন্যাস উবের্তি-র ষট্‌কের তপত, পঙঙ মিলপদ্ধতির আদলেই পরিকল্পিত।[৪১]

উবের্তি-র পরে ইতালীয় ভাষার বিশিষ্ট সনেটশিল্পী হলেন আন্তনিয়ো পুচ্চি (Antonio Pucci, 1310 – 88)। পুচ্চি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ফ্লোরেন্সে ১৩১০ সালে তাঁর জন্ম। সনেটের শেষে একটি পুচ্ছ-যুক্ত করে তিনি নতুন কলাকৃতির হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক পুচ্ছধারী সনেট রচনা করেন। ইতালীয় ভাষায় ওই পুচ্ছধারী সনেটকে বলা হয় সনেত্তো কাউদাতো (Sonetto Caudato)। এই পুচ্ছ তিন পংক্তি বা তিনের গুণিতকে গঠিত। পুচ্ছের প্রথম পংক্তিটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তার সঙ্গে সনেটের শেষ পংক্তির মিল থাকে এবং তৃতীয়-চতুর্থ পংক্তি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার গ্রহণ করে। তিন-পংক্তির পুচ্ছধারী সনেটের মিলবিন্যাস হলো—কখখক, কখখক, তপঙ, পঙত, তচচ। পুচ্চির পরবর্তীকালের ইতালীয় কবিগণ পুচ্ছধারী সনেট-কলাকৃতি হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক সনেট রচনায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টন এই কলাকৃতিতে তাঁর 'Because you have thrown of your Prelate Lord' সনেটটি রচনা করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় সনেটকারদের মধ্যে লেওন বাত্তিস্তা আলবের্তি (Leon Battista Alberti,1405-72), মাত্তেয়ো মারিয়া বয়ার্দো (Matteo Maria Boiardo, 1441-92), লেওনেল্লো দেস্তে (Leonello d' Este, 1407-50), লরেন্‌ৎসো দে মেদিচি (Lorenzo de Medici 1449-92), জি পেত্রুচ্চি (G. Petrucci, 1450-86) এবং ইল্ কারিতেয়ো (Il Cariteo, 1450-1515) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। সনেটচর্চায় এঁরা অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। এঁদের মধ্যে মেদিচি ইতালীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাব্যপ্রতিনিধি। ১৪৪৯ অব্দে ফ্লোরেন্সে তাঁর জন্ম। দর্শন ও সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন কলাকৃতিতে কাব্যচর্চা করেছেন তবে সনেট তাঁর অন্যতম প্রিয় কাব্যমাধ্যম। প্রায় চল্লিশটি সনেটের শেষে তিনি দীর্ঘ ভূমিকা যুক্ত করে নিজ বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন। সনেটের স্বরূপ-লক্ষণ সম্পর্কে তিনি ছিলেন

পূর্ণ সচেতন। একটি সনেটের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—'The brevity of the Sonnet does not permit the presence of a single word that is without purpose.' [উইলকিন্স অনূদিত।⁸²]

ইতালীয় সনেট-সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী স্বর্ণময় যুগ। শুধু এই শতাব্দীতেই বিভিন্ন কবি কয়েক হাজার সনেট রচনা করেছেন। এই পর্বের সনেট বিষয়বৈচিত্র্যে অনুপম, তবে কলাকৃতিতে মূলত পেত্রার্কান-রীতিরই প্রাধান্য। এই শতাব্দীর প্রথম উল্লেখযোগ্য সনেটকার হলেন ইয়াকপো সান্নাৎসারো (Jacopo Sannazzaro, 1456-1530)। নেপ্‌লসে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু। পেত্রার্কান রীতির সনেট লিখে তিনি এই পর্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর সমসাময়িক কবি বেনেদেত্তো গারেথ্‌ (Benedetto Gareth, 1450-1514) পেত্রার্কা-পন্থী সনেটশিল্পী। লুনা (Luna) নাম্নী জনৈকা নারীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর সনেটগুলি প্রেমবন্দনায় মুখর।

এই পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি পিয়েত্রো বেম্বো-র (Pietro Bembo, 1470-1547) জন্ম ভেনিসে। আইন ও দর্শনের ছাত্র বেম্বো অনেকগুলো ক্লাসিক ভাষা জানতেন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রপরিচালক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রেম, প্রকৃতি, রাজনীতি ও ধর্ম-বিষয়ে তিনি অনেক সনেট রচনা করেছেন। রচনারীতি মূলত পেত্রার্কান।

লোদোভিকো আরিয়স্তো-র (Lodovico Ariosto, 1474-1533) জন্ম রেজ্জিও-তে (Reggio)। তিনি ফেরেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। ভ্রমণের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র অনীহা। তিনি মূলত শান্ত মেজাজের জীবন-সংসক্ত কবি। জনৈকা বিধবাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন তিনি। প্রেম আর কবিতাই ছিল তাঁর আত্মা। পেত্রার্কান-রীতিতে তিনি প্রেম ও ধর্ম বিষয়ক সনেট রচনা করেন।

ইতালির বিশিষ্ট ভাস্কর মিকেলান্‌জেলো বুয়নারোতি (Michelangelo Buonarroti, 1475-1564) প্লেটোনিক প্রেম, রাজনীতি ও বন্ধুপ্রীতি-মূলক পেত্রার্কান-রীতির সনেট রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। দান্তের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর দুটি সনেট আজও সমালোচকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভেরনিকা গাম্বারা (Veronica Gambara, 1485-1550) এবং ভিত্তরিয়া কোলন্না (Vittoria Colonna) এই পর্বের খ্যাতনাম্নী দু'জন মহিলা সনেটকার। দু'জনেই অল্প বয়সে তাঁদের স্বামী হারিয়েছেন। মৃত স্বামীর

উদ্দেশ্যে রচিত সনেটগুলিতে হারানো প্রেমের বেদনা শতমুখে উৎসারিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে কোলন্না শেষ জীবনে ধর্মীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর শেষ পর্বের সনেটগুলির মধ্যে ধর্মীয়-চেতনা ভাষা পেয়েছে। সনেট-রচনারীতির দিক থেকে এঁরা দুজনেই পেত্রার্কান।

এই পর্বের হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক কবি ফ্রাঞ্চেস্কো বের্নি (Francesco Berni, 1497-1535) পুচ্চির অনুসরণে পুচ্ছধারী সনেট রচনা করেছেন। বের্নির সমসাময়িক কবি জিওভান্নি গুইদিচ্চিওনি (Giovanni Guidiccioni, 1500-41) বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। শেষ জীবনে তিনি অবশ্য আর্চবিশপের পদ গ্রহণ করেন। নীতি ও দেশপ্রেম-মূলক সনেট লিখে তিনি ইতালীয় সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন।

জিওভান্নি দেল্লা কাশা (Giovanni Della Casa, 1503-1556) এই শতাব্দীর বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। ১৫০৩ অব্দে তিনি ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। বোলন্‌নিয়া ও পাদভা (Padova) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাশা ধর্মযাজকের জীবন বেছে নেন। পরে আর্চবিশপের পদ লাভ করেন। এই পর্বে পেত্রার্কার সনেটের গঠন-বিন্যাসের বিরুদ্ধে তিনিই সচেতন ভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর সনেটে অষ্টক ও ষট্‌কের শেষে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার না করে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষট্‌কে একই বাক্যকে প্রবাহিত করেছেন। এই রীতিকে ফরাসি রোমান্টিকরা বলেছেন 'এজাম্বমেন্ট' (Enjambement)। ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টন এই রীতির বাক্যবন্ধে কিছু সনেট রচনা করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি হলেন তর্কুয়াতো তাস্সো (Torquato Tasso, 1544-95)। তাঁর জন্ম সর্রেন্তো-য় (Sorrento)। রোমে ও ভেনিসে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। তাঁর পিতা বের্নার্দো তাস্সো-ও (Bernardo Tasso 1493-1569) বিশিষ্ট সনেট-শিল্পী। পেত্রার্কান রীতিতে প্রকৃতি ও দাম্পত্যপ্রেম-বিষয়ক সনেট লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তর্কুয়াতো তাস্সো পাদভা ও বোলন্‌নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। পরে অধ্যাপকের বৃত্তি ছেড়ে ফেরেরা কোর্টে (১৫৬৫) যোগদান করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মানসিক রোগ দেখা দেয় ফলত সবছেড়ে তিনি অস্থির চিত্তে ইতালির বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন।

তিনি প্রায় দু হাজার গীতিকবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে প্রায় ন'শটি সনেট। বিষয়ানুসারে সনেটগুলি তিনভাগে বিভক্ত: প্রেমবিষয়ক সনেট—৪১৯; বীরবিষয়ক সনেট—৪৮৬ এবং নীতিবিষয়ক সনেট—৮৭। তিনি উবের্তি-র কখখক, কখখক, তপপ, তঙঙ মিলে কিছু সনেট রচনা করলেও তাঁর অধিকাংশ সনেটই পেত্রার্কান।

ষোড়শ শতাব্দীতে আরও অজস্রকবি সনেট রচনা করে সনেটের সীমা সুদূর প্রসারী করেছেন। এঁদের মধ্যে আলামান্নি (Alamanni), তান্‌সিল্লো (Tansillo), স্তাম্পা (Stampa), মল্‌ৎসা (Molza) এবং মান্‌নো (Magno) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ শতকের কাম্পানেল্লা (Companella), মারিনো (Marino), মাজ্জি (Maggi), ফিলিকাইয়া (Filicaia), ৎসাপ্পি (Zappi) এবং দান্তের শিষ্য পাস্তোরিনি (Pastorini) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। এঁদের মধ্যে এক মারিনোই চারশ' সনেট রচনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর সনেট চর্চাও মূলত পেত্রার্কান। এই পর্বের বিশিষ্ট সনেটশিল্পী হলেন ফ্রুগোনি (Frugoni), মেতাস্তাশিও (Metastasio), এবং আলফিয়েরি (Alfieri)। অষ্টাদশ শতকের আলফিয়েরি এবং উনবিংশ শতাব্দীর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি-কার্‌দুচ্চি (Carducci 1835-1907) সনেটে বিবৃত চতুষ্ক রচনায় অধিকতর আসক্তি প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সংবৃত-চতুষ্কও তাঁরা একেবারে বর্জন করেন নি। কার্‌দুচ্চি পুচ্চির মতো কিছু পুচ্ছধারী সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে রচিত সনেটগুলি বাৎসল্য রসের কবিতাহিসাবে ইতালীয় সাহিত্যের অমর সম্পদ।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের বিমানবহরের সৈনিক দান্নুৎসিও (D'annunzio, 1863-1938) যুদ্ধবিষয়ক সনেট রচনা করে সনেটের বিষয়-সীমা বর্ধিত করেছেন। এই পর্বের অকালমৃত (২১ বছরে) তরুণ কবি করাৎসিনি (Corazzini) তরুণ বয়সেই সনেট-কলাকৃতির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে বুঝতে পারা যাবে, ইতালিতে রেনেসাঁস-পর্বে গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহন হয়ে উঠেছিল সনেট। পেত্রার্কার হাতে এই সনেটের স্বরূপ-লক্ষণ আবিষ্কৃত হবার পর চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অজস্র কবি সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমেই তাঁদের কাব্যের পসরা

সাজিয়েছেন। ইতালিতে প্রথম পর্বে সনেট ছিল প্রেমকবিতা। পরবর্তীকালের কবিরা মানব জীবনের সমগ্র অনুভবই এই কলাকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করে কাব্যমাধ্যম হিসাবে সনেটের সুদূরপ্রসারি সর্বার্থসাধকতা প্রমাণ করেছেন। বস্তুত পেত্রার্কার 'small lute' বিভিন্ন কবির জীবনসাধনায় 'মানব হৃদয়ের বর্ণমালা' (Alphabet of the human heart) হয়ে উঠেছে।

আমরা 'ইতালীয় সাহিত্যে সনেট' অংশে দেখিয়েছি যে ইতালিতে সনেট-কলাকৃতির নানা বিবর্তন হলেওপেত্রার্কান রীতিকেই অধিকাংশ কবি সনেটের সার্থক কলাকৃতি বলে মেনে নিয়েছেন। নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে গীতিকাব্যের সবশ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠেছিল সনেট। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে পেত্রার্কান-সনেটকলাকৃতি কি ভাবে গৃহীত ও বিবর্তিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করব।

উল্লেখপঞ্জী

১. 'But already in Dante's time the three terms had come to denote only three different forms of Poem'. Mark Pattison—The Sonnets of John Milton, Page-7

২. E. H. Wilkins—A History of Italian Literature

৩. J. W. Lever—The Elizabethan Love Sonnet (1956) Page-2

৪. A History of Italian Literature, Page-7

৫. Ezra Pound—The Spirit of Romance, Page-103

৬. A History of Italian Literature. Foot-note , Page 19

৭. দ্রষ্টব্য জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ১৬-২২

৮. A History of Italian Literature, Page—25-26

৯. Encyclopaedia Britannica, vol-20, Page-997

১০ J. H. Whitfield—A Short History of Italian Literature

A History of Italian Literature, Page-19
The Oxford Book of Italian Verse (1952), Notes, Page-538-539

১১. A History of Italian Lierature, Page-26
১২. A Short History of Italian Literature, Page-25
১৩. D. G. Rossetti—The Early Italian Poets

১৪. Will Durant—The Story of Civilization, vol. V. Page-9
১৫. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২৪
১৬. The Story of Civilization, vol-5, Page-5
১৭. A History of Italian Literature. Page-100
১৮. The Story of Civilization, vol-5, Page-5
১৯. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ, ২৭
২০. Canzoniere একটি লাটিন শব্দ। এর বাংলা অর্থ 'কাব্য-সংকলন' পেত্রার্কার এই কাব্য সংকলনে সনেট বাদ দিয়ে ২৯টি কান্‌ৎসোনে, ৭টি বাল্লাতা, ৯টি সেস্তিনা, ৪টি মাদ্রিগাল, এবং প্রেম, সতীত্ব, মৃত্যু, যশ, সময় ও অমরতা এই ছয় সর্গে বিভক্ত বিজয় (Triumph) নামে একটি সর্গবন্ধকাব্য সংকলিত হয়েছে।
২১. The Elizabethan Love Sonnet, Page-6
২২. The Sonnets of John Milton, Page-10
২৩. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ-৬
২৪. প্রমথ চৌধুরী—সনেট কেন চতুর্দশপদী, প্রবন্ধসংগ্রহ ১ম খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৯৫২) পৃ-২২
২৫. The Sonnets of John Milton, Page-13
২৬. তাদের, পৃষ্ঠা-১১
২৭. The Elizabethan Love Sonnet, Page-6-7
২৮. John S. Smart—The Sonnets of Milton

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০-৩১

৩০. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ১০-১২

৩১. Enid Hamer—The English Sonnet, (Second Ed, 1936) Introduction, Page-XLIV-XLV

৩২. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃ-আট

৩৩. তদেব, গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃ-আট

৩৪. তদেব পৃ, ৪৩-৫৪

৩৫. তদেব, পৃ, ৫৪

৩৬. Collected Essays in Literary Criticism, পৃ, ১৭-২০। দ্রষ্টব্য সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ-৫৯

৩৭. প্রিয়নাথ সেন—সনেট পঞ্চাশৎ, সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

৩৮. Sir Sidney Lee—The French Renaissance in England (Oxford 1910), Page-4

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩

৪০. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ফরাসি সনেট-অংশ দ্রষ্টব্য।

৪১. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংরেজি সনেট-অংশ দ্রষ্টব্য।

৪২. A History of Italian Literature, Page-141

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে সনেট-কলাকৃতির বিবর্তন

১

ফরাসি সনেট

ইতালীয় রেনেসাঁস আল্পস পেরিয়ে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ—ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন এবং ইংল্যাণ্ডে প্রসারিত হলো। ইতালির পরে হলেও ফ্রান্সে রেনেসাঁস এসেছিল ইংল্যাণ্ডের আগে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে রেনেসাঁসের স্পন্দন অনুভূত হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বিশেষ করে ১৫৩০-১৫৬০-এর মধ্যে এখানে এই ভাববিপ্লব মূর্ত আকার পরিগ্রহ করে।[১] রেনেসাঁসের ফলে ফ্রান্সে যে নব-সংস্কৃতির জন্ম হলো তাতে অনেকগুলি বিপরীতধর্মী গুণের সুসমন্বয় লক্ষ্য করবার মতো। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাটিক মাধুর্য আর সরলতা, ল্যাটিন স্পষ্টতা, ইতালীয় ইন্দ্রিয়বেদ্যতা এবং গ্যালিক মনের উদ্ভাবনী শক্তি আর ব্যঙ্গ-পরিহাসের উচ্ছল প্রকাশ।[২] রেনেসাঁস-উত্তরকালের ফরাসি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রায়শই লেস্প্রি গোলোয়া (l' esprit gaulois) উক্তিটি কথিত হয়। এক কথায় এই উক্তির অনুবাদ দুঃসাধ্য। তবে মোটামুটি ভাবে লেস্প্রি গোলোয়া উক্তিটি দ্বারা ফরাসি চরিত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—প্রথমত চিন্তার নমনীয়তা, দ্বিতীয়ত প্রাণচাঞ্চল্য এবং রূঢ়তার সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের প্রসন্নতা; তৃতীয়ত পরিহাসপ্রবণ অথচ সহজ স্পষ্ট সুরেলা বাচনভঙ্গি।[৩]

ফরাসি-রেনেসাঁস-পর্বে ফ্রান্সে ইতালির অনুপ্রেরণায় গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহন হয়ে উঠল সনেট। ফরাসি সনেট বহুলাংশে পেত্রার্কান-পন্থী হয়েও উল্লিখিত ফরাসি বৈশিষ্ট্যের ফলে স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ক্লেমাঁ মারো (Cte´ment Marot, 1496-1544) পেত্রার্কার ছয়টি সনেটের অনুবাদসহ কয়েকটি মৌলিক সনেট রচনা করে ফ্রান্সে সনেট প্রবর্তন করেন।[৪] সিডনি লী-র মতে তাঁর মৌলিক সনেটের সংখ্যা দুটি বা তিনটি।[৫] মারোর সনেটের বিষয়বস্তু প্রেম। কিন্তু এই

প্রেমচেতনা নিতান্তই কৃত্রিম। রেনেসাঁস-পর্বে জন্মেও মারো ছিলেন মধ্যযুগীয় ফরাসি-চেতনা দ্বারা আপ্লুত। তিনি অবশ্য নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সমন্বয় সাধন করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।

মারোর অনুসারী কবিদের মধ্যে মেল্ল্যা দ্য সাঁ্যা-জ্যালে (Mellin de Saint-Gelais, 1490-1558) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ফ্রান্সে সনেট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৬] কোন কোন সমালোচকের মতে তাঁর 'Voyant ces monts de veue ainsi lointaine'সনেটটি ফরাসি ভাষায় লিখিত প্রথম সনেট।[৭]

এই পর্বের কবিরা বিশেষভাবে প্লেটনিক এবং পেত্রার্কান-প্রেমচেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। এই প্রেমচেতনার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে আঁতোয়ান এরোয়ে (Antoine Heroe´t, 1492-1568) সনেট-রীতিকেই বেছে নিয়েছেন। এই পর্বের অন্যকবি—ফরাসি ভাষার প্রথম মহিলা সনেটকার লুইসলাবে (Louise Labe´, 1524 ?—1565) পেত্রার্কান প্রেম-চেতনায় অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত প্রেমাবেগই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। তিনি 'অভ্র্' (Euvres, 1555) নামে একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যগ্রন্থে মোট চব্বিশটি সনেট সংকলিত হয়েছে। সনেটগুলি নারীহৃদয়ের প্রেমানুরাগে রক্তিম। সমালোচকদের ধারণা এই সনেটগুচ্ছের উদ্দিষ্ট কবি-প্রণয়ী হলেন কবি অলিভিয়ে দ্য মাঙি (Olivier de Magny)।[৮]

ফরাসি-রেনেসাঁসের প্রথম পর্বে সমগ্র ফরাসি সাহিত্য নবতর জীবন চেতনায় ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়ে উঠেছিল। নব জীবনবোধের অস্ফুট প্রকাশ প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ দেদীপ্যমান হলো। এই কবিগোষ্ঠীর সাধনায় ফরাসি সাহিত্য যে সমুন্নতি লাভ করেছে তাকে উনবিংশ শতাব্দীর আগে সমগ্র ফরাসি সাহিত্য আর কখনো অতিক্রম করতে পারে নি।

প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠীর মূল প্রেরণা ছিলেন প্রখ্যাত লাতিন ও গ্রীক ভাষাবিদ পণ্ডিত জঁ্যা দরা (Jean Dorat)। প্যারিসের কলেজ দ্য কক্রে-তে (College de Coqueret) রেঁাসার, দ্যু বেলে এবং বাইফ তাঁর কাছে গ্রীক ও লাতিন ভাষার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। অচিরে পিয়ের দ রেঁাসারের (Pierre de Ronsard, 1524-1585) নেতৃত্বে জয়াক্যা দ্যু বেলে (Joachim Du Bellay, 1522-1560), র‍্যমি বেল্লো (Re´my Belleau,

1528-1577), আন্তোয়ান দ্য বাইফ (Antoine de Baif, 1532-1589) এবং এতিয়েন জদেল (Etienne Jodelle, 1532-1573) একটি কবিসঙ্ঘ গঠন করেন। কিছু দিনের মধ্যেই এই পাঁচজনের সঙ্গে যোগ দেন জাঁ দরা এবং পন্ত্যুস্ দ্য তিয়ার (Pontus de Tyard, 1521-1605)। রোঁসার সাতজনের এই সংগঠনের নাম দেন la docte brigade (1548)। ১৫৫৬ সালে এই গোষ্ঠী লা প্লেয়াদ (La Pléiade) নাম গ্রহণ করে।

প্লেয়াদ-এর নেতা রোঁসার এই গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিনিধি। সিডনি লী তাঁকে বলেছেন—'Poetic master of the (French) Renaissance.'* এঁর অনুপ্রেরণায় ও সাহিত্য সাধনায় ফরাসি সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করল। তাঁর জীবনের মূল বক্তব্য তাঁরই একটি কথায় বিধৃত হয়েছে—'গোলাপের মত জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং প্রেমের আলোকে জীবনকে উজ্জীবিত কর।' এক গভীর জীবনসংসক্তি ও মর্ত্যানুরাগ তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনাকে মধুস্বাদী করে তুলেছে।

সনেট রোঁসারের কবিতার প্রিয় প্রকাশ-মাধ্যম। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক কিছু সনেট রচনা করলেও প্রেমই তাঁর সনেটের প্রধান উপজীব্য। তাঁর ইন্দ্রিয়বেদ্য প্রেম-কবিতার সংকলন 'আমুর দ্য কাসাঁদ্র্'-এর (Amours de Cassandre, 1552) অধিকাংশ কবিতাই সনেট। তাঁর দ্বিতীয় 'আমুর'-এর (Amours 1555) নায়িকা মারী (Marie) নাম্নী একটি গ্রাম্য-তরুণী। এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা সনেট। কুড়ি বছর পরে এই গ্রন্থে আরও একগুচ্ছ সুন্দর সনেট সংযোজিত হয়েছে। সনেটগুলি মারীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সনেট সংকলন 'সনে পুর্ এলেন্'-এর (Sonnets Pour Hélène, 1578) নায়িকা হলেন তৎকালীন প্যারীসের বিখ্যাত রূপসী এলেন্ দ্য সর্জের (Hélène de Surgères)।

রোঁসারের সনেটের প্রেমচেতনা ও গীতিময়তা এই পর্বের প্রায় সমস্ত কবিকেই অনুপ্রাণিত করেছে। সনেট যে গীতিকবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যম সে বিশ্বাসও রোঁসার ফরাসি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রতিভাবান কবিমাত্রই ছন্দশিল্পী। রোঁসারও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি তাঁর সনেটে ও গুরুত্বপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে ফরাসি ভাষার বার অক্ষরের আলেক্জান্দ্রাইন (Alexandrine) পংক্তিকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ

করেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথেই পরবর্তীকালের অধিকাংশ ফরাসি সনেট বার অক্ষরের আলেক্জান্ড্রাইন পংক্তিতে রচিত।

প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর দ্বিতীয় মহৎ কবি হলেন রোঁসারের অন্তরঙ্গবন্ধু জয়াকাঁ্যা দ্যু বেলে। তিনিও একজন প্রতিভাবান সনেট-শিল্পী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিভ' (L'olive, 1549) ইতালির বাইরে সনেট-পরম্পরার প্রথম নিদর্শন। পেত্রার্কান-প্রেমচেতনায় অনুপ্রাণিত এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছে প্রণয়িণীর প্রতি দ্যু বেলের অনুরাগ অন্তরঙ্গ অনুভবে বিধৃত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থটি রোঁসারের 'আমুর দ্য কাসাঁদ্র্'-এর কয়েক বছর আগে প্রকাশিত, সনেট রচনায় এখানে কবি দশ অক্ষরের পংক্তি ব্যবহার করেছেন ; কিন্তু তা আদৌ প্রীতিপ্রদ হয় নি। এই সম্পর্কে কাজামিয়া বলেছেন—'The Sonnets, all written in ten-syllabled lines, are not perfectly reguler, according to the pattern that was to be settled very shortly after.'১০

'ললিভ' সনেটগুচ্ছের পরে দ্যু বেলে 'ত্র্যাঁজ সনে দ্য লনেস্তামুর' (XIII Sonnets de l'honneste amour) এবং 'ল্যাজামুর দ্য'…(Les Amours de) নামে দুটি ছোট সনেট সংকলন প্রকাশ করেন। এই সনেটগুলিতেও তিনি দশ-অক্ষরা পংক্তিই ব্যবহার করেছেন—দ্বিতীয় সংকলনের চারটি সনেট অবশ্য বার-অক্ষরের আলেক্জান্ড্রাইন পংক্তিতে রচিত। সম্ভবত এই ব্যাপারে তিনি রোঁসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উল্লেখিত চারটি সনেটে বার-অক্ষরের পংক্তি ব্যবহার করেই সনেটের ক্ষেত্রে এই মাত্রাসংখ্যার উপযোগিতা তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন।

দ্যু বেলের শ্রেষ্ঠ দুটি সনেট সংকলন 'ল্যা রাগ্রা' (Les Regrets, 1558) এবং 'ল্যাজাতিকিতে দ্য রম্' (Les Antiquite´s de Rome, 1558) বার অক্ষরের আলেক্জান্ড্রাইন ছন্দেই রচিত। দ্যু বেলে রোমে কয়েক বছর ফরাসি-দূতাবাসের সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাঁর রোম থেকে ফ্রান্সে প্রত্যাগমনের পরের বছরেই সনেট-সংকলন দুটি প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থটিতে তাঁর রোমপ্রবাসী গৃহকাতর মনের ব্যথা-বেদনা, বিষাদ ও দুঃখবোধ কাব্যছন্দে গ্রথিত হয়েছে আর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মানবজীবনের অমোঘ বিধান।

প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর অন্য কবি চতুষ্টয় জদেল্, তিয়ার, বেল্লো, এবং

বাইফ সনেট রচনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রেম এঁদের সনেটের মুখ্য উপজীব্য হলেও সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি এবং ধর্মবিষয়ক সনেটও এঁরা সমান আগ্রহে রচনা করেছেন।

ইতালির অনুপ্রেরণায় প্লেয়াদ-কবিগণ গীতিকাব্যের বাহন হিসাবে ওড, সেস্তিনা, বাল্লাতা, মাদ্রিগাল ও সনেটের চর্চা করেছেন। কিন্তু সনেট-কলাকৃতিই তাঁদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল। ফরাসি সনেটের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে সিডনি লী বলেছেন—'Very different was the fortune of the Sonnet, which was openly borrowed by the Pléiade from Italy and became the chief badge of the new poetic movement.'[১১]

সনেট-কলাকৃতির প্রতি প্লেয়াদ-কবিগণের আগ্রহ ছিল অসীম। এই ধারার কবিত্রয়ী রঁসার, দ্যু বেলে এবং বাইফ-এর ৩৫১৬ টি কবিতার মধ্যে ১৬৮৬টিই সনেট। এঁদের মধ্যে রঁসার ৭০৯টি সনেট লিখে প্লেয়াদ কবিগণের মধ্যে সনেট রচনার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন।[১২]

প্লেয়াদ কবিবৃন্দ যখন সনেটের বিভিন্ন মিলবিন্যাসের পরীক্ষায় নিয়োজিত তখন এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতমপ্রতিনিধি দ্যু বেলে একটি ইস্তাহারে তাঁর অনুগামীদের পেত্রার্কান-রীতির সনেট লিখতেই আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[১৩] প্লেয়াদ-কবিরা ইতালিয়ান সনেটের আদর্শে প্রচুর পরিমাণে পেত্রার্কান রীতির সনেট রচনা করলেও তাঁদের হাতেই বিশিষ্ট প্রকৃতির ফরাসি সনেটের জন্ম হয়েছে। এই ফরাসি সনেট মূলত পেত্রার্কান-পন্থী। পেত্রার্কান সনেটের মতোই ফরাসি সনেটের চোদ্দ পংক্তি দুটি পর্বে বিভক্ত। দুটি চতুষ্কে অষ্টক গঠিত। ষট্‌ক গঠিত দুটি ত্রিক-বন্ধে। অষ্টকের মিলবিন্যাস কখখক, কখখক—এই রীতিকে ফরাসি ভাষায় বলা হয় ভের্জাম্ব্রাসে (vers embrassis)। কখকখ কখকখ এই একান্তর মিলের অষ্টক সপ্তদশ শতব্দীর আগে ফরাসি সনেটে প্রায় নগণ্য। অষ্টকের কোন মিল তাঁরা ষট্‌কে ব্যবহার করেন নি। ষট্‌কের মিল সংখ্যা দুই বা তিন। তবে তাঁরা ষট্‌কে দুটি মিল অপেক্ষা তিনটি মিলের প্রতিই বেশিআগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রঁসার এবং তাঁর অনুসারী কবিগণের সনেটের ষট্‌কবন্ধের প্রিয় মিলবিন্যাস হলো ততপ, ঙঙপ। ফরাসি ষট্‌কের এই মিলপদ্ধতি সম্ভবত ইতালীয় কবি উবের্তির ষট্‌কের তপপ, তঙঙ-এর প্রভাবজাত। এই বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে 'ইতালীয় সাহিত্যে সনেট' অংশে

বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সনেট কলাকৃতির পক্ষে অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি যে অত্যন্ত জরুরী ইতালীয় কবিদের মতো ফরাসি কবিরাও তা স্বীকার করে নিয়েছেন। অধিকাংশ ফরাসি সনেটে এই আবর্তনসন্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট।[১৪]

ফরাসি সনেটের মিলবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য আমরা এখানে রোঁসারের একটি সনেট মূল ফরাসি ভাষাতেই উদ্ধার করছি।

Je veux, me souvenant de ma gentille amie,
Boire ce soir d'autant, et pour ce, Corydon,
Fay remplier mes flacons, et verse a´ l'abandon
Du vin pour resjouir toute la compaignie.

Soit que m'amie ait nom ou Cassandre ou Marie,
Neuf fois je m'en vois boire aux lettres de son nom :
Et toi si de ta belle et jeune Madelon,
Belleau, l'amour te poind, je te pri', ne l'oublie.

Apporte ces bouquets que tu m'avois cueillis,
Ces roses, ces oeillets, ce jasmin etces clis :
Attache une couronne a´ l'entour de ma taste.

Gaignon ce jour icy, trompon nostre trespas :
Peut-estre que demain nous ne reboirons pas.
S'attendre au lendemain n'est pas chose trop preste.
[The Oxford Book of French Verse, Page 67-68]

উদ্ধৃত সনেটটির প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই সনেটের অষ্টক ও ষট্‌ক স্পষ্ট দুটি পর্বে বিভক্ত। এবং অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে ও ষট্‌ক দুটি ত্রিক-তে গঠিত। ষট্‌কের প্রথম ত্রিক এবং দ্বিতীয় ত্রিক-র শীর্ষে দুটি ভিন্ন মিলের যুগ্মক শোভা পাচ্ছে। ষট্‌কের তৃতীয় এবং ষষ্ঠ পংক্তির মিলও লক্ষণীয়। উল্লিখিত সনেটের মিলবিন্যাসই প্লেয়াদ-কবিগণ ফরাসিসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালের ফরাসি সনেটেও এই মিলবিন্যাস সবচেয়ে বেশী

গৃহীত হয়েছে। এই সম্পর্কে সিডনি লী নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেছেন—'In the majority of French Sonnets the octave and sestet were thus constructed in combination on the model ABBA, ABBA, CCD, EED.[১৫]

লী-র অনেক পরে ফরাসি সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক জিওফ্রে ব্রেরেটনও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন—'The French sonnet is based on the Italian and rhymes ABBA, ABBA followed by some such combination as CCD, EED.'[১৬]

আমরা আগেই বলেছি যে ফরাসি সনেট মূলত পেত্রার্কান-পন্থী। সনেটের অষ্টকেব ক্ষেত্রে ফরাসিরা পেত্রার্কান মিলবিন্যাসকেই যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন। তবে ষট্‌কের ততপ, ঙঙপ, মিলবিন্যাসে তাঁরা নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। প্লেয়াদ কবিবৃন্দের গভীর সাধনায় উল্লিখিত এই যে বিশিষ্ট প্রকৃতির ফরাসি সনেটের উদ্ভব হয়েছে পরবর্তীকালের ফরাসি কবিরাও সনেট রচনায় তাকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকার করেছেন।

প্লেয়াদ-কবিগোষ্ঠী এবং পরবর্তী ফরাসি কবিদের রচিত কিছু কিছু সনেটের ষট্‌কে ততপ, ঙপঙ মিলটিও লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ফরাসি সনেটের প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী ফরাসি সনেটের এই মিলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সনেটের ক্ষেত্রে ফরাসি রীতি গ্রহণের কারণ জানিয়ে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—'ফরাসি সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি ঐ form-টা নিই।' [১৭]

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের প্রশংসা করে ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লেখেন—'এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ণ শিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই—'মধ্যে ক্ষামা', দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে 'চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা।'[১৮]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্পর্কে, ফরাসি সনেট সম্পর্কে নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কবির এই উক্তি সমালোচকদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, ফরাসি সনেটের ষট্‌ক একটি সমিল যুগ্মক ও একটি চতুষ্কে গড়া। অবশ্য এই ভুল ধারণার জন্য প্রমথ চৌধুরী অনেকখানি দায়ী। ফরাসি সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে ৬. ১০. ১৯৪১-এর

একটি চিঠিতে লিখেছেন—'ফরাসী সনেটের সঙ্গে ইতালীয় সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটের প্রথম অষ্টক সমান। শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে দুই ভাগ করেছেন। প্রথমে একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী.।'[১৯] প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের শেষাংশ সত্যানুমোদিত নয়। প্রথমত, অধিকাংশ ফরাসি সনেটের ষট্‌কবন্ধের ত্রিকযুগলের প্রতিটির শীর্ষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে; দ্বিতীয়ত, ফরাসি কবিরা যেখানে একান্তর মিলের পংক্তি চতুষ্টয়ের শীর্ষে সমিল যুগ্মক স্থাপন করে ষট্‌ক গঠন করেছেন সেখানেও ষট্‌কটি দুটি ত্রিক-বন্ধে গ্রথিত। প্রমথ চৌধুরী কথিত, 'প্রথমে একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী'তে বিন্যস্ত নয়। এই রীতির ফরাসি সনেটের একটি ষট্‌ক উদ্ধার করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

Ainsi quand du grand Tout la fuite retournée,
Où trentesix mil' ans ont sa course bornée,
Rompra des elemens le naturel accord,

Les semences qui sont meres de toutes choses
Retourneront encor à leur premier discord,
Au ventre du Chaos eternellement closes.

[The Oxford Book of French Verse, Page, 109]

উদ্ধৃত ষট্‌কটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই ষট্‌কের প্রথমে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ষট্‌কটি দুটি ত্রিক-তে বিভক্ত। ফরাসি কবিরা সনেট রচনায় প্রায় কোন ক্ষেত্রেই ষট্‌ককে দ্বিপদী এবং চতুষ্পদীতে বিভক্ত করেন নি। তাঁদের সনেটের ষট্‌ক প্রায় সর্বত্রই দুটি ত্রিক-তে গঠিত। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য যে ফরাসি কবিরা সনেটের শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহারেও তেমন আগ্রহশীল নন।[২০] মূলত দুটি ত্রিকবন্ধে গঠিত ষট্‌কের শেষে মিত্রাক্ষার যুগ্মক ব্যবহারের অবকাশও নিতান্ত কম।

গীতিকবিতার মুখ্যবাহন হিসাবে সনেটকে ফরাসি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন প্লেয়াদ কবিবৃন্দ। পরবর্তীকালের ফরাসি কবিতা বিচিত্ররূপে নব নব ধারায় বিকশিত হয়ে উঠলেও কলাকৃতি হিসাবে সনেট প্রায় কখনোই অনাদৃত হয় নি। ইতালীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ কাব্য-মাধ্যম সনেট কিভাবে ফ্রান্সে আরো সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল তা ফরাসি সনেটের ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে।

প্লেয়াদ-অনুসারী কবিদের মধ্যে সনেট রচনায় সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন ফিলিপ দ্যাপর্ত (Philippe Desportes, 1546 ?-1606)। কিশোর বয়সে ইতালি বেড়াতে গিয়ে তিনি পেত্রার্কার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতায় এই প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তাঁর রচিত ৭৮১টি কবিতার মধ্যে ৪৪৩টি সনেট।[২১] প্রেম ও ধর্মীয় চেতনাই তাঁর সনেটের প্রধান উপজীব্য।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্বে ফ্রান্সে সামাজিক সংঘাতের দিনে ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটল। এই ধর্মীয়চেতনা দ্বারা এই পর্বের কবিতা সঞ্জীবিত। লক্ষণীয় এই যে এই সময়ের কবিরাও কবিতার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে সনেট কলাকৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। এই পর্বের জঁ দ্য স্পোঁদ (Jean de Sponde, 1557-95), লা স্যাপ্পেদ (La Ceppede, 1550 ?-1622) এবং আগ্রিপা দোভিঙে (Agrippa d' Aubigne´, 1551-1630) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। এঁদের মধ্যে একা স্যাপ্পেদ-ই পাঁচশ সনেট লিখেছেন। দোভিঙে-এর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ল্য প্র্যাঁতাঁ দ্যু সিয়র দোভিঙে'-এর (Le Printemps du Sieur d' Aubigne´) সমস্ত কবিতাই ধর্মকেন্দ্রিক প্রেম-বিষয়ক সনেট।[২২]

এই সময় থেকে ফ্রান্সে কবিতার গঠনশৈলী-সচেতন কাব্যান্দোলনের জন্ম হয়। ফ্রাসোয়া মালের্ভ্‌ (Francois de Malherbe, 1555-1628) ছিলেন এই নতুন ধারার জনয়িতা। কবিতা সম্পর্কে তাঁর নতুন বক্তব্যকে কাজামিয়া ভারি সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলেছেন—'A good writer must avoid dialect or vulgarisms, and use terms only in their purest sense; the laws of grammar must never be allowed to suffer for the sake of poetic measure; rhyme must satisfy the ear as well as eye.'[২৩]

কবিতার ভাষা, ছন্দ ও অলংকার বিষয়ে এত সচেতনতা ছিল বলেই সম্ভবত মালের্ভ্‌ রীতিনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। রোঁসারের কঠোর সমালোচক হয়েও তিনি সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে রোঁসারকেই গভীরভাবে অনুসরণ করেছেন। এই পর্বের অন্য সনেটকার রেঙে (Mathurin Re´gnier, 1573-1613) সচেতনভাবে মালের্ভ্‌-এর কবিতা-বিষয়ক ধারণার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। বিদ্রূপ ছিল তাঁর কাব্যজীবিত। ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাতে

তিনি মালের্ভ-এর নতুন কাব্যতত্ত্বকে বিধ্বস্ত করেছেন। ব্যঙ্গ-প্রিয় এই কবির সনেটগুলিও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে খরদীপ্ত।

মালের্ভ্-এর অনুসারী কবিদের মধ্যে জাঁ বের্তো (Jean Bertaut, 1552-1611) ছিলেন সচেতন সনেট-শিল্পী। ১৬১১ অব্দে বের্তোর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে রেনেসাঁস-লিরিক পর্বের অবসান হলো।[২৪]

এর পরে ফরাসি সাহিত্যে এলেন হাস্যরসাত্মক কবির দল। এঁদের মধ্যে সনেট লিখে খ্যাতি পেয়েছেন ভ্যাঁসাঁ ভোয়াত্যুর্ (Vincent Voiture,1597-1648), পিয়ের কর্ন্যয়্ (Pierre Corneille, 1606-1684), ই. দ্য বাঁসেরাদ্ (I. de Benserade,, 1612-91) এবং জি. পি. দ্য মলিয়ের (J. P. de Molie´re, 1622-1673)। হাস্যরসাত্মক কবিতার মাধ্যম হিসাবেও যে সনেট নিতান্ত অনুপযোগী নয় এঁদের সনেটগুলিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিক পর্বে ফরাসি সাহিত্যে কলাকৃতি হিসাবে সনেট তেমন সমাদর পায় নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি কবিতায় রোমান্টিসিজমের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সনেটও তার পূর্ব মর্যাদা ফিরে পেলো। এই পর্বে সনেট লিখে যাঁরা যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্যাঁৎ বভ্ (Sointe-Beuve, 1804-69), অগুস্ট বার্বিয়ে (Auguste Barbier, 1805-82). ফেলিক্স্ আর্ভার্ (Fe´lix Arvers, 1806-1851) এবং জে. দ্য ন্যার্ভাল্ (G. de Nerval, 1808-55) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ন্যার্ভাল্ এই পর্বের শ্রেষ্ঠ সনেটকার। আটাশ বছর বয়সে তিনি জেন্নি কলোঁ (Genny Colon) নামে এক সুন্দরী অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েন। কিন্তু কলোঁ তাঁর প্রেমে সাড়া না দিয়ে অন্য একজনকে বিবাহ করেন। এই শোক সামলাতে না পেরে নার্ভাল উন্মাদ হয়ে যান। রোগ উপশমের পরে তিনি কলোঁ-এর মৃত্যু সংবাদ পেলেন। শোকে মুহ্যমান কবি অর্ধোন্মাদ অবস্থায় য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। গৃহে ফেরার পর চিকিৎসার জন্য তাঁকে পুনরায় উন্মাদাগারে ভর্তি করে দেওয়া হয়। উন্মাদাগার থেকে ছুটি পাবার কয়েক মাস পরে তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।

ন্যার্ভাল্-এর সনেট সংকলন 'লা শিমের্' (Les Chime´res)-এর প্রতিটি সনেটে প্রেম-প্রতারিত কবিহৃদয়ের দুঃখবোধ, বেদনা ও ক্রন্দন যে ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তা যে কোন সহৃদয় পাঠকের চিত্তই অনায়াসে স্পর্শ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে রোমান্টিক কবিতার প্রতিক্রিয়ারূপে বস্তুবাদী কবিতার উদ্ভব হয়। এই ধারার কবি শার্ল বোদল্যার (Charles Baudelaire 1821-67) উনিশ শতকের ফরাসি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। আর্ত্যুর র‍্যাঁবো তাঁকে বলেছেন—'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'।[২৫]

বোদল্যার-এর কবিপ্রকৃতির আসলে দ্বৈতসত্তা। একাধারে তিনি ক্লাসিক ও রোমান্টিক। কলাকৃতির প্রতি আত্যান্তিক শ্রদ্ধা ও ভাস্কর্যধর্মী রূপদক্ষতা তাঁকে ক্লাসিক কবির মর্যাদা দিয়েছে। অন্যপক্ষে তাঁর কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে কবির সহৃদয় উপস্থিতি এবং বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও বেদনাবোধ তাঁকে ঐকান্তিকভাবে রোমান্টিক কবির চারিত্র্যধর্মে দীক্ষিত করেছে।

সমালোচকদের মতে বোদল্যার-এর কাব্যগ্রন্থ 'ল্যা ফ্লর্ দ্যু মাল্'-এর (Les Fleurs du mal) প্রকাশকাল ১৮৫৭ সালই আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ। কবির প্রায় সমস্ত কবিতাই এই কাবাগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কবিতার সংখ্যা মোটমুটি ১৬০-এর মতো। কবিতাগুলি ছোট এবং অধিকাংশই সনেট। কোলরিজের মতোই বোদল্যার বিশ্বাস করতেন যে কবিতা দীর্ঘ হলে আর কবিতা থাকে না। কলাকৃতির প্রতি অনুরক্ত কবি সম্ভবত এই কারণেই সনেটের প্রতি গভীর আসক্তি প্রকাশ করেছেন।

এই পর্বেই ফরাসিসাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদী পারন্যাসিয়ান (Parnassian) কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এই ধারার সনেট-কুশলী কবিদ্বয় হলেন লেকোঁৎ দ্য লিল্ (Leconte de Lisle, 1818-94) এবং জে. এম. দ্য এরেদিয়া (J. M. de Heredia, 1842-1905)। এরেদিয়া-এর 'ল্যা ত্রফে' (Les Trophées, 1893) কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশই সনেট। সংখ্যায় প্রায় ১১৮টি।

ন্যার্ভাল্ ও বোদল্যার-এর কবিতায় যে প্রতীকতা (Symbolism) দেখা দিয়েছিল ফরাসি সাহিত্যে ১৮৮০সাল থেকে তা পূর্ণায়ত প্রতীকী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রতীকী কবিদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পল্ ভের্লেন্ (Paul Verlaine, 1844-96), আর্ত্যুর র‍্যাঁবো (Arthur Rimbaud, 1854-91), স্তেফান্ মালার্মে (Stéphane Mallarmé, 1842-98) এবং ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর এচ্ দ্য রেঞে (H. de Régnier, 1864-1936), পল্ ভালেরি (Paul Valéry, 1871-1945) এবং শার্ল পেগি (Charles

Pe´guy, 1873-1914) বিশিষ্ট সনেট-শিল্পী।

ফরাসি সনেটের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিক্রমা থেকে বোঝা গেল যে ফরাসি কবিতা যুগে যুগে নানাধারায় বিবর্তিত হলেও ফরাসি কবিরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যতিক্রম ছাড়া, ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধায় সনেট-কলাকৃতির অনুশীলন করেছেন। ফরাসি সনেট গঠনরীতিতে ক্লাসিকাল ইতালিয়ান সনেটের অনুগত। ষট্‌ক-বন্ধের মিলবিন্যাসে প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠী যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন পরবর্তী কবিরাও বিনত শ্রদ্ধায় সেই মিলবিন্যাসকে মেনে নিয়েছেন। মাত্রা সংখ্যার দিক দিয়ে ফরাসি কবিরা কোন কোন ক্ষেত্রে দু'একটি ব্যতিক্রম ঘটালেও বার মাত্রার আলেকজান্‌ড্রাইন ছন্দকেই তাঁরা তাঁদের ভাষায় এই কলাকৃতির পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। পেত্রার্কান সনেটের মতোই তাঁরা সনেটের মিল সংখ্যাকে চার থেকে পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সনেটের গভীর ও সুদৃঢ় ভাবমূর্তি রচনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ফরাসি সনেট বৈচিত্র্যময়। প্রেম, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, বৈদগ্ধ্যভণিতি ও ব্যঙ্গবক্রোক্তি, এমন কি হাস্যরসিকতাও ফরাসি সনেটে পরিচ্ছন্ন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। কয়েক শতাব্দীর বিভিন্ন গোত্রের শিল্প-আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্রান্তিকাল পার হয়ে ফরাসি কবিরা কাব্য-সংসারে সনেট কলাকৃতিকে নবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২

ইংরেজি সনেট

ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁসের আবির্ভাব হয় ইতালির অনেক পরে। সিডনি লীর ভাষায় – 'The Culture of the Renaissance blossomed late in the British isle, far later than Italy, or indeed in France.'[২৬] ইংল্যাণ্ডের রেনেসাঁস ইতালি ও ফ্রান্সের যুগ্ম প্রভাবে উজ্জীবিত। পশ্চিম য়ুরোপের অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো রেনেসাঁস-উত্তরকালে ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্যের অন্যতম বাহন হয়ে উঠল সনেট। ইংরেজি

গীতিকাব্যের ইতিহাসে সনেটের দান অপরিসীম। গীতিকাব্যের চরম দুর্দিনে সনেটের মাধ্যমেই ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রসঙ্গে এমিল লেগুই বলেছেন—'It was by the Sonnet that lyricism again entered English poetry.'[২৭]

ইংরেজি সাহিত্যের আদি সনেটকার হলেন সার টমাস ওয়াট (Sir Thomas Wyatt, 1503-42) এবং হেন্‌রি হাওয়ার্ড, আর্ল অব সারে (Henry Howard, Earl of Surrey, 1517-47)। খুব সম্ভবত ওয়াট-ই ইংরেজি ভাষায় প্রথম সনেট লেখেন। ইংরেজি ছন্দ-অলংকারের প্রথম সংস্কারক এই দুই কবির ওপরে ইতালীয় সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম। এলিজাবেথান সমালোচক পুত্তেনহাম (Puttenham) তাঁর 'আর্ট অব ইংলিশ পয়েসি' (Arte of English Poesie) গ্রন্থে লিখেছেন—'In the latter end of the same King's (Henry VIII) reign sprung up a new company of courtly makers, of whome Sir Thomas Wyatt the elder and Henry Earl of Surrey were the two chieftains, who having travelled into Italy, and there tasted the sweet and stately measures and style of the Italian Poesy, as novices newly crept out of the schools of Dante, Ariosto, and Petrarch, they greatly polished our rude and homely manner of vulgar Poesy, from that it had been before, and for that cause may justly be said to be the first reformers of our English metre and style.' (দ্রষ্টব্য সিডনি লী-র 'The French Renaissance in England, Page-109)

ওয়াট ও সারের ওপরে ইতালীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রভাবের কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, এঁরা দু'জনেই এই সংস্কৃতিকে অর্জন করেছেন ফ্রান্সের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে সিডনি লী বলেছেন—'It was in France rather than in Italy that both Wyatt and Surrey acquired a substantial measure of the Italian taste and sympathy which were reflected in the manner and matter of their Poetry.'[২৮]

লী-র এই সিদ্ধান্তের কারণ এই যে অষ্টম হেনরির সভাসদ ওয়াট কূটনৈতিক কারণে একবার ইতালিতে গেলেও ফ্রান্সে বিভিন্ন সময়ে কয়েক-

বছর অতিবাহিত করেছেন। সারে কখনো ইতালি যান নি, কিন্তু তিনিও শিক্ষকতার কাজে প্যারিসে একবছর কাটিয়েছেন। যদিও এঁদের অধিকাংশ সনেটই বিভিন্ন ইতালিয়ান কবির অনুবাদকল্প রচনা এবং কাব্যের রূপ ও রীতিতে ইতালীয় প্রভাবই স্পষ্ট তবু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে এঁরা ইতালীয় সংস্কৃতিকে অর্জন করেছেন ফ্রান্সের পটভূমিতে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতিরই মাধ্যমে।

ওয়াট এবং সারে জীবিতকালে কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। এঁদের মৃত্যুর অনেক পরে টোটেল নামে এক প্রকাশক ১৫৫৭ সালে 'সংগস্ অ্যাণ্ড সনেটস্' (Songs and Sonnets) নামে বিভিন্ন কবির প্রায় ৬০টি কবিতার একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বর্তমানে 'টোটেলস্ মিসিলিনি' (Totell's Miscellany) নামে সমধিক পরিচিত। এই কাব্যসংকলনে ওয়াটের কুড়িটি এবং সারের ষোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে।

১৯৪৯ সালে মুইর (Muir) ওয়াটের যে কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন তাতে ত্রিশটি সনেট রয়েছে। এর মধ্যে উনিশটি ইতালিয়ান কবি পেত্রার্কা এবং কুয়াত্‌ত্রচেন্তো-র (Quattrocento) সনেটের অনুবাদ। ত্রিশটি সনেটের অধিকাংশই প্রেম-বিষয়ক; কয়েকটি সনেট তৎকালীন সমাজ জীবনের ওপরে রচিত।

সনেট কলাকৃতির ক্ষেত্রে ওয়াট মূলত পেত্রার্কান-পন্থী। পেত্রার্কার মতোই তিনি সনেটের অষ্টকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কখখক, কখখক মিল ব্যবহার করেছেন। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে অবশ্য তিনি পেত্রার্কাকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। প্রতি ত্রিক-র শেষে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনায় তিনি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সনেটের মিলবিন্যাসের সামগ্রিক পরিচয়ের জন্য তাঁর একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

My galley, charged with forgetfulness,
    Thorough sharp seas in winter nights doth pass
    'Tween rock and rock ; and eke mine enemy, alas,
    That is my lord, steereth with cruelness.
And every oar a thought in readiness,
    As though that death were light in such a case.

An endless wind doth tear the sail apace
Of forced sighs and trusty fearfulness.
A rain of tears, a cloud of dark disdain,
Hath done the wearied cords great hinderance,
Wreathed with error and eke with ignorance.
The stars be hid that led me to this pain ;
Drowned is reason that should me comfort ;
And I remain despairing of the port.

পেত্রার্কার সনেটের মতোই এই সনেটটি মূলতঃ দুটি চতুষ্ক এবং দুটি ত্রিক-তে বিভক্ত। অষ্টক ও ষট্কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিও মোটামুটি স্পষ্ট। দুটি সংবৃত চতুষ্কে কখখক, কখখক মিলবিন্যাসে অষ্টক গঠিত। পেত্রার্কান সনেটের মতো ওয়াট এই সনেটের ষট্কবন্ধ দুটি ত্রিক-তে বিভক্ত করলেও মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি পেত্রার্কার অনুগামী নন। পেত্রার্কার চারটি সনেটের ষট্কের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হলেও ওয়াটের এই সনেটের ষট্কের তপপ, তঙঙ মিলবিন্যাস পেত্রার্কার কোন সনেটে দেখা যাবে না।

ওয়াটের অধিকাংশ সনেটের মিলবিন্যাস উল্লিখিত সনেটটিরই মতো। পেত্রার্কার অনুসারী চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবি উবের্তি-র চারটি সনেটের মিলবিন্যাস হলো কখখক, কখখক, তপপ, তঙঙ। ওয়াট সম্ভবত উবের্তি-র সনেটের মিলবিন্যাসই অনুসরণ করে থাকবেন। এছাড়া ওয়াট তাঁর কিছু সনেটের ষট্কে তপত, পঙঙ মিলবিন্যাস করেছেন। এই মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি উবের্তি-র নিকট ঋণী। উবের্তি-র তিনটি সনেটের ষট্কও তপত, পঙঙ মিলে রচিত।

আমরা আগেই বলেছি যে ওয়াটের সনেট মূলত পেত্রার্কান-পন্থী। ষট্কের মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্কাকে অনুসরণ না করলেও পেত্রার্কান সনেটের অধিকাংশ মৌল-লক্ষণ তিনি যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং ষট্ক দুই ত্রিক-তে গঠিত। অষ্টক ও ষট্কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি তাঁর সমস্ত সনেটে স্পষ্ট না হলেও এই বিষয়ে তিনি অবহেলা প্রকাশ করেন নি। সর্বোপরি সনেটের মিল-সংখ্যাকে তিনি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই চার থেকে পাঁচ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ইতালীয় সনেটের প্রভাবে ওয়াটের ইংরেজি সনেট-কলাকৃতি গড়ে উঠলেও তিনি ইতালিয়ান সনেটের এগার অক্ষরের পংক্তি অথবা ফরাসি সনেটের বারো অক্ষরের পংক্তি কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন। সামান্য অনুশীলনেই তিনি ইংরেজি ছন্দের অন্তঃস্পন্দন সঠিক অনুভব করে ইংরেজি সনেটের ক্ষেত্রে দশ অক্ষরের আয়াম্বিক পেন্টামিটার ছন্দকে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন।[২৯]

ওয়াটের অনুসারী কবি সারের সনেটের যে বিশেষ মিলবিন্যাস পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ইংরেজি সনেটের মর্যাদা পেয়েছে তারও সূচনা ঘটেছে ওয়াটেরই হাতে। ওয়াটের দু' একটি সনেট তিনটি সংবৃত চতুষ্ক ও একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। এখানে মিল সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত। মিলবিন্যাস হলো কখখক গঘঘগ, তপপত, ঙঙ। ওয়াটের এই দু' একটি সনেটের উল্লিখিত মিলবিন্যাসের কথা স্মরণ করেই লেভার বলেছেন—'Wyatt's final phase of experimentation virtually established the standard sonnet-form employed by Surrey, which Shakespeare and his contemporaries were to adopt as an ideally suitable instrument.'[৩০]

ওয়াটের সনেটের এই বিশেষ পথ ধরেই তাঁর অনুসারী কবিবন্ধু সারে ইংরেজি সনেটকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করলেন। 'টোটেল মিসেলিনি'তে সারের মাত্র ষোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি পেত্রার্কার সনেটের ছায়াবহ। কিন্তু এই সনেটগুলিতে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের ভেদ লুপ্ত করে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মিলে গঠিত একান্তর মিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনা করেছেন। একজন এলিজাবেথান সমালোচক সারের সনেটের গঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন—'The firste twelve do ryme in staves of foure lines by cross meetre, and the last two ryming together do conclude the whole.'[৩১]

সারের সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করবার জন্য তাঁর একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

Thassyrian king in peace, with foule desire,
And filthy lustes, that staynd his regall hart,

In war that should set princely hartes on fire :
Did yeld, vanquished for want of marciall art.
The dint of swordes from kisses seemed strange :
And harder, than his ladies syde, his targe :
From glutton feastes to souldiars fare, a change :
His helmet, farre above a garlands charge.
Who scarce the name of manhode did retayn,
Drenched in slouth and womanish delight,
Feble of spirte, impacient of pain :
When he had lost his honor, and his right :
Proud, time of wealth, in stormes appalled with drede,
Murthered himself to shewe some manful dede.

এই সনেটটি লক্ষ্য কবলেই দেখা যাবে যে এর প্রথম বারো পংক্তি তিনটি একান্তর মিলের বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। প্রতি চতুষ্কে দুটি করে নতুন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এবং সনেটটি সমাপ্ত হয়েছে নতুন মিলের একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে। লক্ষণীয় এই যে, সারে তাঁর সনেটে সাতটি মিল ব্যবহার করেছেন। সামগ্রিক ভাবে তাঁর সনেটের মিলবিন্যাস হলো কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, ঙঙ। বলাবাহুল্য সারের প্রায় সমস্ত সনেটই উল্লিখিত মিলবিন্যাসে রচিত। সনেটে সাতমিলের এই বিশেষ পদ্ধতির মিলবিন্যাস ইংল্যাণ্ডের বাইরে য়ুরোপের অন্য কোন ভাষায় গৃহীত হয় নি। কারণ এই পদ্ধতির মিলবিন্যাসে সনেটের অনেকগুলি মৌলিক-লক্ষণকে অস্বীকার করা হয়েছে। অষ্টক-ষট্‌কের ভেদ এখানে লুপ্ত, আবর্তনসন্ধি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, সনেটের সমস্ত জোর গিয়ে পড়ে সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মকে। এই প্রকৃতির সনেট-কলাকৃতিকেই কোন কোন ইংরেজ সমালোচক ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করেছেন। প্রসিদ্ধ ছান্দসিক সেণ্টসবেরি বলেছেন—…'the model for our language is the douzain couplet.'[৩২]

এই বিশেষ সনেটরীতি প্রবর্তন করে সারে ইংরেজি সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কারণ পরবর্তীকালে তাঁর সনেটের কলাকৃতিই শেকসপীয়রের দ্বারা অনুসৃত হয়ে বিশেষ প্রকৃতির ইংরেজি সনেট রীতির সম্মান অর্জন করে।

লেভরের ভাষায়— It became the stable late-Elizabethan Sonnet-form, which Shakespeare too was to adopt.'[৩৩]

সারের সনেটের বিষয়বস্তু কিন্তু পেত্রার্কার প্রেমচেতনায় অনুরঞ্জিত। তাঁর অধিকাংশ সনেটই লেডি এলিজাবেথ ফিট্‌জেরাল্ড নাম্নী এক কাল্পনিক নারীর প্রেমবন্দনায় মুখর। তিনটি সনেট তাঁর কবিবন্ধু ওয়াটের মৃত্যু উপলক্ষ্যে এবং অন্য একটিও তাঁর এক অনুরাগী পাঠকের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা।

ইংল্যাণ্ডে টিউডর-পর্বে রেনেসাঁসের যে স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল সারের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা অবলুপ্ত হলো। প্রায় পঁচিশ বছর পরে এলিজাবেথান পর্বে সার ফিলিপ সিডনির (Sir Philip Sidney, 1554-86) কাব্যসাধনায় এই ভাববিপ্লব পুনরুজ্জীবিত হলো। নতুন যুগের কবি-প্রতিনিধি সিডনি জীবন-রসিক শিল্পী। এলিজাবেথান গীতিকবি ও সনেটকারদের সম্রাট সিডনি-র হাতেই ইংরেজি সনেট পূর্ণ-পরিণতি লাভ করে। সমালোচকের ভাষায়—'Sidney was the first to bring the English Sonnet to maturity.'[৩৪]

'ফিলিপ সিডনির প্রথম গ্রন্থ গদ্য-রোমান্স 'আর্কেডিয়া' (Arcadia, 1580)। এই গ্রন্থে উনিশটি সনেট সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি সনেটের গায়ে শিক্ষানবীশের হাতের ছোঁয়া স্পষ্ট। অবশ্য প্লেটোনিক-পেত্রার্কান প্রেমচেতনায় কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি এক্ষেত্রে ওয়াট ও সারের পথানুসরণ করেছেন।

সিডনির শ্রেষ্ঠ রচনা 'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা' (Astrophel and Stella, 1591) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিই ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সার্থক সনেট-পরম্পরা। 'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা'র সনেটগুচ্ছ প্রকাশের মধ্যদিয়েই এলিজাবেথান পর্বে ইংরেজি সনেটের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হলো। গ্রন্থটি সম্পর্কে লেভার বলছেন—'Astrophel and Stella was a literary triumph of the new age.'[৩৫]

এই গ্রন্থের অল্প কিছু জনজীবন-বিষয়ক সনেট বাদ দিলে আর সবই প্রণয়প্রধান। পেত্রার্কার লরা সনেট-গুচ্ছের কথা স্মরণ করে এই সনেট-সংকলনে সিডনি তাঁর প্রণয়িনী পেনিলোপের নামকরণ করেছেন স্টেলা। পেনিলোপে ছিলেন কবির বাল্যপ্রণয়িনী। কিন্তু কবির অবজ্ঞায় এই নারী

রিচ নামে এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেছিলেন। পরে কবি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং এই নারীর প্রতি তাঁর অনুরাগকে 'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা'র সনেটগুচ্ছে অমর করে রেখে যান। 'Look in thy heart and write'—কাব্যলক্ষ্মীর এই উপদেশ মেনে নিয়ে কবি তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক অনুরাগকে এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে অকৃত্রিম অনুভবে প্রকাশ করেছেন।

'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা' গ্রন্থে সিডনির মোট একশ আটটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই ১০৮টি সনেটে তিনি চার প্রকার মিলের অষ্টক ব্যবহার করেছেন: ১. কখখক, কখখক ২. কখকখ, কখকখ ৩. কখকখ, খকখক ৪. কখকখ, গখগখ। এই চার রকম অষ্টকের প্রথম দুটি একান্তভাবে পেত্রার্কান। বিশেষ করে কখখক, কখখক মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কই তাঁর অধিকাংশ সনেটে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক দিয়ে তিনি গোঁড়া পেত্রার্কান। ষট্কের মিলবিন্যাসে তিনি অবশ্য ওয়াটের মতোই অনেক বেশী স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সনেটের ষট্কে ছয় প্রকার মিল ব্যবহৃত হয়েছে: ১. তপত, পঙঙ ২. তপপ, তঙঙ ৩. ততপ, ততপ ৪. তপপ, ঙতঙ ৫. তপত, পতপ ৬. ততপ ঙঙপ।

সিডনি প্রায় ৮০টি সনেটে ওয়াটের ষট্কের তপত, পঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। তাঁর ২০টি সনেটে ব্যবহৃত হয়েছে ফরাসি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর ষট্কের প্রিয় মিল ততপ, ঙঙপ। লক্ষণীয় এই যে, সিডনির সনেটের ষট্ক প্রায়শই দুই ত্রিকবন্ধে রচিত এবং মিল সংখ্যা সর্বক্ষেত্রেই চার থেকে পাঁচ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওয়াটের মতোই তাঁর সনেটের সমাপ্তিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। তবু সামগ্রিক বিচারে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওয়াটের মতো তাঁর সনেটও মূলত পেত্রার্কান। ইংরেজি সনেট-সাহিত্যে সম্ভবত এই কারণেই ফিলিপ সিডনিকে বলা হয় 'ইংল্যাণ্ডের পেত্রার্কা'।[৩৬]

১৫৯১ সালে ফিলিপ সিডনির 'আস্ট্রোফেল ও স্টেলা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুপ্রেরণায় বহুকবি অজস্র সনেট সংকলন প্রকাশ করে ইংরেজি সনেট-সাহিত্যকে স্ফীত করে তুলেছেন। ১৫৯১ থেকে ১৫৯৭ সালের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে যত সনেট লেখা হয়েছে পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সাত বছরে তত সনেট লেখা হয় নি। সিডনি লী তাঁর 'এ লাইফ অব উইলিয়ম শেক্সপীয়র' (A Life of William Shakespeare) গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই পর্বের

সনেটকার এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ঐ সাত বছরের সময়-সীমার মধ্যে বিভিন্ন কবি প্রেম বিষয়েই বারোশ' সনেট রচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁদের রচিত ধর্ম-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি ও সমাজচিন্তা-বিষয়ক এবং পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যে রচিত সনেটের সংখ্যাও কয়েক শত। কাসনার[৩৭] এবং সিডনি লী[৩৮] দেখিয়েছেন যে এই পর্বের সনেটকাররা নির্বিচারে বিভিন্ন ফরাসি সনেটের বিষয়বস্তু আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁরা ফরাসি সনেটের কলাকৃতিকে প্রায় কোন ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেননি। ডানিয়েল (Daniel), বারনেস (Barnes), ড্রুমোণ্ড (Drummond), কনস্টাবল (Constable) এবং ডান (Donne) অল্প কিছু ক্ষেত্রে পেত্রার্কান রীতিতে সনেট রচনা করলেও এই পর্বের ড্রেটন (Drayton), ফ্লেচার (Fletcher), লজ (Lodge), পার্চি (Percy), বার্ণফিল্ড (Barnfield), গ্রিফিন (Griffin), স্মিথ (Smith), রবার্ট টফ্‌ট (Robert Tofte), উইলিয়ম আলেকজাণ্ডার (William Alexander) প্রমুখ কবির মত তাঁরা সারে প্রবর্তিত ইংরেজি সনেটরীতির প্রতিই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এলিজাবেথান পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি, 'কবির কবি' এডমণ্ড স্পেনসার (Edmund Spenser, 1552-99) ইংরেজি সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তক। একেবারে তরুণ বয়সেই তিনি সনেট-কলাকৃতির প্রতি আসক্ত হন। এই পর্বের সনেটগুলির অনিয়মিত পংক্তিসজ্জা ও মিলবিন্যাস দেখে বোঝা যায় যে সনেট সম্পর্কে তখনো তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয় নি। পরিণত বয়সে কবি তাঁর এই কৈশোর-রচনাগুলিকে সংস্কার করে 'দি কমপ্লেইণ্টস' (The Complaints, 1591) নামক কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত করেন। 'কমপ্লেইণ্টস' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি 'ভিশন্‌স অব বেলে' (Visions of Bellay) ও 'ভিশন্‌স অব পেত্রার্ক' (Visions of Petrarch) নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নামকরণটি বিভ্রান্তিকর। আসলে এই দুই শ্রেণীতেই দুজন ফরাসি কবির সনেটের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। প্রথমটি দ্যু বেলের এবং দ্বিতীয়টি ক্লেমাঁ মারোর সনেটের অনুবাদ সংকলন। এই সনেটগুলির কলাকৃতির ক্ষেত্রে স্পেনসার মূলত সারের মিলবিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিছু সনেটে নতুন প্রকৃতির মিল ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫৯৫ সালে প্রকশিত তাঁর 'আমোরেত্তি' (Amoretti) সনেট সংকলনে এই নতুন মিল পদ্ধতি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমোরেত্তি'র সনেট-পরম্পরায় অষ্টাশিটি সনেট সংকলিত হয়েছে। সবগুলিই বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা। রূপকল্প আর গীতিমাধুর্যে কবিতাগুলি উজ্জ্বল। এই কাব্যের উদ্দিষ্টা কবিপ্রণয়িনীই পরবর্তীকালে কবির জীবনসঙ্গিনী। ফলত সনেটগুলি কবির অন্তরঙ্গ আত্মোপলব্ধির স্পর্শে মধুস্বাদী হয়ে উঠেছে।

স্পেনসারের অধিকাংশ সনেট তিনটি একান্তর মিলের বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত কিন্তু প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মিলসংখ্যা পাঁচের বেশি নয় তাঁর সনেটের প্রথম চতুষ্কের শেষ পংক্তির মিল দ্বিতীয় চতুষ্কের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় চতুষ্কের শেষ পংক্তির মিল তৃতীয় চতুষ্কের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। সনেট শেষ হয়েছে নতুন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে। তিনটি বিবৃত চতুষ্কের মিলবিন্যাসে এক অদ্ভুত বেণীবন্ধন তাঁর সনেটের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র সনেটের মিলবিন্যাস কখকখ, খগখগ, গতগত, পপ। মিলবিন্যাসের এই অদ্ভুত বেণীবন্ধন তাঁর সনেটকে এক অখণ্ড সংগীত-প্রবাহে স্পন্দিত করে তুলেছে। লেভার স্পেনসারের সনেটের মিলবিন্যাসের চমৎকার বিশ্লেষণ করে বলেছেন—'His interlacing rhymes knit the whole sonnet into a seamless texture of sound, overlaying all verse divisions that correspond with separate links in a chain of logic, and setting up fourteen lines of unhalting, melodious exposition.'৩৯

মিলমিন্যাসের এই অদ্ভুত বেণীবন্ধনে স্পেনসারের সনেট অখণ্ড সংগীত-প্রবাহে বিন্যস্ত হয়ে উঠলেও মূলত এই ভঙ্গিটি যে চটুল তা অস্বীকারের উপায় নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, তাঁর সনেটের এই নতুন মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডের ভিতরে বা বাইরে অন্যকোন সনেটকারকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে নি।

(সারের সনেট-কলাকৃতিই শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত-প্রতিভা উইলিয়ম শেক্সপীয়রের (William Shakespeare, 1564-1616) কাব্যসাধনায় বিশিষ্ট ইংরেজি রীতির সম্মান অর্জন করে। ইংরেজ সনেট শেক্সপীয়রের নামেই চিহ্নিত। তাঁর সনেটগুলি ১৫৯৪ সালের

মধ্যে লিখিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকশিত হয় ১৬১৬ সালে। তাঁর সনেট সংখ্যা ১৫৪। এর মধ্যে ১২৬ সংখ্যক কবিতাটি সনেট নয়, ছয়টি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত বারো পংক্তির সাধারণ গীতিকবিতা। তাঁর একশ' চুয়ান্নটি কবিতার মধ্যে প্রথম একশ ছাব্বিশটি তাঁর একমাত্র পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যে এবং শেষ আটাশটি 'ডার্ক লেডি' নামে কোন এক অসিতাঙ্গী নারীকে কেন্দ্র করে রচিত। 'ডার্ক লেডি' নামীয় সনেটমালার শেষ দুটি (১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যা) সনেট কামের দেবতা মদনদেবের (cupid) বন্দনা।

কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'কাব্যমীমাংসা'-কার রাজশেখর বলেছেন—

নাস্তি অচৌরকবিজনঃ নাস্তি অচৌরবণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনাবাক্যং যো জানাতি নিগুহিতুম্‌॥

ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ববিদের এই উক্তি শেক্সপীয়র সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্যের বিষয় ও রীতিকে আত্মসাৎ করে তিনি তাঁর অলৌকিক প্রতিভা-বলে তাকে নবরূপ দান করেছেন। সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে শেক্সপীয়র সারের রীতির অনুসারী। পৃষ্ঠপোষককে উদ্দেশ্য করে সনেট লেখা এবং 'ডার্ক লেডি' বিষয়ক ধারণা তিনি অর্জন করেছেন ফরাসি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর কাছ থেকে।[৪০]

শেক্সপীয়রের সনেটের ভাব ও রীতি সম্পর্কে সমালোচকদের স্তুতি-নিন্দার অন্ত নেই। কারো মতে এগুলি 'গীতিকাব্যের মহার্ঘতম মুক্তাবলী, গীতি-কবিতা হিসাবে অনতিক্রম্য।'[৪১] আবার কেউ এগুলির মধ্যে দেখেছেন কবির 'অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মনের অন্ধ গলিঘুঁজির ক্লিন্ন ও ক্লেদাক্ত' ইতিহাস।[৪২] ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, এই সনেটগুলির চাবি দিয়ে শেক্সপীয়র তাঁর হৃদয়কে অনাবৃত করেছেন। এই উক্তির প্রতিবাদে ব্রাউনিঙের বক্রোক্তি আমাদের মনে পড়ে—'এই যদি শেক্সপীয়রের রুদ্ধদ্বার হৃদয়ের পরিচয় হয় তা হলে যে পরিমাণে তিনি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করেছেন সে পরিমাণেই তাঁর শেক্সপীয়রত্বের হানি হয়েছে।'

লেভার অবশ্য এই সনেটগুলির মধ্যে ব্যক্তি শেক্সপীয়রকে খুঁজতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন—'**There is a kind of criticism, sometimes amusing, that would treat such attitudes as material for a clinical vivisection of Shakespeare's Sub-conscious;**

exposing his death-wish, frustrated homosexuality, and so on. But the poet who speaks in the Sonnets is no longer the 'I' of an autobiography or private diary.'[৪৩]

গীতিকবিতার মধ্যে কবি কতদূর নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেন তা অবশ্য চিন্তার বিষয়। এই সনেটগুলি সম্পর্কে এ কালের বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যসমালোচক এ. এল. রাউস (A. L. Rowse) ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলেছেন—'The Sonnets were not written as a puzzle; they were written straightforwardly, directly, by one person for another, with an immediate and sincere impulse. They were autobiography before they became literature.'[৪৪]

শেক্সপীয়রের সনেটের বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এটা নয়, তাঁর সনেট-কলাকৃতির আলোচনাই আমাদের মুখ্য উপজীব্য। তাঁর সমগ্র সনেটের মিলবিন্যাস-পদ্ধতি প্রায় একই রকম। সুতরাং তাঁর একটি সনেট উদ্ধার করেই তাঁর সনেট-কলাকৃতির সম্যক্ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি।

My mistress' eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun,
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her checks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go:
My mistress, when she walks, treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied by false compare.

এই সনেটটির মিলবিন্যাস পদ্ধতি হলো—কখকখ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ। সারের মতো সাত মিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেটটি গঠিত। শেক্সপীয়রের প্রায় সমস্ত সনেটেই এই মিলবিন্যাস অনুসৃত হয়েছে। পেত্রার্কান সনেটের আবর্তন-সন্ধি এখানে অনুপস্থিত, অষ্টক ও ষট্‌কের ভেদরেখাও বিলুপ্ত। একান্তর মিলের তিন চতুষ্কের এই সনেটে চতুষ্কগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন মিল ব্যবহার করায় প্রথম বারো পংক্তিতে একটি চলিষ্ণুগতি অনুভব করা যায়। বারো পংক্তির পরে ভাবস্রোতের এই গতিপ্রবাহ হঠাৎ শুদ্ধ হয়ে সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের শক্ত বাঁধুনির মধ্যে দৃপ্ত আকার লাভ করে। শেক্সপীয়রের সনেটের তিনটি চতুষ্কের ঝটিকা-গতিপ্রবাহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেণ্টসবেরি বলেছেন - 'In the very first line there is the spread and beating of the wing ; the flight rises till the end of the douzian.'[৪৫]

তিনটি বিবৃত চতুষ্কের পরে মিত্রাক্ষর যুগ্মকের উজ্জ্বল পুচ্ছ একটি জোর আঘাতে ভাববস্তুকে দৃপ্ত আকার দান করে। শেক্সপীয়রের সনেটের গঠন-প্রকৃতির এই মূল ব্যাপারটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে উইলিয়ম শার্প বলেছেন —'The Shakespearean Sonnet is like a red hot bar being moulded upon a forge till—in the closing couplet—it receives the final clinching blow from the heavy hammer.'[৪৬]

সনেট মূলত ঋজু সংহত দৃঢ়-পিনদ্ধ গীতিকবিতা। চৌদ্দ পংক্তির কোন একটি পংক্তির শিথিলতা সনেট সহ্য করতে পারে না এবং সনেট-দেহের কোন বিশেষ অংশের ওপর জোর অর্পণ করলে সমস্ত সনেটটি ভারসাম্য হারিয়ে সাধারণ কবিতায় পরিণত হতে বাধ্য হয়। সনেটের এই অন্তঃপ্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে এনিড হেমার বলেছেন—'The Sonnet, though brief, is therefore much graver than the lyric, and demands greater concentration of poetry, and the maintenance of an unbroken artistic elevetion.'[৪৭]

সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের ওপর অত্যন্ত জোর দেওয়ায় শেক্সপীয়রের সনেটগুলি ভারসাম্য হারিয়ে সাধারণ গীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে। ইতালিয়ান ও ফরাসি সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ কলাকৃতির কথা স্মরণ করে কোন কোন সমালোচক শেক্সপীয়রের সনেটকে কুশলী বাণীবিন্যাসের

বেশি মূল্য দিতে রাজি নন। কবির জীবনীকার সিডনি লী বলছেন—'Shakespear's performances prove to be little more than trials of skill.'[৪৮]

মার্ক পেটিশন দেখিয়েছেন যে,শেক্সপায়র তাঁর সমসাময়িক কবি ডানিয়েল-অনুসৃত চৌদ্দপদের সাতমিলের রীতিই বিনাবিচারে গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও যে সনেটের অন্য উন্নত রীতি বর্তমান, তা তিনি অনুমানও করতে পারেন নি।[৪৯]

শেক্সপায়রের কবিচরিত্র মূলত মুক্তিপ্রয়াসী, কোন নির্দ্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখার মতোই অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সুতরাং ক্লাসিকাল সনেট-রীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলেও যে তিনি ঐ ধারায় সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন এমন কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া যায় না। শেক্সপীয়রের সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে পেটিশন যথার্থই বলেছেন যে—'It was an unfortunate choice of vehicle when Shakespeare selected the Sonnet-form. It was a form in which his superabounding force strangled itself.…Shakespeare required freedom, and when free, he spoke English such as no other Englishman ever had skill to utter. But the Sonnet's narrow bounds demand condensation.'[৫০]

শেক্সপীয়র সনেটের যে কলাকৃতির অনুসরণ করেছেন তার দ্বারা সনেটের বনেদী রূপ সৃষ্টি করা অসম্ভব এবং তাঁর কবিপ্রতিভাও তার অনুকূল নয়। কিন্তু শেক্সপীয়রের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি তাঁর শিথিলবদ্ধ সনেট-রূপকেও বিশেষ ইংরেজি রীতির মর্যাদা দান করেছে। শেক্সপীরিয়ান রীতি নামে পরিচিত হয়ে এই রীতি পরবর্তীকালের ইংরেজি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তাঁর রীতির প্রভাব বাঙালি সনেট-কারদের বিভ্রান্ত করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরাও মার্ক পেটিশনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি—'We can hardly deny that the example of Shakespeare, and the veneration due to that mighty name, has exercised a misleading influence on our Sonnettists.'[৫১]

ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীরিয়ান সনেটের আতিশয্যের দিনে জন মিল্টন (John

Milton 1608-1674) ইংরেজি সাহিত্যে পেত্রার্কান সনেটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। মার্ক পেটিশন বলেছেন যে তিনি এলিজাবেথান সনেটের বিষয়বস্তু ও রীতির ব্যভিচার থেকে সনেটকে মুক্তি দান করেছেন। তাঁর ভাষায়—'He emancipated this form of Poem from the two vices which depraved the Elizabethan Sonnet—from the vice of misplaced wit in substance, and of misplaced rime in form.'৫২

মিল্টন তাঁর পরিশীলিত কবিচেতনায় অনুভব করেছিলেন যে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন একান্তর মিলের চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সার্থক সনেট রচনা করা অসম্ভব। তাই তিনি সনেট রচনায় ইতালিয়ান সনেটকারদের নির্দেশিত পথই অনুসরণ করলেন। তবে মিল্টনের কবিপ্রতিভা মহাকাব্য রচনাতেই পরম সার্থকতা পেয়েছে। তাই প্রায় ত্রিশ বছরের কালসীমায় তিনি মাত্র চব্বিশটি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে পাঁচটি আবার ইতালিয়ান ভাষায় রচিত।

ঝটিকা বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক সংঘাতের দিনে মিল্টন কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থকীট এই মানুষটির বস্তু-জগতেও ছিল সমান আগ্রহ। কাব্যের প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন এই বস্তু-জগৎ থেকেই। জগৎ ও জীবনের সার্বভৌম কৌতূহল-সঞ্জাত এই চব্বিশটি সনেট বিষয়-বৈচিত্র্যে অনুপম। পৃথিবীর সর্বত্রই সনেট প্রেমকবিতার মুখ্য বাহন। মিল্টন কিন্তু এই বিষয়ে অনাগ্রহী। তাঁর চারটি সনেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী। কিন্তু প্রেমের বন্দনায় এই ক্ষেত্রেও তিনি মুখর নন। নিজের পত্নীকে নিয়ে তিনি যে সনেট রচনা করেছেন তাও প্রেমচেতনায় দীপ্ত নয়—সেটা সহধর্মিনীর মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা।

তাঁর কয়েকটি সনেটের বিষয়বস্তু বন্ধুপ্রীতি। দুটি সনেট নিজের অন্ধতা বিষয়ক এবং তিনটি সনেট রচিত হয়েছে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে।

আমরা আগেই বলেছি যে, সনেট-কলাকৃতির ক্ষেত্রে মিল্টন পেত্রার্কান-পন্থী। যথার্থ ক্লাসিকাল-রীতির সনেট রচনা করে তিনি ইংরেজি সনেটের নবমূল্য রচনা করলেন। তাঁর রচিত চব্বিশটি সনেটের অষ্টক-ই দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। মিলবিন্যাস : কখখক কখখক। ষটকের মিলবিন্যাসে তিনি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। তাঁর সনেটের ষট্‌কবন্ধে মোট আট প্রকার মিলবিন্যাস

দেখা যায়। মিলপদ্ধতি : ১. তপত, পতপ ২. তপঙ, তপঙ ৩. তপঙ, পতঙ ৪. তপপ, তপত ৫. তপত, ঙঙপ ৬. তপপ, তঙঙ ৭. তপত, পঙঙ ৮. তপঙ, পঙত।

তাঁর রচিত তিনটি ইতালিয়ান ও একটি ইংরেজি (cromwell, our chief of men) সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সনেটের (Because you have thrown of your Prelate Lord) শেষে ছয়-পংক্তির একটি পুচ্ছ সংযোজিত হয়েছে। সনেটের শেষে সংযোজিত এই ধরণের স্তবককে ইতালিয়ানরা বলেন সনেত্তো কাউদাতো (Sonetto Caudato)।

মিল্টনের সনেটগুলির মিলবিন্যাস একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাঁর অনেকগুলি সনেটের অষ্টকের দুই চতুষ্কের মধ্যে কোন পূর্ণচ্ছেদ নেই। কোন কোন সনেটের ভাবপ্রবাহ অষ্টক থেকে বাহিত হয়ে ষট্‌কের প্রথম বা দ্বিতীয় পংক্তিতে শেষ হয়েছে। সনেটের ভাবপ্রবাহকে এক চতুষ্ক থেকে অন্য চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষট্‌কে চালনার এই বিশেষ পদ্ধতিকে ফরাসি-রোমান্টিকরা বলেছেন 'এনজাম্বমেন্ট'।[৫৩]

এই বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্তক ষোড়শ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবিরা। এঁদের মধ্যে জিয়োভান্নি দেল্লা কাশার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্মার্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মিল্টনের সনেটের এই বিশেষ প্রকৃতির ভাববিন্যাসের জন্য তিনি কাশার নিকট ঋণী।[৫৪]

মিল্টনের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে কাশার একটি সনেট সংকলন পাওয়া যায়। গ্রন্থটির নাম-পৃষ্ঠায় মিল্টন নাম স্বাক্ষর করেছেন এবং গ্রন্থ-ক্রয়ের তারিখ দিয়েছেন ১৬২৯ সাল। গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর হাতে লেখা প্রান্ত-টীকা (marginal note) দেখে বোঝা যায় যে, তিনি এই গ্রন্থটি গভীর মনোযোগের সঙ্গেই পাঠ করেছেন। এই সূত্র থেকে অনুমান করা যায়, কেন তিনি সনেট রচনায় ক্লাসিকাল রীতির প্রতি অনুগত থেকেও কাশার 'এনজাম্বমেন্ট' পদ্ধতির প্রতি আসক্তি দেখিয়েছেন।

সমালোচকেরা প্রায়শই বলে থাকেন যে, মিল্টন সনেট রচনায় পেত্রার্কান মিলপদ্ধতিকে মেনে নিলেও সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁর সনেট সম্পর্কিত এই ধারণাটি অর্ধসত্য। হনিগ মান (Honigmann) তাঁর 'মিল্টনস সনেটস' (Milton's

Sonnets, 1966) গ্রন্থে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তাঁর পাঁচটি সনেটে স্পষ্ট আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এবং এছাড়া আরো পাঁচটি সনেটে[৫৬] অষ্টম, নবম অথবা দশম চরণে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি প্রয়াসী হয়েছেন।[৫৭]

সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ক ধারণাটি মিল্টনের জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অনেকগুলি সনেটে অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হন নি। এ সম্পর্কে মার্ক পেটিশন বলছেন—'I think it on the whole more probable that Milton's attention was not called with equal emphasis to the Sub-division of thought as it was to the invariable arrangement of the rimes in the Italian masters '[৫৮]

মিল্টন ক্লাসিকাল সনেটের বহিরঙ্গ মিলবিন্যাস-পদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ করেছেন। সনেটের ভাববিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে 'এনজাম্বমেন্ট' পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তাতে আবর্তনসন্ধি রচনা অত্যন্ত দুরূহ। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় যত্নবান না হয়ে পেত্রার্কান মিলবিন্যাস-পদ্ধতিতে নতুন প্রকৃতির সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই দিক থেকে মিল্টন পেত্রার্কান-পন্থী হয়েও ইংরেজি সনেট সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক।

মিল্টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যবর্তী দেড়শ' বছর ইংরেজি সাহিত্যে সনেট-কলাকৃতির অনুশীলন অকিঞ্চিৎকর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ফিলিপ আয়রস (Philip Ayres, 1638-1712) মিল্টনীয় রীতির অনুকরণে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে টমসন (James Thomson, 1700-'48) এবং কলিনস্‌ (William Collins, 1721-79) এই রীতির প্রতি কোন আগ্রহই প্রকাশ করেন নি। গ্রে (Thomas Gray, 1716-71) সনেট লিখেছেন মাত্র একটি। কুপারের (William Cowper, 1731-1800) সনেট-সংখ্যাও দশ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁর দশটি সনেটই পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। তবে নয়টি সনেটেই তিনি মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। এই পর্বের অনুকবি টমাস ওয়ার্টন (Thomas Warton, 1728-90) মিল্টনীয় রীতিতে সামান্য কিছু সনেট রচনা করেছেন।

আর. ডি. হ্যাভেন্স (R. D. Havens) তাঁর 'ইনফ্লুয়েন্স অব মিল্টন অন

ইংলিশ পয়েট্রি' (Influence of Milton on English Poetry) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৭০০ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে মাত্র পঞ্চাশটি সনেট লিখিত হয়েছে। হাভেনস অবশ্য তাঁর এই হিসাবের মধ্যে টমাস এডওয়ার্ডের (Thomas Edward, 1699-1757) সনেটগুলিকে ধরেন নি। এডওয়ার্ডের সনেট সংখ্যা পঞ্চাশ। সাহিত্যের ইতিহাসে অনুল্লেখ্য এই কবি সনেট রচনায় মিল্টনের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন।

ফরাসি সাহিত্যের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যও সনেটের প্রায় বন্ধ্যা যুগ। লক্ষণীয় এই যে, এই যুগে ইংরেজি সাহিত্যে যা কিছু সামান্য সনেট লিখিত হয়েছে তার প্রায় সবই মিল্টনের অনুপ্রেরণায় রচিত পেত্রার্কান রীতির সনেট।[২৯]

উনবিংশ শতাব্দীর নব রোমান্টিক পর্বে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (William Wordsworth, 1770-1850) হাতে ইংরেজি সাহিত্যে সনেটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। একা তিনিই পাঁচশ' তেইশটি সনেট লিখেছেন। তাঁর প্রেম, প্রকৃতি, ধর্ম, ভ্রমণ, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ক বৈচিত্র্যময় সনেটগুলি ইংরেজি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি নানা বৈচিত্র্য দেখালেও কলাকৃতির ক্ষেত্রে তিনি মূলত পেত্রার্কান রীতির অনুগত।

রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কোলরিজ (S. T. Coleridge, 1772-1834) এবং শেলি (P. B. Shelley 1792-1822) সনেট রচনায় তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কোলরিজ সনেটের মিলবিন্যাসে পেত্রার্কানপন্থী, কিন্তু শেলি-রচিত সর্বমোট বারোটি সনেটের মিলবিন্যাস রীতিগোত্রহীন।

এই পর্বের কবিদের মধ্যে সনেটকার হিসাবে কীটস (John Keats, 1795-1821) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমালোচকের ভাষায়—'Keats maintained a more constant greatness than any other writer of Sonnets except Shakespeare and Milton.'[৩০]

কীটসের সনেট সংখ্যা উনষাট। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত আঠারটি সনেটের দুই সংবৃত চতুষ্কে গঠিত অষ্টকের সর্বত্রই তিনি কখখক, কখখক মিল ব্যবহার করেছেন। এই সনেটগুলির ষট্‌ক দুই ত্রিক-তে বিভক্ত, মিল সংখ্যা দুই বা তিন। মিলবিন্যাস ঃ ঘগঘ, গঘগ এবং ঘগঙ, ঘগঙ। এই সনেটগুলির মাত্র একটির

শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সনেটেরই অষ্টক ষট্কের মধ্যাবর্তী আবর্তনসন্ধি সুপরিস্ফুট।

কবির মধ্যপর্বে রচিত আটত্রিশটি সনেটের অনেকগুলিই পেত্রার্কান। এই রীতির সামান্য কয়েকটি সনেটে তিনি মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। এই আটত্রিশটি সনেটের মধ্যে প্রায় বারোটি শেকসপীরীয় রীতিতে রচিত। এবং তাঁর শেষ পর্বের তিনটি সনেটও শেকসপীরিয়ান।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের সনেটকারদের মধ্যে ডি. জি. রসেটি (D. G. Rossetti, 1828-82) এক উল্লেখযোগ্য কবিপুরুষ। এই পর্বে তিনিই প্রথম সনেট-পরম্পরা রচনা করেন। তাঁর 'দি হাউস অব লাইফ' (The house of life, 1870-81) পঞ্চাশটি প্রেমের কবিতার সংকলন। এছাড়া তিনি আরো চব্বিশটি মৌলিক সনেট রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেটের অষ্টক দুই চতুষ্কে বিভক্ত। মিলপদ্ধতি প্রায়শই কখখক, কখখক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কে একটি নতুন মিল ব্যবহার করে অষ্টকের মিলবিন্যাস করেছেন কখখক, কগগক। তাঁর সনেটের ষট্ক দুই বা তিন মিলে পেত্রার্কান রীতিকে রচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ফরাসি ষট্কের ততপ, ঙঙপ মিলও ব্যবহার করেছেন। সামগ্রিকভাবে তাঁর সনেট পেত্রার্কান-পন্থী। পেত্রার্কান রীতিতে তাঁর সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা স্মরণ করে সেন্টসবেরি বলেছেন—'Rossetti is the magician ;··· one open secret is that he adopts the octave and sestet division more frankly and fearelessly than most English poets before him.'[৬১]

এই পর্বের শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙের (Elizabeth Barret Browning, 1806-1861) 'সনেটস ফ্রম দি পর্তুগীজ' (Sonnets from the Portuguese, 1847-50) এবং রবার্ট ব্রিজেস-এর (Robert Bridges 1844-1910) 'দি গ্রোথ অব লাভ' (The Growth of Love. 1876-98) সনেট সংকলন দুটিও মূলত পেত্রার্কান রীতিতে রচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর ক্রিশ্চিনা রসেটি (Christina Rossetti, 1830-94), ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold, 1822-88), সুইনবার্ন (A. C. Swinburne, 1837-1909) এবং উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর টমাস হার্ডি (Thomas Hardy, 1840-1928) প্রমুখ কবিদের অধিকাংশ সনেটই মূলত

পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। এই পর্বে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke, 1887-1915)। সনেট রচনায় তিনি শেকসপীরীয় রীতির অনুগামী।

ভাষা ও ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি অনুসারে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সনেটের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে দশ অক্ষরের পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দই সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে।

নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সনেট কলাকৃতির বিবর্তন কৌতূহলোদ্দীপক। ফরাসি সাহিত্যে সনেটের পেত্রার্কান রীতি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এবং ফরাসি কবিরা সনেটের ষট্‌কে নিজস্ব প্রকৃতির যে মিলবিন্যাস প্রবর্তন করেছেন সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে তাও মূলত পেত্রার্কান।

ফ্রান্সের তুলনায় ইংল্যাণ্ডে সনেট-কলাকৃতির বিবর্তন বৈচিত্র্যময়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য পর্ব থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দা পর্যন্ত বিভিন্ন ইংরেজ কবি পেত্রার্কান রীতিতে এবং মিলবিন্যাসে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে অজস্র পেত্রার্কান সনেট রচনা করেছেন। ইতালিয়ান কবি কাশার অনুসরণে মিল্টন যে বিশিষ্ট প্রকৃতির ইংরেজি সনেট রচনা করেছেন তাও মূলত পেত্রার্কান। তিনটি একান্তর মিল-বিশিষ্ট চতুষ্কের মিলবিন্যাসের বেণীবন্ধনে এবং মিত্রাক্ষর যুগ্মকে স্পেনসার ইংরেজি সাহিত্যে যে সনেট কলাকৃতির প্রবর্তন করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনব।

ভিন্ন ভিন্ন মিলে গঠিত একান্তর মিলের তিনটি বিবৃত চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনার যে রীতি সারে প্রবর্তন করলেন তাই পরবর্তীকালে শেক্সপীয়রের নামে চিহ্নিত হয়ে ইংরেজি সাহিত্যে বিশিষ্ট ইংরেজি-রীতির মর্যাদা পেল। এই রীতিতে সনেটের অনেকগুলি মৌল-লক্ষণ অস্বীকৃত হয়েছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের দুই ত্রিক এবং অষ্টক-ষট্‌কের বিভাগ এই রীতিতে মানা হয় নি। আবর্তনসন্ধি এখানে অনুপস্থিত, মিল সংখ্যা সাত। ইংরেজি-রীতির অনুরাগী সমালোচকেরা বলে থাকেন যে, ইংরেজি ভাষার হলন্ত অক্ষরের প্রাচুর্যের জন্যই ইংরেজি সনেটে সাত মিল অনিবার্য হয়ে উঠেছে। একথা যে সত্য নয় তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ চার অথবা পাঁচ মিলের পেত্রার্কান রীতিতে রচিত অজস্র অনবদ্য ইংরেজি সনেট।

ইংরেজি রীতির সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে এই প্রকৃতির সনেটে ভাবপ্রবাহ প্রথম পংক্তি থেকে বাহিত হয়ে দ্বাদশ পংক্তিতে ঈষৎ বাঁক নিয়ে অন্তিমের উজ্জ্বল মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পরিসমাপ্ত হয়। এই জাতীয় সনেটের এপিগ্রামাটিক পরিসমাপ্তির ওপরে এই ধারার অনুরাগী সমালোচকেরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সনেটের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক পেটিশন সনেটে এপিগ্রামাটিক পরিসমাপ্তি সর্বদা পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ এই ধরণের পরিসমাপ্তিতে সনেট ভারসাম্য হারিয়ে এপিগ্রামের স্তরে উন্নীত হয়। পেটিশন বলেছেন—'While the conclusion should have a sense of finish and completeness it is necessary to avoid anything like epigramatic point. By this the Sonnet is distinguished from the epigram.'[৬২]

সনেটের ক্লাসিকাল রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে সেণ্টসবেরি একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন—'You cannot imitate or translate form and phrase from one language into another, or if you can, you are the magician.'[৬৩] কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইতালীয় পেত্রার্কান রীতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অনুসৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যেসব কবি পেত্রার্কান-রীতিতে সনেট লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকে জাদুকর কিনা জানি না কিন্তু এটা বুঝি যে পেত্রার্কান সনেট-কলাকৃতির মধ্যেই এমন একটা জাদু আছে যার ফলে এই কাব্যবন্ধ অনায়াসে যে কোনো ভাষায় সাঙ্গীকৃত হতে পারে।

ইংরেজি রীতির প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে সেণ্টসবেরি বলেছেন যে, ইংরেজ কবিরা যদি পেত্রার্কান-রীতির কঠিন বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সনেট রচনা করতেন তা হলে কাব্যলক্ষ্মী চিরদিনেরমতো আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন।[৬৪] কিন্তু পৃথিবীর সনেট-ইতিহাস এই উক্তির সমর্থন করবে না। ইংরেজি সাহিত্যেও যাঁরা পেত্রার্কান-রীতির সনেট রচনা করেছেন তাঁদের রচনা ক্লাসিকাল-রীতির বন্ধনে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে এমন কথা বিদগ্ধ কাব্যরসিকগণ কিছুতেই স্বীকার করবেন না। আসলে ক্লাসিকাল সনেটের কঠিন বন্ধনের মধ্যেই কবিরা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের প্রকাশ করতে পারেন। এবং বন্ধনের মধ্যেই তাঁরা মুক্তির আনন্দ লাভ করে ধন্য হন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ

কবিতার ভাষায় এই ব্যাপারটি ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> The prison unto which we doom
> Ourselves, no prison is ; and hence to me
> In sundray moods 'twas pastime to be bound
> Within the sonnet's scanty plot of ground.

উল্লেখপঞ্জী

১. L. Cazamian—A History of French Literature

২. Sir Sidney Lee—French Renaissance in England (Oxford, 1910) Page-13
৩. তদেব, পৃ. ১৩
৪. Geoffrey Brereton—A Short History of French Literature (Pelican, 1954) Page-174
৫. The Elizabethan Sonnet, The Cambridge History of English Literature, vol. III
৬. A History of French Literature, Page-62
৭. The French Renaissance in England. Page-120
৮. A Short History of French Literature, Page-178
৯. The French Renaissance in England, Page-189.
১০. A History of French Literature, Page-82.
১১. The French Renaissance in England, Page-202
১২. তদেব, পৃ. ২০৩
১৩. non moins docte que plaisante invention italienne, pour lesquels tu as Pe´trarque et quelques modernes Italiens—The Cambridge History of English Literature., Vol. II গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় Sir Sidney Lee-এর The Elizabethan Sonnet প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৪. The French Renaissance in England, Page-264

১৫. The French Renaissance in England, Page-264

১৬. A Short History of French Literature, Page-184

১৭. অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৬. ১০. ৪১ তারিখের চিঠি। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা'-র গ্রন্থপরিচয় পৃ ১৫৫

১৮. তদেব, পৃ. ১৪৬

১৯. গ্রন্থপরিচয়—সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা, পৃ.১৫৫

২০. 'It (French Sonnet) does not end with the snap imparted by the final couplet of the Shakespearian Sonnet,' Brereton—A Short History of French Literature, Page-184

২১. French Renaissance in England, Page-208

২২. A Short History of French Literature, Page-187

২৩. A History of French Literature, Page-146

২৪. 'With Bertaut's death, in 1611, the era of the Renaissance lyric may be said to terminate in Franch.' —The French Renaissance in England, Page-209

২৫. বুদ্ধদেব বসু—শার্ল বোদলেয়র : তাঁর কবিতা

২৬. The French Renaissance in England, Page-4

২৭. Legouis and Cazamian—A History of English Literature

২৮. The French Renaissance in England, Page-111

২৯. J. W. Lever—The Elizabethan Love Sonnet (1956), Page 17-18

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫

৩১. G. Gascoigne—Certayne Notes of Instruction (Arber Ed., 1868) Page-89

৩২. G. Saintsbury—A History of English Prosody, Vol-II (1908) Page-146

৩৩. The Elizabethan Love Sonnet, Page-47

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩

৩৬. "His admirers dubbed him 'Our English Petrarch' or 'the Petrarch of our time'." Sidney Lee—Elizabethan Sonnets, Vol-I, Page—XI.

৩৭. L. E. Kastner—The Modern Language Review Vol. III, No. 1.,—The Scottish Sonneteers and the French Poets, Page-1

Vol. III No. 3,—The Elizabethan Sonneteers and the French Poets, Page-268.

Vol. IV, No. I.,—Spencers 'Amoretti' and Desportes, Page-65

৩৮. The French Renaissance in England. Page-109-274

৩৯. The Elizabethan Love Sonnet, Page-135

৪০. The French Renaissance in England, Page-268.

৪১. A History of English Literature, Page-309

৪২. জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ-৩৪

৪৩. The Elizabethan Love Sonnet, Page-186.

৪৪. A. L. Rowse—Shakespeare's Sonnet

৪৫. A History of English Prosody, Vol. II, Page-60

৪৬. Sonnets of this Century—গ্রন্থের ভূমিকা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৭. Enid Hamer—The English Sonnet (Second Ed. 1936), Introduction, Page-LII.

৪৮. Sir Sidney Lee—A life of William Shakespeare (1915), Page-177.

৪৯. Mark Pattison—The Sonnets of John Milton, Page-43

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪২

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬

৫৩. John S. Smart—The Sonnets of Milton

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬-২৮

৫৫. 1. How soon hath time the suttle theef of youth,
    2. Daughter to that good Earl,
    3. Harry whose tumful and well measur'd song
    4. Fairfax, whose name in armes through Europe
    5. Lawrence of Vertuous Father vertuous son,

৫৬. 1. I did but promt the age to quit their cloggs
    2. Cromwell, our chief of men,
    3. Vane, young in years,
    4. When I consider how my light is spent,
    5. Cyriack, this three years day these eyes,

৫৭. E.A.J. Honigmann—Milton's Sonnets (1966), Introduction, Page-43

৫৮. The Sonnets of John Milton Page-50

৫৯. 'Throughout the eighteen century the Petrarchan form was generally used.' Enid Hamer—The English Sonnet, Introduction, Page-XXXVI.

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা-XL

৬১. A History of English Prosody, Vol. III (1910), Page-314

৬২. The Sonnets of John Milton, Page-18

৬৩. A History of English Prosody, Vol. II (1908), Page-147

৬৪. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন : মধুসূদন

১

বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ হলেন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনয়িতা এবং গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠবাহন হিসাবে তিনিই বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করেন। মধুসূদনের সাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার মহাসম্মেলন ঘটেছে। তাঁর মাধুকরী কবিকল্পনা প্রাচ্য-প্রতীচ্য মহাকবিগণের চিত্তফুলবনমধু আহরণ করে বাংলা সাহিত্যে তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্যের মধুচক্র রচনা করেছিল। মধুসূদনের কাব্য সাধনার প্রথম পর্বে তাঁর কবিকল্পনা ছিল বিশ্বপ্লাবী। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের চরম সংকটক্ষণে প্রবাসের নিঃসীম নির্জনতায়, তাঁর কাব্যানুভূতি আত্মচিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে সনেট আকারে নিজেকে মুক্তি দান করল।

নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে কবির আত্মপ্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে যেমন সনেট গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও তেমনি মধুসূদনের আত্মকথা উচ্চারিত হলো সনেটেরই মাধ্যমে। মধুসূদন তার নামকরণ করলেন চতুর্দশপদী কবিতা।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সনেট মধুসূদনের ‘কবিমাতৃভাষা’। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কোন এক তারিখে কলকাতায় রচিত। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কবি ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক সমাপ্ত করে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের তৃতীয় সর্গে হাত দিয়েছেন। ঠিক এই সময়েই কোন এক রবিবার তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে লিখেছেন—‘I want to introduce Sonnet into our language and some morning ago made the following :

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,

অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে, তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাহার সেবায় সদা সঁপি কায়মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা,—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?"

What say you to this, my good friend ? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would reval the Italian'.[১]

বাংলাভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেই মধুসূদন এই ভাষায় সনেট কলাকৃতির বিপুল সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সনেট সম্পর্কে মধুসূদন কিশোর বয়স থেকেই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দুকলেজে পঠনকালে তাঁর কৈশোরিক ইংরেজি কবিতাবলীর মধ্যে প্রায় ষোলটি সনেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাদ্রাজ প্রবাসকালেও তিনি পেনপয়েম (Penpoem) ছদ্মনামে দুটি সনেট রচনা করেন। মধুসূদনের সনেটের বিবর্তন ধারায় তাঁর ইংরেজিতে লেখা এই আঠারটি সনেটের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সনেটগুলির মধ্যে কবির প্রকৃতিচিন্তা ও আত্মচিন্তাই প্রাধান্যলাভ করেছে। তরুণ বয়সে কবি সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে কি ধরণের চিন্তা করেছেন তা এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

To a Star during the Cloudy Night (ন'টি সনেট)

১. কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ ২. কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ ৩. কখকখ গঘগঘ তপপ ততপ ৪. কখখক কখখক তপত পতপ ৫. কখখক গঘঘগ তপত পতপ ৬. কখখক কখখক তকতকতক ৭. কখখক কখকখ তপতপতপ ৮. কখখক কগকগ তপতঙপঙ ৯. কখখক গঘগঘ তপতপঙঙ।

Sonnet : written at the Hindu College. (একটি সনেট) :
১. কখকখ গঘঘগ তপতপঙঙ।

Nights. (তিনটি সনেট) : ১. কখকখ কগকগ তপতপঙঙ ২. কখকখ গঘগঘ তপতপঙঙ ৩. কখকখ গঘগঘ তপপতঙঙ।

Sonnet : Composed on the Ochterlony Monument (একটি সনেট) : ১. কখখক গঘগঘ তপঙঙপত।

Visions of the Past (একটি সনেট) : ১. কখখক কখকখ তপতপ ঙঙ।

Sonnets by T. Penpoem (দুটি সনেট) : ১. কখকখ খককখ তপঙতপঙ
২. কখকখ কখখক তপঙতপঙ।

ইংরেজিতে লেখা আঠারটির মধ্যে উল্লিখিত সতেরটি সনেটের মাত্র দু' তিনটি পেত্রার্কান মিলবিন্যাসে রচিত। পেত্রার্কান সনেটের সঙ্গে ঐ সময়ে কবির সাক্ষাৎ পরিচয়ের নজিরও আমাদের জানা নেই। সম্ভবত মিল্টনের সনেটের মিলবিন্যাসই তাঁকে এই বিষয়ে প্রভাবিত করেছে। এই পর্যায়ের আটটি সনেটেই শেকসপীরীয় মিলবিন্যাস গৃহীত হয়েছে। হিন্দুকলেজের-ছাত্র ইংরেজি ভাষায় কবিযশোলিপ্সু মধুসূদনের শেকসপীরীয় রীতির প্রতি আনুগত্য খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

হিন্দুকলেজে পঠনকালে মধুসূদন 'Evening in Saturn' নামে একটি মিলহীন সনেট রচনা করেছিলেন। সনেটটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন—'Reader ! who ever publishes a Sonnet with a preface ? I hear, or fancy that I hear, you say 'none' ! well ! I publish. I am an enemy to what men call 'custom'. But be that as it is, I publish my Sonnet with a preface ; I have to teach the world something new. Don't get offended. Behold ! I have written a Sonnet in blank-verse ! what a rare experiment.'[২]

বিদ্রোহী ইয়ংবেঙ্গলের যোগ্য প্রতিনিধি মধুসূদন নিজেকে রীতির শত্রু বলে ঘোষণা করে নতুন পরীক্ষার ঝোঁকে মিলহীন সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরিণত বয়সে বাংলাভাষায় সনেট রচনা করতে গিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় রীতির দাসত্ব মেনে নিয়েছেন। এবং প্রথম জীবনের শেকসপীরীয় রীতিকে তিনি বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন

কালে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রথম বাংলা সনেট 'কবিমাতৃভাষা' অপটু রচনা সন্দেহ নেই,[৩] কিন্তু এখানে তিনি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পেত্রার্কান সনেট-কলাকৃতির অনুসরণ করেছেন। কবিতাটির অষ্টক দুই মিলের চতুষ্কযুগলে গড়া, দুই ত্রিক-তে গঠিত ষট্কের মিল সংখ্যাও দুই। অষ্টক ও ষট্কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিও স্পষ্ট। এই সনেটটির গঠনবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই সময়ে তিনি পেত্রার্কান সনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে থাকতেই যে তিনি ইতালিয়ান ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মিলবে এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে। কবি লিখেছেন—'I am just now reading Tasso in original—an Italian gentleman having presented me with a copy. oh ! What a luscious poetry '[৪]

বাংলাভাষায় প্রথম সনেট রচনার প্রায় পাঁচ বছর পরে সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে মধুসূদন পুনরায় সনেট রচনায় ব্রতী হন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ৯ জুন ক্যাণ্ডিয়া জাহাজ যোগে তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। এবং জুলাই মাসে সেখানে উপনীত হন। এদিকে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে আত্মীয়েরা তাঁর স্ত্রীকে পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ সরবরাহ বন্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে কবিপত্নী হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩ সালের ২ মে ইংল্যাণ্ডে স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। ঐ বছরের মধ্যভাগে কবি পুত্রকন্যা ও পত্নীসহ ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে গমন করেন। মধুসূদনের প্রবাস-জীবনের এই পর্ব লাঞ্ছনা ও গ্লানির ইতিহাসে পূর্ণ। সর্বরিক্ত নিঃস্ব কবির মর্মান্তিক বেদনা বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন—'God help me ! My great hope now is in you, and I am sure, you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders—wilful premiditated murders and then be hanged !

The money, with which I have bought postage stamps for this letter has been raised from a pawn-broker's office !'[৫]/

প্রবাস জীবনে দুঃখের দারুণ দহনের মধ্যেই মধুসূদন কাব্যলক্ষ্মীর অপার করুণায় অভিষিক্ত হয়েছেন। ভারতীয় নবজাগরণের কবিপুরুষ মধুসূদন এই

পর্বে য়ুরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতির স্পর্শে নবচেতনায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছেন। এই ব্যাপারে ফ্রান্স হয়েছে তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়ক। আধুনিক য়ুরোপের 'কবিমাতৃভূমি' প্রভাঁস ফ্রান্সেরই অংশ এবং এই সময়ে ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সের আত্মিকযোগ ছিল সবচেয়ে বেশী। ফ্রান্সের ভার্সাই এই সময়ে ছিল য়ুরোপীয় ভাষাশিক্ষার পীঠস্থান। বলাবাহুল্য মধুসূদন য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার সেই সুযোগ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। ভার্সাই থেকে কবি ১৮৬৪ সালের ৩ নভেম্বর একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন—'You must not fancy, my good friend, that I am idling here. I have nearly mastered French and Italian and am going on svinamingly with German.'৬

ইতালীয় ভাষায় বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে তিনি পেত্রার্কান সনেটের রূপ ও রীতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করেই ভার্সাইতে নতুন করে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে মধুসূদনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম ভারি সুন্দর করে বলেছেন—'যে ক্ষুদ্র কবিতার (সনেট) বীজ ভারতক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই য়ুরোপে ইতালীর কবিতারসে পরিপুষ্ট হইয়া, গৌড়-কাননের অনুচ্চ সৌরভিত পুষ্পকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল।'৭

১৮৬৫ অব্দের ২৬ জানুয়ারি মধুসূদন ভার্সাই থেকে একটি পত্রে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে জানান যে তিনি পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবি লিখেছেন—'You again date your letter from 'Bagirhat'. Is this 'Bagirhat' on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some 'Sonnets' after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these Sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the Sonnet 'চতুর্দ্দশপদী' will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days.. I add a third, I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্ররায় never had such an elegent complement paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.'[৮]

এই চিঠিতে কবি বাংলাভাষায় সনেটের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে কবির লেখা শতাধিক সনেট তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণীকে সফল করে তুলেছে। কবি এই পত্রে তিনটি সনেটের উল্লেখ করলেও আসলে তিনি এই চিঠির সঙ্গে কপোতাক্ষ নদ, সায়ংকাল, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি ও জয়দেব এই চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন।[৯] এই চিঠি লেখার কয়েকমাসের মধ্যেই মধুসূদন আরো ৯৮টি সনেট লিখে তাঁর প্রকাশক কলকাতার ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠিয়ে দেন। প্রকাশক ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১ অগষ্ট 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' নাম দিয়ে সনেটগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণে তিনটি ভাগ ছিল—ক. উপক্রম খ. চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি গ. অসমাপ্ত কাব্যাবলি। উপক্রম ভাগে ছিল লিথো-প্রেসে ছাপা কবির স্বহস্তাক্ষরের দুটি সনেট এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী অংশে ১০০টি সনেট। পরবর্তী সংস্করণে অসমাপ্ত কাব্যাবলী পরিত্যক্ত হয় এবং উপক্রম শিরোনামার দুটি সনেট সংযুক্ত হয়। সুতরাং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের মোট ১০২টি সনেট সংকলিত হয়েছে।[১০] এই সনেট সংকলন প্রকাশের পরেও কবি ৬টি সনেট রচনা করেছেন।[১১] সনেটগুলি নগেন্দ্রনাথ সোম বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে তাঁর 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। এই ছ'টি সনেট নিয়ে মধুসূদনের মোট সনেট সংখ্যা হলো ১০৮টি।

মধুসূদন গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন যে তিনি পেত্রার্কার অনুসরণে বাংলায় সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই দাবি কতদূর গ্রাহ্য তা প্রথমত তাঁর সনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যাক।

২

মধুসূদনের সনেটের গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাস

মধুসূদনের ১০৮টি সনেটের প্রত্যেকটিই চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দ পংক্তির স্তবকবন্ধে রচিত। তিনি সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কের গঠন সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর ৫৬টি সনেটের অষ্টকের দুই চতুষ্কের মাঝে পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ রয়েছে।[১২] এবং ৬৪টি সনেটের ষট্‌কের দুই ত্রিক-বন্ধের উপবিভাগ বেশ স্পষ্ট।[১৩] পেত্রার্কান সনেটের অষ্টকের দুই চতুষ্ক এবং ষট্‌কের দুই ত্রিক-র মধ্যবর্তী উপবিভাগ লক্ষ্য করবার মত। কিন্তু মধুসূদন এই বিষয়ে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর কিছু সনেটে ভাবপ্রবাহকে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষট্‌কে বাহিত করেছেন। মধুসূদনের কিছু সনেটের এই 'এনজাম্বমেণ্ট' প্রসঙ্গে আমাদের ষোড়শ শতাব্দীর ইতালিয়ান কবি দেল্লা কাশা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি মিল্টনকে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে। বলা বাহুল্য, এই পদ্ধতিতে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধির কোন অবকাশ নেই। কিন্তু মধুসূদন পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করতে গিয়ে আবর্তনসন্ধি বিষয়ে অমনোযোগী হতে পারেন নি। সেকারণেই তাঁর ৭৯টি সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক ভাগ লক্ষ্য করা যায়।[১৪] বিশুদ্ধ পেত্রার্কান রীতির সনেটের ক্ষেত্রে অষ্টক-ষট্‌ক ভাগের বিশেষ মূল্য আছে।

সনেটের গঠনপদ্ধতির বহিরঙ্গ বিচারে মিলবিন্যাসের মূল্য অপরিসীম। আমরা মধুসূদনের ১০৮টি সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে বিচার করব সেগুলি কতখানি পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত।[১৫]

এক

মিলবিন্যাস : কখকখ কখকখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ২৯টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : উপক্রম-১, উপক্রম-২, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, পরিচয়, কবি, দেবদোল, কুসুমে কীট, সরস্বতী, কল্পনা, মধুকর, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জুনীয়ম, সীতাবনবাসে-২, বিজয়াদশমী, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, বীররস, গোগৃহ-রণে, দুঃশাসন, দ্বেষ-২, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল, অর্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, আমরা, শকুন্তলা ও ব্রজবৃত্তান্ত।

বিবিধ-কাব্য : পঞ্চকোট গিরি।

দুই

মিলবিন্যাস : কখকখ কখখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ১৩টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : পরিচয়-২ কপোতাক্ষ নদ, সীতাবনবাসে-১, শৃঙ্গাররস-২, হিড়িম্বা-১, হিড়িম্বা-২, নূতন বৎসর, শনি, পণ্ডিতবর থিওডোর, পৃথিবী ও সমাপ্তে।

বিবিধ-কাব্য : ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পরেশনাথ গিরি।

তিন

মিলবিন্যাস : কখখক খকখক তপপ তপত (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : যশের মন্দির।

চার

মিলবিন্যাস : কখখক খকখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ১৭টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : সায়ংকাল, সৃষ্টিকর্তা, নন্দনকানন, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, ভরসেলস নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, গদাযুদ্ধ, রৌদ্ররস, উদ্যানে পুষ্করিণী, শ্যামাপক্ষী, যশঃ, ভাষা, সাগরে তরি, বাল্মীকি, মিত্রাক্ষর, ১০০ নং ও আশা।

পাঁচ

মিলবিন্যাস : কখখক কখখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৭টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : সায়ংকালের তারা, মহাভারত. ঈশ্বরীপাটনী, শ্মশান, সংস্কৃত, রামায়ণ ও কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া।

ছয়

মিলবিন্যাস : কখখক কখকখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৭টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : সীতাদেবী, প্রাণ. সুভদ্রাহরণ, সাংসারিক জ্ঞান, কবিবর টেনিসন. কবিবর হুগো ও শ্রীমন্তের টোপর।

সাত

মিলবিন্যাস : কখকখ খককখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৬টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : সূর্য, বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষে, কুরুক্ষেত্র, শৃঙ্গাররস-১, উর্ব্বশী ও কেউটিয়া সাপ।

আট

মিলবিন্যাস : কখকখ খকখক তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ১৫টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : কালিদাস, বউ কথা কও, কবিতা, নিশা, নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, ছায়াপথ, বটবৃক্ষ, রাশিচক্র, সুভদ্রা, দ্বেষ-১, তারা, কবিগুরুদান্তে, ভারতভূমি ও ভূতকাল।

বিবিধ-কাব্য : কবির ধর্মপুত্র।

নয়

মিলবিন্যাস : কখখক খককখ তপত পতপ (সনেট সংখ্যা ৩টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিন মাস ও করুণরস।

দশ

মিলবিন্যাস : কখকখ খকখক তপপ তঙঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : বঙ্গভাষা।

এগার

মিলবিন্যাস : কখখক কখখক তপঙ তপঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : কমলে কামিনী।

বার

মিলবিন্যাস : কখখক খকখক তপপ তকক (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : জয়দেব।

তের

মিলবিন্যাস : কখকখ কখকখ তপত পঙঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : কাশীরাম দাস।

চৌদ্দ

মিলবিন্যাস : কখকখ কখখক তপত পঙঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।

বিবিধ-কাব্য : পুরুলিয়া।

পনের

মিলবিন্যাস : কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : কৃত্তিবাস।

ষোল

মিলবিন্যাস : কখকখ খককখ তপপ তপত (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : মেঘদূত-১

সতের

মিলবিন্যাস : কখখক কখকখ কতক তকক (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : মেঘদূত-২

আঠার

মিলবিন্যাস : কখকখ খকখক তখত খতখ (সনেট সংখ্যা ১টি)।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী : পুরুরবা।

উনিশ

মিলবিন্যাস : কখখক খকখক তখখ তখত (সনেট সংখ্যা ১টি)।

বিবিধ-কাব্য : পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী।

মধুসূদনের উল্লিখিত ১০৮টি সনেটের অষ্টকে পেত্রার্কার মতো কেবলমাত্র দুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য অষ্টকের মিলবিন্যাসে তিনি আট প্রকারের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম : কখকখ কখকখ—সনেট সংখ্যা ৩১টি।
দ্বিতীয় : কখকখ খকখক—সনেট সংখ্যা ১৭টি।
তৃতীয় : কখখক কখখক—সনেট সংখ্যা ৮টি।
চতুর্থ : কখখক খককখ—সনেট সংখ্যা ৩টি।
পঞ্চম : কখকখ কখখক—সনেট সংখ্যা ১৪টি।
ষষ্ঠ : কখকখ খককখ—সনেট সংখ্যা ৭টি।
সপ্তম : কখখক খকখক—সনেট সংখ্যা ২০টি।
অষ্টম : কখখক কখকখ—সনেট সংখ্যা ৮টি।

মধুসূদন পেত্রার্কার মতো সংবৃত চতুষ্কে অষ্টক গঠন করেছেন ১১টি সনেটে। এর মধ্যে আবার ৩টি সনেটের (চতুর্থ পর্যায়ের) দ্বিতীয় চতুষ্কের সংবৃত মিলবিন্যাসে অভিনবত্ব রয়েছে। মধুসূদন দুটি বিবৃত চতুষ্কে অষ্টক গঠনের প্রতি বেশি আসক্তি প্রকাশ করেছেন। ওপরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ৪৮টি সনেট দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৭টি সনেটে বিবৃত চতুষ্ক-যুগল রচনায় দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত মিলবিন্যাসের ফলে অষ্টক-বন্ধ সংবৃতি-ধর্মী হয়ে উঠেছে।[১৬]

মধুসূদনের ২১টি(পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্যায়) সনেটের প্রথম চতুষ্ক বিবৃত এবং দ্বিতীয় চতুষ্ক সংবৃত আবার সপ্তম-অষ্টম পর্যায়ের ২৮টি সনেটের প্রথম চতুষ্কটি সংবৃত কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কটি বিবৃত। পেত্রার্কান সনেটের অষ্টকের দুই মিলের প্রতি

অনুগত থেকেও কবি এই ৪৭টি সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে অনন্যসাধারণ অভিনবত্ব প্রকাশ করেছেন। সনেটের মিলবিন্যাসে মধুসূদন অত্যন্ত মনোযোগী শিল্পী। তিনি শিল্পিস্বভাবে ক্লাসিকাল। সেকারণেই সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাসে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেও তিনি অষ্টপদের মিলসংখ্যাকে সর্বত্র দুই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ষট্‌কের মিলবিন্যাসেও মধুসূদন একান্তভাবেই পেত্রার্কান। পেত্রার্কার মতোই তাঁর সনেটের ষট্‌কের মিল দুটি বা তিনটি। ১০৮টি সনেটের মধ্যে ১০২টির ক্ষেত্রে তিনি দুই মিল ব্যবহার করেছেন। বাকি ৬টি সনেটে তিন মিল। ষট্‌কের দুই বা তিন মিলে তিনি নয় প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম : তপত পতপ—সনেট সংখ্যা ৯৭টি।
দ্বিতীয় : তপপ তপত—সনেট সংখ্যা ২টি।
তৃতীয় : তপত পঙঙ—সনেট সংখ্যা ২টি।
চতুর্থ : তপপ তঙঙ—সনেট সংখ্যা ১টি।
পঞ্চম : তপঙ তপঙ—সনেট সংখ্যা ২টি।
ষষ্ঠ : তপপ তকক—সনেট সংখ্যা ১টি।
সপ্তম : কতক তকক—সনেট সংখ্যা ১টি।
অষ্টম : তখত খতখ—সনেট সংখ্যা ১টি।
নবম : তখখ তখত—সনেট সংখ্যা ১টি।

উল্লিখিত ষষ্ঠ থেকে নবম পর্যায়ের চারটি সনেটের (যথাক্রমে জয়দেব, মেঘদূত-২, পুরুরবা ও পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী) ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। ওই চারটি ক্ষেত্রেই কবি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে পেত্রার্কান রীতি লঙ্ঘন করেছেন।

মধুসূদনের মোট পাঁচটি সনেট (কাশীরাম দাস, পুরুলিয়া, বঙ্গভাষা, জয়দেব ও মেঘদূত-২) মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হয়েছে।[১৭] এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে জয়দেব ও মেঘদূত-২ সনেট দুটির মিত্রাক্ষর যুগ্মকের মিলটি আবার অষ্টক থেকে গৃহীত। পেত্রার্কার চারটি সনেট মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হলেও তা ক্লাসিকাল সনেটের আদর্শ নয়। কারণ এই প্রকৃতির মিলবিন্যাসের ফলে সনেটের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। মধুসূদন তা উপলব্ধি করেছিলেন

বলেই মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেটের সমাপ্তি রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

মধুসূদনের সনেটের ষট্‌কের যে মিলবিন্যাস আমরা উপরে দেখিয়েছি তার মধ্যে দুই মিলের প্রথম পর্যায়ের ৯৭ টি এবং তিন মিলের পঞ্চম পর্যায়ের ২টি সনেটের ষট্‌ক একান্তভাবেই পেত্রার্কান আদর্শে রচিত। সুতরাং মধুসূদনের সনেটের বহিরঙ্গ বিচারে অর্থাৎ অষ্টক-ষট্‌ক গঠনে ও মিলবিন্যাসে তাঁর অধিকাংশ সনেটকেই পেত্রার্কান বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এবং শুধুমাত্র এই গঠন-পদ্ধতির দিক থেকেই নয় তাঁর সনেটের অন্ত্যানুপ্রাসও পেত্রার্কান তথা ইতালিয়ান সনেট-পন্থী।

ইতালীয় ভাষা স্বরান্ত-শব্দবহুল। ইতালীয় সনেটের মিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরান্ত। শুধু মাত্র স্বরান্তই নয়, এই ভাষার কবিরা সনেটের মিলে দুই স্বরান্ত-বিশিষ্ট শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। ইতালির অনুসরণে ফরাসি কবিরাও সনেটের মিল রচনায় স্বরান্ত শব্দের প্রতিই ছিলেন অধিক আগ্রহী। ইংরেজি ভাষায় কিন্তু ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রাচুর্য। সেকারণেই এই ভাষার কবিরা সনেটের মিলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অধিক ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন ইতালীয় সনেটের আদর্শে বাংলা ভাষায় সনেট রচনা করতে গিয়ে নিশ্চিতই লক্ষ্য করেছেন যে স্বরান্ত অক্ষরের মিলের মাধুর্য অপরিসীম। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের ধ্বনি-বিস্তারের সুযোগ কম। সুতরাং ব্যঞ্জনান্ত মিলে রচিত সনেটের সাংগীতিক আবেদন অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। মধুসূদন রূপদক্ষ কবি, শব্দের ধ্বনি ও মিলের মাধুর্য তিনি সঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই ইতালীয় সনেটের স্বরান্ত অক্ষরের মিলের মাধুর্য বাংলা সনেটে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তাঁর সনেটে স্বরান্ত মিলেরই সাম্রাজ্য। তাঁর ১০৮টি সনেটে ৪৩৪টি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে ৪২১ টি মিলই স্বরান্ত।[১৮] ব্যঞ্জনান্ত মিল তিনি ব্যবহার করেছেন মাত্র ১৩ টি।[১৯] সনেটের ধ্বনিমাধুর্য ও সাংগীতিক গুণ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কবি সচেতনভাবে সনেটের মিলবিন্যাসে পংক্তির শেষে স্বরান্ত শব্দ যোজনা করেছেন। এই অতি সচেতনতার ফলেই তাঁর সনেটের ৪২১টি স্বরান্ত মিলের মধ্যে মাত্র ১৩১টি স্বতঃস্বরান্ত এবং বাকি ২৯০টিই এ-বিভক্তি যোগে সৃষ্ট স্বরান্ত অক্ষরের মিল। তেরটি সনেটে তিনি কেবলমাত্র এ-বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন স্বরান্ত অক্ষরের মিলই ব্যবহার করেছেন।[২০]

মিলবিন্যাসের এই ত্রুটির কথা মনে রেখেও এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে ইতালীয় সনেটের মতো তিনি বাংলা সনেটে ব্যাপকভাবে স্বরান্ত অক্ষরের মিল ব্যবহার করে বাংলা সনেটকে সংগীতময় ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে পেরেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা যে বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি-বিরোধী নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার সনেটকারগণ মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সনেটের মিলবিন্যাসে সুচারু রূপে স্বরান্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহার করেছেন।

মধুসূদনের সনেটের গঠনপদ্ধতি ও মিলবিন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো যে, মধুসূদন পেত্রার্কান সনেটের বহিরঙ্গ দিকটি বাংলা সনেটে আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন। পেত্রার্কান সনেটের অন্তরঙ্গ রূপ অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি কতদূর সফল হয়েছেন এবারে আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

৩

মধুসূদনের সনেটের আবর্তনসন্ধি ও সনেট-রীতি

আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি যে, সার্থক সনেটের ভাবকল্পনা অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত হয়ে ওঠে। সুতরাং সার্থক সনেটের ক্ষেত্রে এই আবর্তনসন্ধির মূল্য অপরিসীম। সনেটের কঠিন কাঠামোর কথা চিন্তা করে এ কথা মনে হতে পারে যে, সনেটের আবর্তনসন্ধি একটি কৃত্রিম কলাকৌশল মাত্র। কিন্তু যে কবি সনেটের মূলতত্ত্বটি সঠিক অনুধাবন করতে পারেন তাঁর হাতেএই আবর্তনসন্ধি নানা বৈচিত্র্যে মহিমময় হয়ে উঠতে পারে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেটকার মধুসূদন তাঁর সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত ১০৮টি সনেটের মধ্যে ৬৭টি সনেটের ভাবকল্পনা অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে। এই ৬৭টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি বাইশ প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

এক। পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : পরিচয়-২, কবি,তারা, অর্থ,কবিগুরু দান্তে, কবিবর টেনিসন, ভারতভূমি, আমরা, শকুন্তলা, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, মিত্রাক্ষর ও ব্রজবৃত্তান্ত।

দুই। অতীত থেকে বর্তমান : বঙ্গভাষা ও নূতনবৎসর।

তিন। উপমান থেকে উপমেয় : কাশীরাম দাস।

চার। উপমেয় থেকে উপমান : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পাঁচ। জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর : কালিদাস, বউ কথা কও, সায়ংকালের তারা, ছায়াপথ, ঈশ্বরী পাটনী, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস ও সাংসারিক জ্ঞান।

ছয়। অভিযোগ থেকে জিজ্ঞাসা : ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত।

সাত। বস্তু থেকে গুণ : বটবৃক্ষ।

আট। বিশেষ থেকে সামান্য : নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির।

নয়। তত্ত্ব থেকে ভাব : যশের মন্দির, শ্মশান, দ্বেষ-২ ও ভূতকাল।

দশ। উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত : দেবদোল, কবিতা, কেউটিয়া সাপ, ভাষা, কবিবর ভিক্তর হ্যুগো ও ১০০ নং।

এগার। কারণ থেকে কার্য : শ্রীপঞ্চমী, সীতাদেবী, বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শৃঙ্গাররস-২, সুভদ্রা, হিড়িম্বা-১ হিড়িম্বা-২, পণ্ডিতবর থিওডোর, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু ও কবির ধর্মপুত্র।

বার। কার্য থেকে কারণ : বিজয়াদশমী, শৃঙ্গাররস-১, দুঃশাসন, পুরুলিয়া ও পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী।

তের। বিশ্বকথা থেকে আত্মকথা : নিশা ও কোজাগর লক্ষ্মীপূজা।

চৌদ্দ। আত্মকথা থেকে বিশ্বকথা : যশঃ।

পনের। স্মৃতি থেকে বাসনা : কপোতাক্ষ নদ ও বসন্তে একটি পাখীর প্রতি।

ষোল। উপদেশ থেকে পথনির্দেশ : কিরাতআর্জ্জুনীয়ম্।

সতের। অপ্রাকরণিক থেকে প্রাকরণিক : শ্যামাপক্ষী।

আঠার। নিসর্গলোক থেকে মানবলোক : শনি।

উনিশ। পূর্বভাগ থেকে উত্তরভাগ : রামায়ণ ও বাল্মীকি।

কুড়ি। কবিকথা থেকে কীর্তিকথা : উপক্রম-২, কৃত্তিবাস।

একুশ। কীর্তিকথা থেকে কবিকথা : কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি।

বাইশ। কবিকথা থেকে আত্মকথা : মেঘদূত-১

এই ৬৭টি সনেটের আবর্তনসন্ধি রচনায় মধুসূদনের 'নবনবউন্মেষশালিনী' কবিপ্রতিভা নানা বৈচিত্র্যে মহিমময় হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত সমস্ত সনেটেই যে কবি ভাবের আসক্তি-মুক্তি-লীলাকে আবর্তনসন্ধির ভারসাম্যে সমান-নৈপুণ্যে বিধৃত করতে পেরেছেন তা নয়, কিন্তু সার্থক সনেট রচনায় যে আবর্তনসন্ধি অত্যন্ত জরুরী সে বোধ মধুসূদনের ছিল এই ৬৭টি সনেট তারই পরিচয় বহন করছে।

আবর্তনসন্ধি রচনায় মধুসূদন কতখানি নৈপুণ্যপ্রকাশ করেছেন বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তার দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি তাঁর প্রিয় 'কবতক্ষ নদ' অবলম্বনে রচিত।

সতত, হে নদ, তুমি পড মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

প্রবাসের দারুণ সংকটময় দিনে কবির মনে পড়েছে তাঁর জন্মস্থানের ছোট নদীটির কথা। অষ্টকবন্ধের দুই মিলের বিবৃতিধর্মী দুই চতুষ্কের মধ্যে কবি নির্বারিত করেছেন তাঁর স্মৃতিলোক। দুই মিলের ষট্‌কবন্ধে ভাষা পেয়েছে কবির সুতীব্র বাসনা। অষ্টকবন্ধের মিলের পাকে পাকে রচিত হয়েছে ভাবের আসক্তি আর ষট্‌কবন্ধে চলেছে ভাবের মুক্তিলীলা। ভাবের এই বন্ধনরচন ও

বন্ধনমোচন তথা ভাববস্তুর স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে উত্তরণ অষ্টক-ষট্কবন্ধের আবর্তন-সন্ধিতে নিপুণ ভারসাম্যে রক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণের কবিতাটি নাম 'বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে'।

হায়রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে;
অচিরে ফিরব পুনঃ হস্তিনা নগরে;
কেড়ে লব রাজপদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যালাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

এই সনেটটির অষ্টকবন্ধের প্রথম চতুষ্কটি বিবৃত এবং দ্বিতীয়টি সংবৃত। অষ্টকবন্ধে কবি নিজেকে বলেছেন মহাভারতের অপরাজেয় বীর পার্থ, দ্রোণরূপী গুরু বিদ্যাসাগরের কাছে কবি সেই বিদ্যা প্রার্থনা করেছেন যার দ্বারা তিনি নিজেকে পার্থের মতো মহিমময় করে তুলতে পারেন। দুই মিলের অষ্টকবন্ধের বিচিত্র মিলবিন্যাসের মধ্যে চলেছে কবিকল্পনার বন্ধনরচনা। আর ষট্কবন্ধের বিবৃতিধর্মী দুই মিলের ত্রিকবন্ধের মধ্যে কবির ভাবকল্পনা বন্ধনমুক্ত হয়েছে। অজ্ঞাতবাসের পর পার্থ যেমন হস্তিনানগরে ফিরে এসে নিজ বাহুবলে রাজ্যপদ কেড়ে নিয়েছিলেন মধুসূদনেরও প্রত্যাশা যে তিনি প্রবাস-জীবনের অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে গুরুর আশীর্বাদে নিজশক্তিবলেই তাঁর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবেন। অষ্টকবন্ধের কারণ থেকে ষট্কের কার্যে ভাবের এই আবর্তন অষ্টক-ষট্কবন্ধের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে নিটোল ভারসাম্যে রক্ষিত হয়েছে। সনেটের কঠিনবন্ধনের মধ্যে কবিকল্পনার এমন

সুসমঞ্জস্য প্রকাশ সার্থক সনেট-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

ভার্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠিতে মধুসূদন পেত্রার্কার অনুসরণে বাংলাভাষায় সনেট লিখেছেন বলে দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর ১০৮টি সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-রূপ বিশ্লেষণ করে আমরা তাঁর সনেটধারাকে ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম : খাঁটি পেত্রার্কান রীতি—সনেট সংখ্যা ২৪টি।
দ্বিতীয় : ভঙ্গ-পেত্রার্কান রীতি—সনেট সংখ্যা ৪২টি।
তৃতীয় : শিথিল-পেত্রার্কান রীতি—সনেট সংখ্যা ১টি।
চতুর্থ : মিল্টনীয় রীতি—সনেট সংখ্যা ২টি।
পঞ্চম : ভঙ্গ-মিল্টনীয় রীতি—সনেট সংখ্যা ৩৬টি।
ষষ্ঠ : শিথিল-মিল্টনীয় রীতি—সনেট সংখ্যা ৩টি।

মধুসূদনের যে ২৪টি সনেটে আবর্তনসন্ধি আছে এবং পেত্রার্কান সনেটের মতো যেগুলির মিলবিন্যাস কখখক কখখক তপত পতপ অথবা কখকখ কখকখ তপত পতপ অথবা কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ কেবলমাত্র সেই সনেকগুলিকেই আমরা খাঁটি পেত্রার্কান রীতির অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই পর্যায়ের সনেটগুলি হলো :

১. কখকখ কখকখ তপত পতপ উপক্রম-২, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কবি, দেবদোল, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাতআর্জ্জুনীয়ম্, বিজয়াদশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, দুঃশাসন, দ্বেষ-২, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অর্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, আমরা, শকুন্তলা ও ব্রজবৃত্তান্ত।

২. কখখক কখখক তপত পতপ : সায়ংকালের তারা, ঈশ্বরী পাটনী, শ্মশান, রামায়ণ ও কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া।

৩. কখকখ কখকখ তপঙ তপঙ : কৃত্তিবাস।

৪. কখখক কখখক তপঙ তপঙ : কমলেকামিনী।

মধুসূদনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভঙ্গ-পেত্রার্কান রীতির সনেট বলেছি সেই ৪২টি সনেটকে যেগুলির মধ্যে আবর্তনসন্ধি রয়েছে অথচ মিলবিন্যাসে (পাঁচ মিলের মধ্যে মিলসংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও) কবি পেত্রার্কাকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত সনেটগুলিও এই রীতির অন্তর্গত করেছি। এই পর্যায়ের ৪২টি সনেট হলো :

১. কখকখ কখখক তপত পতপ : পরিচয়-২, কপোতাক্ষ নদ, শৃঙ্গাররস-২. হিড়িম্বা-১, হিড়িম্বা-২, নূতনবৎসর, শনি ও পণ্ডিতবর থিওডোর।

২. কখখক খকখক তপপতপত : যশের মন্দির।

৩. কখখক খকখক তপত পতপ : বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, রৌদ্ররস, শ্যামাপক্ষী, যশঃ, ভাষা, বাল্মীকি, মিত্রাক্ষরও, ১০০ নং।

৪. কখকখ খকখক তপপ তঙঙ : বঙ্গভাষা।

৫. কখকখ খকখক তপতপতপ : কালিদাস, বউকথা কও, কবিতা, নিশা, ছায়াপথ, বটবৃক্ষ, সুভদ্রা, তারা, কবিগুরু দান্তে, ভারতভূমি, ভূতকাল ও কবির ধর্মপুত্র।

৬. কখখক খককখ তপতপতপ : শ্রীপঞ্চমী।

৭. কখকখ কখকখ তপতপঙঙ : কাশীরাম দাস।

৮. কখকখ কখখক তপতপঙঙ : পুরুলিয়া।

৯. কখকখ খককখ তপপ তপত : মেঘদূত-১।

১০. কখখক কখকখ তপতপতপ : সীতাদেবী, সাংসারিক জ্ঞান, কবিবর টেনিসন ও কবিবর হ্যুগো।

১১. কখকখ খককখ তপতপতপ : বঙ্গদেশে একমাত্র বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শৃঙ্গাররস-১, উর্ব্বশী ও কেউটিয়া সাপ।

তৃতীয় পর্যায়ের 'পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী' সনেটটির মিল : কখখক খকখক তখখ তখত। এক্ষেত্রে ষট্‌কের মিলবিন্যাস অপেত্রার্কীয় কিন্তু সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটাকে শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তর্গত করেছি।

মধুসূদনের চতুর্থ পর্যায়ের 'মহাভারত' ও 'সংস্কৃত' সনেট দুটিতে আবর্তনসন্ধি নেই এবং এই দুটি সনেটের মিলবিন্যাস মিল্টনের মতো কখখক কখখক তপত পতপ বলে এদের আমরা মিল্টনীয় রীতির অন্তর্ভুক্ত করেছি।

তাঁর পঞ্চম পর্যায়ের ৩৬টি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই। এগুলির অষ্টক মিল্টনীয় সনেটের মতো দুটি সংবৃত-চতুষ্কে গঠিত নয়। অথচ মিল্টনের সনেটের মতোই এদের অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কের মিল সংখ্যাও তিন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই সনেটগুলিকে আমরা ভগ্ন-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করেছি। মিলবিন্যাস অনুসারে নীচে এই সনেটগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হলো :

১. কখকখ কখকখ তপত পতপ : উপক্রম-১, পরিচয়-১, কুসুমে কীট, সরস্বতী, কল্পনা, মধুকর, সীতাবনবাসে-২, বীররস, গোগৃহরণে,

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল, ও পঞ্চকোট গিরি।

২. কখকখ কখখক তপত পতপ : সীতাবনবাসে-১, পৃথিবী, সমাপ্তে, ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পরেশনাথ গিরি।

৩. কখখক খকখক তপতপতপ : সায়ংকাল, সৃষ্টিকর্তা, নন্দনকানন, ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, গদাযুদ্ধ, উদ্যানে পুষ্করিণী, সাগরে তরি ও আশা।

৪. কখকখ খকখক তপতপতপ : নীলাকাশে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, রাশিচক্র ও দ্বেষ-১।

৫. কখখক খককখ তপতপতপ : আশ্বিন মাস ও করুণরস।

৬. কখখক কখকখ তপতপতপ : প্রাণ, সুভদ্রাহরণ ও শ্রীমন্তের টোপর।

৭. কখকখ খককখ তপতপতপ : সূর্য্য ও কুরুক্ষেত্র।

ষষ্ঠ পর্যায়ের তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই। অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হলেও ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এই তিনটি সনেটেই কবি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর কোনধারার সনেট-রীতিই এক্ষেত্রে গৃহীত হয় নি। কেবলমাত্র অষ্টকের মিলে ক্লাসিকাল প্রভাব বর্তমান থাকায় এই সনেটগুলিকে আমরা শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলে চিহ্নিত করেছি। এই তিনটি সনেটের মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. জয়দেব : কখখক খকখক তপপ তকক

২. মেঘদূত-২ : কখখক কখকখ কতকত কক

৩. পুরুরবা : কখকখ খকখক তখতখতখ

মধুসূদনের ১০৮টি সনেটকে আমরা ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করলেও সামগ্রিক বিচারে এই সনেটগুলি পেত্রার্কীয় পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ—মিল্টনও আসলে পেত্রার্কা-পন্থী সনেটকার। তাঁর সনেটের মিলবিন্যাস একান্তভাবেই পেত্রার্কীয়।, তাঁর কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই বলে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর রচিত পেত্রার্কান মিলের আবর্তনসন্ধিহীন সনেটকে বিশেষ প্রকৃতির মিল্টনীয় সনেট বলা হয়। সুতরাং মধুসূদনের মিল্টনীয়, ভঙ্গ-মিল্টনীয় ও শিথিল-মিল্টনীয় রীতিতে রচিত সনেটগুলিকে আমরা পেত্রার্কান গোত্রের সনেটই বলতে পারি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মধুসূদনের পেত্রার্কান রীতিতে বাংলা সনেট রচনার দাবিকে বহুলাংশেই স্বীকার করে নিতে হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই রয়েছে, সে ক্ষেত্রে

একথা বলাই সমীচীন যে, মধুসূদন সনেট রচনায় সর্বত্র পেত্রার্কান আদর্শ যথাযথ রক্ষা করতে পারেন নি।

৪

মধুসূদনের সনেটের ছন্দ ও ভাষা

মধুসূদনের সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সনেটের ছন্দ ও ভাষার আলোচনাও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ গঠন-বিন্যাসে তিনি পেত্রার্কাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষায় এই বিশেষ কলাকৃতির ছন্দ কি হবে তা নির্ধারণের জন্য কবিকে তাঁর নিজস্ব ছন্দ-বোধের ওপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইতালীয় সনেটে এগার অক্ষরের এবং ফরাসি-ইংরেজি সনেটে যথাক্রমে বারো-দশ অক্ষরের ছন্দ সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় এই ভাষাসমূহের সঙ্গে বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতির দুস্তর ব্যবধান। তাই বাংলা সনেটের ছন্দ-নিরূপণে তিনি য়ুরোপীয় ভাষার কোন সাহায্য পান নি। ইতালীয় সনেটের একাদশাক্ষরা ছন্দের বিকল্প হিসাবে তিনি বাংলা ভাষার পয়ারবন্ধ তানপ্রধান অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে সনেটের শব্দধ্বনির পক্ষে উপযুক্ত বলে নির্বাচিত করেছিলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সনেট-চর্চার প্রথম পর্বে সনেটের ছন্দ নির্ধারণের জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করতে গিয়ে ছন্দ বিষয়ে কোন দ্বিধার সম্মুখীন হন নি। তাঁর প্রথম সনেটের মতোই তাঁর সমগ্র সনেট চতুর্দশ অক্ষরের তানপ্রধান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই ছন্দই পরবর্তীকালের বাংলা সনেটে সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য মধুসূদনোত্তর কবিরা আঠার মাত্রার তানপ্রধান ছন্দকেও সনেট রচনায় সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। সনেটের দৃঢ়-পিনদ্ধ-রূপ আঠারমাত্রার তানপ্রধান ছন্দেও লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে কবির দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এই বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলা সনেট' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—'চৌদ্দটি পয়ার-ছন্দের পংক্তি থাকিবে—১৪ অক্ষরই যথেষ্ট; ১৮ অক্ষর হইলে, কবির দায়িত্ব অধিক হইবে, কারণ তাহাতে গাঢ়বদ্ধতার ক্ষতি হইতে পারে।'[২১]

মধুসূদন তানপ্রধান ছন্দের পয়ার-পদকে তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নবরূপ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে তাঁর এই ছন্দ আরো পরিমার্জিত হয়েছে। কিন্তু তানপ্রধান ছন্দের মাত্রা-স্থাপন ও মাত্রা-ভাগের দিক থেকে তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র মূল্য অপরিসীম। অধ্যাপক নীলরতন সেন তাঁর 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে বিজোড় মাত্রার পদ এবং ৩+২+৩ মাত্রাভাগে শব্দবিন্যস্ত পদসংখ্যা অনেক কম।[২২] অর্থাৎ সনেট রচনাতেই কবি তানপ্রধান ছন্দের ব্যবহারে পূর্ণসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

অবশ্য সনেট রচনাতেও মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমাণতা সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি। সমিল প্রবহমাণ ছন্দে সনেট রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে পংক্তির মাঝে বার বার ছেদচিহ্নের ব্যবহারে অন্ত্যমিলের আবেদন পাঠকের কাছে লঘু হয়ে পড়ে। অথচ সনেটের ক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের গুরুত্ব অপরিসীম। মধুসূদন অন্ত্যমিলের এই গুরুত্ব সঠিক অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি মিল্টনের মতো সমিল প্রবহমাণ ছন্দে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েও প্রায়শই পংক্তি শেষে ছেদচিহ্ন ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। মধুসূদনের সনেটের সমিল প্রবহমাণ ছন্দের কথা স্মরণ করে কোন কোন সমালোচক তাঁকে মিল্টন-পন্থী সনেটকার বলতে আগ্রহী। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ গঠনবিন্যাসের দিক থেকে মধুসূদন মূলত পেত্রার্কান-পন্থী কবি। তিনি বাংলা ভাষায় মিল্টনের Blank verse-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। সনেট রচনাকালেও প্রবহমাণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রভাব তাঁর ওপরে এসে পড়েছে। এই ব্যাপারে মিল্টনের সনেটের সমিল প্রবহমাণ ছন্দের অনুপ্রেরণাও কিছু পরিমাণে থাকতে পারে। কিন্তু সনেট রচনায় মধুসূদনের ওপর সমিল প্রবহমাণ ছন্দের প্রভাব যাঁরই হোক না কেন তার ফলশ্রুতি সুখকর হয় নি।

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ মধুসূদন নিজের মাতৃভাষাকে নব যুগের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। একদিকে যেমন তিনি বাংলা ছন্দের নবরূপ নির্মাতা অন্যদিকে তেমন-ই তিনি বাংলা ভাষার নবরূপকার। প্রত্যেক ভাষার মহৎ কবিরা তাঁদের কাব্যের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে নিজ নিজ ভাষার নবরূপ রচনা করেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের জনয়িতা মধুসূদনও আধুনিক বাংলা কাব্যভাষার সফল স্রষ্টা। অথচ মধুসূদনের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর

কাব্যভাষা প্রশংসার চেয়ে নিন্দা পেয়েছে বেশি। মধুসূদনের ভাষা সম্পর্কে আমাদের এই বিভ্রান্তির জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘মেঘনাদ বধ’ সম্পর্কে তাঁর কৈশোরিক রচনা নিন্দুকের দৃষ্টিতে লেখা, এই কাব্য সম্পর্কে তাঁর যুবা বয়সের আলোচনাও নেতিমূলক। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে নাকি বলেছিলেন—‘He was nothing of a Bengali Scholar, .. he just got a dictionary and looked out all the sounding words. He had great power over words. But his style has not been repeated. It isn’t Bengali.’[২৩]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি পরস্পর বিরোধী। তিনি মধুসূদনকে বাংলা ভাষার পণ্ডিত বলে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে বাংলা শব্দের ওপর তাঁর অসীম অধিকার ছিল। কিন্তু পরের বাক্যেই তিনি বলেছেন যে, মধুসূদনের বাংলাভাষা বাংলাই নয়। বাংলা শব্দের ওপর যে কবির অধিকার আছে তাঁর বাংলা ভাষাকে বাংলাই নয় বলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হয় নি। ‘মেঘনাথ বধ’ কাব্যের ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত অভিযোগের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মধুসূদনের সনেটের ভাষা সম্পর্কে বলেছেন—‘মধুসূদনের সনেটগুলির···ভাষা অতিশয় গন্ধগন্ধী ও নানা দোষদুষ্ট।’[২৪]

আধুনিক কাব্যভাষার যিনি জন্মদাতা তাঁর সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকের এই উক্তি মর্মান্তিক। এই উক্তির পেছনে কতদূর সত্যতা আছে বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তার বিচার করব। সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর ১৯৪৬ সালে লিখিত ‘মাইকেল’ প্রবন্ধে মধুসূদন প্রসঙ্গে বলেছেন—‘তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ-পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র।’ [২৫] এই সমালোচকই নয় বছর পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদন সম্পর্কে আমাদের নতুন কথা শুনিয়েছেন। নয় বছরের সময়-সীমার মধ্যেই সমালোচকের বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—‘এই সব রচনা (সুধীন্দ্রনাথের) বারবার পাঠ করার পর মধুসূদন বিষয়ে আমার একটি পুরানো এবং কুখ্যাত উক্তি প্রায় প্রত্যাহরণ করতে লুব্ধ হচ্ছি; বলেছিলুম মধুসূদন নির্বীজ, কিন্তু এই পূর্বসূরীর সঙ্গে—এমন কি মিল্টনের সঙ্গে—সুধীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে;··· সুধীন্দ্রনাথ অন্তত এটুকু প্রমাণ করেছেন যে, মধুসূদনের কাছে বাঙালি কবির

এখনো কিছু শেখবার আছে।'[২৬]

বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ-সচেতনতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মধুসূদন সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন। মধুসূদন মূলত শব্দ-সচেতন কবি। তাঁর সবচেয়ে পরিণত মনের কাব্য হলো 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'। তাঁর শব্দ-সচেতনতা এবং কবি-ভাষার পরম পরিণতি ঘটেছে এই কাব্যে। তাঁর সনেটের ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন ভাষার বিভিন্ন পর্বের কবির কাব্যভাষা কোনক্রমেই সম্পূর্ণত এক প্রকৃতির হতে পারে না। আমরা সেই কবির ভাষাকেই সার্থক বলে জানি যাঁর কাব্যভাষা প্রাণের পিপাসাকে নিবৃত্ত করতে পারে। মধুসূদনের সনেটের ভাষা বাঙালি-প্রাণের পিপাসাকে কতদূর নিবৃত্ত করতে পেরেছে তা আলোচনা করে দেখা যাক।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে প্রত্যক্ষ অনুভব সৃষ্টি করবার জন্য কবি কতগুলি সম্বোধনাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণত কয়েকটি শব্দ উদ্ধার করছি—ওরে বাছা, হে বঙ্গ, হে কাশি, হে কবীন্দ্র, হে প্রভু, রে কাল, লো সুন্দরি, লো সরসি, কোথা লো, ক' মোরে, মা গো, মা ভারতি ইত্যাদি। উদ্ধৃত সম্বোধনাত্মক শব্দগুলির হার্দ্য উচ্চারণ লক্ষণীয়। বাঙালি মনেব সঠিক অনুভব ও অন্তরঙ্গ প্রিয় সম্বোধন এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে ঝংকৃত হয়েছে। মধুসূদন যে বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি এবং বাঙালি মনের অন্দরমহলের গোপন রহস্য যথার্থভাবে অনুভব করেছিলেন এই শব্দগুলির ব্যবহার তারই পরিচয়বাহী।

মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে মাতৃভাষার নবরূপ রচনা করেছিলেন। মহাকাব্যের পরিবেশ রচনার জন্য ঐ কাব্যে কবি তৎসম প্রধান ওজস্বী-শব্দ ব্যবহারে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রচিত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ভাষা অনেক মসৃণ ও নমনীয় হয়ে উঠেছিল। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের কাব্যভাষা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। এই কাব্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। সেই স্থান দখল করেছে তদ্ভব শব্দ। এমন কি এখানে দেশী শব্দের ব্যবহারেও কবি দ্বিধাহীন। ফলত পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় এই কাবোর ভাষা সজীব ও অকৃত্রিম অথচ ভাষা ব্যবহারে কোন অসংযম নেই। বরং এক্ষেত্রে সনেটের কঠিন কাঠামো কবির ভাষাকে সংহত ও সংযতরূপ দান করেছে। সংযম-সৌন্দর্যই তাঁর চতুর্দশপদীর ভাষার প্রধান গুণ।

মধুসূদনের কবিভাষা অলংকৃত। কিন্তু 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে কবি যে

ভাষায় অলংকার রচনা করেছেন তা পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় অনেক অন্তরঙ্গ এবং সহজসাধ্য। উদাহরণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

১. দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি,
বিরাজে হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া হায়, যার রূপ স্মরি !
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি। (মেঘদূত-১)

২. দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ সদনে ; (পরিচয়-১)

৩. সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ। (কবি)

৪. মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলমলে। (শ্রীপঞ্চমী)

৫. প্রত্যক্ষতঃ ভারত সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরুরূপ ধরি ! (বটবৃক্ষ)

৬. এ বড অদ্ভুত রণ। তব শঙ্খধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।—(শৃঙ্গার রস-২)

৭. পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপবিভা ; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে, (সুভদ্রা)

৮. মেনকা অপ্সরারূপী ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,

শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে
কালিদাস। (শকুন্তলা)

৯. কামার্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে ;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেমডোরে বাঁধে'
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
(কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া)

আর উদাহরণ সংকলিত করে লাভ নেই। উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলির অলংকারের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যাবে যে অলংকার-নির্মাণে মধুসূদন বাঙালির সহজ প্রাণের ভাষাতেই কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এ ভাষা সংহত ও সংযত, কিন্তু লাবণ্যমণ্ডিত।

এবারে আমরা 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র কয়েকটি রূপকল্প সংকলন করে দেখাবো যে বাংলাভাষার ওপরে মধুসূদনের অধিকার কত সুদৃঢ়। রূপকল্প সৃষ্টিতে কবির শক্তির পরীক্ষা ঘটে। এই পরীক্ষায় মধুসূদন কতদূর সাফল্য অর্জন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত রূপকল্পগুলিতে :

১. মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন ভবানন্দ। দেখ তব ঘরে
অন্নদা ! (অন্নপূর্ণার ঝাঁপি)

২. গরুড়ের বেগে মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ। (মেঘদূত-২)

৩. যে দেশে উদয়ি রবি উদয় অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসা গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস উর্দ্ধ কলেবরে,

রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে ; (পরিচয়-১)

৪. চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে। (সায়ংকাল)

৫. রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ,... (নিশাকালে নদীতীরে .)

৬ কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে ; (ঐ)

৭. সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; (উর্ব্বশী)

৮. কালিন্দি পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজপুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ? (ব্রজবৃত্তান্ত)

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর এই রূপকল্পগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় বাংলাভাষার অন্তঃপ্রকৃতি এবং বাঙালি সংস্কারের মর্মমূলে মধুসূদনের কত সহজ প্রবেশাধিকার ছিল। এই রূপকল্পগুলিতে কবির ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা হীরকদ্যুতির মত জলজল করছে। বাংলা ভাষার হৃৎস্পন্দনটি কবি সঠিক অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই সনেটের মধ্যে তাঁর আত্মকথা বাঙালির প্রাণের কথা হয়ে উঠতে পেরেছে।

যে ভাষায় আমাদের প্রাণের তৃপিপাসা নিবৃত্ত হয় আমরা তাকেই বলি মাতৃভাষা। মধুসূদনের সনেটের কবিভাষা কি ভাবে বাঙালির মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে তার আর একটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের এই আলোচনার উপসংহার করব। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র সর্বশেষ কবিতা 'সমাপ্তে'। সুদূর ভার্সাই নগরে বসে কবি বাগ্‌দেবীকে মাতৃ-সম্বোধন করে তাঁর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে বলেছেন—

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয় মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি !
সুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদবলে
অল্পদিন । নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে ।
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত রতনে !

সনেটটি কবি শুরু করেছেন 'বিসর্জ্জিব' এই নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ দিয়ে। এই একটি শব্দের পেছনে যে বিরাট অনুষঙ্গ জড়িত হয়ে রয়েছে তা হৃদয়বান বাঙালি ছাড়া অন্যের পক্ষে অনুভব করা দুঃসাধ্য। বিজয়া দশমীর বিষণ্ণ বিকেলে মাতৃরূপিণী দশভুজার বিসর্জন-জনিত আর্তবেদনা কবি 'বিসর্জ্জিব' এই একটি শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় পংক্তিতে অন্ধকার 'হৃদয় মণ্ডপে'র উল্লেখ আমাদের মনে প্রতিমাশূন্য অন্ধকার নির্জন মণ্ডপের স্মৃতি বয়ে আনে। বাঙালির সহজাত সংস্কারের মর্মমূলে প্রবেশ করে বাঙালির প্রাণের ভাষাতেই কবি তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র সমাপ্তি বাণী উচ্চারণ করেছেন।

সনেট রচনার প্রথম পর্বে মধুসূদন ভার্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে একটি চিঠি। সেই চিঠিতে কবি লিখেছিলেন 'Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.' কিন্তু যাঁরা বাংলা ভাষাকে পরিমার্জিত করে আধুনিক কাব্যভাষার উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন মধুসূদন তাঁদেরই পুরোধা। এবং বাংলাভাষা যে একটি মনোরম ভাষা তা আধুনিক কালে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুসূদনই প্রথম প্রমাণ করলেন।

৫

মধুসূদনের সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য

ইতালিতে আদিপর্বে সনেট ছিল প্রেমের বাহন। পূর্বেই বলা হয়েছে, পেত্রার্কার অধিকাংশ সনেটই প্রেম-বিষয়ক। নবজন্মোত্তর কালে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেম-বিষয়ক বহু সনেট রচিত হয়েছে। য়ুরোপ ভূখণ্ডে কালক্রমে সনেট হয়ে উঠেছিল গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। কবিমানসের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশে এই কলাকৃতি সার্থকভাবে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। ফলত বিভিন্ন কবির সাধনায় সনেট হয়ে উঠল 'মানবহৃদয়ের বর্ণমালা।' ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-পর্বে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে সনেটের মাধ্যমেই আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা করলেন। পেত্রার্কার আদর্শে তিনি বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করলেও তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য প্রেম নয়। সুদূর ভার্সাই নগরে কবি যখন আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় দারুণ দুঃখ দুর্দশায় নিমজ্জিত তখন স্মৃতির অতলে নিমগ্ন হয়ে কবি তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেছিলেন। কবির ব্যক্তিগত অনুভবে এই সনেটগুলি অনুরঞ্জিত। মধুমানসের এমন অকপট ও অন্তরঙ্গ প্রকাশ তাঁর আর কোন রচনায় পাওয়া যাবে না। মধুসূদনের প্রথম জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু কবির সনেটগুলিকে খুব বেশি মর্যাদা না দিলেও তিনি বলেছেন— 'মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে. যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনই তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন।"[২৭]

মধুসূদনের আদি-সমালোচকদের অন্যতম অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ও অনুরূপ উক্তি করেছেন—'মধুসূদনকে জানিতে হইলে—কবি মধুসূদনটি কি ছিলেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কতদূর বিস্তৃত ও প্রগাঢ় ছিল তাহা বুঝিতে হইলেও—'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'ই খুঁজিতে হইবে।'[২৮]

বস্তুত মধুসূদনের কবিমানসের পূর্ণ পরিচয় তাঁর সনেটগুলির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। জীবন ও জগতের উপরে মধুহৃদয়ের অধিকার কত ব্যাপক ও গভীর ছিল, সনেটগুলির বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট প্রতিভাত হবে। তাঁর ১০৮টি সনেটকে বিষয়ানুসারে আট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

১. আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্লেষণ : উপক্রম-১, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর প্রতি ও সমাপ্তে।

২. মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি : বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, ভাষা, সংস্কৃত, ভারতভূমি, আমরা, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, মিত্রাক্ষর, ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে ও পুরুলিয়া।

৩. কবিতর্পণ : উপক্রম-২, কমলেকামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু দান্তে, পণ্ডিতবর থিওডোর, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, কবিবর ভিক্টর হ্যুগো ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৪. কাব্যরসোদ্গার : মেঘদূত-২, সীতাদেবী, মহাভারত, ঈশ্বরীপাটনী, সুভদ্রাহরণ, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, করুণরস, সীতাবনবাস-১ ও ২, বীররস, গদাযুদ্ধ, গোগৃহরণে, কুরুক্ষেত্র, শৃঙ্গাররস-১ ও ২, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস, দুঃশাসন, হিড়িম্বা-১ ও ২, পুরুরবা, শিশুপাল, রামায়ণ, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, শকুন্তলা, বাল্মীকি ও শ্রীমন্তের টোপর।

৫. নিসর্গ : বউ কথা কও, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, ছায়াপথ, কুসুমে কীট, বটবৃক্ষ, সূর্য্য, নন্দনকানন, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, রাশিচক্র, মধুকর, উদ্যানে পুষ্করিণী, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপক্ষী, শনি, সাগরে তরি, তারা, পৃথিবী, পরেশনাথ গিরি ও পঞ্চকোট গিরি।

৬. তত্ত্ব : যশের মন্দির, কবি, কবিতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রাণ, কল্পনা, নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দির, ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, শ্মশান, নূতন বৎসর, দ্বেষ-১ ও ২, যশঃ, সাংসারিক জ্ঞান, অর্থ, ভূতকাল, আশা ও কবির ধর্মপুত্র।

৭. ধর্ম ও সংস্কৃতি : দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিনমাস, সরস্বতী, বিজয়া-দশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, ব্রজবৃত্তান্ত ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী।

৮. প্রেম : মেঘদূত-১, পরিচয়-১ ও ২, নিশা এবং ১০০ নং কবিতা।

মধুসূদনের সনেটগুলির মধ্যে একদিকে তাঁর কবিমানস জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিচিত্র ভাষ্য রচনা করেছে অন্যদিকে তাঁর গৃহপ্রত্যাশী বাঙালি-মন বাংলাদেশের নদ-নদী, প্রকৃতি, ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের বহুবর্ণময় রূপবিভূতি নিমগ্ন-চেতনায় অনুভব করে প্রবাসে 'বঙ্গের সঙ্গীত' রচনা করেছে। মধুসূদনের সনেটের এই বাঙালি-চেতনার প্রতি লক্ষ্য রেখে

নগেন্দ্রনাথ সোম বলেছেন—'বাঙ্গালীর প্রত্যেক বস্তুতে হৃদয়ের এমন প্রগাঢ় অনুরাগ, আকর্ষণ ও সহানুভূতি—এমন সকরুণ মমতার দৃঢ়বন্ধন—এমন প্রেমের স্বতঃনিসৃত উচ্ছ্বাস আর অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা—বিদেশীয় পাত্রে দেশীয় পরমান্ন।'[২৯]

সোম মহাশয় মধুসূদনের সনেটের মধ্যে শুধু মাত্র তাঁর বাঙালিচেতনাই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মধুসূদন বাঙালি হয়েও যে ভারতচেতনায় কী গভীরভাবে উজ্জীবিত ছিলেন তারও প্রমাণ তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষের দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বারবার মধুসূদনের কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হয়েছে। ভারতীয় নারী চরিত্রের পরম আদর্শ রামায়ণের সীতা তাঁকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে।[৩০] একটি সনেটে কবি নিজেকে মহাভারতের মহাবীর পার্থ বলে কল্পনা করেছেন।[৩১] অনেক সনেটে পুনঃপুনঃ পার্থের কথা এসেছে।[৩২] সামগ্রিকভাবে তিনি রামায়ণ-মহাভারতের বিবিধ বিষয়, কালিদাস-জয়দেব এবং তাঁদের কাব্য-স্বরূপকে সনেটের বিষয়ীভূত করে তাকে ভারতচেতনার অভিমুখী করেছেন। ভারতভূমির পরাধীনতা কবিকে বিচলিত করেছে। প্রচুর ঐশ্বর্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের এই দশা দেখে কবি নিদারুণ আক্ষেপে বলেন—

হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা? (ভারতভূমি)

পরাধীনতার জ্বালায় মর্মপীড়িত কবি সংগ্রামহীন নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীর কথা স্মরণ করে বলেন—

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা,—দুর্ব্বল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?—

* * *

বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?—(আমরা)

মধুসূদনের এই সনেটগুলি যখন লিখিত হয় তখন সিপাই-বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) শেষ হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় নি। কিন্তু এই সময়েই পরাধীনতার গ্লানি-জনিত বিক্ষোভ এবং স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ মধুসূদনের সনেটে সার্থক বাণীরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি সপ্তকোটি সন্তানের জননী বঙ্গভূমি; কিন্তু বঙ্কিমের পূর্বসূরী হয়েও মধুসূদনের 'শ্যামা জন্মদা' হলেন ভারতমাতা। তাই ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবিপুরুষ মধুসূদন তাঁর সনেটে বাঙালি-মানসের উদ্গাতা হয়েও ভারতপথিক।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' লেখক অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা নাও যদি হয় তবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা আন্তরিক রচনা তো বটেই।'[৩৩] মধুসূদনের সমস্ত সনেট সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য। মূলত কবির সনেটগুলি তাঁর আত্মকথারই বাহন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর একশ দুটি কবিতার মধ্যে বেয়াল্লিশটি প্রত্যক্ষভাবে কবির আত্মকথা।'[৩৪] মধুসূদনের বাকি সনেটগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে আত্মকথা না হলেও ঐগুলিতে কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণভাবে গীতি-কবিতা মাত্রেই কবির আত্মকথা। সনেটও গীতিকবিতা। অতএব সনেটের মধ্যে কবির আত্মকথা নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি। মধুসূদনের সনেটগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যাঁকে আধুনিক কাব্য-কাননের 'ভোরের পাখি' বলেছেন সেই কবি বিহারীলালের পূর্ণপ্রকাশ হয় নি। সুতরাং মধুসূদনের সনেটের মাধ্যমেই বাংলাসাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার জন্ম, এমন সিদ্ধান্ত আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই যে, সনেটের মধ্যে কবির আত্মকথা তেমন স্ফূর্তি পায় না। তাই তিনি মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূচনা হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলেছেন—'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম (বিহারীলালে) বোধ হয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও

সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।'[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের একথা সত্য যে 'চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা কঠিন ও সংহত আসে' কিন্তু 'তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না' কবির এই উক্তি যে সর্বৈব সমর্থনযোগ্য নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অজস্র সনেটই তার প্রমাণ। বরং সনেটের কঠিন ও সংহত-রূপের মধ্যেই কবিআবেগ সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। মধুসূদনের সনেটগুলি গভীরভাবে পাঠ করলে তার তীব্র গীতোচ্ছ্বাস অনায়াসেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমরা এই প্রসঙ্গে মাত্র দুটি উদাহরণ চয়ন করছি। প্রথম কবিতাটির নাম 'ব্রজবৃত্তান্ত'।

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি তলে
সাঙ্গিল কি এতদিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত-ধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা !

এই কবিতায় কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মধুররস-রূপে আস্বাদন করেছেন। বাঙালি-মানসে এই বৈষ্ণবীয় প্রেমপিপাসা চিরন্তন গীতিকাব্যের নির্ঝর। সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিরহ-বেদনার গীতোচ্ছ্বাস কত অনিবার্য হয়ে উঠেছে এই প্রসঙ্গে তা লক্ষণীয়।

মধুসূদনের সনেটের বিষয়-বিভাগে আমরা দেখেছি যে তাঁর প্রেম-বিষয়ক

সনেট অত্যন্ত নগণ্য। ‘চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী’র শততম কবিতাটি কবির ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতিতে উজ্জ্বল। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি ;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি ও হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যতদিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে !
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোকে আঁধারে !
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে।

দাম্পত্য-প্রেমের কবিতা হিসাবে সনেটটি অপূর্ব। কবিতার প্রথম চার পংক্তিতে একটি রূপকল্প সৃষ্টি করে কবি তাঁর প্রেমের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। যে নারী তাঁর সংসারে সতত সঙ্গিনী সেই নারীর সঙ্গে তাঁর চিরন্তন প্রেমলীলা —অষ্টক-বন্ধের শেষ দুই পংক্তির একটি সুন্দর উপমায় এ কথাটি কবি সার্থক ভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রেমের কবিতা মধুসূদন বেশি লেখেন নি। কিন্তু সনেটের কঠিন কাঠামোর মধ্যেই এই কবিতায় কবির রোমান্টিক প্রেমানুভূতি গীতোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকাব্যের জনয়িতা। সনেটই তাঁর গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ-বাহন। সনেটের সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ কাঠামোর মধ্যে তাঁর কবিআবেগ বিচিত্র বিষয়ে শতধারায় উৎসারিত হয়েছে। বাংলা কাব্য-সংসারে মধুসূদন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর মহাকাব্য বা পত্রকাব্য-রীতি বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত হলেও সনেট-কলাকৃতিই পরবর্তী-কালে সবচেয়ে মর্যাদা পেয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে

অধ্যাপক সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—'সনেটই' নবীন বাঙ্গালা কবিতায় মধুসূদনের সফলতম সৃষ্টি।'[৩৬]

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেই মধুসূদন এই ভাষায় গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ-বাহন হিসাবে সনেটের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। এবং শুধু তাই নয় নিজের কাব্য-সাধনায় তিনি সেই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি, ২য় সং ১৩৬১ ; পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৪

২. যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ৪র্থ সং ১৩১৪ ; পৃষ্ঠা ৮৯-৯০

৩. 'কবিমাতৃভাষা' পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে 'বঙ্গভাষা' নামে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে সংযোজিত হয়েছে।

৪. মধুস্মৃতি, পৃষ্ঠা ২৭৪

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২৬১

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৭

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৫

৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, পৃষ্ঠা ৫৭৫-৫৭৬

৯. গৌরদাসকে লেখা যতীন্দ্রমোহনের চিঠি দ্রষ্টব্য।—'I have perused the four sonnets'. মধুস্মৃতি, পৃ. ২৭৭

১০. আমাদের এই আলোচনায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রকাশিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৬৮) এবং 'বিবিধ-কাব্য' (৪র্থ সং ১৩৬২) আকর-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১১. 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' প্রকাশিত 'চতুর্দ্দশপদীকবিতাবলী'র ভূমিকায় (পৃ. ৸৴.) বিদ্যাসাগরের পীড়ায় সংবাদে রচিত কবিতাটিকে (শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি) সনেট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই কবিতাটি ষোল পংক্তির একটি সাধারণ গীতি-কবিতা মাত্র।

১২. চতুর্দশপদী কবিতাবলীর উপক্রম-১, বঙ্গভাষা, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদূত, বউ কথা

কও, যশের মন্দির, কবি, দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, সায়ংকাল, নিশা, বটবৃক্ষ, সূর্য্য, নন্দনকানন, ঈশ্বরী পাটনী, প্রাণ, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষো, শ্মশান, করুণরস, বিজয়াদশমী, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, বীররস, শৃঙ্গার রস-১, শৃঙ্গার রস-২, সুভদ্রা, রৌদ্ররস, দুঃশাসন, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপক্ষী, যশঃ, ভাষা, সাংসারিক জ্ঞান, পুরুরবা, তারা, পণ্ডিতবর থিওডোর, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামায়ণ, ভারতভূমি, আমরা, বাল্মীকি, শ্রীমন্তের টোপর, মিত্রাক্ষর, ব্রজবৃত্তান্ত, ভূতকাল, ১০০ নং, আশা এবং বিবিধকাব্যের পুরুলিয়া ও কবির ধর্মপুত্র এই ৫৬টি সনেটের অষ্টকের দুই চতুষ্কের মাঝে পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ আছে।

১৩. চতুর্দশপদী কবিতাবলীর উপক্রম-১, বঙ্গভাষা, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদূত-১, বউ কথা কও, পরিচয়-১, পরিচয়-২, দেবদোল, অশ্বিনমাস, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, ছায়াপথ, কুসুমে কীট, বটবৃক্ষ, সূর্য্য, নন্দনকানন, সরস্বতী, ঈশ্বরী পাটনী, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, প্রাণ, রাশিচক্র, সুভদ্রাহরণ, ভরসেলস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শ্মশান, করুণরস, সীতাবনবাসে-২, বিজয়াদশমী, বীররস, গোগৃহ-রণে, কুরুক্ষেত্র, শৃঙ্গাররস, ১, শৃঙ্গাররস-২, সুভদ্রা, হিড়িম্বা-১, নূতনবৎসর, কেউটিয়া সাপ, দ্বেষ-২ যশঃ, ভাষা, সাংসারিক জ্ঞান, পুরুরবা, শনি, অর্থ, কবিবর হ্যূগো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামায়ণ, পৃথিবী, শকুন্তলা, মিত্রাক্ষর, ব্রজবৃত্তান্ত, ভূতকাল, ১০০ নং, সমাপ্তে এবং বিবিধ কাব্যের ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে, পুরুলিয়া, পরেশনাথ গিরি, কবির ধর্মপুত্র ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী এই ৬৪টি সনেটের ষট্কের দুই ত্রিকের মাঝে ছেদ আছে।

১৪. চতুর্দশপদী কবিতাবলীর উপক্রম-১, উপক্রম-২, বঙ্গভাষা, কমলেকামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদূত-১, বউ কথা কও, পরিচয়-২, যশের মন্দির, কবি, দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, নিশা,

ছায়াপথ, কুসুমে কীট, বটবৃক্ষ, সূর্য্য, সীতাদেবী, নন্দনকানন, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বরী পাটনী, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, প্রাণ, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, বঙ্গদেশে একমান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, শ্মশান, করুণরস, বিজয়াদশমী, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, বীররস, শৃঙ্গাররস-১, শৃঙ্গাররস-২ সুভদ্রা, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস, দুঃশাসন, হিড়িম্বা-১, হিড়িম্বা-২, নূতনবৎসর, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপক্ষী, দ্বেষ-২, যশঃ, ভাষা, সাংসারিক জ্ঞান, পুরুরবা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, শনি, তারা, অর্থ, কবিগুরু দান্তে, পণ্ডিতবর থিওডোর, কবিবর টেনিসন, কবিবর হ্যুগো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামায়ণ, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, ভারতভূমি, আমরা, শকুন্তলা, বাল্মীকি, শ্রীমন্তের টোপর, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, মিত্রাক্ষর, ব্রজবৃত্তান্ত, ভূতকাল, ১০০ নং, আশা ; এবং বিবিধ কাব্যের পুরুলিয়া, কবির ধর্মপুত্র ও পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী এই ৭৯টি সনেটে অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ আছে।

১৫. অধ্যাপক ডঃ নীলরতন সেন মহাশয় তাঁর 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' (১৯৬২) গ্রন্থে মধুসূদনের ১০৮টি সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মেঘদূত-১, ছায়াপথ, সীতাদেবী, উর্ব্বশী, রৌদ্ররস, উদ্যানে পুষ্করিণী, কেউটিয়া সাপ, সাগরে তরী, সংস্কৃত ও বাল্মীকি এই দশটি সনেটের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। উল্লিখিত গ্রন্থ পৃ. ৭৬-৭৯। এর মধ্যে 'বাল্মীকি' সনেটটির পঞ্চম পংক্তির শেষ শব্দটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'-তে মুদ্রণপ্রমাদবশত 'কারণে' মুদ্রিত হয়েছে। এই শব্দটি হবে 'কারণ'।

১৬. জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা-১৭৫

১৭. এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে বঙ্গভাষা সনেটের ষট্‌কের তপপ তঙঙ মিলবিন্যাস চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবের্তির কয়েকটি সনেটের ষট্‌কের আদর্শে রচিত। ইংরেজি সনেট সাহিত্যের প্রথম যুগে ওয়াট ও সিডনি উল্লিখিত মিলের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এমন কি মধুসূদনের প্রিয় কবি মিল্টনের একটি সনেটের ষট্‌কও (Cromwell our chief of men) এই মিলবিন্যাসে রচিত।

১৮. অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্রসিংহ রায় তাঁর 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা' গ্রন্থে (পৃ ১০৪-১০৯) বলেছেন মধুসূদনের মোট মিলসংখ্যা ৪৩৫টি, তারমধ্যে ১২৯টি স্বতঃস্বরান্ত ও ২৯১টি এ-বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন স্বরান্ত মিল। তাঁর মতে মধুসূদনের সনেটের ব্যঞ্জনান্ত মিলসংখ্যা ১৫টি। ডঃ সিংহরায় ৭৪ নং পুরুরবা সনেটের মোট মিল ধরেছেন ৪টি, কিন্তু ঐ সনেটের মিলসংখ্যা ৩টি। সুতরাং, মধুসূদনের সনেটের মোট মিল-সংখ্যা ৪৩৪টি। দ্বিতীয়ত, তিনি ৩ নং, ৪৭ নং ৬৯নং এবং ১০৬ নং সনেটের স্বতঃস্বরান্ত মিল বলেছেন যথাক্রমে ২, ১, শূন্য এবং ২ কিন্তু ঐ সনেটগুলিতে স্বতঃস্বরন্ত মিলের সংখ্যা যথাক্রমে ৩,২,১ ও ১। অধ্যাপক সিংহরায় ৩নং এবং ৬৯নং সনেটে স্বরান্ত মিলকে ব্যঞ্জনান্ত মিল ধরেছেন বলে তাঁর হিসাবে মধুসূদনের ব্যঞ্জনান্ত মিল হয়েছে ১৫টি। ৩ নং ও ৬৯ নং সনেটের মিলবাহী শব্দগুলো যথাক্রমে রতন, ভ্রমণ, মনঃ, কানন, এবং মনঃ. জন, কানন ও বিতরণ। দুই ক্ষেত্রেই কবি মনঃ শব্দ ব্যবহার দ্বারা উল্লিখিত শব্দগুলির স্বরান্ত উচ্চারণ প্রার্থনা করেছেন।

১৯. উপক্রম-২—১টি, কমলেকামিনী—১টি, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি—১টি, কাশীরাম দাস—২টি, কবি—১টি, কবিতা—১টি, মহাভারত—১টি, প্রাণ—১টি, রাশিচক্র—১টি, কিরাত-আর্জ্জুনায়ম্—২টি ও বাল্মীকি—১টি ; মোট ১৩টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

২০. শ্রীপঞ্চমী, কপোতাক্ষ নদ, নদাতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে, সীতারবনবাসে, যশঃ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অর্থ, কবিবর ভিকৃতর হ্যুগো, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, আমরা, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া ও মিত্রাক্ষর এই তেরটি সনেটের সর্বত্র এ-বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন স্বারান্ত মিল ব্যবহৃত হয়েছে।

২১. মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ, (১৩৫২) বাংলা সনেট, পৃষ্ঠা ১৫২

২২. ডঃ নীলরতন সেন—আধুনিক বাংলা ছন্দ (১৯৬২) পরিশিষ্ট খ; পৃ.৩১

২৩. E. Thomson—Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist; Page 15

২৪. বাংলা কবিতার ছন্দ, বাংলা সনেট ; পৃষ্ঠা ১৫৪

২৫. বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্যচর্চা

২৬. বুদ্ধদেব বসু—স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত , পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭

২৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, পৃঃ ৫৮৩

২৮. শশাঙ্কমোহন সেন—মধুসূদন (২য় সং, ১৯৫৯) পৃঃ ১৩১

২৯. মধুস্মৃতি, পৃঃ ২৭০

৩০ সীতাকে অবলম্বন করে সীতাদেবী, সীতাবনবাসে-১ ও ২ এই তিনটি সনেট রচিত। কৃত্তিবাস, ভাষা ও রামায়ণেও সীতা প্রসঙ্গ আছে।

৩১. 'বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষ্যে' সনেট দ্রষ্টব্য।

৩২. কল্পনা, কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্, গোগৃহ রণে, সুভদ্রা, উর্ব্বশী ও পরেশনাথ গিরিতে পার্থ-প্রসঙ্গ আছে।

৩৩. সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৩৭

৩৪. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৪৫

৩৫. রবীন্দ্ররচনাবলী-১৩ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃঃ ৯০০-৯০১

৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট : মধুসূদন-অনুসারী কবিগণ

১

রামদাস সেন

মধুসূদন তাঁর কাব্য-সাধনায় বাংলা ভাষায় সনেট-কলাকৃতির যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছিলেন, তাঁর অনুসারী কবিগণ কিন্তু তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। এই পর্বের প্রধান দুই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন মধুসূদন প্রদর্শিত মহাকাব্যের পথ অনুসরণ করলেও তাঁরা সনেট বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী ছিলেন না। হেমচন্দ্র একটিও সনেট রচনা করেন নি, নবীনচন্দ্র চৌদ্দ পংক্তির 'প্রতিকৃতি'-শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটাও সনেট নয়। অথচ তাঁর 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যসংগ্রহের এই কবিতাটিকে তিনি সনেট বলে নির্দেশ করেছেন। এগার ও বারো মাত্রায় রচিত চৌদ্দ পংক্তির এই কবিতাটিতে শেক্সপীরীয় রীতির কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ মিল ব্যবহৃত হয়েছে সত্য কিন্তু সনেটের রূপ-বিন্যাসের কোন ঐশ্চর্য এই কবিতাটির মধ্যে ধরা পড়ে নি। এই পর্বের কবি ও সমালোচকেরা আসলে সনেট বলতে বুঝেছেন চৌদ্দ পংক্তির ছোট কবিতা। ভাবতে অবাক লাগে যে, মধুসূদনের ১০৮টি সনেট তাঁদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সনেটের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপবিন্যাস সম্পর্কে সঠিক কোন প্রত্যয় অর্জন করতে পারেন নি।

মধুসূদন-পর্বের মাত্র তিনজন অপ্রধান কবি তাঁর চতুর্দশপদী কবিতার অনুসরণে কবিতা রচনার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম অনুসরণ 'কবিতাবলী' (১৮৬৭) রচয়িতা রামদাস সেনের (১৮৪৫-১৮৮৭) 'চতুর্দশপদী কবিতামালা' (১৮৬৭)।'[১] রামদাস সেনের 'চতুর্দশপদী কবিতামালা'-তে মোট ৫৪টি কবিতা আছে। তার মধ্যে ৫২টি চৌদ্দ পংক্তিতে রচিত।[২] মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যে চৌদ্দ পংক্তির 'নানাবিষয়িণী কবিতাকলাপ' রচনায় ব্রতী

হয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কবিতাগুলির নিম্নলেখ তের প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যে।

১. আত্মপরিচয় : আমি।

২. কবিতর্পণ : কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি, আচার্য্য গোবর্দ্ধন, ময়ূর ভট্ট, সুকবি শ্রীশিহ্লণ মিশ্র, কবিকর্ণপুর, ভর্ত্তৃহরি, কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব।

৩. কাব্যরসোদ্গার : কপালকুণ্ডলা, বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী।

৪. ব্যক্তি-বন্দনা : পাদ্রি লংসাহেব, ডক্টর মোক্ষমূলর, রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির দর্শন, অহল্যাবাই, মহাত্মা গোকুল দাস তেজপাল।

৫. প্রকৃতি : তুষারাবৃত গিরি, ফিঙ্গাপক্ষী, পর্ব্বতময় প্রদেশে ঝড়বৃষ্টি, রাত্রিকালে সমুদ্রদর্শন, রাত্রি এবং প্রভাত-১ ও ২, বিদ্যুৎ, চাতক।

৬. ব্যক্তিগতশোক : বন্ধুবিয়োগ ১ ও ২।

৭. ইতিহাস : মুঙ্গের দুর্গ, কাশীমবাজারের ধ্বংস, রাজা নন্দের সভায় অপমানিত চাণক্য পণ্ডিতের উক্তি, সেরাজুদ্দৌলার প্রেতস্তম্ভ দর্শনে-১ ও ২।

৮ দেশপ্রেম : বীর বাক্যাবলী-১ ও ২, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, জন্মভূমি।

৯. তত্ত্ব : পাপীর খেদ-১,২ ও ৩, বালক, যুবা-১ ও ২, সংসার।

১০. সংগীত : সঙ্গীত।

১১. সমাজসমালোচনা : ইয়ংবেঙ্গল—ভণ্ডতপস্বী।

১২. ধর্ম : ভগবান শঙ্করাচার্য্য, পরম ভগবত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব।

১৩. প্রেম : দাম্পত্যপ্রেম, রাখাল ও তাহার প্রণয়িনী, রোদাবার রূপবর্ণন, শোকাকুলা কামিনী।

রামদাস সেনের উল্লিখিত কবিতাগুলি বিচিত্র-বিষয়ী হলেও এগুলির কোনটিই মধুসূদন-কথিত চতুর্দশপদী কবিতা নয়। ৫২টি কবিতার মধ্যে ৪৯টি প্রাচীন পয়ারের মিত্রাক্ষরা দ্বিপদীতে রচিত, পয়ার পদের প্রথম মিলের শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পদের মিলের শেষে দুই দাঁড়ি ব্যবহার করে তিনি

একান্তভাবে প্রাচীন পয়ারের আনুগত্য স্বীকার করেছেন মাত্র। সুকবি শ্রীশিহ্লণ মিশ্র, পর্ব্বতময় প্রদেশে ঝড়বৃষ্টি ও বীর বাক্যাবলী-২ এই তিনটি কবিতা আবার সম্পূর্ণতই মিলহীন। মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র অনুসরণে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন'চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা'। কিন্তু মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস তাঁকে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত করে নি। তিনি বুঝতেই পারেন নি যে বিশেষ প্রকারের মিলবিন্যাসই সনেট রচনার প্রথম সর্ত। ফলত মধুসূদনের চতুর্দশপদীর অনুসরণে তিনি কেবলমাত্র সনেট-কল্প পয়ার-চতুর্দশীই রচনা করেছেন। তবে খুব সম্ভবত তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই ছয়টি চতুর্দশীর অষ্টক ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন।[৩] সনেটের বিলবিন্যাসে চূড়ান্ত শিথিলতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর চতুর্দশীতে আবর্তনসন্ধি কি ভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা 'কবিকর্ণপুর' কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যাক :

বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে তমালের তলে,
রাধিকা-রমণে ঘোর গোপিকা সকলে,
বাজান মধুর বীণা, রবাব মোচঙ্গ
কেহ বা সঙ্গীতে মগ্না, কেহ করে রঙ্গ
পেয়ে শ্যাম গুণমণি,—গোকুল-রতন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা মূর্ত্তি সুমোহন।
শ্যাম বামে শ্রীরাধিকা (ব্রজের রূপসী)।
ভূতলে পতিত যেন পূর্ণিমার শশী ॥
পাইয়া নয়ন দিব্য হরির কৃপায়।
মানসের পটে তুমি এই সমুদায় ॥
হেরিয়া ব্রজের লীলা হইয়া মোহিত,
'আনন্দ শ্রীবৃন্দাবন' করিলা রচিত।
গদ্য পদ্যময় তব চম্পূ মনোহর।
শ্রবণে শ্রবণ তৃপ্ত হয় নিরন্তর ॥

অষ্টক-বন্ধে কবি অলৌকিক বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করে ষট্‌ক-বন্ধে কবিকর্ণপুরের কাব্যে সেই লীলা কি রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই বর্ণনা করেছেন কিন্তু মিলবিন্যাসের শিথিলতায় ভাবপ্রবাহের আবর্তন পাঠকের মনে কোনো রেখাপাত করতে পারে নি। তবে উদ্ধৃত কবিতাটির মতোই

তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে তিনি সহজ সরল ভাষায় চৌদ্দ পংক্তির পরিমিত পরিসরে নিজ বক্তব্য ব্যক্ত করার কৌশল অর্জন করেছিলেন—মধুসূদনের সনেট-কলাকৃতির অনুসারী কবি হিসাবে এটুকুই তাঁর কৃতিত্ব।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা'র ভাষা ও ছন্দে মধুকবির প্রভাব স্পষ্ট। কবিতাগুলির মিলবিন্যাসে হলন্ত অক্ষরের চেয়ে স্বরান্ত অক্ষরের আধিক্যেই শুধু নয় তাঁর কয়েকটি[৪] চতুর্দশীতে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহারেও রয়েছে তার প্রমাণ। মূলত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা'য় রামদাস মধুসূদনের চতুর্দশপদীকে সামগ্রিকভাবে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সনেট সম্পর্কে তাঁর বোধ পরিচ্ছন্ন ছিল না বলে সে প্রচেষ্টা অভিলষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

২

রাধানাথ রায়

রাধানাথ রায় ছিলেন উৎকল-বাসী, তবে বাংলাভাষা তিনি তাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়ার মতই আয়ত্ত করেছিলেন। মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলা ভাষায় সনেট চর্চায় ব্রতী হন। তাঁর সনেট-কল্প কবিতাগুলি 'কবিতাবলী, ২য় খণ্ড' (১৮৭৩) কাব্যসংকলনে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মোট ৪৪টি কবিতার মধ্যে ৪১টি চৌদ্দ পংক্তির কবিতা।[৫] রাধানাথ তাঁর এই ৪১টি কবিতার গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাসে রামদাস সেনের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সনেট-কলাকৃতির স্বরূপাভিমুখী হতে পেরেছেন। তাঁর ২২টি কবিতায় অষ্টক-ষট্‌ক ভাগ আছে, ১১টি কবিতার অষ্টকের দুই চতুষ্কের উপবিভাগ রয়েছে এবং ১৫টি কবিতার ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগও স্পষ্ট। অবশ্য মিলবিন্যাসে তিনি যথেচ্ছ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। ফলত সনেট রচনা করতে গিয়ে তিনি সনেট-কল্প পয়ার-চতুর্দশীই রচনা করেছেন। তাঁর ৪১টি চতুর্দশীর মিলবিন্যাস-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই আমাদের মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

১. **ঈশ্বর স্তোত্র—কখখক গঘগঘ ঙপঙপঙপ**

২. **নগোৎসঙ্গে হ্রদ—কখকখ গঘগঘ গঘঙপঙপ**

৩. মহাশ্বেতা—কখখক গগকঘ ততঘঘকঘ
৪. সাবিত্রী—কখকখ গগঘক কঘতপতপ
৫. মন্মথ—কখকখ ককগঘ গতপঙপঙ
৬. তিলোত্তমা—কখখক গগকখ ততখ পপখ
৭. গিরি-নির্ঝরিণী—কখকখ কখগখ গখতপতপ
৮. নিবাত-কবচ যুদ্ধে—কখকখ খগগখ তপপতপত
৯. শ্রেণীবদ্ধ তারাত্রয়—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
১০. রতি—কখখক গঘঘগ তপতপ ঙঙ
১১. দময়ন্তী—কখকখ কখখগ গখকততক
১২. কোন ঐশ্বর্য্যশালীর প্রতি—কখকক খগখগ তপঙ তপঙ
১৩. ব্রাহ্মণী তীর—কখখক খখগঘ গঘতখতখ
১৪. যুবক—কখখক গঘকচ ততচ পপচ
১৫. আশা—কখখক গগকঘ ততঘ পপঘ
১৬. মাধব—কখকখ কখকখ তখপতপত
১৭. তৃণাবৃত চন্দ্রমল্লিকা—কখখক গগকঘ ততঘ পপঘ
১৮. কপালকুণ্ডলা—কখখক গঘঘগ তপপত তত
১৯. কমলিনী—কখকখ গঘঘগ তপপত ঙঙ
২০. স্বীয়বনিতার প্রতি বিদেশীর প্রত্যুত্তর—কখকখ গঘগঘ গঘতপতপ
২১. অশোক—কখখক গগকঘ খখঘ ততঘ
২২. শরৎ—কখখক গগঘখ ততখ পপখ
২৩. শচী—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
২৪. পাতকী—কখকখ গঘঘগ তপঙ তপঙ
২৫. শীতকাল—কখখক গগকখ ততখ পপখ
২৬. রোশিনারা—কখকখ গগঘচ চঘত চচত
২৭. ঘরঢুকী—কখখক গগকঘ ততঘ পপঘ
২৮. প্রতারিত প্রেমিক—কখকখ গঘগঘ খততখ খখ
২৯. নবপ্রণয়ী—কখখক গককগ ততগ পপগ
৩০. চন্দ্রের পার্শ্বে তারা—কখকখ গঘগঘ গতগত গগ
৩১. কুমুদ্বতী—কখগক খগকঘ ঘকতপপত
৩২. সতী—কখকখ খগগখ ততত পপত

৩৩. কোন বিদেশীয় বন্ধুর প্রতি—কখকখ কখগঘ ঘগতপতপ
৩৪. শোণিতা নদী—কখখক গঘগঘ ততপ ঙঙপ
৩৫. হিংসা—কখকখ গঘঘগ ততপ ঙপঙ
৩৬. দুর্জন—কখকখ গগখঘ ততঘ পপঘ
৩৭. ক্রোধ—কখখক কগগক তগগত পপ
৩৮. বিজ্ঞান—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
৩৯. দাশরথি—কখখক গঘগঘ তপপত ঙঙ
৪০. চন্দ্রোদয়ে কুররীর রবশ্রবণে—কখকখ কখগখ গখতপতপ
৪১. দণ্ডকারণ্য—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ

রাধানাথ রায়ের উল্লিখিত ৪১টি কবিতায় চার থেকে সাত মিল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। একটি কবিতার (মাধব) প্রথম আট পংক্তিতে দুই মিল, অন্যত্র এই মিলসংখ্যা তিন থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রসারিত। রাধানাথ অষ্টকের দুই চতুষ্কে সংবৃত-বিবৃত মিল যোজনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার কোন সনেট ধারাকেই অনুসরণ করে নি। ষট্ক-বন্ধের মিলবিন্যাসে তাঁর যথেচ্ছাচার আরো প্রকট। প্রায়শই তিনি অষ্টকের কোন না কোন মিলকে ষট্কে টেনে এনেছেন। মাত্র চৌদ্দটি কবিতার (১, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৮ ও ৪১ নং) ষট্কে তিনি অষ্টকের কোন মিল ব্যবহার করেন নি। এই কবিতাগুলির মধ্যে ১, ৯, ২৩, ৩৮ ও ৪১ নং কবিতার অষ্টক দুটি ভিন্ন মিলের চতুষ্কে ও ষট্ক অন্য দুই মিলে গঠিত। এই পাঁচটি কবিতা মিলবিন্যাসের দিক থেকে অভিনব। মিলবিন্যাসের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি এই পাঁচটি কবিতায় ব্যবহৃত হওয়ায় এদের বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক রীতির সনেটের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু বাকি কবিতাগুলির অষ্টকের মিলবিন্যাসে যথেচ্ছচারিতা থাকায় ওগুলিকে কোন বিশেষ রীতির সনেট বলা যায় না। রাধানাথের ৬, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২২, ২৫, ২৭, ২৯, ৩৪ ও ৩৬ নং কবিতার ষট্কবন্ধের মিলবিন্যাসে ফরাসি সনেটের প্রভাব বিদ্যমান। ৩৪ নং কবিতার ষট্কে ফরাসি সনেটের ততপ ঙঙপ মিল ব্যবহৃত হয়েছে। রাধানাথ ফরাসি সনেটের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সম্ভবত এ সাদৃশ্য সম্পূর্ণই আকস্মিক।

রাধানাথ তাঁর ১০, ১৮, ১৯, ২৮, ৩০, ৩৭ ও ৩৯ নং কবিতা মিত্রাক্ষর

যুগ্মকে সমাপ্ত করেছেন। এর মধ্যে ১০ নং কবিতাটির মিলবিন্যাস অনেকটা শেক্সপীরীয়। কিন্তু এই কবিতার প্রথম দুই চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত—শেক্সপীরীয় সনেটের মতো বিবৃত মিলে নয়। সুতরাং এই কবিতাদুটিকে ভঙ্গ শেক্সপীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত বাকি ছ'টি কবিতার মধ্যে ১৯ ও ৩৯ নং কবিতা দুটির অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। অন্য চারটি কবিতা মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হলেও এদের মিলবিন্যাস যথেচ্ছ ও অনিয়মিত। সুতরাং এগুলিকে আমরা শিথিল শেক্সপীরীয় সনেট বলে গণ্য করতে পারি।

রাধানাথের ১৯, ৩৮ ও ৩৯ নং কবিতার অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে দ্বিবিধ বৈচিত্র্যে আবর্তনসন্ধি রচিত হয়েছে। প্রথম, কারণ থেকে কার্যে ১৯ নং কবিতায়; দ্বিতীয়, পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে ৩৮ ও ৩৯ নং কবিতায়। এই তিনটি কবিতায় আবর্তনসন্ধি থাকলেও মিলবিন্যাসে অনিয়ম ঘটেছে। আবর্তনসন্ধির কথা মনে রেখে এই কবিতা তিনটিকে আমরা শিথিল পেত্রার্কান রীতির মর্যাদা দিচ্ছি। সুতরাং রাধানাথের ৪১টি চতুর্দশ পংক্তিতে রচিত কবিতার মধ্যে পাঁচটিকে শেক্সপারীয় মণ্ডলের, তিনটিকে পেত্রার্কীয় মণ্ডলের এবং চারটিকে (এই রীতির একটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে পেত্রার্কীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে ধরা হয়েছে) বিশেষ রোমান্টিক রীতির সনেট বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাকি ২৯টি কবিতাকে আমরা পয়ার-চতুর্দশীর বেশি সম্মান দিতে পারি না।

রাধানাথের সনেট ও সনেটকল্প কবিতাগুলির মিল, ভাষা ও ছন্দে মধুসূদনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। তাঁর ৪১টি কবিতায় ২২৮টি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ২১০টি স্বরান্ত ও ১৮টি ব্যঞ্জনান্ত মিল। আবার ২১০টি স্বরান্ত মিলের মধ্যে ১৫০টিই এ-কারান্ত মিল। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা বলা যায় যে, রাধানাথ তাঁর কবিতার মিল রচনায় মধুসূদনকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দের দিক থেকেও তিনি এ বিষয়ে মধুসূদনেরই অনুসারী। তাঁর উল্লিখিত ৪১টি কবিতার সর্বত্র চৌদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ঐ কবিতাগুলির কোন না কোন অংশ প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্তে রচিত। রাধানাথের হাতে মধুসূদনের সনেটের ছন্দ কি পরিণতি লাভ করেছে তা বোঝাবার জন্য তাঁর 'কুমুদ্বতী' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি।

যথা যবে সুরাসুর মথিলা সাগরে,
ভেদি ক্ষীরোদের শুভ্র ফেনিল লহরী,
বাহিরিল পারিজাত প্রসুন—ভূষণে
বিমণ্ডিত ; আহা ! যথা সে তরু-উপরে
ক্ষীরোদবাসিনী রমা, রূপে আলো করি
দশ দিশ বিরজিলা সুনীল-প্রাঙ্গণে
গগনের ; লো সরযূ ! তব কলেবরে
শোভেন পন্নগ যথা—শিরোদেশে মণি
সুধবল—বাহুযুগে কনক-বরণা
কুমুদ্বতী, মৃদু মধু হাসি বিম্বাধরে।
নীরোধি যেমন কোটি লহরী-মুকুরে
ধরি সে মোহন ছবি, নাচিলা হরষে,
নাচলো তটিনি ! পরি এ ছবি উরসে
নিনাদি মধুর বলে, রঘুরাজ-পুরে।

রাধানাথ চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় চৌদ্দ মাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে যে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন এই কবিতাটিই তার প্রমাণ। সনেটের রূপ-নির্মাণে চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবি রামদাস সেনের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত এই কবিতায় রাধানাথের ভাষাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সম্বোধনাত্মক শব্দ 'লো সরযূ', 'সুধবল' শব্দে বিশেষণের প্রয়োগ. বিস্ময় সূচক অব্যয় 'আহা', নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ 'বাহিরিল', 'বিরাজিলা', 'নীরোধি,' 'নাচিলা', 'নিনাদি' এবং সর্বোপরি এই কবিতার শব্দবিন্যাস ও শব্দ-ব্যবহার মধুসূদনের ভাষারই ছায়াবহ। বস্তুত রাধানাথের কাব্যসাধনা মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ঐতিহ্যকেই যথাশক্তি অনুসরণ করেছে।

রাধানাথ রায়ের সনেট ও চতুর্দশীগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই দিক দিয়েও তিনি মধুসূদনের অনুসারী। রাধানাথ তাঁর ব্যক্তিমনের বিভিন্ন অনুভবকে সনেট আকারে বিধৃত করতে চেয়েছেন। তাঁর উল্লিখিত ৪১টি কবিতা বিষয়ানুসারে দশটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. স্তব : ঈশ্বর স্তোত্র, যুবক, আশা, পাতকী, সতী, হিংসা, দুর্জন, ক্রোধ, বিজ্ঞান।

২. প্রকৃতি : নগোৎসঙ্গে হ্রদ, গিরি-নির্ঝরিণী, শ্রেণীবদ্ধ তারাত্রয়, ব্রাহ্মণী তীর, তৃণাবৃত চন্দ্রমল্লিকা, কমলিনী, অশোক, শরৎ, শীতকাল, ঘরচুকী, চন্দ্রের পার্শ্বে তারা, কুমুদ্বতী, চন্দ্রোদয়ে কুররীর রব শ্রবণে, দণ্ডকারণ্য।

৩. কাব্যরসোদ্গার : মহাশ্বেতা, সাবিত্রী, তিলোত্তমা, নিবাত-কবচ যুদ্ধে রতি, দময়ন্তী, কপালকুণ্ডলা।

৪. দেববন্দনা : মন্মথ, মাধব, শচী।

৫. ব্যক্তিবন্দনা : কোন ঐশ্বর্য্যশালীর প্রতি।

৬. প্রেম : স্বীয় বনিতার প্রতি, প্রতারিত প্রেমিক, নবপ্রণয়ী।

৭. ইতিহাস : রোশিনারা।

৮ বন্ধুপ্রীতি : কোন বিদেশীয় বন্ধুর প্রতি।

৯. আত্মকথা : শোণিতা-নদী।

১০. শোক : দাশরথি।

রাধানাথ ‘চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী’র আদর্শে সনেট রচনা করতে গিয়ে মধুসূদনের সনেটের মিল-রচনা, ছন্দ, ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্র্যের ধারাকে তাঁর চতুর্দশীর মধ্যে যোগ্যতার সঙ্গেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু সনেটের সুপরিকল্পিত মিলবিন্যাস ও অন্তরঙ্গ স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই মধুসূদনের সনেটের আদর্শ অনুসরণ করেও তিনি এই বিষয়ে বাঞ্ছিত সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি।

৩

রাজকৃষ্ণ রায়

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫২-১৮৯৪) তাঁর ‘বঙ্গভূষণ’ (১৮৭৩) কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—‘মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গ ভাষার প্রথম সৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতার অনুসরণ করিয়া ‘বঙ্গভূষণ’ রচনা করিলাম।’ কবির এই উক্তি থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তিনি সচেতন ভাবেই তাঁর ‘বঙ্গভূষণ’ কাব্যগ্রন্থের ৬৭টি কবিতায় মধুসূদনের

চতুর্দশপদী কবিতার আদর্শ অনুসরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থের 'ক্ষেত্রমোহন বসাক' ও 'প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ' কবিতাদুটি যথাক্রমে বারো ও পনের পংক্তিতে রচিত। বাকি ৬৫টি কবিতা অবশ্য চতুর্দশ পংক্তির। কিন্তু এই ৬৫টি কবিতার মিলবিন্যাসে রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের আদর্শ যথাযথ অনুসরণ করেন নি। প্রথমত তাঁর কবিতার মিলসংখ্যা চার থেকে সাত পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয়ত কবিতাগুলির প্রথম আট পংক্তিতে প্রায় সর্বত্রই চার মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এবং বহুক্ষেত্রে কবি অষ্টকের কোন কোন মিল ষট্‌কে নির্দ্বিধায় টেনে এনেছেন। ২৩টি কবিতা শেক্সপীয়রের সনেটের মতো মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত। কিন্তু এই কবিতাগুলির চতুষ্ক-ত্রয়ের মিলবিন্যাসে তিনি শেক্সপীরীয়-রীতি যথাযথ মান্য করেন নি। এই ২৩টি কবিতার মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. মধুসূদন গুপ্ত—কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
২. মধুসূদন দত্ত—কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
৩. দাশরথি রায়—কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
৪. শ্রীচৈতন্যদেব—কখকখ গঘধগ তপতপ ঙঙ
৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—কখকখ গঘঘগ তঘতঘ পপ
৬. রামমোহন রায়—কখকখ গধঘগ তপতপ ঙঙ
৭. মতিলাল শীল—কখকখ গঘঘগ কতকত কক
৮. প্রসন্নকুমার ঠাকুর—কখকখ গঘগঘ তঘতঘ পপ
৯. জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন—কখকখ গঘঘগ তকতকপপ
১০. শম্ভুনাথ পণ্ডিত—কখকখগঘগঘ তপপত ঙঙ
১১. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—কখকখগগঘচঘচঘচতত
১২. গোপাল ভাঁড়—কখকখ গকগক তককত পপ
১৩. হরিশচন্দ্র মিত্র—কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ
১৪. ভরত মল্লিক—কখখকগকগক তপপত ঙঙ
১৫. কৃত্তিবাস—কখকখ গখগখ তপপত গগ
১৬. নিত্যানন্দ—কখকখ গখঘগ তখতখ পপ
১৭. শুভঙ্কর দাস—কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ
১৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ—কখকখ গঘগঘ তখতখ পপ
১৯. রামপ্রসাদ সেন—কখখক গঘগঘ তপতপ ঙঙ

২০. দাড়িম্বা দেবী—কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ
২১. ভৈরবনাথ সান্যাল—কখকখ গঘঘগ তপপতঘঘ
২২. দীনবন্ধু মিত্র—কখকখ গঘগঘ তপপত ঙঙ
২৩. রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—কখকখ গখগখ তপতপ ঙঙ

উল্লিখিত ২৩টি কবিতার মধ্যে ১৫টির চতুষ্ক-ত্রয়ের শেষে ছেদচিহ্ন আছে। ৫টি কবিতার প্রথম চতুষ্ক এবং ২টির তৃতীয় চতুষ্ক ছেদহীন। একটি কবিতার কোন চতুষ্কের শেষে ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নি। তিনটি চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত এই সনেটগুলি বহুলাংশেই শেক্সপীরীয়। ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ১৯, ২০ ও ২২ নং সনেট শেক্সপারীয় সনেটের মতোই সাত মিলে রচিত। অবশ্য শেক্সপীরীয় কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ মিল এই সনেটগুলিতে অনুসৃত হয় নি। তবু এই এগারটি সনেটকে আমরা ভঙ্গ শেক্সপারীয় রীতির সনেট বলে উল্লেখ করতে পারি। বাকি বারোটি সনেটের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। কিন্তু এইগুলির ক্ষেত্রেও কবির ভিন্ন ভিন্ন মিলে চতুষ্ক গঠনের প্রবণতা এবং বিশেষ করে মিত্রাক্ষর যুগ্মকের সমাপ্তির কথা স্মরণ করে এদের আমরা শিথিল শেক্সপারীয় রীতির সনেট বলে গ্রহণ করছি।

রাজকৃষ্ণ রায়ের উল্লিখিত ২৩টি সনেট বাদ দিলে বাকি ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩৫টির অষ্টক-ষট্‌ক ভাগ আছে এবং ২৩টির অষ্টকে দুই চতুষ্কের ও ১৮টির ষট্‌কে দুই ত্রিকের উপবিভাগ স্পষ্ট। এই ৪২টি সনেটের ২৫টিতে ষট্‌কে অষ্টকের কোন মিল ব্যবহৃত হয় নি। সনেটগুলির অষ্টক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন মিলের চতুষ্কে গঠিত এবং ষট্‌কে মিলসংখ্যা সর্বত্রই দুটি। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করার মত :

১. সতীশচন্দ্র রায়—কখখক গঘঘগ তপতপতপ
২. মদনমোহন তর্কালঙ্কার—কখখক গঘঘগ তপতপতপ
৩. বাসুদেব সার্ব্বভৌম—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
৪. বিজয়রক্ষিত—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
৫. রামনিধি গুপ্ত—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
৬. চক্রপাণি দত্ত—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
৭. কৃষ্ণকান্তনন্দী—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
৮. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কখখক গঘঘগ তপতপতপ
৯. মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ

১০. রাধাকান্ত দেব—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
১১. গোবিন্দরাম মিত্র—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১২. চণ্ডীদাস—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১৩. রাণীভবানী—কখকখ গঘগঘ তততপতপত
১৪. বিদ্যাপতি—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
১৫. রঘুনাথ শিরোমণি—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১৬. মহারাজ আদিশূর—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
১৭. বল্লাল সেন—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
১৮. গৌরমোহন আঢ্য—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
১৯. তারাচাঁদ চক্রবর্তী—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
২০. আদিপুরুষ আবুরায়—কখকখ গঘগঘ তপতপতপ
২১. বানেশ্বর বিদ্যালংকার—কখখক গঘগঘ তপতপতপ
২২. দ্বারকানাথ ঠাকুর—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
২৩. কিশোরীচাঁদ মিত্র—কখকখ গঘঘগ তপতপতপ
২৪. কালীপ্রসাদ ঘোষ—কখকখ গখখগ তপতপতপ
২৫. শ্যামাচাঁদ গোস্বামী—কখখক গঘঘগ তপতপতপ

২৪ নং সনেটটি ব্যতীত উল্লিখিত সনেটগুলির অষ্টক দুটি ভিন্ন মিলের চতুষ্কে গঠিত। মিলবিন্যাস কোথাও সংবৃত কোথাও বিবৃত। ২৫টি সনেটের ষট্‌কই দুটি নতুন মিলে বিন্যস্ত। ১৩ নং সনেটের ব্যতিক্রম ছাড়া মিলবিন্যাস সর্বত্রই তপতপতপ। ১৩ নং এবং ২৪ নং সনেট দুটি ছাড়া বাকি ২৩টি সনেটের মিলবিন্যাসে একটা নির্দিষ্ট রীতি অনুসৃত হয়েছে বলে এগুলিকে আমরা বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিহ্নিত করতে পারি। রাধানাথ-ই এই বিশেষ রোমান্টিক রীতির প্রবর্তক। তবে এই বিষয়ে রাজকৃষ্ণ রাধানাথের দ্বারা প্রভাবিত এসব কথা বলা যায় না। কারণ রাধানাথের 'কবিতাবলী' ২য় খণ্ড এবং রাজকৃষ্ণের 'বঙ্গভূষণ' একই বছরে (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ের ১৩নং সনেটটির ষট্‌ক বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি সনেটের আদলে রচিত, তবে এই সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক। এই সনেটটির সামগ্রিক মিলপদ্ধতির জন্য এটাকেও বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলা যেতে পারে।

রাজকৃষ্ণের 'বঙ্গভূষণে'র বাকি কবিতাগুলি অনিয়মিত মিলে রচিত

পয়ার-চতুর্দশী। সনেট-রচনায় তিনি মধুসূদনের সনেটের মিলবিন্যাস-পদ্ধতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারলেও পূর্বসূরীর সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে একেবারে অসচেতন ছিলেন না। তাঁর তেরটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি আটপ্রকার বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

১. উপমেয় থেকে উপমান !: অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২. উপমান থেকে উপমেয় : রামনিধি গুপ্ত, চক্রপাণি দত্ত, কৃষ্ণকান্ত।
৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ : গোবিন্দরাম মিত্র, শ্যামচাঁদ গোস্বামী।
৫. উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত : গৌরমোহন আঢ্য।
৬. কার্য থেকে কারণ : চণ্ডীদাস।
৭. কারণ থেকে কার্য : রাণী ভবানী, মহারাজ আদিশূর, কিশোরীচাঁদ।
৮. অতাত থেকে বর্তমান : প্রতাপাদিত্য।

সামগ্রিকভাবে রাজকৃষ্ণের চতুর্দশ পংক্তির কবিতাগুলিকে সনেট-রীতি হিসাবে নিম্নলেখ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. শেক্সপীরীয় পরিমণ্ডলের সনেট ২৩টি।
২. বিশেষ রোমাণ্টিক রীতির ২৫টি—এই রীতির দশটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে।
৩. সনেট-কল্প পয়ারচতুর্দশী ১৭টি।

রাজকৃষ্ণ তাঁর 'বঙ্গভূষণে'র বিজ্ঞাপনে বলেছেন—'বঙ্গভূষণ প্রচারিত হইল। ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। কবির সমস্ত সনেট ও সনেটকল্প চতুর্দশীগুলি প্রশস্তি-মূলক একই লক্ষ্যাভিমুখী বলে তাতে গতানুগতিকতার স্পর্শ লেগেছে।

মধুসূদনের সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য রাজকৃষ্ণকে আকৃষ্ট না করলেও মধুসূদনের সনেটের ভাষা ও ছন্দের প্রভাব তাঁর কবিতাগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য গুরুর মত তিনি মিল রচনায় কেবলমাত্র স্বরান্ত অক্ষরের দ্বারস্থ হন নি। তাঁর ৬৫টি সনেট ও চতুর্দশীতে মোট ৪০০টি মিলের মধ্যে ১৯৫টি ব্যঞ্জনান্ত। কিন্তু মধুসূদনের মতোই তিনি চৌদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। পূর্বসূরীর প্রবহমাণ ছন্দের প্রতিও তাঁর আসক্তি লক্ষ্য করবার মতো। 'বঙ্গভূষণে'র প্রত্যেকটি কবিতাতেই কবি

প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। রাজকৃষ্ণের সনেটে মধুসূদনের চৌদ্দ অক্ষরের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কতদূর সার্থকতা পেয়েছে তা নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণের সাহায্যে সহজবোধ্য হবে।

এবঙ্গে তোমার যশঃ আজো বিরাজিছে
বিভাতিয়া চারিপাশ ; এ কলিকাতায়
তোমার স্থাপিত বিদ্যা-আলয় সাজিছে,
যাহে বালকেরা সাজে বিদ্যার বিভায়।
অতীব যতনে তুমি এ বিদ্যা ভবনে
পরহিত কামনায় করিলে স্থাপন,
যাহা হতে তব খ্যাতি হতেছে ক্ষরণ,
নির্ঝর যেমতি ঝরে মৃদুর ঝরণে।
যথার্থ হিতাশী তুমি স্বজাতির ছিলে,
এ বঙ্গে তা কে না জানে ?—সবে অবগত ;
মানব জনম তুমি সার্থক করিলে,
সফল করিলে সুখে জীবনের ব্রতঃ।
চিরকাল তরে নাম এ বঙ্গে রাখিলে,
গাইছে তোমার গুণ বঙ্গবাসী যত।

[গৌরমোহন আঢ্য]

কবি এখানে মধুসূদনের ছন্দ অনুসরণ করেছেন মাত্র। শব্দবিন্যাস, সাদৃশ্য-বাচক শব্দ ও নামধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদে মধুসূদনের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কবিকল্পনার যে শক্তিতে কাব্যের ভাষা ও ছন্দ দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে রাজকৃষ্ণের সে শক্তি ছিল না।

মধুসূদনের অনুসারী প্রধান কবিগণ সনেট-কলাকৃতিকে অবহেলা করলেও এই পর্বের অপ্রধান কবিত্রয়—রামদাস, রাধানাথ ও রাজকৃষ্ণ সনেটের মাধ্যমেই তাঁদের কাব্যের পসরা সাজাতে চেয়েছেন। কিন্তু সনেট-কলাকৃতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তাঁদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। তবে সনেটের ধারাকে ব্যর্থ অনুসরণের দ্বারাও যে তাঁরা বাহিত রাখতে পেরেছেন এই জন্যই তাঁরা বাংলা সনেট সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ৪র্থ সং ১৩৬৯ পৃঃ ১৭০।

২. রামদাস সেনের গ্রন্থাবলী (৩য় ভাগ) দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেছেন 'চতুর্দশপদী কবিতামালা'তে ৫৩টি চতুর্দশপদী আছে। তিনি এই গ্রন্থের 'নূতন কাব্যকর্তা' কবিতাটিকে চতুর্দশপদী বলে চিহ্নিত করেছেন। (আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা পৃ° ১২৮) কিন্তু এই কবিতাটি বার-পংক্তিতে রচিত।

৩. আমি, মুঙ্গের দুর্গ, কাশীমরাজের ধ্বংস, সঙ্গীত, আচার্য গোবর্দ্ধনও কবিকর্ণপুর এই ছয়টি সনেটে আবর্তনসন্ধি আছে। আবর্তনসন্ধি রচনায় এই ছয়টি কবিতার মধ্যে চার প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়: ক. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তর পক্ষ—আমি ও কবিকর্ণপুর। খ. অতীত থেকে বর্তমান—মুঙ্গের দুর্গ ও কাশীমরাজের ধ্বংস। গ. সামান্য থেকে বিশেষ—আচার্য গোবর্দ্ধন এবং ঘ. নিসর্গলোক থেকে মানবলোক—সঙ্গীত।

৪. আমি, রাজা নন্দের সভায় অপমানিত চাণক্য পণ্ডিতের উক্তি, সুকবি শ্রীশিহ্লন মিশ্র, ভর্তৃহরি, পর্ব্বতময় প্রদেশে ঝড়বৃষ্টি, রাত্রিকালে সমুদ্রদর্শন, বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী, বীর বাক্যাবলী-১ ও ২, শোকাকুলা কামিনী, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, অহল্যাবাই, কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেব, জন্মভূমি, গোকুলানন্দ তেজপাল ও বিদ্যুৎ —এই ষোলটি কবিতায় প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে।

৫. অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর 'আধুনিক বাঙালা গীতিকবিতা' গ্রন্থে বলেছেন—'গ্রন্থটিতে (কবিতাবলী ২য় খণ্ড) ৪৪টি চতুর্দশপদী আছে।' পৃঃ ১৩৩। অধ্যাপক সিংহ রায় এই গ্রন্থের 'কৃষক শিশু', 'সায়ংকাল', ও 'নর-কপাল' কবিতাত্রয়কে চতুর্দশপদীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ঐ তিনটি কবিতার পংক্তি-সংখ্যা যথাক্রমে ১৭, ১৫, এবং ১৬। সুতরাং, পংক্তি-সংখ্যার দিক থেকেও উল্লিখিত কবিতাত্রয়কে চতুর্দশপদী বলা যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট : রবীন্দ্রনাথ

১

রবীন্দ্রনাথের সনেটের মিলবিন্যাস ও সনেট-রীতি

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) সহস্রশীর্ষ কবিপুরুষ। বাংলা কাব্যের এমন কোন ধারা নেই যা তাঁর প্রতিভা-স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে নি। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় এই গীতিকাব্যের উৎস সহস্রধারায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি এবং আকাশেব নির্মলতম মুক্তির কড়ি ও কোমলে' সারা জীবন ধরে তিনি যে মানব-জীবনের মহাসংগীত রচনা করেছেন তা গীতি-কাব্যের আকারেই কাব্যসংসারে অপূর্ব শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে। 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র পরে 'ছবি ও গানে'র যুগ পেরিয়ে 'কড়ি ও কোমলে' এসে কবির রচনা যখন 'কবিতার রূপ' পেলো তখন সনেট-কলাকৃতিই হলো কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। সঞ্চয়িতার ভূমিকায় কবি বলেছেন, 'কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।' আর, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 'কড়ি ও কোমল' কাব্য-গ্রন্থেই কবির অধিকাংশ সনেট সংকলিত হয়েছে। মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) ও রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র (১৮৮৬) মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় কুড়ি বৎসর। এই সময়-সীমার মধ্যে মাত্র তিন জন কবি—রামদাস সেন, রাধানাথ রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় তাঁদের সীমিত সাধ্যানুসারে বাংলা সাহিত্যে সনেটের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্যেও সনেট প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কলাকৃতি তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। ওয়াট ও সারের প্রায় পঁচিশ বছর পরে ইংরেজি সাহিত্যে ফিলিপ সিডনি গীতিকাব্যের অন্যতম মুখ্যবাহন হিসাবে সনেটকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তনের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় এই কলাকৃতি বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থেই সর্বপ্রথম তাঁর সনেট সংকলিত হয়েছে। এর পরে কবির সারাজীবনের কাব্যসাধনায় সনেটের অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর চতুর্দশপদে রচিত কবিতার সংখ্যা ২৮৮টি। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'চিত্রা' পর্যায়ে রচিত সনেটগুচ্ছে কবি সনেট-পন্থা মিল যোজনার চেষ্টা কবেছেন। অবশ্য এই সময়ে রচিত সনেটসমূহেও তাঁর মিলবিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিয়মিত এবং অস্থির। 'চৈতালি' পর্ব থেকে তিনি সনেটে মিলবিন্যাসের সমস্ত রীতি উপেক্ষা করে প্রায় সর্বত্রই সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্দশপদের কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। অথচ সনেট-কলাকৃতির বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে যে কবি অবহিত ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত সনেটগুচ্ছে। এখানে তিনি পেত্রার্কীয় ও শেক্‌স্‌পীরীয় দুই রীতিতেই সনেট রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। সুতরাং সনেট-সম্পর্কিত ধারণার অভাবে নয় অন্যতর কোন নিগূঢ় কারণেই কবি পরবর্তীকালে সনেটের মিলবিন্যাসের সমস্ত রীতি লঙ্ঘন করেছেন। আমরা সেই কারণের সূত্র অন্বেষণের আগে কবির চতুর্দশপদে রচিত সমগ্র ক'বতাবলীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা নীচে সংকলিত করছি।[১]

কড়ি ও কোমল (১৮৮৬): প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, ছোটফুল, যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিক মিলন, গাত্রোচ্ছ্বাস, স্তন-১, ২, চুম্বন, বিবসনা, বাহু, চরণ, হৃদয়আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদয়-আসন, কল্পনার সাথী, হাসি, নিদ্রিতার চিত্র, কল্পনা-মধুপ, পূর্ণ-মিলন, শ্রান্তি, বন্দী, কেন, মোহ, পবিত্রপ্রেম, পবিত্রজীবন, মরীচিকা, গানবাজনা, সন্ধ্যাব বিদায়, বৈতরণী, মানবহৃদয়ের বাসনা, সিন্ধুগর্ভ, ক্ষুদ্র অনন্ত, অস্তমান রবি, অস্তাচলের পরপারে, প্রত্যাশা, স্বপ্নরুদ্ধ, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার, বিজনে, সিন্ধুতীরে, সত্য-১, ২, আত্মাভিমান, আত্ম-অপমান, ক্ষুদ্র আমি, প্রার্থনা, বাসনার ফাঁদ, চিরদিন-১, ২, ৩, ৪ ও শেষকথা। মোট সংখ্যা—৫৭।

মানসী (১৮৯০) : তবু, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম। মোট সংখ্যা—৪।

সোনারতরী (১৮৯৪): সোনার বাঁধন, মায়াবাদ, বন্ধন, গতি, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা ও আত্মসমর্পণ। মোট সংখ্যা—৮।

চিত্রা (১৮৯৬): মরীচিকা, প্রস্তরমূর্তি, প্রৌঢ় ও ধূলি। মোট সংখ্যা—৪।

চৈতালি (১৮৯৬) : দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগ্য, সামান্য লোক, প্রভাত, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, বনে ও রাজ্যে, সভ্যতার প্রতি, বন, তপোবন, প্রাচীন ভারত, ঋতুসংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, অনন্তপথে, ক্ষণমিলন, প্রেম, পুঁটু, হৃদয়ধর্ম, মিলনদৃশ্য, দুইবন্ধু, সঙ্গী, সতী, স্নেহদৃশ্য, করুণা, স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, অভিমান, পরবেশ, সমাপ্তি, ধরাতল, তত্ত্ব ও সৌন্দর্য, মানসী, নারী, প্রিয়া, ধ্যান, মৌন, অসময়, শেষকথা, বর্ষশেষ, অভয়, অনাবৃষ্টি, অজ্ঞাত বিশ্ব, ভয়ের দুরাশা, ভক্তের প্রতি, নদীযাত্রা, মৃত্যু-মাধুরী, স্মৃতি, বিলয়, প্রথম চুম্বন, শেষ চুম্বন, যাত্রী, তৃণ, ঐশ্বর্য, স্বার্থ, প্রেয়সী, শান্তিমন্ত্র, কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভবগান, মানসলোক, কাব্য, ইছামতী নদী, শুশ্রূষা, আশিস-গ্রহণ ও বিদায়। মোট সংখ্যা—৬৭।

কল্পনা (১৯০০) : আশা, অনবচ্ছিন্ন আমি। মোট সংখ্যা—২।

নৈবেদ্য (১৯০১) : ২২ নং থেকে ৯৯ নং কবিতা। মোট সংখ্যা—৭৮।

স্মরণ (১৯০২) : ৫-১২, ১৪-১৯, ২১-২৪। মোট সংখ্যা ১৮।

উৎসর্গ (১৯০৩) : ২২, ২৪-২৯, ৩২, ৪৬-১, ২ ; সংযোজন ৪-১১। মোট সংখ্যা—১৮।

গীতালি (১৯১৪) : আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা) ও ১০৮। মোট সংখ্যা—২।

পূরবী (১৯২৫) : শেষ অর্ঘ্য, সমুদ্র-১, ২, ৩ ও অতিথি। মোট সংখ্যা—৫।

মহুয়া (১৯২৯) : স্পর্ধা, রাখিপূর্ণিমা, আহবান, দর্পণ ও পুরাতন। মোট সংখ্যা—৫।

বনবাণী (১৯৩১) : দেবদারু। মোট সংখ্যা—১।

পরিশেষ (১৯৩২) : আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা), মুক্তি-১, ২, লেখা, আশীর্বাদ, প্রতীক্ষা, মিলন, সংযোজন—লক্ষ্যশূন্য, পরিণয়মঙ্গল আশীর্ব্বাদ ও উত্তিষ্ঠত নিবোধত। মোট সংখ্যা—১১।

ছড়ার ছবি (১৯৩৭) : আকাশপ্রদীপ। মোট সংখ্যা ১।

প্রান্তিক (১৯৩৮) : ৩, ৫, ১৪, ১৬। মোট সংখ্যা ৪।

সেঁজুতি (১৯৩৮) : প্রাণের দান। মোট সংখ্যা—১।

আরোগ্য (১৯৪১) : ১৮। মোট সংখ্যা—১

রচনাবলী [পশ্চিমবঙ্গ সরকার] ৪র্থ খণ্ড, 'অবিস্মরণীয়' অংশ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৩৪১)। মোট সংখ্যা—১।

রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত ২৮৮টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে মাত্র ৭৬টিতে তিনি সনেট-পন্থী মিল-যোজনার প্রচেষ্টা করেছেন। এই চতুর্দশপদীগুলি কবির বিভিন্ন ঋতুর ফসল। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিভিন্ন পর্বে ঋতুবদলের ইতিহাস স্পষ্ট। কবিতার ঋতুবদলের সঙ্গে তাঁর কাব্যকলার রীতিবদল ঘটেছে বারে-বারে। বিভিন্ন পর্বে রচিত কবির চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে রীতিবদলের ইতিহাস ধরা পড়েছে। অর্থাৎ তাঁর চতুর্দশপদী কবিতামালা রীতি-বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করেছে। এই বিবর্তন-ধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'চিত্রা'র ৭৩টি চতুর্দশ পংক্তির কবিতা প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ৭৩টি কবিতার মধ্যে 'সোনার তরী'র 'গতি' এবং 'চিত্রা'র 'প্রস্তরমূর্তি' ব্যতীত অন্য ৭১টি ক্ষেত্রেই কবি সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন। অবশ্য এইকবিতাগুলির মিল যোজনায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশিষ্ট সনেট-রীতি সম্পূর্ণত অনুকরণ করেন নি। বরং মিলবিন্যাসে তিনি চূড়ান্ত স্বাধীনতাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সনেট রচনায় বিশেষ প্রকৃতির মিলবিন্যাস যে অত্যন্ত জরুরী এই পর্বের চতুর্দশপদী কবিতাগুলি রচনায় তা অন্তত কবি মনে রেখেছিলেন।

'চৈতালি' থেকে 'ছড়ার ছবি' পর্যন্ত কবির সনেট ধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি সনেটের মিলবিন্যাসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই পর্বের ২০৮টি কবিতাব মধ্যে মাত্র চারটি কবিতায় তিনি সনেট-পন্থী মিলবিন্যাসের চেষ্টা করেছেন।[২] এই পর্যায়ের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৭৮টি চতুর্দশপদী কবিতার অধিকাংশই গঠন-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়। সনেট-গঠনের সমস্ত বিধিনিষেধ অমান্য করে কবি এখানে ৩, ৫, ৭, ৮½ ৭½, ৬½, ৫½, ৭½, ৩½, ২½, ১½ প্রভৃতি নানা মাপের স্তবকাংশে বিন্যস্ত চতুর্দশপদী রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'নৈবেদ্য' ব্যতীত তাঁর প্রায় সব চতুর্দশপদের কবিতা এক স্তবক-বন্ধে রচিত।[৩]

'প্রান্তিক' থেকে 'অবিস্মরণীয়' পর্যায়ের সাতটি চতুর্দশপদীতে পূর্ববর্তী দুই ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের 'সেঁজুতি'র 'প্রাণের দান' কবিতাটি খাঁটি শেক্সপীরীয় রীতিতে রচিত এবং চারটি চতুর্দশপদী সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। কিন্তু এই পর্বের 'প্রান্তিকে'র ৩ এবং ৫ সংখ্যক কবিতায় কবি কোন মিলই ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সনেট-চর্চার প্রথম পর্বে সনেট-পন্থী মিলবিন্যাসের চেষ্টা করেছিলেন, দ্বিতীয় পর্বে তিনি

মিল যোজনায় সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন কিন্তু তৃতীয় পর্বে কবি অমিল চতুর্দশপদী রচনা করে সনেট সাহিত্যে নব রীতির প্রবর্তন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সনেট-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে কবি কোন সময়েই সনেটের মিলবিন্যাস সম্পর্কে খুব বেশি মনোযোগ প্রদান করেন নি। তথাপি কেন তিনি তাঁর কাব্য-সাধনার বিভিন্ন পর্বে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন সমালোচকের মনে এ প্রশ্ন উদিত হওয়া স্বাভাবিক। 'মানসী-সোনারতরী'-পর্বে রচিত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে কবি তাঁর সনেট সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেছেন—'চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।'[৪] অথচ কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ-বেদনাকে 'কড়ি ও কোমলে' মুখ্যত সনেট আকারেই বিধৃত করেছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র পূর্বে কবি কাহিনীকাব্য বা গাথাকবিতাকেও আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবির প্রচণ্ড ভাবাবেগ উল্লিখিত কাব্য-মাধ্যমে কখনই সংযম-শাসিত হতে পারে নি। অতিকথন আর অসংযমের হাত থেকে মুক্তির জন্যই তিনি প্রতিভার উন্মেষ-পর্বে সনেটকে মুখ্য কাব্য-মাধ্যমের মর্যাদা দান করেছেন। সনেট-কলাকৃতির প্রতি এই নির্ভরতার ফলেই পরবর্তীকালে তাঁর হাতে সংযম-সুন্দর গীতিকাব্যের উদ্ভব ত্বরান্বিত হয়েছিল। 'কড়ি ও কোমল' পর্বের প্রায় ষাটটি সনেট রচনা করে কবি নিজেই প্রমাণ করেছেন যে সনেটের কঠিন ও সংহত পরিসর 'বেদনার গীতোচ্ছ্বাস' প্রকাশে বাধা-স্বরূপ নয়। সুতরাং সনেটের কঠিন ও সংহত পরিসরে ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য তিনি সনেটের মিলবিন্যাস-পদ্ধতিকে অবহেলা করেন নি। আসলে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরেই বাক্-স্পন্দ ও ছন্দ-স্পন্দের অন্তহীন পরীক্ষা করেছেন—কোন বিশিষ্ট কলাকৃতির প্রতি অত্যাসক্তি দেখান নি। তাঁর সনেট চর্চার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। সনেটের চৌদ্দপংক্তির সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি তাঁর কবি-অনুভবকে মূর্ত আকার দান করেই সন্তুষ্ট হয়েছেন—সনেটের রূপ-বন্ধের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ যে রীতিমত সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই—আপন প্রয়োজন মত চৌদ্দপংক্তির কবিতাই রচনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কবি-

কর্ম্মকে আরও নিঃসংশয় করিয়া তুলিয়াছে; কেবলমাত্র সুর এবং ভাবগত সৌন্দর্যের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তিনি কোথাও স্বীকার করেন নাই।'[৫]

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতার কাব্যগুণ সংশয়াতীত। কবি চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় যে সব ক্ষেত্রে সনেট-পন্থী মিল যোজনার চেষ্টা করেছেন আমাদের সনেট সম্পর্কিত আলোচনা সেগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। অমিল ছন্দে অথবা সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন আমরা সেগুলিকে সনেটকল্প চতুর্দশী বলেই চিহ্নিত করব। কারণ, 'সনেট নামক কবিতায় শুধুই রস নয়-- একটা বিশেষ রূপও চাই, সে রূপ ওই রসেরই অনুরূপ হইতে হইবে; শুধু তাহাই নয়—রূপটাই আগে, ওই রূপ ছাড়া যেন সেই রস আস্বাদন করাই যায় না; সেই রূপই এমন একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে সে-রচনার—কবিত্ব যেমনই হোক—সনেটত্ব থাকে না।'[৬]

সনেট-পন্থী মিলে রচিত রবীন্দ্রনাথের ৭৬টি কবিতায় সাত থেকে দুই পর্যন্ত মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে ৫৭টির শেষে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে এবং ৪৯টি কবিতাই তিন চতুষ্ক ও এক মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। অর্থাৎ সনেটের গঠনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শেক্সপীরীয় গোত্রের সনেটকার। সনেটের মিলবিন্যাসে কবি চূড়ান্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করলেও তাঁর এগারটি সনেট সাত মিলের খাঁটি শেক্সপীরীয়-রীতিতে রচিত। পেত্রার্কান সনেটের মত দুই মিলের অষ্টক এবং দুই বা তিন মিলের ষট্‌কের গঠন কবির নয়টি সনেটে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই নয়টি সনেটের সর্বত্রই কবি মিল-বিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর সনেটের অন্তরঙ্গ-রূপে পেত্রার্কান সনেটের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর প্রায় চব্বিশটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেটেই শুধু নয়, তাঁর অনিয়মিত মিলে রচিত কিছু সনেটেও আবর্তনসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। খাঁটি শেক্সপীরীয় রীতিতে রচিত তিনটি সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করে পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীরীয় সনেট-রীতি সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে স্থাপন করেছেন

কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সনেটে ফরাসি সনেটের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন যে আশুতোষ চৌধুরী কবির 'কড়ি ও কোমলে'র কিছু কবিতায় কোন কোন ফরাসি কবির

ভাবের মিল দেখতে পেয়েছেন।[৭] 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতায় কোন ফরাসি কবির ভাবের প্রভাব আছে কিনা জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' কিংবা পরবর্তীকালের অন্যকোন কাব্যগ্রন্থে খাঁটি ফরাসি মিলের একটিও সনেট রচনা করেন নি। তাঁর দুটি সনেটের ষট্‌কের প্রতি ত্রিক-র প্রথমে এবং পাঁচটি সনেটের ষট্‌কের প্রথম ত্রিক-র শীর্ষে মিত্রাক্ষর যুক্ত স্থান পেয়েছে।[৮] কিন্তু এই সাতটি সনেটের কোনটির ষট্‌কের সামগ্রিক মিলবিন্যাস ফরাসি সনেটের মত নয়। এবং এই সনেট-সপ্তকের কোন ক্ষেত্রেই তিনি ফরাসি সনেটের অষ্টকের মিল ব্যবহার করেন নি। সুতরাং কবি যে সনেট রচনায় সচেতনভাবে ফরাসি সনেটের আদর্শ অনুসরণ করেন নি একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়ে বা কিছু আগে কবি সম্ভবত ফরাসি সনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই পরিচয় কবির সনেট-রচনায় পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ ছায়াপাত করেছে মাত্র।

এবারে আমরা সনেট-পন্থী মিলে রচিত কবির ৭৬টি কবিতার মিলবিন্যাস-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে এগুলির সনেট-রীতি নির্ধারণের চেষ্টা করব। প্রথমেই সাত মিলে রচিত কবিতাগুলি গ্রহণ করছি। এই পর্যায়ের পনেরটি কবিতার গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ও কোমল : স্মৃতি, কেন, পবিত্রপ্রেম, অক্ষমতা, **জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার,** বিজনে, **সত্য-১**। মানসী তবু। সোনার তরী : দরিদ্রা। সেঁজুতি : প্রাণের দান।

২. কখকখ। গগঘঘ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি : **আত্মাভিমান, আত্মঅপমান**।

৩. কখকখ। গঘগঘ ততপপ। ঙঙ। চৈতালি : পুণ্যের হিসাব।

৪. কখকখ। গঘগঘ । তপত । ঙপঙ। কড়ি : নিদ্রিতার চিত্র।

এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের এগারটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম খাঁটি শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনা করেছেন। উল্লিখিত এগারটি সনেটের মধ্যে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত তিনটি সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করে রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল রীতির সমন্বয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এগুলিকে আবর্তনসন্ধি-যুক্ত শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিভাগের সনেটদুটি সাত মিলে রচিত ; চতুষ্ক-গঠন ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয়। সনেটদুটির দ্বিতীয়-চতুষ্ক দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত হওয়ায় শেকস্‌পীরীয় রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। এই সনেটদুটিতেও কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। সুতরাং এগুলিকেও আমরা আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে চিহ্নিত করতে পারি।

তৃতীয় বিভাগের সনেটটির মিলসংখ্যা সাত। দ্বিতীয় চতুষ্কের পরে কবি ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেন নি এবং তৃতীয়-চতুষ্ক দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। তবে কবিতাটির সামগ্রিক গঠন ও মিলবিন্যাস শেকস্‌পারীয় বলে এটাকে আমরা ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাস ও গঠন বিচিত্র। অষ্টকের দুই চতুষ্কে চার মিল কিন্তু তিন মিলের ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে গঠিত। সনেটটি সাত মিলে রচিত হলেও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে শেকস্‌পারীয় নয় অথচ একটি নির্দিষ্ট মিলপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সুতরাং এটাকে আমরা বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলতে পারি।

ছয় মিলে রচিত রবীন্দ্রনাথের ২৭টি সনেটে ছাব্বিশ প্রকার মিলবৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. কখকখ । গঘগঘ । তথতথ । পপ । কড়ি ও কোমল : **প্রাণ**।
২. কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । থথ । কড়ি : **হৃদয়ের ভাষা**।
৩. কখখক । কগকগ । তপতপ । ঙঙ । কড়ি : বাহু।
৪. কখকখ । গঘগঘ । ঘতঘত । পপ । কড়ি : হৃদয়আসন।
৫. ককখক । গখগখ । তপতপ । ঙঙ । কড়ি : কল্পনার সাথী।
৬. কখখক । গখগখ । তপতপ । ঙঙ । কড়ি : **মরীচিকা**।
৭. কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । ঘঘ । কড়ি : অস্তমান রবি।
৮. কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । গগ । কড়ি : অস্তাচলের পারে।
৯. কখকখ । গখগখ । তপতপ । ঙঙ । কড়ি : **প্রত্যাশা,** শেষকথা।
১০. কখকখ । কগকগ । তপতপ । ঙঙ । কড়ি : স্বপ্নরুদ্ধ।
১১. কখকখ । খগখগ । তপতপ । ঙঙ । কড়ি : **বাসনার ফাঁদ**।
১২. কখকখ । গঘগঘ তঘতঘ । পপ । পরিশেষ : আশীর্বাদ (উৎসর্গ কবিতা)।
১৩. কখকখ । গকগঘ । ঘততত । পপ । কড়ি : ক্ষণিকমিলন।
১৪. কখখক । কখগঘ । গতঘত । পপ । কড়ি : স্তন-১।

১৫. কখকখ। গকগঘ। ঘতঘত। পপ। কড়ি: স্তন-২।
১৬. কখখক। গগখগ। খতপত। ঙঙ। কড়ি: বিবসনা।
১৭. কখকখ। কখগঘ। গঘতত। পপ। কড়ি: মোহ।
১৮. ককখক। খগঘগ। ঘতঘত। পপ। কড়ি: বৈতরণী।
১৯. কখকখ। গখগঘ। ঘতঘত। পপ। কড়ি: ক্ষুদ্রঅনন্ত।
২০. কখখক। গকগঘ। ঘতখত। পপ। কড়ি: চিরদিন-১।
২১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপতপ। উৎসর্গ: সংযোজন-১০।
২২. কখখক গঘগঘ তত্তপ তপত। সোনারতরী: বন্ধন।
২৩. কখকখ। গঘগঘ। ততপ। তপত। সোনারতরী: অক্ষমা।
২৪. ককখগ। খগঘগ। ঘখতপতপ। কড়ি: গীতোচ্ছ্বাস।
২৫. কখকখ। কগঘগঘগঘ। তপত। কড়ি: গানরচনা।
২৬. কখকখ। খকখগ। খগত। পঙপ। কড়ি: **সিন্ধুগর্ভ**।

এই পর্যায়ের প্রথম থেকে দ্বাদশ বিভাগের তেরটি সনেট ছয় মিলে রচিত হলেও এগুলি শেক্সপীরীয় সনেটের মতই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। দ্বাদশ বিভাগের সনেটটিতে ব্যতিক্রম আছে, এই সনেটটির দ্বিতীয় চতুষ্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই, কিন্তু সনেটটির সামগ্রিক মিলবিন্যাস ও গঠন শেকস্‌পীয়র-পন্থী। এই সনেটগুলির কোন একটি অংশে পূর্ববর্তী কোন চতুষ্কের একটি মিল পুনর্ব্যবহৃত হওয়ায় শেকস্‌পীরীয় রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। সুতরাং এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। তবে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত পাঁচটি সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ থেকে বিংশ বিভাগের আটটি সনেটও তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। ছয় মিলে রচিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসে প্রথম বারো বিভাগের তুলনায় বেশি অনিয়ম লক্ষণীয়। এগুলির কোন একটি অংশে পূর্বব্যবহৃত মিলের পুনর্যোজনা করেই কবি ক্ষান্ত হন নি এক বা একাধিক চতুষ্কে তিন মিল পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কিছু সনেটে তিন মিলের চতুষ্ক দেখা যায়। অবশ্য উল্লিখিত সনেটগুলিতে কবির অস্থির মিল যোজনার মানসিকতা না ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রভাব কার্যকর হয়েছে তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। এই সনেটগুলির তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের গঠনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুলিকে আমরা শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলতে পারি।

২১ সংখ্যক বিভাগের সনেটটির অষ্টকে রোমান্টিক সনেটের মত চার মিল এবং ষট্‌কে ক্লাসিকাল-পন্থী দুই মিল ব্যবহৃত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এই সনেটে একটি বিশেষ মিলপদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় ওটাকে আমরা বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিহ্নিত করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মধুসূদন-অনুসারী কবি রাধানাথ রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় এই রীতিতে কিছু সনেট রচনা করেছিলেন।

২২ এবং ২৩ সংখ্যক বিভাগের সনেটদুটিতে পূর্ববর্তী বিভাগের সনেটটির মতই অষ্টকে চার এবং ষট্‌কে দুই মিল যোজিত হয়েছে। সনেটদুটির অষ্টকের মিলবিন্যাস রোমান্টিক কিন্তু ষট্‌কের মিলপদ্ধতিতে বিশেষ প্রকার ফরাসি সনেটের প্রভাব বিদ্যমান। সামগ্রিক মিলবিন্যাসে সনেটদুটি বিশেষ রোমান্টিক রীতির পর্যায়ভুক্ত।

২৪ ও ২৫ সংখ্যক বিভাগের সনেটদুটির মিলবিন্যাস চূড়ান্তভাবে অনিয়মিত। গঠনের দিক থেকেও কোন রীতির অন্তর্গত করা যায় না বলে এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশীর বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাসও অনিয়মিত। তবে সনেটটি দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত। সর্বোপরি এই সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন বলে এটাকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তর্ভুক্ত করছি।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচ মিলে রচিত সনেটের সংখ্যা কুড়ি। এই কুড়িটি সনেটের মিলবিন্যাসে কবি নিম্নলিখিত সতের প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। কড়ি ও কোমল: বন্দী।
সোনার তরী: মুক্তি।

১ক. কখকখ। কখকখ। তপত। পঙঙ। সোনারতরী: মায়াবাদ।

২. ককখক। খকখক। তপতপ। ঙঙ। কড়ি: তনু।

২ক. ককখক খকখক তপতপ। ঙঙ। সোনারতরী: আত্মসমর্পণ।

৩. কখকগ। গখখঘ। ঘঘতখ। তত। কড়ি: চুম্বন।

৪. কখখক। গকগক। তকতক। পপ। কড়ি: শ্রান্তি।

৫. কখখক। গগকঘ। গঘগঘ। তত। কড়ি: চিরদিন-২।

৬. কখকখ। গকগক। তপতপ। কক। কড়ি: ক্ষুদ্র আমি।

৭. কখকখ। কগকগ। গতগত। পপ। কড়ি: সত্য-২।

৮. ককখক । খগখগ । গতগত । পপ । কড়ি : প্রার্থনা ।
৯. কখকগ খগগখ । তখতখ । পপ । কড়ি : মানবহৃদয়ের বাসনা ।
১০. কখকখ কখগগ । তগতগ । পপ । সোনারতরী : সোনার বাঁধন ।
১১. কখকখ গগঘগ ঘগতগতত । চিত্রা : মরীচিকা ।
১২. কখকখ কগঘগ ঘগঘগতত । পূরবী : শেষঅর্ঘ্য ।
১৩. কখকখ । গকগক । ততক । পকপ । কড়ি : চরণ ।
১৪. কখখক । গকঘগ । ঘঘগ । ততগ । কড়ি : চিরদিন-৩ ।
১৫. ককখখ । গঘগঘ । খততখখত । কড়ি : সিন্ধুতীরে ।
১৬. কখকখ । খকখগ ঘগঘততঘ । কড়ি : যৌবন স্বপ্ন ।
১৭. কখকখ । গগঘগ । ঘতঘতঘত । কড়ি : পবিত্রজীবন ।

এই পর্যায়ের ১ এবং ১ক বিভাগের সনেটগুলির অষ্টক দুই মিলের বিবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিল তিনটি। প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে। ১ক বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ লক্ষণীয়। সনেটগুলির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। প্রথম বিভাগের সনেটদুটির তিনচতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক গঠনে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাব বিদ্যমান। নবরোমান্টিক পর্বের কবি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়াল এবং রবীন্দ্রসমসাময়িক পর্বের কবিরা এই রীতিতে ক্লাসিকাল সনেট রচনা করেছেন। উল্লিখিত সনেট তিনটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক থাকলেও এগুলি পাঁচ মিলের ক্লাসিকাল রীতিতে রচিত। কিন্তু সনেটগুলির কোনটিতেই আবর্তনসন্ধি নেই সুতরাং এগুলিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।

২ এবং ২ক বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক দুই মিলের এবং ষট্‌কের মিল সংখ্যা তিন। অষ্টকের মিলবিন্যাস অনিয়মিত এবং প্রতিক্ষেত্রেই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। সুতরাং এই দুটিকেও ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

৩ থেকে ৮ সংখ্যক বিভাগের ছয়টি সনেটের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। কিন্তু তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয়। এর মধ্যে স্থূলাক্ষরা তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। গঠনবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করে ওগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট হিসাবে গ্রহণ করছি।

৯ থেকে ১২ বিভাগের সনেট-চতুষ্টয়ের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে কিন্তু তিন চতুষ্ক গঠন নেই। অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত এই চারটি

কবিতাকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ বিভাগের সনেটদুটির সামগ্রিক মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। ত অষ্টক দুই চতুষ্ক এবং ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে রচিত। ত্রয়োদশ বিভাগের সনেটটিতে আবার আবর্তনসন্ধি রয়েছে। সনেটদুটির ষট্‌কের মিলে বিশেষ প্রকৃতি ফরাসি সনেটের ক্ষীণ প্রভাব থাকলেও এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলা শ্রেয়।

১৫ থেকে ১৭ বিভাগের তিনটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে চূড়া অনিয়ম ঘটেছে। গঠন ও আবর্তনসন্ধির জন্য সর্বশেষ বিভাগের সনেটটি শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তর্গত করছি কিন্তু অনিয়মিত গঠন ও মিলবিন্যাসের জন্য প্রথম দুটি কবিতাকে চতুর্দশী বলাই শ্রেয়।

কবির চার মিলে রচিত নয়টি সনেটের মিলবিন্যাসে নিম্নলিখিত ন প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১ কখকখ। কখকখ। তপপতপত। কড়ি ও কোমল : **হৃদয়আকাশ**
২ কখকখ। কখকখ। তপতপ। পত। কড়ি : **পূর্ণমিলন**
৩. কখখক। খকখক। তপত। পতপ। কড়ি : **ছোটফুল**
৪. ককখক। খকখক। তপত। পপত। কড়ি : **চিরদিন-৪**
৫. কখকখ। কখকখ। তকতক। পপ। কড়ি : **কল্পনামধুপ**
৬. কখকক খখকক। তকতক। পপ। কড়ি : **সন্ধ্যার বিদায়**
৭. ককখক। খগগখ। ততথ। ততথ। কড়ি : **হাসি**
৮. কখখক কখকগ ততগতগত। চিত্রা : প্রৌঢ়
৯. কখকখ। গখগখ। গখগখ। তত। মানসী : **হৃদয়ের ধন**

এই পর্যায়ের প্রথম দুই বিভাগের সনেটদুটি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের এই দুটি মাত্র সনেট খাঁটি পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। সনেটদুটিতে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টক দুই মিলের দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিল সংখ্যাও দুই : তবে উভয় ক্ষেত্রেই কবি ষট্‌ককে দুই ত্রিক-বন্ধে বিভক্ত না করে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। সনেট দুটির অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবি খাঁটি পেত্রার্কান সনেট রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের সনেটদুটিও অষ্টক ষট্‌কে দ্বিধা বিভক্ত। অষ্টকের দুটি চতুষ্ক দুই মিলে রচিত, অবশ্য মিলবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য

রয়েছে। ষট্কেরও মিল সংখ্যা দুই এবং উভয় ক্ষেত্রেই ষট্ক দুই ত্রিক-বন্ধে গঠিত। এই সনেটদুটিরও অষ্টক-ষট্কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। চার মিলে রচিত আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটদুটির অষ্টকের মিলবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য থাকায় এগুলিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কান সনেট বলে গ্রহণ করছি।

পঞ্চম বিভাগের সনেটটিতেও অষ্টক-ষট্ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিবৃত-ধর্মী দুই মিলে গঠিত। ষট্কের মিল তিনটি তবে এ ক্ষেত্রে অষ্টকের প্রথম মিলটি ষট্কে ফিরে এসেছে। ষট্ক একটি চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত হওয়ায় সনেটটির সামগ্রিক গঠনে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাব ধরা পড়েছে। কিন্তু আবর্তনসন্ধি থাকায় দুই মিলের অষ্টক বিশিষ্ট এই সনেটটিকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কান সনেটের অন্তর্ভুক্ত করছি।

ষষ্ঠ বিভাগের সনেটটির অষ্টক দুটি মিলে গড়া। কিন্তু অষ্টকের আট পংক্তির মধ্যে শেষ ছয় পংক্তি তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকারপ্রাপ্ত। ষট্কের তিনটি মিলের একটি অষ্টক থেকে গৃহীত হয়েছে এবং অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। সনেটটির মিলবিন্যাস চূড়ান্তভাবে অবিন্যস্ত বলে এটাকে চতুর্দশী বলে গ্রহণ করছি।

সপ্তম ও অষ্টম বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক তিন মিলে গঠিত, ষট্কে মিল সংখ্যা দুই এবং প্রতিক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্কে ব্যবহৃত হয়েছে। ষট্কের মিলবিন্যাসে ফরাসি-রীতির কিঞ্চিৎ প্রভাব রয়েছে। সপ্তম বিভাগের সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। কিন্তু দুটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত বলে এগুলিকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির দুই চতুষ্কে বিভক্ত অষ্টক তিন মিলে রচিত, ষট্কের মিলও তিনটি কিন্তু ষট্‌কের প্রথম চার পংক্তির মিলবিন্যাস অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কের অনুরূপ। সনেটটির অন্তিমে নতুন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। গঠনে শেকস্‌পীরীয়-রীতির প্রভাব রয়েছে। সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটাকে আমরা আবর্তনসন্ধি-যুক্ত শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

তিন মিলে রচিত চারটি সনেটের ক্ষেত্রে কবি নিম্নলিখিত চতুর্বিধ মিলবিন্যাস ব্যবহার করেছেন।

১. ককখক। খখকখ। কখখ। তখত। কড়িও কোমল : অঞ্চলের বাতাস

২. কখকক। খককখ। কখকখ। তত। কড়ি : দেহের মিলন
৩. কখকখ কখকখ কখকখ। তত। চিত্রা : ধূলি
৪. কখকখ। কগকগ। কগকগ। কক। মানসী : **নিভৃত আশ্রম**

এই পর্যায়ের প্রথম তিন বিভাগের তিনটি সনেটের অষ্টকে দুটি মিল কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের সনেটের অষ্টকে তিনি যথাক্রমে দুটি ও একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনা করে সনেট-রীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনটি সনেটের ষট্‌কেই মিলবিন্যাসের অনিয়ম আরো ব্যাপক। প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টকের দুটি মিল ষট্‌কে ফিরে এসেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের সনেট দুটির অন্তিমে আবার মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এই তিনটি সনেটের অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলিকে আমরা শিথিল-মিল্টনীয় সনেটের অন্তর্গত করছি। চতুর্থ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাস অসংহত। প্রথম চতুষ্কের প্রথম মিলটি পরবর্তী দুই চতুষ্ক ও অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে স্থান পেয়েছে। সনেটটির সামগ্রিক গঠনে শেকস্‌পীরীয় প্রভাব থাকায় আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটটিকে আবর্তনসন্ধি-যুক্ত শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট বলে গ্রহণ করছি।

রবীন্দ্রনাথ দুই মিলে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল প্রয়াস' কবিতাটি রচনা করেছেন। কবিতাটির অষ্টক ষট্‌কে একই মিল। মিলবিন্যাস হলো : কখকখ। ককখক কখকখকখ। সনেটের অষ্টকে ও ষট্‌কে ভিন্ন প্রকৃতির মিল যোজনার রীতি পৃথিবীর সব রীতির সনেটেই স্বীকৃত। কিন্তু এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। কবির ছয় থেকে তিন মিলে রচিত সনেটেও তিনি অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন কিন্তু সর্বত্রই ষট্‌কে অন্তত একটি নতুন মিল যোজিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতাটির অষ্টক-ষট্‌কের মিলবিন্যাসে সনেট-রীতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘিত হওয়ায় এটাকে আমরা সনেট-কল্প চতুর্দশী বলেই গণ্য করছি।

রবীন্দ্রনাথ মোট ৭৬টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করছেন। এর মধ্যে ১৪টি সনেট-কল্প চতুর্দশী। বাকি ৬২টি সনেট নিম্নলিখিত নয়টি পর্যায়ে বিভক্ত :

১. খাঁটি শেকস্‌পীরীয় ১১টি (তিনটিতে আবর্তনসন্ধি আছে)
২. ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় ৩টি (দুটিতে আবর্তনসন্ধি আছে)
৩. শিথিল-শেকস্‌পীরীয় ২৯টি (দশটিতে আবর্তনসন্ধি আছে)

৪. খাঁটি পেত্রার্কীয় ২টি
৫. ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় ২টি
৬. শিথিল-পেত্রার্কীয় ৩টি
৭. ভঙ্গ-মিল্টনীয় ৫টি
৮. শিথিল-মিল্টনীয় ৩টি
৯. বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক ৪টি

রবীন্দ্রনাথের ৬২টি সনেটে নয় প্রকার রীতি-বৈচিত্র্য সনেটের মিলবিন্যাসে কবির প্রচলিত প্রথানুগত্যের প্রতি অনুৎসাহ এবং নবনব রূপসৃষ্টির ব্যাকুলতারই পরিচয় বহন করছে। কবি খাঁটি পেত্রার্কীয় এবং শেকস্‌পীরীয় রীতিতে যথাক্রমে মাত্র দুটি ও এগারটি সনেট রচনা করেছেন। বাকি সনেটগুলির মিলবিন্যাস অনিয়মিত এবং অসংহত। মিলবিন্যাসে কোন ধারাবাহিক বিশিষ্ট-রীতি অনুসৃত হয় নি বলে এগুলিকে বিশেষ প্রকৃতির রাবীন্দ্রিক সনেট বলেও চিহ্নিত করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেট রচনা করেছেন। এই রীতির সনেট রচনায় তাঁর অনায়াস সাফল্য লক্ষ্য করবার মতো। প্রসঙ্গত তাঁর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'কেন' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া।
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।
কেন কাছে ডাক যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল—
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।

মানবহৃদয় দিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা ॥

এই সনেটটির মধ্যে কবিমানসের চিরঅতৃপ্ত প্রেমপিপাসা ভাষা পেয়েছে। শেকস্‌পীয়রের সনেটের মতই এখানে ভাবপ্রবাহ চতুষ্কের পর চতুষ্ক পেরিয়ে মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পৌঁছে ঘনপিনদ্ধ রূপ গ্রহণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র সার্থক শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেট বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেছেন এমন নয়, তাঁর সনেটে সামগ্রিকভাবে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাবই বেশি। তবে পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেটকে শেকস্‌পীরীয়-রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত করে এবং শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি সনেট-কলাকৃতিতে অভিনব বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

২

রবীন্দ্রনাথের সনেটে আবর্তনসন্ধি

সনেটের বহিরঙ্গ বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীরীয়-রীতির প্রতি অধিক আসক্তি প্রকাশ করলেও অন্তরঙ্গ বিন্যাসে তিনি পেত্রার্কান-রীতির প্রতিই অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রায় চব্বিশটি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধিতে আসক্তি-মুক্তি তত্ত্বকে বিচিত্ররূপে বিলসিত করে তুলেছেন। মূলত কবির সমগ্র জীবন-সাধনায় আসক্তি ও মুক্তির দ্বৈত-লীলা বিচিত্রভাবে উন্মীলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে বিপরীত কোটিক নানা উপাদান কি ভাবে সমন্বিত হয়ে গভীর সঙ্গতিতে সার্থক সম্পূর্ণতা পেয়েছে তা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কবিজীবনের আসক্তি-মুক্তি তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে তিনি বলেছেন: 'রবীন্দ্র-জীবনের সর্বস্তরে, বহির্লোকে ও অন্তর্লোকে, এই ছোট আমি ও বড় আমি, এই সীমা ও অসীম, এই ব্যক্তি ও বিশ্ব, এই খাঁচার পাখি ও বনের পাখি, এই ঘর ও পথ, এই জীবভাব ও বিশ্বভাবের বন্ধন ও বন্ধন-মুক্তির বিচিত্র লীলাই কাব্যরসে বিলসিত হয়েছে।'[১]

পেত্রার্কান সনেটের আবর্তনসন্ধিতে যে আসক্তি-মুক্তি তত্ত্বের উল্লাস, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি জীবনেই রয়েছে তার পরম প্রকাশ। সুতরাং সনেটের আবর্তনসন্ধি রচনায় যে কবি সফল হবেন তা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই বলা চলে। অন্য যে কোন কলাকৃতির চেয়ে সনেটের নিটোল বিন্যাসে কবি-মানসের আসক্তি-মুক্তিলীলা যে অনেক সুচারু-রূপ লাভ করতে পারে তা বলাই বাহুল্য! এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—'কবিমানসের এই মধুরতম আসক্তি এবং উদারতম মুক্তির রসরহস্য তাঁর সনেট-দেহে যে লাবণ্য ও ব্যঞ্জনা পেয়েছে অন্যত্র তা পায় নি।'[১০]

চতুর্দশপদে রচিত রবীন্দ্রনাথের ২৪টি কবিতায় আবর্তনসন্ধি রচনায় নিম্নলিখিত এগার প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে:

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—কড়ি ও কোমল: প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, চরণ, হৃদয় আকাশ, কল্পনা মধুপ, পূর্ণমিলন, পবিত্রজীবন, প্রত্যাশা, সত্য-১, আত্মাভিমান, আত্মঅপমান। মানসী: হৃদয়ের ধন।
২. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক—কড়ি: হাসি।
৩. স্বপ্নলোক থেকে বাস্তবলোক কড়ি: মরীচিকা।
৪. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—কড়ি: সিন্ধুগর্ভ, সত্য-২।
৫. প্রার্থনা থেকে সংকল্প—কড়ি: জাগিবার চেষ্টা।
৬. অন্তর্লোক থেকে মানবলোক—কড়ি: কবির অহংকার।
৭. কারণ থেকে কার্য কড়ি: ছোটফুল, ক্ষুদ্রআমি।
৮. কার্য থেকে কারণ—কড়ি: প্রার্থনা।
৯. উপমান থেকে উপমেয়—কড়ি: বাসনার ফাঁদ।
১০. তত্ত্ব থেকে ভাব—কড়ি: চিরদিন-৪।
১১. উপমেয় থেকে উপমান—মানসী: নিভৃত আশ্রম।

আমরা প্রথমেই খাঁটি পেত্রার্কান মিলে রচিত সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি সৃষ্টিতে কতদূর সফল হয়েছেন তার বিচার করব। উদাহরণত 'কড়ি ও কোমলে'র 'পূর্ণমিলন' সনেটটি গ্রহণ করা যাক:

নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—

লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে।
অনন্তকালের মোর জীবন-মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শ্মশানে
নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাকে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
একী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে॥

এই সনেটটিতে বিশুদ্ধ পেত্রার্কান মিল ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য দুই মিলের অষ্টক সংবৃত চতুষ্কের পরিবর্তে দুটি বিবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া। ষট্‌কের মিলও দুটি, তবে ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত না হয়ে চার+দুই ভাগে বিন্যস্ত। সনেটটির অষ্টকবন্ধে তরুণ কবির দেহমিলনের অত্যুগ্র বাসনা বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন যে, মর্ত্যজীবনের এই মিলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যদি না তা ঈশ্বরাসক্তিতে বিলীন হয়ে যায়। এই সনেটটির ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়ে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি লীলায় বিলসিত হয়েছে। কবিজীবনের আসক্তি-মুক্তি তত্ত্ব যে ক্লাসিকাল-রীতির সনেটে পূর্ণায়ত-রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে এই সনেটটি তার সার্থক নিদর্শন।

আসক্তি-মুক্তি তত্ত্ব কবির জীবনবোধের সঙ্গেই জড়িত মিশ্রিত। সে কারণেই শুধুমাত্র পেত্রার্কীয়-রীতির সনেটেই নয়, অনিয়মিত মিলে এবং খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত সনেটেও আবর্তনসন্ধি তাঁর রচনায় পরিদৃশ্যমান। শেকস্‌পীরীয়-রীতির সহজিয়া সনেটে আবর্তনসন্ধি কিভাবে প্রতিভাত হয়েছে তা দেখাবার জন্য এখানে আমরা 'কড়ি ও কোমলে'র 'কবির অহংকার' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা।
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে।
খাঁচার পাখির মত গান গেয়ে মরা,

এই কি মা আদি অন্ত মানব জনমে।
সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়।
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা
প্রাণে মরে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়।
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করগো আহ্বান ;
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল—
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি॥

সনেটটির অষ্টকবন্ধে নিজের মধ্যে বন্দী কবির অসম্পূর্ণতা-জনিত ক্ষোভ ভাষা পেয়েছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন সকল মানবের সঙ্গে মিলিত হলেই মানবজীবন সফলতায় সার্থক হয়ে ওঠে। সনেটটির অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ কবির অন্তর্লোক থেকে মানবলোকে আবর্তিত হয়েছে। শেকস্‌পীরীয়-রীতির চার মিলের বিবৃত-ধর্মী অষ্টকের গঠন ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর-যুগ্মক এই সনেটের ভারসাম্য ব্যাহত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি সংন্যস্ত হয়ে সনেটটি নতুন মহিমা লাভ করেছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ তিনটি খাঁটি এবং দুটি ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজনা করে বাংলাসাহিত্যে ক্লাসিকাল ও রোমাণ্টিক রীতি সমন্বয়ের অভিনব নিদর্শন স্থাপন করে সনেট-কলাকৃতির মুখ্য অঙ্গসন্ধির প্রতি বিদগ্ধ কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের সনেটের ভাষা ও ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরেই তাঁর কবিতার ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষা ও ছন্দের অন্তহীন পরীক্ষায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর সনেটের মধ্যেও সেই নিদর্শন স্পষ্ট ধরা পড়েছে। প্রথম জীবনে তাঁর কবিতার রূপনির্মাণে গতানুগতিক

অলংকার ও রূপকল্প ব্যবহৃত হয়েছে সত্য কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কবি নব নব কাব্যালংকার ও রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতায় অলংকার ও রূপকল্প শুধুমাত্র কাব্যদেহের প্রসাধন কলাতেই পর্যবসিত নয়, সেগুলি কাব্যদেহের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত যে মনে হয় কবিকল্পনার পূর্ণবিকাশের জন্যও এগুলি অপরিহার্য। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে এই উক্তি তাঁর সনেট সম্পর্কেও সত্য।

মধুসূদন ধ্বনিস্পন্দের কথা স্মরণ রেখে কবিতায় শব্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই পথ ধরে আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। সারাজীবন ধরেই তিনি ছন্দঃস্পন্দ ও ধ্বনিস্পন্দের অন্তহীন পরীক্ষা চালিয়েছেন। মধুসূদনের মতো অপরিচিত আভিধানিক শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নি। আমাদের পরিচিত শব্দগুলিই তাঁর হাতে নবনব অনুভবের অর্থদ্যোতনায় নবজন্ম লাভ করেছে। যখন তাঁর কবিকণ্ঠ দৃপ্ত ও ওজস্বী তখনও আভিধানিক তৎসম শব্দের ব্যবহার নগণ্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের চতুর্দশপদের কবিতাগুলির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত বাংলাভাষার গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতা তিনি সহজ-বোধ্য শব্দেই সম্ভব করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি। গীতিকবিতার ভাষা কত সুকুমার ও সংগীতময় হয়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার চূড়ান্ত নিদর্শন। অবশ্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি এই কবিভাষার অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁর কবিতায় এই পরীক্ষার শ্রমচিহ্ন একেবারেই নেই, মনে হয় যেন তা একান্তভাবেই 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য'। রবীন্দ্রনাথের কবিভাষা প্রথম যে স্বকীয়রূপ পরিগ্রহ করেছে তার সার্থক সূচনা 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে। এই দিক থেকে এই কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলির মূল্য অপরিসীম। কারণ সংযম-সুন্দর গীতিকবিতার রূপনির্মাণে আত্মপ্রকাশের উন্মেষপর্বে কবি সনেটকেই মুখ্য বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাভাষায় হলন্ত শব্দের চেয়ে স্বরান্ত শব্দের সংগীতগুণ বেশি। বাংলাভাষার আদি সনেটকার মধুসূদন সনেটে সাংগীতিক আবেদন সৃষ্টির জন্য সনেটের অন্ত্যমিল রচনায় স্বরান্ত শব্দের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন। কবি যে ৭৬টি কবিতায় সনেটপন্থী মিল যোজনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন সেগুলির মোট ৪১৮টি মিলের মধ্যে

২৪৭টিই স্বরান্ত মিল। শুধুমাত্র মিল যোজনাতেই নয়, সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নির্দেশ মান্য করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই সনেটের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে নানা ভাবে পরীক্ষা করেছেন। সনেটের ছন্দ-বিষয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে তিনি যে সমস্ত বিশুদ্ধ সনেট রচনা করেছেন তার সর্বত্রই চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

'কড়ি ও কোমলে'র ৫৭টি সনেট ও সনেট-কল্প চতুর্দশীর মধ্যে ৪৯টি চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এছাড়া 'গানরচনা' চতুর্দশীটি ষোল মাত্রায়, 'চিরদিন' শীর্ষক সনেট-চতুষ্টয় আঠার মাত্রায় এবং 'ক্ষণিক মিলন,' 'সন্ধ্যার বিদায়' সনেটদ্বয় ও 'যৌবনস্বপ্ন' চতুর্দশীটি কুড়ি মাত্রায় রচিত হয়েছে।

'গানরচনা' কবিতাটি ষোল মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচনা করে কবি বাংলাছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতাকে লঙ্ঘন করেছেন। কারণ বাংলাভাষায় অপূর্ণপদী পর্ব দিয়ে কাব্যপংক্তি সমাপ্ত না হলে ছন্দঃস্পন্দের সাবলীল বিকাশ ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র সনেট-কল্প চতুর্দশী রচনা করেই বাংলা ছন্দের প্রবণতা উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি আর কখনো সনেট রচনায় ষোল মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ সনেটের পংক্তি-দৈর্ঘ্য নিয়ে যে পরীক্ষা করেছেন 'কড়ি ও কোমলে'র কুড়ি মাত্রায় রচিত দুটি সনেট ও একটি চতুর্দশী তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি পর্বের স্বাভাবিক মাত্রাসীমা আট, দশ মাত্রায় তাকে টেনে বাড়ালে তা আসলে হয়ে ওঠে আট+দুই-এর যোগফল। ফলত কুড়ি মাত্রায় দীর্ঘায়িত কাব্যপংক্তি যে আসলে দুটি দশ মাত্রার পংক্তি তা কবি অনুভব করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে সনেট রচনায় আর কখনো তিনি পংক্তি-দৈর্ঘ্যকে কুড়ি মাত্রায় প্রলম্বিত করেন নি।

সনেটের পংক্তি-দৈর্ঘ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা সফল হয়েছে আঠার মাত্রার মহাপয়ার পদে। আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দশ মাত্রার দ্বিতীয় পর্বটি অতিপদী হওয়ায় তা ছন্দঃস্পন্দের দিক থেকে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। বরং প্রতি পংক্তিতে চার মাত্রা বেড়ে যাবার ফলে এই ছন্দে রচিত সনেটে ভাবপ্রকাশের অধিকতর সুযোগ মেলে। বিশিষ্ট

ছান্দসিক কবি-সমালোচক মোহিতলাল আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে সনেটের পক্ষে উপযোগী বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন '১৮ অক্ষর হইলে, কবির দায়িত্ব অধিক হইবে, কারণ, তাহাতে গাঢ়বন্ধতার ক্ষতি হইতে পারে।'[১২] বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ আঠার মাত্রায় 'কড়ি ও কোমলে'র চারটি সনেট রচনা করে 'কবির দায়িত্ব' যথাযথ ভাবেই পালন করেছেন। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে:

> ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
> জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
> অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
> যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
> যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
> যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
> যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
> অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান।
> কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
> নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
> প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে।
> প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন।
> ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন—
> সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে॥ [চিরদিন : ৪]

তত্ত্ব মূলক এই সনেটে আঠার মাত্রার দীর্ঘ পরিসরে কবিকল্পনা অনেক বেশি স্ফূর্তি পেয়েছে। আঠার মাত্রার বহনক্ষমতা চৌদ্দমাত্রার তুলনায় বেশি হওয়ায় রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কবিরা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে এই ছন্দে সনেট রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সনেটের পংক্তি-দৈর্ঘ্য নিয়ে 'কড়ি ও কোমলে' নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন সত্য কিন্তু মধুসূদন নির্দেশিত চৌদ্দ পংক্তির অক্ষরবৃত্ত ছন্দই যে সনেটের গাঢ়বন্ধতার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী এ কথা কবি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যে ৭৬টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন তার মধ্যে ৬৮টি চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। সনেটের ছন্দ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের নির্দেশ মান্য করলেও তাঁর 'কড়ি ও কোমলের' কোন

সনেটে মধুকবির প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ নেই। 'সোনার তরী'র তিনটি সনেটে সর্বপ্রথম প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এবং এর পরবর্তীকালের প্রায় সমস্ত সনেট ও সনেট-কল্প চতুর্দশীই প্রবহমাণ ছন্দে রচিত। 'সোনার তরী' থেকে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে ১৬টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত দশটি কবিতাতেই প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে।

সোনারতরী : বন্ধন, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ। চিত্রা : মরীচিকা, প্রৌঢ়, ধূলি। চৈতালি : পুণ্যের হিসাব। পূরবী : শেষঅর্ঘ্য। পরিশেষ : উৎসর্গ কবিতা। সেঁজুতি : প্রাণের দান।

সনেটের নিটোল বিন্যাসের পক্ষে প্রবহমাণ ছন্দ যে বাধাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মধুসূদনের আদর্শ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথম পর্বে সনেট রচনায় প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেন নি। 'সোনার তরী' থেকে তিনি যে সনেট রচনায় এই রীতির ব্যবহার করেছেন বাংলা ছন্দ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তার প্রধান কারণ। উত্তরকালে 'বলাকা'র সমিল মুক্তবন্ধ ছন্দে রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যে নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন প্রবহমাণ ছন্দ তারই প্রথম পদক্ষেপ। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তাঁর সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—কবির সারাজীবনের ছন্দ-বিবর্তন ধারার সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৪

রবীন্দ্র-সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে 'ছোটফুল' নামে সনেট-পরিচিতি বিষয়ক একটি চতুর্দশপদী কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই সনেটটির ষট্কবন্ধে কবি বলেছেন :

> **ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে**
> **নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—**
> **মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,**

মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সনেটকে বলেছেন 'ছোটফুল'। এই 'ছোটফুলে'র সংহত পরিসরেই কবি 'বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশে'র অসীম ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ফলত সনেটের মাধ্যমে কবির জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অনুভব নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সারা জীবনে তিনি বিচিত্র-বিষয়ী অজস্র চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত তার মধ্যে সনেটের সংখ্যা মাত্র ৬২টি। কিন্তু এই স্বল্প সংখ্যক সনেটেই কবির বিচিত্র-বিষয়ী চেতনা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সনেটগুলিতে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. আত্মকথা—কড়ি ও কোমল : প্রাণ, হৃদয়েব ভাষা, ছোটফুল, কল্পনা মধুপ, অস্তাচলের পরপারে, প্রত্যাশা, স্বপ্নরুদ্ধ, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার, বিজনে, সত্য-১, আত্মাভিমান, আত্মঅপমান, ক্ষুদ্রআমি, প্রার্থনা, শেষকথা। সোনারতরী : আত্মসমর্পণ।

২. তত্ত্ব—কড়ি : সত্য-২, বাসনার ফাঁদ, চিরদিন-১,২, ৪। চিত্রা : ধূলি। চৈতালি : পুণ্যের হিসাব। সেজুতি : প্রাণের দান।

৩. প্রকৃতি—কড়ি : সিন্ধুগর্ভ, ক্ষুদ্রঅনন্ত, অস্তমান রবি। সোনার তরী : মায়াবাদ, বন্ধন, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা।

৪. কবিতর্পণ—পরিশেষ : আশীর্বাদ (উৎসর্গ-কবিতা)।

৫. প্রেম—কড়ি : ক্ষণিক মিলন, স্তন-১, ঐ-২, চুম্বন, বিবসনা, বাহু, হৃদয় আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদয় আসন, কল্পনার সাথি, নিদ্রিতার চিত্র, পূর্ণমিলন, শ্রান্তি, বন্দী, কেন, মোহ, পবিত্রপ্রেম, পবিত্রজীবন, মরীচিকা, বৈতরণী। মানসী : তবু, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম। উৎসর্গ : সংযোজন-১০।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত সনেটই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। কচিৎ কখনো তিনি সনেট-পরম্পরাও রচনা করেছেন। 'কড়ি ও কোমলে' তিনটি সনেট-পরম্পরা আছে।[১৬০] অন্য সর্বত্র কবির নানা-বিষয়ী চেতনা এক একটি সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্পূর্ণান্বিত কাব্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। কবির আত্মকথা-মূলক সনেটগুলির অধিকাংশই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

প্রতিভার উন্মেষপর্বের আত্মচিন্তা ও. কবিচেতনা এই সনেটগুচ্ছে ভাষা পেয়েছে। তত্ত্ব-মূলক সনেটগুলিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বের ধ্যান-ধারণা বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক সনেটের সংখ্যা নয়টি। কিন্তু এই নয়টি সনেটেই তাঁর প্রকৃতি-চিন্তা ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের গভীর সম্পর্কের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সনেটের মুখ্য অবলম্বন প্রেম। শুধু মাত্র সনেটেই নয়, তাঁর সমগ্র কাব্য-সাধনার কেন্দ্র-মূলে রয়েছে প্রেম-চেতনা। প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বর এই তিন উপাদানকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাব্য-সাধনা বিবর্তিত হয়েছে। এই তিন উপাদানের সঙ্গেই তাঁর প্রেমানুভব গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এমন কি, কবির ধারণা এই যে, প্রেমের উপাসনাই ক্রমোন্নত অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকার উপাসনা। এই কথাই তিনি তাঁর 'Personality' গ্রন্থের 'Woman' প্রবন্ধে অনুপম ভাষায় বিবৃত করেছেন : 'With the growth of man's spiritual life, our worship has become the worship of love.'[১৪]

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রেম-চেতনার দ্বৈতরূপ ধরা পড়েছে। এই সম্পর্কে কবি এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবি বলেছেন—'কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।'[১৫] কবি এখানে 'জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব' বলতে প্রধানত তাঁর কৈশোরের প্রেরণাময়ী 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কথাই বুঝিয়েছেন। 'কড়ি ও 'কোমলে'র সনেটগুচ্ছে একদিকে যেমন কবির কিশোরী পত্নীর প্রতি তরুণ কবির প্রেমচেতনা 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের' সঙ্গে বিবৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি 'জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব' কবির মানসলক্ষ্মী নতুন বৌঠান সম্পর্কিত প্রেম চেতনাকে বেদনাসিক্ত করে তুলেছে।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি সনেটের সঙ্গে পেত্রার্কার কিছু কিছু সনেটের ভাবানুষঙ্গের মিল খুঁজে পেয়েছেন।[১৬] দুই কবির সনেটের ভাববস্তুর মিল নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা নয়ং কারণ রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই যে পেত্রার্কার রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে কবির কিশোর বয়সে রচিত১২৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে

প্রকাশিত 'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধে। একেবারে তরুণ বয়সে কবি দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেমচেতনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই পরিচয় তাঁর কবি মানসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। উল্লিখিত দুই ইতালীয় কবির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ প্লেটনিক প্রেমচেতনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই প্লেটনিক প্রেম, যাকে 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ'-প্রণেতা আচার্য ভোজরাজ বলেছেন 'অসম্প্রয়োগবিষয়ারতি', তার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কবির 'কড়ি ও কোমলে'র নতুন বৌঠান সম্পর্কিত প্রেমবিষয়ক সনেটগুচ্ছে। এই দিক থেকে এই সনেটগুলির মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত আমরা এই পর্যায়ের 'পবিত্রজীবন' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি।

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা।
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচর স্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোনখান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী ;
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি ॥
[পবিত্রজীবন : কড়ি ও কোমল]

'কড়ি ও কোমলে'র যে রচনাগুলিকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন 'নবযৌবনের রচনা,' যেগুলির মধ্যে 'আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা' ভাষা পেয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন, সেই রচনাগুলির আলম্বন হলেন কবির পঞ্চদশী কিশোরী বধূ। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'দাম্পত্য মিলনকুঞ্জে সম্ভোগ-প্রেমের এমন অপূর্ব-সুন্দর চিত্র, দেহের পাত্রে মর্তজীবনের পরম পিপাসার এমন মধুর আস্বাদন বৈষ্ণব পদাবলীর পরে আর কোথাও

খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহরতি পুষ্পসুকুমার সৌন্দর্যস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে কী অসামান্য কাব্যলাবণ্য লাভ করতে পারে, এ কবিতাগুলি যেন তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।'[১৭]

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সেযুগে এই পর্যায়ের কবিতাগুলি 'আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা'র মতোই প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু সনেট-কলাকৃতির সংযত ও সংহত শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই নবযৌবনের দুর্দমনীয় রসোচ্ছ্বাসও শিল্পসুষমায় অনবদ্য হয়ে উঠেছিল।

সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ক সনেট রচনা করেছেন সত্য, তবে প্রেম-বিষয়ক সনেটেই তাঁর কবিপ্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত-রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলা সাহিত্যের আদি সনেটকার মধুসূদনের সনেট বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর প্রেম-বিষয়ক সনেট নগণ্য। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রেমের সনেট রচনায় দিশারীর কাজ করেছেন। নবরোমান্টিক পর্বের কবিরা খুব সম্ভবত তাঁর 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটের অনুপ্রেরণাতেই গার্হস্থ্য-প্রেম-বিষয়ক সনেট রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিনিধি। তাঁর সুবিশাল কাব্য-ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কবিরা তাঁর প্রদর্শিত পথে একদিকে যেমন খাঁটি শেকস্পীরীয় এবং রীতিগোত্রহীন সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন অন্যদিকে তেমনি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্দশ পদের কবিতা চর্চায়ও উৎসাহ দেখিয়েছেন। মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে সনেট-রচনার যে পরিশীলিত-রীতি প্রবর্তিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে কিছুটা বিচলিত করেছেন। তবে এ কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় গীতিকাব্যের অন্যতম মুখ্য বাহন হিসাবে সনেট-কলাকৃতি বাংলাসাহিত্যে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলী'কে আকরগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

২. চৈতালির 'পুণ্যের হিসাব' ('দিদি' কবিতার প্রথম চতুষ্ক সংবৃত্ত মিলে রচিত, পরের দশ পংক্তি পাঁচটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত) উৎসর্গের

সংযোজন-১০নং কবিতা, পূরবীর 'শেষঅর্ঘ্য' এবং পরিশেষের উৎসর্গ-কবিতা 'আশীর্বাদে' সনেট-পন্থী মিল যোজিত হয়েছে।

৩. ব্যতিক্রম 'গীতালির' উৎসর্গ কবিতা। কবিতাটি ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে রচিত।

৪. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) পৃ'৯০১

৫. মোহিতলাল মজুদার—বাংলাকবিতার ছন্দ (১৩৫২), বাংলা সনেট পৃ'১৬১

৬. তদেব, পৃ.১৬১

৭. 'আমার সেই-সকল লেখায় (কড়ি ও কোমলের কবিতায়) তিনি (আশুতোষ চৌধুরী) ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন।' জীবনস্মৃতি

৮. কড়ি ও কোমলের 'হাসি' ও 'চিরদিন-৩'-এর ষট্‌কের দুই ত্রিকের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে, এবং কড়ি ও কোমলের 'চরণ, সোনারতরীর 'বন্ধন' ও 'অক্ষমা,' চিত্রার 'প্রৌঢ়া' ও চৈতালির 'পুণ্যের হিসাব' এই সনেট-পঞ্চকের ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে।

৯. জগদীশ ভট্টাচার্য—সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ'১৮৮

১০. তদেব, পৃ.১৯৩

১১. চতুর্দশ পদের কবিতা রচনায় অবশ্য তিনি পরবর্তীকালেও ১৮ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

১২. মোহিতলাল মজুমদার—বাংলাসনেট, বাংলাকবিতার ছন্দ, পৃ'১৫২

১৩. স্তন, সত্য ও চিরদিন-শীর্ষক যথাক্রমে দুটি, দুটি ও চারটি কবিতা সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবি চতুর্দশপদবন্ধে একাধিক চতুর্দশী-পরম্পরা রচনা করেছেন। সেগুলি এই পর্যায়ে গৃহীত হয়নি।

১৪. Rabindranath Tagore—'Personality' (Macmillan, 1965) 'Woman,' Page-178

১৫. রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) কড়ি ও কোমলে কবির মন্তব্য, পৃ.১৪৭

১৬. সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ.২৫২-২৬২

১৭. তদেব। পৃ.২২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাসাহিত্যে সনেট : নবরোমান্টিক পর্বের কবিগণ

১

দেবেন্দ্রনাথ সেন

নবরোমান্টিক পর্বের অগ্রণী কবি রবীন্দ্রনাথের 'কবিভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। তাঁর কবিপ্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগ-স্পন্দিত, কাব্যপ্রকাশে তিনি বহুল পরিমাণে অসংযত। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই অসংযত কবিকল্পনাকে রূপবদ্ধ করবার জন্যই তিনি 'সনেটের নাগপাশে স্বেচ্ছা-বন্দী' হয়েছেন।[1] আসলে দেবেন্দ্রনাথের কবি-সত্তা দ্বৈত-চরিত্র। একদিকে তাঁর কবিকল্পনা আবেগ-উচ্ছ্বাসে অসংযত অন্যদিকে তিনি কবিতার রূপনির্মাণে স্থাপত্য-ধর্মে বিশ্বাসী। ১৯১১ সালে জব্বলপুরে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—'আমি পুরাতন স্কুলের—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি।......মাইকেলই আমার গুরু।'[2] মধুসূদনকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠার অর্থ কবিতার স্থাপত্য-ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করা। কিন্তু তাঁর কবিকল্পনা বল্গাহীন। কবিসত্তার এই দ্বৈতচরিত্রের টানাপোড়েনে তাঁর সনেটগুলি রচিত। তাঁর কবিচরিত্রের স্থাপত্য-ধর্মী সত্তা একদিকে যেমন তাঁকে সনেট রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে অন্যদিকে তেমনি তাঁর বাধাবন্ধহারা উচ্ছ্বসিত কবি-সত্তা বিশেষ রীতির শৃঙ্খলে সম্পূর্ণভাবে বন্দী হতে তাঁকে বাধা দিয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষিত। নিশ্চয়ই তিনি শেকস্‌পীরীয় সনেটের গঠন-বিন্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর গুরু মধুসূদনের সনেট থেকে পেত্রার্কীয় সনেটের রূপ-নির্মাণও লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সনেট-রচনায় তিনি উল্লিখিত দুই প্রকৃতির কোন বিশেষ রীতিকেই সম্পূর্ণত গ্রহণ না করে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র অনিয়মিত মিলে রচিত সনেটগুচ্ছের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতার সংখ্যা একশ' পঞ্চাশ। এর মধ্যে

১৮টি অশোকগুচ্ছে (১৯০০), ১৬টি শেফালীগুচ্ছে (১৯১২), ৫১টি পারিজাতগুচ্ছে (১৯১২), ৩৬টি অপূর্বনৈবেদ্যে (১৯১২), ২৫টি গোলাপগুচ্ছে (১৯১২), ৩টি অপূর্ব-শিশুমঙ্গলে (১৯১২) এবং ১টি অপূর্ববীরাঙ্গনা (১৯১২) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৩] এই ১৫০টি কবিতার মধ্যে শেফালীগুচ্ছের 'শরৎ ঋতু' ও 'বনতুলসী' কবিতাদুটি ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে রচিত; বাকি ১৪৮টি চতুর্দশ পংক্তির একই স্তবকবন্ধে গঠিত। রবীন্দ্রনাথের মত দেবেন্দ্রনাথের সনেটের গঠন-বিন্যাস মূলত শেকস্‌পীরীয়। তাঁর ১৫০টি চতুর্দশপদীর মধ্যে ১২৬টি তিন চতুষ্ক ও দ্বিপদীতে গঠিত এবং সর্বত্র সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। কিন্তু তিনি সনেটের মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের মতই শেকস্‌পীরীয়-রীতি যথাযথ ভাবে মান্য করেন নি। তাঁর সনেটে সাত থেকে তিন মিল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। সাত মিলে তিনি মাত্র ২৩টি সনেট রচনা করেছেন, অথচ এক্ষেত্রেও সর্বত্র শেকস্‌পীরীয় মিলপদ্ধতি যথাযথ অনুসৃত হয় নি। সাত মিলে রচিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস লক্ষ্য করা যাক :

১. কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । ঙঙ । অশোকগুচ্ছ : সদ্যঃস্নাতা। শেফালীগুচ্ছ : সুরা। পারিজাতগুচ্ছ : নিদাঘের রৌদ্র, রবীন্দ্রবাবুর সনেট, আষাঢ়। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : হোমাগ্নি, উমামঙ্গল-২

২. কখখক । গঘগঘ । তপতপ । ঙঙ । অশোক : দীপহস্তে যুবতী। পারিজাত : পৌষ । অপূর্ব্ব নৈবেদ্য : সধবা

২ক. কখখক গঘগঘ । তপতপ । ঙঙ । গোলাপ : আঁখি

৩. কখখক । গঘগঘ । তপপত । ঙঙ । অশোক : দ্রৌপদী। পারিজাত : জ্যৈষ্ঠ

৩ক. কখখক। গঘগঘ । তপপ। তঙঙ। গোলাপ : ভালবাসার জয়

৩খ. কখখক গঘগঘ তপপত। ঙঙ। গোলাপ : পরাজয়

৪. কখখক । গঘঘগ । তপপত। ঙঙ। অশোক : আমি। পারিজাত : আশ্বিন

৪ক. কখখক গঘঘগ। তপপত। ঙঙ। গোলাপ : গ্রীষ্মের ফলপ্রকৃতি

৫ কখকখ। গঘঘগ। তপপত। ঙঙ। অশোক : লাজভাঙান

৬. কখকখ। গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাত : স্পর্ধা, বৈশাখ

৬ক. কখকখ গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাত : র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডনা-২

৭. কথকথ। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। গোলাপ : বঙ্গবধূ

এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের সাতটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম বিভাগের ১৬টি সনেটের তিন চতুষ্ক রচনায় সংবৃত-বিবৃত মিলবিন্যাস করে দেবেন্দ্রনাথ নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এই সনেটগুলির পাঁচটিতে তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই। ৩ক বিভাগের সনেটটির ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত, মিলবিন্যাসে ইংরেজ কবি সারে ও ফিলিপ সিডনির প্রভাব আছে। সাত মিলে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে আমরা অবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেট বলে গ্রহণ করছি। সাত মিলে রচিত বাকি ১৫টি সনেটের গঠন-বিন্যাস লক্ষ্য করে এগুলিকে ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেটের অন্তর্গত করা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ৪১টি সনেটে ছ' মিল ব্যবহার করেছেন। সনেটগুলির মিল-বিন্যাস নিম্নরূপ :

১. কথকথ। খগগখ। তপতপ। ঙঙ। অশোকগুচ্ছ : যুবতীর হাসি, গণিকা। পারিজাতগুচ্ছ : **অগ্রহায়ণ**

২. কথথক। খগগখ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : কার্তিক

২ক. কথথক খগগখ। তপতপ। ঙঙ। অপূর্বনৈবেদ্য : **সাধুর হাসি**

৩. কথকথ। খগগখ। তপপত। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ : তুমি

৪. কথকথ। গখগখ। তত পপ ঙঙ। অশোকগুচ্ছ : ত্রুটিকথা

৫. কথকথ। গখগখ। তপপ তঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবন

৬. কথথক গখখগ। তপতপ। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ : সোনার শিকলি

৭. কথকথ। গখগখ। তপতপ। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ : শ্যামাঙ্গী। পারিজাতগুচ্ছ : **নৃসিংহ চতুর্দ্দশী**

৭ক. কথকথ গখগখ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : **সীতানবমী**

৮. কথকথ। গখখগ। তপতপ। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : **গৃহেঅগ্নি**

৯. কথথক। কগগক। তপতপ। ঙঙ। অশোকগুচ্ছ : প্রিয়তমার প্রতি

৯ক. কথথক। কগগক। তপতপঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : উমামঙ্গল-১, জুলিয়েট।

১০. কথকথ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ। অশোকগুচ্ছ : **অশোকতরু** পারিজাতগুচ্ছ : তক্ষকগীরগীটী। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : ডেসডিমনা।

১১. কথকথ। কগকগ। তপপত। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ : ফোয়ারা

১২. কখখক। কগগক । তপপত । ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : স্বপ্ন
১৩. কখকখ । কগগক । তপতপ ।ঙঙ ।পারিজাতগুচ্ছ : লীলাবৃষ্টি
১৩ক. কখকখ কগগক তপতপ। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : শান্তি
১৪. কখখক । কগকগ। তপতপ । ঙঙ । গোলাপ : নিদাঘের ডালি
১৫. কখকখ । গকগক । তপতপ। ঙঙ । পারিজাতগুচ্ছ : প্রজাপতি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : সাবিত্রী
১৬. কখকখ । গকগক । তপপত । ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ : মালিনী
১৭. কখখক । গঘগঘ । তপতপ । খখ। অশোকগুচ্ছ : উচ্চহাসি
১৮. কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । কক। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : অফিলিয়া
১৯. কখকখ। গঘগঘ। তককত। পপ। অশোকগুচ্ছ : অদ্ভুতশান্তি
২০. কখকখ । গঘঘগ । তকতক । পপ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য : মিরেণ্ডা
২১. কখকখ । গঘঘগ । তখতখ। পপ । পারিজাতগুচ্ছ : ভাইফোঁটা
২২. কখকখ । গঘগঘ । কতকত । পপ। পারিজাতগুচ্ছ : চৈত্র
২৩. কখকখ । গঘগঘ । গতগত । পপ। পারিজাতগুচ্ছ : যশ
২৪. কখকখ । গঘগঘ । তঘতঘ । পপ । পারিজাতগুচ্ছ : ফাল্গুন
২৫. কখকখ । গঘঘগ । গততগ। পপ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য : শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-২
২৬ কখখক । গঘঘগ তঘতঘ । পপ ।গোলাপগুচ্ছ : পিপাসা
২৭. কখখক । গঘগঘ । ঘতঘত । পপ । অপূর্ব্বনৈবেদ্য : উমামঙ্গল-৩
২৮. কখখক । গঘগঘ ।ঘততঘ । পপ । গোলাপগুচ্ছ : মহিরাবণের পালা
২৯ কখখক । গঘগঘ । খতত । খপপ । গোলাপগুচ্ছ : গীতিকাব্য
৩০. কখকখ। গঘঘগ। তপতপ। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : নবতপস্বিনী

উল্লিখিত ৪১টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। ২ক, ৪, ৫, ৬, ৭ক, ৯ক, ১৩ক, ২৬ ও ২৯ বিভাগের দশটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র তিন চতুষ্কের গঠন স্পষ্ট। পূর্ববর্তী চতুষ্কের কোন একটি মিল পরবর্তী চতুষ্ক অথবা অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পুনর্যোজিত হওয়ায় সনেটগুলির মিল সংখ্যা ছ'-তে সীমাবদ্ধ। সামগ্রিক গঠন ও মিলবিন্যাসে সনেটগুলিকে শিথিল শেকস্পীরীয় সনেটের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই পর্যায়ের স্থূলাক্ষরা ৯টি সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজিত হয়ে সনেটগুলির অভিনব রূপ রচিত হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ৬২টি সনেটে পাঁচ মিল ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসের বৈচিত্র্য সীমাহীন। সনেটগুলির মিলবিন্যাস-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক :

১. কথকথ। কথকথ। তপপত। ঙঙ। অশোকগুচ্ছ : **অশোকফুল**

২. কথকথ। কথকথ। তপতপ। ঙঙ। অশোকগুচ্ছ : **লক্ষ্ণৌর আতা**, রাক্ষসী। পারিজাতগুচ্ছ : নববর্ষের আহবান-২, লক্ষ্ণৌ, **রামানুজের প্রতি**। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : **রোহিনী**, কোকিল। অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল : **রাণীর চুমো**

৩. কথথক। থকথক। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : **সুরাপাত্র**। পারিজাতগুচ্ছ : **আম্রফল**

৪. কথকথ। থককথ। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : বনতুলসী, **কনক**। পারিজাতাগুচ্ছ : হিন্দুবিধবা। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : **চিত্তরঞ্জনদাসের প্রতি-১**

৪ক. কথকথ। থককথ। তপত। পঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-৩, রাজা রামমোহন

৫. কথকথ। থকথক। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : আপ ভালা তো জগৎ ভালা। পারিজাতগুচ্ছ : **পুর্ণিমা**, দশভুজা

৬. কথথক। থককথ। তপপত। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : **পুরাতনবর্ষের বিদায়**

৭. কথকথ থককথ। তপপত। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : **ভক্তি**। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : সুন্দর

৭ক. কথকথ। থককথ। তপপত। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ : অদ্ভুত অভিসার

৮, কথকথ। থকথক। তপপত। ঙঙ। গোলাপগুচ্ছ : স্নান

৯. কথথক। কথথক। তপপত। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : **পিসিমার সীতাভোগ, মহাত্মা [illegible] প্রতি**

৯ক. কথথক কথথক। তপপত ঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-১

৯খ. কথথক। কথথক। তপপত ঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০, কথথক। কথথক। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : **উষা, অপূর্ব্বকৃষ্ণ প্রাপ্তি**। পারিজাতগুচ্ছ : শেফালি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : **শ্রীহরির** প্রতি, **ফতে গড়ের মাকালী**। গোলাপগুচ্ছ : **সৌম্য**, বনফুল

১০ক. কখখক। কখখক। তপত। পঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : বঙ্কিমচন্দ্র। অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল : খোকাবাবু

১১. কখখক। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : বীণা। পারিজাতগুচ্ছ : ব্রজেন্দ্র ডাকাত-১। গোলাপগুচ্ছ : চিরযৌবন।

১১ক. কগখক কখকখ তপতপ ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : কোকিল

১২. কখখক। কখকখ। তপপত। ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : ব্রজেন্দ্র-ডাকাত-২

১২ক. কখখক কখকখ। তপপত ঙঙ। পারিজাতগুচ্ছ : জীবননদী

১৩. কখকখ। কখখক। তপপ। তঙঙ। শেফালীগুচ্ছ : সখীর প্রতি বঙ্গ-বিধবার উক্তি

১৪. কখকখ। কগকগ। তককত। পপ। পারিজাতগুচ্ছ : মাঘ

১৫. কখখক। কগগক। তপতপ। গগ। পারিজাতগুচ্ছ : নববর্ষের আহ্বান-৩

১৬. কখখক গকগক। তপতপ। কক। পারিজাতগুচ্ছ : ডালিম

১৬ক. কখখক। গকগক। তপতপ। কক। পারিজাতগুচ্ছ : বৈশাখীঝড়-১

১৭. কখকখ। খগগখ। তপতপ। গগ। পারিজাতগুচ্ছ : বৈশাখমাস

১৮. কখকখ। গখখগ। তপতপ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ : ভাদ্র

১৯. কখকখ। গঘগঘ। তখতখ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ : শ্রাবণ

২০. কখকখ। কককক। তপতপ। ঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : যমুনা

২০ক. কখকখ কককক তপতপ। ঙঙ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : স্বর্ণকুমারীদেবীর প্রতি

২১. কখকখ। গঘগঘ। ঘতঘত। গগ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : রসেলিও

২২. কখখক। গঘগঘ। ঘততঘ। খখ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : বিয়াট্রিস

২৩. কখকখ। কগকগ। তককত। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : মা

২৪. কখকখ। কগকগ। তগগত। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : ভ্রমর

২৫. কখকখ। গঘগঘ। গখগখ। তত। গোলাপগুচ্ছ : কুরুচি

২৬. কখকখ। খগখগ। তপতপ। কক। গোলাপগুচ্ছ : গৌরী

২৭. কখকখ ককগগ ততততত। পপ। গোলাপগুচ্ছ : লোহার বাঁধন

২৮. কখকখ। কগকগ। তপতপ। তত। গোলাপগুচ্ছ : এই

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের প্রথম তেরটি বিভাগের ৪৫টি সনেটে কবি পেত্রার্কার মত অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহার করেছেন। অবশ্য অষ্টকের চতুষ্ক-গঠন ও মিলবিন্যাসে কবি চূড়ান্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। ষট্‌কের শেষে সর্বত্রই মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র ছয়টি ক্ষেত্রে তিনি দুই ত্রিক দিয়ে ষট্‌ক গঠন করেছেন। অন্য সর্বত্রই ষট্‌ক চতুষ্ক ও যুগ্মকবন্ধে গঠিত। ষট্‌কের মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে কবি ১৩টিতে তপপতঙঙ এবং ৩২টিতে তপতপঙঙ মিল ব্যবহার করেছেন। সনেট-সংসারে উল্লিখিত দুই মিল প্রথম ব্যবহার করেন চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবের্তি। অবশ্য উবের্তির ষট্‌ক দুই ত্রিক-বন্ধে রচিত। ইংরেজি সাহিত্যের আদি পর্বের সনেটকার ওয়াট্‌ উবের্তির অনুসরণে তাঁর সনেটের ষট্‌কবন্ধে উল্লিখিত দুই মিল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালের কবি ফিলিপ সিডনির ষট্‌কের প্রিয় মিল তপত, পঙঙ। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষিত কবি দেবেন্দ্রনাথ খুব সম্ভবত ওয়াট্‌ ও সিড্‌নির কাছ থেকে উল্লিখিত মিল দুটি গ্রহণ করেছেন।

এই পর্যায়ের ১ম থেকে ১৩শ বিভাগের স্থূলাক্ষরা ২৩টি সনেটে কবি মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেও মোটামুটিভাবে পেত্রার্কান সনেটের মিল অনুসরণ করে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন বলে এই সনেটগুলিকে আমরা ভগ্ন-পেত্রার্কান সনেট বলে গ্রহণ করছি। এই বিভাগের বাকি ২২টি সনেটে আবর্তনসন্ধি নেই, অথচ মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেও পেত্রার্কাকে অনুসরণ করা হয়েছে। আবর্তনসন্ধিহীন এই ২২টি সনেটকে ভগ্ন-মিল্টনীয় সনেট বলে অভিহিত করছি।

১৪ থেকে ২৮ বিভাগের ১৭টি সনেটের মিলযোজনা অবিন্যস্ত। তবে সর্বত্রই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে এবং ১৬, ২০ক ও ২৭ বিভাগের তিনটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র তিন চতুষ্ক বিভাগ স্পষ্ট বলে এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট হিসাবে গণ্য করা যায়। অনিয়মিত মিলে রচিত উল্লিখিত তিনটি কবিতাকে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই শ্রেয়। এই পর্যায়ের স্থূলাক্ষরা সনেটটির আবর্তনসন্ধির অভিনবত্বও লক্ষণীয়।

চার মিলে দেবেন্দ্রনাথের ২২টি সনেট রচিত। তবে মিলবিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রীতিগোত্রহীন। মিলপদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. কখকখ। কখকখ। খতখত। পপ। অশোকগুচ্ছ : উৎসর্গ-২

২. কখকখ। কখকখ। কত কত। পপ। অশোকগুচ্ছ : উৎসর্গ-১

৩. কখখক। কখখক। কততক। পপ। শেফালীগুচ্ছ : শরৎঋতু

৪. কখকখ। কখকখ। তকতক। পপ। শেফালীগুচ্ছ : পিসিমার খাজা। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : **ক্লিওপেট্রা**

৫. কখকখ খককখ। তখতখ। পপ। শেফালীগুচ্ছ : যীশুখ্রীষ্টের প্রতি

৬. কখকখ। কখকখ। তখখত। পপ। পারিজাতগুচ্ছ : নববর্ষের আহবান-১

৭. কখকখ। কখকখ। তপতপ। কক। পারিজাতগুচ্ছ : **শিরিষফুল**

৭ক. কখকখ। কখকখ। তপতপকক। পারিজাতগুচ্ছ : **বৈশাখীঝড়-৩**

৮. কখকখ কখখক। তপতপকক।পারিজাতগুচ্ছ : **আত্মহত্যা**

৯. কখকখ কখকখ। তপতপ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ : **কাট্‌ঠোকরা**

১০. কখখক খকখক। তপতপ। খখ। পারিজাতগুচ্ছ : র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডনা-১

১১. কখকখ। খকখক তকতকপপ পারিজাতগুচ্ছ: **হিন্দুবধূ**

১২. কখকখ। কখকখ। তপপত। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : ইলা

১৩. কখখক। কখখক। তপতপ। তত। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : **চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-২**

১৪. কখকখ। খককখ। খততখ। পপ। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : **পেঁপে সুন্দরী**

১৫. কখকখ। খককখ। তখখত। পপ। অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল : **ডাকাত**

১৬, কখখক। কখখক। তপপত। খখ। অপূর্ব্ববীরাঙ্গনা : **বন্দনা**

১৭. কখখক। খগগখ। খতখত। খখ। গোলাপগুচ্ছ : **রূপার বাঁধন**

১৮. কখকখ। গঘগঘ। খকখক। কক। অশোকগুচ্ছ.: ভুল

১৯. কখকখ। গখগখ। গতগত। গগ। পারিজাতগুচ্ছ : বৈশাখীঝড়-২

২০. কখখক কগগক। কতকত। তত। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : ভারতী

এই পর্যায়ের ১ম থেকে ১১শ এবং ১৪শ থেকে ১৬শ বিভাগের ১৬টি সনেটের অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। ষট্‌কের মিলও দুটি, তবে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে কবি ক্লাসিকাল সনেট-রীতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন। এই ১৬টি সনেটের স্থূলাক্ষরা ৯টি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এগুলিকে শিথিল-পেত্রার্কীয় এবং বাকি ৭টি সনেটকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।

১২শ এবং ১৩শ বিভাগের সনেট দুটি তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত কিন্তু অষ্টক ও ষট্‌ক ভিন্ন ভিন্ন দুটি মিলে রচিত। ১৩শ বিভাগের সনেটটিতে আবর্তনসন্ধিও আছে। সুতরাং এই সনেটটিকে ভঙ্গ-পেত্রার্কান এবং ১২শ বিভাগের সনেটটিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে স্বীকার করা যায়।

১৭শ থেকে ১৯শ বিভাগের সনেট তিনটির গঠনে শেকস্‌পীরীয় সনেটের প্রভাব রয়েছে কিন্তু মিলবিন্যাসে চূড়ান্ত অনিয়ম ঘটেছে। তিনটির মধ্যে স্থূলাক্ষরা দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এই দুটিকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় এবং বাকি সনেটটিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের কবিতাটির মিলবিন্যাস চূড়ান্তভাবে অনিয়মিত, গঠনের দিক থেকেও এটিকে কোন বিশেষ রীতির অন্তর্গত করা যায় না বলে একে সনেট-কল্প চতুর্দশী বলাই বাঞ্ছনীয়।

দেবেন্দ্রনথের অপূর্ব্বনৈবেদ্যের 'আনন্দ' এবং গোলাপগুচ্ছের 'বঙ্গনারী' চতুর্দশপদী কবিতায় তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। মিলবিন্যাস নিম্নরূপঃ

আনন্দ : কখকখ। গখগখ। গকগক। গগ

বঙ্গনারী : কখকখ খকখক। তখতখ। কক

এই মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল,' 'মানসী' ও 'চিত্রা'র তিনমিলের চতুর্দশীগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। 'বঙ্গনারী'র অষ্টকে দুই মিল ব্যবহৃত হয়েছে এবং আশ্চর্যেরবিষয় যে তিন মিলের এই কবিতাটিতে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। আবর্তনসন্ধির কথা স্মরণ করে এই কবিতাটিকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। 'আনন্দ' কবিতার মিলবিন্যাসে যদৃচ্ছতা স্পষ্ট। এই কবিতারচতুষ্ক গঠন ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে শেক্সপীরীয় প্রভাব বর্তমান বলে এটিকে আমরা শিথিল-শেক্সপীরীয়-রীতির অন্তর্গত করছি।

দেবেন্দ্রনাথের ১৫০টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে চারটি সনেট-কল্প চতুর্দশী। বাকি ১৪৬টি সনেট-রীতির দিক থেকে নিম্নলিখিত সাত পর্যায়ে বিভক্ত :

১. ভঙ্গ পেত্রার্কীয় ২৪টি।

২. শিথিল পেত্রার্কীয় ১০টি।

৩. ভঙ্গ মিল্টনীয় ২৩টি।

৪. শিথিল মিল্টনীয় ৭টি।

৫. খাঁটি শেক্সপীরীয় ৭টি।

৬. ভঙ্গ শেক্সপীরীয় ১৬টি (একটিতে আবর্তনসন্ধি)

৭. শিথিল শেক্সপীরীয় ৫৯টি (বারোটিতে আবর্তনসন্ধি)।

দেবেন্দ্রনাথের সাতটি মাত্র সনেট রীতিসিদ্ধ—অন্যসবগুলিই ভঙ্গ বা শিথিল গোত্রের। উল্লিখিত সাতটি সনেটই শেক্সপীরীয়। তার ভঙ্গ ও শিথিল রীতির সনেটগুলিতেও শেক্সপীরীয় সনেটের প্রভাব বিদ্যমান। তিনি যেখানে পাঁচ মিলের ক্লাসিকাল সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন সেখানেও গঠন ও মিলবিন্যাসে শেক্সপীরীয় সনেটের প্রভাব বর্তেছে। তবে এই শ্রেণীর কোন কোন সনেটে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীরীয় রীতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর দুই রীতির এই সমন্বয় প্রয়াস 'গোলাপগুচ্ছে'র 'ভালবাসার জয়' সনেটে নবরূপ লাভ করেছে। এই সনেটটি সাতমিলের শেক্সপীরীয় রীতিতে রচিত। অষ্টক ও ষট্‌কের গঠন কিন্তু পেত্রার্কীয়। সর্বোপরি সাত মিলের এই সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবি রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সনেটের মত ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক সনেট সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

বৃথা ও ঘৃণার হাসি, বৃথা ও কথার ছল ;
রবির কিরণ আমি, তুমি মালঞ্চের ফুল
বৃথা তব উপহাস, শাণিত কথার শূল ;
রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যাম দুর্ব্বাদল !
জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে,
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময় ?
জান না কি প্রজাপতি যেই পুষ্পে বসে উড়ে,
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো সুবর্ণময় ?
আমার সোহাগ কুঞ্জে বসিয়া বসিয়া তুমি,
ভুলে গিয়ে ঘৃণা হাসি, কণ্ঠমণি হবে ধনি !
জান না কি ভালবাসা ধরার পরশমণি ?
ঘৃণার নিজত্ব হরে দিবানিশি চুমিচুমি
আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও ঘৃণা-হাসি ;—
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা-আপনা আসি !

[ভালোবাসার জয় : গোলাপগুচ্ছ, পৃষ্ঠা-৭]

কবিতাটির অষ্টকে কবি বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে ভালবাসার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ষট্‌কে কবি ফিরে এসেছেন উপমেয়—নিজের কথায়। বিশ্বপ্রকৃতির প্রেমরহস্য মানবলোকেও একই ভাবে সত্য অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি দুই ক্ষেত্রেই ভালবাসারই জয়—এই হলো কবির সিদ্ধান্ত। এই কবিতাটির গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে পেত্রার্কীয় সনেটের সংহত মিলবন্ধনের ফলে অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি যে ভাবে ভার-সাম্যের কাজ করে ভাবপ্রবাহকে আসক্তি-মুক্তিলীলায় বিলসিত করে তোলে শেক্সপীরীয় মিলের শিথিল বিন্যাসে তা একান্ত ভাবেই অসম্ভব। তবে বহিরঙ্গে রোমান্টিক ও অন্তরঙ্গে ক্লাসিকাল সনেটের নিদর্শন হিসাবে কবির এই ধারার সনেটগুলি ঐতিহাসিক কারণে বিশেষ মূল্যবহ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রীতিতে রচিত প্রায় ৪৭টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বৈচিত্র্যের দিক থেকে তা নিম্নলেখ চৌদ্দটি বিভাগে বিন্যস্ত :

১. উপমান থেকে উপমেয়—অশোকগুচ্ছ : অশোকফুল। পারিজাতগুচ্ছ : শিরিষফুল। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : চিত্তরঞ্জনদাসের প্রতি-২।

২. উপমেয় থেকে উপমান পারিজাতগুচ্ছ : বৈশাখী ঝড়-২; হিন্দুবধূ। গোলাপগুচ্ছ : সৌম্য।

৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—অশোকগুচ্ছ : লক্ষ্মৌর আতা, অদ্ভুত শান্তি। শেফালীগুচ্ছ : পিসিমার সীতাভোগ, বীণা, অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রাপ্তি। মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি, কনক। পারিজাতগুচ্ছ : আম্রফল, শিলাবৃষ্টি, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, সীতানবমী, পূর্ণিমা, ব্রজেন্দ্র ডাকাত-২, জীবননদী। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : রোহিনী, ফতেগড়ের মাকালী, সাধুর হাসি, পেঁপে সুন্দরী। গোলাপগুচ্ছ : বঙ্গনারী, চিরযৌবনা। অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল : রাণীর চুমো, ডাকাত। অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা : বন্দনা।

৪. কারণ থেকে কার্য—শেফালীগুচ্ছ : সুরাপাত্র। পারিজাতগুচ্ছ : গৃহে অগ্নি।

৫. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর—অশোকগুচ্ছ : অশোকতরু।

৬. উত্তর থেকে জিজ্ঞাসা—গোলাপগুচ্ছ : রূপার বাঁধন।

৭. সংলাপে একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষ—শেফালীগুচ্ছ : স্বপ্ন।

৮. সামান্য থেকে বিশেষ—শেফালীগুচ্ছ: উষা। পারিজাতগুচ্ছ: কাঠ্‌ঠোকরা, রামানুজের প্রতি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য: চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-১।

৯. অতীত থেকে বর্তমান—পারিজাতগুচ্ছ: পুরাতনবর্ষের বিদায়।

১০. তত্ত্ব থেকে ভাব—পারিজাতগুচ্ছ: বৈশাখী ঝড়-৩, ব্রজেন্দ্র ডাকাত-১।

১১. নিসর্গলোক থেকে মানবলোক—পারিজাতগুচ্ছ: শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ।

১২. মানবলোক থেকে নিসর্গলোক—অপূর্ব্বনৈবেদ্য: ক্লিওপেট্রা।

১৩. উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত—পারিজাতগুচ্ছ: ভক্তি। গোলাপগুচ্ছ: ভালবাসার জয়।

১৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ—পারিজাতগুচ্ছ: আত্মহত্যা।

দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন মিলে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। ক্লাসিকাল সনেটে আবর্তনসন্ধি যে ভাবে সনেটের ভারসাম্যের কাজ করে ভাবপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে, দেবেন্দ্রনাথের শিথিল মিলবন্ধনে রচিত সনেটে তা কখনই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে নি। কবি তাঁর যে সমস্ত সনেটের অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে ভিন্ন প্রকৃতির তিন মিল ব্যবহার করেছেন সে সব ক্ষেত্রেও ষট্‌কের অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের অবাঞ্ছিত প্রাদুর্ভাবের ফলে আবর্তনসন্ধি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। তবে একথা নিশ্চিত যে তিনি বিভিন্ন মিলে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে ভাবপ্রবাহের ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর ছিলেন।

সনেট সাহিত্যের ইতিহাসে পৃথিবীর বিভিন্নদেশের সনেটকারগণ ‘সনেট-পরম্পরা’ রচনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সনেট প্রবর্তক মধুসূদন সনেট-পরম্পরার চেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। অবশ্য তিনিও কোন কোন বিষয়ে একই পর্যায়ের দুটি সনেট রচনা করে বাংলাসাহিত্যে সনেট-পরম্পরা রচনার সম্ভবনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তিনটি সনেট-পরম্পরার কথাও স্মরণীয়। দেবেন্দ্রনাথ সনেট-পরম্পরা রচনায় সম্ভবত এই দুই পূর্বসূরীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কবিতা সংখ্যাসহ তাঁর সনেট-পরম্পরাগুলি নিম্নরূপ।

অশোকগুচ্ছ: উৎসর্গ ২টি।

পারিজাতগুচ্ছ : নববর্ষের আহ্বান ৩টি। বৈশাখী ঝড় ৩টি। নববর্ষের উপহার ১২টি। ব্রজেন্দ্রডাকাত ২টি। র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডনা ২টি।

অপূর্ব্বনৈবেদ্য : শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ২টি। চিত্র ৩টি। চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি ৩টি।

দেবেন্দ্রনাথের নয়টি সনেট-পরম্পরার মধ্যে 'নববর্ষের উপহারে' বারমাসের ওপরে বারটি সনেট স্থান পেয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি জেমিন্নিয়ানো (F. da san Gemignano) সর্বপ্রথম সপ্তাহের সাত দিন এবং বছরের বার মাস অবলম্বনে এই ধরণের সনেট-পরম্পরা রচনা করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সনেটের মিল ও ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদন ও রবীন্দ্রানুসারী কবি। তবে অপূর্ব মিল-ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা বিশেষ ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র স্বরের অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন। তবে এই ত্রুটি খুব বেশি নয়, মোটামুটি ভাবে তিনি সহজ-সরল ভাবে স্বাভাবিক অন্ত্যমিল যোজনা করেছেন। সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে তিনি শেকস্‌পীয়রের প্রাধান্য স্বীকার করে নিলেও সনেটের মিল-ব্যবহারে শেকস্‌পীয়রের মত ব্যঞ্জনান্ত মিলের আধিপত্য মেনে নেন নি। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা ভাষায় স্বরান্ত মিলের সাংগীতিক আবেদন ও মাধুর্য ব্যঞ্জনান্ত মিলের চেয়ে অনেক বেশি। সনেটের কঠিন কাঠামোয় গীতিকবিতা রচনা করতে গিয়ে সে কারণেই তিনি স্বরান্ত মিল যোজনায় অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ১৫০টি চতুর্দশপদের কবিতার ৮১১টি মিলের মধ্যে ৫৫৪টি স্বরান্ত এবং ২৫৭টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

সনেটের মিলবিন্যাসে না হলেও ছন্দের ক্ষেত্রে অন্তত দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটে বহুল পরিমাণে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহার এই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ। তাঁর প্রায় ৮৭টি সনেটে প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্তের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সনেটে ছন্দের মাত্রা ব্যবহারে তিনি সাহসিক পদক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সার্থক ভাবে আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনা করে 'কবির দায়িত্ব' যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছেন।[৪] উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

আত্মত্যাগ মহাব্রতে ছিল ব্রতী সেই রাধারাণী।
পূর্ণভাবে বিশ্বনাথ-পদতলে বিকায়ে আপনা !
হয়েছিল নগ্ন, শূন্য ! জয়, জয় দাসীর সাধনা !
রিক্তহস্তে ছিল আহা দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব কল্যাণী,
ভক্ত দাস ভগবান তাই তারে ক্রোড়ে নিলা টানি !
তাই আজি শত কবি শত স্তবে করিছে বন্দনা।
শ্রীরাধার ! তাই আজি শতভক্ত করিছে অর্চ্চনা
শ্রীরাধার ! আনি ফুল, জ্বালি ধূপ, যোড় করি পানি !
আত্মত্যাগব্রতে ব্রতী তুমিও গো, হে চিত্তরঞ্জন,
পরার্থের মহাযজ্ঞে আপনারে করেছ আহুতি !
হয়েছে সফল জন্ম, যেন আহা অগুরু চন্দন
দহি দহি যজ্ঞানলে।—যশ তাই, হয়ে অগ্রদূতী,
কবিবর ! জয়মাল্যে করিয়াছে তোমারে মণ্ডন !
বিজয় বাজনা বাজে ওই শোন প্রাণ বিমোহন !

[কবিভ্রাতা চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি-২ : অপূর্ব্বনৈবেদ্য, পৃষ্ঠা-৪৪]

দেবেন্দ্রনাথের সনেটে ক্রিয়াপদ ও তৎসম শব্দবিন্যাসে মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। তবে তিনি তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব ও দেশী শব্দের ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কবিভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর কবিকণ্ঠ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। প্রসঙ্গত দুটি উদাহরণ দিই :

১. ঘোমটা খুলিবে না'ক ? থাক তবে বসি।
আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া !
একি ! একি ! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি ?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
আমি দিব ? কাজ নাই—পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড় !) খুলিবে কবরী !

[লাজভাঙান : অশোকগুচ্ছ, ২য় সং, পৃঃ ২৬]

২. "ছাড়, ছাড়, হাত ছাড"—ছাড়িলাম হাত !
হে সুন্দরি, রোষ কেন ? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার ?

[দীপ-হস্তে যুবতী : অশোকগুচ্ছ, পৃঃ ২৫]

প্রেম ও প্রকৃতি দেবেন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান অবলম্বন। কবিকল্পনার অলৌকিক শক্তিবলে তিনি এই প্রেম-প্রকৃতিকে ঊর্ধ্বচারী করে তোলেন নি, সে শক্তিও সম্ভবত তাঁর ছিল না। কিন্তু নিকটের বস্তুকে ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ করে প্রকাশ করার শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর কাব্যের প্রেম একান্তভাবে গার্হস্থ্য-প্রেম, প্রকৃতিও চিরপরিচিত জীবন্ত বাংলাদেশের প্রকৃতি। কবির এই বিশেষ কবি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই মোহিতলাল বলেছেন: 'তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী দেশ-প্রেমিক কবি এ যুগে আর কাহাকেও দেখি না। এ যে দেশের মাটিতে, তাহারই রসে পুষ্ট হইয়া, তাহারই অঙ্গে ফুলের মত সহজভাবে ফুটিয়া ওঠা।'[৫] দেবেন্দ্রনাথের সনেট সম্পর্কেও এই উক্তি সর্বাংশে সত্য। তাঁর সনেটের অলংকার ও রূপকল্প-রচনায় একটা ঘরোয়া ভঙ্গি সনেট-রচয়িতা হিসাবে তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে:

উৎপ্রেক্ষা— চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রুর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর!
চাহি না 'সেউ'—যেন বিরহ বিধুর
জানকির চিরপাণ্ডু বদন রুচির!
একটুকু রসে ভরা, চাহিনা আঙ্গুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটির।
[লক্ষ্ণৌর আতা: অশোকগুচ্ছ, পৃঃ ১২৫]

সমাসোক্তি— কভু তুমি অরুণাক্ত মদির অধরে
চুম্বিয়া কিংশুকে কর হিঙ্গুল বরণ,
কভু তুমি চুপে চুপে, সোহাগ আদরে,
পরাও বনস্থলীরে পুষ্প আভরণ!
[ফাল্গুন: পারিজাতগুচ্ছ, পৃঃ ৪৬]

রূপকল্প—১. ঘনঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহরিল অলক নিচোলে;
তাই গো প্রিয়ার পীঠ কেশ মেঘে সদা মেঘাকার!
নাচিল শরৎ শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে হিল্লোলে;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার!
[রাক্ষসী: অশোকগুচ্ছ; পৃঃ ১৩২]

২. শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া গেছে লজ্জা আবরণ;
কেশের তরঙ্গরাশি চুম্বিছে মেদিনী!

সশৈবাল সরোজেতে ভ্রমর-গুঞ্জন,
ঝির ঝির বহে যায় রূপ নির্ঝরিণী !
কে যেন খুলিয়া দেছে গোলাপ কারাবা !
কার্ত্তিকে ফুটিয়া যেন উঠিছে মালতী !
মেঘরাশি গেছে উড়ি ! আহা কিবা শোভা,
বর্ষারাতে হাসে চাঁদ পাইয়ে মুকতি !
[সদ্যঃস্নাতা : অশোকগুচ্ছ, পৃঃ ১৩৪]

উল্লিখিত অলংকার ও রূপকল্পগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এইগুলি রচনার পেছনে যেমন একটা ঘরোয়া ভঙ্গি কার্যকর রয়েছে তেমনি এখানে রয়েছে প্রেম ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সহাবস্থান। দেবেন্দ্রনাথের সনেটের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে এই প্রেম ও প্রকৃতির দ্বৈতবিহার। তিনি গীতিকবিতার মুখ্য বাহন হিসাবে সনেট-কলাকৃতিকে গ্রহণ করেছিলেন ; ফলত তাঁর সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। ১৪৬টি সনেটে তিনি ষোল প্রকার বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. প্রকৃতি—অশোকগুচ্ছ : অশোকফুল, লক্ষ্মৌর আতা, অশোকতরু। শেফালীগুচ্ছ : উষা, শরৎঋতু। পারিজাতগুচ্ছ : নববর্ষের আহ্বান-১, ঐ-২, ঐ-৩, পুরাতন বর্ষের বিদায়, আম্রফল, শিলাবৃষ্টি, বৈশাখী ঝড়-১ ঐ-২, ঐ-৩, বৈশাখ মাস, প্রজাপতি, শিরিষফুল, কাঠঠোকরা, তক্ষকগীরগীটী, নিদাঘের রৌদ্র, সূর্য্য, পূর্ণিমা, নববর্ষের উপহার—১২মাস, কোকিল, শেফালি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য : পেঁপে সুন্দরী। গোলাপগুচ্ছ : শ্যামাঙ্গী, নিদাঘের ডালি, পিপাসা, স্নান, এই, আঁখি, গ্রীষ্মের ফলপ্রকৃতি, ফোয়ারা।

২. প্রেম—অশোকগুচ্ছ : দীপহস্তে যুবতী, লাজ ভাঙান, যুবতীর হাসি, ভুল, ফুটকথা, প্রিয়তমার প্রতি, আমি, উচ্চহাসি, রাক্ষসী, সদ্যঃস্নাতা, অদ্ভুত শাস্তি। শেফালীগুচ্ছ : সুরা। পারিজাতগুচ্ছ : হিন্দুবধূ। গোলাপগুচ্ছ : গৌরী, ভালবাসার জয়, বঙ্গবধূ, তুমি, মালিনী, রূপার বাঁধন, মহিবারণের পালা, পরাজয়, গীতিকাব্য, অদ্ভুত অভিসার।

৩. তত্ত্ব—অশোকগুচ্ছ : গণিকা, উৎসর্গ-১, ঐ-২। শেফালীগুচ্ছ : সুরাপাত্র, স্বপ্ন, বীণা, সখীর প্রতি বঙ্গবিধবার উক্তি, বনতুলসী,

আপ ভালা তো জগৎ ভালা, অপূর্ব্বকৃষ্ণপ্রাপ্তি। পারিজাতগুচ্ছ: যশ, ব্রজেন্দ্রডাকাত-১, ঐ-২, জীবননদী, ভক্তি, আত্মহত্যা। অপূর্ব্বনৈবেদ্য: সুন্দর, সাধুর হাসি। গোলাপগুচ্ছ: কুরুচি।

৪. কাব্যরসোদ্গার—অশোকগুচ্ছ: দ্রৌপদী। পারিজাতগুচ্ছ: রবীন্দ্র বাবুর সনেট। অপূর্ব্বনৈবেদ্য: সধবা, হোমাগ্নি, আনন্দ, জুলিয়েট, মিরেণ্ডা, বিয়াট্রিসে, রসেলিণ্ড, ডিসডিমনা, ইলা, ভ্রমর, রোহিনী, ক্লিওপেট্রা, অফিলিয়া।

৫. ইতিহাস—শেফালীগুচ্ছ: লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবন। পারিজাত: লক্ষ্ণৌ।

৬. রসনা—শেফালীগুচ্ছ: পিসিমার খাজা, পিসিমার সীতাভোগ।

৭. দেববন্দনা—শেফালীগুচ্ছ: যীশুখ্রীষ্টের প্রতি, মহাত্মা কেম্পিসের প্রতি। পারিজাতগুচ্ছ: দশভুজা, রামানুজের প্রতি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য: শ্রীহরির প্রতি, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-১, ঐ-২, ফতেগড়ের মা কালী। গোলাপগুচ্ছ: বনফুল।

৮. বাৎসল্য—শেফালীগুচ্ছ: কনক। অপূর্ব্বনৈবেদ্য: চিত্র-১, ঐ,-২, ঐ-৩। অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল: রাণীর চুমো, ডাকাত, খোকাবাবু। গোলাপগুচ্ছ: সোমা।

৯. বাংলার সংস্কৃতি—পারিজাতগুচ্ছ: নৃসিংহচতুর্দ্দশী, সীতানবমী, ভাইফোঁটা।

১০. সমসাময়িক ঘটনা—পারিজাতগুচ্ছ: গৃহেঅগ্নি।

১১. শোক—পারিজাতগুচ্ছ: শান্তি। অপূর্ব্বনৈবেদ্য: সাবিত্রী।

১২. কবিকোবিদ তর্পণ—পারিজাতগুচ্ছ: র‍্যাফেল চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডনা-১, ঐ-২। অপূর্ব্বনৈবেদ্য: যমুনা, নবতপস্বিনী, চিত্তরঞ্জনদাসের প্রতি-১, ঐ-২ ঐ-৩, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, কোকিল। অপূর্ব্ববীরাঙ্গনা: বন্দনা।

১৩. সমাজসমালোচনা—পারিজাতগুচ্ছ: হিন্দুবিধবা।

১৪. মাতৃবন্দনা—অপূর্ব্বনৈবেদ্য: মা।

১৫. নারীবন্দনা—গোলাপগুচ্ছ: বঙ্গনারী।

১৬. সারস্বতকথা—গোলাপগুচ্ছ: সোনার শিকলি, চিরযৌবনা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেবেন্দ্রনাথের কবি-আবেগ উচ্ছ্বাস-প্রবণ। নিয়মের কঠিন বন্ধনে কখনো তিনি নিজেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখতে পারেন নি। অথচ

তিনি অসংযত কবি-আবেগকে সংহত ও রূপবদ্ধ করবার জন্য স্বেচ্ছায় সনেটের বন্ধনকে মেনে নিয়েছেন। এ-বন্ধন অবশ্য তাঁর কাছে 'সোনার শিকলি।' এই সোনার শিকলি পরে তিনি সনেটের নিত্য নবরূপ রচনায় প্রয়াসী হয়ে বাংলা সনেট সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সনেটের ভাষাতেই আমরা সর্বশেষে বলি :

কি মধুর প্রায়শ্চিত্ত! হয়ে কুতূহলী,
হেসে হেসে পর নব সোনার শিকলি!

[সোনার শিকলি : গোলাপগুচ্ছ, পৃ' ১১]

২

গোবিন্দচন্দ্র দাস

নবরোমান্টিক পর্বের অন্যতম কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) বাংলা সাহিত্যে স্বভাব-কবি নামে পরিচিত। গোবিন্দচন্দ্রের জীবনীকার হেমচন্দ্র চক্রবর্তী সর্বপ্রথম তাঁকে 'স্বভাব-কবি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই থেকে অদ্যাবধি আমরা গোবিন্দচন্দ্রকে সহজাত কবিত্ব শক্তির অধিকারী, অশিক্ষিত গ্রাম্য-কবি বলে বিচার করে এসেছি। কিন্তু স্কুল-কলেজের ধারাবাহিক শিক্ষা না পেয়েও যে মানুষ নিজেকে শিক্ষিত ও পরিশীলিত করে তুলতে পারে তার প্রমাণ জগৎ সংসারে নিতান্ত কম নেই। কবি হিসাবে গোবিন্দদাস এই শ্রেণীর মানুষ। বাংলা সাহিত্যে শতাধিক সনেট রচনা করে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে কাব্য-সাহিত্যে তাঁর শিক্ষা ও অনুশীলন নিতান্ত কম ছিল না। কবি-স্বভাবে গোবিন্দচন্দ্র উচ্ছ্বাস-প্রবণ। রোমান্টিক পর্বের কবিমানসের এটা একটা স্বাভাবিক ধর্ম। তবে রোমান্টিক কবিরা কেউ কেউ তাঁদের উচ্ছ্বাসকে সংহতরূপে প্রকাশ করতে পেরেছেন আবার কারো কারো কাব্যপ্রকাশ চির-অসংবৃত। বাংলা নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছেন অক্ষয় বড়াল ও কামিনী রায়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হলেন গোবিন্দদাস ও দেবেন্দ্রনাথ সেন। প্রসঙ্গত গোবিন্দচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির আরেকটি দিকের প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

তাঁর কবিতাগুলি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উত্তাপে উদ্দীপ্ত। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: ‘গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের তাৎপর্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার দুঃখ দৈন্য-পীড়িত জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কারণ তাঁহার কাব্য-প্রেরণা ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের অনেক ছোটখাটো ঘটনা ও সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়াছে।’[৬] গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে এই সাধারণ কথা তাঁর সনেট সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য।

গোবিন্দচন্দ্র চতুর্দশ পংক্তির কবিতা লিখেছেন সর্বমোট ১২৫টি। এর মধ্যে ‘প্রেম ও ফুল’ কাব্যের ‘শ্মশান-সঙ্গীত’ কবিতাটির কোন কোন পংক্তি মিলহীন এবং ‘কস্তুরী’ কাব্যের ‘কবি বৈজ্ঞানিক’ এবং ‘বৈজয়ন্তী’র উৎসর্গ কবিতা ও ‘ঔষধ’ সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। তাঁর ‘ফুলরেণু’ (১৮৯৬) কাব্যে উৎসর্গ-কবিতা সহ মোট ১২১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে, একটি বাদে এর সবকটিই সনেট।

গোবিন্দচন্দ্রের সনেটের পর্যালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার দাশ বলেছেন: ‘(গোবিন্দচন্দ্র) সনেটের মিলবন্ধন, স্তবকরচনা ইত্যাদি নিয়মগুলিকে ভাল করে মানেন নি। হয়ত সনেটের গঠনরহস্য তিনি স্পষ্টভাবে বোঝেন নি। “আমরা” কবিতাটির মিলপদ্ধতি: কখখক কগকগ ঘঙঘঙ চচ। তাঁর অধিকাংশ সনেট এই মিলপদ্ধতি অনুসরণ করেছে।’[৭]

সমালোচকের এই উক্তি সত্য নয়। প্রথমত ‘আমরা’ কবিতার মিলবিন্যাস হলো: কখকখ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ। দ্বিতীয়ত ‘আমরা’ কবিতার মিলে কবি মাত্র সাতটি সনেট লিখেছেন।[৮] ‘সনেটের গঠন রহস্য তিনি স্পষ্টভাবে বোঝেন নি’ একথাও সত্য নয় কারণ মিলবন্ধন ও স্তবকরচনায় তিনি শেকস্‌পীরীয় রীতিকে অনেকাংশেই মান্য করেছেন। ‘ফুলরেণু’ কাব্যগ্রন্থের ১২১টি সনেটের মধ্যে মাত্র উৎসর্গ কবিতাটি চৌদ্দ পংক্তির একই স্তবকবন্ধে রচিত; বাকি ১২০টি সনেট শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত।

গোবিন্দচন্দ্রের ১২১টি সনেটের মধ্যে ৪৫টি সাত মিলে রচিত। মিল-বিন্যাসে কবি মাত্র তিন প্রকার-বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। যুবতী, বৃদ্ধা, আমার ঈশ্বর, ভূতের

ভয়, সংবাদ, আমি আছি তারি, বিরক্ত নারী, প্রেতযোনি, আগে ছিল মন, অবশিষ্ট, শাঁখের করাত, অনুরোধ, নাই কি, অবলা ও অনল, জলধর, একপদাঘাতে, আত্মঘাতী, স্ত্রীপুরুষের প্রেম, কোকিল, ব্যবধান, মোক্ষদা-১, কিশোরী-১, কাঁথা সেলাই, পাঠ, পুষ্প-সজ্জা, ফুলদানী, দেবালিকা, আলিঙ্গন, নারী, চিড়াকুটা, ধর্ম্মগ্রন্থ, শরৎ, অপরাজিতা, বিক্রমপুর, হুকা-১, ঐ-২, শরতের ঊষা, ট্রাফালগারের জলযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষে লক্ষ্মীপূজা, ভাওয়াল-২, ঐ-৩,ঐ-৫, ভাওয়ালে পূজা।

২. কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। উপহার।

৩. কখকখ। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ। নারীপশু।

এই পর্যায়ের ১ম বিভাগের ৪৩টি সনেট গঠন-পদ্ধতি ও মিলবিন্যাসে খাঁটি শেক্সপীরীয় রীতির। ২ এবং ৩ বিভাগের সনেটদুটির প্রথমটির প্রথম চতুষ্ক এবং দ্বিতীয়টির তৃতীয় চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত। নইলে এই দুটি সনেটের অন্য সব লক্ষণই শেকস্পীরীয়। সুতরাং এই দুটি সনেটকে আমরা ভঙ্গ-শেকস্পীবীয় রীতির সনেট বলে চিহ্নিত করতে পারি।

গোবিন্দচন্দ্র ছয় মিলে ৫৫টি সনেট রচনা করেছেন। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের প্রভাব আছে। এই সনেটগুলির মিল-পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. কখকখ। গকগক। তপতপ। ঙঙ। বিদায়, নারীর হৃদয়, প্রেম-অরণ্যানী।

২. কখকখ। খগখগ। তপতপ। ঙঙ। উৎসর্গ-কবিতা, যার প্রাণ তারি, যা দিয়েছি, রুবিফোবিয়া।

৩. কখখক। খগখগ। তপতপ। ঙঙ। দেখা, আলেয়া।

৪. কখকখ। গখগখ। তপতপ। ঙঙ। প্রশংসাপত্র, আমার দেবতা, ক্ষতি নাই, অলি, চন্দ্র, অভিশাপ, প্রণয়।

৫. কখকখ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ। আমরা, ভয়, মিলন, তবে কেন, সমীরণ, রমণী, ভাওয়াল-৬।

৬. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। কক। নারী ও শকুনী, ধূমকেতু, ভগ্ন মনোরথ।

৭. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। কার শক্তি, দুই দুই।

৮. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। খখ। পত্র (৩৩ পৃঃ), খই ভাজা।

৯. কখকখ। গঘগঘ। গতগত। পপ। প্রৌঢ়া, নারীর প্রাণ, দরিদ্রের কপাল।

১০. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। তত। কলঙ্ক।

১১. কখকখ। গঘগঘ। তকতক। পপ। চুলশুকান, চিলাই, কিশোরী-২, খৃষ্টানবালিকা, অনুরোধ।

১২ কখকখ। গঘঘগ। তকতক। পপ। রাজাকালীচরণ।

১৩ কখকখ। গঘগঘ। তখতখ। পপ। পত্র, পাপেপুণ্যে।

১৪. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। গগ। বাজরাজেশ্বরের জলের কল।

১৫. কখকখ। গঘগঘ। তঘতঘ। পপ। আজি, কুশপুত্তলিকা, শ্রাদ্ধ, একটি কথা, ভাওয়াল-১।

১৬. কখকখ। গঘগঘ। তগতগ। পপ। পুতুল খেলা, চুম্ব।

১৭. কখকখ। গঘগঘ। ঘতঘত। পপ। এই দুঃখ বিনা।

১৮. কখকখ। গঘগঘ। খতখত। পপ। অকৃতজ্ঞ, মোক্ষদা-২, চম্পামুড়া।

১৯. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। পত। ভগ্নমন্দির।

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের কেবলমাত্র সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পায় নি। এই সনেটটিতে একটি বিশেষ প্রকৃতির মিল-বিন্যাস অনুসৃত হওয়ায় এটাকে বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলে চিহ্নিত করছি। দ্বিতীয় বিভাগের 'উৎসর্গ-কবিতা'টির গঠন শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটাকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। এছাড়া ছয় মিলে রচিত বাকি ৫৩টি সনেটে তিনচতুষ্ক বা মিত্রাক্ষর যুগ্মকে পূর্বে ব্যবহৃত কোন একটি মিলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই সনেটগুলিতে শেকস্‌পীরীয় স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের প্রবণতা লক্ষ্য করে এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

গোবিন্দচন্দ্র ১৪টি সনেটে পাঁচ মিল যোজনা করেছেন। কিন্তু পেত্রার্কার মতো অষ্টকে দুটি মিল রচনা করেছেন মাত্র তিনটি সনেটে। পাঁচ মিলে রচিত সনেটগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক :

১. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। সারদার প্রেম।

২. কখকখ। খকখক। তপতপ। ঙঙ। আর, নিরাকার ঈশ্বর।

৩. কখকখ। কগকগ। কতকত। পপ। তুমি আর আমি।

৪. কখকখ। কগকগ। তগগত। পপ। অন্ধকার।
৫. কখকখ। কগকগ। কতকত। পপ। কলুঙ্গার যুদ্ধ।
৬. কখকখ। কগকগ। গতগত। পপ। ভাওয়ালে ভাই ফোঁটা।
৭. কখকখ। গঘগঘ। তঘতঘ। খখ। প্রেম।
৮. কখকখ। গঘগঘ। খঘখঘ। তত। দাহ।
৯. কখকখ। গখগখ। গতগত। পপ। কেতকী।
১০. কখকখ। গঘগঘ। গঘগঘ। তত। বার্দ্ধক্য, ভাওয়াল-৪।
১১. কখকখ। খগখগ। তখতখ। পপ। শ্রীপঞ্চমী।
১২. কখকখ। গখগখ। তপতপ। কক। আমমাখা।

পাঁচ মিলে রচিত এই চৌদ্দটি সনেটের প্রথম দুই বিভাগের তিনটি সনেটের অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য এই গুলির স্তবকগঠন ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় রীতির অনুরূপ। পাঁচ মিলে গঠিত এই সনেট তিনটির মধ্যে 'নিরাকার ঈশ্বরে' আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় এবং বাকি দুটিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে স্বীকার করছি। এছাড়া বাকি ১১টি সনেটের মিলবিন্যাস অনিয়মিত, কিন্তু গঠনে—বিশেষ করে স্তবকবন্ধ এবং অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় বলে এইগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলাই শ্রেয়।

গোবিন্দচন্দ্রের চার মিলে রচিত সনেট সংখ্যা ৬টি। এগুলির মিলবিন্যাস লক্ষণীয়:

১. কখকখ। কগকগ। কতকত। কক। নবজলকণা।
২. কখকখ। কগকগ। কখকখ। তত। অনাদি অব্যয়
৩. কখকখ। কগকগ। কতকত। কত। ভাওয়ালে বিজয়া
৪. কখকখ। কখকখ। কতকত। পপ। বালিকা
৫. কখকখ। কখকখ। তপতপ। কক। রমণীর প্রেম
৬. কখকখ। খকখক। খতখত। পপ। মোক্ষদা-৩

এই পর্যায়ের শেষ তিন বিভাগের তিনটি সনেটের অষ্টকে পেত্রার্কীয় সনেটের মত কেবলমাত্র দুটি মিল। ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত, কিন্তু চতুষ্কগঠন এবং সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় সনেটের প্রভাবজাত। অর্থাৎ এই সনেট-ত্রয়ীর গঠনে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির মিশ্রণ ঘটেছে।

এগুলিকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ের প্রথম তিন বিভাগের সনেট তিনটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। প্রথম দুই বিভাগের দুটি সনেটের চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকের গঠন শেকস্পীরীয় বলে এই দুটি সনেটকে শিথিল-শেকস্পীরীয় সনেট বলা চলতে পারে। তৃতীয় বিভাগের অবিন্যস্ত মিলে রচিত কবিতাটির অন্তিমে শেকস্পীরীয় মিত্রাক্ষর যুগ্মক পর্যন্ত নেই। সুতরাং এটাকে সনেটকল্প চতুর্দশীর বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না।

গোবিন্দচন্দ্র তিন মিলে 'ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা' সনেটটি রচনা করেছেন। সনেটটির মিলবিন্যাস কখকখ। কখকখ। কতকত। কত ; এক্ষেত্রে ষট্‌কের মিল অবিন্যস্ত, কিন্তু অষ্টকে দুটি মাত্র ছিল যোজিত হওয়ায় এটাকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।

'ফুলরেণু'র ১২১টি চতুর্দশ পদের কবিতার মধ্যে একটি মাত্র চতুর্দশী। বাকি ১২০টি সনেট গঠন-রীতির দিক থেকে আট পর্যায়ে বিভক্ত।

১. শেকস্পীরীয়—৪৩টি।
২. ভঙ্গ শেকস্পারীয়—২টি।
৩. শিথিল শেকস্পারীয়—৬৭টি (একটিতে আবর্তনসন্ধি)।
৪. ভঙ্গ পেত্রার্কীয়—১টি।
৫. ভঙ্গ মিল্টনীয়—২টি।
৬. শিথিল মিল্টনীয়—৪টি।
৭. বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক—১টি।

গোবিন্দচন্দ্রের সনেট-রীতির উল্লিখিত সাতটি বিভাগ লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, তিনি ক্লাসিকাল পরিমণ্ডলের সনেট রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তাঁর সনেটের গঠনে ও মিলবিন্যাসে শেকস্পীরীয় রীতির প্রভাবই বেশি। নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক শেকস্পীরীয় সনেট রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সম্ভবত এই সহজিয়া রোমান্টিক-রীতিতে সনেট-চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই রীতির সনেট রচনায় কবি কতদূর সার্থকতা অর্জন করেছেন একটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট বেশী শুক্লা ষষ্ঠীনিশি,
সে নিশি শ্বশুরালয়ে আরো মধুময়,
কত চন্দ্রোদয়ে যেন হাসে দশদিশি ;

সে নিশি এ পৃথিবীর নিশি নয় নয়।

শয্যাপার্শ্বে পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ ভরা,
আনন্দে কহিছে বালা কিবা মনোহর,
জানে না সে পুষ্পময়ী, নিজে পুষ্পে গ
চখে মুখে নানা পুষ্প—পবিত্র সুন্দর!

হাসিয়া কহিনু তারে এরা কোন ছার,
সামান্য বনের ফুল বাখানিলে যারে,
আছে এক বিধাতার সৃষ্টি চমৎকার,
এস সে কুসুমগুচ্ছ দেখাই তোমারে।

সমাদরে বুকে তারে লইলাম টানি,
সে-ই সে ফুলের তোড়া, আমি ফুলদানী।

[ফুলদানী : ফুলরেণু, পৃঃ ৭৮]

প্রেমের কবিতা হিসাবে সনেটটি অনন্য, বিশেষ করে সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মকের প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষাটি তুলনারহিত। তবে অন্তিমের দুইপদে ভাব-প্রবাহের অতি-ঘনতা নিঃসন্দেহে সনেটের পক্ষে ত্রুটি—কিন্তু শেকস্‌পীরীয় সনেটে এই ত্রুটি একান্তই অনিবার্য। গোবিন্দচন্দ্র এক্ষেত্রে শেকস্‌পীরীয় রীতিকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন মাত্র—বলাবাহুল্য সে অনুকরণ ব্যর্থ হয় নি।

গোবিন্দচন্দ্র 'ফুলরেণু'তে চারটি সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। ১. মোক্ষদা—৩টি সনেট। ২. কিশোরী—২টি সনেট। ৩. হুকা—২টি সনেট। ৪. ভাওয়াল শিরোনামায় ৬টি সনেট এবং ভাওয়াল বিষয়ে আরো ৫টি সনেট, মোট ১১টি সনেট। গোবিন্দচন্দ্র যে সনেটের রূপ ও রীতি সম্পর্কে অবিহিত ছিলেন তা আমরা তাঁর সনেটের মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। তিনি সনেট-পরম্পরা রচনা করে তাঁর সনেট-সম্পর্কিত ধারণার আরো একটি প্রমাণ রেখেছেন।

আমরা বলেছি যে গোবিন্দচন্দ্র শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটকার। তাঁর সনেটে ব্যঞ্জনান্ত মিলের আধিক্যও সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বাংলা-

সনেট সাহিত্যে তিনিই প্রথম স্বরান্ত মিলের চেয়ে ব্যঞ্জনান্ত মিল বেশি ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থের ১২১টি চতুর্দশপদী কবিতার ৫৩০টি মিলের মধ্যে ২১৬টি স্বরান্ত এবং ৩১৪টি ব্যঞ্জনান্ত মিল। অবশ্য ছন্দের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে তিনি লঙ্ঘন করেন নি। তাঁর সনেটের সর্বত্রই চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য। 'অকৃতজ্ঞ,' 'নাই কি', 'শরৎ' 'নিরাকার ঈশ্বর,' ও 'ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা' এই পাঁচটি সনেটে মাত্র প্রবহমাণ ছন্দের কিছু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

গোবিন্দচন্দ্রের ভাষায় প্রসাধন-কলা নেই সত্য কিন্তু একটা অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সনেটের ভাষা মুখের ভাষার কাছাকাছি। শব্দ যোজনায় এবং বাক্য-বিন্যাসে লৌকিক প্রভাব অপরিসীম। উদাহরণ হিসাবে তাঁর সনেটের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করছি:

১ রমণী পীরিতি করে তেল মেখে গায়,
ছুঁইতে কি না ছুঁইতে পিছলিয়া যায়।
[রমণীর প্রেম : ফুলরেণু, পৃ. ৫০]

২. হৃদয় কি বেদনা কি, সে বোঝে না হায়,
সে যে গো সকলি দিয়া পুতুল খেলায়।
[পুতুল খেলা : ফুলরেণু, পৃ. ৭০]

৩. রমণীর কাছে প্রেম কে তোমারে পায়?
প্রাণ পোড়ে মন পোড়ে নারীর হাওয়ায়।
[প্রেম : ফুলরেণু, পৃ. ৮৪]

৪. বজ্র হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হ'তে বিষ,
সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিষ!
[নারী : ফুলরেণু, পৃ. ৮৭]

গোবিন্দচন্দ্রের সামনে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন-প্রবর্তিত ক্লাসিকাল সনেট আদর্শ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি শেকস্পীরীয় রীতির প্রতি কবি-স্বভাবের দুর্জ্ঞেয় কারণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হয়ত তাঁর আবেগ-স্পন্দিত উদ্দাম কবিকল্পনার পক্ষে শেকস্পীরীয় রীতিই তাঁর কাছে সহজসাধ্য মনে হয়েছিল। ক্লাসিকাল মিলে তিনি মাত্র তিনটি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে একটিতে এবং শিথিল-শেকস্পীরীয় রীতির অন্য একটি সনেটে তিনি আবর্তন-

সন্ধি রচনা করেছেন। এই দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় কবি দ্বিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছেন। ১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ: উৎসর্গ কবিতা। ২. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর: নিরাকার ঈশ্বর। আবর্তনসন্ধি রচনায় কবি কতদূর সার্থক তা তাঁর 'নিরাকার ঈশ্বর' কবিতাটি উদ্ধার করে বিচার করা যেতে পারে।

এই যে বিচিত্র বিশ্ব শোভা অভিনব
ব্যাপিয়া অনন্তকাল—নহে পুরাতন;
এরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট, এও কি সম্ভব—
নাহি চক্ষু নাহি হস্ত নাহি যার মন?

অন্ধের সৃজিত নাকি শশাঙ্ক তপন,
নাশাহীনে আশা কর সৃজিল সৌরভ?
স্পর্শহীনে রচিয়াছে মলয় পবন,
বধিরের সৃষ্ট নাকি কোকিলের রব?

তাহা নহে, দিব্য চক্ষু দিব্য নাক কান
সব ছিল আগে তার দিব্য দেহধারী
যখন করিলা বজ্র বিদ্যুৎ নির্ম্মাণ
তখন আছিল তাহা, কিন্তু যেই নারী

রচিয়া যৌবনে তার চখে দিলা ঠার,
সে অবধি ভয়ে বিধি হৈলা নিরাকার।

[নিরাকার ঈশ্বর: ফুলরেণু, পৃঃ ৯১]

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অষ্টকে যে জিজ্ঞাসা রাখা হয়েছে ষট্‌কে তার অভিনব উত্তর দান করে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। শেকস্‌পীরীয় সনেটকারের আবর্তনসন্ধি রচনার প্রচেষ্টা নিতান্ত অসার্থক হয় নি। এই কবিতাটির গঠন-নৈপুণ্য পুনরায় এই কথাই প্রমাণ করল যে গোবিন্দচন্দ্র নিতান্ত অসচেতনভাবে সনেটচর্চায় ব্রতী হন নি।

প্রেম ও দেশাত্মবোধই গোবিন্দচন্দ্রের সনেটের মুখ্য উপজীব্য। কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও তাঁর কবিকল্পনা নিতান্ত বন্ধ্যা নয়। 'ফুলরেণু'র ১২০টি

সনেটে তিনি প্রায় এগার প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়ে সনেটের বিষয়-সীমাকে প্রসারিত করেছেন। বিষয়ানুসারে তাঁর সনেটগুলির বিভাগ নিম্নরূপঃ

১. সুহৃদ্‌তর্পণ : উৎসর্গ-কবিতা।

২. নারীরূপ-বর্ণনা : বালিকা, যুবতী, প্রৌঢা, বৃদ্ধা।

৩. তত্ত্ব : দরিদ্রের কপাল, ভগ্নমনোরথ, নিরাকার ঈশ্বর, নারীপশু, রুচি ফোবিয়া, হুকা-১, ঐ-২।

৪. প্রকৃতি : কোকিল, নবজলকণা, সমীরণ, কেতকী, শরৎ, শরতের ঊষা।

৫. আত্মকথা : অভিশাপ, অন্ধকার, অনুরোধ।

৬. শোক : ব্যবধান, মোক্ষদা-১, ঐ-২, ঐ-৩, বার্দ্ধক্য।

৭. বাৎসল্য : পাঠ, অপরাজিতা, খৃষ্টানবালিকা।

৮. দেশপ্রেম : শ্রীপঞ্চমী, কলুঙ্গার যুদ্ধ, ট্রাফালগারের জলযুদ্ধ।

৯. মাতৃভূমি : চম্পামুড়া, রাজরাজেশ্বরীর জলের কল, বিক্রমপুর, ভাওয়াল-১ থেকে ৬, রাজা কালীনারায়ণ রায়।

১০. বাংলার সংস্কৃতি : দুর্ভিক্ষে লক্ষ্মীপূজা, ভাওয়ালে পূজা, ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা, ভাওয়ালে ভাইফোঁটা।

১১. প্রেম : আমার ঈশ্বব, প্রশংসাপত্র, কার শক্তি, আমার দেবতা, ভূতের ভয়, চুলশুকান, আব, ক্ষতি নাই, আমরা, ভয়, দেখা, কলঙ্ক, তুমি আর আমি, চিলাই, সংবাদ, অনাদি অব্যয়, দুই দুই, বিদায়, মিলন, পত্র, তবে কেন, আজি, আমি আছি তারি, পাপে পুণ্যে, বিরক্ত নারী, যার প্রাণ তারি, প্রেতযোনি, আগে ছিল মন, পত্র, অবশিষ্ট, এই দুঃখবিনা, শাঁখের করাত, অনুরোধ, অকৃতজ্ঞ, নাই কি, কুশ-পুত্তলিকা, শ্রাদ্ধ, অবলা ও অনল, নারী ও শকুনা, নারীর হৃদয়, অলি, চন্দ্র, জলধর, ধূমকেতু, আলেয়া, রমণীর প্রেম, একপদাঘাতে, খই ভাজে, নারীর প্রাণ, আত্মঘাতী, স্ত্রীপুরুষের প্রেম, একটি কথা, সারদার প্রেম, দাহ, যা দিয়েছি, পুতুলখেলা, কিশোরী-১, ঐ-২, কাঁথা সেলাই, আমমাথা, পুষ্পসজ্জা, ফুলদানী, দেবালিকা, ভগ্নমন্দির, প্রেমঅরণ্যানী, উপহার, প্রণয়, প্রেম, আলিঙ্গন, চুম্ব, নারী, রমণী, চিড়াকুটা, ধর্ম্মগ্রন্থ।

এই বিভাগগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে গোবিন্দচন্দ্র একান্তভাবেই

প্রেম-কেন্দ্রিক কবি। তাঁর ১২০টি সনেটের মধ্যে ৭৪টিই প্রেম-বিষয়ক। সনেটে গোবিন্দচন্দ্রের প্রেম-চেতনার দ্বৈতরূপ—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া প্রেম-বিষয়ক সনেটে কবির পত্নীপ্রেম, বিরহবোধ ও মৃতা পত্নীর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ভাষা পেয়েছে। পরকীয়া প্রেমের সনেটগুলিতে ব্যর্থ-কবির মর্মপীড়া ও বেদনাবোধ অন্তরঙ্গ অনুভবে প্রকাশিত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্রের প্রেমচেতনা ইন্দ্রিয়মন্দির কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপে উজ্জীবিত। প্রেমই তাঁর যথাসর্বস্ব—তাঁর 'ধর্ম্মগ্রন্থ' ; কবির ভাষায় 'আমার ঈশ্বর'।

> তুই সে অনন্ত শক্তি পূর্ণ পরাৎপর
> ব্যাপিয়া বিশাল বিশ্ব—আমার ঈশ্বর।
>
> [আমার ঈশ্বর : ফুলরেণু, পৃ. ৫]

বস্তুত কবির হৃদয়ের উত্তাপ এবং প্রেমের কিংশুক-রাগে তাঁর প্রেম-বিষয়ক সনেটগুলি অনুরঞ্জিত।

কবির দেশপ্রেম, মাতৃভূমি ও বাংলার সংস্কৃতি-বিষয়ক সনেটগুলিতে তাঁর সুতীব্র দেশপ্রেম ভাষা পেয়েছে। রাজশক্তির রোষে একান্ত অন্যায়ভাবে কবি মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই সনেটসমূহে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কবির ক্রোধ, মাতৃভূমির প্রতি মমতা ও নির্বাসনজনিত মর্মজ্বালা অনুরণিত হয়েছে। মধুসূদন তাঁর সনেটে দেশপ্রেমের যে সঞ্জীবনী-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন গোবিন্দচন্দ্রের সনেটে তা নবতর রূপ লাভ করেছে।

৩

অক্ষয়কুমার বড়াল

এই পর্বের অন্যতম কবি-প্রতিনিধি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) কবিধর্মে বিহারীলাল চক্রবর্তীর মন্ত্রশিষ্য হলেও কবিতার স্থাপত্য-ধর্মে তিনি মধুসূদনের উত্তরসাধক। একটা গভীর রোমান্টিক-রহস্যময়তার সুর তাঁর কবিতাকে আপ্লুত করে রাখলেও কবিতার গঠন-কর্মে কিন্তু তিনি অত্যন্ত সচেতন, সংযত রীতি-নিষ্ঠ শিল্পী। সনেট রচনার পক্ষে এই ধরণের কবি-প্রকৃতি অত্যন্ত উপযোগী কারণ সনেট রীতি-নিষ্ঠ গীতিকবিতা। সনেটশিল্পীর উল্লিখিত গুণ থাকা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার মাত্র ৩৪টি সনেট রচনা করেছেন।[৯]

অবশ্য এই স্বল্প সংখ্যক সনেটেই কবি সনেটশিল্পীর অমোঘ সিদ্ধি বহুল পরিমাণে অর্জন করেছেন। মোট ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৮টি 'কনকাঞ্জলি'-তে (১৮৮৬), ১১টি 'ভুলে' (১৮৮৭), ৮টি শঙ্খ (১৯১০) কাব্যগ্রন্থে এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ৭টি সনেট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত 'বিবিধ' পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। সনেট রচনায় কবি মধুসূদন-অনুসারী অর্থাৎ ক্লাসিকাল গোত্রের শিল্পী। অবশ্য শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটও তিনি রচনা করেছেন কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাঁর সনেটের গঠন-পদ্ধতি ক্লাসিকাল। তাঁর রচিত ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৩০টি ৮+৬ স্তবক-বন্ধে রচিত। শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবক-বন্ধে তিনি 'ভুলে'র 'বাঁধিতেছি খুলিতেছি' এবং 'বিবিধে'র 'অকৃতজ্ঞ' সনেটদুটি রচনা করেছেন। এ ছাড়া চৌদ্দ-পংক্তির একই স্তবক-বন্ধে 'ঈশানচন্দ্র' (ভুল) এবং 'সমালোচকের প্রতি' (বিবিধ) সনেটদুটি রচিত।

অক্ষয়কুমারের সনেটের মিল-যোজনায় কোন্ রীতি কতদূর অনুসৃত হয়েছে আমরা তাঁর ৩৪টি সনেটের মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে তা বিচার করব। তাঁর ৯টি সনেট সাত মিলে রচিত। মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. কখকখ। গঘগঘ। ঙপঙপ। ঙঙ। ভুল : শতধিক।

২. কখখক। গঘঘগ। ঙপঙপ। ঙঙ। ভুল : বাঁধিতেছি খুলিতেছি।

৩. কখখক। গঘঘগ। ঙপপঙ। ঙঙ। ভুল : আলিঙ্গন। বিবিধ : হেমন্তে-২।

৪. কখকখ। গঘঘগ। ঙপপঙ। ঙঙ। ভুল : দম্পতির নিদ্রা।

৫. কখকখ। গঘগঘ। ঙপপঙ। ঙঙ। ভুল : রবীন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র।

৬. কখখক। গঘগঘ। ঙপপঙ। ঙঙ। বিবিধ : হেমন্তে-১।

৭. কখখক। গঘগঘ। ঙপঙপ। ঙঙ। বিবিধ : অকৃতজ্ঞ।

উল্লিখিত মিলবিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কবি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে ১নং বিভাগের একটি মাত্র সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু মজা এই যে এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির এই ধরণের সমন্বয়ের চেষ্টা আমরা রবীন্দ্রনাথের সনেটে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছি। দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসরণ করেছেন। অক্ষয়কুমারের সনেটে এই সমন্বয়ী-রূপ আরো ব্যাপকভাবে দেখা যাবে। শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায়

আমরা এটিকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। সাত মিলে রচিত বাকি আটটি সনেট ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় রীতির। তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত এই সনেটগুলির প্রত্যেকটির দু একটি চতুষ্ক সংবৃত মিলে রচিত। তৃতীয় বিভাগের 'আলিঙ্গন' সনেটটিতে আবার আবর্তনসন্ধি যোজিত হয়েছে।

ছয় মিলে অক্ষয়কুমার মোট পাঁচটি সনেট রচনা করেছেন। প্রত্যেকটিই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট, তবে কোন চতুষ্কের একটি মিলের পুনরাবৃত্তির ফলে মিলসংখ্যা সাত থেকে কমে ছয় হয়েছে। মিলপদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. কখকখ। কগকগ। তপপত। ঙঙ। ভুল : কোথায় সে দেশ।

২. কখকখ। গঘগঘ। তখখত। পপ। ভুল : ডুবেছে তপন।

৩. কখখক। গঘঘগ। গততগ। পপ। ভুল : রমণীহৃদয়।

৪. কখখক। গখখগ। তপতপ। ঙঙ। বিবিধ : বেহারিলাল।

৫. কখখক। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। বিবিধ : সমালোচকের প্রতি।

এই পর্যায়ের প্রথম দুই বিভাগের দুটি সনেটেও কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই দুটি সনেটকে আমরা আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। বাকি তিনটি সনেটে কবি তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক রচনায় শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বলে এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট বলা যেতে পারে।

পাঁচ মিলে রচিত কবির ১১টি সনেটের আটটিই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। দুটি সনেটে অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে কিন্তু এর মধ্যে একটির পুচ্ছে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে। পাঁচ মিলের সনেট রচনাতেও কবি যে শেকস্‌পীয়রের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি তাঁর প্রমাণ রয়েছে এই সনেটগুলির গঠনে। সনেটগুলির মিলবিন্যাস লক্ষ্য করা যাক :

১. কখখক। কখখক। তপতপঙঙ। কনকাঞ্জলি : এখনো রজনী আছে।

১ক. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ। বিবিধ : অঞ্চলের বাতাস।

২. কখখক। কগগক। তপপ। ততপ। কনকাঞ্জলি : হেমন্তে।

৩. কখকখ। গখখগ। তখতখ। পপ। ভুল : চুম্বন।

৪. কখকখ। খগখগ। তপপত। কক। ভুল : একি ঝটিকার খেলা।

৫. কখকখ। গকগক। তগগত। পপ। বিবিধ : রোগে যশকাঙ্ক্ষা।

৬. কখখক। কখখক। তপঙ। তপঙ। শঙ্খ : সন্ধ্যায়।

৭. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ। শঙ্খ : হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র।

৮. কখকখ। কখকখ। তপপত। ঙঙ। শঙ্খ : রবীন্দ্রনাথ, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই পর্যায়ের . এবং ১ক বিভাগের সনেটদুটির দুই মিলের সংবৃতধর্মী অষ্টক পেত্রার্কান, কিন্তু ষট্‌কের পুচ্ছে রয়েছে শেকস্‌পারীয় রীতির মিত্রাক্ষর যুগ্মক। সনেট দুটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এ দুটিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কান সনেট বলতে পারি। ২ এবং ৩ বিভাগের সনেট দুটিতেও আবর্তনসন্ধি রয়েছে কিন্তু এগুলির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। প্রথমটির ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত কিন্তু দ্বিতীয়টির গঠন শেকস্‌পীরীয়। সুতরাং প্রথমটিকে শিথিল-পেত্রার্কীয় এবং দ্বিতীয়টিকে আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি। ৪ ও ৫ বিভাগের সনেটদুটির মিলবিন্যাস অনিয়মিত। এগুলির তিন চতুষ্ক ও সমাপ্তির মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় বলে এই দুটিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে। ৬ বিভাগের সনেটটির অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌ক তিন মিলের দুই ত্রিক-তে বিন্যস্ত। সনেটটির অষ্টক ষট্‌কের মাঝে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি দুই দিকেই সনেটটি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। ৭ ও ৮ বিভাগের সনেট চারটির অষ্টক দুই মিলের বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিল সংখ্যা তিন, কিন্তু দুই ত্রিকবন্ধের পরিবর্তে চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বিন্যস্ত। এর মধ্যে ‘ঈশানচন্দ্র’ ও ‘হরিদাস’ সনেটদুটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় এই দুটিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় সনেট বলতে পারি। বাকি দুটি সনেট ‘হেমচন্দ্র’ ও ‘রবীন্দ্রনাথ আবর্তনসন্ধিহীন। সুতরাং এদের ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলাই বাঞ্ছনীয়।

অক্ষয়কুমার চার মিলে ৮টি সনেট রচনা করেছেন। এগুলির মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. কখখক। কখখক। তপতপতপ। কনকাঞ্জলি : শতনাগিনীর পাকে, সে নেত্রে। শঙ্খ : নিত্যকৃষ্ণ বসু।

২. কখকখ। কখকখ। তপতপতপ। কনকাঞ্জলি : দুদিকে। শঙ্খ : মাতৃহীন।

৩. কখখক। কখখক। তপপ। ততপ। কনকাঞ্জলি : হৃদয় সমুদ্র সম।

শঙ্খ : পূজার পর।

৪. কখকখ। কখকখ। খতখত। পপ। কনকাঞ্জলি : কতদিন পরে। এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের সনেট তিনটি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে এবং ষট্‌ক বিবৃত-ধর্মী দুই মিলবিন্যাসে গঠিত। তিনটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি আছে। সুতরাং এগুলিকে খাঁটি পেত্রার্কীয় গোত্রের সনেট বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক দুই মিলের বিবৃত চতুষ্ক এবং ষট্‌ক বিবৃত-ধর্মী দুই মিলে রচিত। সনেটদুটির মিলপদ্ধতি ক্লাসিকাল। এই দুটি সনেটের মধ্যে 'মাতৃহীন'-এ আবর্তন-সন্ধি থাকায় ওটাকে আমরা খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট বলে চিহ্নিত করছি। আবর্তনসন্ধিহীন অপর সনেটটি মিলবিন্যাসে ক্লাসিকাল কিন্তু অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিবৃত বলে এই সনেটটিকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেটের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। তৃতীয় বিভাগের সনেটদুটির অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নতুনত্ব থাকলেও তা দুই ত্রিকবন্ধে রচিত। এর মধ্যে 'পূজার পর' সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি থাকায় ওটাকে খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট বলা যেতে পারে। আবর্তনসন্ধিহীন অন্য সনেটটিকে খাঁটি মিল্টনীয় সনেট বলে চিহ্নিত করছি। সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির অষ্টক দুই মিলে গঠিত হলেও ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। সমাপ্তিতে আবার মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে কিন্তু সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে বলে এই সনেটটিকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

অক্ষয়কুমার তিন মিলে 'কনকাঞ্জলি'র 'মিলনে' সনেটটি রচনা করেছেন। সনেটটির মিলবিন্যাস কখকখ। কখকখ। তখতখতখ। এক্ষেত্রে অষ্টক দুই মিলে রচিত হলেও ষট্‌কের মিলপদ্ধতি রীতিবিরুদ্ধ। অথচ সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে। এই কারণেই এটাকে শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট বলা যেতে পারে।

অক্ষয়কুমারের ৩৪টি সনেট গঠনরীতির দিক থেকে আট পর্যায়ে বিভক্ত :

১. খাঁটি পেত্রার্কীয় ৬টি।

২. ভঙ্গ পেত্রার্কীয় ৪টি।

৩. শিথিল পেত্রার্কীয় ৩টি।

৪ খাঁটি শেকস্পীরীয় ১টি (আবর্তনসন্ধি রয়েছে)।

৫. ভঙ্গ শেকস্পীরীয় ৮টি (একটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে)।

৬. শিথিল শেকস্‌পীরীয় ৮টি (তিনটিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে)।
৭. খাঁটি মিল্টনীয় ১টি।
৮. ভঙ্গ মিল্টনীয় ৩টি।

অর্থাৎ সতেরটি করে সনেট পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয় পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। পেত্রার্কীয় সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই বিষয়েই তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন শিল্পী। সম্ভবত এই ব্যাপারে মধুসূদনই হলেন তাঁর আদর্শ। শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনায় তাঁর সমসাময়িক কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি ছিলেন মূলত ক্লাসিকাল-পন্থী সনেটকার। তাঁব ৩৪টি সনেটের মধ্যে ১৮টিতেই আবর্তনসন্ধি বয়েছে। এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নয় প্রকার বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করেছেন।

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—ভুল : আলিঙ্গন, শতধিক, ডুবেছে তপন। কনকাঞ্জলি : কতদিন পরে, মিলনে। শঙ্খ : পূজার পর, মাতৃহীন, ঈশানচন্দ্র।
২. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ—ভুল : চুম্বন।
৩. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর—ভুল : কোথায় সে দেশ। শঙ্খ : হরিদাস।
৪. কার্য থেকে কারণ—কনকাঞ্জলি : শতনাগিনীর পাকে।
৫. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক—কনকাঞ্জলি : এখনো রজনী আছে, হেমন্তে।
৬. উপমেয় থেকে উপমান—কনকাঞ্জলি : সেনেত্রে।
৭. তত্ত্ব থেকে ভাব—শঙ্খ : নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৮. মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোক—শঙ্খ : সন্ধ্যায়।
৯. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক—বিবিধ : অঞ্চলের বাতাস।

আমরা আগেই বলেছি যে অক্ষয়কুমার সাত মিলে রচিত দুটি সনেটের অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই সনেটদুটি বহিরঙ্গে রোমান্টিক অন্তরঙ্গে ক্লাসিকাল। এই দুই রীতির সমন্বয় প্রচেষ্টা তাঁর হাতে কী রূপ পেয়েছে তা একটি সনেট উদ্ধার করে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

শতধিক এ জীবনে—ধিক সেই দিন,
যে দিনে সহসা পথে হারাই আপনা!
চোখে চোখে চেয়ে সুধু, কোন কথা বিনে,
শৈশবের খেলা হলো যৌবন-যাতনা!

হারানু সরল হাসি, বুঝিনু চাতুরী ;
    হারানু সরল গান, বুঝিনু সংসার ;
বুঝিনু, এ প্রকৃতির নহে সে মাধুরী—
    দেখিবার, ভাবিবার, ভালবাসিবার।

শতধিক এ জীবনে, ধিক সে নয়ানে,
    যে সুধু—চাহিয়া সুধু ধরা জয় করে।
ভালবাসা দেব ব'লে, ভালবাসা ভানে ;
    আপনার রূপ-গর্ব্বে ভ্রমে গর্ব্ব-ভরে।
শান্তি নামে আকর্ষণ—মরণ-অধিক,
প্রেম নামে চায় মান্য,—ধিক তারে ধিক !
[শতাধিক : ভুল, পৃঃ ৪৩]

সনেটটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। কিন্তু স্তবকবন্ধের গঠন পেত্রার্কীয়। অষ্টকের পূর্বপক্ষে কবির মনে প্রেমানুভব সৃষ্টির পরে তাঁর মানসিকতায় যে পরিবর্তন এসেছে সে কথা বলেই তিনি ষট্‌কের উত্তরপক্ষে বলেছেন রূপগর্বিতা নারীর কথা। ভাবপ্রবাহের পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তন দ্বারা কবি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবিতার ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু শেকস্‌পীরীয় মিলের শিথিল বিন্যাস এবং অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ভাবপ্রবাহের দীপ্ত উপসংহার সনেটটির ভারসাম্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে আবর্তনসন্ধি যে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে না অক্ষয়কুমারের এই সনেটটি তারই প্রমাণ। কিন্তু কবি পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে কিভাবে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি লীলায় বিলসিত করে তুলেছেন তা তাঁর একটি সনেট উদ্ধার করে দেখাচ্ছি।

স্নেহময়ী মাতা ওই দিবা-অবসানে,
    চঞ্চল বালকে তাঁর, দুটি হাত ধরি,
    কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি,
পথ হ'তে ল'য়ে যান নিজ গৃহ পানে !
যায় শিশু—চায় পিছে কাতর নয়ানে—

কত সাধ, কত আশা, কত ধূলা পড়ি'!
বাধে পদ, উঠে দুঃখে কাঁদিয়া গুমরি,'—
'মাগো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে!'

হা প্রকৃতি—জননী গো! জীবন-সন্ধ্যায়
ওই মূঢ় শিশুসম, না বুঝে তোমার
স্নেহ আকর্ষণে—ভাবি মরণ-তাড়না!
পলাইতে তোমা হতে পড়িয়া ধূলায়
আঁকড়িয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার—
রোগ, শোক, হাহাকার, অভাব, লাঞ্ছনা!
[সন্ধ্যায় : শঙ্খ, পৃ: ৫৪]

এই সনেটটি মিলবিন্যাসে ও বহিরঙ্গের গঠনে নিখুঁত পেত্রার্কীয়। অষ্টক-বন্ধে কবি মানবলোকে মাতা-পুত্রের একটি সাধারণ ঘটনার বর্ণনা করেছেন। ষট্‌ক-বন্ধে প্রকৃতিলোকে কবি দেখেছেন সেই একই লীলা। মানবলোকের সাধারণ ঘটনাই প্রকৃতিলোকে গভীর জীবনসত্য-রূপে কবির চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে। অষ্টকের সংবৃত-ধর্মী দুই চতুষ্কের মিলবন্ধনের পাকে পাকে ভাব-প্রবাহের বন্ধন রচিত হয়েছে কিন্তু ষট্‌কের বিবৃত-ধর্মী মিলে রচিত দুই ত্রিকবন্ধে সেই ভাবপ্রবাহ মুক্তিতে নন্দিত হয়ে উঠেছে। মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোকে ভাবের এই আবর্তন অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে বিলসিত হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুত ক্লাসিকাল সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গরূপ রচনায় অক্ষয়কুমার যে কত সফল শিল্পী এই সনেটটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার সঠিকভাবেই পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৩৩টিই চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'ভুল' কাব্যগ্রন্থের 'ডুবেছে তপন' সনেটটিতে কবি পরীক্ষা-মূলকভাবে বারো-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর সনেটে মধুসূদনের প্রবহমাণ ছন্দের প্রভাব রয়েছে। তাঁর অন্তত নয়-টি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[১০] সনেটে মিল যোজনার ক্ষেত্রেও কবি মধুসূদনের মতই ব্যঞ্জনান্ত মিলের চেয়ে স্বরান্ত মিল অধিক ব্যবহার করেছেন। তাঁর ৩৪টি সনেটের ১৮৩টি মিলের মধ্যে ১০৩টি স্বরান্ত এবং ৮০টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বিশিষ্ট কবিভাষার অধিকারী। সনেটের ভাষাতেও কবির বিশিষ্ট ভঙ্গি লক্ষণীয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

একি ঝটিকার খেলা হৃদয়ে আমার
এই আশা, এই ভয়,—জীবন, মরণ ;
এই সাধ, অবসাদ, শ্বাস, হাহাকার ;
এই গান, এই তান, এই সমাপন।

[ভুল : একি ঝটিকার খেলা, পৃঃ ২৩]

চার পংক্তির এই উদাহরণটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে কবি টুকরো টুকরো শব্দে অল্প কথায় নিজের বক্তব্য প্রকাশে প্রয়াসী। কবির শব্দ-বিন্যাসের এই বিশেষ রীতি এবং স্বল্প-ভাষণ তাঁর কবি-ভাষাকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করেছে।

অক্ষয়কুমার এই পর্বের অন্যান্য সনেটকারদের মতই প্রেমকেন্দ্রিক কবি। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের মতো তাঁর সনেটে প্রেম-প্রকৃতির দ্বৈত সংগম নেই। গোবিন্দচন্দ্রের মতো তিনিও আবেগ-প্রবণ কিন্তু সংযত-বাক্। গোবিন্দচন্দ্রের প্রেম-কবিতার ইন্দ্রিয়মেদুর রূপানুভূতি তাঁর কবিতায় নেই। তাঁর প্রেমে আবেগ থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহের সীমা পেরিয়ে উর্ধ্বচারী-লোকে যাত্রা করেছে। প্রেম তাঁর কাছে 'জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন'। তাই দেহের মিলনের চেয়ে হৃদয়ের মিলনই কবির কাম্য। কবির ভাষায় :

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর।
এ-রুদ্ধ-পঞ্জর হতে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া!

[শতনাগিনীর পাকে : কনকাঞ্জলি, পৃঃ ৩৩]

আমরা বলেছি অক্ষয়কুমার প্রেমকেন্দ্রিক কবি কিন্তু তাঁর কবিকল্পনা প্রেম-সর্বস্ব নয়। তাঁর ৩৪টি সনেটে তিনি ছয় প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন।

১. আত্মকথা—ভুল : একি ঝটিকার খেলা। বিবিধ : রোগে যশকাঙ্ক্ষা।

২. প্রেম—ভুল : চুম্বন, আলিঙ্গন,দম্পতির নিদ্রা, রমণী হৃদয়, বাঁধিতেছি

খুলিতেছি। কনকাঞ্জলি : মিলনে, শতনাগিনীর পাকে, এখনো রজনী আছে, তুদিকে, সে নেত্রে, হেমন্তে, হৃদয় সমুদ্র সম।

৩. কবিতর্পণ—ভুল : রবীন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র, কোথায় সে দেশ। শঙ্খ : রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, নিত্যকৃষ্ণ বসু, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবিধ : বেহারিলাল।

৪. তত্ত্ব—ভুল : শতধিক, ডুবেছে তপন। শঙ্খ : মাতৃহীন, সন্ধ্যায়। বিবিধ : অকৃতজ্ঞ সমালোচকের প্রতি।

৫. প্রকৃতি—কনকাঞ্জলি : কতদিন পরে। বিবিধ : হেমন্তে-১, ঐ-২।

৬. বাৎসল্য—শঙ্খ : পূজার পর। বিবিধ : অঞ্চলের বাতাস।

অক্ষয়কুমার রোমান্টিক গীতিকবি। প্রেমচেতনাই তাঁর মুখ্য উপজীব্য। কিন্তু গীতিকবির বিচিত্র অনুভবকে তিনি সনেটের রূপ-বন্ধে প্রকাশ করে এই রীতির প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

৪

কামিনী রায়

নবরোমান্টিক পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) বিশিষ্ট সনেটশিল্পী। এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মতই কবি-প্রকৃতিতে তিনি আবেগপ্রবণ কিন্তু কাব্যপ্রকাশে অক্ষয়কুমারের মত সংযত ও রীতিনিষ্ঠ। তাঁর পিতৃপ্রতিম কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যোচ্ছ্বাসের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হেমচন্দ্রকে তিনি বলেছেন তাঁর ‘মানসপিতা’। একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন--‘হেমচন্দ্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা করিয়াছি।’[১১] হেমচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির প্রতি কামিনী রায় আসক্তিবোধ করলেও কাব্য প্রকরণে তিনি ছিলেন মধুসূদন-পন্থী কবি। সনেট তাঁর কবিতার প্রিয় প্রকাশ-মাধ্যম। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যসংকলন ‘অশোকসঙ্গীত (১৯১৪) ও ‘জীবনপথে’-র (১৯৩০) সবকটি কবিতাই সনেট। তাঁর রচিত চতুর্দশপদের কবিতা সংখ্যা ১৩৬টি ; এর মধ্যে ‘নির্মাল্যে’ (১৮৯১) ৩টি, ‘মাল্য ও নির্মাল্যে’ (১৯১৩) ১টি, ‘অশোকসঙ্গীতে’ ৫৮টি, ‘দীপ ও ধূপে’ (১৯২৯) ১০টি এবং ‘জীবনপথে’তে ৬৪টি কবিতা স্থান পেয়েছে।[১২] এই ১৩৬টি চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে ‘দীপ ও ধূপ’ গ্রন্থের ‘সেবাধর্ম্ম’ এবং ‘মর্মবেদনায়

পত্নী' কবিতাদুটি সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। এ ছাড়া তাঁর বাকি ১৩৪টি সনেটে তিনি প্রায় সর্বত্রই ক্লাসিকাল-রীতি অনুসরণ করেছেন। এই সনেটগুলির মাত্র তিনটিতে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ নেই।[১৩] ২২টি সনেটের অষ্টকে চতুষ্ক-বিভাগ আছে এবং ৩১টি সনেটের ষট্‌ক-যুগল ত্রিক-বন্ধে রচিত।[১৪] সনেটের চতুষ্ক ও ত্রিক-র গঠনে কবি মূলত মধুসূদনেরই অনুসরণ করেছেন। লক্ষণীয় এই যে তাঁর মাত্র ২০টি সনেটের[১৫] অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে। অবশ্য তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে তিনি মাত্র দুটি সনেট রচনা করেছেন।[১৬] উল্লিখিত দুই ক্ষেত্রের কোথাও তিনি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে সনেট রচনা করেন নি। সনেটের স্তবক গঠনে তিনি একান্তভাবে ক্লাসিকাল-পন্থী। তাঁর ৪২টি সনেট চোদ্দ-পংক্তির একই স্তবকবন্ধে এবং ৯২টি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত।

কামিনী রায় একান্তভাবে মধুসূদন প্রবর্তিত ক্লাসিকাল সনেট আদর্শকেই সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ১২৭টি সনেটের অষ্টক কখখক কখখক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। বাকি সাতটি সনেটের অষ্টকে ছয় প্রকার মিল-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।[১৭] ষট্‌কের মিলবিন্যাসে কবি অবশ্য অনেক বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করে উনিশ প্রকার মিল-বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন।[১৮] এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে রীতি বিরুদ্ধ কাজ করেছেন সত্য কিন্তু তপঙ তপঙ তিন মিলে ৮২টি সনেটের ষট্‌ক রচনা করে ক্লাসিকাল সনেট-রীতির প্রতিই তাঁর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন।

কামিনী রায়ের ১৩৪টি সনেটের মধ্যে দুটি সনেটে তিন মিল এবং চারটি সনেটে ছয় মিল ব্যবহৃত হয়েছে। বাকি ১২৮টি সনেটের মিলসংখ্যা ক্লাসিকাল সনেটের মতই চার অথবা পাঁচ। এর মধ্যে ২৯টি সনেট চার মিলে এবং ৯৯টি সনেট পাঁচ মিলে রচিত। আমরা প্রথমেই তাঁর পাঁচ মিলে রচিত সনেটগুলির অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের দুই ত্রিক-বন্ধের গঠন এবং মিলবিন্যাস-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করছি।

১. **কখখক কখখক। তপঙ। তপঙ।** অশোকসঙ্গীত: ১, ৭, ১৩, ১৬, ৪৫, ৪৯, ৫০। দীপ ও ধূপ: সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-১, গৃহ-দ্বারে দিওনা অর্গল। জীবনপথে: সহযাত্রা—৭, ১৫ ঐ: ঝরা-ফুল—মায়ের চতুর্থ দিন।

১ক. কখখক। কখখক। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত : ৪, ১৫, ২৮।

১খ. কখখক কখখক। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত : ৬, ৮, ১০, ১১, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ৩০ ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৫৪, ৫৬, ৫৮। দীপ ও ধূপ : শ্মশানপথে দেশবন্ধু-১, সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-৩, বেহিসাবী দান। জীবনপথে : সহযাত্রা—১, ২, ৩, ৬, ১০, ১২, ১৬, ২১। ঐ : একলা—৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬। ঐ : ঝরাফুল—বহুর ভিতরে, ভাবুকের ভুল, শিশুসেতু, মাতৃ-জন্ম, সোদরার প্রতি-১, অভব্য দৈব, অভিমানে, মানসী প্রতিমা, বসন্তাগমে, বিচ্ছেদের সফলতা, নিত্যস্মৃতি, কন্যাবিরহে, কন্যা বুলবুলের প্রতি, অদ্ভুতপ্রেম, ঘোররহস্য।

১গ. কখখক কখখক তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত : ৪৪। জীবনপথে : সহযাত্রা—১৪।

১ ঘ. কখখক। কখখক। তপঙ। তপঙ। জীবনপথে : সহযাত্রা—৫, ১১, ১৩, ১৯, ২২, ২৪।

২. কখখক কখখক। তপঙ তঙপ। জীবনপথে : ঝরাফুল—একভিক্ষা।

৩. কখখক কখখক। তপঙ ঙতপ। অশোকসঙ্গীত : ৫৭।

৪. কখখক। কখখক। তপপ তঙঙ। অশোকসঙ্গীত : ৩।

৫. কখখক। কখখক। তপতপ ঙঙ। অশোকসঙ্গীত : ৫, ১৪, ৫৫।

৫ ক. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ। জীবনপথে : একলা—৬।

৫ খ. কখখক কখখক। তপতপঙঙ। অশোকসঙ্গীত—১২, ২৬, ২৯, ৪৬, ৫৩। জীবনপথে : সহযাত্রা—২৫, ঐ : একলা—৫, ১৭, ঐ : ঝরাফুল—সিন্ধুর প্রতি।

৫ গ. কখখক কখখক। তপতপ। ঙঙ। অশোকসঙ্গীত—২০। দীপ ও ধূপ—শ্মশানপথে দেশবন্ধু-২। জীবনপথে : সহযাত্রা—২৩।

৬. কখখক কখকখ। তপঙ তপঙ। অশোকসঙ্গীত—১৭।

৭. কখকখ। ককখখ। তপতপ। ঙঙ। মাল্য ও নির্মাল্য—হৃতাভিজ্ঞান।

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের ১ থেকে ৪ বিভাগের ৮১টি সনেটের দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিক-বন্ধের সর্বত্র ছেদ চিহ্ন না থাকলেও সনেটগুলির মিল যোজনা একান্তভাবেই পেত্রার্কান। এ ক্ষেত্রে কবি অষ্টক গঠন করেছেন দুই মিলের

সংবৃত্ত-ধর্মী দুই চতুষ্কে এবং ষট্‌কের গঠনে তিনি বিবৃতধর্মী তিন মিল ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ৪ বিভাগের ষট্‌কের দুই ত্রিক-র শেষে ভিন্ন ভিন্ন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। ষট্‌কের উল্লিখিত মিলে ১৪শ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবের্তি প্রচুর সনেট রচনা করে এই মিলকে ক্লাসিকাল মিলের মর্যাদা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথও এই মিলে সনেট রচনা করেছেন। ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে রচিত এই ৮১টি সনেটের মধ্যে স্থুলাক্ষরা ৫০টি সনেটে তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করায় এগুলিকে খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের ক্লাসিকাল মিলে রচিত বাকি ৩১টি সনেটে আবর্তনসন্ধি না থাকায় ঐগুলিকে আমরা খাঁটি মিল্টনীয় সনেট বলে উল্লেখ করছি।

৫ থেকে ৫গ বিভাগের ১৬টি সনেটের অষ্টকের মিলপদ্ধতি পেত্রার্কীয় এবং এগুলির ষট্‌কেও কবি তিন মিল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ষট্‌কের ছয় পংক্তি কোন ক্ষেত্রেই দুই ত্রিক-তে বিভক্ত নয়। এবং ষট্‌কের অন্তিমে সর্বত্রই মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে। অর্থাৎ এই পর্যায়ের সনেটগুলির ষট্‌কের গঠনে কবি ক্লাসিকাল-রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছেন। কিন্তু এই .৬টি সনেটের স্থুলাক্ষরা ১১টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। আবর্তন-সন্ধি-বিশিষ্ট এই এগারটি সনেটকে ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় এবং আবর্তনসন্ধিহীন বাকি পাঁচটী সনেটকে ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে।.

এই পর্যায়ের ৬ বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের মিলবিন্যাস ক্লাসিকাল। অষ্টকেও মাত্র দুটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অষ্টকের প্রথম চতুষ্কটি সংবৃত এবং দ্বিতীয় চতুষ্কটি বিবৃত। আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট এই সনেটটির অষ্টকের মিলবিন্যাসে কিছু ত্রুটি থাকায় এটিকে আমরা ভঙ্গ-পেত্রার্কীয় সনেট বলে চিহ্নিত করছি।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটিতে অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে তিন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অষ্টকে দ্বিতীয় চতুষ্কে কবি পর পর দুটি মিত্রাক্ষর-যুগ্মক রচনা করে ক্লাসিকাল রীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। সনেটটির তিন চতুষ্ক ও অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকের গঠনে শেকস্‌পীরীয়-রীতির প্রভাব রয়েছে। কিন্তু অষ্টকে দুই মিল এবং ষট্‌কে ভিন্ন প্রকৃতির তিন মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে আমরা ভঙ্গ-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করছি।

কামিনী রায় চার মিলে ২৯টি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু মিল যোজনায়

সর্বত্র ক্লাসিকাল-রীতি মান্য করেন নি। সনেটগুলির মিলবিন্যাস বিশ্লেষণ করছি।

১. কখখক কখখক। তপতপতপ। অশোকসঙ্গীত : ২৪। জীবনপথে : সহযাত্রা—৮।

২. কখখক কখখক। তপপতপত। জীবনপথে : সহযাত্রা—১৮। ঐ : ঝরাফুল—অক্ষয় প্রদীপ।

৩. কখখক। কখখক। তপপ। ততপ। অশোকসঙ্গীত : ৪৮।

৩ক. কখখক কখখক। তপপ। ততপ। অশোকসঙ্গীত : ৫১। দীপ ও ধূপ : হিসাবীদান।

৩খ. কখখক কখখক। তপপ ততপ। জীবনপথে : সহযাত্রা—২০। ঐ : ঝরাফুল—ভিক্ষা ত্যাগ।

৪. কখখক কখখক ততপ। ততপ। অশোকসঙ্গীত : ২২।

৫. কখখক। কখখক। খতপ। খতপ। নির্মাল্য : দিল্লী।

৫ক. কখখক কখখক। খতপ খতপ। দীপ ও ধূপ : সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-২। জীবনপথে : সহযাত্রা—৪।

৬. কখখক কখখক। তপখ। তপখ। অশোকসঙ্গীত—২, ৪০।

৬ক. কখখক কখখক। তপখ তপখ। জীবনপথে : একলা—২।

৭. কখখক। কখখক। তখপ তখপ। অশোকসঙ্গীত : ৪২।

৮. কখখক কখখক। তপক তপক। জীবন পথে : সহযাত্রা—৯। ঐ : একলাত : ৪।

৮ক. কখখক। কখখক। তপক। তপক। নির্মাল্য : সাজাহান। অশোকসঙ্গী : ৯।

৯. কখখক কখখক তকপ তকপ। অশোকসঙ্গীত : ৩২।

৯ক. কখখক। কখখক। তকপ। তকপ। জীবনপথে : একলা—১।

৯খ. কখখক কখখক। তকপ তকপ।। জীবনপথে : একলা—৮, ১১।

১০. কখখক। কখখক। কতপ। কতপ। জীবনপথে : সহযাত্রা—১৭।

১১. কখখক কখখক। ততপ ককপ। জীবনপথে : ঝরাফুল—অনন্ত-আশ্রয়।

১২. কখখক। কখখক। তখতখ পপ। অশোকসঙ্গীত : ৫২।

১৩. কখখক কখখক। তপক। তপক। অশোকসঙ্গীত—৪১।

এই পর্যায়ের প্রথম চার বিভাগের ১০টি সনেটের মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কে গঠিত, ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও সর্বত্রই দুটি নতুন মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে স্থূলাক্ষরা ৭টি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এগুলিকে খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট এবং আবর্তন-সন্ধিহীন বাকি তিনটি সনেটকে খাঁটি মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করা যায়।

৫ থেকে ১২ বিভাগের ১৮টি সনেটের দুই মিলের সংবৃত চতুষ্কের অষ্টক গঠনে কবি পেত্রার্কীয় রীতিকেই যথাযথ অনুসরণ করেছেন। এই সনেটগুলির ষট্‌কের মিল তিনটি কিন্তু মিলবিন্যাস রীতিবিরুদ্ধ। ১৮টি সনেটের ষট্‌কে সর্বত্রই অষ্টকের কোন না কোন একটি মিল ব্যবহার করে কবি ক্লাসিকাল রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। এই সনেটগুলির মধ্যে স্থূলাক্ষর ১০টি সনেটে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করায় এই সনেটগুলিকে আমরা শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট বলে গণ্য করছি। বাকি ৮টি সনেটকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির মিলবিন্যাসে চরম অনিয়ম ঘটেছে। এক্ষেত্রে অষ্টকে কবি দুটি মিল ব্যবহার করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কে দুটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হওয়ায় সনেটটির মিলবিন্যাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ষট্‌কের মিলে অষ্টকের একটি মিল ফিরে আসায় ষট্‌কের মিলবিন্যাসেও ত্রুটি দেখা দিয়েছে। সনেটটির অষ্টকে দুটি মিল ব্যবহৃত হওয়ায় এটিকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলে গ্রহণ করা যায়।

কামিনী রায় তিন মিলে মাত্র দুটি সনেট রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য এই দুটি সনেটের মিলবিন্যাসে কবি চূড়ান্ত অনিয়ম ঘটিয়েছেন। সনেট দুটির মিলপদ্ধতি লক্ষণীয়ঃ

১. কখখক কখখক। কতত ককত। অশোকসঙ্গীত ঃ ৩৯।

২. কখখক কখখক। কখখক তত। অশোকসঙ্গীত ঃ ৪৭।

দুটি সনেটের অষ্টকের গঠন পেত্রার্কীয়। প্রথমটির ষট্‌কে অষ্টকের একটি মিল ব্যবহৃত হয়ে ক্লাসিকাল-রীতির ব্যত্যয় ঘটেছে। এই সনেটটিকে শিথিল-মিল্টনীয় সনেট বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় সনেটটির ষট্‌কের রীতিহীন মিলবিন্যাসটি অভিনব। ষট্‌কের প্রথমে শোভা পাচ্ছে অষ্টকেরই একটি চতুষ্ক এবং অন্তিমে স্থান পেয়েছে নতুন মিলের একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক। এই সনেটটির ষট্‌কের মিলবিন্যাসে চরম অনিয়ম ঘটলেও সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কের

াবে আবর্তনসন্ধি থাকায় এটিকে শিথিল-পেত্রার্কান সনেট বলে স্বীকার করা ায়।

কামিনী রায়ের মাত্র চারটি সনেটে ছয়মিল ব্যবহৃত হয়েছে। মিলবিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১. কখখক। খগগখ। তপঙ তপঙ। নির্মাল্য: স্মৃতিচিহ্ন।
২. কখখক কখগগ। তপঙ। তপঙ। জীবনপথে: একলা—৩।
৩. কখখক কগগক। তপঙ। তপঙ। জীবনপথে: একলা—৭।
৩ক. কখখক কগগক। তপঙ তপঙ। ঐ: ঝরাফুল—সোদরার প্রতি-২।

এই পর্যায়ের চারটি সনেটের গঠন পেত্রার্কীয়। কিন্তু অষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কে একটি নতুন মিল দেখা দেওয়ায় ক্লাসিকাল-রীতির ব্যত্যয় ঘটেছে। প্রথম তিন বিভাগের তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি থাকায় এইগুলিকে শিথিল-পেত্রার্কীয় সনেট হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩ক বিভাগের সনেটটির দ্বিতীয় চতুষ্কের মিল ক্লাসিকাল-রীতির পরিপন্থী। কিন্তু সমস্ত সনেটটিতে বিশেষ মিল-প্রকৃতি অনুসৃত হওয়ায় এটিকে বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট বলা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে কামিনী রায়ের ১৩৪টি সনেট ৭টী সনেট-রীতিতে বিভক্ত।

১. পেত্রার্কীয়—৫৭টি।
২. ভঙ্গ পেত্রার্কীয়—১২টি।
৩. শিথিল পেত্রার্কীয়—১৪টি।
৪. খাঁটি মিল্টনীয়—৩৪টি।
৫. ভঙ্গ মিল্টনীয়—৬টি।
৬. শিথিল মিল্টনীয়—১০টি।
৭. বিশেষ রোমান্টিক রীতি ১টি।

উল্লিখিত রীতি বিভাগের ১৩৪টি সনেটের মধ্যে ১৩৩টিই পেত্রার্কান পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সনেটের মিলবিন্যাসেই শুধুমাত্র তিনি ক্লাসিকাল-পন্থী নন, তাঁর ১৩৪টি সনেটের মধ্যে ৮৩টিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি ক্লাসিকাল-রীতির প্রতি আনুগত্যের অভ্রান্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই ৮৩টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিম্নলিখিত ষোল প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. ভাব থেকে তত্ত্ব—নির্মাল্য : দিল্লী। অশোকসঙ্গীত : ৩।

২. তত্ত্ব থেকে ভাব—জীবনপথে : সহযাত্রা—১০।

৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—নির্মাল্য : স্মৃতিচিহ্ন। অশোকসঙ্গীত : ৮, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫২,৫৪, ৫৬, ৫৭। দীপ ও ধূপ : শ্মশানপথে, দেশবন্ধু-১, ঐ-২, সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-৩, গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল। জীবনপথে : সহযাত্রা—১, ২, ৮, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩। ঐ : একলা—১, ৩, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৭। ঐ : ঝরাফুল—সোদরার প্রতি-১, অনন্ত আশ্রয়, নিত্যস্মৃতি, অদ্ভুত প্রেম, একভিক্ষা।

৪. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর—নির্মাল্য : সাজাহান। অশোকসঙ্গীত : ৭,১১, ২৬। জীবনপথে : সহযাত্রা—১১।

৫. উত্তর থেকে জিজ্ঞাসা—দীপ ও ধূপ : হিসাবী দান। জীবনপথে : সহযাত্রা—৪। ঐ : একলা—৬।

৬. উপমেয় থেকে উপমান—অশোকসঙ্গীত : ৪।

৭. উপমান থেকে উপমেয়—অশোকসঙ্গীত : ৬। জীবনপথে : একলা—১০।

৮. কারণ থেকে কার্য—অশোকসঙ্গীত : ৫, ৫৫।

৯. কার্য থেকে কারণ—অশোকসঙ্গীত : ২৯, ৫৮। জীবনপথে : ঝরাফুল—কণ্যাবিরহে।

১০. সামান্য থেকে বিশেষ—অশোকসঙ্গীত : ৯, ১৬। জীবনপথে : ঝরাফুল—বিচ্ছেদের সফলতা।

১১. বিশেষ থেকে সামান্য—জীবনপথে : সহযাত্রা—২৪।

১২. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক—অশোকসঙ্গীত : ১০, ২০, ২৫। জীবনপথে : ঝরাফুল—মাঘের চতুর্থদিন।

১৩. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক—অশোকসঙ্গীত : ২৪। জীবনপথে : সহযাত্রা—৯।

১৪. আত্মলোক থেকে প্রকৃতিলোক—অশোকসঙ্গীত : ৪৩।

১৫. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক—জীবনপথে : ঝরাফুল—বসন্তাগমে।

১৬. অতীত থেকে বর্তমান—জীবনপথে : সহযাত্রা—২৫। ঐ : একলা—৫।

আবর্তনসন্ধির এই ষোল প্রকার বৈচিত্র্য কামিনী রায়ের বিচিত্রমুখী

কবিকল্পনারই পরিচয়বাহী। সনেটের বিষয়বস্তুকে তিনি আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্যে রক্ষা করে কি ভাবে মূর্ত আকার দান করেছেন এখানে আমরা তার দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমেই 'অশোকসঙ্গীতে'র দশম সনেটটি উদ্ধার করছি।

গুণী পুত্র পদে মানে রাজধানী মাঝে
অতুল ঐশ্বর্য্য ক্রোড়ে করিতেছে বাস,
বৃদ্ধা মাতা দূর গ্রামে মাস অন্তে মাস,
ভাবিছেন তারি কথা, বসি প্রতি সাঁঝে,
জাগিয়া প্রভাতে নিত্য। রত গৃহ কাজে,
গৃহ গাত্রে ধাতু পাত্রে বাল্য ইতিহাস
পড়িছেন দুলালের। কত অট্টহাস,
ভাঙ্গচুর, কাঁদাকাটি আজো কানে বাজে।

দীর্ঘ অতীতের পথে সদা যাতায়াতে
ক্লান্ত নহে স্মৃতি তাঁর, পথ সম্মুখের
বেশী নাহি যায় দেখা, যাহা দেখা যায়
আলোকিত গুটি কত আশা-রশ্মি-পাতে—
আশ্বিনে আসিবে পুত্র ; আর সে দুঃখের
বাড়া সুখ—গঙ্গাতীরে লয়ে যাবে মায়।

এই সনেটটিতে কবি একটি উপমার মধ্য দিয়ে মূলত নিজের কথাই বলেছেন। অষ্টকবন্ধের দুই মিলের সংরত চতুষ্কদ্বয়ে পুত্রের বাল্যস্মৃতি-চারণা অন্তরঙ্গ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে এবং বিবৃতধর্মী তিন মিলের ষট্কবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে মায়ের অসীম বাসনার কথা। অষ্টক-ষট্কের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ায় স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে ভাব প্রবাহের এই উত্তরণ পাঠক-চিত্তে মূর্ত আকার পরিগ্রহ করেছে। অষ্টকবন্ধের সংবৃতদুটি চতুষ্কের দুই মিলের সংহত-বন্ধন এবং ষট্কের বিবৃত মিলের বন্ধন-মোচন ভাবপ্রবাহকে কিভাবে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে বিলসিত করে তোলে এই সনেটটি তারই বিশ্বস্ত প্রমাণ।

এবারে 'অশোকসঙ্গীতে'র সর্বশেষ সনেটটি গ্রহণ করা যাক।

গিয়াছে বারটি মাস, এক দুই করি,

আজ সে দুঃখের দিন, মরণ নিঠুর
মার কোল হতে তোরে লয়ে গেল দূর
দেবদেশে। সে দিনের সে বিদায় স্মরি
আবার উঠিছে প্রাণ বেদনায় ভরি ;
তার মাঝে কানে বাজে কোমল মধুর
'কিছু ভয় নাই' বাণী। প্রাণ পরিপূর
করি সে অমৃতরসে, আমি ধৈর্য্য ধরি।

নহে শুধু মৃত্যুদিন, বাছারে আমার,
মোদের এ ঘর হতে পুণ্যতব লোকে
যে দিন জনম পেলে, জীবনেতে নব,
সেই পুণ্য দিনে কেন অশ্রু উপহার
দিব তোরে, আর্দ্র করি আমাদের শোকে ?
হে নির্ভীক, ধন্য হোক জন্মদিন তব।

এই সনেটটিতে একদিকে পুত্রহারা মাতৃহৃদয়ের গভীর বেদনা বাণীরূপ লাভ করেছে, অন্যদিকে এই বেদনার তীব্র জ্বালা অতিক্রম করে পরম সান্ত্বনার বাণী কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বলেছেন যে তাঁর পুত্রের মৃত্যুদিন আবার ফিরে এসেছে। পুত্রের মৃত্যু স্মরণ করে তাঁর মাতৃ-হৃদয় বেদনায় বিধুর, এই বেদনার মাঝে এক 'কোমল মধুর' অভয়বাণী তাঁর বেদনাবিক্ষুব্ধ হৃদয়কে ধৈর্য দান করেছে। কবির সান্ত্বনা লাভের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি ষট্‌কবন্ধে বলেছেন যে তাঁর পুত্রের মৃত্যুদিন আসলে পুণ্যতর লোকে' জন্মেরই শুভদিন। নিখুঁত পেত্রার্কীয় মিলে রচিত এই সনেটটিতে অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ কার্য থেকে কারণে আবর্তিত হয়ে অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে শিল্পরূপ লাভ করেছে। বস্তুত খাঁটি পেত্রার্কীয় মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্যই কামিনী রায় বাংলা সনেট সাহিত্যে উচ্চাসনের অধিকারিণী।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কামিনী রায় পেত্রার্কীয় রীতির সনেট রচনার জন্য মধুসূদনের কাছেই ঋণী। সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনি মূলত মধুসূদনের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। তাঁর ১৩৪টি সনেটের মধ্যে মাত্র 'জীবনপথে : সহযাত্রা'-র সপ্তম সংখ্যক সনেটটি দশমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে

রচিত। এ ছাড়া বাকি সনেটগুলিতে চৌদ্দ-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর সমস্ত সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে তিনি মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে মধুসূদনের মত তাঁর ওপর মিল্টনের প্রভাব পড়াও বিচিত্র নয়। প্রবহমাণ ছন্দ সনেটের নিটোল বিন্যাসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ফলত এই ছন্দের ব্যবহার বাংলাভাষায় আদি-সনেটকারের মতই তাঁর সনেটে সুখকর হয় নি।

কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন —‘(তাঁহার) ভাষা পরিমিত ও সংযত কিন্তু সঙ্গীতময় নহে।’[১৯] অধ্যাপক সেনের এই উক্তি কবির সনেটের ভাষা সম্পর্কেও সর্বাংশে সত্য। এই পর্বের অন্যান্য কবিগণের মতই তাঁর কবিকল্পনা উচ্ছ্বাসপ্রবণ কিন্তু কাব্যের প্রকাশ-রীতিতে তিনি সংযত মিতবাক্‌-শিল্পী। তাঁর সনেটের ভাষায় এই সংযম-সৌন্দর্য আছে সত্য, কিন্তু সংগীতগুণ অত্যন্ত কম। সনেটের অন্ত্যমিল যোজনার ক্ষেত্রেও তিনি সংগীতময় স্বরান্ত মিলের চেয়ে সংগীতহীন ব্যঞ্জনান্ত মিলের প্রতি স্বেচ্ছার বেশি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর ১৩৪টি সনেটের ৬৪০টি মিলের মধ্যে ২৮১টি স্বরান্ত এবং ৩৫৯টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

সনেট-পরম্পরা রচনায় কামিনী রায় বাংলা সনেট সাহিত্যের অন্যতম প্রধান-শিল্পী। তাঁর ‘দীপ ও ধূপ’ গ্রন্থে ‘শ্মশানপথে দেশবন্ধু’ বিষয়ে দুটি এবং ‘সিরাজদ্দৌলার সমাধিদর্শন’ বিষয়ে তিনটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই ধরণের একই বিষয়ে দু-তিনটি সনেট-রচনার নিদর্শন কামিনী রায়ের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কবিদের রচনায় কিছু পরিমাণে আছে। কামিনী রায়ের কাব্যে তা নতুন সার্থকতা পেয়েছে। ‘জীবনপথে’ কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই সনেট। গ্রন্থটি ‘সহযাত্রা’, ‘একলা’ এবং ‘ঝরাফুল এই তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে ‘ঝরাফুল’ অংশের ২২টি সনেট বিভিন্ন বিষয়ক। কিন্তু ‘সহযাত্রা’-র ২৫টি এবং ‘একলা’র ১৭টি সনেট একই বিষয় অবলম্বনে সনেট-পরম্পরা রীতিতে গ্রথিত।

কবির ‘অশোকসঙ্গীতে’র সনেটগুলির বিষয়াবলম্বন পুত্রশোক। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশক সুধীরকুমার সেন লিখেছেন—‘অশোকসঙ্গীত শোকার্ত হৃদয় হইতে উত্থিত।’ ষোল বৎসর বয়স্ক পুত্রের অকাল মৃত্যুতে বিপর্যস্ত মাতৃহৃদয়ের বেদনা-নির্ঝর যে-সমস্ত সনেট আকারে ঝরে পড়েছে ‘অশোকসঙ্গীত’ তাদেরই সংকলন।

'জীবনপথে'র 'সহযাত্রা' অংশের মুখ্য উপজীব্য প্রেম। মৃত-স্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত এই সনেটগুচ্ছে নারীহৃদয়ের অসীম বিরহবোধ, অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ ও অন্তরঙ্গ প্রেমানুরাগ অব্যক্ত বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের 'একলা' অংশের সনেটগুচ্ছের মুখ্য অবলম্বন শোক। এই শোকের দ্বিমুখী উৎস—পতি ও পুত্রের মৃত্যু। পতি-পুত্রের শোকচ্ছায়া এই সনেটগুলিকে বেদনা-বিধুর করে তুলেছে।

উল্লিখিত সনেট ব্যতীত বাকি সনেট-সমূহে কবি আট প্রকার বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

১. ইতিহাস—নির্মাল্য : দিল্লী, সাজাহান। দীপ ও ধূপ : সিরাজদ্দৌলার সমাধিদর্শন-১, ঐ-২।

২. তত্ত্ব—নির্মাল্য : স্মৃতিচিহ্ন। দীপ ও ধূপ : সেবাধর্ম, গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল, বেহিসাবী দান। জীবনপথে : ঝরাফুল—অভিমানে, অনন্ত আশ্রয়, ভিক্ষা ত্যাগ, অক্ষয় প্রদীপ, বিচ্ছেদের সফলতা, অদ্ভুত প্রেম, ঘোর রহস্য, একভিক্ষা।

৩. প্রেম—মাল্য ও নির্মাল্য : হৃতাভিজ্ঞান।

৪. মনীষী-তর্পণ—দীপ ও ধূপ : শ্মশানপথে দেশবন্ধু-১, ২, ৩।

৫. শোক—দীপ ও ধূপ : সমবেদনায় পত্নী, হিসাবী দান। জীবনপথে : ঝরাফুল—লোকান্তরিতা সোদরার প্রতি-১, ২, মানসী প্রতিমা, নিত্যস্মৃতি, মাঘের চতুর্থদিন।

৬ আত্মকথা—জীবনপথে : ঝরাফুল—বহুর ভিতরে, ভাবুকের ভুল, অভব্য দৈব।

৭. বাৎসল্য—জীবনপথে : ঝরাফুল—শিশু সেতু, মাতৃজন্ম, কণাবিরহে, কণা বুলবুলের প্রতি।

৮. প্রকৃতি—জীবনপথে : ঝরাফুল—সিন্ধুর প্রতি, বসন্তাগমে।

কামিনী রায় বহু বিষয়ে সনেট লিখেছেন সত্য কিন্তু শোকই তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য। এমন কি তাঁর অধিকাংশ প্রেম-বিষয়ক সনেট শোকের ছায়ায় বেদনা-বিহ্বল। অবশ্য তাঁর সনেটে শোকের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর-নির্ভরতা। এই নির্ভরতাই তাঁকে সান্ত্বনার করুণাঘন মন্ত্রে অভিষিক্ত করে স্থৈর্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রেনেসাঁস-উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যে কামিনী রায়ই প্রথম স্বকীয় কবিকণ্ঠের অধিকারী মহিলা কবি। নারী হৃদয়ের অকৃত্রিম

উষ্ণ অনুভবের স্পর্শে অনুরঞ্জিত তাঁর সনেটগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

৫

নবরোমান্টিক পর্বের অন্যান্য সনেটকার

এই পর্বের অন্তত আরো চারজন কবি সনেট রচনায় অল্প বিস্তর প্রচেষ্টা করেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই চাবজনই মহিলা কবি। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নামোল্লেখ করতে হয় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী-র (১৮৫৮-১৯২৪)। তাঁর 'অশ্রুকণা'য় তিনটি, 'আভাষে' ছয়টি এবং 'শিখা' কাব্যগ্রন্থে একটি চৌদ্দপংক্তির কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'আভাষ' কাব্যগ্রন্থের 'বিদেশিনী' এবং 'অশ্রুকণা'কাব্যের 'প্রিয়তমা' বাদে বাকি আটটি কবিতা সাতটি মিত্রাক্ষর-যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। 'প্রিয়তমা' এবং 'বিদেশিনী' চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত প্রেম-বিষয়ক সনেট। দুটি সনেটই তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষব যুগ্মকে রচিত। মিলবিন্যাসে কবি শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। প্রথমটির মিল সংখ্যা সাত, মিলবিন্যাস কখকখ। গগঘঘ। তপতপ। ঙঙ। দ্বিতীয় সনেটটির মিল সংখ্যা ছয়, মিলবিন্যাস কখকখ। গঘগঘ তখতখ। পপ। দুটি ক্ষেত্রেই কবি শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসরণ করেছেন কিন্তু কোনক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টা যথাযথভাবে রূপায়িত হয় নি। সনেট-কলাকৃতি সম্পর্কে সম্ভবত তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সমসাময়িক সনেটকারদের প্রভাবে এই বিষয়ে তিনি অক্ষম প্রচেষ্টা করেছিলেন মাত্র।

এই পর্বের আরেক জন মহিলা কবি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) তাঁর 'কনকাঞ্জলি' এবং 'বিভূতি' কাব্যগ্রন্থে একটি করে চৌদ্দপংক্তির কবিতা রচনা করেছেন। 'কনকাঞ্জলি'র 'তুমি' কবিতাটি সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী কিন্তু বিভূতির 'শেষ'-শীর্ষক প্রেম-বিষয়ক কবিতাটি সাত মিলের খাঁটি শেকস্‌পীরীয়-রীতির রোমান্টিক সনেট।

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী এই পর্বের এক অখ্যাত মহিলা কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। এর মধ্যে 'প্রতিধ্বনি'-তে ২টি, 'অনুরাগে' ৭টি,

'মনোবীণা'তে ৫টি এবং 'নির্ঝরিণী' কাব্যগ্রন্থে ২টি চৌদ্দপংক্তির কবিতা স্থান পেয়েছে। এই ১৬টি কবিতার মধ্যে ৯টি চতুর্দশী এবং ৭টি সনেট। চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই সাতটি সনেটের মিলবিন্যাস লক্ষণীয় :

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ। মনোবীণা : বিনিময়, সম্মান।
২. কখকখ। গঘগঘ। ততপপ। ঙঙ। প্রতিধ্বনি : অতীতের স্মৃতি।
৩. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। কক। মনোবীণা : অর্থহীন কথা।
৪ কখকখ। গগঘঘ। তপতপ। কক। অনুরাগ : হৃদয়দেবতা।
৫. কখকখ। গঘগঘ। গতগত। পপ। মনোবীণা : মানবের ভাগ্যলিপি।
৬. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঘঘ। মনোবীণা : মায়ের সাধ।

সাতটি সনেটই শেক্সপীরীয় রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। প্রথম দুই বিভাগের তিনটি সাত মিলে এবং বাকি চারটি সনেট ছয় মিলে বচিত। সাত মিলে রচিত প্রথম বিভাগের দুটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের সনেটটির তৃতীয় চতুষ্কের মিলবিন্যাসে এই রীতির কিছু ব্যত্যয় ঘটায় এই সনেটটি ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেটে পর্যবসিত হয়েছে। ৩ থেকে ৬ বিভাগের চারটি সনেট গঠনরীতিতে শেকস্‌পীরীয় কিন্তু সর্বত্রই একটি মিল কম ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেটের বেশি মর্যাদা দেওয়া যায় না। সাতটি সনেটে কবি তিন প্রকার বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন :

১. প্রেম—অতীতের স্মৃতি, বিনিময়, হৃদয় দেবতা।
২. তত্ত্ব—অর্থহীন কথা, সম্মান, মানবের ভাগ্যলিপি।
৩. বাৎসল্য—মায়ের সাধ।

আমাদের আলোচ্য পর্বের সর্বশেষ কবি হলেন নগেন্দ্রবালা (মুস্তাফী) সরস্বতী (১৮৭৮-১৯০৬)। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। তাঁর মধ্যে 'মর্মগাথা'য় ১টি, 'প্রেমগাথায়' ২টি, 'অমিয়গাথায়' ২টি এবং 'কুসুমগাথায়' ৭টি চৌদ্দপংক্তির কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই ১২টি কবিতার মধ্যে ৬টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী। বাকি ৬টি মাত্র সনেট। এই সনেটগুলি চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। মিলবিন্যাস-পদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়, প্রত্যেকটি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর-যুগ্মক

যোজিত হয়েছে। 'কুসুমগাথা' কাব্যগ্রন্থের এই ৬টি সনেটের মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

ওঙ্কার : কখকখ । গকগক । খকখক । কক
শীর্ণানদী : কখখক । গঘঘগ । তপপত । খখ
শিশির : কখকখ । গঘগঘ । তপত । পঙঙ
ভুবনেশ্বর : কখকখ । কগকগ । তপতপ । গগ
পৌর্ণমাসী নিশীথে : কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । ঙঙ
বঙ্গসাহিত্য : কখকখ । গঘগঘ । তপতপ । তত

এই ৬টি সনেটের মধ্যে 'শিশির' ছাড়া বাকি পাঁচটি ক্ষেত্রেই শেকস্‌পীরীয় রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যবহৃত হয়েছে। 'শিশির' ও 'পৌর্ণমাসী নিশীথে'র মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরায়। কিন্তু 'পৌর্ণমাসী নিশীথে' আবর্তন-সন্ধি রয়েছে। 'শিশিরে'র মিলবিন্যাস যদিও শেকস্‌পীরীয় তবু এই সনেটের শেষ ছয়পংক্তি দুই ত্রিকবন্ধে রচিত। বাকি চারটি সনেটের প্রত্যেটির মিলসংখ্যা ছয়। সুতরাং এগুলিকে শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেটের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। 'শীর্ণানদী' ও 'পৌর্ণমাসী নিশীথে'র অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। প্রথমটিতে জিজ্ঞাসা থেকে উত্তরে দ্বিতীয়টিতে বিশ্বলোক থেকে আত্মলোকে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। ফলত এই দুটিকে আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট শিথিল-শেকস্‌পীরীয় সনেট বলা যেতে পারে।

নগেন্দ্রবালার ৬টি সনেটে তিনপ্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. ঈশ্বর বন্দনা—ওঙ্কার, ভুবনেশ্বর।
২. প্রকৃতি—শীর্ণানদী, শিশির, পৌর্ণমাসী নিশাথে।
৩. বঙ্গ সংস্কৃতি—বঙ্গ সাহিত্য।

উল্লিখিত চারজন অপ্রধান কবির কেউই বেশি সনেট রচনা করেন নি। সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে তাঁদের হয়তো স্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল না। সমসাময়িক প্রধান কবিদের সনেট-চর্চায় প্রভাবিত হয়েই তাঁরা সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে সুখের বিষয় এই যে তাঁদের সেই অনুকৃতি সর্বত্র ব্যর্থ হয় নি।

৬

সনেটে নবরোমান্টিক-পর্বের ফলশ্রুতি

নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শেকস্‌পীরীয় রীতির সহজিয়া সনেট-পদ্ধতিকে বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। অবশ্য এই সময়ে শেকস্‌পীরীয়-রীতির পাশাপাশি পেত্রার্কীয়-রীতিও অনুশীলিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারে এই দুই-রীতির দ্বৈত-সংগম ঘটেছে। কামিনী রায় আবার পেত্রার্কীয়-রীতির প্রতিই পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। এই পর্বে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক-রীতির সহাবস্থানের ফলে দুই ধারাই পরস্পকে প্রভাবিত করেছে। এই বিষয়ে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 'কড়িও কোমলে'র সনেটাদর্শ প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলত পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে শেকস্‌পীরীয় এবং শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে পেত্রার্কীয় স্তবক-সজ্জা এই পর্বের রচনায় প্রায়শই লক্ষ্য করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজনা করে এক মিশ্ররীতি উদ্ভাবনে উৎসাহিত হয়েছেন।

আবর্তনসন্ধি ক্লাসিকাল সনেটের প্রাণকেন্দ্র। ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় এই পর্বের কবিরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকের ধারণা আবর্তনসন্ধি সনেটের কৃত্রিম উপকরণ মাত্র। কিন্তু আবর্তনসন্ধি সনেটের ভাবপ্রবাহের ভারসাম্য রক্ষায় কত বিচিত্ররূপী হয়ে উঠতে পারে ক্লাসিকাল-রীতিতে রচিত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার সনেটে তার অজস্র পরিচয় রয়েছে। এই পর্বের সনেটকাররা বিচিত্র প্রকারের আবর্তনসন্ধি রচনা করে সেই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইতালিতে আদিপর্বে সনেটের মুখ্য উপজীব্য ছিল প্রেম। নবজন্মোত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রেম-চেতনাই ছিল সনেটের প্রধান অবলম্বন। বাংলা সাহিত্যে সনেট-প্রবর্তক মধুসূদনের সনেটে প্রেম-চেতনার অভাব পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের সনেটে প্রেম-চেতনা অন্যতম প্রধান স্থান পরিগ্রহ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গীতিকবিতার মুখ্য অবলম্বন হিসাবে সনেট বিচিত্র-

বিষয়ী হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। বাংলা ভাষার আদি-সনেটকার মধুসূদনের সনেট বিষয়-বৈচিত্র্যে অনুপম। আলোচ্য পর্বের কবিগণও আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে সনেটকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন।

সনেট-সাহিত্যে সনেট-পরম্পরা রচনার প্রয়াস সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই দিক দিয়ে নবরোমাণ্টিক পর্বে কামিনী রায়ের কৃতিত্ব সর্বাধিক। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো বাংলা ভাষায় বহু কবি বিচিত্র-বিষয়ী সনেট-পরম্পরা রচনা করে বাংলা সনেট-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি অনুসারে নানা নিরীক্ষার পরীক্ষা পরে সনেটের ছন্দ নির্ধারিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করতে গিয়েই মধুসূদন আমাদের ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি বিচার করে গাম্ভীর্যময় অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে সনেটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের সনেটের ছন্দ চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত। বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে মধুসূদনের পথই প্রধানত অনুসরণ করেছেন। নবরোমাণ্টিক পর্বের কবিরাও সনেটের ছন্দ বিষয়ে পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্ত গভীর শ্রদ্ধায় মান্য করেছেন। সনেটের সংহত বিন্যাসের পক্ষে প্রবহমাণ ছন্দ বিঘ্নকর হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা মধুকবির সনেটের প্রবহমাণ ছন্দের প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন নি। এই পর্বের কবি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সনেটের ক্ষেত্রে আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ করে সনেটে ভাববিকাশের সম্ভাবনাকে বর্ধিত করেছেন। পরবর্তীকালে 'কবির দায়িত্ব' বেশি থাকা সত্ত্বেও সনেট রচনায় এই ছন্দ সাদরে গৃহীত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করে মধুসূদন আমাদের ভাষায় সনেট কলাকৃতির সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য তাঁরই সাধনায় এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও নবরোমাণ্টিক পর্বের কবিরা বিচিত্র-বিষয়ী ক্লাসিকাল ও রোমাণ্টিক রীতির সনেট রচনা করে মধুকবির প্রত্যাশাকে আরো পূর্ণায়ত রূপ দান করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৬ষ্ঠসং, ১৩৭০) দেবেন্দ্রনাথ সেন ; পৃষ্ঠা-১৬১

২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫মখণ্ড) ; দেবেন্দ্রনাথ সেন (২য় সং, ১৩৬৪) পৃ'২০

৩. 'অপূর্ব্বনৈবেদ্যে'র সনেট সংখ্যা ৩৭টি কিন্তু এই গ্রন্থের দ্রৌপদী শীর্ষক সনেটটি 'অশোকগুচ্ছে' সংকলিত হয়েছে। 'গোলাপগুচ্ছে' মোট ২৯টি, এবং 'অপূর্ব্বশিশুমঙ্গলে' ৪টি সনেট আছে। এরমধ্যে 'গোলাপগুচ্ছে'র খোকাবাবু, শ্রীহরির প্রতি, দশভুজা এবং অপূর্ব্বকৃষ্ণ প্রাপ্তি-শীর্ষক চারটি সনেট যথাক্রমে 'অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল', 'অপূর্ব্বনৈবেদ্য', 'পারিজাতগুচ্ছ' এবং 'শেফালীগুচ্ছে,' মুদ্রিত হয়েছে। 'অপূর্ব্বশিশুমঙ্গলে'র রাণীর চুমো ও খুকির চুমো দুই নামে মূলত একই কবিতা।

৪. অশোকগুচ্ছ : রাক্ষসী।

শেফালীগুচ্ছ : পিসিমার খাজা, পিসিমার সীতাভোগ, উষা, সখীর প্রতি, শরৎঋতু, বনতুলসী, আপভালা তো জগৎ ভালা, অপূর্ব্বকৃষ্ণ-প্রাপ্তি, যিশুখ্রীষ্টের প্রতি, কেম্পিসের প্রতি, কনক।

পারিজাতগুচ্ছ : ব্রজেন্দ্রডাকাত-১, ঐ,-২, দশভুজা, জীবননদী, কোকিল, শেফালি, হিন্দুবিধবা, হিন্দুবধূ, ভক্তি, আত্মহত্যা, রামানুজের প্রতি।

অপূর্ব্বনৈবেদ্য : শ্রীহরির প্রতি, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি-১, ঐ-২, চিত্তরঞ্জনদাসের প্রতি-১,ঐ-২, ঐ-৩। ফতেগড়ের মা কালী, সুন্দর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপূর্ব্বশিশুমঙ্গল : ডাকাত, খোকাবাবু।

গোলাপগুচ্ছ : সৌম্য, চিরযৌবনা, বনফুল।

উল্লিখিত ৩৭টি সনেট ১৮ মাত্রা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এছাড়া কবির ১১২টি সনেট ১৪ মাত্রায় এবং 'গোলাপগুচ্ছে'র 'ভালবাসার জয়' সনেটটি ১৬ মাত্রায় রচিত।

৫. আধুনিক বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৫৬

৬. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, (৭ম খণ্ড), গোবিন্দচন্দ্র দাস (২য় সং, ১৩৬৮), পৃ'৫

৭. শিশিরকুমার দাশ—চতুর্দশী, পৃষ্ঠা-৭৪

৮. আমরা, ভয়, মিলন, তবে কেন, সমীরণ, রমণী ও ভাওয়াল-৬ এই সাতটি সনেটে কখকখ। কগকগ। তপতপ। ঙঙ মিলপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সমালোচক ডঃ দাশ কথিত কখখক কগকগ ঘঙঘঙ চচ মিলে কবি একটিও সনেট রচনা করেন নি।

৯ এই আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রন্থাবলীকে আকর-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১০. ভুল : চুম্বন, দম্পতির নিদ্রা, রমণাহৃদয়। কনকাঞ্জলি : এখনো রজনী আছে, সে নেত্রে। শঙ্খ : সন্ধ্যায়, ঈশানচন্দ্র। বিবিধ : হেমন্তে-২, রোগে যশাকাঙ্ক্ষা। উল্লিখিত নয়টি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে।

১১. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড), কামিনী রায় (২য় মুদ্রণ, ১৩৭১) পৃ'১৯

১২. 'মাল্য ও নির্মাল্যে'র সনেট সংখ্যা চার। এর মধ্যে তিনটি সনেটই 'নির্মাল্য' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। সুতরাং 'মাল্য ও নির্মাল্য'-গ্রন্থে একটি মাত্র নতুন সনেট স্থান পেয়েছে।

১৩. অশোকগুচ্ছের ৩২ ও ৪৪ নং এবং জীবনপথের সহযাত্রা অংশের ১৪ নং সনেটে অষ্টক ষট্ক বিভাগ নেই।

১৪. (ক) দুই চতুষ্কে অষ্টক গঠিত নিম্নলিখিত ২১টি সনেটের। নির্মাল্য : দিল্লী, স্মৃতিচিহ্ন, সাজাহান। মাল্য ও নির্মাল্য : হৃতাভিজ্ঞান। অশোকসঙ্গীত : ৪, ৫, ৯, ১৪, ১৫, ৪২, ৪৮, ৫২ ও ৫৫ নং সনেট। জীবনপথে : একলা—১৩ ও ৬ নং সনেট। ঐ—সহযাত্রা : ৫, ১১, ১৩, ১৯, ২২ ও ২৪ নং সনেট।

(খ) নীচের ৩১টি সনেটের ষট্কে দুই ত্রিক বিভাগ আছে। নির্মাল্য : দিল্লী, সাজাহান। অশোকসঙ্গীত : ১, ২, ৭, ৯, ১৩, ১৬, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ও ৫১ নং সনেট। দীপ ও ধূপ : সিরাজদ্দৌলার সমাধি দর্শন-১, গৃহদ্বারে দিওনা অর্গল, ভিখারী দান। জীবনপথে : সহযাত্রা —৫, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২২

ও ২৪ নং সনেট। ঐ-একলা : ১, ৩ ও ৭ নং সনেট। ঐ-ঝরাফুল : মাঘের চতুর্থ দিন।

১৫. সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে নিম্নলিখিত ২০টি সনেটে। মাল্য ও নির্মাল্য : হৃতাভিজ্ঞান। অশোকসঙ্গীত : ৩, ৫, ১২, ১৪, ২০, ২৬, ২৯, ৪৬, ৪৭, ৫২, ৫৩ ও ৫৭ নং সনেট। দীপ ও ধূপ : শ্মশানপথে দেশবন্ধু-২। জীবনপথে-সহযাত্রা : ২৩ ও ২৫ নং সনেট। ঐ-একলা : ৫, ৬ ও ১৭ নং সনেট। ঐ-ঝরাফুল : সিন্দুর প্রতি।

১৬. মাল্য ও নির্মাল্যের 'হৃতাভিজ্ঞান' এবং জীবনপথের একলা অংশের ৬ নং সনেটদুটি তিনচতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত।

১৭. সনেটের অষ্টকে কামিনী রায় নিম্নলিখিত সাত প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন : ১. কখখক কখখক—১২৭টি সনেট। ২. কখখক কখকখ—১টি সনেট। ৩. কখকখ ককখখ—১টি সনেট। ৪. কখখক খখকক—১টি সনেট। ৫. কখখক খগগখ—১টি সনেট। ৬. কখখক কগগক—২টি সনেট। ৭. কখখক কখগগ—১টি সনেট।

১৮. ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নিম্নলিখিত কুড়ি প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়। ১. তপঙ তপঙ—৮২টি। ২. তপতপ ঙঙ—১৭টি। ৩. তপপ তঙঙ—১টি। ৪. ততপ ততপ—১টি। ৫. তপতপতপ—২টি। ৬. তপপ ততপ—৫টি। ৭. তপঙ ঙতপ—১টি। ৮. তপঙ তঙপ—১টি। ৯. তপপতপত—২টি। ১০. খতপ খতপ—৩টি। ১১. তপক তপক—৫টি। ১২. তপখ তপখ—৩টি। ১৩. তকপতকপ—৪টি। ১৪. কতত ককত—১টি। ১৫. তখপ তখপ—১টি। ১৬. কখখকতত—১টি। ১৭. তখতখপপ—১টি। ১৮. কতপ কতপ—১টি। ১৯. ততপ ককপ—১টি। ২০. তপত তপভ—১টি।

১৯. সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাসাহিত্যে সনেট ঃ রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিসমাজ

১

রজনীকান্ত সেন

মধুসূদন আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বাংলা সাহিত্যে যে সনেট-কলাকৃতির প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নবরোমান্টিক কবিগণের বাণীসাধনায় তা কাব্য-সংসারে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কাব্য-কলাকৃতির মধ্যে তাঁর সমসাময়িক পর্বের কবিরা প্রধানত সনেটকেই বেছে নিয়েছিলেন। এই পর্বের কবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) বাংলা সাহিত্যে গীতিকার হিসাবে খ্যাত হলেও তিনি সমসাময়িক কালের সনেট চর্চার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বিকাশ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থে 'ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি-বিষয়ক চতুর্দশপদী' শিরোনামায় ষোলটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এই সনেটগুলির প্রত্যেকটি শেকস্পীরীয়-রীতির তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত। এর মধ্যে তিনটি সনেট সাত মিলের খাঁটি শেকস্পীরীয়-রীতিতে রচিত। বাকি তেরটির ছয়টিতে ছয় মিল, ছয়টিতে পাঁচ মিল এবং একটিতে চার মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এই সনেটগুলির অধিকাংশেই অষ্টকের মিল ষট্‌কে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করে কবি সনেট রচনায় অনিয়ম ঘটিয়েছেন।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে রজনীকান্ত পূর্বসূরীদের পথ যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটগুলি চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, কোথাও প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ নেই।

রজনীকান্তের ষোলটি সনেটে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে—১. ভক্তি : আহ্বান, অধম, বোঝে না, দাসত্ব, দারিদ্র্য, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান।

২. প্রেম : পুরাতন চিঠি, নূতন পঞ্জিকা, মালিনী।

৩. প্রকৃতি : শিশির, আয় চাঁদ আয়, ক্ষুদ্র জলাশয়।
৪. আত্মকথা : আমার হৃদয়।
৫. স্থানবর্ণনা : গৌহাটী।

রজনীকান্তের সনেটগুলি কবিজীবনের শেষ পর্বের ফসল। জীবনের অন্তিম পর্বে রোগজর্জর কবির প্রায় সমস্ত কবিতার মুখ্য উপজীব্য ভক্তিরস। তাঁর সনেটগুলি নানাবিষয়ী কিন্তু ভক্তিরসাত্মক সনেটেই কবিস্বরূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। আত্মনিবেদনের সহজ সুরে এই সনেটগুলি উজ্জীবিত। তাঁর খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত ভক্তিরসাত্মক একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

তুমি না বুঝিলে বল কে বুঝিবে আর,
নিভৃত প্রাণের সেই অশান্তি কেমন,
কেউ তো বোঝে না প্রাণে কত গুরুভার,
আগ্নেয়গিরির মত চিতাগ্নি ভীষণ।

বোঝার উপর বোঝা পারি না বহিতে,
ক্রমে শান্ত ক্রমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ,
আর সাধ নাই মোর কারেও বলিতে
চিনিয়াছি জানিয়াছি কারো নয় কেহ।

কাঁদিয়া ভিজাই মাটি ফিরে নাহি চায়,
তারা চায় হৃদয়ের রক্ত শুষিবারে,
কি রাক্ষসী আত্মীয়তা হায় হায় হায়—
কেউ তো বোঝে না হায় বুঝাইব কারে?

ঠেকিয়া বুঝেছি সত্য ওহে দয়াময়,
জগতে কেবল তুমি দীনের আশ্রয়।
[বোঝে না : বিকাশ, পৃ. ১৪১]

২

নবকৃষ্ণ ঘোষ

তেরখানা উপন্যাস ও দুটি ছোটগল্প গ্রন্থের লেখক নবকৃষ্ণ ঘোষের (১৮৬৮-১৯৪১) 'তর্পণ' (১৯১৫) নামে একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের সংকলিত ১১৯টি কবিতাই সনেট। সনেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালি সাজিয়ে এই কাব্যসংকলনে কবি বাঙালি ও ভারত-প্রেমিক মনীষীদের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এমন কি এই গ্রন্থের ভূমিকা, উৎসর্গ কবিতা এবং সমাপ্তি-সূচক কবিতা তিনটিও সনেট আকারে রচিত। এই তিনটি বাদে ১১৬টি সনেটে বন্দিত মনীষীদের কবি দশটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। সনেট সংখ্যাসহ এই বিভাগগুলি নিম্নরূপ:

১. ধর্মনায়ক ১০টি। ২. প্রাচীন কবি ১৬টি। ৩. মহামনীষী ৬টি। ৪. গদ্যসাহিত্যসেবী ১০টি। ৫. কবিনাট্যকার ১২টি। ৬. সমাজহিতৈষী ১৬টি। ৭. শাস্ত্রহিতৈষী ৬টি। ৮. শিক্ষাহিতৈষী ১৮টি ৯. দেশসেবক ১২টি। ১০. প্রতিভাবান ১০টি।

নবকৃষ্ণ ঘোষের ১১৯টি সনেটই চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্র ১২টিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে। সবকটি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। গঠনের দিক থেকেই শুধু নয়, সনেটের মিলবিন্যাসেও নবকৃষ্ণ ঘোষ পেত্রার্কা-পন্থী। তাঁর ১১৯টি সনেটের অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত; প্রায় ৬৬টির অষ্টক দুই চতুষ্কে বিভক্ত। ষট্‌কের মিলযোজনাতেও কবি মূলত পেত্রার্কীয় রীতিই অনুসরণ করেছেন। ১১৯টি সনেটের মধ্যে ১০২টির ষট্‌ক দুই মিলে এবং ১৭টির ষট্‌ক তিন মিলে রচিত। তাঁর সনেটের ষট্‌কে নিম্নলিখিত আট প্রকার মিল যোজিত হয়েছে:

১. তপতপতপ ৯৬টি। ২. তপঙ তপঙ ৯টি। ৩. তপতপ ঙঙ ৬টি। ৪. তপতপ কক ১টি। ৫. তকতকতক ৪টি। ৬. কতকতকত ১টি। ৭. খতখতখত ১টি। ৮. কতপকতপ ১টি।

উল্লিখিত বিভাগগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে প্রথম ও দ্বিতীয়

বিভাগের ১০৫টি ষট্‌ক খাঁটি পেত্রার্কীয়-রীতিতে রচিত। তৃতীয় বিভাগের ৬টি ষট্‌কে তিনটি মিল ব্যবহৃত হলেও অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এই বিষয়ে কবি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এবং নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ ছাড়া বাকি পাঁচটি বিভাগের আটটি সনেটের ষট্‌কে অষ্টকের একটি মিল যোজনা করে কবি ক্লাসিকাল রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। তাঁর সাতটি সনেটের ষট্‌কের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে কিন্তু এই সনেটগুলির কোনটিতেই শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাস গৃহীত হয় নি। সনেটের গঠন ও মিল যোজনায় কবি মূলত পেত্রার্কীয় রীতিরই অনুসরণ করেছেন। অবশ্য ষট্‌কের দুই ত্রিকবন্ধের গঠনে তিনি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁর মাত্র ২২টি সনেটের ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত।

নবকৃষ্ণ ঘোষের সনেটের ভাষা সহজ সরল ও অন্তরঙ্গ। সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট মনীষীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণত একটি সনেট উদ্ধার করছি।

উপেক্ষিতা বঙ্গভাষা মলিনা দুঃখিনী,—
কৈশোরে স্থবিরা যেন, ছিল ক্ষুণ্ন মনে ;
ঝলকি' উঠিল বালা, তোমার যতনে,
ইন্দিরার শ্রীতে যেন হইয়া মোহিনী।

ভ্রমর বাজিল নেত্রে, খেলিল রোহিনী
বিম্বাধরে, কুন্দ-কলি ফুটিল দশনে,
হৃদয় বারুণী তটে পিক কুহরণে
চমকি গাহিল বালা অপূর্ব্ব রাগিণী।

সে গানের প্রতিধ্বনি বাজিতেছে শুন
মেঘমন্দ্রে সপ্তকোটী হৃদয় মন্দিরে,
তিন গ্রামে সপ্তসুরে হইয়া বিরাট।
কি আনন্দে—কি লাবণ্যে, প্রাণ পেয়ে পুনঃ,
হের হাসিতেছে দেবী ভাসি আশা নীরে,
হে বঙ্গের চিরধন্য সাহিত্য সম্রাট।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তর্পণ, পৃ. ৪৯]

এখানে কবি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে উপমা চয়ন করেই তাঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। অষ্টকবন্ধে বঙ্কিমের বাংলাসাহিত্যে অসাধারণ দানের কথা বলে কবি ষট্‌কবন্ধে তার ফলশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সনেটটির ভাবপ্রবাহ অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভাবসাম্য রক্ষা করে কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়েছে।

ক্লাসিকাল মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় নবকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ১১৯টি সনেটের মধ্যে ৬৭টিতে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন ঃ

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ ঃ ভূমিকা কবিতা, রামমোহন, জয়দেব, গোবিন্দদাস, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, দীনবন্ধু মিত্র, সুরেন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন, কৃষ্ণচন্দ্ররায়, রাণী ভবানী, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, যতীন্দ্রনাথঠাকুর, হরিনাথ মজুমদার, প্রতাপ মজুমদার, মনোমোহন ঘোষ, যোগেন্দ্র বসু, ডেভিড হেয়ার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, প্রেমচাঁদ, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, তারকপালিত, উমেশ দত্ত, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গোপালচন্দ্র গোখলে, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, তরুদত্ত, হরিনাথ দে।

২. কারণ থেকে কার্য ঃ বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, জ্ঞানদাস, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামনারায়ণ, মধুসূদন, বিহারিলাল, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র, রমেশ মিত্র, বিনয় দেব, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, বেথুন, মুরারি গুপ্ত, দ্বারকা মিত্র, সমাপন।

৩. কার্য থেকে কারণ ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ ঃ রাজনারায়ণ বসু, রজনী গুপ্ত, গিরীশচন্দ্র, স্বর্ণময়ী, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, অর্ধেন্দুশেখর, লালমোহন ঘোষ।

৫. উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত ঃ নবীনচন্দ্র সেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

৩

প্রমথ চৌধুরী

বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাত হলেও বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে তাঁর প্রথম আবির্ভাব কবি-রূপে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) যখন মুদ্রিত হয় তখনও তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (২৫ বৈশাখ, ১৩২১) প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তীকালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পদচারণ' বেরিয়েছিল ১৯১৯ সালে। অধুনা তাঁর অপ্রকাশিত অবশিষ্ট কবিতাবলী 'অন্যান্য কবিতা' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে।[১]

সাহিত্য-সংসারে প্রমথ চৌধুরীর আগমন কিঞ্চিৎ বিলম্বিত। বয়স যখন প্রৌঢ়তার অভিমুখী, ঠিক তখনই তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করলেন নতুন প্রাণের স্পন্দন। এই নতুন প্রাণস্পন্দনকে কবিতার ভাষায় তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় যৌবন।' তাঁর কবিতাগুলি এই দ্বিতীয় যৌবনের ফসল। কবিতার বিভিন্ন বাণীভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তাঁর মুখ্য কাব্যবাহন হলো সনেট। তাঁর মোট একশত ন'টি কবিতার মধ্যে একাশি-টিই সনেট।[২] 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম সনেটে তিনি বলেছেন:

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরু শিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!

* * *

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থা'কিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!

(সনেট: সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃ ১)

এই সনেটে কবি বঙ্গ-সরস্বতীকে 'বনেট' পরিয়ে নবসাজে সজ্জিত করবার কথা ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এই নবসাজ তিনি রচনা করতে চেয়েছেন পেত্রার্কার অনুসরণে 'ইতালীর ছাঁচে'। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রকাশের পরে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি চিঠির উত্তরে লিখেছেন: 'পেত্রার্কা ও সনেট এ দুটি পরস্পর

আপেক্ষিক শব্দ হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সে কারণেই আমি যদিচ তাঁর পদানুসরণ করিনি, তবু পেত্রার্কার চরণ বন্দনা করে আসরে নামি।… আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি ফরাসি সনেটের ছাঁচই অবলম্বন করেছি'।[৩]

এই চিঠি থেকে জানা যায় যে তিনি পেত্রার্কীয়-রীতি নয়, ফরাসি রীতিতেই সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি কোন্ অর্থে ফরাসি-রীতি গ্রহণ করেছেন তা তাঁর সনেটগুলির মিলবিন্যাস ও স্তবকবন্ধ বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যাক।

১. কখখক। কখখক। তত। পঙপঙ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+২+৪

সনেট-পঞ্চাশৎ : ভর্তৃহরি, বাংলার যমুনা, বার্ণার্ডশ, বালিকা বধূ, ব্যর্থজীবন, মানবজীবন, হাসি ও কান্না, ধরণী, কাঁঠালী চাঁপা, করবী, অপরাহ্ন, ব্যর্থ-বৈরাগ্য, অন্বেষণ, বিশ্বরূপ, শিব, বিশ্বব্যাকরণ, বিশ্বকোষ,সুরা, শিখা ও ফুল, পরিচয়, স্মৃতি, আত্মকথা। পদচারণ : ফস্‌লে গুল্‌মে ময়সে তৌবা, বর্ষা, কবিতা, কাব্যকলা, আমার সমালোচক, সনেট সপ্তক-দ্বিতীয়,-তৃতীয়,-চতুর্থ,-পঞ্চম, দ্বিজেন্দ্রলাল, স্নেহলতা। অন্যান্য কবিতা : দুর্নিয়া, ফরমাশি সনেট।

১ক. কখখক কখখক তত পঙপঙ। স্তবকবন্ধ : ১৪

সনেট-পঞ্চাশৎ : পূরবী।

২. কখখক। কখখক। তত। পঙঙপ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+২+৪

সনেট-পঞ্চাশৎ : জয়দেব, বন্ধুর প্রতি, কাঠমল্লিকা, রূপক, হাসি, উপদেশ। পদচারণ : সনেট সপ্তক-ষষ্ঠ, শরৎ। অন্যান্য কবিতা : পঞ্চাশোর্ধ্বে।

৩. কখখক কখখক। তত পপপপ। স্তবকবন্ধ : ৮+৬

সনেট-পঞ্চাশৎ : চোরকবি।

৩ক. কখখক কখখক। তত। পপপপ। স্তবকবন্ধ : ৮+২+৪

সনেট-পঞ্চাশৎ : তাজমহল, ভুল।

৪. কককক। কককক। তত। পঙপঙ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+২+৪

সনেট-পঞ্চাশৎ : বসন্তসেনা।

৫. কখখক। কখখক। তত। কপপক। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+২+৪

সনেট-পঞ্চাশৎ : ভাস, রজনীগন্ধা, স্বপ্ন-লঙ্কা।

৬. কপখক কখখক। তত পকপক। স্তবকবন্ধ: ৮+৬
সনেট-পঞ্চাশৎ: পত্রলেখা, গোলাপ, ধুতুরার ফুল। পদচারণ: বন্ধুর প্রতি।

৬ক. কখখক কখখক। তত। পকপক। স্তবকবন্ধ: ৮+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ: আত্মপ্রকাশ।

৭. কখখক। কখখক। তত। কপকপ। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ: সনেট, বাহার, পাষাণী।

৮. কখখক। কখখক। তত। তখখত। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ: রোগশয্যা।

৯ কখখক। কখখক। তত। খপখপ। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+২+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ: গজল, ফুলের ঘুম। পদচারণ: আমার সনেট।

১০. কখখক। কখখক। তত। খপপখ। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+২+৪
পদচারণ: সনেটসপ্তক-সপ্তম।

১১. কখখক কখখক। তত খকখক। স্তবকবন্ধ: ৮+৬
সনেট-পঞ্চাশৎ: একদিন।

১২. কখখক। কখখক তত। কততক। স্তবকবন্ধ: ৪+৬+৪
সনেট-পঞ্চাশৎ: মুশকিল আসান।

১৩. কখখক। কখখক। তততততত। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+৬
সনেট-পঞ্চাশৎ: প্রতিমা।

১৪. কখখক। গঘগঘ। তত। পঙপঙ। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+২+৪
পদচারণ: ওঁ।

১৫. কক খখ গগ ঘঘ। তত পপ ঙঙ। স্তবকবন্ধ: ৮+৬
পদচারণ: বিলাতে রবীন্দ্রনাথ, কবিতালেখা।

১৫ক. ককখখ। গগঘঘ। ততপপ। ঙঙ। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+৪+২
পদচারণ: সনেটসপ্তক-প্রথম।

১৫খ. ককখখ গগঘঘ ততপপঙঙ। স্তবকবন্ধ: ১৪
পদচারণ: তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন।

১৬. কখখক। কখখক। তপঙ তপঙ। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+৬
পদচারণ: সনেটসুন্দরী।

১৬ক. কখখক। কখখক। তপঙত। পঙ। স্তবকবন্ধ: ৪+৪+৪+২

অন্যান্য কবিতা : সনেট।

১৬খ. কখখক কখখক। তপঙ তপঙ। স্তবকবন্ধ : ৮+৬
পদচারণ : চেরিপুষ্প।

১৬গ. কখখক কখখক তপঙ তপঙ। স্তবকবন্ধ : ১৪
পদচারণ : বনফুল।

১৭. কখখক। কখখক। খখ। তপতপ। স্তবকবন্ধ : ৪+৪+২+৪
পদচারণ : অকালবর্ষা।

মিলবিন্যাসের এই বিভাগগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ৪, ১৪, ১৫-১৫খ বিভাগের ছয়টি সনেটের ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য সর্বত্র তিনি দুই মিলের দুটি সংবৃত-চতুষ্কে অষ্টক গঠন করেছেন। এর মধ্যে ১৫-১৫খ বিভাগের চারটি কবিতার সাতটি পয়ার-বন্ধ এবং ৪র্থ বিভাগের কবিতাটির অষ্টকের মিল একান্ত ভাবে সনেটের পরিপন্থী। ১৪ বিভাগের সনেটটিতে সাত মিল ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু স্তবক গঠন ও মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয় নয়।[৪] ১, ২, ৩, ৪, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬-১৬গ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ষট্‌কে অষ্টকেরই কোন না কোন মিল ফিরে এসেছে এবং তা পৃথিবীর যে কোন সনেটেরই রীতিবিরুদ্ধ। ১৬-১৬গ-এর চারটি সনেট খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। পেত্রার্কীয়-রীতিকে তাঁর জটিল মনে হওয়ায়[৫] ওই রীতিতে তিনি খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে উল্লিখিত চারটি সনেট ব্যতীত অন্য সর্বত্র তাঁর সনেটের ষট্‌কের প্রথমে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী 'ফরাসি ছাঁচে' সনেট রচনার যে ঘোষণা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা চিঠিতে করেছিলেন আমাদের বর্তমান শ্রেণীবিভাগের ১-১খ এবং ২ অংশের ৪৮টি সনেট সেই তথাকথিত ফরাসি ছাঁচে রচিত। এই সনেটগুলি কতদূর ফরাসি রীতির অনুগামী সে আলোচনায় প্রবেশের আগে ফরাসি সনেট সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর ধারণাটি জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অমিয় চক্রবর্তীকে ৬.১০ ১৯৪১ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'ফরাসী সনেটের সঙ্গে ইতালীয় সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটেই প্রথম অষ্টক সমান। শেষ ষষ্ঠকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে দুই ভাগ করেছেন। প্রথম একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী।'[৬]

প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি বিভ্রান্তিকর। ফরাসি সনেটের ষট্‌কে কোথাও কোথাও দুই+চার বিভাগ দেখা গেলেও সমগ্র ফরাসি সনেট সম্পর্কে এই

উক্তি সত্য নয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, ফরাসি সনেটের ষট্‌ক সাধারণত দুই ত্রিক-তে বিভক্ত এবং মিলবিন্যাসে প্রতি ত্রিক-র প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক লক্ষ্য করা যায়। ফরাসি সনেটের মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে সিডনি লী যে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা প্রসঙ্গত পুনরায় উদ্ধার করছি—'In the majority of French Sonnets the Octave and Sestet were thus constructed in combination on the model ABBA, ABBA ; CCD, EED.'[৭]

সুতরাং প্রমথ চৌধুবী ফরাসি সনেটের ষট্‌কের যে দ্বিপদী-চতুষ্পদী বিভাগের উল্লেখ করেছেন এবং নিজের রচনায় যার বহুল ব্যবহার করেছেন অধিকাংশ ফরাসি সনেটের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। দ্বিতীয় বিভাগের যে ন'টি সনেটে তিনি খাঁটি ফরাসি মিল যোজনা করেছেন সে ক্ষেত্রেও তিনি ষট্‌ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত না করে দুই+চার পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম বিভাগের উনচল্লিশটি সনেটের ষট্‌কে যে তত, পঙপঙ মিলবিন্যাস ব্যবহৃত হয়েছে তা ফরাসি সনেটের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। কোন কোন ফরাসি সনেটের ষট্‌কে অবশ্য ওই মিলবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রেও ফরাসিরা ষট্‌ককে দুই ত্রিক-বন্ধে বিভক্ত করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর মত দুই+চার পর্বে নয়। সামগ্রিকভাবে প্রমথ চৌধুরী ষট্‌কের দুই+চার বিভাগকেই ফরাসি-রীতি বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ৮১টি সনেটের মধ্যে ৬৪টি সনেটের ষট্‌কেই এই বিভাগ লক্ষণীয়। শেকস্‌পীরীয়-রীতির অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের মত তাঁর ষট্‌কের শীর্ষের মিত্রাক্ষর দ্বিপদী সমগ্র সনেটের সবচেয়ে দৃপ্ত অংশ। বলাবাহুল্য তাঁর সনেটের এই বিশেষ গঠন সনেটের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উপরন্তু সনেটের এই গঠন ও মিলবিন্যাস সনেটকে ত্রিধা বিভক্ত করে ফেলে। কিন্তু কবি সচেতন ভাবেই এই রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে ইতালীয় সনেটও ত্রিধা বিভক্ত। 'পদচারণে'র 'কৈফিয়ত' কবিতায় এই ধারণার ইঙ্গিত দান করে তিনি বলেছেন :

> আনিনু সংগ্রহ করি বিষত প্রমাণ
> ইতালির পিতলের এ ক্ষুদ্র কর্ণেট,
> তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধপ্রাণ। [পৃঃ ৮৬]

বলাবাহুল্য ইতালীয় সনেট সম্পর্কিত কবির এই ধারণাটি ঠিক নয়। অষ্টক-

ষট্‌কের মাত্র দুটি চাবিতেই ইতালীয় সনেটের রুদ্ধপ্রাণের দ্বার উন্মোচিত হয়। প্রমথ চৌধুরী তিনটি চাবিতে ক্লাসিকাল সনেটের দ্বার উন্মোচনের যে ভ্রান্ত-ধারণা গ্রহণ করেছেন তা ফরাসি-রীতির সনেট রচনাতেও তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছে। ফলত ফরাসি সনেটের যে রীতিকে তিনি সহজ বলে গ্রহণ করেছেন[৮] আসলে সেটা যে একটা ভ্রান্ত-রীতি তা একাশিটি সনেট রচনার পরও তিনি অনুভব করতে পারেন নি।

ইতালীয় সনেটের মত ফরাসি সনেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর অধিকাংশ সনেটে এই আবর্তন-সন্ধি রচনায় দুর্লভ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।[৯] ৩৮টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিম্নলিখিত ন'প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—সনেট পঞ্চাশৎ: চোরকবি, বন্ধুর প্রতি, মানবসমাজ, হাসি ও কান্না, ব্যর্থবৈরাগ্য, একদিন, গজল, প্রিয়া, স্মৃতি, স্বপ্ন-লঙ্কা। পদচারণ: বিলাতে রবীন্দ্র, কবিতালেখা, বন্ধুর প্রতি, সনেট সুন্দরী, সনেটসপ্তক-চতুর্থ,-ষষ্ঠ,-সপ্তম, বনফুল, চেরিপুষ্প, দ্বিজেন্দ্রলাল, স্নেহলতা, সনেট। অন্যান্য কবিতা: ফরমাসি সনেট।

২. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ—সনেট-পঞ্চাশৎ: ধরণী।

৩ রূপবর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত—সনেট-পঞ্চাশৎ: কাঁঠালী চাঁপা।

৪ প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ: কাঠমল্লিকা, ধুতুরার ফুল, অপরাহ্ণ। পদচারণ: ফস্‌লে গুল্‌মে ময়সে তৌবা, খসাং।

৫. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ: বিশ্বরূপ।

৬ তত্ত্ব থেকে ভাব—সনেট পঞ্চাশৎ: শিব, রূপক। অন্যান্য কবিতা: পঞ্চাশোর্ধ্বে।

৭. অতীত থেকে বর্তমান—সনেট-পঞ্চাশৎ: ভুল।

৮. কার্য থেকে ফলশ্রুতি—সনেট-পঞ্চাশৎ: প্রতিমা।

৯. কারণ থেকে কার্য—পদচারণ: বর্ষা, সনেটসপ্তক-দ্বিতীয়।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে ভাবপ্রবাহকে কি ভাবে বিমূর্ত করে তুলেছেন একটি সনেট উদ্ধার করে তা লক্ষ্য করা যাক:

কারো প্রিয়া সুললিত সারিগান গেয়ে,
—রক্তিম-কপোল ঊষা জাগে যবে হেসে—
রুপোর ঢেউয়ের 'পরে তালে তালে ভেসে,
দক্ষিণপবন-সনে আসে তরী বেয়ে ॥

কারো প্রিয়া মেঘসম চতুর্দিক ছেয়ে,
অকালের প্রলয়ের অমানিশা বেশে,
দুরন্ত পবনে ক্ষিপ্ত ঘনকৃষ্ণ কেশে,
প্রচণ্ড ঝড়ের মত আসে বেগে ধেয়ে ॥

তুমি প্রিয়ে এ হৃদয়ে পশি ধীরে ধীরে,
বহিছ প্রাণের মত প্রতি শিরে শিরে।
প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া
আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
জোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর ॥

[প্রিয়া : সনেট পঞ্চাশৎ, পৃ ৪৩]

এই সনেটের অষ্টকের পূর্বপক্ষে কবি অন্যের প্রিয়ার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে কারো প্রিয়া 'দক্ষিণ পবনে সুললিত সারিগান গেয়ে তরী বেয়ে আসে,' এবং কারো প্রিয়া 'অকালের প্রলয়ের অমানিশা বেশে প্রচণ্ড ঝড়ের মত' বেগে ধেয়ে আসে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেচেন নিজের প্রিয়ার কথা, যে প্রিয়া কবির হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁর সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জ্যোতিতে ভরে প্রাণের মূলে নিরন্তর রস জোগায়। এই সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে ভাবপ্রবাহকে আবর্তনসন্ধির ভারসাম্যে রক্ষা করে কবি অন্যের এবং নিজের প্রিয়ার সামগ্রিক পার্থক্য সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই যে এক্ষেত্রে ষট্‌কবন্ধে প্রমথ চৌধুরী-সুলভ দ্বিধাবিভাগ নেই। ফলত বিশেষ প্রকৃতির ফরাসী মিলে রচিত এই সনেটটিতে অষ্টক-ষট্‌কের দুইপর্বে ভাবপ্রবাহ সুবিন্যস্ত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী ফরাসি আদর্শে সনেট রচনা করতে গিয়ে আবর্তনসন্ধি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রায় কুড়িটি সনেটে দশম

পংক্তির পরে যে ভাবের আবর্তন সৃষ্টি করেছেন তার নিদর্শন ফরাসি সনেটে নেই। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম সমালোচক 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন বলেছেন—'যদিও কোনো কোনো ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকারপ্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও তো দেখি নাই।'[১০] প্রিয়নাথ সেনের এই উক্তিতে দুটি ইঙ্গিত লক্ষণীয়। প্রথমত, ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ফরাসি সনেটের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, 'কোনো কোনো' ক্ষেত্রেই মাত্র তা পরিদৃশ্যমান। দ্বিতীয়ত, ফরাসি সনেটের কোথাও দশম পংক্তির পরে আবর্তনসন্ধি নেই। প্রায় কুড়িটি সনেটে দশম পংক্তির পরে প্রমথ চৌধুরী আবর্তনসন্ধি রচনা করে রীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু এই সনেটগুলিতে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি ন' প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. স্বরূপবর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত—সনেট-পঞ্চাশৎ : ভর্তৃহরি।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—সনেট-পঞ্চাশৎ : বসন্তসেনা, বালিকাবধূ। পদচারণ : কবিতা, আমার সনেট।
৩. কাব্যালোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : পত্রলেখা।
৪. কবিকথা থেকে আত্মকথা— সনেট-পঞ্চাশৎ : বার্ণার্ড্‌শ।
৫. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : করবী, রজনীগন্ধা, পূরবী, ফুলেরঘুম।
৬. কার্য থেকে কারণ—সনেট-পঞ্চাশৎ : রোগশয্যা।
৭. তত্ত্ব থেকে ভাব—সনেট পঞ্চাশৎ : আত্মপ্রকাশ. বিশ্বব্যাকরণ, বিশ্বকোষ, সুরা, আত্মকথা।
৮. বহির্লোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : মুশকিল আসান। পদচারণ : কাব্যকলা।
৯. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক—সনেট পঞ্চাশৎ : পরিচয়।

মিল্টনের কয়েকটি সনেটে নবম দশম চরণের পরে আবর্তনসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। সনেটের দশম পংক্তির পরে ভাবের ছেদ রচনায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। তবে পৃথিবীর অন্য কোন ধারায় সনেট এইরীতি দুর্লভ। সনেটের ক্ষেত্রে এই রীতি উপযোগীও নয়, কারণ এতে সনেটের মুখ্য অঙ্গসন্ধি স্থানচ্যুত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

আবর্তনসন্ধি সৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরী আর এক ধরণের বিশেষত্ব

দেখিয়েছেন। তাঁর বারোটি সনেটের দুটি আবর্তনসন্ধি। দুই আবর্তনসন্ধি রচনার কৌশল ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়:

১. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক, আত্মলোক থেকে প্রকৃতিলোক—পদচারণ : শরৎ।
২. তত্ত্ব থেকে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত থেকে ভাব—অন্যান্য কবিতা : বাসনা।
৩. আত্মকথা থেকে সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত থেকে বাসনা—সনেট পঞ্চাশৎ : সনেট।
৪. বস্তুরূপ থেকে শিল্পরূপ, শিল্পরূপ থেকে মানবলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : তাজমহল।
৫. আত্মান্বেষণ থেকে বাসনালোক, বাসনালোক থেকে ভাবলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : অন্বেষণ।
৬. আত্মলোক থেকে ভাবলোক, ভাবলোক থেকে তত্ত্ব—সনেট-পঞ্চাশৎ : হাসি।
৭. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক, মানবলোক থেকে আত্মলোক—সনেট-পঞ্চাশৎ : শিখা ও ফুল।
৮. তত্ত্ব থেকে ভাব, ভাব থেকে সিদ্ধান্ত—সনেট পঞ্চাশৎ : উপদেশ।
৯. কাব্যবিশ্লেষণ থেকে উদাহরণ, উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্ত—পদচারণ : আমার সমালোচক।
১০. কার্য থেকে কারণ, কারণ থেকে ফলশ্রুতি—পদচারণ: সনেট সপ্তক-তৃতীয়।

এই সনেটগুলির অষ্টকের পরে প্রথম ভাবচ্ছেদ এবং নবম পংক্তিতে নতুন ভাবের সূচনা দেখা দিয়েই দশম পংক্তিতে দ্বিতীয়বার ছেদ পড়েছে। একাদশ পংক্তি থেকে ভাবপ্রবাহ তৃতীয় বার বাঁক নিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে:

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই!
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব;
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই॥

কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,

খুঁজি তাঁরে যার গর্ভে জগৎ প্রসব,
পূজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব—
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই ॥

রূপের মাঝারে চাহি অরূপদর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন ॥

খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত সুর ॥
[অন্বেষণ : সনেট পঞ্চাশৎ, পৃ. ২৫]

এই সনেটের অষ্টকে আছে কবির আত্মকথা, নবম পংক্তিতে ভাবপ্রবাহ বাঁক ফিরেছে। ষট্কের প্রথম দুই পংক্তিতে কবি নির্ধারিত করেছেন তাঁর বাসনালোক। আর ষট্কের শেষ চতুষ্কে ভাবপ্রবাহকে বাহিত করেছেন বাসনালোক থেকে ভাবলোকে। ফলত এই সনেটের ভাবপ্রবাহ ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। বস্তুত এই ধরণের সনেট পড়তে পড়তে মনে হয় কবি যেন ত্রিখণ্ডিত চিন্তাকে সনেটের কঠিন বন্ধনের মধ্যে বাঁধতে প্রয়াসী হয়েছেন। সার্থক সনেটে আবর্তনসন্ধি যেভাবে অনিবার্যরূপে সনেটদেহে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, প্রমথ চৌধুরীর দুই আবর্তন বিশিষ্ট ত্রিধাবিভক্ত সনেটে তা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে নি।

প্রমথ চৌধুরী সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের পথ সঠিকভাবেই অনুসরণ করেছেন। 'পদচারণে'র 'বিলাতে রবীন্দ্র' ও 'কবিতালেখা' সনেট দুটি মাত্র একাদশাক্ষরা মিশ্রছন্দে রচিত। এই দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর অন্য সমস্ত সনেট চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রবাহমাণ ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য। 'পদচারণে'র ভূমিকায় কবি লিখেছেন—'এগুলির (কবিতাগুলির) ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason।' প্রমথ চৌধুরীর সমস্ত সনেট সম্পর্কেই এই উক্তি সত্য। ছন্দ ও যুক্তির দ্বৈত-সংগম ঘটেছে তাঁর সনেটে। যুক্তিবাহী শব্দবিন্যাস ও ছন্দসংগীত

সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেবার ফলে তাঁর সনেটের অন্ত্যমিলে স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রায় সমান সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর ৮১টি সনেটের ৩৮৮টি মিলের মধ্যে ১৯৬টি স্বরান্ত এবং ১৯২টি ব্যঞ্জনান্ত মিল।

প্রমথ চৌধুরীর সনেট বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাঁর সনেটগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে মোটামুটি দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

১. আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্লেষণ—সনেট-পঞ্চাশৎ: সনেট, ব্যর্থজীবন, মানবসমাজ, হাসি ও কান্না, ব্যর্থবৈরাগ্য, অন্বেষণ, হাসি, আত্মকথা। পদচারণ: বন্ধুর প্রতি, আমার সমালোচক। অন্যান্য কবিতা: পঞ্চাশোর্ধ্বে, সনেট, ফরমাসি সনেট।

২. কবিতর্পণ—সনেট-পঞ্চাশৎ: ভাস, জয়দেব, ভর্তৃহরি, চোরকবি, বার্নার্ডশ। পদচারণ: বিলাতে রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল।

৩. কাব্যরসোদ্গার—সনেট-পঞ্চাশৎ: বসন্তসেনা, পত্রলেখা। পদচারণ: সনেট সুন্দরী, কবিতা, কাব্যকলা, আমার সনেট, সনেট।

৪. প্রকৃতি (অধিকাংশ ফুল সম্পর্কীয়)—সনেট-পঞ্চাশৎ: ধরণী, কাঁঠালী চাঁপা, করবী, কাঠমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোলাপ, ধুতুরার ফুল, অপরাহ্ণ, ফুলের ঘুম। পদচারণ: ফস্‌লে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা, অকালবর্ষা, বর্ষা, বনফুল, চেরিপুষ্প, খর্সাং, শরৎ।

৫. প্রেম—সনেট-পঞ্চাশৎ: একদিন, ভুল, রোগশয্যা, শিখা ও ফুল, গজল, পাষাণী, প্রিয়া, পরিচয়, প্রতিমা, স্বপ্নলঙ্কা। পদচারণ: সনেট সপ্তক-প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম।

৬. তত্ত্ব—সনেট-পঞ্চাশৎ: আত্মপ্রকাশ, বিশ্বরূপ, বিশ্বব্যাকরণ, বিশ্বকোষ, সুরা, রূপক, মুশকিল আসান, উপদেশ। পদচারণ: কবিতালেখা, তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন। অন্যান্য কবিতা: দুনিয়া।

৭. দেববন্দনা—সনেট পঞ্চাশৎ: শিব, স্মৃতি। পদচারণ: ওঁ।

৮. ব্যক্তি সমাজ-সমালোচনা—সনেট পঞ্চাশৎ: তাজমহল বালিকাবধূ, বন্ধুর প্রতি। পদচারণ: স্নেহলতা।

৯. সংগীত—সনেট-পঞ্চাশৎ: বাহার, পূরবী।

১০. মাতৃভূমি—সনেট-পঞ্চাশৎ: বাংলার যমুনা।

সনেট রীতি-নিষ্ঠ গীতিকবিতা। একটি বিশেষ আদর্শ বা প্যাটার্নে গড়া হলেও এই বিশিষ্ট কলাকৃতি কবিমানসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার যোগ্য মাধ্যম

হিসেবে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। প্রমথ চৌধুরী বিষয়-বৈচিত্র্যে সনেটের সীমাকে বাংলা সাহিত্যে অনেক দূর প্রসারিত করেছেন। এই বিষয়-বৈচিত্র্য থেকে তাঁর জীবননিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সনেটের মধ্যেই তাঁর কবিপ্রকৃতি ও কাব্যস্বরূপ সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত দান করেছেন। 'আত্মকথা' সনেটে কবি বলছেন :

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল—
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই।

[আত্মকথা : সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৫০]

অন্য একটি কবিতায় তিনি বলছেন :

যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল,
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার।

[গজল : সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪১]

অন্যত্র বলছেন :

আর আমি ভালোবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি ;

[হাসি ও কান্না : সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ১৫]

অর্থাৎ তাঁর কাব্যের মূলে রয়েছে রূঢ় বাস্তবতা। হাস্যতরঙ্গে তিনি জগৎ ও জীবনকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসী। অবশ্য এ হাসি কোমল মধুর বা মৃদু নয়, একান্তভাবে 'বিদ্রূপের হাসি।'

প্রমথ চৌধুরী কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রযুগের রোমান্টিক আবহমণ্ডলের মধ্যে। তাঁর দৃপ্ত মননশীল কবিমানস অনিবার্যভাবে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে তাঁকে প্রবৃদ্ধ করেছিল। সে কারণেই ব্যঙ্গ ও শ্লেষের শাণিত বাগ্‌ভঙ্গি নিয়ে তিনি বাংলাকাব্য-জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর কাব্যস্বরূপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন : 'বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভণিতিই তাঁর চারুশীলনের মর্মবাণী। বক্রোক্তিই তাঁর কাব্যজীবিত।'[১১] এই উক্তি প্রমথ চৌধুরীর গদ্য সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য। এবং

তিনি তাঁর এই বীরবলীয় গদ্যবাগ্‌ভঙ্গিতেই সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর বিচিত্র-বিষয়ী সনেটধারার মধ্যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষই প্রধান। তাঁর ব্যঙ্গের জ্বালায় এবং শ্লেষের তীব্রতায় কাব্যপাঠক প্রায়শই অস্বস্তিবোধ করেন। পাঠক কবির কাছে জীবনের বিচিত্র প্রকাশ এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বিচিত্র উপলব্ধিজাত আনন্দ-বেদনার বাঙ্ময় প্রকাশ প্রত্যাশা করেন। সে কারণেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির কেবলমাত্র ব্যঙ্গোক্তি অনিবার্যভাবেই পাঠকসমাজকে তাঁর সম্পর্কে অনাগ্রহী করে তোলে।

অবশ্য কখনও কখনও তাঁর কোন কোন সনেটে[১২] নিজের অজান্তেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাঁর কবিসত্তা সে-সব ক্ষেত্রে প্রায়শই নিজেকে নির্বারিত করেছে। প্রাচীন কবিবিষয়ক একটি সনেটে তাঁর এই কবিসত্তার স্বরূপ লক্ষ্য করবার মত:

যোগী তুমি, ভোগী তুমি, তুমি রাজকবি।
দেখেছ কখনো বিশ্ব শুধু নারীময়,
আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়,
সুবর্ণে গৈরিকে আঁক সেই দুই ছবি॥

ক্ষণিকের জ্যোতিকণা জান শশিরবি,
বিশ্বরূপে মুগ্ধ তবু, সৌন্দর্যে তন্ময়।
অসীম আঁধার-মগ্ন অনন্ত সময়
আত্মজ্যোতি-দীপালোকে শূন্য দেখ সবি॥

নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা!
তব ধর্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা॥

নাহি জান' কারে বলে ভয় কিম্বা আশা।
ভুক্তি মুক্তি তোমা কাছে সমান অসার।
সত্য শুধু মানবের অনন্ত পিপাসা—
রক্ত দিয়ে তাই গাঁথ' বৈরাগ্যের হার!

[ভর্তৃহরি : সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃঃ ৪]

এই সনেটের আবর্তনসন্ধি দশম পংক্তির পরে হলেও ভোগী ও ত্যাগী ভর্তৃহরির

দ্বৈতরূপ কবি অসাধারণ দক্ষতায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন।

প্রসঙ্গত প্রেম-বিষয়ক একটি সনেট উদ্ধার করছি :

একদিন একা বসি, শিরে রাখি কর,
একমনে করি যবে কবিতা বয়ন,
শব্দের কুসুম করি স্মৃতিতে চয়ন—
সহসা ফুলের গন্ধে ভরে গেল ঘর।
তখন ছিলনা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর,
সুপ্ত ভাব, ত্যজি মোর হৃদয়-শয়ন,
উঠেছিল সেইক্ষণে মেলিয়া নয়ন—
ফুলের নিঃশ্বাস প'ল চুলের উপর॥

লিখিয়াছি সবে যবে দুইচার ছত্র,
নালাক্ত-আভায় হল সুরঞ্জিত পত্র।
শেষে যেই মিলে গেল অন্তিম চরণ,
অধরে মিলিল এসে ফুলের অধর,
চোখেতে ফুলের হেরি রক্তিম বরণ,
কানে শুনি প্রিয়া-কণ্ঠ-গলিত আদর।

[একদিন : সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃ. ৩৩]

এই সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু বক্রোক্তি যাঁর কাব্যজীবিত সেই কবির হাতে প্রেমচেতনার এমন অন্তরঙ্গ অনবদ্য প্রকাশ বিস্ময়াবহ। দাম্পত্য প্রেমের এই কবিতায় শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর অন্তর্লোক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর কবিসত্তার দ্বৈতরূপ। একজন ব্যঙ্গপ্রিয় শ্লেষমুখর সমালোচক, অন্যজন জীবনরসিক শিল্পী।[১৩] এই দ্বৈতসত্তার অনবরত টানাপোড়েনে তাঁর কবিমানস আন্দোলিত। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে কতকটা নতুনত্বের মোহে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ। কিন্তু তাঁর এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সর্বত্র তাঁর শিল্পী-সত্তাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে নি। 'রিজনে'র ভক্ত কবি কখনো কখনো চিরন্তন কাব্যাত্মার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। এই আত্মসমর্পণ তাঁকে এনে দিয়েছে কাব্যশিল্পীর অমোঘ সিদ্ধি। সমালোচক হয়েছেন স্রষ্টা। এই স্রষ্টাই বলেন :

মন গীতে নত তব চোখের পাতার
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল ?
[গজল : সনেট-পঞ্চাশৎ, পৃ. ৪১]

এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবি রূপান্তরিত হয়েছেন জীবনরসিক শিল্পীতে।

৪

রসময় লাহা

রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯) প্রধানত হাস্য ও ব্যঙ্গরসের কবি। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'পুষ্পাঞ্জলি'র (১৮৯৭) সমস্ত কবিতা চতুর্দশপদে রচিত। কাব্যগ্রন্থের শিরোনামায় এগুলিকে কবি বলেছেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা নিচয়।' গ্রন্থের প্রথম কবিতায় তিনি ভারতীর বন্দনা করে বলেছেন :

তোমার বীণার দিব্য মধুর গুঞ্জনে,
মুকুলিত, কুসুমিত, মানস কানন।
তা হতে এনেছি মাতঃ সযতনে তুলি,
চতুর্দ্দশ দলে গাঁথি নানা ফুলরাজি ;
অপার্থিব ভক্তি অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি,
অকৃতী তনয় লয়ে দাঁড়াইয়ে আজি।
[পুষ্পাঞ্জলি : নাম কবিতা, পৃ ১]

অর্থাৎ কবি চতুর্দশপদে 'গাঁথা নানা ফুলরাজি'র অঞ্জলি দিয়েই বাগ্‌দেবীর বন্দনায় ব্রতী হয়েছেন। এই অভিনব বাণীবন্দনায় তিনি কতদূর সাফল্য লাভ করেছেন এই কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত হবে।

'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে ৬০টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি সাত মিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধে এবং ৬টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিল-বিন্যাসে রচিত। বাকি সনেটগুলির অধিকাংশের মিলপদ্ধতি ও গঠন শেকস্‌পীরীয়। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতা যদিও একই স্তবকবন্ধে রচিত তবু ২৯টি সনেটে ৪+৪+৪+২ উপবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। ৩৬টি সনেটের

অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। বাকি ১৪টি সনেটের ১৩টির অষ্টকের মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয়। এর মধ্যে ‘বনদেবী-২’, ‘করবী’ ও ‘ধন’ সনেটতিনটি রাধানাথ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায় প্রবর্তিত, কখকখ গঘগঘ, তপতপতপ এবং ‘বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী-১’ সনেটটি কখকখ গঘগঘ, তপঙতপঙ রোমাণ্টিক রীতিতে রচিত। ‘বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী-২’ সনেটটির অষ্টক শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে গঠিত কিন্তু ষট্‌কের ততপঙপঙ মিলে বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি সনেটের প্রভাব লক্ষণীয়। অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মকহীন ১৪টি সনেটের মধ্যে বাকি ৯টি সনেটের একটির মিল বিন্যাস অবিন্যস্ত। এছাড়া অন্য ৮টি সনেটের ষট্‌কে কবি অষ্টকের কোন না কোন একটি মিল ব্যবহার করে সনেট রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

আমরা আগেই বলেছি রসময় লাহা শেকস্‌পীয়র-পন্থী সনেটকার কিন্তু তাঁর যে ৩৬টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে তার মধ্যে ১৭টির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এই সনেটগুলির ৫টিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং :৫টিতে অষ্টকের একটি বা দুটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক কালের কবিদের আদর্শে খাঁটি শেকস্‌পীরীয় সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর রজনীগন্ধা, শেফালিকা, কে তুমি-১, সহপাঠি, অন্তিমে, বালিকা, উপহার, কালিদাস, যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, মেঘনাদ, সীতা ও সরমা, চিত্র-দর্শন, হেমচন্দ্র, প্রদোষে, রবির প্রেম, তপোবন, কবিতা—এই ১৯টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। অবশ্য এর মধ্যে কে-তুমি-১, যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, সীতা ও সরমা এবং প্রদোষ এই ছয়টি সনেটের ৪+৪+৪+২ উপবিভাগ নেই।

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত কবির একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি:

নিবেছে নিদাঘ তাপ, ঘন বরিষণে,
ভাতিছে গগন আজি, নব নীলিমায়;
শোভিছে কাননরাজি, শ্যাম শষ্পাসনে
প্রথম বরষা সিক্ত, সরস সভায়।
তুমিও দাঁড়াও এসে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
উজ্জ্বল করিয়া শ্যাম ধরণীর বুক;
উজ্জ্বলিত তরুলতা, চারু কিশলয়ে,

না ফুটিতে তার মাঝে তব হাস্য মুখ ;
কে ঢালিবে স্নিগ্ধবাস, নিশীথিনী কোলে ?
মোহিত প্রদোষ তারা, নেহারি নয়ানে
ও শুভ্র সরল কান্তি, তুমি আঁখি তুলে,
চা'বেনাকি একবার সখি তার পানে ?
জাগ জাগ বনদেবী কহিলা সুধীরে ;
জাগিলা রজনীগন্ধা শীকর সমীপে।
[রজনীগন্ধা : পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ১৩]

এই কবিতার ভাষায় মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। সনেটের মিলবিন্যাসে রসময় মধুসূদনের পথ অনুসরণ না করলেও ভাষা ব্যবহারে তিনি বাংলার আদি সনেটকারের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। মধুসূদনের আদর্শেই খুব সম্ভবত তিনি সনেট রচনায় প্রবহমাণ ছন্দের বহুল প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ২৩টি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের নির্দেশ মান্য করে প্রধানত চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে তিনি ষোল, আঠার এবং কুড়ি মাত্রাতেও সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর 'কবিতা',' উষা' ও 'সন্ধ্যা'-শীর্ষক সনেটত্রয় যথাক্রমে ষোল, আঠার এবং কুড়ি মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

পূর্বসূরীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রসময় লাহা ছয়টি সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। সনেট সংখ্যা হিসাবে এগুলি নিম্নরূপ : ১. বনদেবী ৪টি। ২. কে তুমি ২টি। ৩. -প্রতি ২টি। ৪. শিশু ৪টি। ৫. যুমনাতট ২টি। ৬. বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী ৩টি।

আমরা আগেই বলেছি রসময়ের 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের ৬০টি চতুর্দশপদে রচিত কবিতার মধ্যে ৫০টি সনেট। তাঁর এই ৫০টি সনেটে নিম্নলিখিত আট প্রকার বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় :

১. সারস্বত কথা—পুষ্পাঞ্জলি, উপহার, কবিতা।
২. প্রকৃতি—উষা, পরিক্রম, বনদেবী ১-৪, মল্লিকা, করবী, রজনীগন্ধা, শেফালিকা, কামিনী, সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা, তপোবন।
৩. প্রেম—কে তুমি ১-২, —প্রতি ১-২, সহপাঠি, চিত্রা, মিত্র, দূতী, প্রেম।
৪. শোক—অন্তিমে, শ্মশানে।

৫. বাৎসল্য—শিশু-২, ৩, ৪, বালিকা।

৬. কবিতর্পণ—কালিদাস, হেমচন্দ্র।

৭. কাব্যরসোদ্গার—কুমারী, মদনভস্ম, যোগিনী, মিলন, তিলোত্তমা, মেঘনাদ, সীতা ও সরমা, চিত্রদর্শন, বভ্রুবাহনের প্রতি উলূপী ১-২।

৮. তত্ত্ব—প্রদোষ, ধন, মানবজীবন, পথ, গণিকা, সমাপন।

রসময় লাহা ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে সনেট রচনায় কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাঁর চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। অনিয়মিত এবং শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি যোজনার আদর্শ খুব সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধির তিন প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক : ঊষা।

২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : বনদেবী-১।

৩. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর : মানবজীবন, পথ।

অ-পেত্রার্কীয় সনেটে কবি কি ভাবে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন তা তাঁর একটি সনেট উদ্ধার করে লক্ষ্য করা যাক।

লভিয়াছি ভাগ্যবলে মানবজীবন,
কেবল অনর্থ কাজে বেড়াব ঘুরিয়া?
অনিত্য সংসার প্রেমে হইয়া মগন,
দুর্লভ জনম যাবে উপেক্ষা করিয়া?
দুদিনের তরে আমি এসেছি হেথায়,
শুধু কি আপন স্বার্থ করিতে সাধন?
এ জীবনে আর কোন কাজ নাই হায়,
কেবলি মায়ার বশে দেখিব স্বপন?
মনুষ্য-জীবন এযে—নহে ছেলেখেলা।
প্রতি নিমেষেই হের হতেছে মরণ।
আপনার পথ তবে দেখ এই বেলা,
বহু সুকৃতির ফল মানবজীবন।
সত্বর করহ তবে না করিয়া হেলা;
সত্য নিত্য বর্তমান পথ অন্বেষণ।

[মানবজীবন : পুষ্পাঞ্জলি, পৃ. ৫০]

সনেটটির অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। কিন্তু মিলবিন্যাস অনিয়মিত। তবু এই অনিয়মিত মিলে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে জিজ্ঞাসা থেকে উত্তরে আবর্তিত করে কবি তাঁর তত্ত্বমূলক বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

৫

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়-এর (১৮৭০-১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থ চারটি। এর মধ্যে 'বেলা' (১৯০৩) এবং 'পত্রপুষ্পে' (১৯১৪) যথাক্রমে তেরটি এবং সাতটি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কুড়িটি কবিতার মধ্যে এগারটিই সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বা অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত।

গিরিজানাথের সনেটের পংক্তিসজ্জা ও স্তবকগঠনে অক্ষয় বড়ালের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর আটটি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে রচিত। চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত ন'টি সনেটের চারটিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। তাঁর ছয়টি সনেট পেত্রার্কীয় মিলবিন্যাসে রচিত। তবে এর মধ্যে দুটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে।[১৪] এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিক পর্বের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত। একটি সনেটের অষ্টক পেত্রার্কীয় তবে ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। তিনি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে দুটি সনেট রচনা করেছেন।[১৫] এর মধ্যে একটিতে আবার আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এছাড়া পেত্রার্কীয় মিলে রচিত দুটি সনেটেও আবর্তনসন্ধি লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি সনেটের আবর্তনসন্ধিতে দ্বিবিধ বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—পত্রপুষ্প : চিরন্তন

২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—বেলা : তুলনা, মৃত্যু।

আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি।

তুমি দিয়েছিলে নারি, বাসনার সুধা
তুলি নিজ হাতে, ওগো উন্মাদ চুম্বনে
জাগাইয়া দিয়েছিলে নিখিলের ক্ষুধা,
উন্মাদনা ঢেলেছিলে ধরার যৌবনে!

প্রেম যাহা দিয়েছিলে, সেত প্রেম নয় ;
    সে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার শুধু নামান্তর !
নর ভাগ্য লয়ে খেলা—সে যে গো প্রলয়,
    তোমার প্রলয় শ্বাসে জাগে বৈশ্বানর !

আর একজন নারী,—করুণারূপিনী,
    মেঘচ্ছায়া দেছে রৌদ্রে ; শুষ্ক কণ্ঠে বারি ;
অশ্রু পতিতের তরে ; বিশ্ববিপ্লাবিনী—
    দেছে প্রেম ভোগবতী হৃদয়ে সঞ্চারি।
স্নেহময়ী—ক্ষমাময়ী—স্বার্থ-বিরহিতা—
জীবনের চিরারাধ্যা—সে মম কবিতা।

[তুলনা : বেলা, পৃ. ২২]

এই সনেটের অষ্টকের পূর্বপক্ষে কবি নিজ প্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ষট্কের উত্তরপক্ষে বলেছেন 'জীবনের চিরারাধ্যা' কবিতা-রূপী প্রিয়ার কথা। শেকস্পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটে কবিপ্রিয়া কবিতা-প্রিয়ায় আবর্তিত হয়েই শিল্পকুশলতা লাভ করেছে।

গিরিজানাথ মাত্র ন'টি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি সনেটেই তিনি পেত্রার্কীয় এবং শেকস্পারীয় উভয় রীতি বিশ্বস্তভাবে রূপায়িত করতে পেরেছেন। তাঁর এই অল্প কয়েকটি সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্যও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

১. আত্মকথা—বেলা : তুলনা।
২. তত্ত্ব—বেলা : মৃত্যু, নববর্ষে, ঈশ্বর ও কর্ম্ম। পত্রপুষ্প : অনন্যতা, চিরন্তন।
৩. প্রকৃতি—বেলা : পৃথিবী।
৪. প্রেম—বেলা : আকাশের মত। পত্রপুষ্প : কল্যাণী।

৬

চিত্তরঞ্জন দাস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) স্বদেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশবাসীর মনে সর্বজনপ্রিয় দেশনায়কের আসনে চির-অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু কবি হিসাবেই তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। এর মধ্যে 'মালঞ্চ' (১৮৯৬), 'মালা' (৯০২), 'সাগরসঙ্গীত' (১৯১৩) এবং 'অন্তর্যামী' (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে উনত্রিশ, নয়, চৌদ্দ এবং একটি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'মালা'র দুটি, 'সাগরসঙ্গীতে'র ন'টি ও 'অন্তর্যামী'র কবিতাটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র।

চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শেকস্‌পীরীয় রীতিতেই মুখ্যত সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সনেটের স্তবক গঠনেও তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩১টি এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'মালঞ্চে'র ৪টি সনেটে ৪ + ৪ + ৪ + ২ স্তবক বিভাগ আছে। এ ছাড়া 'মালঞ্চে'র ১টি এবং 'সাগরসঙ্গীতে'র তিনটি সনেট ৪ + ৪ + ৬ স্তবকবন্ধে রচিত। 'সাগরসঙ্গীতে'র একটি করে সনেটে ৬ + ৪ + ৪ এবং ৪ + ৬ + ৪ স্তবক বিন্যাসের নতুন পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। 'মালঞ্চে'র একটি সনেটের স্তবক-গঠন হলো ৮ + ৬।[১৬]

চিত্তরঞ্জনের সনেটের মিলবিন্যাস ও আভ্যন্তর গঠন একান্তভাবে শেকস্‌পীরীয়। তাঁর ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩৮টিতে ৪ + ৪ + ৪ + ২ বিভাগ আছে এবং ৪০টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। তাঁর নিম্নলিখিত ১৮টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, ঙঙ মিলবিন্যাসে রচিত।

মালঞ্চ : রাণী, ঋণী, দিবসে, আকাঙ্ক্ষা, প্রেমচতুষ্টয়-১-৩, তৃষা, অভিসার,
প্রেমপরিহাস, ঊষা, সুখ, দরিদ্র।

মালা : প্রেম, মোছ আঁখি, বসন্তের শেষে, আপনার গান, তুমি ও আমি।

এ ছাড়া চিত্তরঞ্জনের আরও ১৯টি সনেটের গঠন শেকস্‌পীরীয় কিন্তু মিল-বিন্যাসে নিম্নলিখিত অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়।

১. ছ'মিলের তিনটি সনেটে প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতায় চতুষ্কে

মালঞ্চ : সোহহং, সাক্ষী, রক্তগোলাপের প্রতি।

২. ছ'মিলের দশটি সনেটে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে
মালঞ্চ: উপহার, স্বপ্ন, দেবেন্দ্রনাথ, প্রেমচতুষ্টয়-৪ কল্পনা, দুঃখ, ধার্ম্মিক। সাগরসঙ্গীত: থাক থাক আজ নয়, ওপারে কি আলো জ্বলে, তরুণ উষার আলো।

৩. চার বা পাঁচ মিলের দুটি সনেটে অষ্টকের দুটি মিল ষট্‌কে
মালঞ্চ: বিদায়, সুখ।

৪. পাঁচ মিলের তিনটি সনেটে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে—মালঞ্চ: চিরদিন, বিদায়। সাগরসঙ্গীত: ছোট ছোট দীপ লয়ে।

৫. সাতমিলের একটি সনেটে তিন মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত ষট্‌ক
সাগরসঙ্গীত: কি আজ ভাসিছে তব।

চিত্তরঞ্জনের 'মালঞ্চে'র 'অহঙ্কার' এবং 'মালা'র 'মরমের সুখ' সনেটদুটি ছ'মিলে রচিত। কোন ক্ষেত্রেই প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয় নি। অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে, তবে ষট্‌কে তিন মিলের পরিবর্তে দুই মিল যোজনা করে কবি শেকস্‌পীরীয় রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন ক্লাসিকাল রীতিতে 'মালঞ্চে'র 'ওফিলিয়া' এবং 'ঈশ্বর' এই দুটি সনেট রচনা করেছেন। 'ওকিলিয়া'র অষ্টক দুই মিলের দুটি বিবৃত চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিল তিনটি তবে অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। 'ঈশ্বর' শীর্ষক সনেটটির মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে এর অষ্টক গঠিত, বিবৃত মিলে রচিত ষট্‌কের মিল সংখ্যাও দুই। শেকস্‌পীয়র-পন্থী সনেটকার পেত্রার্কীয় মিলের সনেট রচনায় কতদূর সফল হয়েছেন নিম্নলেখ সনেটটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে।

ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি' গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!
জীবন যাতনা তরে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া:
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,

সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন !
হায় ! হায় ! মিথ্যা কথা ; ঈশ্বর ঈশ্বর !
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে :
ঠেলে ফেলি জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে !
ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকি ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে ।

[ঈশ্বর : মালঞ্চ, পৃ'৩৫ ।

খাঁটি পেত্রার্কীয় মিলে রচিত এই সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি নেই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন শেকস্পারীয় রীতির পাঁচটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তাঁর এই সনেট-পঞ্চকে নিম্নলিখিত চতুর্বিধ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় :

১. বর্তমান থেকে অতীত—মালঞ্চ : বসন্তের শেষে।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—মালঞ্চ : তৃষা, ধার্ম্মিক।
৩. বিশ্বলোক থেকে আত্মলোক—মালঞ্চ : ঊষা।
৪. অন্তর্লোক থেকে মানবলোক—মালঞ্চ : দরিদ্র।

এই পাঁচটি সনেটের মধ্যে 'ধার্ম্মিক'-এর মিলবিন্যাস অনিয়মিত কিন্তু বাকি। চারটি খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত। একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি :

কখন জাগিলে তুমি হে সুন্দর ঊষা !
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন ;
কখন করিলে তুমি স্বর্ণ বেশ ভূষা ?
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন !
তোমারে আবরি ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির কুণ্ডল তার বাঁধিলে যতনে :
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্ম্মল সুখ কমল নয়নে ।
কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি পরে কুসুমিত কেশ :
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার

আরক্ত আনন্দ ভরা,—রজনীর শেষ!
পরশিয়া দেহে তব আলোক অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক চঞ্চল!

[ঊষা : মালঞ্চ, পৃ'৯৭]

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বিভিন্ন উপমামালায় ঊষার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ষট্‌কবন্ধে বলেছেন ঊষার আগমনে কবি-হৃদয়ের রূপান্তরের কথা। বিশ্বলোক থেকে আত্মলোকে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়ে কাব্যরূপে সার্থকতা পেয়েছে।

চিত্তরঞ্জনের সমস্ত সনেট চতুর্দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। মাত্র পাঁচটি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। শেকস্‌পীরীয় রীতিতে সনেট রচনা করতে গিয়েই সম্ভবত তিনি বাংলাছন্দের সাংগীতিক আবেদন উপেক্ষা করে অন্ত্যমিলে বহুল পরিমাণে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর সনেটে ব্যবহৃত ২৫৪টি মিলের মধ্যে ১৩০টিই ব্যঞ্জনান্ত মিল।

চিত্তরঞ্জনের ৪২টি সনেটের মধ্যে 'প্রেমচতুষ্টয়' নামে একটি সনেট-পরম্পরা আছে। বাংলা সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্যের ধারাও তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিষয়ানুসারে তাঁর সনেটগুলি নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. প্রেম—মালঞ্চ : উপহার, রাণী, স্বপ্ন, দিবসে, আকাঙ্ক্ষা, প্রেমচতুষ্টয়-১-৪, সুখ, তৃষা, চিরদিন, অভিসার, সাক্ষী, বিদায়, প্রেমপরিহাস, কাল্পনা। মালা : মরমের মুখ, প্রেম, বিদায়, বসন্তের শেষে, আপনার গান, তুমি ও আমি। সাগরসঙ্গীত : কি আজ ভাসিছে তব, থাক থাক আজ নয়।

২. কাব্যরসোদ্গার—মালঞ্চ : ওফিলিয়া।

৩. কবিতর্পণ—মালঞ্চ : দেবেন্দ্রনাথের প্রতি।

৪. তত্ত্ব—মালঞ্চ : ঋণী, অহঙ্কার, ঈশ্বর, সোহহং, ধার্মিক, দুঃখ, সুখ, দরিদ্র। মালা : মোছ আঁখি। সাগরসঙ্গীত : ওপারে কি আলো জ্বলে।

৫. প্রকৃতি—মালঞ্চ : রক্তগোলাপের প্রতি, ঊষা। সাগরসঙ্গীত : তরুণ ঊষার আলো, ছোট ছোট দীপ লয়ে।

চিত্তরঞ্জনের সনেটগুলি বিচিত্র-বিষয়া হলেও প্রেমচেতনাই তাদের মুখ্য উপজীব্য। কবির ভাষায় :

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কার হীন,
তব প্রেম আজি তাঁর বসন ভূষণ ;
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জা নিবারণ !
আমার হৃদয় ছিল সর্ব্ব গীত হারা,
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী !
সুখ পূর্ণ, শান্তি পূর্ণ অমৃতের ধারা—
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী !
[প্রেম : মালা, পৃ'২৭]

চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চে'র অধিকাংশ সনেট কবির যৌবনস্বপ্ন ও তীব্র প্রেমপিপাসায় আরক্তিম। সনেটগুলির ভাব ও ভাষায় 'কড়িও কোমলে'র প্রভাব স্পষ্ট। দু একটি উদাহরণ দিলে কবির প্রেমচেতনার স্বরূপ স্পষ্ট হবে।

দিও না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিশ্বাস
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ,
কাঁপিয়া উঠিল মোর জীবন আবাস—
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ কোথা দুখ।
[দিবসে : মালঞ্চ, পৃ'২৭]

অন্যত্র কবি বলেছেন :

আজি ও তামসী নিশি ধরণী আঁধার !
কম্পিত কামনা ভরে প্রমত্ত হৃদয় :
মদিরার মোহ সম ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময় !

* * *

আঁধারে কাঁদিছে তাই চঞ্চল লালসা,
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ ;
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ তনুর চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ।
[প্রেমচতুষ্টয়-১ : মালঞ্চ, পৃঃ ৩১]

৭

প্রিয়ম্বদা দেবী

রবীন্দ্র-সমসাময়িক মহিলা কবিদের মধ্যে প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চার। তার মধ্যে ‘রেণু’ (১৯০০) এবং ‘অংশু’ (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে ত্রিশ ও উনত্রিশটি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সাত পয়ারবন্ধে চতুর্দশী মাত্র রচনা করেছেন। তাঁর উল্লিখিত ৫৯টি কবিতার মধ্যে ‘রেণু’র ৮টি এবং ‘অংশু’র ৫টিতে সনেট-পন্থী মিল যোজিত হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর এই তেরটি সনেটের মধ্যে ‘অংশু’র ‘মুগ্ধবোধ’ ও ‘নেত্রমুদি করি ধ্যান’ ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে এবং বাকি এগারটি একই স্তবকে সজ্জিত। তাঁর সমস্ত সনেট চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি মূলত শেকস্‌পীরীয় সনেটকার হওয়া সত্ত্বেও প্রবহমাণ ছন্দের বহুল ব্যবহারের ফলে ৮টি সনেটে ৪+৪+৪+২ বিভাগ রক্ষা করতে পারেন নি। গঠনের দিক থেকেই শুধু নয়, তাঁর ছয়টি সনেটের মিলবিন্যাসেও চূড়ান্ত অনিয়ম ঘটেছে। তেরটির মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি সনেট খাঁটি শেস্‌পীরীয়-রীতিতে রচিত।

রেণু: সান্ত্বনা, মমতা, আবির্ভাব, চিরস্মৃতি।

অংশু: মুগ্ধবোধ, সমুদ্রের প্রতি, নেত্র মুদি করি ধ্যান।

‘অংশু’র ‘গঙ্গা’ ও ‘কেমনে আনিবে বন্ধু’ শীর্ষক সনেটদুটির অষ্টকে দুটি মিল কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ষট্‌কের মিল ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং পেত্রার্কীয়-রীতির সনেট-চর্চায় তিনি আদৌ কৃতার্থ হন নি।

প্রিয়ম্বদা দেবীর সনেটগুলি বিষয়ানুসারে পাঁচ পর্যায়ে বিভক্ত:

১. প্রেম—রেণু: সান্ত্বনা, চাঞ্চল্যের প্রতি, চিরস্মৃতি, প্রত্যাগমন, অসাধ্য। অংশু: কেমনে আনিবে বন্ধু।

২. তত্ত্ব—রেণু: অগৌরব, আবির্ভাব। অংশু: নেত্র মুদি করি ধ্যান।

৩. বাৎসল্য—রেণু: মমতা।

৪. প্রকৃতি—অংশু: গঙ্গা, সমুদ্রের প্রতি।

৫. কবিদতর্পণ—অংশু: মুগ্ধবোধ।

প্রিয়ম্বদা দেবী রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক গীতিকবি। তাঁর অন্যান্য কবিতার মত সনেটগুলিও লিরিক-চেতনা ও সৌন্দর্যানুভূতিতে অনবদ্য। লাজনম্র নারীহৃদয়ের প্রেমচেতনা তাঁর সনেটগুলিতে নতুন স্বাদ বহন করে এনেছে। শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত তাঁর প্রেম-বিষয়ক একটি সনেট এখানে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধার করছি :

মোর প্রাণপাখী যবে ত্রস্ত সকাতর
রোদন অরুণ দুটি নয়ন মেলিয়া
ধূলি ভরা ধরণীর বক্ষের উপর
আকুল কাঁদিয়াছিল লুটিয়া লুটিয়া ;
তুমি কোথা হতে আসি করুণ-হৃদয়
সযত্নে তুলিয়া নিলে বক্ষের মাঝারে,
সুধীর পরশ ভরে শান্ত করি ভয়
ঘুচালে আতুর ব্যথা অমৃতের ধারে !
কোমল কপোল রাখি মাথার উপরে
কত ধৈর্য্যে শিখাইলে মৃদু শান্তি গান
সস্নেহে বেড়িয়া মোর ক্ষত বক্ষ ভরে
ঢালিলে বিমল সুখ শিশির সমান !
তারপরে দেখাইলে সুনীল আকাশ
অনন্ত অভয় মাঝে মঙ্গল বিকাশ।

[সান্ত্বনা : রেণু, পৃঃ ৫]

৮

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের কবিবন্ধু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রণিত হয়ে তিনি গীতিকাব্যের মাধ্যম হিসাবে সনেট-কলাকৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছিলেন। তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থে ১৩২টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর মধ্যে ৮৫টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে এবং ২টি সনেট-পরিপন্থী

অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত চতুর্দশী মাত্র। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেট ও চতুর্দশীগুলি নিম্নরূপ :

কাব্যগ্রন্থ	মোট চতুর্দশপদের কবিতা	চতুর্দশী	সনেট
পদ্মা (১৮৯৮)	১৭	১৫	২
দীপালী (১৯০১)	২৩	২২	১
গৈরিক (১৯১৩)	২	১	১
পাষাণ (?)	২	×	২
পাথার (১৯১৪)	৪০	১	৩৯
পাথেয় (১৯১৬)	১	১	×
গীতিকা (?)	৪৭	৪৭	×

প্রমথনাথ সাত পয়ারবন্ধে চতুর্দশী রচনায় যেমন রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে সনেটের স্তবক গঠনে তিনি এই রীতিকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। ‘পাষাণ’ ও ‘পাথারে’র ৪১টি সনেটের মধ্যে ৪০টিই ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে সজ্জিত, তাঁর মাত্র পাঁচটি সনেট একই স্তবকে বিন্যস্ত। তাঁর সমস্ত সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে এবং ৪৪টি সনেটে ৪+৪+৪+২ বিভাগ রয়েছে। কবির ৩৫টি সনেট সাত মিলে রচিত। এর মধ্যে ‘পদ্মার গান’ শীর্ষক সনেটের শেষ ছ’পংক্তি তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গঠিত। নিম্নলিখিত ৬টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয়—পদ্মা : বিরোধ। পাষাণ : পাষাণ-পীর, দুনিয়ার রোসনাই। পাথার : স্নানযাত্রা, দেখনু সাগর মঠে, গুলার সরবৎ।

সাত মিলে রচিত তাঁর বাকি ২৮টি সনেটের গঠন শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু প্রত্যেকটি সনেটের এক বা একাধিক চতুষ্ক সংবৃত মিলে গঠিত। সনেটের এই ধরণের মিলবিন্যাসে তিনি সম্ভবত নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর এই সনেটগুলি গ্রন্থানুসারে নিম্নরূপ :

গৈরিক : কোথা বহুদূর।

পাথার : আমি ভিস্তী ভয়ে, তুই কি দাওদ মোর, ইরাণ তুরাণ কবির, আজ আমি খুলে, এ রথ থামিবে, মোর চারি বৎসরের, শিশুহাস্য চুম্বকের, মনে হয় সিন্ধু, অনন্ত কুড়াতে এসে, পড়িতে আসিনি তব, জীবজন্ম ছবি, পুরীর মন্দিরে পশি, খোকা কোথা, এ কোথায়

আসিলাম. পড়ে আছি বালু পরে, সাগর বাদসা বসে, দরিয়া ও পাঁচপীর, তুমি সিন্ধু, টগ্‌বগ্ ফোটে সিন্ধু, জালিক তোমাকে নিয়ে, ভর দুনিয়ার চোখে, মসগুল হয়ে আছি, শক্তির দানব, নিদ্রায় চমকি উঠি, তোরে দেখি এলাহিরে. কালাপানি দুনিয়ার, রোমাঞ্চ ও গানে।

প্রমথনাথের বাকি দশটি সনেটও গঠন ও মিলপদ্ধতিতে শেকস্‌পীরীয়। কিন্তু পাঁচ বা ছ' মিলে রচিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস ক্রুটিপূর্ণ। 'পাথারে'র 'শিখিয়া নিয়েছি আমি' এবং 'নিশি দ্বিপ্রহর' সনেট দুটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের 'জুড়াতে আসিনু দেখে' সনেটে কবি প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং প্রথম চতুষ্কের অন্য মিলটি অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া 'দীপালী'র আলিঙ্গন-২ এবং 'পাথারে'র কোন রথ টান হয়, সঙ্গী সঙ্গে সিন্ধু স্নানে, তুমি মোর কামধেনু, ফেনার মলাট, কালবৃদ্ধ বক্ষে তোর, শিখেছি ও হাহা শুনে শীর্ষক সাতটি সনেটে তিনি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে শেকস্‌পীরীয় রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

ক্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রমথনাথ রায়চৌধুরী খাঁটি শেকস্‌পীরীয় সনেট রচনায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণত 'তোরে দেখি এলাহিরে' সনেটটি উদ্ধার করছি :

তোরে দেখি এলাহিরে হতেছে ইয়াদ্,
যতই নাচিছে দিল তরঙ্গ-তুফানে,
তত যেন বাড়িতেছে জিন্দেগী-মেয়াদ,
পানি তোর ঢেউ চড়ে' উঠেছি আসমানে

তুই কাশী, তুই মক্কা, সে জেরুজালেম,
তুমিই নামাজ পূজা উপাসনা সার,
কোরাণ বাইবেল বেদ তিনের মরম,
জুদা-জেদ্ তোর জলে গলি একাকার।

ও ঈশাই, আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান!—
রুথ্ শুধ্ দস্তুরের কাওয়াজ আওয়াজ,

সাফ দিল আজ ভেঙে গড়েছে সমাজ,
কলিজা ভরিয়া ডাক—এলাহি রমজান!

দুনিয়া বেহেস্ত এই নয়া খোসরোজে,
বিশ্ব বসে' গেছে আজ এক পংক্তিভোজে।
[পাথার, কাব্যগ্রন্থাবলী-২য়, পৃ ২৫৭]

শেকস্‌পারীয় মিলে রচিত এই সনেটে আরবি-ফার্সি শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রমথনাথ তাঁর 'পাষাণ' ও 'পাথার' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ সনেটে প্রচুর পরিমাণে এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেট চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ নগণ্য। কিন্তু তাঁর 'পাষাণে'র 'পাষাণ পীর' ও 'দুনিয়ার রোসনাই' এবং 'পাথার' কাব্যগ্রন্থের 'ইরাণ তুরাণ ক'বির' ও 'মসগুল হয়ে আছি' সনেট চতুষ্টয় স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রমথনাথ পরীক্ষামূলক ভাবেই সনেট রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁর সে প্রচেষ্টা সুখকর হয় নি। একটু উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে:

পাহাড় ত নও, তুমি আমার পীর,
তুমি আমার সব মুস্কিলের আসান,
'হত্যা' দিয়ে দরজায় এ ফকির,
মুষ্টি ভিখ্—তাও আশমান সমান!
বাদশা, তোমার তক্তের এমনি ধার,
বুড়া এসে জোয়ান বনে যায়,
হাট বাট হাসিতে গুলজার,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফূর্তির ঢেউ গড়ায়!
[পাষাণ-পীর: পাষাণ, কাব্যগ্রন্থাবলী-২য়, পৃ ২১৩]

রবীন্দ্র সমসাময়িক পর্বের কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রমথনাথও তার ব্যতিক্রম নন। শেকস্‌পারীয় রীতির পাঁচটি সনেটে তিনি আবর্তনসন্ধি রচনায় নিম্নলিখিত ত্রিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোক—পাথার: শিশুহাস্য চুম্বকের।

২. তত্ত্ব থেকে ভাব—পাথার : রোমাঞ্চ ও গানে, শিখেছি ও হাহা শুনে, শক্তির দানব।

৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—পাথার : জালিক তোমাকে নিয়ে।

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি :

শিশুহাস্য চুম্বকের ঘোচে আকর্ষণ,
নারীরূপ কাটারীর ধার হয় ক্ষয়,
নিয়ত সৌভাগ্য ভোগে বুড়া হয় মন,
অবিশ্রান্ত আলো দেখে চোখে পীড়া হয়।

ময়রা সন্দেশে ডুবে' মিষ্টি দেখে' ডরে
মালী নিত্য কত ফুল দেয় জলাঞ্জলি,
পুরোহিত ফোঁটা কাটি, পরি নামাবলি
নিত্য চণ্ডী পড়ে বটে, প্রাণে নাহি ধরে।

একটানা একঘেয়ে সিন্ধু তব রূপে
কি মোহিনী আছে বন্ধু কিছু নাহি বুঝি,
কে মায়াবী জাগে ওই আঁধারের স্তূপে,
অটুট অক্ষয় রাখে সৌন্দর্যের পুঁজি!

নয়ন মুদিলে, দেহে লক্ষ আঁখি ফোটে,
শ্রবণ ঢাকিলে, প্রাণ গান গেয়ে ওঠে'!

[শিশুহাস্য চুম্বকের : পাথার, কাব্যগ্রন্থাবলী-২য়, পৃঃ ২৫৮]

এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি বলেছেন মানবলোকের বিভিন্ন বস্তুর কথা যা অভ্যস্ততায় আকর্ষণ হারায়। ষট্‌কবন্ধে ভাবপ্রবাহ মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোকে আবর্তিত হয়েছে। ষট্‌কে কবি বলেছেন প্রকৃতিলোকের সিন্ধুর কথা, শত অভ্যস্ততায়ও যার 'সৌন্দর্যের পুঁজি'র শেষ নেই। শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত এই সনেটের রূপবন্ধ শিথিল, কিন্তু আবর্তনলীলা লক্ষ্য করার মতো।

বাংলা সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য প্রমথনাথ রক্ষা করতে

পেরেছেন। তাঁর ৪৫টি সনেট বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. প্রেম—পদ্মা : বিরহ। দীপালী : আলিঙ্গন-২। পাথার : মসগুল হয়ে আছি, পড়ে আছি বালু পরে, পড়িতে আসিনি তব, নিদ্রায় চমকি উঠি।

২. সংগীত—পদ্মা : গান।

৩. বাৎসল্য—পাথার : খোকা কোথা?

৪. ইতিহাস—পাথার : ইরাণ তুরাণ কবির।

৫. আত্মকথা—পাথার : জুড়াতে আসিনি দেখে, আজ আমি খুলে।

৬. প্রকৃতি—পাথার : সাগর বাদসা বসে, গুলার সরবৎ, মনেহয় সিন্ধু, ফেনার মলাট, দরিয়া ও পাঁচপীর, কালাপানি দুনিয়ার, তুমি সিন্ধু।

৭. তত্ত্ব—গৈরিক : কোথা বহু দূর। পাষাণ : পাষাণ পার, দুনিয়ার রোসনাই। পাথার : স্নানযাত্রা, কোন রথ টান হয়, এ রথ থামিবে, পুরীর মন্দিরে পশি, মোর চারিবৎসরের, দেখিনু সাগর মঠে, সখী সঙ্গে সিন্ধু স্নানে, ভর দুনিয়ার চোখে, তোরে দেখি এলাহিরে, শিশু হাস্য চুম্বকের, তুমি মোর কামধেনু, এ কোথায় আসিলাম, শিখিয়া নিয়েছি আমি, অনন্ত কুড়াতে এসে, তুই কি দাওদ মোর, কালবৃদ্ধ বক্ষে তোর, টগবগ্‌ ফোটে সিন্ধু, জালিক তোমাকে নিয়ে, রোমাঞ্চ ও গানে, শিখেছি ও হাহা শুনে, শক্তির দানব, নিশি দ্বিপ্রহর, জীবজন্মছবি।

৯

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের সনেটাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০) প্রধানত শেকস্‌পীরীয় রীতিতে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর ছ'টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'মঞ্জীর', (১৯০৮) 'ছায়াপথ' (১৯১৪) এবং 'রাকা'য় (১৯১৬) যথাক্রমে ৬৩, ২০ ও ৩২টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'মঞ্জীরে'র ৩৮টি, 'ছায়াপথে'র ১৯টি এবং 'রাকা'র ১৭টি সনেট,

বাকিগুলি সাত পয়ারবন্ধে বা সনেট পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী মাত্র।

ভুজঙ্গধর তাঁর 'ছায়াপথ' কাব্যগ্রন্থে একটি সনেটে সনেটের স্বরূপ সম্পর্কে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

ফুটে ধীরে আধ ফোটা আধেক মুদিত
কবিতার কুঞ্জবনে সনেট প্রসূন ;
কচি কিশলয় পরে শিশির সঞ্চিত,
ভাব অলি ঘিরে তারে করে গুনগুন।
আধেক খুলিয়া গেছে কতগুলি দল,
আধেক লুকানো আছে গোপনহৃদয় ;
মরমে নিগূঢ় মধু করে টলমল,
সংযত রসের ধারা তবু চাপা রয়।
পাগল ভাবুক মন সৌরভে তাহার
ছুটি আসি সুধাটুকু লুটিবারে চায়।
বিরল মাধুরী হেরি হয়ে মাতোয়ারা
ভুলে যায় কোথা তার রস উথলায়।

সৌন্দর্যের অন্তরালে আছে তার হিয়া ;
যে পারে পশিতে তায়, সে রহে ডুবিয়া!
[সনেট : ছায়াপথ, পৃ ১১০]

ভুজঙ্গধর সনেটের গঠন ও রূপবন্ধকে বলেছেন সনেটের সৌন্দর্য, তিনি ঠিকই ধরেছেন বাইরের এই 'সৌন্দর্যের অন্তরালে আছে তার হিয়া'। সনেটের সেই হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করাকেই তিনি বলেছেন কবির মোক্ষ। সনেট সম্পর্কে কবির এই ধারণাটি সুন্দর। তাঁর নিজের সনেটে এই সৌন্দর্য তিনি কতদূর সৃষ্টি করতে পেরেছেন তা আমরা তাঁর সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করব।

ভুজঙ্গধরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মঞ্জীরে'র প্রায় সমস্ত সনেটই এক স্তবকবন্ধে রচিত। 'ছায়াপথে'র সনেটগুচ্ছে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যে'র আদর্শে বিচিত্র বাক্যবন্ধে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন। 'রাকা'র সনেটগুলিতে

পুনরায় তিনি শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবক গঠনে ফিরে এসেছেন।

তাঁর 'মঞ্জীরে'র সনেটগুলি শেকস্‌পীরীয় কিন্তু মিলবিন্যাস ও গঠন অনিয়মিত। খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে এখানে প্রায় তিনি কোন সনেটই রচনা করেন নি। এই কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষারজনী', শীর্ষক সনেটে তিনি পেত্রার্কীয় মিলপদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। সনেটটির মিলবিন্যাস কখকখ খককখ, তপপত, ঙঙ; এখানে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ থাকলেও অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। তবে সনেটটিতে আবর্তনসন্ধি আছে।

'মঞ্জীরে'র কয়েকটি সনেটের ষট্‌কের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। কিন্তু ওই সনেটগুলির অষ্টকের মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয়। রবীন্দ্রনাথ এই রীতিতে 'কড়ি ও কোমলে' কিছু সনেট রচনা করেছেন। সম্ভবত ভুজঙ্গধর এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তাঁর 'ছায়াপথ' এবং 'রাকা'র সনেটগুচ্ছ অনেক বেশি নিয়মানুগত। 'ছায়াপথে'র 'কুয়াসা' শীর্ষক সনেট ছাড়া এই দুই কাব্যগ্রন্থের অন্য সমস্ত সনেটে তিন চতুষ্ক বিভাগ এবং সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী রয়েছে। নিম্নলিখিত পনেরটি সনেটে খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে।

ছায়াপথ: নীরবকবি, সনেট, সাধনা।

রাকা: বিচিত্রকথা, মাথার মণি, বিরহাসক্তি, আত্মদানের শঙ্কা, অহেতু পিরীতি, স্বপনে, প্রেমনিধি, স্বপনে কি জাগরণে, লীলা অবসান, অতীন্দ্রিয়, লোকাতীত ভূমি, বাহুবিরহিতা।

এ ছাড়া 'ছায়াপথে'র 'হৃদয় যমুনা,' 'মহী', 'পল্লীসন্ধ্যা,' 'সন্ধ্যামাধুরী,' 'প্রদীপহস্তা' এবং 'শীতে মধ্যাহ্নে' শীর্ষক ছ'টি সনেটে সাত মিল যোজিত হয়েছে। তবে তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই এবং কোন কোন চতুষ্কের মিল সংবৃত।

ভুজঙ্গধরের 'ছায়াপথ' এবং 'রাকা'র নিম্নলিখিত সাতটি সনেটে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে।

ছায়াপথ: জীবন্মুক্ত, কালজয়ী, তোমাররূপ, ঘূর্ণীবায়ু উপলপ্রাণ, এক লক্ষ্য। রাকা: অহল্যা।

এ ছাড়া 'ছায়াপথে'র 'মধুরমোহন' এবং 'রাকা'র 'অভিমান' সনেট দুটিতে কবি অষ্টকের দুটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। আর 'ছায়াপথে'র 'শিশু' এবং 'রাকা'র 'মন্দিরে প্রতিমা'য় প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও

অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। 'রাকা'র 'হৃদ্‌পদ্ম' সনেটটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহৃত হয়েছে।

'রাকা'র 'সাধেভয়' সনেটটির অষ্টকের গঠন ক্লাসিকাল কিন্তু কবি ষট্‌কে অষ্টকের দ্বিতীয় মিলটি পুনর্যোজিত করে এই রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। 'ছায়াপথে'র 'কংসকারাগারে'র তিন চতুষ্কের মিল শেকস্‌পারীয় কিন্তু অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মকটি তৃতীয় চতুষ্কের একটি মিলে গঠিত। 'ছায়াপথে'র 'কুয়াশা' সনেটটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। এক্ষেত্রে কোন রীতিই অনুসৃত হয় নি।

ভুজঙ্গধরের সনেটে সর্বত্র চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মঞ্জীরে'র অধিকাংশ সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের সনেটে অবশ্য এই ছন্দের ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে কম।

রবীন্দ্র-পর্বের অন্যান্য সনেটকারদের মত ভুজঙ্গধর শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'রাকা' কাব্যগ্রন্থের খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত 'আত্মদানের শঙ্কা', 'লোকাতীত ভূমি', 'বাহুবিরহিতা' এবং শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতির 'অভিমান' সনেটে ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দিই :

যামিনীর শুভ্র জ্যোৎস্না যমুনার বুকে
স্বপনের স্মৃতি সম মৃদু বিজড়িতা,
ও কে বালা করাঙ্গুলি রাখিয়া চিবুকে
নিশীথে তমাল তলে বাহু-বিরহিতা ?

মৃদু পদে অস্ত যায় অষ্টমীর শশী,
গমনে লুটিছে পিছে রজত অঞ্চল ;
কি ভাবে বিভোরা বালা তবু রহে বসি ?
বিলুণ্ঠিত পদতলে শুষ্ক ফুলদল।

অকস্মাৎ যমুনার স্তব্ধ নীরবতা
ভঙ্গ করি উথলিল মুরলী নিস্বন ;
আত্মহারা গোপিনীর স্বপ্ন-মগনতা

টুটি বঁধু বাহুপাশে করিল বন্ধন।

কানে কানে কহে বঁধু—'এসেছি কিশোরি!'
আঁখি মুদে কহে বালা—'গেলে কবে হরি?'
[বাহু বিরহিতা : রাকা, পৃ. ৫৮]

সনেটটির অষ্টকবন্ধে প্রেম-উন্মাদিনী কিশোরীর স্বরূপ বর্ণনা করে ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার নিত্য মিলনের কথা। সনেটটির অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের অভিব্যঞ্জনাটি ভারি সুন্দর। এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কবির আত্মজীবনের রূপকাত্মক রূপকল্প হয়ে উঠেছে। 'রাকা'র অধিকাংশ সনেটই এই সুরে বাঁধা।

পূর্বসূরীদের মত ভুজঙ্গধরও সনেট-পরম্পরা রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। 'মঞ্জীরে'র 'নাবিক' ৪টি, 'দুপুর' ২টি এবং 'পাগলিনী' ২টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। তাঁর সনেটের প্রধান অবলম্বন প্রেম ও প্রকৃতি, তবে অন্য-বিষয়ক সনেটও কিছু আছে। বিষয়ানুসারে তাঁর ৭৪টি সনেট নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত।

১. আত্মকথা—মঞ্জীর : চিত্রপট, পথসাথী। ছায়াপথ : শিশু, হৃদয়যমুনা, শীতে মধ্যাহ্নে। রাকা : অহল্যা।

২. তত্ত্ব—মঞ্জীর : শ্মশানে। ছায়াপথ : নীরব কবি, জীবন্মুক্ত, একলক্ষ্য, তোমার রূপ, মধুর মোহন, কংসকারাগার। রাকা : বিচিত্রকথা, মাথার মণি।

৩. সারস্বত কথা—ছায়াপথ : সনেট।

৪. প্রেম—মঞ্জীর : উপহার, সাধ, পদাঙ্ক, হৃদয়কুঞ্জ, নাবিক-২-৪, স্বপ্ন বিহঙ্গম, হাতে হাতে, তনু। ছায়াপথ : সাধনা, প্রদীপহস্তা, উপলপ্রাণ। রাকা : বিরহাসক্তি, আত্মদানের শঙ্কা, মন্দিরে প্রতিমা, হৃদ্‌পদ্ম, অহেতু পিরীতি, অভিমান, স্বপনে, প্রেমনিধি, স্বপনে কি জাগরণে, লীলা অবসান, সাথে ভয়, অতীন্দ্রিয়, লোকাতীত ভূমি, বাহু বিরহিতা।

৫. প্রকৃতি—মঞ্জীর : চিত্রা, চন্দ্রসূর্য্য, সন্ধ্যামণি, চন্দ্রিমার প্রতি, বৃদ্ধবিটপী, আকাশের পাড়া গাঁ, সুপ্তমগ্না, ছায়া সুন্দরী, নিদাঘ মধ্যাহ্ন, কে যেন ডাকিছে কারে, দুপুর-১, ২, অনুরাগ, প্রেমমগ্নতা,

তামসী নিশি, বর্ষা বিটপী, মেঘবালা দিবানিশি, বাদল, বর্ষারজনী, অভিসারিণী, মৌনব্রতা, প্রিয়বিরহিতা, পাগলিনী-২, পাগলাঝোরা। ছায়াপথ: কালজয়ী, মহী, ঘূর্ণীবায়ু, পল্লীসন্ধ্যা, সান্ধ্যমাধুরী, কুয়াসা।

১০

রমণীমোহন ঘোষ

অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ‘রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৮) এই সময়ের কবিদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে রবীন্দ্র-অনুগত ছিলেন।’[১১] এই কবির ভাব ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্র-প্রভাব স্পষ্ট। তবে সনেট রচনায় তাঁর মধ্যে পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পারায় এবং ফরাসি এই তিন রীতির সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিন। তিনটি গ্রন্থেই তিনি কিছু না কিছু সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে ‘মুকুরে’ (১৮৯৯) ৪টি, ‘মঞ্জরী’তে (১৯০৭) ৪টি এবং ‘উর্ম্মিকা’ (১৯১৩) কাব্যগ্রন্থে ৬টি সনেট সংকলিত হয়েছে। তাঁর এই চৌদ্দটি সনেটের মধ্যে ৪টি এক স্তবকে এবং ৭টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত।

মিলবিন্যাসের দিক থেকে তাঁর ১১টি সনেটই শেকস্‌পীয়র-পন্থী। এই সনেটগুলির সর্বত্রই তিন চতুষ্ক বিভাগ এবং অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। নিম্নলিখিত পাঁচটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পারীয় মিলে উচিত। ১. মুকুর: কল্পনা ভ্রমর। ২. মঞ্জরী: সন্ধ্যাদীপ। ৩. উর্ম্মিকা: সাধ, পূজারিণী, ঐশ্বর্য।

এ ছাড়া ‘মুকুরে’র ‘ত্রুটিকথা’ শীর্ষক সনেটে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। ‘উর্ম্মিকা’র ‘সন্ধানে’ সনেটের অষ্টকের দুটি মিলই কবি ষট্‌কে ব্যবহার করেছেন। আর নিম্নলিখিত চারটি সনেটে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে পুনর্যোজিত করে কবি শেকস্‌পীরীয় রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। ১. মুকুর: কবিতাসুন্দরী, কল্পনা বিহঙ্গ। ২. মঞ্জরী: নূপুর, প্রকৃতি।

‘উর্ম্মিকা’র ‘পরিচয়’ সনেটটির মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। এই কাব্যগ্রন্থের ‘আয়োজন’ শীর্ষক সনেটটি প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত তথাকথিত ফরাসি রীতিতে রচিত। সনেটটির স্তবকগঠন ৪+৪+২+৪; এবং মিলবিন্যাস পদ্ধতি

হলো কখখক, কখখক, তত, পঙপঙ। 'মঞ্জরী' কাব্যগ্রন্থের 'রূপকথা' শীর্ষক সনেটটি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। অষ্টক দুই মিলের দুটি চতুষ্কে এবং ষট্‌ক দুই মিলের ত্রিকবন্ধে গঠিত। সনেটটিতে আবর্তনসন্ধিও রয়েছে। সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি :

বিজন-প্রাসাদ-কক্ষ রূপে আলো করি
রাজার কুমারী ছিল নিদ্রা-নিমগণ ;
রাজপুত্র আসি সেথা—বাহি মায়াতরী—
সোনার কাঠিতে তারে স্পর্শিল যেমন,—
অমনি নয়ন মেলি চাহিল সুন্দরী,
দিকে দিকে বিকশিল নব জাগরণ,
নীরব বিহঙ্গকুল উঠিল কুহরি,
ফুটিল কুসুমরাশি, ছুটিল পবন।

একি শুধু রূপকথা,—আর কিছু নয়,
শৈশব কল্পনা গড়া ছবি অসম্ভব!—
না, না,—এতো নহে শুধু কাহিনী নিশ্চয়,
যৌবন প্রভাতে আজি করি অনুভব,—
রাজার কুমারী—সে যে আমারি হৃদয়,
সোনার কাঠির স্পর্শ—প্রেম-দৃষ্টি তব!

[রূপকথা : মঞ্জরী, পৃ. ১১]

সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি রূপকথার চিরন্তন রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেম-কাহিনী বর্ণনা করে ষট্‌কে নিজের প্রিয়া এবং আত্মস্বরূপের মধ্যেই রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রেমলীলাকে অনুভব করেছেন।

রমণীমোহন তাঁর শিথিল-শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত চারটি সনেটেও আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই আবর্তনসন্ধিতে নিম্নলিখিত তিন প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে :

১. উপমেয় থেকে উপমান—মুকুর : কল্পনাবিহঙ্গ।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—মুকুর : ছুটিকথা। মঞ্জরী : নূপুর।
৩. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর—মঞ্জরী : প্রকৃতি।

রমণীমোহন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তাঁর সমস্ত সনেট রচনা করেছেন। 'মুকুরে'র

'কবিতাসুন্দরী' সনেটটিতে তিনি কুড়ি মাত্রা ব্যবহার করেছেন। বাকি তেরটি সনেটই চৌদ্দমাত্রায় রচিত।

রমণীমোহন মাত্র চৌদ্দটি সনেট লিখেছেন। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি সনেটেই তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত তিনটি সনেট-রীতি অনুসরণ করেছেন। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর সনেটগুলি বৈচিত্র্যময়। চৌদ্দটি সনেটে তিনি নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বিষয়-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

১. প্রেম—মুকুর : দুটিকথা। মঞ্জরী : রূপকথা, নূপুর, সন্ধ্যাদীপ। ঊর্মিকা : আয়োজন, পূজারিণী, সন্ধান।
২. সারস্বতকথা—মুকুর : কবিতাসুন্দরী, কল্পনাবিহঙ্গ, কল্পনাভ্রমর।
৩. প্রকৃতি—মঞ্জরী : প্রকৃতি।
৪. তত্ত্ব—ঊর্মিকা : পরিচয়, ঐশ্বর্য।
৫. মাতৃভূমি—ঊর্মিকা : সাধ।

১১

সরোজকুমারী দেবী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রিকায় গল্প-কবিতা লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সরোজকুমারী দেবী-র (১৮৭৫-১৯২৬) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুটি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অশোকা'য় (১৯০১) ২৮টি সনেট সংকলিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ 'শতদলে'র (১৯১০) কবিতা সংখ্যা একশত। এর মধ্যে ৭৮টি চতুর্দশপদের কবিতা। কিন্তু ৬৭টিই সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। রবীন্দ্র-সমসাময়িক বহু কবির আদর্শে তিনি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট রচনার ভ্রান্ত পথ বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন।

সরোজকুমারী ৩৯টি কবিতায় সনেট-পন্থী মিল যোজনা করেছেন। এবং সর্বত্রই শেকস্পীরীয়-রীতি অনুসৃত হয়েছে। তাঁর এই সনেটগুলির অধিকাংশ যদিও এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত কিন্তু সর্বত্রই তিন চতুষ্ক বিভাগ এবং অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। অবশ্য শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত ৩৯টি সনেটের মধ্যে ২৪টির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মতই তিনি এই

২৪টি সনেটে অষ্টকের একটি বা দুটি মিল ষট্‌কে, কিম্বা প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করে শিথিল-শেকস্‌পারীয় সনেট রচনা করেছেন। তাঁর পনেরটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয়-রীতিতে রচিত। কাব্যগ্রন্থানুসারে এই সনেটগুলি নিম্নরূপ—অশোকা : নববিধবা, নগেন্দ্র, নবকুমার, হেমচন্দ্র, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, অমরনাথ, বাতায়নে, নদীতীরে, রাজর্ষি জনক, পিতৃস্নেহ। শতদল : ৫২,৫৭,৬৩,৮৯।

সরোজকুমারী এই পর্বের অন্যান্য কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সাধ্যানুসারে শেকস্‌পীরীয়-রীতিতে সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। আমরা এখানে তাঁর এই রীতিতে রচিত একটি সনেট উদ্ধার করছি :

সুনীল সে সিন্ধুতটে তুমি আত্মহারা,
দেখিতেছ বনরাজি শ্যামল তমাল।
উচ্ছ্বসিয়ে কূলে পড়ে নীল ঊর্মিধারা,
আর সেই বিকশিত লতিকা রসাল।
প্রকৃতির ধ্যানে মুগ্ধ আপনা পাশরি,
তাই এসেছেন দেবী সম্মুখে তোমার।
কুঞ্চিত অলোকজাল মুখখানি ঘেরি,
ছেয়েছে মেঘের মত ছায়া পূর্ণিমার।
রূপে মুগ্ধ প্রাণ মন হারালে আপনা,
বনহরিণীরে কেন প্রেমের শিকল ?
সে কি গো মিটাতে পারে প্রেমের বাসনা,
সিন্ধুবারি সম যার হৃদয় চঞ্চল ?
অবিশ্বাস করে তারে এ সন্দেহ হায়,
কলঙ্ক চাঁদের শুধু, নাহিক তাহায়।

[নবকুমার : অশোকা, পৃ: ১৪৮]

সরোজকুমারীর সনেটের ছন্দ চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। সনেটগুলির মধ্যে তাঁর নারীহৃদয়ের নানা অনুভব সহজ ভাষায় বিবৃত হয়েছে। ‘শতদলে’র সনেটগুচ্ছে পতিহীনা নারীর পরম বেদনা ভগবানে আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রশান্তি লাভ করেছে। ‘অশোকা’র সনেটগুলির অন্যতম সুর পতিপ্রেম। এই গ্রন্থে কাব্যরসোদ্গার-বিষয়ক কিছু সনেট সংকলিত হয়েছে, এগুলির মধ্য দিয়েও কবির প্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে।

'অশোকা'য় অন্য বিষয়ক কিছু সনেট আছে। বিষয়ানুসারে এই কাব্যের ২৮টি সনেট নিম্নলিখিত চার পর্যায়ে বিভক্ত।

১. প্রেম : ভুলে যাওয়া, অতীত-১,২, একটি কথা, একটি কিরণ।
২. কাব্যরসোদ্গার : গোবিন্দলাল, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্র, নবকুমার, হেমচন্দ্র, পশুপতি, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, জগৎসিংহ, ওসমান, ব্রজেশ্বর, অমরনাথ, শচীন্দ্র, সীতারাম, পরিত্যক্তা, রাজর্ষি জনক।
৩. প্রকৃতি : বাতায়নে, নদীতীরে।
৪. শোক : নববিধবা-১,২, পিতৃস্নেহ।

১২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রথম পর্বের কাব্যসাধনায় নবরোমান্টিক পর্বের কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও স্পষ্ট। মোটামুটিভাবে 'তীর্থসলিল' থেকে তাঁর স্বকীয় কবিকণ্ঠের উচ্চারণ ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতা সম্পর্কে এই উক্তি সাধারণ-ভাবে তাঁর সনেট সম্পর্কেও সত্য। 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রথম পর্বের সনেটগুলি সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছের গঠন ও মিল-বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। এক্ষেত্রে তিনি সনেট রচনায় মূলত শেকস্পীরীয় আদর্শকে গ্রহণ করেছেন, তবে এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ সনেটের মিলবিন্যাস অবিন্যস্ত। পরবর্তীকালেও তিনি শেকস্পীরীয় রীতিতে সনেট রচনা করেছেন এবং সে সব ক্ষেত্রে এই রীতির যথাযথ রূপায়ণে প্রায় সর্বত্রই তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথম পর্বের সনেট-সম্পর্কিত অস্পষ্ট ধারণা অতিক্রম করে পরবর্তী সময়ে এই রীতির যথাযথ রূপায়ণ ঘটিয়ে তিনি সচেতন শিল্পী-মানসের পরিচয় দিয়েছেন। অন্তিম পর্বে 'অভ্রআবীরে'র সনেটগুচ্ছে তিনি ক্লাসিকাল-রীতিকেই সনেটের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সনেট-কলাকৃতিরও ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের সনেট সংখ্যা খুব বেশি নয়। সারা জীবনে তিনি মাত্র ৩৭টি মৌলিক সনেট রচনা করেছে।[১৮] কাব্যগ্রন্থানুসারে সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ: ১. বেণু ও বীণা (১৯০৬) ১৬টি। ২. তীর্থসলিল (১৯০৮) ১টি। ৩. ফুলের ফসল (১৯১১) ২টি। ৪. কুহু ও কেকা (১৯১২) ৩টি। ৫. অভ্র আবীর (১৯১৬) ১৩টি। ৬. বেলাশেষের গান (১৯২৩) ১টি। ৭. বিদায় আরতি (১৯২৪) ১টি।

সত্যেন্দ্রনাথের ৩৭টি সনেটের ২১টি ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত। কয়েকটি সনেটে তিনি স্তবকসজ্জার অভিনব পরীক্ষা করেছেন। 'বেণু ও বীণা'র 'মমির হস্ত-২' সনেটের গঠন ২+৪+৪+৪, 'অভ্রআবীরে'র 'ডেভিডহেয়ার' এবং 'আচার্য ত্রিবেদী' সনেটদ্বয়ের স্তবকসজ্জা যথাক্রমে ৪+৬+৪ ও ৪+৮+২।

তাঁর ২০টি সনেটে শেকস্‌পীয়র-পন্থী মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ১২টি সাত মিলের খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। ১. বেণু ও বীণা: আলোকলতা, ঝড় ও চারাগাছ, অরণ্যেরোদন, অক্ষয়বট, শাহারজাদী। ২. তীর্থসলিল: সমাপ্তে। ৩. ফুলের ফসল: নব মেঘোদয়, কেলিকদম্ব। ৪. কুহু ও কেকা: লরেল, মেথর। ৫. বেলাশেষের গান: ইচ্ছামুক্তি। ৬. বিদায় আরতি: কোন নেতার প্রতি। এ ছাড়া 'বেণু ও বীণা'র 'প্রবালদ্বীপ' সনেটটিরও সাত মিল। তবে তিন চতুষ্কের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী।

সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত ছ'টি সনেটের গঠন শেকস্‌পীরীয়, তবে প্রতি ক্ষেত্রেই কবি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে এই রীতির সামান্য ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। বেণু ও বীণা: চিত্রার্পিতা, উল্কা, স্বর্ণগোধা, আগ্নেয়দ্বীপ, অপূর্বসৃষ্টি। কুহু ও কেকা: রামধনু।

'বেণু ও বীণা'র 'মমির হস্ত-২' সনেটটির বিচিত্র স্তবকসজ্জার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ছ' মিলে রচিত এই সনেটটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের 'দেবতার স্থান' সনেটেরও মিল সংখ্যা ছয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় চতুষ্কের একটি মিলে অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মক গঠিত।

আমারা আগেই বলেছি সত্যেন্দ্রনাথের ২০টি সনেট শেকস্‌পীয়র-পন্থী। প্রসঙ্গত এই রীতির একটি সনেট উদ্ধার করছি:

মেঘলা মেদুর আলো স্মৃতির ভুবনে,—
যেথায় কালিন্দী-ধারা বয়ে যায় ধীরে,—
আমি ফুটি সেইখানে ; সজল পবনে
প্রথম যে শান্তি-জল আমি ধরি শিরে।

আমারে ঘিরিয়া চির রাস-রথোল্লাস,
প্রতি রোমকূপে মোর মিলন মাধুরী ;
সুষমা সৌরভে মিল,—অপূর্ব বিকাশ,
কাঞ্চনে মণিতে মিল, লাবণ্যের ঝুরি !

পুলক-অঞ্চিত আমি জনমে জনমে,
স্মরণ-সরণী পরে, প্রাবৃটের পুরে !
মিশায়েছি গোরচনা চন্দনে বিভ্রমে,—
মেখেছি ললাটে তাই—দেখেছি বন্ধুরে !

ওগো বন্ধু ! ওগো মেঘ ! শ্যামল ! শীতল !
আমি চির-আনন্দের অখণ্ড-মণ্ডল।
[কেলিকদম্ব : ফুলের ফসল, পৃ'৬৩]

সমাসোক্তি অলংকারে বিবৃত খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটে কবি প্রকৃতিলোকের আনন্দোল্লাস নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন।

'অভ্রআবিরে'র 'বৃন্দাবনে' ও 'ডেভিডহেয়ার' সনেটদুটিতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে মিল যোজনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় বাঙালী কবিরা যে তথাকথিত ফরাসি রীতিতে সনেট রচনায় ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছেন এই সনেট দুটি তারই প্রমাণ। এখানে এই ধারার একটি সনেট উদ্ধার করছি।

"বন হল বৃন্দাবন শ্যামচন্দ্র বিনে"—
এ কান্না কেঁদনা আর কেহ অতঃপর,
দেখে যাও বৃন্দাবন হয়েছে শহর ;
কার সাধ্য ওরে আজ নিতে পারে চিনে ?
হরি হেথা নাই বলি নিকুঞ্জে বিপিনে

হরিতেরও চিহ্ন নাই ; ধূলিতে ধূসর
নিধুবন ঘিরিয়াছে প্রাচীর দুস্তর ।
মাধবের মাথা ইঁট করগেট টিনে ।

বন নাই বৃন্দাবনে, হায় বনমালী,
ধূলা বালি ইঁট কাঠ ইমারৎ খালি ।

মানুষের কাণ্ড দেখে মরমেতে মরে
সরে গেছে এক পাশে যমুনা তোমার ;
এস না এস না শ্যাম এ শুষ্ক শহরে,
বৃন্দাবনে বনমালা মিলিবে না আর ।

[বৃন্দাবনে : অভ্রআবীর, পৃ° ১৮৭]

সনেটটিতে শুধুরীতিই নয় প্রমথ চৌধুরী-সুলভ ব্যঙ্গ প্রবণতাও লক্ষণীয় ।

সত্যেন্দ্রনাথ ১৫টি সনেটের মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয় রীতি অনুসরণ করেছেন। সনেটগুলির সর্বত্রই অষ্টক দুই মিলের সংবৃত চতুষ্ক-যুগলে গঠিত। 'বেণু ও বীণা'র 'মর্মর হস্ত-১' 'মেঘের বারতা' এবং 'অভ্রআবীরে'র 'টিকিমেধ যজ্ঞে'র ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। নিম্নলিখিত পাঁচটি সনেটের ষট্‌কের মিলে ত্রুটি নেই, তবে অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে :

বেণু ও বীণা : স্বর্গাদপি গরীয়সী ।

অভ্রআবীর : লাজাঞ্জলি, মহাকবি মধুসূদন, শতবার্ষিকী, আচার্য ত্রিবেদী ।

ক্লাসিকাল রীতির সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজনার প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালের কবিরা কবিগুরুর এই রীতি অল্প-বিস্তর অনুসরণ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

কবির 'অভ্রআবীরে'র 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', 'পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি,' ও 'রূপনারায়ণ' পাঁচ মিলের খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের 'সমুদ্রপান,' 'মহানদী' ও 'দীনবন্ধু মিত্র'ও মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয়, তবে এক্ষেত্রে মিলসংখ্যা চার। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য যে, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কোন রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনার চেষ্টা করেন নি। সুতরাং তাঁর ক্লাসিকাল রীতিতে রচিত সনেটগুলি মূলত মিল্টনীয় সনেটে পর্যবসিত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেআমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

হে নীলাম্বু! হে বিস্ময়! ইন্দ্রনীল নীলাম্বর সাথী!
সূর্য্যের বারুণী সুরা! যোদ্ধ দেবতার বীর পান!
আসিয়াছে শূন্য শুষ্ক;—অন্তরের তৃষ্ণার নির্ব্বাণ
কহিবারে চাহি ওহে! দ্রবীভূত অন্ধ অমারাতি!

চাহিনা অমূল্য মনি, মানিক্য সৌক্তিক দিব্যভাতি,
কিম্বা সমুদ্রের মুদ্রা; আমি চাহি মহা মহীয়ান
গূঢ় তব গরিমার সুদুর্লভ দুর্জ্ঞেয় সন্ধান;
ক্ষুদ্র দেহে রুদ্র মোরা সিন্ধু গ্রাসী অগস্ত্যের জাতি।

সর্ব্বরস রত্নাকরে পিয়ে লব একটি গণ্ডুষে,
পূর্ণ হব সর্ব্ব রসে বজ্রগর্ভ মেঘের মতন;
সমুদ্রের মহাদ্রোণী পরিণত করি রিক্ত তুষে
উদ্ঘাটির পাতালের বিচিত্র প্রবাল কুঞ্জবন;
শূন্য পরিপূর্ণ হবে সপ্তসাগরের সার শুষে—
আহরিব আত্মা মাঝে অমৃত সমুদ্র অসেবন।

[সমুদ্র পান : অভ্রআবীর, পৃ ১৭৭]

আঠার মাত্রার মহাপয়ারে রচিত সনেটটিকে ক্লাসিক গাম্ভীর্য ও ভাবসমুন্নতি লক্ষণীয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-সুনিপুণ কবি। ছন্দের বিচিত্র ব্যবহারে অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী বলে তিনি বাংলা সাহিত্যে 'ছন্দের যাদুকর' বলে অভিহিত। কবিতার বিচিত্র কলাকৃতি রচনায়ও তাঁর দক্ষতা অসামান্য। তবে সনেটের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের নির্দেশিত পথই অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রায় সমস্ত সনেটের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, দশটি আঠার মাত্রার এবং ছাব্বিশটি চৌদ্দ মাত্রার।

তিনি একটি মাত্র সনেট—'বেলাশেষের গান'-এর 'ইচ্ছামুক্তি' স্বরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন। এই পর্বের কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীও সনেট রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এই পথে বেশি দূর অগ্রসর হন নি। সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টাও পরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ। কারণ দ্বিতীয়বার তিনি এই দুলকি চালের ছন্দে সনেট রচনায় ব্রতী হন নি।

সত্যেন্দ্রনাথের ৩৭টি সনেটের মধ্যে প্রায় ২৭টি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী কবিচেতনা বক্তব্য প্রকাশের পক্ষে এই ছন্দকেই সহজসাধ্য বলে গ্রহণ করেছে। কবি কিন্তু সনেটে শব্দের ধ্বনি-সংগীতের আবেদন সৃষ্টির প্রতি যথাযথ মনোযোগ প্রদান করেছেন। তাঁর সনেটের অন্ত্যমিলে সংগীতগুণসম্পন্ন স্বরান্ত মিলের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ৩৭টি সনেটে ব্যবহৃত মোট ২১৩টি মিলের মধ্যে ১২৫টিই স্বরান্ত মিল।

বিষয়বিন্যাসে সত্যেন্দ্রনাথের সনেটগুলি নিম্নরূপ :

১. প্রকৃতি—বেণু ও বীণা : আলোকলতা, উল্কা, প্রবালদ্বীপ, আগ্নেয়-দ্বীপ, ঝড় ও চারাগাছ, মেঘের বারতা। ফুলের ফসল : নবমেঘোদয়, কেলিকদম্ব। কুহু ও কেকা : রামধনু। অভ্রআবীর : পূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্রের প্রতি, সমুদ্রপান, মহানদী, রূপনারায়ণ।

২. তত্ত্ব—বেণু ও বীণা : মসির হস্ত-১, ২, অরণ্যেরোদন, অপূর্ব্বসৃষ্টি, চিত্রার্পিতা, অক্ষয়বট, শাহারজাদী দেবতার স্থান। কুহু ও কেকা : লরেল, মেথর।

৩. কাব্যরসোদ্গার—বেণু ও বীণা : স্বর্ণগোধিকা।

৪. দেশপ্রেম—বেণু ও বীণা : স্বর্গাদপি গরীয়সী। অভ্রআবীর : লাজাঞ্জলি।

৫. আত্মকথা—তীর্থসলিল : সমাপ্তে।

৬. ব্যঙ্গ—অভ্রআবীর : টিকিমেধ যজ্ঞ, বৃন্দাবনে। বিদায় আরতি : কোন নেতার প্রতি।

৭. কবি-কোবিদতর্পণ—অভ্রআবীর : কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, শতবার্ষিকী, ডেভিডহেয়ার, আচার্য ত্রিবেদী। বেলাশেষের গান : ইচ্ছামুক্তি।

লক্ষণীয় এই যে সত্যেন্দ্রনাথ প্রেম-বিষয়ক কোন সনেট রচনা করেন নি। উল্লিখিত বিষয় বিভাগের শেষ চার পর্যায়ের সনেটগুচ্ছে তাঁর সমকালের ছায়াপাত ঘটেছে। 'আধুনিক' বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদ, তথ্যনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার যে প্রসার ঘটেছে তার সূত্রপাত সত্যেন্দ্রনাথে। তাঁর সনেটগুচ্ছেও এই কবিচেতনা ভাষা পেয়েছে, সেই দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সনেটগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে।

১৩

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

এই পর্বের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৮৩-১৯২৩) শেক্সপীরীয় গোত্রের সনেটকার। তাঁর 'অঞ্জলি' (১৯০৭) এবং 'ধ্যানলোক' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে ১৮টি ও ২৫টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে 'অঞ্জলি'র দশটি এবং 'ধ্যানলোকে'র ছ'টি মাত্র সনেট। বাকি সাতাশটি সাত পয়ারবন্ধে অথবা সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী। সনেটের স্তবক গঠনের দিক থেকে তিনি মূলত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৮টি সনেট ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে এবং ৭টি এক স্তবকে সজ্জিত। 'ধ্যানলোকে'র 'জীবনসর্ব্বস্ব' ৬+৪½+৩½ রীতির বিচিত্র স্তবকবন্ধে গ্রথিত। তাঁর এই ষোলটি সনেটের মধ্যে পনেরটির অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে এবং তেরটি তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে গঠিত। অর্থাৎ সনেটের গঠনের দিক থেকে তিনি শেক্সপীরীয় রীতিই সম্পূর্ণত অনুসরণ করেছেন। সনেটের মিলবিন্যাসের দিক থেকেও তিনি এই রীতির অনুগত। তাঁর ষোলটি সনেটের মধ্যে নিম্নলিখিত আটটি খাঁটি শেক্সপীরীয় রীতির রচনা।

অঞ্জলি : নিবেদন, আশ্বাস, প্রেমের বন্ধন, প্রার্থনা, অসমাপ্ত।
ধ্যানলোক : অতৃপ্ত, নিবেদন, প্রার্থনা।

'অঞ্জলি'র 'শত্রুমিত্র', 'মতভেদ' এবং 'ধ্যান' এই তিনটি সনেটেও শেক্সপীরীয় রীতির সাত মিল ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রথম দুটি সনেটের প্রথম দুই চতুষ্ক এবং তৃতীয়টির তিনটি চতুষ্কই সংবৃত মিলে গঠিত। এছাড়া তাঁর বাকি পাঁচটি সনেটের চারটিতে ('অঞ্জলি'র 'উদ্দেশ্য' এবং 'ধ্যানলোকে'র 'অভিমান', 'অধিকার' ও 'জীবনসর্ব্বস্ব') শেক্সপীরীয় গঠন থাকলেও মিলবিন্যাসে কিছু না কিছু অনিয়ম ঘটেছে। তাঁর 'অঞ্জলি'র 'বউ কথা কও' সনেটটি বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক রীতিতে রচিত, মিলবিন্যাস : কখখক গঘগঘ ঙপঙ ঙপঙ।

জীবেন্দ্রকুমারের সনেটের ভাবকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের প্রভাব স্পষ্ট। ভক্তি ও আত্মনিবেদন-ই তাঁর সনেটের মুখ্য সুর।

তাঁর সনেটের ছন্দ চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত, পাঁচটিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। 'অঞ্জলি'র 'প্রার্থনা'-শীর্ষক সনেটটি আঠার মাত্রায় রচিত।

রবীন্দ্রসমসাময়িক পর্বের অন্যান্য কবিদের মত জীবেন্দ্রকুমারও তাঁর শেক্সপীরায় রীতির দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই দুটি সনেট 'অঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এর মধ্যে 'শত্রুমিত্রে' পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে এবং 'উদ্দেশ্যে' প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোকে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। প্রসঙ্গত 'শত্রুমিত্র' সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি :

আমি আপনার শত্রু। মোর মত হেন
কেহ নাহি অবনীতে অরাতি আমার।
কামক্রোধ-লোভ-মোহ-পাপে অনিবার
আমারে বিনাশি আমি! অনলেতে যেন
ক্ষুদ্র কীট স্বইচ্ছায় জ্বালায় আপনা।
কর্ম্মের প্রাসাদে রচি বিচার বিহীন
তারি মাঝে জন্ম জন্ম হইয়া আসীন
আমি যে আমারে দেই অকথ্য যাতনা।
বিরাট অম্বর হতে রেণুকণাবধি
যা কিছু ইহার মাঝে করিছে বিরাজ—
সকলে আমারে প্রীতি দিয়ে নিরবধি
অজস্র স্নেহেতে রাখে আপনার মাঝ!
মুগ্ধ চিত্তে ভাবি তাই হয়ে আত্মহারা—
আমি যে আমার শত্রু, মিত্র বসুন্ধরা!

[অঞ্জলি, পৃ ৬৯]

শেক্সপীরীয় মিলে রচিত এই সনেটটির অষ্টকের মিল-গ্রন্থন লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে কবি চারমিলের সংবৃত-ধর্মী দুই চতুষ্কে অষ্টক গঠন করেছেন। অষ্টকে কবি নিজেকেই নিজের শত্রু বলে মনে করে নিজেকে 'অকথ্য যাতনা' দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। ষট্‌কবন্ধে কবি প্রকৃতিলোকে লক্ষ্য করেছেন অন্য লীলা। প্রকৃতিলোকের প্রতি 'রেণুকণা' তাঁকে 'অজস্র স্নেহে' প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কে শত্রু-মিত্রের দ্বৈতরূপ আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৪

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

'সনেট' (?) কান্তিচন্দ্র ঘোষে-র (১৮৮৬-১৯৪৮) একটি মাত্র কাব্যসংকলন। গ্রন্থটিতে ৩৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে উৎসর্গ-কবিতাটি সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী, বাকি ৩৬টি সনেট। প্রত্যেকটি সনেট চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। 'আশীর্ব্বাদী' ও 'মনোমোহন ঘোষ'-শীর্ষক চারটি—এই মোট পাঁচটি সনেট ব্যক্তিবন্দনা-মূলক। অবশিষ্ট ৩১টি সনেটই প্রেম-বিষয়ক। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছোঁয়া থাকলেও ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গ প্রেমচেতনাই এই সনেটগুলির মূল সুর। কোন কোনটি আবার বিরহ-বেদনায় অভিষিক্ত।

বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত পেত্রার্কীয়, শেক্সপীরীয় ও তথাকথিত ফরাসি এই তিন রীতিকে আদর্শ করে কান্তিচন্দ্র তাঁর 'সনেট' গ্রন্থের সনেটগুলি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম নয়টি সনেট প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতিতে রচিত। স্তবক গঠন সর্বত্রই ৮+২+৪। 'প্রেম', 'প্রেম-সমাধি', 'চিরন্তনী', 'যদি', 'বিস্মরণে', 'অ্যালবামে', 'নিরর্থক' শীর্ষক সাতটি সনেটের মিলবিন্যাস কখখক, কখখক, তত, পঙপঙ। প্রথম দুটি ছাড়া বাকি পাঁচটিতেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এর মধ্যে 'যদি' ও 'নিরর্থকে' অষ্টম পংক্তির পর এবং বাকি তিনটিতে প্রমথ চৌধুরীর কিছু সনেটের মত দশম পংক্তির পর আবর্তন-সন্ধি স্থান পেয়েছে। প্রমথ-রীতিতে রচিত 'মিলনাকাঙ্ক্ষায়' ও 'বিরহাকাঙ্ক্ষা' সনেটদুটির মিলবিন্যাস ত্রুটি পূর্ণ। 'মিলনাকাঙ্ক্ষা'য় অষ্টকের একটি মিল শেষ চতুষ্কে এবং 'বিরহাকাঙ্ক্ষা'য় ষট্ক-শীর্ষের মিত্রাক্ষর যুগ্মকে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল গৃহীত হয়েছে।

কান্তিচন্দ্রের প্রমথ-রীতির উদাহরণ হিসাবে এখানে 'নিরর্থক' সনেটটি উদ্ধৃত করছি :

যে মালিকা শোভে ওই কণ্ঠেতে তোমার,
মোর শিরে তুলি দিবে কী গৌরব মানি ?
মুছাইয়া চিরতরে অতীতের গ্লানি
আঁকি দিয়ে জয়চিহ্ন ললাটে আমার ?
যে দৈন্য, সংকোচ, ভয় মনে বারবার

জাগি উঠি বাহিরায় লাজরুদ্ধ বাণী—
আজিকে করিবে দূর কি মন্ত্র বাখানি'—
কেন আজি এ বিপুল পূজার সম্ভার ?

এ মালা ফিরায়ে লহ—সাজে কি আমারে ?
অচেনা অতিথি আমি অজানা দুয়ারে !

আরতির দীপ জ্বালা হবে সমাপন—
দেখিবে নয়নে লেখা লগ্ন আজি গত ।
শুনিবে দুয়ার-পথে পাতিয়া শ্রবণ—
বিসর্জ্জনী সুর সেথা বাজিছে নিয়ত ।
[সনেট, পৃঃ ৯]

সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে কবি প্রমথ চৌধুরীর আদর্শেই সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পূর্বসূরীর মত তিনিও ফরাসি সনেটের ষট্‌কবন্ধের গঠন কৌশল সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত ছিলেন না। কিন্তু পেত্রার্কীয় সনেট রচনায় তিনি গভীর রীতিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই রীতিতে রচিত ৯টি সনেটের স্তবকসজ্জা ৮+৩+৩ এবং মিলবিন্যাস কখখক, কখখক, তপত, পতপ। সর্বত্রই অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে এবং ষট্‌ক বিবৃতধর্মী দুই মিলের দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত। এই ধারার সনেটগুলি হলো—'জয়ে,' 'পরাজয়ে, 'সফল,' 'বিফল' 'মানবী,' 'রূপমুগ্ধ,' 'স্মৃতিছায়া,' 'নবদৃষ্টি' ও 'আশীর্ব্বাদী'। এর মধ্যে 'জয়ে' ও 'সফল' ব্যতীত অবশিষ্ট সাতটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে। তবে আবর্তনসন্ধি রচনায় কোন বৈচিত্র্য নেই। তাঁর আবর্তনসন্ধি-বিশিষ্ট তথাকথিত ফরাসি ও পেত্রার্কীয় দুই ধারার সনেটেই ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে।

কান্তিচন্দ্রের ১৮টি সনেট শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। সর্বত্রই স্তবকগঠন ৮+৪+২। প্রত্যেকটিতেই তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক বিভাগ আছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত বারটি সাতমিলের খাঁটি শেকস্‌পারীয় মিলে বিন্যস্ত : মিলনে, বিরহে, অকথিত, বাদলে, সুরে, ভ্রষ্টলগ্ন, অনুতপ্ত, মনোমোহন ঘোষ-২,৩, ৪, স্মরণে-১,৪ ।

শেকস্‌পারীয়-রীতিতে রচিত—অদৃষ্টা, অজানিত, মনোমোহন ঘোষ-১,

বিদায়ে ও স্মরণে-২,৩ শীর্ষক দু'টি সনেটের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়ে শেকস্‌পীরীয়-রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছে।

কান্তিচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের প্রথম সারির কবি নন। তাঁর কৃত ওমর খৈয়ামের অনুবাদ রসিক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। অভিজাত-সুলভ বিদগ্ধ রুচিই ছিল তাঁর জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্য। তিনি একটি মাত্র মৌলিক কাব্যগ্রন্থের লেখক। সনেটই তাঁর একমাত্র কাব্যমাধ্যম। তাঁর সময়ে প্রচলিত তিন-রীতির সনেটে কাব্যের পসরা সাজিয়ে এই কলাকৃতির প্রতি তাঁর অভ্রান্ত আনুগত্যের পরিচ্ছন্ন প্রমাণ রেখেছেন।

১৫

কালিদাস রায়

রবীন্দ্রানুসারী কবিগণের মধ্যে কালিদাস রায় (জন্ম ১৮৮৯) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িকালের কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ২৮টি চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যে ৮টি সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী। বাকি ২০টি মাত্র সনেট। তাঁর ১৬টি সনেট সংকলিত হয়েছে 'ক্ষুদকুঁড়া (১৯২২) কাব্যগ্রন্থে, আর দুটি করে চারটি সনেটে আছে 'পর্ণপুট' (১৯১৪) এবং 'লাজাঞ্জলি' (১৯২২) গ্রন্থে।

সনেট রচনায় কালিদাস রায় শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেট যদিও একই স্তবকবন্ধে সজ্জিত, তবু প্রত্যেকটিতে তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক বিভাগ আছে। ২০টির মধ্যে নিম্নলিখিত ন'টি সনেটে তিনি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিল ব্যবহার করেছেন—পর্ণপুট : রজনীশেষে, শেষ। ক্ষুদকুঁড়া : তৃষ্ণা, বিদায় না আহ্বান, সনেট-৮,১২,১৩,১৫। লাজাঞ্জলি : দারিদ্র্য।

'ক্ষুদকুঁড়া' গ্রন্থের ১,২,৪,৫,৬,৭,৯,১০,১৪ ও ১৬ সংখ্যক সনেটে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে কবি রীতিভঙ্গ দোষ ঘটিয়েছেন। 'লাজাঞ্জলি' গ্রন্থের 'আর্যাবর্ত' সনেটটির অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত, কিন্তু ষট্‌কে অষ্টকের একটি মিল যোজিত হওয়ায় কবির ক্লাসিকাল সনেট রচনার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কালিদাস রায় সনেট চর্চায় শেকস্‌পীরীয় রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই রীতিতে রচিত একটি সনেট আমরা এখানে উদ্ধার করছি :

আমারে গড়েছ তুমি নূতন করিয়া,
আমাতে জাগালে তুমি আমার দেবতা।
এ হৃদি অরণ্য মাঝে হে তাপসী প্রিয়া
ঝঙ্কৃত করিলে তুমি অমৃত বারতা।
দিতে গিয়ে তব নামে প্রাণের আহুতি
তোমার আড়ালে হেরি আরো দুটি পাণি,
তব প্রেমানন্দ মাঝে হলো অনুভূতি
কোন্ চিদানন্দ, যার সত্তা নাহি জানি।
অতীতের 'আমি' পানে চেয়ে দেখি যত,
পৃথক জীবন বলি মনে মোর লয়,
নূতন উষায় ধরা আবার জাগ্রত,
হইল নিজের প্রতি শ্রদ্ধার উদয়।
তদ্‌গত করিয়া প্রিয়ে সৃজিয়াছ মোরে
তব অপূর্ব্বতা দিয়ে চিত্ত দিলে ভরে'।
[৮ সংখ্যক সনেট, ক্ষুদকুঁড়া, পৃঃ ৮৮-৮৯]

কবির অন্তরঙ্গ হৃদয়সংবাদ হিসাবে কবিতাটি সার্থক গীতিকবিতা হলেও এর গঠনশৈলীতে শেকস্‌পীরীয় সনেটের তীব্র ভাবোচ্ছ্বাস নেই। অর্থাৎ কবি তাঁর সনেটে শেকস্‌পীরীয় রীতির বহিরঙ্গ-রূপই অনুসরণ করেছেন—অন্তরঙ্গ-রূপ নয়। সনেটটির ভাববস্তুও লক্ষণীয়। এখানে কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার সম্মিলন ঘটেছে। তাঁর অধিকাংশ সনেটের মুখ্য অবলম্বনও তাই।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে কবি প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁর সমস্ত সনেট চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নেই।

১৬

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানসী-পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯) প্রায় চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। কবিতার বিভিন্ন কলাকৃতির সঙ্গে তিনি সনেটেরও চর্চা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ৩৭টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি সনেট, বাকি ২৫টি সাত মিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী। তাঁর ১২টি সনেটের ৫টি 'মন্দিরা' (১৯১৩), ২টি 'সপ্তস্বরা' (১৯১৪), ২টি 'কায়া ও ছায়া' (১৯৪১) এবং ৩টি 'নামাবলী' (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সনেটগুলির ৫টি এক স্তবকে এবং ৬টি ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'মন্দিরা'র 'প্রকৃতির মহাপ্রাণ' সনেটটিতে ৪+৬+৪ চরণের বিচিত্র স্তবক বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। সনেটের মিল রচনায় কবি একান্তভাবে শেকস্পীয়র-পন্থী। তাঁর সমস্ত সনেটে তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক বিভাগ আছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ন'টি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত। ১. মন্দিরা : আবাহন, রজনীকান্তের প্রতি, প্রকৃতির মহাপ্রাণ, লহরী, সূর্যাস্ত। ২. সপ্তস্বরা : মধুসূদন, আগমনী। ৩. কায়াও ছায়া : নারী। ৪. নামাবলী : রবীন্দ্রনাথ। 'কায়াও ছায়া'র 'হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্র' এবং 'নামাবলী'র 'সুধীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সনেটদুটির মিল সংখ্যা সাত। তবে এই দুই ক্ষেত্রে কবি তিনটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে ষট্‌ক রচনা করেছেন। 'নামাবলী'র 'সুবোধচন্দ্র' সনেটটির মিলবিন্যাসও অনিয়মিত। এক্ষেত্রে তিনি প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করেছেন।

সনেটের গঠনে ও মিলবিন্যাসে বসন্তকুমার শেকস্পীরীয় রীতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই রীতিতে রচিত তাঁর একটি সনেট এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করছি :

শত শ্রান্ত দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ তরে গড়ি
বিচিত্র মর্ম্মরহর্ম্ম্য নর্ম্ম সুনির্ম্মল,
রতন সম্ভবা বক্ষ অঙ্কশূন্য করি,
সাধিতেছে তপোলোকে কোন তপোবল ?

কোন জ্যোতির্ম্ময় দেশে আছ জ্যোতিষ্মান্
জানি না কোথায় পুন কার গৃহাঙ্গনে, '
করিতেছ মধুচক্র বুঝি বা নির্ম্মাণ
পূর্ণ করি প্রতি কোষ মৃত সঞ্জীবনে !

মধু নাই স্তব্ধ বঙ্গে জীমূতস্তনন,
মধু নাই—শীর্ণ শুষ্ক মধুচক্রকূপে ;
চলে গেছে মধু ফিরে যেথাকার ধন,—
বাণীর চরণমঞ্চ শোভা কুঞ্জরূপে !

অধীর উদ্দাম বন্যাস্রোত সম আসি
উর্ধ্বরিয়া দুটি তীর চলে গেছ হাসি ।
[মাইকেল মধুসূদন : সপ্তস্বরা, পৃ ৬৩]

বসন্তকুমারের সনেটের ছন্দ সর্বত্রই চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত। প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি বারোটি সনেটে চতুর্বিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন,

১. তত্ত্ব—মন্দিরা : প্রকৃতির মহাপ্রাণ, আবাহন। সপ্তস্বরা : আগমনী। কায়া ও ছায়া : নারী।
২. কাব্যরসোদ্গার—কায়া ও ছায়া : হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্র।
৩. কবি ও কবিদ্-তর্পণ—মন্দিরা : রজনীকান্তের প্রতি। সপ্তস্বরা : মধুসূদন। নামাবলী : সুবোধচন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ।
৪. প্রকৃতি—মন্দিরা : লহরী, সূর্যাস্ত।

১৭

হেমেন্দ্রলাল রায়

'ফুলের ব্যথা' (১৯২২) হেমেন্দ্রলাল রায়ে-র (১৮৯২-১৯৩৫) একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে দশটি সনেট আছে। এক স্তবকবন্ধে গ্রথিত এই সনেট-গুলির অধিকাংশই শেকস্পীরীয় রীতির। সাতটিতে তিন চতুষ্ক বিভাগ ও অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে 'দেহের মহিমা', 'বসন্তের আগমন,' 'দৃষ্টি', 'আদি নরনারী' ও 'সিন্ধুর মাতৃত্বে'র মিলবিন্যাস খাঁটি

শেকস্‌পীরীয়। 'আলিঙ্গন' ও 'নিঃশঙ্ক' সনেটদুটির গঠন ও মিলপদ্ধতি শেকস্‌পারীয়, তবে দুই ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। 'চুম্বন', 'জয়দেব' ও 'বৈষ্ণবকবি' শীর্ষক তিনটি সনেটের অষ্টকের গঠন ও মিলবিন্যাসে কবি শেকস্‌পীরীয়-রীতির অনুসরণ করেছেন কিন্তু এগুলির ষট্‌কের মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয়-রীতিই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই অষ্টক-ষট্‌কের মিলবিন্যাস সম্পূর্ণত ত্রুটিমুক্ত নয়।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রলাল বাংলাছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা মান্য করে চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সমস্ত সনেট রচনা করেছেন। তাঁর সনেট বিষয়ধর্মে একমুখী। স্বকীয়া-প্রেমই তার উপজীব্য। স্বকীয়া-প্রেমের এই সনেটগুচ্ছে কবির সুতীব্র প্রেম-পিপাসা ও বাসনা-রঙিন হৃদয়ানুভব সহজ সরল গীতিকাব্যের ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এই সনেটগুলির পরিকল্পনায় ও ভাব ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র স্পষ্ট প্রভাব সহজেই অনুভব করা যায়। কোন কোন সনেটের বিশেষ বিশেষ অংশে 'কড়ি ও কোমলে'র কবিকণ্ঠের উচ্চারণ অনুরণিত হয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

কি হবে বসন দিয়া—কেন মিথ্যা লাজ,
দুটি শুভ্র নগ্ন আত্মা মিলেছে তো বুকে,
এত আবরণ, এত ঢাকায় কি কাজ ?
সারা অঙ্গে সারা দেহে মিলাক কৌতুকে।
মুক্ত কর দুটি বাহু—সুন্দর সরল,
লতায়ে উঠুক তাহে নগ্ন আলিঙ্গন,
অঞ্চলে যদি না ঢাকে বক্ষের অচল,
ছিন্ন হোক হৃদয়ের আঁধার বন্ধন।
খসে যাক বেশবাস—সেই ভাল প্রিয়া
মনে যদি কোনখানে কিছু গুপ্ত নাহি,
কি হবে দেহেরে ঢাকি লাজ বাস দিয়া
বসনের ছলনায় বৃথা অবগাহি।
সেই ভালো সৌন্দর্য্যের শোভায় নিলীন,
দুটি আদি নরনারী সর্ব লজ্জাহীন।

[আদি নরনারী : ফুলেরব্যথা, পৃ. ৫৩]

খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটটির ভাবে ও ভাষায় 'কড়ি ও কোমলে'র বিশেষ প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। বস্তুত হেমেন্দ্রলালের সমস্ত সনেটেই এই প্রভাব বিদ্যমান।

১৮

নিরুপমা দেবী

রবীন্দ্র-আবহমণ্ডলের কবি নিরুপমা দেবী (জন্ম ১৮৯৫) কাব্যধর্মে রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে' দাম্পত্য প্রেমের যে লীলামাধুর্য বিচিত্ররূপে উৎসারিত হয়েছে এই পর্বের বিভিন্ন কবি নিজ নিজ অভিজ্ঞতার রঙে অনুরঞ্জিত করে সেই কবিচেতনাকে নব নব রূপ দান করেছেন। নিরুপমা দেবীরও কাব্যের মুখ্য উপাদান দাম্পত্য-প্রেম। কিন্তু নারীহৃদয়ের মাধুর্য ও সৌকুমার্যে তাঁর কবোষ্ণ প্রেমচেতনা মধুস্রাবী। তাঁর সনেট সংখ্যায় বেশি নয়। 'ধূপ' (১৯১৮) গ্রন্থে মাত্র ১৭টি সনেট সংকলিত হয়েছে।[১১] কিন্তু এই সতেরটি সনেট রূপ-রীতি ও ভাবকল্পনার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

নারীহৃদয়-সঞ্জাত দাম্পত্য প্রণয়রাগে তাঁর সনেটগুলি আরক্তিম। এর মধ্যে 'ঋতুসম্ভার' পর্যায়ের ছ'টি এবং 'ষোড়শোপচার' শীর্ষক পাঁচটি (এই পর্যায়ের একটি কবিতা সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী) সনেট-পরম্পরায় রচিত। 'ষোড়শোপচারে'র পাঁচটি সনেটের অর্ঘ্য সাজিয়ে তিনি প্রেমেরই পূজা করেছেন। 'ঋতুসম্ভার' পর্যায়ের ছ'টি সনেটে বাংলাদেশের ছয় ঋতুতে তাঁর প্রেমচেতনার ষড়্‌বিধ রূপান্তর অনুপম ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এই সনেটগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করে বিভিন্ন ঋতুতে কবির প্রেমচেতনার নবনব রূপায়ণ কি ভাবে বিবৃত হয়েছে তা বোঝাবার জন্য এগুলির অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকগুলির মাত্র উল্লেখ করছি :

নিদাঘ : চুম্বনে আঁকিয়া দাও তপ্ত অনুরাগ,
আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ। (পৃ' ১৫৯)
বর্ষা : সর্ব্ব দেহ সর্ব্ব মন হয় যে সরসা,
আমি জানি সেই মোর মোহিনী বরষা। (পৃ'১৬০)

শরৎ : আমার মুখের পরে তব আঁখিপাত
আমি জানি সেই মোর শারদ প্রভাত। (পৃ.১৬১)

হেমন্ত : যেদিন তোমার প্রাণে ভরা অনুরাগে,
হেমন্তের নীলাকাশ প্রাণে মোর জাগে। (পৃ'১৬২)

শীত : ডুবাইয়া দাও যত চুম্বনের ধারে,
পুলকেতে রোমাঞ্চিয়া উঠি বারেবারে। (পৃ'১৬৩)

বসন্ত : থেমে যায় আর সব মিছা কলরব,
তোমাতে আমাতে বঁধু, বসন্ত উৎসব। (পৃ.১৬৪)

নিরুপমা দেবীর সনেটের রূপনির্মাণও বৈশিষ্ট্যময়। একদিকে যেমন তিনি খাঁটি পেত্রার্কীয় এবং শেকস্পীরীয় রীতির সনেট রচনা করেছেন অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী সনেটকারদের মত এই দুই রীতির সমন্বয়ও ঘটিয়েছেন। সনেটের স্তবকসজ্জার দিক থেকে তিনি এই দুই রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর সাতটি সনেট শেকস্পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে রচিত, আবার ছ'টি সনেটে রয়েছে পেত্রার্কীয় রীতির ৮+৬ স্তবকসজ্জা। খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলবিন্যাসে তিনি 'ষোড়শোপচারে'র পাঁচ সংখ্যক এবং 'ঋতুসম্ভার' শীর্ষক ছ'টি সনেট রচনা করেছেন। 'বিরহ মিলন' এবং 'ষোড়শোপচারে'র চতুর্থ সনেটটি সাতমিলের শেকস্পারীয় রীতিতে গঠিত। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে তিন চতুষ্কে ক্লাসিকাল-পন্থী সংবৃত-ধর্মী মিল ব্যবহৃত হয়েছে। 'ষোড়শোপচারে'র তৃতীয় ও ষষ্ঠ এবং 'কল্পছবি' সনেট-ত্রয়ের গঠন ও মিলপদ্ধতি শেকস্পীরীয়। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্কে কিংবা প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে গৃহীত হয়েছে।

নিরুপমা দেবীর 'প্রথম চুম্বন' ও 'আমার প্রেম' সনেটদ্বয়ের অষ্টকে চার-মিল এবং ষট্কে দুই মিল ; অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক নেই। বাংলাসাহিত্যে এই বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক রীতি প্রবর্তন করেছিলেন রাধানাথ ও রাজকৃষ্ণ রায়। এই পর্বের বিভিন্ন সনেটকার এই রীতিতে দু চারটি সনেট রচনা করেছেন।

নিরুপমার 'তোমার প্রেম,' 'এখানে' এবং 'ষোড়শোপচার-১' সনেট তিনটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। তিনটির অষ্টকই দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। প্রথমটির ষট্কে তিন মিল এবং অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী কবিগণ প্রায়শই এই মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয়

সনেটে রচনা করে শেকস্‌পীরীয়-পেত্রার্কীয় রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উল্লিখিত তিনটি সনেটের শেষ দুটির ষট্‌ক দুই মিলের বিবৃতধর্মী দুই ত্রিকবন্ধে রচিত। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ্য যে কবির পেত্রার্কীয়-রীতিতে রচিত সনেটত্রয়ে আবর্তনসন্ধি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও এই পর্বের কোন কোন কবির মত তিনি শেকস্‌পারীয় মিলে রচিত 'মিলন ও বিরহ' এবং 'ষোড়শোপচার-৪,' এই দুটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পারীয় রীতির সমন্বয় সাধন করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর 'বিরহ ও মিলন' সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

তোমার মিলন মোরে করে মধুময়,
শয়নে বচনে দেয় মধু মধুরিমা,
জীবনে মাখায়ে দেয় জয়ের গরিমা,
পুলকে ভরিয়া রাখে সমস্ত হৃদয়।
তোমার মিলন-ঘন আলিঙ্গন ডোর।
হৃদয়ে জড়ায়ে দেয় ফুলময় হার,
খুলে দেয় অন্তরের আনন্দ-দুয়ার,
হাসির নির্ঝর ধারা ঝরে পড়ে মোর।

তোমার বিরহ করে সুধা-পরিপুর।
পাওয়া আর না পাওয়ার সব মধু দিয়া,
একেবারে পরিপূর্ণ করে মোর হিয়া
দিয়ে মৌন বেদনার নব নব সুর।
তোমার মিলন যেন দিবসের প্রাণ,
বিরহ সে গীতিময়ী রজনীর গান। [ধূপ, পৃঃ ১৫৩]

সনেটটির অষ্টকে কবির প্রেমচেতনার মিলনরূপ এবং ষট্‌কে বিরহরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। ভাবপ্রবাহ এখানে মিলন থেকে বিরহে আবর্তিত হয়ে কবিকল্পনাকে নবরূপ দান করেছে।

নিরুপমা দেবীর সমস্ত সনেটই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে তেরটি চৌদ্দমাত্রায় এবং চারটি আঠার মাত্রায়। প্রবাহমাণ ছন্দের প্রয়োগ প্রায় নগণ্য। আঠার মাত্রায় সনেট রচনায় কবির দায়িত্ব অনেক জেনেও ভাববিস্তারের সুবিধার জন্য নিরুপমা দেবী সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এই ছন্দ ব্যবহার করে ছন্দবিষয়ে তাঁর অধিকারকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯

এই পর্বের অন্যান্য সনেটকার

রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশ পদের কবিতাকে এই পর্বের অনেক কবি সনেট-কলাকৃতির বিশেষ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯), বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-৯৯), হেমলতা দেবী (১৮৭৪-১৯৪৫) ও দ্বিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৩৫) একান্তভাবে উল্লিখিত আদর্শেই চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন।[২০] কাব্যগ্রন্থানুসারে এঁদের রচিত চতুর্দশীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

সুধীন্দ্রনাথ : বৈতানিক (১৯১২) ২১টি, দোলা (১৯১৩) ১২টি।

বলেন্দ্রনাথ : মাধবিকা (১৮৯৬) ২৩টি, শ্রাবণী (১৮৯৭) ২৩টি এবং গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত আরো ৩টি।

হেমলতা দেবী : নবপত্রলতিকা (১৯১৫) ১টি, অকল্পিতা (১৯২২) ৫টি।

দ্বিনেন্দ্রনাথ : রচনাবলী ১৫টি।

সনেটের বিশিষ্ট রূপ ও রীতি সম্পর্কে এঁদের শিল্পচেতনা পরিচ্ছন্ন ছিল না বলেই এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশীর আদর্শে সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই পর্বের আরো কয়েকজন কবি সম্পূর্ণত এই সহজিয়া রীতিতেই সনেট চর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কাব্যগ্রন্থানুসারে এঁদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) : যজ্ঞভস্ম (১৯০৪) ১টি, পঞ্চকমালা (১৯১০) ৪টি, হেঁয়ালী (১৯১৫) ১টি।
২. সরলাবালা দাসী (১৮৭৫-১৯৬১) : অর্ঘ্য (১৯১৫) ২টি।
৩. কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭১) : কাব্যসম্ভার ৮টি।
৪. সৌরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (?-১৯৫৯) : মন্দাকিনী (১৯১৭) ১৩টি।
৫. প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৪৭) : অরুণিমা (১৯২২) ৫টি।

এই কবিকুলের মধ্যে বিজয়চন্দ্র ও প্যারীমোহন অবশ্য একটি করে শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটও রচনা করেছেন।

এই পর্বের মহিলা কবি সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪-?) তাঁর 'রঞ্জিনী' (১৯০২) কাব্যগ্রন্থে ২২টি চতুর্দশপদের কবিতা রচনা রচনা করেছেন। এর

মধ্যে ১২টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী মাত্র। 'নিবারণ,' 'বিদায়' ও 'ছাড়াছাড়ি' এই তিনটি শেকস্‌পীরীয় রীতির রচনা।

রবীন্দ্রানুসারী বিশিষ্ট কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৫৫) 'প্রসাদী'তে (১৯০৪) ২টি, 'ঝরাফুলে' (১৯১১) ১টি 'ধানদুর্বায় (১৯২১) ১টি এবং 'রবীন্দ্র আরতি'তে (১৯৩৭) ৫টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'ঝরাফুলে'র 'কানে কানে' এবং 'প্রসাদী'র 'আবাহন' ও 'সুকুমার' শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত, বাকি ৬টি পয়ার-চতুর্দশী। এই তিনটি সনেটের প্রথম দুটির মিলবিন্যাসও ত্রুটিপূর্ণ। বিষয়াবলম্বন যথাক্রমে প্রকৃতি, প্রেম ও বাৎসল্য।

কিরণচাঁদ দরবেশ (১৮৭৮-?) হিন্দু সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনিও আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক কবিতা রচনা করতে গিয়ে সনেট-কলাকৃতিকে অন্যতম কাব্যমাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'মন্দির' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থ ২০টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি চতুর্দশী, এবং 'কর্মের আকাঙ্ক্ষা,' 'গুরু কে,' 'মানসপূজা,' 'অনর্থ' ও 'অসীমত্ববোধ' এই পাঁচটি শেকস্‌পীরীয় সনেট। প্রত্যেকটি সনেটের স্তবকসজ্জা ৪+৪+৪+২ এবং সর্বত্রই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। মিলবিন্যাসে অবশ্য কয়েকটি সনেটে কিছু ত্রুটি রয়েছে। সন্ন্যাসী-কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি।

ক্ষীণ অবসন্ন সুপ্ত ব্যথিত পরাণে,
তোমার নিখিল তন্ত্রে পারি না মিলিতে;
সুদীর্ঘ জীবন মম ভরা দুখ-গানে,
একা অনিশ্চিত পথ পারি না চলিতে।

কে তুমি, নিবারো তৃষা, ঘুচাও এ বাধা,
বল প্রভু, কোন বলে হইব সবল?
অনাহার জীর্ণ প্রাণে সার হল কাঁদা,
হে অভীষ্ট, দেহ পুষ্টি, দেহ শান্তিজল!

নবীন উদ্যমে মোরে দাও মাতাইয়া,
ডেকে লও তব প্রিয় জগতের কাজে;

চির পুণ্য কর্মভূমি উঠুক ফুটিয়া,
  সাজাইয়া দাও দিব্য সঞ্জীবনী-সাজে।

উদ্বোধন-আরাধনা-ধেয়ান-প্রার্থনা,
সার্থক হউক আজি মম উপাসনা।

[কর্মের আকাঙ্ক্ষা : মন্দির, পৃঃ ৪৩]

মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৭৮-১৯৫৪) সম্পূর্ণ মিলহীন চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যে 'একটা নূতন কিছু করিতে চেষ্টা' করেছেন। তাঁর 'মানসকুঞ্জে' (১৯১২) ১৫টি এবং 'মুরজমুরলী' কাব্যগ্রন্থে ৪টি মিলহীন চতুর্দশী সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—'অনেকে বলেন, 'মানসকুঞ্জের কবিতাগুলি Sonnet, তবে সাধারণ Sonnet-এর মত ইহাতে, 'মিল' নাই।··· একটা নূতন কিছু করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কিনা সুসমালোচকই তাহা বলিয়া দিবেন।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের অন্তিম পর্বে এই ধরণের মিলহীন চতুর্দশী রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। ওদিক থেকে মুণীন্দ্রপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের পুরোগামী। কিন্তু চৌদ্দ পংক্তির কবিতা মাত্রই সনেট নয়, তার একটা বিশেষ শিল্পরূপও চাই। সনেটের মিলবিন্যাসের সমস্ত প্রচলিত রীতি মুণীন্দ্রপ্রসাদের মিলহীন চতুর্দশপদের কবিতাগুলিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় এগুলিকে কিছুতেই সনেটের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

দেবকুমার রায়চৌধুরী (?-১৯২৯) চারটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু না কিছু চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। তবে তার অধিকাংশই পয়ার-চতুর্দশী। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর চতুর্দশী ও সনেটগুলি নিম্নরূপ : ১. প্রভাতী (?) চতুর্দশী ১০টি, সনেট ৩টি। ২. অরুণ (১৯০৫), চতুর্দশী ৬টি, সনেট ৩টি। ৩. মাধুরী (১৯০৯) চতুর্দশী ৭টি। ৪. ধারা (১৯১৫) চতুর্দশী ৪টি, সনেট ২টি। অর্থাৎ তাঁর ৩৫টি কবিতার মধ্যে ৮টি মাত্র সনেট। এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্পীরীয়। এর মধ্যে 'ধারা'র দুটি সনেট আঠার মাত্রার এবং বাকি ছ'টি চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। আটটি সনেটে কিন্তু তিনি

চতুর্বিধ বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন,

১. প্রকৃতি—অরুণ: চোকগেল। ধারা: বর্ষানিশীথে, পরিত্রাণ।
২. প্রেম—প্রভাতী: মানসীপ্রতিমা, পূর্ণকাম।
৩. তত্ত্ব—প্রভাতী: নির্দয়তা। অরুণ: মুখরা প্রকৃতি।
৪. আত্মকথা—আশ্বাসবাণী।

দেবকুমার এই স্বল্পসংখ্যক সনেট রচনায় কিন্তু শেকস্‌পীরীয় রীতিকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

প্রতিদিন প্রভাতের সৌম্য নীলাকাশ,
প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে গম্ভীর প্রকৃতি,
প্রতিদিন রজনীর বসন্ত বাতাস—
মনে এনে দেয় মোর সে করুণ স্মৃতি।
সে গভীর ভালোবাসা বাসনা বর্জিত,
সে অতুল রূপচ্ছটা কলঙ্কবিহীন,
সেই গাঢ় আলিঙ্গন, চুম্বন-অমৃত,
এখনো মনেতে পড়ে আধ আধ ক্ষীণ!
কোথা আমি পড়ে আছি কোন দূরদেশে
ভুলিয়া তাহার প্রেম পবিত্র নির্মল!—
সমস্ত জগৎ তাই মোরে যেন হেসে
উপেক্ষিয়া বলিতেছে,—'হায়রে পাগল!
ভালোবেসে কভু কিগো প্রেম ভোলা যায়?
প্রেমপূর্ণ ও পৃথিবী; লুকাবে কোথায়?'

[মুখরা প্রকৃতি: অরুণ, পৃ. ৫৩]

চট্টগ্রাম নিবাসী এক অখ্যাত কবি ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী তাঁর 'প্রবাহ' (২য় সং, ১৯১৭) কাব্যগ্রন্থে ১৯টি সনেট রচনা করেছেন। সনেটগুলি চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। সর্বত্রই তিন চতুষ্ক বিভাগ ও মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। তত্ত্বমূলক এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস শেকস্‌পীরীয়। ১৯টির মধ্যে 'আবরণ', 'সাথী,' 'জীবিত' ও 'প্রার্থনা'-শীর্ষক চারটি সনেটের মিলবিন্যাস কিঞ্চিৎ ত্রুটিপূর্ণ। এ ছাড়া বাকি পনেরটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। এই সনেটগুলির নাম হলো: উদ্দেশে, পরাজিত, একা, উপকূল,

আশা, কবিতা, বিধবা, বিশ্ব, দিব শেষে, বিপথে, দাতা, অমর, তদ্গত, পরশ পাথর ও সাগর সঙ্গম।

কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি।

এ আয়ুর পিছে তুমি, পরমায়ু মত
দাঁড়ায়ে থাকিও সেথা মরণের ঘরে,
দিবালোক নিভে যাবে, তুমি শত শত
জ্বালায়ে রাখিও বাতি তব নীলাম্বরে।
সব যবে ফুরাইবে স্তব্ধ হবে বাণী,
থেমে যাবে বীণা-নাদ বিদায় রজনী,
অলক্ষ্যে দাঁড়ায়ে শুধু প্রত্যক্ষেতে আনি
বাঁচায়ে রাখিও তারে করে প্রতিধ্বনি।
দুঃখ যবে না রহিবে, হয়ে অশ্রুজল
দুনয়ানে ছল ছল থাকিও সুন্দর,
ক্লান্তি শ্রমে আঁধারিবে যবে ধরাতল
থেকো তবু একটুকু হয়ে অবসর।
গন্ধ যবে যেতে চা'বে বক্ষ হতে সরি
আঁকরি' বাতাস সম রাখিও সুন্দরি।

[কবিতা : প্রবাহ, পৃ. ১৩৪]

রবীন্দ্র কাব্যপরিমণ্ডলের বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৭) প্রায় ন'টি কাব্যগ্রন্থের লেখক। সনেট তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। কিন্তু সম-সাময়িক কালের অন্যান্য কবিদের আদর্শে তিনিও চতুর্দশপদের কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর চতুর্দশপদে রচিত কবিতার সংখ্যা মাত্র উনিশটি। এর মধ্যে তেরটিই সনেট-পরিপন্থী মিলে অথবা সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী। কাব্যগ্রন্থানুসারে এই চতুর্দশী ও সনেট-সংখ্যা নিম্নরূপ :

কাব্যগ্রন্থ	চতুর্দশী	সনেট
লেখা (১৯০৬)	৭	১
রেখা (১৯১০)	১	×
নাগকেশর (১৯১৭)	১	১
জাগরণী (১৯২২)	×	১

নীহারিকা (১৯২৭)	৪	×
কাব্যমালঞ্চ	×	৩

যতীন্দ্রমোহনের এই ছ'টি সনেটের মধ্যে 'কাব্যমালঞ্চে'র 'দুইপক্ষ' 'রজনীগন্ধা' ও 'বয়ঃসন্ধি' ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে খাঁটি শেকস্পীরীয় মিলে গ্রথিত। 'লেখা'র 'কে দুঃখী' সনেটটির মিলও শেকস্পীরীয়, কিন্তু সমগ্র সনেটটি এক স্তবকে সজ্জিত। 'নাগকেশরে'র 'মাতৃমূর্তি' এবং 'জাগরণী'র 'বিপন্না' সনেট প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতিতে রচিত। প্রথম সনেটটি প্রমথ চৌধুরী-সুলভ ৮+২+৪ স্তবকে বিন্যস্ত; দ্বিতীয়টির স্তবকসজ্জা ১০+৪। লক্ষণীয় এই যে দুটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি রয়েছে। 'মাতৃমূর্তি'তে ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে এবং 'বিপন্না'য় স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোকে আবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় সনেটটিতে কবি প্রমথ চৌধুরীর কিছু সনেটের মত দশম পংক্তির পরে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতি যে বাংলা সাহিত্যে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যতীন্দ্রমোহনের এই সনেটদুটি তারই প্রমাণ। এই রীতির সনেট রচনায় কবি কতদূর সাফল্য লাভ করেছেন তা তাঁর 'মাতৃভূমি' সনেটটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে:

আজি এই ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ আষাঢ়ে—
যতবার চক্ষু মেলি চাহি সে আকাশে,
মনে হয় কে-যেন-বা কাঁদিছে হুতাশে,
মাটীতে বাতাসে মিশে মোরই চারিধারে।
মূর্তি নাহি বোঝা যায় ঘন-অন্ধকারে—
কেবল নিশ্বাসখানি ভেসে ভেসে আসে
আর্ত্ত আর্দ্র উতরোল উন্মত্ত বাতাসে;
অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিয়া ঝরে বারেবারে।

শুধানু কাতর চিত্তে—এ ক্রন্দন কার?
শুনিনু মর্ম্মের মাঝে—স্বদেশমাতার!

মুখে তার বাক্য নাই শুধু বক্ষ জুড়ি
গুরু গুরু গরজন উঠিছে গুমরি;

উচ্ছ্বসিত কেশভার পড়ে উড়ি উড়ি
দিকে দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভরি।

চিত্রার্পিত এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে ‘ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ আষাঢ়ে’ ক্রন্দনরতা নারীমূর্তির চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে। ষট্কবন্ধে কবি এই নারীমূর্তিকে বলেছেন স্বদেশমাতা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ষট্ক-শীর্ষের মিত্রাক্ষর দ্বিপদীই এই সনেটের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ। এই বিষয়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীর পথই যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

যতীন্দ্রমোহনের ছ'টি সনেট বিষয়ানুসারে তিন পর্যায়ে বিভক্ত। ১. স্বদেশপ্রীতি : মাতৃমূর্তি, বিপন্না। ২. তত্ত্ব : কে দুঃখী, দুইপক্ষ, বয়ঃসন্ধি। ৩. প্রকৃতি : রজনীগন্ধা। তাঁর সনেটে সর্বত্রই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তিনি প্রতি চরণে চৌদ্দ মাত্রার চেয়ে আঠার মাত্রাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ছ'টি সনেটের মধ্যে চারটিই আঠার মাত্রায় রচিত।

আমরা আগেই বলেছি যে সনেট যতীন্দ্রমোহনের স্বক্ষেত্র নয়। তবে শেকস্পীরীয় এবং প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত রীতি—উভয় ক্ষেত্রেই সনেট-কলাকৃতি রূপায়ণে তিনি প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

২০

সনেটে রবীন্দ্র-সমসাময়িক পর্বের ফলশ্রুতি

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দুর্নিবার প্রভাবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা কাব্যের এমন ধারা অল্পই ছিল যা তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে অগ্রসর হয় নি। এই পর্বের অধিকাংশ কবিই তাঁর কাব্যের ভাববস্তু ও কলাকৃতির আদর্শে নিজ নিজ কাব্যের পসরা সাজিয়েছেন। সনেট-কলাকৃতি বিষয়েও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পেত্রার্কীয় রীতির সনেট রচনা করলেও সনেট রচনায় তিনি মূলত শেকস্পীরীয় রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই পর্বের নবকৃষ্ণ ঘোষ ও প্রমথ চৌধুরী ব্যতীত অন্য সনেটকারেরা প্রধানত এই সহজিয়া রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চৈতালি’ ও ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থে সনেটের মিলবিন্যাসের সমস্ত রীতি উপেক্ষা করে সাত পয়ারবন্ধে সনেট

রচনার যে সহজ পথ প্রবর্তন করেছিলেন এই পর্বের উল্লিখিত দুই কবি ছাড়া অন্য প্রায় সকল কবির রচনায়ই তার কম বেশি অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই পর্বে সনেট চর্চায় পেত্রার্কীয় রীতিও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নি। নবকৃষ্ণ ঘোষ নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই ক্লাসিকাল রীতিতেই ১১৯টি সনেট রচনা করেছেন। তাঁর পরে প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন, ভুজঙ্গধর, রমণীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, কান্তিচন্দ্র, নিরুপমা দেবী প্রমুখ কবি পেত্রার্কীয় রীতিতে কিছু না কিছু সনেট রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন।

এই পর্বের বিশিষ্ট কবি প্রমথ চৌধুরী ফরাসি আদর্শে সনেট রচনা করে বাংলা সনেট সাহিত্যে নতুন ধারার সংযোজন করেছেন। আমরা প্রমথ চৌধুরীর সনেটাদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে তিনি ফরাসি সনেটের মূল বৈশিষ্ট্যানুসারে অর্থাৎ কখখক, কখখক, ততপ, ঙঙপ মিলবিন্যাসে অল্প কয়েকটি মাত্র সনেট রচনা করেছেন। তাঁর সনেটে কোন কোন ফরাসি সনেটের ষট্‌কের ততপ, ঙপঙ রীতিই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য তিনি ফরাসিদের মত ষট্‌ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত না করে উল্লিখিত দুই মিলবিন্যাসের ষট্‌ককেই দুই+চার পর্বে বিন্যস্ত করে বাংলা সাহিত্যে ফরাসি সনেটের নবরূপ রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসি সনেটাদর্শ এই পর্বে তেমন জনপ্রিয় হয় নি। রমণীমোহন, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, কান্তিচন্দ্র প্রমুখ কবিদের কিছু সনেটে তাঁর দ্বিতীয় রীতির তথাকথিত ফরাসি আদর্শ গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নবরোমান্টিক পর্বের কবি গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পীরীয় রীতিদ্বয়কে তাঁদের কোন কোন সনেটে অদ্ভুতভাবে সমন্বিত করেছেন। এই অভিনব সমন্বয় সাধন ঘটেছে দুই ভাবে—প্রথমত, পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেটকে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে বিন্যস্ত করে; দ্বিতীয়ত, শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত সনেটে আবর্তনসন্ধি সৃষ্টি করে। এই পর্বের অনেক কবিরই কিছু কিছু সনেটে এই দুই রীতির উল্লিখিত সমন্বয় লক্ষ্য করা যাবে। নবকৃষ্ণ, চিত্তরঞ্জন, রমণীমোহন, ভুজঙ্গধর, সত্যেন্দ্রনাথ, নিরুপমা দেবী প্রমুখ কবিদের কোন কোন পেত্রার্কীয় সনেটের যেমন শেকস্‌পীরীয় গঠন রয়েছে তেমনি আবার রসময়, গিরিজানাথ, চিত্তরঞ্জন, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ভুজঙ্গধর, রমণীমোহন, জীবেন্দ্রনাথ ও কান্তিচন্দ্রের শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি স্থান

পেয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বাংলা সনেটে এই দুই রীতির সমন্বয়ের যে অভিনব নিদর্শন দেখা গিয়েছে পৃথিবীর অন্যত্র তা একান্তভাবেই দুর্লভ।

এই পর্বের কবিরা রবীন্দ্রনাথের মত এক স্তবকবন্ধে সনেটের লিপিসজ্জায় বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা পেত্রার্কীয় ৮+৬ এবং শেকস্পীরীয় ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধেও অনেক সনেট সজ্জিত করেছেন। প্রমথ চৌধুরী ৪+৪+২+৪ স্তবকবন্ধে সনেট রচনা করে সনেটে স্তবকসজ্জার বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন। সেই পথ ধরেই কয়েকজন কবি কিছু কিছু সনেটকে বিচিত্র স্তবকসজ্জায় সজ্জিত করেছেন। যেমন ৬+৪+৪ স্তবকে রচিত হয়েছে চিত্তরঞ্জনের 'তরুণ উষার আলো' এবং ভুজঙ্গধরের 'কুয়াশা' সনেটদুটি। চিত্তরঞ্জনের 'ওপারে কি আলো জ্বলে,' সত্যেন্দ্রনাথের 'ডেভিডহেয়ার' এবং বসন্তকুমারের 'প্রকৃতির মহাপ্রাণ'-এর ৪+৬+৪ স্তবকসজ্জাও অভিনব। সত্যেন্দ্রনাথের 'মসির হস্তে'র (২ সংখ্যক) ২+৪+৪+৪ এবং যতীন্দ্রমোহনের 'মাতৃভূমি'র ৮+২=৪ ও 'বিপন্না'র ১০+৪ স্তবকবন্ধও বৈচিত্র্যময়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের প্রবহমাণ ছন্দের বিপর্যস্ত স্তবকসজ্জাও এই পর্বের বিভিন্ন কবি কিছু কিছু সনেটে ব্যবহার করেছেন।

এই পর্বের কবিরা পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই সনেট চর্চা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশ সনেটই চৌদ্দ মাত্রায় রচিত, তবে আঠার মাত্রার ব্যবহারেও অনেকেই যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। অধিকাংশ কবিই প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহারে কুণ্ঠাহীন। সনেটের ছন্দে দু' একজন কবির নানা পরীক্ষাও লক্ষণীয়। প্রমথ চৌধুরী মিশ্রছন্দে লিখেছেন 'বিলাতে রবীন্দ্র' ও 'কবিতা লেখা' সনেটদুটি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে রসময় লাহা ষোল ও কুড়ি মাত্রা অক্ষরবৃত্তে রচনা করেছেন যথাক্রমে 'উষা' ও 'সন্ধ্যা' সনেটদ্বয়। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 'পাষাণপীর', 'দুনিয়ার রোসনাই', 'ইরাণ তুরাণ কবির' ও 'মসগুল হয়ে আছি' এবং সত্যেন্দ্রনাথ 'ইচ্ছামুক্তি' সনেটে পরীক্ষামূলক ভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

এই পর্বের কোন কবি পূর্ণাঙ্গ কোন সনেট-পরম্পরা রচনা করেন নি। তবে অনেকেরই দু'চারটি কবিতা সনেট-পরম্পরায় রচিত। এই পর্বের কবিরা বাংলা সনেটের বিষয়-বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য সার্থকভাবেই রক্ষা করেছেন। সনেট গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান বাহন। বিভিন্ন কবির বিচিত্র অনুভব এই পর্বে

সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সহজাত ব্যঙ্গের প্রকাশ-মাধ্যম করেছেন সনেটকে। একেবারে ভিন্ন কোটিতে কিরণচাঁদ দরবেশ তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে রূপদান করেছেন সনেটেরই মাধ্যমে। কবিমানসের যে কোন অনুভবই যে সনেটের মাধ্যমে প্রকাশ সম্ভব এ পর্বের কবিরা তা সার্থক ভাবে প্রমাণ করেছেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িক পর্বের অনেক অখ্যাত কবিই সনেট চর্চা করেছেন। এঁদের অধিকাংশ কবিতাই গতানুগতিক ও কাব্যগুণ বর্জিত। কিন্তু আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে এঁদেরই কোন কোন কবিতা সনেটের সংহত-রূপে বিন্যস্ত হয়েই কবিতা হিসাবে সার্থক হতে পেরেছে। কাব্য-কলাকৃতি হিসাবে এখানেই সনেটের সিদ্ধি।

উল্লেখপঞ্জী

১. এই আলোচনায় পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা'-কে আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. সনেট-পঞ্চাশতে ৫০টি, পদচারণে ২৭টি এবং অন্যান্য কবিতায় ৪টি সনেট সংকলিত হয়েছে।

৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা ২৫ জুলাই, ১৯১৩ তারিখের চিঠি। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৫৪

৪. চতুর্দশ বিভাগের 'ওঁ' সনেটটি প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সনেট। অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি ৫. ১১. ১৯৪১ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন: 'পদচারণের কতকগুলি সনেট পূর্বের লেখা যেগুলি আমি সনেট-পঞ্চাশতে ছাপিনি। ওই পুস্তিকার প্রথম সনেটটি বোধ হয় আমার প্রথম লেখা। ওর form ঠিক হয় নি।' গ্রন্থপরিচয়, সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা, পৃ ১৫৭

৫. 'এ ধরণের (পেত্রার্কান) সনেট লেখা আরও কঠিন। মধ্যে হাঁফ ফিরবার অবসর পাওয়া যায় না।'—অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৫. ১১. ১৯৪১ তারিখের চিঠি। তদেব, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৫৭

৬. তদেব, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৫৫

৭. The French Renaissance in England, Page-264.

৮. 'ফরাসি সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি ঐ form-টা নিই।'—অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৬. ১০. ১৯৪১ তারিখের চিঠি। গ্রন্থ পরিচয়, সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা, পৃ ১৫৫

৯. তাঁর একাশিটি সনেটের মধ্যে নিম্নলিখিত মাত্র এগারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি অনুপস্থিত।
সনেট পঞ্চাশৎ: বাংলার যমুনা, ব্যর্থজীবন, গোলাপ, বাহার, পাষাণী। পদচারণ: ওঁ, অকালবর্ষা, সনেটসপ্তক-প্রথম,-পঞ্চম, তত্ত্বদর্শীর সিন্ধু দর্শন। অন্যান্য কবিতা: সনেট।

১০. প্রিয়নাথ সেন—সনেট-পঞ্চাশৎ, সাহিত্য (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

১১. জগদীশ ভট্টাচার্য—'সনেট-পঞ্চাশতের কবি প্রমথ চৌধুরী', শনিবারে চিঠি,

১২. ব্যঙ্গ বা শ্লেষ নেই এমন সনেটের সংখ্যা তাঁর প্রায় পনেরটি। সনেট-পঞ্চাশৎ: ভর্তৃহরি, পত্রলেখা, করবী, রজনীগন্ধা, অপরাহ্ণ, অন্বেষণ, আত্মপ্রকাশ, একদিন, রোগশয্যা, বাহার, পূরবী, শিখা ও ফুল, গজল, প্রিয়া। পদচারণ: বর্ষা।

১৩. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন: 'প্রমথ চৌধুরী একই সঙ্গে রোমান্টিক এবং রোমান্টিকতার শত্রু।'—সনেট-পঞ্চাশতের কবি প্রমথ চৌধুরী, শনিবারের চিঠি

১৪. 'বেলা'র মৃত্যু, নববর্ষে, পৃথিবী, ঈশ্বর ও কর্ম্ম এবং 'পত্রপুষ্পে'র অনন্ততা ও চিরন্তন পেত্রার্কীয় মিলে রচিত। এর মধ্যে ঈশ্বর ও কর্ম্ম এবং চিরন্তনের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে।

১৫. 'বেলা'র 'আকাশের মত' সনেটটির ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। 'বেলা'র 'তুলনা' এবং 'পত্রপুষ্পে'র 'কল্যাণী' শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত।

১৬. 'মালঞ্চে'র স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, জাগরণ, দরিদ্র ৪+৪+৪+২, 'মালঞ্চে'র কল্পনা ও 'সাগর সঙ্গীতে'র কি আজ ভাসিছে তব, থাক থাক আজ নয়, ছোট ছোট দীপ লয়ে ৪+৪+৬, 'সাগরসঙ্গীতে'র তরুণ ঊষার আলো ৬+৪+৪, ঐ কাব্যগ্রন্থের ওপারে কি আলো জলে ৪+৬+৪ স্তবকবন্ধে গঠিত।

১৭. ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড

১৮. সাত পয়ারবন্ধে তিনি পাঁচটি চতুর্দশী রচনা করেছেন। এই পাঁচটি কবিতা 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

১৯. এই কাব্যগ্রন্থে সতেরটি সনেট ছাড়া সাতটি সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশী আছে।

২০. এঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ তাঁর 'মাধবিকা'র 'আশঙ্কা' এবং 'শ্রাবণী'র 'দুর্বিপাক' কবিতা দুটি শেকস্পীরীয় রীতিতে রচনা করেছেন। কিন্তু তা নিতান্তই ব্যতিক্রম।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে সনেট : আধুনিক যুগের কবিগণ

১

মোহিতলাল মজুমদার

রবি-পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করে যে কবিসমাজ সচেতনভাবে রবীন্দ্র-আবহের বাইরে বেরুবার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯)। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী জীবনাদর্শ, নজরুলের বিদ্রোহী হৃদয়াবেগ ও মোহিতলালের দেহাত্মবাদী সৌন্দর্যচেতনা এই পর্বের রবীন্দ্রানুগ কবিকল্পনার রাজ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল তাঁদের বিশেষ জীবনাদর্শ প্রচারে যতখানি মনোযোগী ছিলেন কাব্য-কলাকৃতির প্রতি ততখানি ছিলেন না। কাব্যমাধ্যম হিসাবে এঁরা সনেট বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এই দুইজন কবির মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তিনটি চতুর্দশ পদের কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু এই তিনটির একটিও সনেট নয়, সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। এঁদের মধ্যে মোহিতলাল কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুই বিষয়ে ছিলেন সচেতন শিল্পী। চিন্তার অসংলগ্নতা ও ভাষা ব্যবহারে সর্ববিধ শিথিলতা পরিহার করে তিনি ধ্বনিগাম্ভীর্যময় তৎসম শব্দ এবং বাসনাঘন রূপকল্পনার দ্বারা কাব্যের ভাস্কর্যধর্মী মূর্তি রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলত অনিবার্যভাবেই তিনি সনেটকে তাঁর কাব্যের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলালের আবির্ভাব সনেট-শিল্পী রূপে। চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ষোলটি চতুর্দশপদের কবিতায় তিনি কবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রশস্তি করেছেন। এই ষোলটি কবিতার প্রত্যেকটি এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত চৌদ্দমাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এগুলির মিলবিন্যাস শেকস্পীয়র-পন্থী। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের সনেটের অনিয়মিত মিলবিন্যাসের প্রভাব এই কবিতাগুলিতে স্পষ্ট। ষোলটির

মধ্যে ছ'টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলবিন্যাসে রচিত। বাকি দশটি সনেটের মধ্যে ৬ ও ৭ সংখ্যক কবিতাদুটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতির এবং দশম কবিতাটিতে তাঁর পূর্ববর্তী কোন কোন কবির দু'একটি সনেটের কখকখ, গঘগঘ, তপঙ, তপঙ মিলপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ও ১৬ সংখ্যক সাতটি সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি শেকস্‌পীরীয় আদর্শ অনুসরণ করলেও এগুলির তিনটি চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের কোথাও-না-কোথাও মিলবিন্যাসের ত্রুটি রয়েছে।

কবিজীবনের সূচনায় শেকস্‌পীরীয় রীতির আদর্শে সনেট রচনায় ব্রতী হলেও মোহিতলাল দুবারের বেশি এই রীতির যথাযথ রূপায়ণে সমর্থ হন নি। সম্ভবত এই সময়ে তাঁর সনেট-সম্পর্কিত ধারণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না, শিক্ষানবিশ হিসাবে পূর্বসূরীদের গতানুগতিক পথই অ-দক্ষতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন মাত্র। তাঁর যে দুটি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত সেগুলিতেও তাঁর স্বকীয় কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর নেই, বরং ভাবে ও ভাষায় অনুকরণের ছায়া স্পষ্ট। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

বিবাহের রাত্রে কোন্ বাসর-ভবনে,
এক রাশি ব্রীড়াহাসি করিলে চয়ন ?
নবোঢার লাজদীপ্ত আরক্ত বদনে,
ফুটাবারে মুকুলিত নিমীল নয়ন,
কত চেষ্টা। খোঁপা হতে চাঁপা গেছে খ'স, -
কুন্তলের ফুলদানি দিয়াছ ভরিয়া।
সরমরভসময়া কবির প্রেয়সী,
ছল করি মান করে পতিরে হেরিয়া, --
পুলকিত, আকুলিত সোহাগ-রভসে,
বুঝেও বুঝেনা তাঁর হৃদয়ের কথা ;
বৈশাখী চুম্বন ফোটে অধর-সরসে,
তবুও ঘোচেনা হায়, বিরহের ব্যথা !
তাই সাধ 'গাথিছ সে বকুলের মালা,
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা।'

[দেবেন্দ্রমঙ্গল-৬]

'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র অন্যান্য সনেটের মতই এখানে কবিদেবেন্দ্রনাথের কবিস্বরূপের

আলোকেই তাঁর স্তুতিগীত রচনা করেছেন। এই সনেটের অন্তিম পংক্তি দুটি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য থেকেই গৃহীত। 'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে স্পষ্ট। লক্ষণীয় যে এই সনেটের ভাব ভাষা ও অলংকার প্রয়োগ একান্তভাবেই দেবেন্দ্রীয়, সম্ভবত সনেটের রূপ-নির্মাণেও তিনি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে মোহিতলাল কবিতার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ দুই দিকেই পূর্বসূরীর নির্দেশ অভ্রান্ত ভাবে মেনে নিয়েছেন।

'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র পরে মোহিতলালের আরও পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থেই কিছু না কিছু সনেট স্থান পেয়েছে। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর মৌলিক সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ: স্বপনপসারী (১৯২২) ৭, বিস্মরণী (১৯২৭) ১, স্মরগরল (১৯৩৬) ৩২,[১] হেমন্ত গোধূলি (১৯৪১) ২৭। 'স্বপনপসারী'র সাত পয়ারবন্ধে রচিত 'কবিভাগ্য' চতুর্দশীটি বাদে উল্লিখিত চারটি গ্রন্থের সমস্ত সনেট পরবর্তীকালে প্রকাশিত সনেট সংকলন 'ছন্দ-চতুর্দশী'তে (১৯৫১) সংকলিত হয়েছে। পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি এমন নয়টি নতুন সনেটও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২] সুতরাং 'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র পরে মোহিতলাল ৭৬টি মৌলিক চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন।[৩] এর মধ্যে 'কবিভাগ্য' 'কল্পনা', 'বুদ্ধিমান', 'দুর্গোৎসব'-২টি 'কর্মফল' ও 'কবির প্রেম' সাতমিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী মাত্র। বাকি ৬৯টি সনেট। এই সনেটগুলির মধ্যে ৬৭টি খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। কবি প্রথম পর্বের শেকস্পীরীয় রীতিকে বর্জন করে পরবর্তীকালে কেন সনেট রচনায় পেত্রার্কীয় রীতিকে সম্পূর্ণত গ্রহণ করেছিলেন তার ইঙ্গিত তাঁর নিজের রচনাতেই রয়েছে। 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে 'বাংলা সনেট' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 'এইরূপ (ইতালীয়) সনেটের অভিপ্রায়—ভাবকে একটি বিশেষ গঠনে বা ছাঁচে ফেলিয়া, তাহার রূপ ও সৌষ্ঠব, দীপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি করা; সেই বিশেষ গঠনটি ইহার সর্ব্বস্ব। এই গঠন এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার লঙ্ঘন কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর—যেন ঠিক ঐ ছাঁদে বিন্যস্ত না করিলে তাহার রস উজ্জ্বল হইয়া উঠে না।…আমি নিজে পদবন্ধের মতই সনেটের এই গঠন লইয়া এককালে কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিলাম।'[৪]

অর্থাৎ তিনি অনুভব করেছেন যে ইতালীয় পেত্রার্কান সনেটে বিন্যস্ত হলেই

সনেটের রস উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। এবং এই কারণেই তিনি পরবর্তীকালে সনেট রচনায় একান্তভাবে এই রীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। আমরা তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী'র ৬৯টি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেখব যে তিনি এই রীতির সনেট রচনায় কতদূর সফল হয়েছেন।

প্রথমেই তাঁর সনেটের স্তবক-গঠন লক্ষ্য করা যাক। তাঁর ৬৯টি সনেটের মধ্যে ৬১টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। ৮টি সনেটের স্তবকগঠন বৈচিত্র্যময়। এর মধ্যে 'বঙ্গলক্ষ্মী-২' ও 'বঙ্কিমচন্দ্র ৫'-এর ৪+৪+৬, 'বঙ্কিমচন্দ্র ৪'-এর ৪+৪+৩+৩, এবং 'মুক্তি'র ৮+৪+২ স্তবকবিন্যাস মূলত ক্লাসিকাল। বাকি ৪টি সনেটের মধ্যে 'প্রণয়ভীরু'র ১২+২ 'অমৃতের পুত্র'-এর ৫+৭+২, 'দ্রৌপদী-১'-এর ৪+৬+৪ এবং 'কবিধাত্রী-১'-এর ৬+৬+২ স্তবক গঠন নিঃসন্দেহে অভিনব। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখের যে মোহিতলালের 'দ্রৌপদী' সনেটের ৪+৬+৪ স্তবকবন্ধে তাঁর পূর্ববর্তী কবি চিত্তরঞ্জন ও বসন্তকুমার পরীক্ষামূলকভাবে দু-একটি সনেট রচনা করেছেন। মোহিতলালের উল্লিখিত কয়েকটি সনেটের স্তবক গঠন অভিনব সন্দেহ নেই, কিন্তু সনেটের স্তবকবিন্যাসে তিনি যে মূলত ক্লাসিকাল-পন্থী একথা বলাই বাহুল্য।

সনেটের আভ্যন্তর গঠনেও মোহিতলাল মূলত ক্লাসিকাল রীতিরই অনুসরণ করেছেন। তাঁর ৬৯টি সনেটের ৬৬টির অষ্টক-ষট্ক বিভাগ আছে। ৫১টি সনেটের অষ্টক দুই চতুষ্কে এবং ২৭টির ষট্ক দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত।

'ছন্দ-চতুর্দশী'র সনেটগুলির মিলবিন্যাস একান্তভাবে পেত্রার্কীয়। 'প্রণয়ভীরু' ও 'স্মরণ' শীর্ষক দুটি সনেট মাত্র শেক্‌সপীরীয় রীতির সাত মিলে রচিত। বাকি ৬৭টি সনেটের অষ্টকে দুটি এবং ষট্‌কে দুটি বা তিনটি মিল ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে 'অমৃতের পুত্রে'র মিলবিন্যাস কিঞ্চিৎ অনিয়মিত ; মিলপদ্ধতি : কখকখ খককখ তপততপপ। ৬৬টি সনেটের অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে গঠিত। মোহিতলাল ষট্‌কে তিন মিলের চেয়ে দুই মিলেরই বেশি পক্ষপাতী ছিলেন। ৪৯টি সনেটের ষটক দুই এবং ১৭টি তিন মিলে রচিত। ক্লাসিকাল সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাসে কবির কিছু স্বাধীনতা থাকে। মোহিতলাল তাঁর সনেটে এই স্বাধীনতার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নিম্নলিখিত সাত প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. তপতপতপ : পয়ার, ত্রিস্রোতা, অন্তিম, বিবাহমঙ্গল, শ্রাবণ শর্ব্বরী, বনভোজন, নিশান্ত, প্রকাশ, দ্রৌপদী-১,২, বঙ্গলক্ষ্মী-১, বঙ্কিমচন্দ্র-৬,

রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-২,৩, সত্যেন্দ্রনাথ, নটকবি শিশির কুমার, রূপার্টব্রুক-১, ৬, কবিধাত্রী-১, মরণ, যাত্রাশেষে-২, ৩, বিদায়।

২. তপপ ততপ : উপমা, স্বপ্ন নহে, স্মরগরল, ফুল ও পাখী-১, ২, ৩, স্বপ্নসঙ্গিনী- ১, ২, নির্বেদ-১, ২, ৩।

৩. তপত পপত : পৌর্ণমাসী, বঙ্কিমচন্দ্র-২, কবিধাত্রী-২, ৩, মুক্ত, যৌবন যমুনা, স্বপ্নসঙ্গিনী-৩, যাত্রা শেষে-১ ।

৪. তপপ তপত : নিশুতি, উষা, বঙ্গলক্ষ্মী-২, বঙ্কিমচন্দ্র-৩, ৫, শরৎচন্দ্র-১ ।

৫. তপঙ তপঙ : চৈত্ররাতে, জন্মাষ্টমী, বঙ্কিমচন্দ্র-৪, বিবেকানন্দ, রূপার্টব্রুক-২,৫, তীর্থপথিক, প্রেম, দীপান্বিতা ।

৬. তপঙ ঙপত : আহ্বান, এক আশা-১-৬।

৭. তপঙ ঙতপ : বঙ্কিমচন্দ্র-১ ।

ইতালীয় ক্লাসিকাল সনেটের ষট্‌কের মিলসংখ্যা দুই বা তিন ; মিলবিন্যাস একান্ত ভাবেই বিবৃতধর্মী। সংবৃত মিল তেমন ব্যবহৃত হয়নি—পেত্রার্কার সনেটে তো নয়ই। কারণ ষট্‌কের সংবৃতধর্মী মিল যোজনায় অষ্টকের অনুরণনই চলতে থাকে এবং ষট্‌কবন্ধে ভাবমোক্ষ রচনায় বিঘ্ন ঘটে। মোহিতলাল তাঁর সনেটের ষট্‌কবন্ধের মিল যোজনায় এই সত্যটি মনে রেখেছিলেন। তাঁর ষট্‌কের উপরি লিখিত মিলবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি তাঁর অর্ধেকের বেশী সনেটের ষট্‌কেই বিবৃতধর্মী মিল যোজনা করেছেন। ওপরের ২, ৩, ৪ ও ৬ বিভাগের ৩২টি ষট্‌কের মিলবিন্যাস অবশ্য সংবৃতধর্মী। কিন্তু এগুলির অধিকাংশের ষট্‌ককে তিনি দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত করে ভাবপ্রবাহকে মুক্তিলীলায় বিলসিত করে তুলেছেন।

মোহিতলালের সনেটের বহিরঙ্গের গঠন ও মিলবিন্যাসই শুধু নয় অন্তরঙ্গ বিন্যাসও বিশেষভাবে ক্লাসিকাল। তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৬৯টি সনেটের মধ্যে ৫৪টির অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রয়েছে বৈচিত্র্যানুসারে এগুলি নিম্নলিখিত তেরোটি পর্যায়ে বিভক্ত :

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : পয়ার, ত্রিস্রোতা, স্বপ্ননহে, আহ্বান, বিবাহ-মঙ্গল, বনভোজন, পৌর্ণমাসী,নিশুতি, দ্রৌপদী-২, বঙ্কিমচন্দ্র-১,২,৩,৫,৬, বিবেকানন্দ, রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-১-৩, নটকবি শিশির কুমার, রূপার্ট ব্রুক-২-৫, তীর্থ পথিক, প্রেম, এক আশা-৩,৫,

দীপান্বিতা, যৌবন যমুনা, স্মরগরল, ফুল ও পাখী-২,৩, স্বপ্নসঙ্গিনী ১-৩, নির্ব্বেদ-৩, যাত্রা শেষে-৩, বিদায়।

২. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর: উপমা, এক আশা-২।

৩. কারণ থেকে কার্য: অন্তিম।

৪. বিশেষ থেকে সামান্য: শ্রাবণ শর্ব্বরী।

৫. প্রকৃতিলোক থেকে স্মৃতিলোক: চৈত্ররাতে।

৬. উপমেয় থেকে উপমান: নিশান্ত।

৭. স্মৃতিলোক থেকে বাসনালোক: জন্মাষ্টমী

৮. অতীত থেকে বর্তমান: বঙ্গলক্ষ্মী-১, নির্ব্বেদ-২।

৯. বর্তমান থেকে অতীত: বঙ্গলক্ষ্মী-২, কবি ধাত্রী, এক আশা-৪।

১০. মানবলোক থেকে প্রকৃতিলোক: সত্যেন্দ্রনাথ

১১. আত্মলোক থেকে কাব্যলোক: রূপার্টব্রুক-১ ও ৬।

১২. তত্ত্ব থেকে ভাব: মুক্তি।

১৩. উপমান থেকে উপমেয়: মরণ।

সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় মোহিতলাল কত দূর সফল হয়েছেন, তা বোঝাবার জন্য বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা দুটি উদাহরণ দেব। প্রথমটি তার 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী' গ্রন্থের প্রথম সনেট:

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী!
কতকাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরু-ধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ-পদ্মাসনে—
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী!

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্তধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে;
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে।

এখানো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা ? কূলে যার দেবতারা ভ্রমে !
[পয়ার : ছন্দচতুর্দ্দশী, পৃ.-১]

সারস্বত কথা-মূলক এই সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি পয়ার ছন্দকে তার মঞ্জীর খুলে রেখে গতানুগতিক নৃত্য চপল লাবণ্যময় রূপ পরিত্যাগ করে 'মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী' উদাত্ত ভাবের উদ্দীপনায় উচ্চ শঙ্খধ্বনিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন। ষট্‌ক-বন্ধে সনেটটির ভাব-প্রবাহ বাঁক ফিরেছে। পয়ারের স্বরূপ কি হবে এখানে কবি তার দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। এই সনেটটির অন্তিম দুই পংক্তিতে অষ্টকেরই অনুভাবনা বিবৃত হয়েছে। ক্লাসিকাল সনেটে শেষ দুই পংক্তিতে ভাবের পূর্বতন অভিব্যক্তি নিঃসন্দেহে ত্রুটি। দুর্ভাগ্যবশত মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটেই এই ত্রুটি রয়েছে। 'বাংলা সনেট' প্রবন্ধে তিনি ক্লাসিকাল সনেটের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন 'সনেটের শেষ দুই বা এক পংক্তিতে ভাবের পূর্বতন অভিব্যক্তি হওয়া চাই।'[৫] বলা বাহুল্য ক্লাসিকাল সনেট সম্পর্কে মোহিতলালের এ ধারণাটি ভ্রান্ত। কিন্তু তিনি এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁর অধিকাংশ ক্লাসিকাল সনেট রচনা করেছেন। সনেটের অন্তিমে পূর্ববর্তী ভাবের অভিব্যক্তি থাকলে সনেটের গঠনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্লাসিকাল সনেটে অষ্টকের সংবৃতধর্মী মিলের পাকে পাকে ভাবপ্রবাহের বন্ধন রচিত হয় এবং ষট্‌ক-বন্ধের বিবৃতধর্মী মিলবিন্যাসে সেই ভাবপ্রবাহই মুক্তিলীলায় বিলাসিত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোহিতলাল সনেটের অন্তিমে 'ভাবের পূর্ব্বতন অভিব্যক্তি'র যে কথা বলেছেন,তা ক্লাসিকাল সনেটের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এবারে তাঁর আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট আর একটি সনেট উদ্ধৃত করছি :

এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে
মৃত্যু আসি দাঁড়াইল, তোমারে লইতে একদিন—
চেয়েছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন,
মুদিলে মেঘের রবে আঁখি দুটি ম্লান হাসি হেসে ?
বেদনার অর্ঘ্য রচি' নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ !—
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে ?

বাহিরে বিদ্যুৎ-ঘটা, নব মেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যোষ্ঠী-মধু শীতলসুরভি ;
হৃদয়ে গুমরে গীতি—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হাহাস্বর,
আর্দ্র বায়ুশ্বাসে কাঁদে সুনির্জ্জন ভবন-বলভি ।—
'আর নয় !' কহে দেবী, বীণা হতে ছিনাইয়া কর,
'এবার আমার পালা !—আমি গাই, তুমি শোন, কবি !'

[সত্যেন্দ্রনাথ : ছন্দচতুর্দ্দশী, পৃঃ-৪১]

কবিতর্পণ-বিষয়ক এই সনেটটির আলম্বন সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু। অষ্টকবন্ধে মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করেছেন। আর ষট্‌কবন্ধে প্রকৃতির কয়েকটি চিত্রের মধ্য দিয়ে এই মৃত্যুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মৃত্যুর রূপচিত্রণ অঙ্কিত করতে গিয়ে তিনি এই সনেটে মানবলোক থেকে প্রকৃতি-লোকে ভাবপ্রবাহকে আবর্তিত করে অষ্টক ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। অবশ্য শেষ দুই পংক্তিতে একটি নতুন ভাবপ্রবাহ সনেটটির গঠনবিন্যাসকে কিঞ্চিৎ শিথিল করেছে।

আমরা আগেই বলেছি যে মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী'র অধিকাংশ সনেটই অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে ক্লাসিকাল। এই ক্লাসিকাল সনেট রচনায় তিনি সম্ভবত বাংলা ভাষার আদি সনেটকার মধুসূদনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি মধুসূদনের তুলনায় অনেক বেশি রীতিনিষ্ঠ। মধুসূদনের সনেটের অষ্টকেও প্রধানত দুটি মিল, কিন্তু মিলবিন্যাস বৈচিত্র্যময়। মোহিতলাল এ বিষয়ে ক্লাসিকাল সনেটাদর্শকে যথাযথ অনুসরণ করে তাঁর উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের প্রায় সমস্ত সনেটের অষ্টকই দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে রচনা করেছেন।

মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী'-র ভাষাতেও মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। মধুসূদনেরই মত তিনি এখানে স্পষ্ট অর্থবহ ধ্বনিগাম্ভীর্যময় তৎসম শব্দ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর সনেটের অলংকার ও রূপকল্প রচনায় মধুসূদন ও দেবেন্দ্রনাথের দ্বৈত প্রভাব পড়েছে।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে মোহিতলাল বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করে কেবলমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচনা করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে সনেটে আঠারো মাত্রার ব্যবহারে কবির দায়িত্ব বেড়ে যায় কিন্তু সনেটের সংহত আকারের মধ্যে ভাববিকাশের সুবিধার জন্য তিনি

স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব স্বীকার করে 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী'র প্রায় ৪১টি সনেটেই আঠারো মাত্রা ব্যবহার করেছেন। সনেটের সংহত আকারের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও বাংলা সাহিত্যের প্রায় কোন সনেটকারই প্রবহমাণ ছন্দকে সম্পূর্ণত পরিত্যাগ করেন নি। মোহিতলাল প্রসঙ্গেও একথা সমান সত্য। প্রবহমাণ ছন্দ প্রয়োগের ফলে সনেটের ষট্কের দুই ত্রিক বিভাগ সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অধিকাংশ ষট্কে এই বিভাগ রক্ষা করতে পারেন নি। তবে সামগ্রিক ভাবে তিনি সনেটে এই ছন্দের ব্যবহারে, যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করতে গিয়ে মধুসূদন তাঁর অনেক সনেটে ইংরেজ কবি মিল্টনের মত অষ্টক-ষট্কের বিভাগ রক্ষা করতে পারেন নি। মোহিতলালের সনেটে কিন্তু সেই ক্রটি নেই। তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী'র ৫৩টি সনেটে যদিও প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে, তবু তিনি একান্নটির অষ্টকে দুই চতুষ্ক বিভাগ রক্ষা করতে পেরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাবপ্রবাহ ছেদহীনভাবে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্রই তাঁর সনেটে অষ্টকের শেষে ভাব-যতি স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেও তিনি তাঁর সনেটের সংহত গঠন অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

মোহিতলাল তাঁর সনেটে ছন্দ-সংগীত সৃষ্টিতে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সনেটের অষ্টক ও ষট্কে ভিন্ন প্রকৃতির মিল ব্যবহার করে তিনি এই দুই পর্বে ভিন্নধর্মী ছন্দ-সংগীত রচনা করে ক্লাসিকাল সনেটের মূল প্রকৃতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে তাঁর সনেটে অধিক সংখ্যায় ভারি ওজনের তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দ ব্যবহারে তিনি সংগীতিক আবেদন সৃষ্টির প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সনেটের মিলবাচক শব্দ-বিন্যাসেও এই চেতনাই কাজ করেছে। 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৬৯টি সনেটের মোট তিনশো মিলের মধ্যে ১৭৭টি সংগীত-বহুল স্বরান্ত মিল।

'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছের মাধ্যমেই মোহিতলালের কবিজীবনের শুরু। এই পুস্তিকাটি সনেট-পরম্পরায় রচিত। পরবর্তীকালে তিনি আর কোন দীর্ঘ সনেট পরম্পরা রচনা না করলেও সনেট-পরম্পরার প্রতি তাঁর আসক্তি পরবর্তীকালের রচনাতেও ধরা পড়েছে। 'ছন্দ-চতুর্দশী'র ৩৮টি সনেট ১১টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। সনেট সংখ্যা সহ এই পরম্পরাগুলি নিম্নরূপ :

১. দ্রৌপদী—২। ২. বঙ্গলক্ষ্মী—২। ৩. বঙ্কিমচন্দ্র—৬। ৪. শরৎচন্দ্র—৩। ৫. রুপার্টব্রুক—৪। (অনূদিত দুটি সনেট বাদে) ৬. কবিধাত্রী—৩। ৭. এক আশা—৬। ৮. ফুল ও পাখী—৩। ৯. স্বপ্নসঙ্গিনী—৩। ১০. নির্ব্বেদ—৩। ১১. যাত্রাশেষে—৩।

মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে দেহাত্মবাদী জীবনাদর্শের প্রবর্তক। তাঁর সনেটগুলিও এই চেতনায় অনুপ্রাণিত। তবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির নানা অনুভবও তাঁর সনেটগুলির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন—

১. সারস্বত কথা : পয়ার, বিদায়।
২. কাব্যরসোদ্গার : দ্রৌপদী-১,২।
৩. বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি : বঙ্গলক্ষ্মী-১,২।
৪. কবি-কোবিদতর্পণ : বঙ্কিমচন্দ্র-১-৬, বিবেকানন্দ, রবির প্রতি, শরৎচন্দ্র-১-৩, সত্যেন্দ্রনাথ, নটকবি শিশিরকুমার, রুপার্টব্রুক-১,২, ৫,৬, দীপান্বিতা।
৫. আত্মকথা : কবিধাত্রী-১-৩, তীর্থপথিক, এক আশা-১-৬, যৌবন-যমুনা, ফুল ও পাখী-১-৩, যাত্রাশেষে-১-৩।
৬. তত্ত্ব : অমৃতের পুত্র, ত্রিস্রোতা, উপমা, স্বপ্ন নহে, প্রণয় ভীরু, আহ্বান, অন্তিম, প্রকাশ, জন্মাষ্টমী, প্রেম, মরণ।
৭. প্রেম : বিবাহ মঙ্গল, শ্রাবণ শর্ব্বরী, চৈত্ররাত্রে, মুক্তি, স্মরগরল, স্বপ্নসঙ্গিনী-১-৩, স্মরণ, নির্ব্বেদ-১-৩।
৮. প্রকৃতি : বনভোজন, পৌর্ণমাসী, নিশুতি, নিশান্ত, উষা।

মোহিতলালের সনেটের এই বিষয় বিভাগ থেকেই তাঁর বিচিত্র বিষয়-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পর্যায়ের 'কবি-কোবিদতর্পণ' বিষয়ক সনেটগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এখানে তিনি গতানুগতিক বন্দনা-রীতি পরিত্যাগ করে তাঁর উদ্দিষ্ট কবির রূপ ও প্রকৃতি সনেটের সংহত পরিসরের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতায় বিমূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক সনেটগুচ্ছে দেবেন্দ্রনাথের মতই প্রেম ও প্রকৃতি এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। তবে মোহিতলালের প্রেমসাধনা একান্তভাবে দেহতান্ত্রিক। প্রিয়া ছাড়া তিনি প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কবির ভাষায় :

> তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি ;
> প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি সাথে।

[নির্ব্বেদ-১ : ছন্দ চতুর্দ্দশী, পৃ. ৭৫]

মোহিতলালের এই দেহতাত্ত্বিক প্রেম সাধনার সঙ্গে ভারতবর্ষের তন্ত্র সাধনার যোগ সুনিরীক্ষ নয়। তবে তান্ত্রিকদের মতো তিনি দেহকে নির্ভর করে আধ্যাত্মিক স্তরে যাত্রা করেন নি। দেহের-পাত্রে উচ্ছলিত মর্ত্য-জীবনের পরম পানীয় তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েই আস্বাদন করতে চেয়েছেন। তাঁর মত রূপতান্ত্রিক কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আর নেই।

কবিশিল্পী হিসাবে মোহিতলালকে বলা যায় ভাষা-ভাস্কর। শিল্পায়নের এই ভাস্কর্যধর্মিতা তাঁকে উৎকৃষ্ট সনেটকারের গুণাবলীতে বিভূষিত করেছে; কেন না সুললিত গীতিকবিতার রাজ্যে সনেট একান্ত ভাবেই ভাস্কর্যধর্মী কলাকৃতি। তাছাড়া কবিধর্মে রোমান্টিক হয়েও মোহিতলাল শিল্পরূপায়ণে ক্লাসিকাল। আধুনিক বাংলা কাব্যে রূপ ও রীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠায় তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সনেট-কলাকৃতির মধ্য দিয়ে গীতিকাব্য লক্ষ্মীর যে ঘনপিনদ্ধ অঙ্গসৌষ্ঠব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তার প্রতি রূপদক্ষ কবি-শিল্পীর আসক্তি ও অনুরক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। মোহিতলালও এই একই কারণে ক্লাসিকাল সনেট রচনায় সহজাত নৈপুণ্যের অধিকারী। রবীন্দ্রপর্বের রোমান্টিক সনেট-রচনার সহজিয়া রীতিকে পরিহার করে তিনি বাংলা সাহিত্যে পেত্রার্কান সনেটকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। বাংলা সনেট সাহিত্যের ইতিহাসে তাই মোহিতলাল এক গৌরবান্বিত নবযুগের উদ্গাতা।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সুরেশ্বর শর্মা ছদ্মনামা বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৮১-১৯৪৪) প্রায় পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। বয়সে তিনি মোহিতলালের সাত বছরের বড। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'শতপর্ণী' (১৯২৭) যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বয়সে অগ্রজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে মোহিতলালের পরবর্তী কবি হিসাবে গ্রহণ করছি। মোহিতলালের মত বাংলা সাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথেরও আবির্ভাব সনেট-শিল্পী রূপে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শতপর্ণী' সম্পূর্ণ সনেট সংকলন। উৎসর্গ কবিতাটি নিয়ে এই গ্রন্থে একশ-একটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে

'নববসন্তে' ও 'স্মরণ'-শীর্ষক দুটি কবিতা সাত পয়ার-বন্ধে রচিত চতুর্দশী এবং 'অতৃপ্তি' নামক কবিতাটি খুব সম্ভবত কবির অনবধানতা বশত পনের পংক্তিতে রচিত।

সুরেন্দ্রনাথের সনেটের বহিরঙ্গ গঠনে মোহিতলালের প্রভাব স্পষ্ট। মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটের ৮+৬ স্তবকবন্ধে তিনি ৭৩টি সনেট রচনা করেছেন, তাঁর বাকি ২৫টি সনেট এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। সনেটের মিলবিন্যাসে তিনি পেত্রার্কান ও শেকস্‌পীরীয় দুই রীতিই গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর ওপর মোহিতলাল এবং রবীন্দ্রসমকালীন সনেটকারদের দ্বৈত প্রভাব পড়েছে। তাঁর ৯৮টি সনেটের মধ্যে ৩২টি পেত্রার্কান। সর্বত্রই অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে এবং ১৮টির অষ্টক দুই চতুষ্কে ও ১৭টির ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত। এই ৩২টি সনেটের অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলে রচিত। ষট্‌কের মিল প্রায় সর্বত্রই তিনটি, সাতাশটির মিলবিন্যাস বিবৃতধর্মী। রবীন্দ্রসমকালীন কোন কোন কবির পেত্রার্কান রীতিতে রচিত সনেটের মত তিনি এই রীতির পাঁচটি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজনা করেছেন। আর দুটি সনেটের ষট্‌কে অষ্টকেরই একটি মিল স্থান পেয়েছে। তাঁর পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত ৩২টি সনেটের ষট্‌কে নিম্নলিখিত ছ'প্রকার মিলবিন্যাস গৃহীত হয়েছে।

১. তপপতপত : মৌন।

২. তপঙ তপঙ : যাযাবর, জিজ্ঞাসা, বহুবল্লভ, মৌন, প্রাপ্তি, চিঠি-১-২, বিষাণ, পলাতকা, পরাজয়, বিমুখা, নিস্পৃহ, ব্যর্থচেষ্টা, নিমেষিকা, রূপসী-১, দীপালী, প্রশ্নোত্তর, উত্তরা, অদীনপুণ্যা, পূর্ণিমা, এইক্ষণে, তৃপ্তি, ভীরু।

৩. তপঙ ঙতপ : পরিচয়।

৪. তপত পঙঙ : স্বপ্নালু, সহমৃতা, বিশ্বাসী, শবসাধনা, সমাপ্তি।

৫. তথপ তথপ : অকস্মাৎ।

৬. তকপ তকপ : নীরবে।

এই মিলবিন্যাস-পদ্ধতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, সুরেন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের ষট্‌কের মিলবিন্যাসে মূলত পেত্রার্কান রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। এই রীতির সনেটের রূপবিন্যাসে তিনি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিষয়ে সমান সচেতন ছিলেন। বহিরঙ্গের মিলবিন্যাসের কথা আগে বলেছি। অন্তরঙ্গের

রূপনির্মাণে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। তাঁরএই ধারার ২৪টি সনেটেই আবর্তনসন্ধি স্থান পেয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের ৫৮টি সনেটে শেকস্‌পীরীয়-রীতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ২০টিতে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম দ্বিপদী বিভাগ আছে। নিম্নলিখিত ১০টির মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ, সর্বত্রই মিলসংখ্যা সাত-এর কম—অসময়ে, ভিক্ষালব্ধ, প্রগতি, নিবেদন, উপহার, ফসল, রুদ্ধকক্ষ, কেন, তাজ পঞ্চক-১, মূক।

এই ধারার বাকি ৪৮টি সনেটের মিলবিন্যাসে মোটামুটি শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসৃত হলেও সর্বত্রই প্রথম চতুষ্কটি সংবৃত-ধর্মী। সনেটগুলি গঠন অনুসারে নিম্নলিখিত দুই পর্যায়ে বিভক্ত।

১. তিন চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বিভক্ত : **অন্বেষণ-২**, ভবঘুরে, রূপসী-২, মুক্তিদাতা, সাগরিকা, **বসন্ত**, **কালবৈশাখী**, হাসি, গান, অনুশোচনা, অম্লান, স্মরণ, বেদনানন্দ, ব্যবধান, **আগমনী**, নিস্তরঙ্গ।

২. অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক আছে কিন্তু তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই : বাতায়ন, অভাব, অতৃপ্তি, নিয়তি, মায়াবিকার, অশান্ত, আশা, অন্তর্গূঢ়, আঁধারে, দৃষ্টি, বিজয়িনী, দৃষ্টি, পুনরায়, তবু, মর্মোক্তি, তরঙ্গ, সাধনা, তাজপঞ্চক-২,৩,৪,৫, সর্ব্বহারা, ক্রন্দন, বিরহী, **হ্রদ**, বন্দীদেবতা, যৌবনান্তে, দৃষ্টি, **শেষযুদ্ধ**, বিদায়ক্ষণে, সুচরিতা, চতুর্দ্দশী।

উল্লিখিত সনেটগুলির স্থূলাক্ষরা ছ'টিতে কবি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিরা শেকস্‌পীরীয় সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক-রীতি সমন্বয়ের আশ্চর্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ পূর্বসূরীদেরই পথানুসারী।

বাংলা সনেটের আদিপর্বে রাধানাথ রায় ও রাজকৃষ্ণ রায় কখকখ, গঘগঘ, তপত পতপ মিলে নতুন ধরণের রোমান্টিক রীতির কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। পরবর্তীকালের কবিরা এই রীতিতে কিংবা ষট্‌কে আরেকটি মিল বাড়িয়ে কখকখ, গঘগঘ, তপঙ, তপঙ মিলবিন্যাসে দু' চারটি সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ উল্লিখিত সাতমিলের মিশ্ররীতিতে অন্বেষণ-১, অভিস্মর, প্রাপ্তি, সিদ্ধি, স্মৃতি, সম্মোহ, দুর্ভাগা, কৃতজ্ঞতা-শীর্ষক ৮টি সনেট রচনা করে এই রীতিকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই পর্যায়ের তিনটি সনেট—‘প্রাপ্তি’, ‘সিদ্ধি’ ও ‘দুর্ভাগা’র আবর্তনসন্ধি রচনা করে

তিনি মূলত ক্লাসিকাল-রোমান্টিক রীতি সমন্বয়ের নব রূপায়ণে প্রয়াসী হয়েছেন। উদাহরণত একটি সনেট উদ্ধৃত করছি : '

সাগরে মাণিক তুমি, ডুবুরি হয়েছি আমি তাই,
পেয়েছি সন্ধান তব তাই আমি দ্বিধা শঙ্কাহীন,
যা বলে বলুক লোকে তোমারে লভিব একদিন,
জানি আছে মৃত্যুভয়, মরণেরে আমি না ডরাই।
নয়নে জেগেছে মোর কৌস্তুভের দীপ্তি নিরমল,
রবি শশী নিভে গেছে জ্যোতিহারা আমার অম্বরে,
স্খলিত হয়েছে মোর চরণের অটুট শৃঙ্খল,
অতলে ডুবিব আমি, ব্যর্থ হলে মরিব সাগরে।

সে-ই পায়, আছে যার জিনিবার দুর্ণিবার পণ ;
যে পণ অনপনেয় ঐকান্তিক অব্যাহত গতি,
এ জীবন যার লাগি একমাত্র তপস্যা দুশ্চর।
যার আশা ভালবাসা স্বপ্ন নয়, প্রাণপণ রণ
সর্ব্ববাধা অন্তরাল বিঘ্নমনে ; যে অনন্যমতি
তার ভাগ্যে আছে শুধু সংগ্রামান্তে দেবতার বর।

[সিদ্ধি : শতপর্ণী, পৃঃ ৬৮]

এই সনেটটিতে কবির ঐকান্তিক প্রেমসাধনার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রেয়সীকে তিনি বলেছেন 'সাগরে মানিক।' সনেটটির অষ্টকবন্ধে রত্ন-সদৃশ এই দুর্লভ ধন লাভের জন্য কবির জীবনপণ সাধনা বাণীরূপ পেয়েছে। ষট্‌কবন্ধে ভাবপ্রবাহের কার্য থেকে ফলশ্রুতিতে আবর্তন লক্ষণীয়। সাধনার নিশ্চিত পুরস্কারের কথা কবি এই অংশে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত শেকস্‌পীরীয় অষ্টক ও পেত্রার্কীয় ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই দুই রীতি সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন রীতিতে রচিত ৩৩টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে ভাবাবর্তন রয়েছে। আবর্তনসন্ধি সৃষ্টিতে তাঁর এই সনেটগুলিতে আট প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. কারণ থেকে কার্য : স্বপ্নালু, সহমৃতা।

২. কার্য থেকে ফলশ্রুতি : রূপসী-১, প্রশ্নোত্তর, বসন্ত, কালবৈশাখী, সিদ্ধি।

৩. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : অন্বেষণ-২, যাযাবর, জিজ্ঞাসা, বহুবল্লভ, নিস্পৃহ, ব্যর্থচেষ্টা, মৌন, নীরবে, প্রাপ্তি, দীপালী, প্রাপ্তি-২, উত্তরা, অদীনপুণ্যা, পূর্ণিমা, বিষাণ, পলাতকা, দুর্ভাগা, তৃপ্তি, আগমনী, পরাজয়, শেষযুদ্ধ।

৪. সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণ : পরিচয়।

৫. বস্তুলোক থেকে ব্যক্তিলোক : চিঠি-১।

৬. প্রকৃতিলোক থেকে মানবলোক : মৌন-২।

৭. প্রকৃতিলোক থেকে আত্মলোক : হ্রদ।

৮. বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ : শবসাধনা।

'শতপর্ণী'র সনেটগুলি অধিকাংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। মাত্র তেরটি কবিতা সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবিতা সংখ্যাসহ এগুলি নিম্নরূপ : অন্বেষণ -২, রূপসী-২, অতৃপ্তি-২, চিঠি-২, ও তাজপঞ্চক-৫।

সুরেন্দ্রনাথের সনেটগুলি মুখ্যত প্রেমকেন্দ্রিক।[৬] মোহিতলালের মতই তাঁর প্রেমচেতনা বাস্তবানুগ। তবে দেহপিপাসার তীব্র আকুতি নেই। কিন্তু প্রিয়াকে লাভ করবার দুর্জয় সংকল্পে তিনি অবিচল। প্রেম তাঁর জীবনের পক্ষে অনিবার্য, কারণ প্রিয়ার প্রেমের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান নিজেকে—নিজের পূর্ণ-স্বরূপকে।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ প্রধানত পূর্বসূরীদের পথ পরিক্রমা করেছেন—বিশেষ করে মোহিতলালের। তাঁর ৯৮টি সনেটের ৮৩টি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে ৪৮টি চৌদ্দমাত্রায় এবং ৩৫টি আঠারমাত্রায়; ৬৭টি সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। তাঁর প্রবহমাণ ছন্দের ব্যাপক প্রয়োগ এবং আঠার মাত্রায় অনেকগুলি সনেট রচনায় নিঃসন্দেহে মোহিতলালের প্রভাব কাজ করেছে। কিন্তু 'শতপর্ণী'র পনেরটি সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচনা করে তিনি এক দুঃসাহসিক পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন।[৭] এই ছন্দের দোদুল-গতি সনেটের সংহত গঠন ও ভাবগাম্ভীর্যের অনুকূল নয়। কিন্তু সনেট-ছন্দের পরীক্ষা হিসাবে তাঁর এই প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গত এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

বার বার আমি পড়ি চিঠিখানি তব।
গানের মতন নূতন নূতন তানে
দু চারিটি কথা কত সুর মনে আনে,
যতবার পড়ি ফোটে ফুল নব নব।
মৌন লিপিতে শুনি যে কণ্ঠ-স্বর
সে হাসির ধ্বনি আসে যেন মোর কানে;
লিখিলে না যাহা প্রাণ মোর তাহা জানে,
অ-ফোটা ফুলের ঘ্রাণে পাই সৌরভ।

চিঠির মতন তুমিও যে সীমাহারা।
কাছে ছিলে যবে দরশে পরশে মোর
কতটুকু আসি দিয়া যেতে কতখানি।
ওই দুটি চোখে ফুটিত হাজার তারা
অসীমে সীমানা দিত দুটি বাহুডোর,
কত লাখ যুগ নিমেষে আনিত টানি।

[চিঠি : শতপর্ণী, পৃ ৪৩]

খাঁটি পেত্রার্কান মিলে রচিত এই সনেটটিতে ভাবপ্রবাহ বস্তুলোক থেকে ব্যক্তিলোকে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সুরধর্মিতা এই ক্লাসিকাল-রীতির ভাস্কর্যধর্মী সনেটটির নিটোল সংহতি ও ভাবগাম্ভীর্য বিচলিত করেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সনেটের পক্ষে কেন উপযোগী নয় এই সনেটটিই তার সার্থক প্রমাণ। মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত সনেটের পংক্তিদৈর্ঘ্য নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর 'জোনাকি' (১৩৪৬) কাব্যগ্রন্থে যে পঞ্চাশটি সনেট আছে তাদের প্রতি চরণের মাত্রাসংখ্যা আট থেকে এগার। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে কলালক্ষ্মীর চ মূর্তিটি অতিকৃশতায় লাবণ্যহীন।[৮]

সুশীলকুমার দে

শীলকুমার দে (১৮৯৯-১৯৬৮) বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। ইংরেজি বাংলা ও ংস্কৃত সাহিত্যের ত্রিবেণী-সংগমে গড়ে ওঠা তাঁর মানস-প্রকৃতির দ্বৈত-রূপ। কই সঙ্গে তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং জীবনরসিক কবিশিল্পী। জ্ঞানচর্চায় াসিকাল, কাব্যচর্চায় রোমান্টিক। সাহিত্য-সংসারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব বি-রূপে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর কবিখ্যাতিকে স্তিমিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বলভাবে রা পড়েছে তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থে। এর মধ্যে 'দীপালী' (১৯২৮) ও ক্ষণদীপিকা' (১৯৪৮) সনেটগুচ্ছ। প্রথমটির সনেট সংখ্যা ১২০ এবং দ্বিতীয়টির ৪২। 'ক্ষণদীপিকা'র ৪২টি সনেটের মধ্যে ৩৮টিই 'দীপালী' থেকে ুনর্মুদ্রিত, মাত্র চারটি নতুন রচনা।* অর্থাৎ তাঁর রচিত মোট সনেটের ংখ্যা হলো ১২৪টি। সমস্ত সনেটই পেত্রার্কান রীতির। সুশীলকুমারের দীপালী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আগেই মোহিতলালের 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' ও 'স্বপন াসারী' প্রকাশিত হয়েছে। 'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছ শেকস্‌পীরীয় রীতির। স্বপন পসারী'তে অবশ্য পেত্রার্কান রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের সনেট সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। অর্থাৎ মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে পত্রার্কান সনেটের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার আগেই সুশীলকুমার এই রীতিতে সনেট চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং, এই ধারার সনেট রচনায় তিনি মোহিতলালের প্রত্যক্ষ প্রেরণা পান নি, পেয়েছেন মধুসূদনের। পেত্রার্কান সনেট রচনায় যে তিনি মধুসূদনের শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন তাঁর প্রমাণ রয়েছে তাঁর সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে। মধুসূদনের মত তাঁর সনেটগুলি এক স্তবকবন্ধে চোদ্দমাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। সনেটের মিলবিন্যাসেও তিনি মধুসূদন-পন্থী। অষ্টকে তিনি দুটি মাত্র মিল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মিলবিন্যাস সর্বত্র সংবৃত নয়। মধুসূদনের মত তিনিও দুই মিলের অষ্টকের মিলবিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সনেটের ষট্‌কে আছে দুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীলা। ৮১টি সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক যোজিত হয়েছে। পেত্রার্কান রীতির সনেটের অন্তিমে শেকস্‌পীরীয় রীতির যুগ্মক রচনায় নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর

সমকালীন কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে সুশীলকুমারের পেত্রার্কান রীতির সনেট রচনার পেছনে মধুসূদন ও রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের দ্বৈত প্রভাব রয়েছে।

সুশীলকুমারের ১২৪টি সনেটের ১০৪টিতে অষ্টক-ষট্ক বিভাগ আছে। ৯০টির অষ্টক দুই চতুষ্কে বিভক্ত কিন্তু ষট্কের দুই ত্রিক বিভাগ একেবারেই নগণ্য। আমরা আগেই বলেছি যে তাঁর সনেটের অষ্টকের মিল সর্বত্রই দুটি। মিলবিন্যাসে পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে: ১. কখখক কখখক—৫০টি। ২. কখকখ কখকখ—৩৫টি। ৩. কখখক খককখ—১৫টি। ৪. কখকখ, খকখক—২১টি। ৫. কখখক খকখক—৩টি।

তাঁর সনেটের ষট্কে রয়েছে দুই আর তিন মিলের বিচিত্র লীলা। দুই মিলের ৩৭টিতে সাত প্রকার এবং তিন মিলের ৮৭টিতে আট প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

দুই মিল: ১. তপপ ততপ—৩টি। ২. তপপতপত—৯টি। ৩. তপত পতপ—২০টি। ৪. তপত তপত—১টি। ৫. তপপ তপপ—১টি। ৬. তপত পপত—২টি। ৭. তততপপ—১টি।

তিন মিল: ১. তপঙ ঙপত—১টি। ২. তপপ তঙঙ—১৮টি। ৩. তপঙ তপঙ—৪টি। ৪. তপত পঙঙ—৪৫টি। ৫. তপত ঙঙপ—১টি। ৬. তত পঙ পঙ—২টি। ৭. ততপপঙঙ—১৫টি। ৮. খতপত পপ—১টি।

সুশীলকুমারের উল্লিখিত ষট্কের মিলবিভাগের তিন মিলের সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির(দীপালী-৮৩) মিলবিন্যাস ত্রুটি পূর্ণ। এখানে তিনি অষ্টকের একটি মিল ষট্কে ব্যবহার করেছেন। দুই ও তিন মিলের উভয়ের সপ্তম বিভাগের ১৬টি ষট্কের মিলবিন্যাস সনেট-পরিপন্থী। তিন মিলের দ্বিতীয় বিভাগের মিলটি ইতালীয় কবি উবের্তি ও ইংরেজ কবি মিল্টনের কিছু ষট্কের অনুরূপ। এই পর্যায়ের চতুর্থ বিভাগের মিলপদ্ধতি শেকস্পীরীয়। এই রীতিতে উবের্তি কিছু ক্লাসিকাল সনেট রচনা করেছেন, তবে তাঁর ষট্ক সর্বত্রই দুই ত্রিকবন্ধে গঠিত। সুশীলকুমার কিন্তু মিল যোজনায় বিশেষভাবে শেকস্পীরীয় রীতিই গ্রহণ করেছেন, কারণ তাঁর ষট্ক কদাচিৎ দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত।

উল্লিখিত তিন মিলের ষষ্ঠ মিলবিন্যাসটি বিশেষ প্রকৃতির ফরাসি রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভবত এই দুটি ক্ষেত্রে (দীপালী-১৩, ২৫) তিনি

প্রমথ চৌধুরীর সনেটাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এই দুটি সনেটের কোনটির অষ্টকই সংবৃত মিলে রচিত নয়।

অষ্টক ও ষট্‌কের মিলবিন্যাসে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও সামগ্রিক ভাবে সুশীলকুমার পেত্রার্কান-পন্থী সনেটকার। কিন্তু পেত্রার্কান সনেটের মত তিনি অষ্টক- ষট্‌কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এই বিষয়ে তিনি মিল্টন-পন্থী। তাঁর আবর্তনসন্ধিহীন পেত্রার্কান সনেটের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—'সনেট রচনায় তাঁকে বলতে হবে ভঙ্গ-কুলীন।'[১০] কিন্তু আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি যে একেবারে অমনোযোগী ছিলেন এমন নয়। তাঁর বারোটি সনেটে অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে মোটামুটি ভাবাবর্তন আছে। প্রসঙ্গত 'দীপালী'র তৃতীয় সনেটটি উদ্ধৃত করছি:

শুনিয়াছি কবে কোন সৃষ্টির ঊষায়
মুগ্ধ সাগরের নীল বক্ষ ভেদ করি,
উঠেছিল ফুটি প্রেম দেবীমূর্তি ধরি
পূর্ণ শতদল যেন, আপন লীলায়;
মায়া-লাবণ্যের ফুল কিরণ লহরী
সাগরের ঊর্মি সাথে সর্বাঙ্গে লুটায়,—
বিশ্বের বাসনা-লক্ষ্মী বিশ্বের বেলায়
উঠেছিল দশদিক পুলকেতে ভরি!
আজ যতবার চাহি তব আঁখিপানে—
নিস্তরঙ্গ অনাবিল অমৃত-পাথার—
তব মনে হয় যেন প্রেমের দেবতা
মোর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আকুল আহ্বানে
নূতন মুরতি ধরে ওঠে আরবার.
ভেদি ও অনন্ত-নীল অতল স্বচ্ছতা।

সনেটটির অষ্টকের মিল সংবৃত-ধর্মী, অবশ্য দ্বিতীয় চতুষ্কের মিলবন্ধন প্রথম চতুষ্কের মতো নয়। তিনটি বিবৃত মিলে ষট্‌কবন্ধ গঠিত। অষ্টকবন্ধে কবি প্রেমের দেবীমূর্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, ষট্‌কে নিজের প্রিয়ার মধ্যেই দেখেছেন তার উদ্ভাস। স্পষ্টতই সনেটটিতে সামান্য থেকে বিশেষে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট বারোটি সনেটের ভাবাবর্তনে চতুর্বিধ বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে:

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : দীপালী—৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৮২, ৮৭, ৯১, ৯৬। ক্ষণদীপিকা—২০।
২. সামান্য থেকে বিশেষ : দীপালী—৩।
৩. তত্ত্ব থেকে ভাব : দীপালী—৬৭।
৪. বহির্লোক থেকে অন্তর্লোক : দীপালী—৭৭।

সুশীলকুমারের সনেটগুলির প্রত্যেকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা। পেত্রার্কার মত তাঁর অধিকাংশ সনেট প্রেম-কেন্দ্রিক, বলা যায় প্রেম-সর্বস্ব। তবে পেত্রার্কার মত এক নারীই এগুলির উপজীব্য নয়। কবির বর্তমান প্রিয়ার সঙ্গে প্রাক্তনীরাও এখানে হাত ধরাধরি করে চলেছে। প্রেমের নিষ্ঠুর রূপ, বিরহ-বেদনা, প্রিয়ার আসঙ্গ-লিপ্সা, প্রেমের স্মৃতি এবং প্রেম-স্বপ্নে মগ্ন কবি-চেতনার নানা অনুভবে তাঁর সনেটগুচ্ছ আন্দোলিত। কাব্যধর্মে কবিবন্ধু মোহিতলালের চেয়ে রবীন্দ্র-সমকালীন কবিসমাজের সঙ্গেই তাঁর যোগ বেশি। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

গোলাপ-কপোল তার অশোক-অধর,
আমি ক্ষুদ্র প্রজাপতি চেয়ে মুগ্ধ-আঁখি,
একরাশি ব্রীড়াহাসি সারাদেহে মাখি
সারাপ্রাণে কুসুমের সুষমা সুন্দর!
দৃষ্টি সন্ধ্যাতারা, হাসি প্রভাত-ভাস্কর,
আমি সরসীর জল ঊর্দ্ধে চেয়ে থাকি,
দীপ্ত অনুরাগ-রাগ দেয় মোরে ঢাকি,
ভরে রজতের কান্তি সকল অন্তর!
সব রাগ সব কান্তি করেছি চয়ন
সকল সুষমা হাসি, বসন্তের দিন!
বর্ষায় লুকাবে তারা, নিভিবে তপন,
শুকাবে গোলাপ, হবে অশোক মলিন,—
তখন এ দীপ্ত প্রীতি ভরে দেবে প্রাণ,
কুসুমিত স্মৃতি রবে ব্যাপ্তি' মর্ম্মস্থান! [দীপালী-১৪, পৃ ১৬]

উপমামালায় সজ্জিত এই সনেটটিতে কবিপ্রিয়া ও তাঁর স্নিগ্ধ প্রেমচেতনার যে রূপ ও স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে তা একান্তভাবেই রোমান্টিক। এই প্রেমৈকসর্বস্ব রোমান্টিক জীবনোপলব্ধিই সুশীলকুমারের সনেটের মুখ্য উপজীব্য।[১১]

৪

[illegible] দাশ

মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাংলা কাব্যজগতে যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তা বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে পশ্চিমী হাওয়ার স্পর্শে নব কাব্যান্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ‘কল্লোল’ (১৯২৩), ‘প্রগতি’ (১৯২৭), ‘পরিচয়’ (১৯৩১) ‘পূর্বাশা’ (১৯৩২) ও ‘কবিতা’ (১৯৩৫) এই পাঁচটি সাময়িক পত্রিকা প্রধানত এই কাব্যান্দোলনকে সক্রিয় সমর্থনে অনুপ্রাণিত করেছে। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও হোতা ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। অবশ্য বিভিন্ন পর্যায়ে ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন প্রমুখ কবিগণের মিলিত প্রয়াস এই নব কাব্যান্দোলনকে চারিত্র্যধর্মে অভিষিক্ত করেছে। এই পর্বের অন্যান্য অধিকাংশ কবিরা প্রত্যক্ষভাবে এই কাব্যান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও তার মূল আবেদন সহজভাবেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) দ্বিতীয় পর্যায়ের কবি দলের অন্তর্গত এবং তিনিই এই আধুনিক কবিমণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

এই পর্বের কবিরা তাঁদের নবলব্ধ কাব্যচেতনার প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ছন্দ ও কাব্যকলাকৃতির নব নব পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কাব্যের রূপবন্ধ হিসাবে সনেটকে বর্জন করেন নি। বরং এই পর্বের অধিকাংশ কবি এই কলাকৃতির প্রতি গভীর আসক্তিই প্রকাশ করেছেন। জীবনানন্দ দাশও আর ব্যতিক্রম নন। অবশ্য তাঁর জীবিতকালে মাত্র দুটি সনেট প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি হলো ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র (১৯৩৬) ‘শকুন’ এবং ‘বনলতা সেনে’র (১৯৪২) ‘পথ হাঁটা’। কিন্তু সনেট যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কাব্যমাধ্যম তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ‘রূপসী বাংলা’র (১৯৫৭) ৫৭টি এবং ‘ধূসর পাণ্ডুলিপির পরবর্তী সংস্করণের আরো ৯টি সনেটে। ‘রূপসী বাংলা’র সনেটগুচ্ছ যদিও ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র শেষের দিকের ফসল[১২] তবু কলাকৃতির দিক থেকে এই দুইয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ‘রূপসী বাংলা’র সনেটগুলি পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। কিন্তু ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ ও ‘বনলতা সেন’পর্যায়ের এগারটি সনেটে কবি বিশেষ কোন সনেট-রীতি অনুসরণ না করে স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসে নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লিখিত দুটি

কাব্যগ্রন্থের এগারটি সনেটেই তিনি ইতালীয় তের্জারিমা (Terza Rima) ছন্দোবন্ধে রচনা করেছেন। তের্জারিমা তিন পংক্তির স্তবকবন্ধে কখক, খগখ, গঘগ, ঘতঘ মিলবিন্যাসের বেণীবন্ধনে গঠিত। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী তাঁর ‘পদচারণে’র কয়েকটি কবিতা এই ছন্দে রচনা করেন। আর জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সনেট রচনায় এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অভিনব সন্দেহ নেই কিন্তু সনেট-কলাকৃতির দিক দিয়ে এর কোন উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না।

তের্জারিমা ছন্দোবন্ধে সনেট রচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দ সনেটের অষ্টক-ষট্ক বিভাগ এবং চতুষ্ক গঠন বর্জন করে উল্লিখিত এগারটি সনেট ৩+৩+৩+৩+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলিতে তিন পংক্তির চার স্তবকের মিলবিন্যাসে তের্জারিমা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং দশটি ক্ষেত্রেই অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এই সনেটগুলির সামগ্রিক মিলবিন্যাসে তিন চার প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছেন।

১ কখক খগখ গঘগ ঘতঘ তত—বনলতা সেন: পথহাঁটা। ধূসর পাণ্ডুলিপি: শকুন, অঘ্রাণ, এই সব, পায়রারা, বুনোহাঁস, নদীরা।

২ কখক খগখ গঘগ ঘতঘ ঘঘ—ধূসর পাণ্ডুলিপি: শীত শেষে, এই শান্তি।

৩. কখক খগখ গঘগ ঘখঘ খখ—ধূসর পাণ্ডুলিপি: যেন এক দেশলাই।

৪. কখক খগখ গঘগ ঘতঘ ঘত—ধূসর পাণ্ডুলিপি: এই সব।

সনেটে তের্জারিমা ছন্দোবন্ধের প্রয়োগ হিসাবে এগুলি স্মরণীয় কিন্তু সনেটের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কালে এগুলির কোন মূল্য নেই। কারণ এই ছন্দোবন্ধে সনেটের গঠন ও অঙ্গসজ্জা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে:

আমি এই অঘ্রাণেরে ভালোবাসি—বিকেলের এই রং—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম—ঢালু মাঠ—বিবর্ণ বাদামি পাখি—হলুদ বিচালি
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-ঘাসে—কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,

ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—জীবনেরে জেনেছে সে—কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায়—ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে—ক্ষেতের ভিতর
এখনি সে নেই যেন—ঝ’রে পড়ে অঘ্রাণের এই শেষ বিষণ্ণ সোনালি

তলিটুকু ;—মুছে যায় ,—কেউ ছবি আঁকিবে না মাঠে-মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় না কেউ—এখন অঘ্রাণ এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয়
একদিন নীল ডিম দেখি নি কি ? দুটো পাখি তাদের নীড়ের মৃদুখড়

সেইখানে চুপে-চুপে বিছায়েছে ;—তবু নীড়,—তবু ডিম,—ভালোবাসা
সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ তাহা চায় নাকো—জীবন অনেক দেয়—তবুও জীবন
আমাদের ছুটি দেয় তারপর—একখানা আধখানা লুকোনো বিস্ময়

অথবা বিস্ময় নয়—শুধু শান্তি—শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন
অঘ্রাণ খুলেছে তারে—আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে আহরণ।
[অঘ্রাণ : ধূসর পাণ্ডুলিপি, পৃ-৯১]

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এক্ষেত্রে কবি সনেটের নিটোল বিন্যাস ও সংহতরূপকে অগ্রাহ্য করে তিন পংক্তির স্তবকবন্ধের বেণীবদ্ধ-মিলবিন্যাসে নিজের অনুভবকে প্রকাশ করেছেন মাত্র। তের্জারিমা ছন্দোবন্ধে সনেটের মূল প্রকৃতিই যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই সনেটই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছ কিন্তু পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। ৫৭টি সনেটের মধ্যে ৫৪টিই ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। ৩, ৯ এবং ১৮ সংখ্যক সনেটত্রয় এক স্তবকবন্ধে সজ্জিত। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি সনেটের অষ্টকে সংবৃতধর্মী দুটি মিল : কখখক কখখক। ষট্‌কবন্ধে দুই এবং তিন মিলের বিচিত্রলীলা। মিলবিন্যাসে পঁচিশ প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে :

১. তপপ তপপ—১. ২। ২. তপপ তপত— ৪, ৬৬। ৩ তপত পতপ—৫, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬। ৪. তপত পতত—১০, ২৫, ২৬, ৩৯, ৪৮, ৫৪। ৫. তপত পপত—১১, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৪৮। ৬. তপপ ততপ—২২। ৭. তপত তপপ—৩৪, ৩৭। ৮. তপত তপত—৫৬। ৯. তপপ তঙঙ—৩। ১০. তপত পঙঙ—৭, ৮, ৯, ১৪, ৪৯। ১১. তপঙ ঙপত—১২। ১২. তপত ঙপত—৫৭। ১৩. তপঙ পঙঙ—৫৩। ১৪. তপপ ঙঙপ—৫১। ১৫. তপত ঙতঙ—৪৭। ১৬. তপপ

ততত—১৫। ১৭. তপত পপপ—৩৮। ১৮. ততপপঙঙ—৫২। ১৯. তততততত—৫৫। ২০. খতখততত—৬। ২১. খতখতখখ—১৩। ২২. খতখত পপ—১৭। ২৩. তকতকতত—১৯। ২৪. তকতকতক—২৭। ২৫. তকতককক—৩১।

তের থেকে পঁচিশ বিভাগের ১৩টি সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস নিঃসন্দেহে ক্লাসিকাল সনেট পরিপন্থী। বাকি ৪৪টির ষট্‌কের মিলে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও সেগুলি মোটামুটি ক্লাসিকাল। অর্থাৎ 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছের মিলগ্রন্থনে জীবনানন্দ মূলত পেত্রার্কান-রীতিই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সনেটগুলির আভ্যন্তর গঠন পেত্রার্কীয় নয়। মাত্র ১৯টিতে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে, অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ আছে ১৩টির; ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ একেবারে নেই বললেই হয়। ক্লাসিকাল সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। ইংরেজ কবি মিল্টনের মত তাঁর পেত্রার্কান রীতির সনেটগুলির প্রত্যেকটি এক একটি অখণ্ড ভাবপ্রবাহে রচিত। কিন্তু মিল্টনের সনেটের গাম্ভীর্য ও সংহতি তাঁর সনেটে নেই। এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত বাণীবিন্যাস, দ্বিতীয়ত ছন্দ। জীবনানন্দের সনেট তথা সমগ্র কবিতার বাণীবিন্যাস ভাস্কর্যধর্মী নয়, 'চিত্ররূপময়'। খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর চেতনাপ্রবাহকে অখণ্ড মূর্তিতে বাঙ্ময় করে তোলেন। ফলত তাঁর সমগ্র কবিতার মত সনেটেও ভাবপ্রবাহের শিথিল বিন্যাস ও এলিয়ে পড়া ভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলা ভাষায় চৌদ্দ এবং আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দই সনেটের সংহতি ও গাম্ভীর্যের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু জীবনানন্দ বাইশ বা তদূর্ধ্ব অক্ষরে সনেট রচনা করে সনেটের অটুট বন্ধনকে শিথিল করেছেন। তাঁর 'রূপসী বাংলা'র প্রথম ৪৭টি বাইশ, শেষ ১০টি ও 'বনলতা সেন' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের এগারটি সনেট ছাব্বিশ মাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। বাংলা সাহিত্যে এত দীর্ঘ পংক্তির সনেট রচনার পথ প্রদর্শন করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'পৃথিবীর পথে'র (১৯৩৩) কয়েকটি সনেটে। কবিস্বভাবের অনুকূল বলে জীবনানন্দ সেই পথই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু সনেটের গঠনের পক্ষে তা আদৌ প্রীতিপ্রদ হয় নি। উল্লিখিত দ্বিবিধ কারণে তাঁর পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুচ্ছ শিথিলবন্ধ সাধারণ গীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণে আমাদের বক্তব্য বিশদ হবে :

আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে :
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমূলেব ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপ্‌সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—
[রূপসী বাংলা-১৪, পৃ ২৪]

কবির মর্ত্যপ্রীতি বিশেষ করে বাংলা দেশের স্নিগ্ধ সজল প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক ও আন্তরিক ভালোবাসা কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উৎসারিত হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তিনি চেয়েছেন এই বাংলাদেশে ফিরে আসতে, মনুষ্য-জন্ম না হলেও তাঁর ক্ষোভ নেই। ক্ষুদ্র সামান্য প্রাণী হয়েও বঙ্গ-প্রকৃতির কোমল রূপমাধুরী আস্বাদন করে ধন্য হতে চেয়েছেন তিনি। জীবনানন্দের সামগ্রিক কবিপ্রকৃতির কাব্যভাষ্য হিসাবে কবিতাটি অনন্য। কিন্তু বাইশ মাত্রার প্রবহমাণ ছন্দ ও চিত্রধর্মী বাণীবিন্যাস ক্লাসিকাল রীতির এই সনেটটিকে শিথিল বিন্যাসে এলায়িত করে সাধারণ গীতিকবিতায় পরিণত করেছে। এই উক্তি সামগ্রিকভাবে তাঁর সমস্ত সনেট সম্পর্কেই সত্য। অর্থাৎ গীতিকবিতা হিসাবে এই রচনাগুলি জীবনানন্দের কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করলেও সনেট-কলাকৃতির শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে এগুলি অনবদ্য নয়।

জীবনানন্দের কাব্যসাধনা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। এক, প্রকৃতি প্রভাবিত প্রথম যুগ ; দুই, নাগরিকতা প্রভাবিত দ্বিতীয় যুগ। 'ঝরা পালক' থেকে 'মহাপৃথিবী'তে প্রথম যুগের কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে আর দ্বিতীয়

যুগের কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়। অর্থাৎ তাঁর সনেটগুলি প্রকৃতি প্রভাবিত প্রথম যুগের ফসল। জীবনানন্দ প্রকৃতিলালিত কবি। বিশেষ করে প্রথম পর্বের কবিতাগুলিতে তিনি 'সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ' করেছেন। এই প্রকৃতি একান্ত ভাবেই বাংলাদেশের প্রকৃতি। সনেটের ভাষায় কবি বলেছেন:

> বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
> খুঁজিতে যাই না আর।
>
> [রূপসীবাংলা-২, পৃ ১২]

বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা জন্মজন্মান্তরের। বাংলার প্রকৃতি তাঁর জীবনের পরম আনন্দ-বেদনার সঙ্গে কিভাবে জড়িত মিশ্রিত তা তিনি তাঁর সনেটগুলিতে বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে অভিব্যক্ত করেছেন। 'আধুনিক' জীবনের ক্লান্তি, নিরাশা ও মৃত্যুচেতনা কখনো কখনো তাঁর সনেটগুচ্ছে ছায়াপাত করেছে সত্য কিন্তু এক সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেম তাঁর সনেটগুলিকে মধুস্বাদী করে তুলেছে।

৫

প্রমথনাথ বিশী

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ধারাতেই প্রমথনাথ বিশী-র (জন্ম ১৯০১) অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় দশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর সমালোচক ও কথাসাহিত্যিক সত্তার অন্তরালে কবি-পরিচয় চাপা পড়েছে। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে তিনি তিরিশ-দশকের 'আধুনিক' কাব্যান্দোলনে বিশেষ সাড়া দেন নি—কবিমানসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিসমাজেরই দোসর।

প্রমথনাথের অধিকাংশ কবিতাই সনেট। সংখ্যার দিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন। সংখ্যায় প্রায় ৩৩৪টি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেয়ালি'তে (১৯২৭) ১১টি সনেট সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'প্রাচীন আসামী হইতে'র প্রথম সংস্করণের (১৯৩৪) ৫৬টি 'যুক্তবেণী'তে (১৯৪৮) আরো নতুন ৭৭টি সনেটসহ প্রকাশিত হয়। অধুনা এই দুই পর্যায় 'প্রাচীন আসামী হইতে'

গ্রন্থে একত্র গ্রথিত হয়েছে। এ ছাড়া 'হংসমিথুনে' (১৯৫১) ১০টি এবং সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'প্রাচীন পারসীক হইতে' (১৯৬৮)[১৩] সনেটগুচ্ছে আছে ১৮০টি চতুর্দশপদের কবিতা। কবির এই ৩৩৪টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে ১৩৮টিই রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশীর আদর্শে লিখিত। বাকি ১৯৬টির মধ্যে ৪১টি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত। অর্থাৎ তাঁর ৩৩৪টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে ১৫৫টি সনেট। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেট ও সনেট-কল্প চতুর্দশীগুলি নিম্নরূপ :

কাব্যগ্রন্থ	মোট চতুর্দশপদী	সাতযুগ্মক	অনিয়মিত মিল	সনেট
দেয়ালি	১১	৪	২	৫
প্রাচীন আসামী হইতে	১৩৩	৫০	২১	৬২
হংসমিথুন	১০	৪	×	৬
প্রাচীন পারসীক হইতে	১৮০	৮০	১৮	৮২

অনিয়মিত মিলে রচিত ৪১টি কবিতার মধ্যে 'দেয়ালি'র ২২, 'প্রাচীন পারসীক হইতে'র ৩০, ৩৭ সংখ্যক তিনটি কবিতায় কবি তের্জারিমা ছন্দোবন্ধের তিন পংক্তির স্তবকবন্ধে সনেট রচনার পরীক্ষা করেছেন। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই তিনি তের্জারিমা মিলবিন্যাস যথাযথ অনুসরণ করেন নি। এ ছাড়া এই পর্যায়ের 'প্রাচীন আসামী হইতে'র ২, ৫১, ১১৭ এবং 'প্রাচীন পারসীক হইতে'র ৫৪ সংখ্যক চারটি কবিতায় তিনি দূরান্বিত মিলে সনেট রচনার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই সমস্ত প্রচেষ্টা পরীক্ষার স্তরেই রয়ে গেছে। কোনটিতেই সনেটের স্বাধর্ম্য পরিস্ফুট হয় নি।

সনেটে স্তবকসজ্জা-রচনায়ও কবি নানা পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সনেটই ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। কিন্তু কিছু সনেটে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১০+৪, ১২+২, ৪+৬+৪, ৭½+৬½, ৮½+৫½, ৬+৮, ৪+৪+৬, ৮+২+৪, ৪+৪+৪+২ ইত্যাদি নানা স্তবকসজ্জার বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন।

প্রমথনাথের ১৫৫টি সনেটের মিলবিন্যাসে চার প্রকার রীতি অনুসৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৮৩টি শেকস্‌পীরীয়, ৪৬টি পেত্রার্কীয়, ১০টি ফরাসি এবং ১৬টি বিশেষ প্রকার রোমান্টিক রীতিতে রচিত। প্রথমেই শেকস্‌পীরীয় রীতির ৮৩টি সনেটের মিলগ্রন্থন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক। এই পর্যায়ের ৪৭টি

সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় কখকখ, গঘগঘ, তপতপ, ঙঙ মিলে রচিত :

দেয়ালি—১৩, ১৫, ১৮, ২১। প্রাচীন আসামী হইতে—১২, ১৩, ১৫, ১৬, ৩৫, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৯, ১০৭, ১১০, ১১১, ১২৩। হংসমিথুন—শকুন্তলা। প্রাচীন পারসীক হইতে—৮, ১৯, ২৪, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৪০. ৪১, ৪৩, ৪৬, ৫০, ৫২, ৬০, ৬১, ৬৯, ৭৮, ১১৪, ১২৮, ১৬২, ১৬৮।

এই পর্যায়ের আরো ১৭টি সনেট সাত মিলে রচিত। কিন্তু মিলবিন্যাসে কবি কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। এগুলির চতুষ্ক সংবৃতধর্মী, কয়েকটির ষট্‌ক আবার তিনটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার প্রাপ্ত। ভঙ্গ শেকস্পীরীয় রীতির এই সনেটগুলো হলো :

দেয়ালি—২৮। প্রাচীন আসামী হইতে—৭, ২৬, ৪৬, ৫৫, ৬২, ৬৪, ৯০। হংসমিথুন—মৃত্যু-১। প্রাচীন পারসীক হইতে—২২, ৪৭, ৬৪, ৬৬, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১৬৫।

এ ছাড়া প্রমথনাথ ছ'মিলে ১৭টি শিথিল শেকস্পীরীয় সনেট রচনা করেছেন। এগুলিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মক ও শেকস্পীয়র-পন্থী মিল যোজনার কথা স্মরণ করে এগুলিকে আমরা শিথিল শেকস্পীরীয় সনেটের অন্তর্গত করেছি :

প্রাচীন আসামী হইতে—২৮, ৪৫, ৬১, ৭৮, ৯৯, ১০৮, ১১২, ১১৬, ১২০, ১৩১, ১৩২। হংসমিথুন—মৃত্যু-২। প্রাচীন পারসীক হইতে—১১, ২৩, ২৫, ৬৩, ১২৪।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিরা শেকস্পীরীয় রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি সৃষ্টি করে শেকস্পীরীয় পেত্রার্কীয় দুই সনেট-রীতির সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে প্রমথনাথের প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। তাঁর উল্লিখিত ৮৩টি শেকস্পীরীয় সনেটের স্থূলাক্ষরা ১৭টিতে আবর্তনসন্ধি আছে। প্রসঙ্গত একটি উদ্ধৃত করছি :

ভূলুণ্ঠিত কলাপের চিহ্ন দিয়ে আঁকা
পুন্নাগের পুষ্পলীন এই বনস্থলী
ফণী মনসার ফুলে হয়ে গেছে ঢাকা,
কঠিন কটাক্ষে ভরা কণ্টক আবলী।

বন্ধুর দিগন্ত রেখা ধীরে হয়ে পার
খরসূর্য ডুবে গেল পীতালোকস্রোতে ;
বন্য হরিণের মতো সন্ধ্যার আঁধার
বাহিরিল কোন্ গুপ্ত গিরিগুহা হতে।

অবসন্ন কেশ বাঁধি অবলীলাচ্ছলে
অতৃপ্ত অঞ্চল টানি বক্ষের উপর
শিশির তরল নেত্র ভরি কৌতূহলে
লঘু নৃত্যে এস, সখী, বনের ভিতর।
বনচামেলির ফুল দিব তোমা তুলি।
কী ভয় আসিলে পথে হঠাৎ গোধূলি ॥

[প্রাচীন আসামী হইতে-৪৪, পৃ ৪৪]

সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। অষ্টকবন্ধে কবি কণ্টকিত বনস্থলীতে সন্ধ্যার আঁধারের আবির্ভাব সচল বন্যহরিণের উপমায় উপমিত করেছেন। ষট্‌কবন্ধে তিনি মানসসঙ্গিনীকে সেই নিরালোক বনভূমিতে আহ্বান করেছেন। শেকস্‌পীরীয় সনেটের মিলবিন্যাসে প্রকৃতিলোক থেকে মানসলোকে ভাবপ্রবাহের আবর্তন অভিনব শিল্পরূপ লাভ করেছে।

প্রমথনাথের পেত্রার্কান রীতির সনেট সংখ্যা ৪৬টি। এর মধ্যে ১৪টি শিথিল প্রকৃতির। এগুলিতে প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে কিংবা অষ্টকের মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়ে পেত্রার্কান-রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। এই পর্যায়ের কবিতাগুলি হল :

প্রাচীন আসামী হইতে—৩, ২৫, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৫৩। হংসমিথুন—স্বপ্নদাস, তুষার। প্রাচীন পারসীক হইতে—৯, ৫১, ৬৩, ১০৩, ১০৭, ১৭২।

পেত্রার্কান রীতিতে রচিত বাকি ৩২টি সনেটের ২৭টির অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলে রচিত এবং ষট্‌কের মিলবিন্যাসে পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে :

১. তপঙ ঙপত : প্রাচীন পারসীক হইতে—২০
২. তপঙ তপঙ : প্রাচীন আসামী হইতে—৩২
৩. তপতপ ঙঙ : প্রাচীন আসামী হইতে—৪৭, ৫৭, ৭২, ১০৯
    প্রাচীন পারসীক হইতে—১৮, ৩০, ৪৮, ৭৭, ১১৫, ১৪৮, ১৫১, ১৫৩, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯

৪. ততপপঙঙ : প্রাচীন আসামী হইতে— ৮৭
প্রাচীন পারসীক হইতে—৭৬, ৮১, ১৩৪, ১৪২, ১৪৭, ১৬৬
৫. তপতপতপ : প্রাচীন পারসীক হইতে—১৫৪

এই পর্যায়ের বাকি ৫টি সনেটের অষ্টক দুটি সংবৃত মিলে বিন্যস্ত, ষট্কের মিল তিনটি ; মিলগ্রন্থন দ্বিবিধ :

১. তপঙ তপঙ : প্রাচীন আসামী হইতে—১
২. তপতপঙঙ : প্রাচীন আসামী হইতে—১৭। প্রাচীন পারসীক হইতে—১৭, ৩৫, ৪২

প্রমথনাথের পেত্রার্কান-রীতিতে রচিত সনেটগুলির ষট্কের মিল-পদ্ধতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, তিনি এই বিষয়ে যেমন মধুসূদনের মত খাঁটি পেত্রার্কান পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের মত শেকস্‌পীরীয় ষট্কের আদর্শে বহুল পরিমাণে তপতপঙঙ মিল-পদ্ধতিও গ্রহণ করেছেন। পেত্রার্কান সনেটের আভ্যন্তর-সঙ্গতি বিষয়ে তিনি নিতান্ত অসচেতন ছিলেন না। এই পর্যায়ের স্থূলাক্ষরা ১৬টি সনেটের অষ্টক-ষট্কের মাঝে তিনি ভাবাবর্তন সৃষ্টি করেছেন। বাকি ৩০টি সনেটে অবশ্য আবর্তনসন্ধি নেই, এগুলি পেত্রার্কান-পন্থী মিল্টনীয় গোত্রের সনেট। সংখ্যায় কম হলেও পেত্রার্কান রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। উদাহরণে আমাদের বক্তব্য বিশদ হবে :

হেমন্তের অশ্রুঘন বাষ্প কুয়াশায়
দিগ্‌বধূর নেত্র আজি করে ছলছল,
শিশিরে প্রসন্ন মাঠ শুভ্র ঝলমল,
বায়ু বনস্পতি শীর্ষ ঈষৎ কাঁপায়।

একটিও ঢেউ নাই সুবর্ণরেখায়,
তুলিতে বুলানো যেন স্বচ্ছ তার জল ;
মেলি প্রসারিত পাখা আকাশ অতল
ভারসাম্যে অবস্থিত আপন সীমায়।

তুমি যদি এসো আজ অবোধ অঞ্চলে
বাঁধি লয়ে এক মুষ্টি শিশির মৌক্তিক,

প্রাতঃস্থলপদ্মরুচি দুটি নেত্র তলে
দুইটি প্রসন্ন হাসি করে ঝিকমিক ;

হেমন্ত প্রভাত তবে লভিবে পূর্ণতা
বাণীময় ধ্বনিময় হবে নীরবতা ॥
[প্রাচীন পারসীক হইতে-১৬৯, পৃ ১৬৯]

সনেটটির অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলের দুটি চতুষ্ক দিয়ে গড়া। এই অংশে হেমন্ত-প্রভাতের স্নিগ্ধ-রূপ কয়েকটি ছোট ছোট প্রকৃতি-চিত্রের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়ার কথা, যার আগমনে প্রকৃতির রূপ-মাধুরী পূর্ণতা পাবে। ষট্‌কের মিল তিনটি, অন্তিমে পেত্রার্কান সনেট-পরিপন্থী মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। মিলবিন্যাসে এই ত্রুটি থাকলেও সনেটটির অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে ভাবাবর্তন লক্ষণীয়। অষ্টকের প্রকৃতিলোক থেকে ষট্‌কে কবিচেতনা বাসনালোকে আবর্তিত হয়েছে। এবং অন্তিম যুগ্মকে ভাবের পুনরাবর্তনে প্রকৃতিলোক ও বাসনালোক একত্র সম্বদ্ধ হয়ে একটি অখণ্ড সঙ্গতিতে সার্থক হয়েছে। এই ভাববিন্যাস-রীতি মোহিতলালের এই ধরণের সনেটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে প্রমথনাথের অল্প রচনাতেই ক্লাসিকাল সনেটরীতি-বিরুদ্ধ এই অন্ত্যঘনতা লক্ষ্য করা যায়।

বিশী মহাশয়ের দশটি সনেটে ফরাসি প্রভাব লক্ষণীয়। এই বিষয়ে তিনি খুব সম্ভবত প্রমথ চৌধুরীর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ চৌধুরী মহাশয়ের মত তাঁর এই সনেটগুলির ষট্‌কও ২+৪ পর্বে বিভক্ত, ফরাসি সনেটের মত দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত নয়। এই দশটি সনেটের মধ্যে ছ'টির অষ্টক সংবৃতধর্মী দুই মিলে গঠিত, ষট্‌কের মিলবিন্যাস পঞ্চবিধ :

১. তত পতপত : প্রাচীন পারসীক হইতে—১১২। ২. ততপ পতপ : ঐ—৮০। ৩. তত পঙপঙ : ঐ—১৫০, ১৫২। ৪. ততপ ঙঙপ : ঐ—১৭০। ৫. ততথ পপথ : ঐ—১৫৮।

তাঁর এই পর্যায়ের বাকি চারটি সনেটের (প্রাচীন আসামী হইতে—৭৯ এবং প্রাচান পারসীক হইতে—৫৮, ৮৬, ১৫৫) মিলবিন্যাস : কখকখ গঘগঘ তত পঙপঙ। এ ক্ষেত্রে কবি শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে ফরাসি ষট্‌কের সমন্বয় সাধন করেছেন। ফরাসি-রীতি প্রভাবিত দশটি সনেটের মধ্যে

স্থূলাক্ষরা চারটিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশের অভ্রান্ত প্রমাণ রেখেছেন।

বাংলা সনেটের আদিপর্বে রাজকৃষ্ণ রায় ও রাধানাথ রায় শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌কের মিলনে একপ্রকার মিশ্র প্রকৃতির রোমান্টিক সনেট রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রীতি অল্প বিস্তর অনুসৃত হয়েছে। 'আধুনিক' পর্বের কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এই রীতিতে অনেকগুলি সনেট রচনা করে এই বিশেষ রীতিকে বাংলা সাহিত্যে পুনঃপ্রচলিত করেছেন। প্রমথনাথের প্রায় ১৬টি সনেট এই রীতিতে রচিত। এইগুলির মিলবিন্যাস পদ্ধতি ত্রিবিধ :

১. কখকখ গঘগঘ তপতপতপ—প্রাচীন আসামী হইতে : ১৪। হংসমিথুন : আকাশকুসুম। প্রাচীন পারসীক হইতে : ১, ২, ৩, ৬, ১২, ৫৯।

২. কখকখ গঘগঘ তপঙ তপঙ—প্রাচীন আসামী হইতে: ৯,২১,৪৮,৮২।

৩. কখখক গঘঘগ তপঙ তপঙ—প্রাচীন আসামী হইতে : ৬, ৪২। প্রাচীন পারসীক হইতে : ৫, ১০।

এই ধারার স্থূলাক্ষরা সাতটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি এই বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক সনেটকে নবরূপ দান করেছেন।

প্রমথনাথের ১৫৫টি সনেট কলাকৃতির দিক থেকে পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীরীয়, ফরাসি ও বিশেষ প্রকৃতির রোমান্টিক এই চার পর্যায়ে বিন্যস্ত। আমরা আগেই বলেছি, উল্লিখিত চতুর্বিধ ধারারই কিছু কিছু সনেটে তিনি আবর্তনসন্ধি রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ৪৪টি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এই ভাবাবর্তন সৃষ্টিতে প্রায় ছ'প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. উপমেয় থেকে উপমান—প্রাচীন আসামী হইতে : ৬, ৫৪। প্রাচীন পারসীক হইতে : ৯।

২. মানসলোক থেকে প্রকৃতিলোক—প্রাচীন আসামী হইতে : ২১। প্রাচীন পারসীক হইতে : ২০।

৩. প্রকৃতিলোক থেকে মানসলোক—প্রাচীন আসামী হইতে : ৩৭, ৪৪, ৪৯। প্রাচীন পারসীক হইতে : ১০৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯।

৪. অতীত থেকে বর্তমান—প্রাচীন আসামী হইতে : ৫৯। প্রাচীন পারসীক হইতে—৩৫।

৫. কারণ থেকে কার্য—প্রাচীন আসামী হইতে : ৬০, ৯৯। প্রাচীন পারসীক হইতে : ২৩, ৬৩।

৬. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—প্রাচীন আসামী হইতে : ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ৫৭, ৬১, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৪। প্রাচীন পারসীক হইতে : ২, ৩, ৪৭, ৪৮, ৫৮, ৭৬, ৭৭, ১১৫, ১৫০, ১৫৫।

সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও প্রমথনাথ বিশী বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার করে মধুসূদনের মত কেবলমাত্র চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচনা করেছেন। তাঁর সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের বহুল প্রয়োগও আমাদের মধুসূদনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবিকল্পনার দিক থেকে প্রমথনাথ একান্তভাবেই রোমান্টিক। এই বিষয়ে তিনি রবীন্দ্র-আবহমণ্ডলেরই অধিবাসী। লক্ষণীয় এই যে, 'আধুনিক' পর্বে কাব্যসাধনা করলেও এই যুগের জটিল জীবন-মানস তাঁর কাব্যে ছায়াপাত করে নি। বিষয়ের দিক থেকেও তিনি আদি সনেট-ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। প্রেম-চেতনাই তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্য। 'হংসমিথুনে'র 'শকুন্তলা' এবং 'মৃত্যু'-১,২ 'স্বপ্নদাস' ও 'তুষার' যথাক্রমে কাব্যরসোদ্গার ও তত্ত্ববিষয়ক। এ ছাড়া তাঁর সমস্ত সনেটের বিষয়ালম্বন প্রেম। তাঁর প্রেম-চেতনার উদ্দীপন রচনা করেছে বিচিত্ররূপিণী বিশ্ব-প্রকৃতি। ব্রহ্মপুত্র নদের বিশাল প্রাকৃতিক পরিবেশ 'প্রাচীন আসামী হইতে' সনেটগুচ্ছের পটভূমি। কবিকল্পনায় কখনো প্রকৃতিই কবিপ্রেয়সী। কখনো কবিপ্রিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি। প্রিয়া ও প্রকৃতির এই দ্বৈত-সংগম তাঁর সনেটগুলির প্রধান সম্পদ। 'প্রাচীন আসামী হইতে' এবং 'প্রাচীন পারসীক হইতে'—নামকরণ বিভ্রান্তিকর। বলাই বাহুল্য; 'সনেটস ফ্রম দ্য পর্তুগীজে'র মতই এগুলি অনুবাদ নয়, মৌলিক রচনা। প্রাচীন আসাম এবং প্রাচীন পারস্য কবির মানসলোকেরই দুটি স্বপ্নভূমি।

৬

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১)। তাঁর নাস্তিবাদী জীবনদর্শন ও ব্যঞ্জনাপ্রধান প্রতীকধর্মী কবিমানসের জন্য তিনি সমগ্র বাংলাসাহিত্যে

অনন্যপরতন্ত্র কবিপ্রতিভা। কিন্তু শব্দ-সচেতনতা ও স্পষ্ট ঋজু-শব্দবিন্যাসে কাব্যের ভাস্কর্যধর্মী মূর্তি রচনায় তিনি মধুসূদন মোহিতলালেরই উত্তরসাধক। অর্থাৎ তাঁর কবিপ্রকৃতিতে সনেট-শিল্পীর মানস-গঠন স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রবক্তা সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতাতেই নিজেকে নির্বারিত করেছেন। তবে যে ক্ষেত্রে তিনি ছোট কবিতা রচনা করেছেন সেক্ষেত্রে সনেট-কলাকৃতিই হলো তাঁর কাব্যের মুখ্য বাহন। সনেট যে তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রিয় মাধ্যম তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তাঁর রচিত ছ'টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থের পাঁচটিতেই কিছু না কিছু সনেট সংকলিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেটসংখ্যা নিম্নরূপ: তন্বী (১৯৩০) ৮টি, অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫) ৫টি, ক্রন্দসী (১৯৩৭) ২টি, উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০) ৩টি এবং সংবর্ত (১৯৫৩) ৫টি। অর্থাৎ তিনি মোট ২৩টি সনেট রচনা করেছেন। সংখ্যায় বেশি না হলেও তাঁর সনেটগুলি বক্তব্য ও কলাকৃতির দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কাব্যদেহের ভাস্কর্যধর্মী মূর্তি রচনায় মধুসূদন-মোহিতলালের উত্তরসাধক হলেও তিনি সনেট চর্চায় তাঁদের মতো পেত্রার্কীয় রীতিকে সর্বাংশে গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্র-সমকালীন অধিকাংশ কবির মতই তাঁর সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয়-রীতির দ্বৈত প্রভাব পড়েছে। স্তবক বিন্যাসে তিনি মূলত শেকস্‌পীয়র-পন্থী। তাঁর ১২টি সনেটই ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। বাকি ১১টির মধ্যে ৬টির ৮+৪+২ স্তবকগঠনও প্রধানত শেকস্‌পীরীয়। অবশিষ্ট ৫টি ক্লাসিকাল স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত এর মধ্যে ২টি ৮+৬ এবং তিনটি ৪+৪+৩+৩ স্তবকে সজ্জিত।

সুধীন্দ্রনাথ সনেটের স্তবকগঠনে শেকস্‌পীরীয় ও পেত্রার্কীয় দুই রীতিই অনুসরণ করেছেন। মিলবিন্যাসেও এই দুই রীতি অনুসৃত হয়েছে। তিনি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় ও পেত্রার্কীয় মিলে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সনেট এই দুই রীতির পারস্পরিক প্রভাব-জাত। তাঁর ১৫টি সনেটের মিলবিন্যাস পেত্রার্কান। অষ্টক সর্বত্রই দুই মিলের দুটি সংবৃত-চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিল দুটি বা তিনটি। মিলবিন্যাসে ছয় প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে:

১. তপতপতপ—তন্বী: উত্তমর্ণ।

২. তপততপপ—তন্বী: অভিসার।

৩. তপঙতপঙ—সংবর্ত : জাতক-১, ২।

৪. তপতপঙঙ—তন্বী : মৃতপ্রেম, অর্কেস্ট্রা পণ্ডশ্রম, বিফলতা। ক্রন্দসী : বাক্য উত্তরফাল্গুনী : দ্বন্দ্ব। সংবর্ত : বিপ্রলাপ, কঞ্চুকী, সোহংবাদ।

৫. তপপতঙঙ—তন্বী : অপলাপ।

৬. কতকতপপ—তন্বী : প্রতিহিংসা।

উল্লিখিত মিলবিন্যাসের প্রথম ও তৃতীয় বিভাগের ৩টি সনেট খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ বিভাগের সনেটদুটির মিলপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। পঞ্চম বিভাগের মিলবিন্যাসটি ইতালীয় এবং ইংরেজি সনেট সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি উবের্তি এই মিলের প্রবর্তক। ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ওয়াট ও মিল্টনের সনেটের ষট্‌কের এটা একটা প্রিয় মিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-সমকালীন কোন কোন কবি এই মিলটি ইতস্তত ব্যবহার করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের একটি মাত্র সনেটে এই মিল সম্পূর্ণ আকস্মিক না পূর্বসূরীদের অনুকরণে গৃহীত তা অবশ্য বলা শক্ত। তবে তাঁর সনেটের উল্লিখিত বিভাগের চতুর্থ পর্যায়ের মিলবিন্যাসটি তিনি নিঃসন্দেহে পূর্বসূরীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। ক্লাসিকাল রীতির সনেটের ষট্‌কে শেকস্‌পীয়র-প্রভাবিত এই মিলবিন্যাস রবীন্দ্রনাথ থেকে 'আধুনিক' কাল পর্যন্ত সমান আগ্রহে গৃহীত হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের পেত্রার্কীয় ১৫টি সনেটের সর্বত্রই অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টক দুই চতুষ্কে বিন্যস্ত কিন্তু ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ আছে মাত্র 'সংবর্তে'র 'জাতক'-১,২ শীর্ষক দুটি সনেটে। এই ধারার ১৫টি সনেটের ১৩টির অন্তিমে শেকস্‌পীয়র-পন্থী মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ পেত্রার্কান সনেট রচনায় কবি তাঁর পর্বসুরী অনেক কবির মত শেকস্‌পীরীয় প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। সর্বোপরি পেত্রার্কান-রীতির সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনাতেও তিনি তেমন সচেতন ছিলেন না। 'তন্বী'র 'অপলাপ' এবং 'সংবর্তে'র 'বিপ্রলাপ'—এই দুটি পেত্রার্কান রীতির সনেটে তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। 'বিপ্রলাপ' সনেটটি প্রসঙ্গত উদ্ধার করছি :

হয়তো ঈশ্বর নেই ; স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে ;
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির রোমাঞ্চ বিলাসে ;

জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত ॥

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদে তবু নেই পূর্ব বা পশ্চাৎ ;
বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্চের নিত্য অনুপ্রাসে ;
প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের দুর্মর প্রকাশে ;
শক্তির অব্যয়ীভাবে তুল্যমূল্য ঘাত-প্রতিঘাত ॥

তাই আর্ত প্রার্থনার অপভ্রষ্ট আকাশ দুহিতা
নাস্তি প্রত্যাখ্যাত হয়ে, ফেরে গূঢ় দৈববাণী-রূপে ;
বুঝি দুঃখ আবশ্যিক, দুরদৃষ্টে দোষার্পণ বৃথা,
করে প্রতিবিম্বপাত বৈকল্পিক মুক্তি অন্ধকূপে ॥

অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সন্তাপ :
আমার শাস্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তার অবরোহী পাপ ॥

[কাব্যসংগ্রহ, নাভানা, পৃ' ১৯৫]

তত্ত্বমূলক এই সনেটটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে সংযত ঋজুবাক্ বাণী-প্রকাশের অধিকারী সুধীন্দ্রনাথের হাতে সনেটের ভাস্কর্যরূপ কত অবলীলায় প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্তিমের মিত্রাক্ষর যুগ্মক ব্যতীত সনেটটি অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে পেত্রার্কান। দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্কে অষ্টক গঠিত ; ষট্‌কের বিবৃতধর্মী তিন মিল। অষ্টক-ষট্‌কের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাব-প্রবাহ কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়ে সনেটের নিটোল বিন্যাস অক্ষুন্ন রেখেছে। ক্লাসিকাল রীতির সনেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি আবর্তনসন্ধি রচনায় বিমুখ ছিলেন—কিন্তু এই বিষয়ে যে তিনি সনেটশিল্পীর অমোঘ সিদ্ধি অনায়াসে অর্জন করতে পারতেন তার সার্থক প্রমাণ এই সনেটটি।

সুধীন্দ্রনাথের বাকি ৮টি সনেটের মধ্যে ৭টিই শেকস্‌পীরীয়। এইগুলির গঠন খাঁটি শেকস্‌পীরীয় কিন্তু মিলবিন্যাসে মাত্র তিনটিতে এই রীতির যথাযথ অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। সনেটগুলির মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. কখকখ গঘগঘ তপতপ ঙঙ—অর্কেস্ট্রা : মহাসত্য। ক্রন্দসী : জাহ্নবী। উত্তরফাল্গুনী : মাধবীপূর্ণিমা।
২. কখখক গঘঘগ তপপত ঙঙ—অর্কেস্ট্রা : জিজ্ঞাসা। উত্তরফাল্গুনী : অহৈতুকী।

৩. কখখক গঘঘগ তপতপ ঙঙ—অর্কেস্ট্রা : অপচয়।

৪. কখখক গঘঘগ ততত পপপ—তন্বী : শৃঙ্গার।

৫. কখকখ গঘগঘ খততখ পপ—তন্বী : স্মরণ।

এই পর্যায়ের চতুর্থ বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। পঞ্চম বিভাগের মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়, কিন্তু তিনি অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে এই রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। প্রথম বিভাগের তিনটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগের সনেটত্রয়ের মিলসংখ্যা সাত কিন্তু চতুষ্কের সংবৃতধর্মী মিল শেকস্‌পীরীয় রীতির পরিপন্থী। এগুলির মিলযোজনায় তিনি সম্ভবত পেত্রার্কান রীতির প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। আমরা আগেই বলেছি তাঁর পেত্রার্কান ও শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেটে পারস্পরিক প্রভাব স্পষ্ট। রবীন্দ্র সমকালীন সনেটেই এই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, বলাবাহুল্য 'আধুনিক' পর্বেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ পূর্বসূরীর ধারাই অনুসরণ করেছেন। তাঁর শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত 'অর্কেস্ট্রা'র 'অপচয়' ও 'জিজ্ঞাসা' শীর্ষক সনেটদুটিতে আবর্তনসন্ধি রচনা করে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতই উল্লিখিত দুই রীতি সমন্বয়ের অভিনব নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এইধারার একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি :

দিলেম বিমুক্ত ক'রে পিষ্টপুষ্প নিকুঞ্জের দ্বার,
অমোঘ প্রয়াণে তার রাখিব না মিনতির বাধা ;
কব না উদাস কণ্ঠে জীবনের যথার্থ সমাধা
যৌবনমধ্যাহ্নে আজি অকাতর বিস্মরণে তার॥

বার্ষিক প্রতিজ্ঞা তার ধ্রুবতার মরীচিকা আঁকে
বিচ্ছেদবিধুর লগ্নে পরস্পর যাত্রীর নয়ানে ;
জানি অলজ্জিত রাতে, শ্লথনীবি, কম্প্র আত্মদানে,
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজে ছিল বসন্তসখাকে॥

তবুও জিজ্ঞাসা জাগে, নিরুত্তর শূন্যেরে শুধাই
যে-অবেদ্য অভিজ্ঞান, চমৎকৃত যে অনুকম্পন
বুলাল অমৃতযোগে চারি চক্ষে পরম চেতন,
সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোন অর্থ নাই?

সে-জাদু ছিল কি শুধু ফাল্গুনের অত্যুগ্র মাতনে,
অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে, উরোজের অনবগুণ্ঠনে ?
[জিজ্ঞাসা : কাব্যসংগ্রহ, পৃ ৪০]

প্রেমবিষয়ক এই সনেটটির মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীরীয়। অবশ্য সংবৃত-ধর্মী চতুষ্কের গঠন পেত্রার্কীয়। অষ্টকবন্ধে কবি প্রেমের অতীত স্মৃতিচারণা করেছেন। ষট্‌কবন্ধে সেই স্মৃতি তাঁর মনে কয়েকটি জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে। ফলত অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ অতীত থেকে বর্তমানে আবর্তিত হয়ে শেকস্‌পীরীয় এই সনেটটিকে অভিনব রূপ দান করেছে।

সুধীন্দ্রনাথ পেত্রার্কীয় শেকস্‌পীরীয় দুই রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন। আবার এই দুই রীতির সমন্বয় সাধনও তাঁর রচনায় স্পষ্ট। তাঁর ২৩টি সনেটের মধ্যে ১৫টিই পেত্রার্কীয়, কিন্তু আবর্তনসন্ধি বিষয়ে তিনি তেমন সচেতন ছিলেন না। তাঁর মাত্র চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রয়েছে—এর মধ্যে দুটি পেত্রার্কীয় ও দুটি শেকস্‌পীরীয়। এই চারটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি চতুর্বিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—তন্বী : অপলাপ।
২. কারণ থেকে কার্য—সংবর্ত : বিপ্রলাপ।
৩. জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর—অর্কেস্ট্রা : অপচয়।
৪. অতীত থেকে বর্তমান—অর্কেস্ট্রা : জিজ্ঞাসা।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতিরই অনুসরণ করেছেন। তাঁর সনেটের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। এর মধ্যে চারটি চৌদ্দমাত্রার এবং আঠারটি আঠার মাত্রার। প্রবহমাণ ছন্দের বহুল প্রয়োগও লক্ষণীয়। বারোটিতেই এই ছন্দের প্রয়োগ আছে। সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ করেও তিনি মোহিতলালের মত অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ রক্ষা করতে পেরেছেন। এমন কি তাঁর কোন সনেটে ভাবপ্রবাহ এক চতুষ্ক থেকে অন্য চতুষ্কে বাহিত হয় নি। তাঁর 'তন্বী'র 'মৃতপ্রেম' সনেটটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। সুরেন্দ্র মৈত্রের কয়েকটি সনেট এই ছন্দেই লিখিত। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সনেটটি তারও পূর্বের রচনা। একটি মাত্র সনেট রচনা করেই তিনি বুঝেছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সনেটের সংহত শিল্পপ্রকাশ ব্যাহত হয়। তাই দ্বিতীয়বার আর তিনি এই পথে অগ্রসর হন নি।

সুধীন্দ্রনাথের সনেটের ভাষা মধুসূদন-মোহিতলাল-পন্থী। তৎসম শব্দ-

প্রধান, সংহত ঋজু ও স্পষ্ট ধ্বনিগাম্ভীর্যময় ভাষা তাঁর সনেটকে ক্লাসিকাল সমুন্নতি দান করেছে।

সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রবক্তা। তত্ত্বকেন্দ্রিক আত্মকথা-মূলক গীতিকবিতা তাঁর হাতে নবরূপ পেয়েছে। অভিজ্ঞতা-নির্ভর, বুদ্ধিপ্রধান রীতিনিষ্ঠ কবিতা রচনা করতে গিয়েও গীতিকবির সহজস্বভাবে তাঁর কবিতা বিচিত্রবিষয়ী হয়ে উঠেছে। তাঁর সনেটেও এই বিচিত্রবিষয়নিষ্ঠা লক্ষণীয় :

১. প্রেম—তন্বী : মৃতপ্রেম, স্মরণ, অভিসার, অভিব্যাপ্তি। অর্কেস্ট্রা : অপচয়, পণ্ডশ্রম, মহাসত্য, বিফলতা, জিজ্ঞাসা।
২. তত্ত্ব—তন্বী : শৃঙ্গার। ক্রন্দসী : জাদুঘর। সংবর্ত : জাতক-১,২, বিপ্রলাপ।
৩. আত্মকথা—তন্বী : প্রতিহিংসা, অপলাপ, উত্তমর্ণ। উত্তরফাল্গুনী : অহৈতুকী, মাধবীপূর্ণিমা, দ্বন্দ্ব। সংবর্ত : কঞ্চুকী, সোহংবাদ।
৪. সারস্বতকথা—ক্রন্দসী : বাক্য।

৭

অমিয় চক্রবর্তী

এই পর্বের অন্যতম কবি অমিয় চক্রবর্তী (জন্ম ১৯০১) বাংলা কাব্যকলায় নব রীতির প্রবর্তক। বক্তব্য প্রকাশে তিনি মিতব্যয়ী—পাঠকের কল্পনাশক্তির ওপরে নির্ভর করে তিনি টুকরো টুকরো আপাত অসংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে নিগূঢ় সংকেত ও ব্যঞ্জনাবহ কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছেন। এই ভাবে বক্তব্যপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি প্রায়শই পূর্ণমাপের কাব্যপংক্তিকে কামিংস-সুলভ ভঙ্গিতে ছোট-বড় পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মিলন প্রয়াসী তিনি, ফলত ভাঙা-পয়ারই তাঁর কাব্যের প্রধান অবলম্বন। বলাবাহুল্য তাঁর এই বৈশিষ্ট্য সনেট-রচনায় আদৌ উপযোগী নয়। কাব্য কলাকৃতি হিসাবে সনেট তাঁকে তেমন আকর্ষণও করে নি। 'পারাপার' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতাকে তিনি সনেট বলে উল্লেখ করেছেন। কবিতাটির গঠন অভিনব—সনেটের ভাস্কর্যধর্ম এতে নেই, তত্ত্ব-

মূলক এই কবিতাটি মূলত চিত্রপ্রধান। সনেটের পংক্তি সজ্জার সাধারণ নিয়ম ওখানে অবহেলিত—আপাত দৃষ্টিতে কবিতাটি আটাশ পংক্তির। ভাঙা পয়ারে রচিত 'সনেট' শীর্ষক এই কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি ঃ

হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোন কথা ঃ
মৃত্যু হলো।
অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে
যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক,
জলে—
ঝড়ে যে-রাত্রে মেদিনীপারের শূন্যতা
ডেকে নিল।
ভয়ঙ্কর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে
কোথায় হারালো···আজো কাঁদে ?
এলো বান,
ওরে বাড়ি আয়। একি ঢেউ, না কামান ?
এদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা,
বেঁধে
মারে, "কংগ্রেসি কোথায় ?" সঙ্গে, যম,
দেশী
সৈন্য হাসে,
—নয়, এরা মৃত্যুদূত নয়,
যে-মৃত্যু তোমার কালো ঝড়ে—
ধরাময়
কোথা থেকে পাপ আনে এরা ?
শোনো,
বেশী
মনে নেই......
যম,
ঘরনী কোথায় ?
ঘরে
যেতে হলে পথ বলো খুঁজব কী করে ॥ [পারাপার, পৃঃ ৭৪]

সংলাপাত্মক-ভঙ্গিতে রচিত এই কবিতাটিতে বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতির অনন্য সাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে। কবিতাটির গঠন, পংক্তিসজ্জা ও মিলবিন্যাস কোন দিক থেকে একে সনেট বলে চেনার উপায় নেই। কিন্তু এটি চৌদ্দমাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত শেকস্‌পীরীয় সনেট। মাত্রা ও মিল ঠিক রেখে এটাকে চৌদ্দ পংক্তিতে সাজালেই এর সনেট-স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সনেট-আকারে সজ্জিত কবিতাটির লিপিরূপ :

হে যম, অন্ধকার যাত্রীর শোনো কথা :
মৃত্যু হলো। অস্পষ্ট ওপারে আমরা চলে
যাচ্ছিলাম, মেদিনীপুরের লোক, জলে—
ঝড়ে যে-রাত্রে মেদিনীপারের শূন্যতা
ডেকে নিল। ভয়ঙ্কর তেষ্টা, ছেলে কেঁদে
কোথায় হারালো···আজো কাঁদে ? এলো বান,
ওরে বাড়ি আয়। একি ঢেউ, না কামান ?
এদিকে আগুন দেয় ঘরে গোরা, বেঁধে
মারে, "কংগ্রেসী কোথায় ?" সঙ্গে, যম, দেশী
সৈন্য হাসে,—নয়, এরা মৃত্যুদূত নয়,
যে-মৃত্যু তোমার কালো ঝড়ে—ধরাময়
কোথা থেকে পাপ আনে এরা ? শোনো, বেশি
মনে নেই··· যম, ঘরণী কোথায় ? ঘরে
যেতে হলে পথ বলো খুঁজব কী করে ॥

নতুনত্বের মোহে প্রচলিত ধারার বিপর্যয় ঘটিয়ে কবি এখানে রূপবন্ধের অভিনব খেলায় মেতেছেন। সনেটের মিল ও গঠন কৌশলে লুকিয়ে তিনি কি পূর্বলিখিতরূপেই কবিতাটি রচনা করেছেন, না সনেট আকারে লিখে পরে কবিতাটি ঐভাবে বিন্যস্ত করেছেন ?

১৯৬১ সালে প্রকাশিত কবির 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থে 'চতুর্দশপদী' শিরোনামায় প্রায় এই ধরণেরই আরো আটটি সনেট সংকলিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও সনেটগুলি সংলাপাত্মক-ভঙ্গিতে রচিত, চৌদ্দমাত্রার পংক্তিগুলি ভেঙে টুকরো করে ছড়ানো, মিলবিন্যাস চূড়ান্তভাবে অনিয়মিত।

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি কবি অলিভিয়ে দ্য মাঙি সনেটের চৌদ্দপংক্তিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে সংলাপের আকারে পংক্তি সাজিয়ে সনেট

কলাকৃতির নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। অমিয় চক্রবর্তী সম্ভবত তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। সনেট সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় পরীক্ষা চমক সৃষ্টি করতে পারে সত্য, কিন্তু সনেট-কলাকৃতির দিক থেকে এর বিশেষ মূল্য নেই।

৮

রাধারাণী দেবী

রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে রাধারাণী দেবী (জন্ম ১৯০৪) সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সাত—তিনটি স্বনামে এবং চারটি অপরাজিতা ছদ্মনামে প্রকাশিত। এর মধ্যে 'সিঁথিমৌর' (১৯৩২) সনেটগুচ্ছ। উৎসর্গ কবিতা নিয়ে মোট ৩৫টি চতুর্দশপদের কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ১৬ ও ৩০ সংখ্যক কবিতাদুটি সাত পয়ারবন্ধে এবং ২০ সংখ্যক কবিতাটি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী। বাকি ৩২টি সনেট রচনায় তিনি পেত্রার্কীয়, শেকস্পীরীয় ও ফরাসি এই তিন রীতিই অনুসরণ করেছেন। সনেটের স্তবকবিন্যাসে তাঁর বিচিত্রমুখী পরীক্ষা লক্ষণীয়। ৩২টি সনেটে তিনি প্রায় এগার প্রকার স্তবকবিন্যাস করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে পেত্রার্কীয়-রীতির ৮+৬, ৪+৪+৬ ; তথাকথিত ফরাসি রীতির ৪+৪+২+৪, ৮+২+৪ ও শেকস্পীরীয় ৪+৪+৪+২, ৮+৪+২ স্তবক। এর মধ্যে এক স্তবক সজ্জায় রয়েছে ৫টি সনেট। তা ছাড়া ৪+১০, ৪+৮+২, ১২+২ ও ৪½+৫+৪½ স্তবকসজ্জার বিচিত্র পরীক্ষাও কবি করেছেন কয়েকটি সনেটে।

তাঁর পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেট সংখ্যা ১৩টি। ১২টির অষ্টক সংবৃত মিলের, একটিমাত্র ক্ষেত্রে আছে বিবৃত মিলের অষ্টক। ষট্‌কের মিল সর্বত্রই তিন, মিলবিন্যাসে রয়েছে পাঁচ প্রকার বৈচিত্র্য। সামগ্রিক ভাবে এই ১৩টি সনেটের মিলবিন্যাস ও গঠন নিম্নরূপ :

১. কখখক। কখখক। তপঙ তপঙ : ৩, ১১, ২৩, ২৯

২. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ : ৭, ৮, ২৮,৩১,৩৪

৩. কখখক কখখক। তপপত। ঙঙ : ১৮

৪. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ : ১৫

৫. কখখক। কখখক। ততপপঙঙ : ২২

৬. কখখক। কখখক। তপতপ। কক : ২৪

লক্ষণীয় এই যে, এই ধারার সমস্ত সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ নেই ১৮,২৩ ও ৩৪ সংখ্যক সনেট তিনটিতে। কোন সনেটেরই ষট্‌কবন্ধ দুই ত্রিক দিয়ে বিভক্ত নয়। এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের ৪টি সনেটের মিলবিন্যাস খাঁটি পেত্রার্কীয়। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বিভাগের ৭টি সনেটের মিলপদ্ধতি পেত্রার্কীয় হলেও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাব রয়েছে। এই প্রকৃতির সনেট রচনায় তিনি পূর্বসূরীদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিভাগের দুটি সনেটের ষট্‌কের মিল-বিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। রাধারাণী সনেটের আবর্তনসন্ধি বিষয়ে খুব বেশি সচেতন নন। তাঁর পেত্রার্কীয় রীতির ৩, ২৮ ও ৩৪ সংখ্যক সনেট তিনটিতে মাত্র আবর্তনসন্ধি রয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর এই ধারার আবর্তনসন্ধিহীন অন্যান্য সনেটগুলি মিল্টনীয় সনেটের আকার প্রাপ্ত। আমরা এখানে তাঁর আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি পেত্রার্কীয় সনেট উদ্ধৃত করছি :

আমার হৃদয় ছিল গর্বিত কঠিন,
পাষাণ-পর্বত প্রায় উন্নত অটল ;—
উৎসারিবে এরও বক্ষে প্রেম-তীর্থ-জল
স্বপনেও ভাবি নাই কভু কোনো দিন।

ভেদি সে অন্তরতল চির অন্তহীন,
জাগিল নির্ঝর যবে প্রেম-সমুচ্ছল ;
বিপুল বিস্ময়ে বদ্ধ হইয়া বিহ্বল—
নিজেরে হেরিনু যেন নব জন্মাসীন !

এক জন্মে জন্মান্তর লভিলাম প্রিয়,—
তব প্রেম-অভিষেকে দ্বিজ আমি আজ !
নব জ্ঞান—নব বোধ—অনুভূতি নব—
আমার অন্তরলোকে বিতরি অমিয়

ভুলায়ে দিয়াছে মোর মিথ্যা ভয় লাজ ;
সর্ব গর্ব পড়ে টুটে পদপ্রান্তে তব !
[সিঁথি মৌর—৩]

সনেটটিতে কবির অন্তর্লোক নির্বারিত হয়েছে। প্রেমস্পর্শেই যে তাঁর জন্মান্তর ঘটেছে সে কথা কবি অন্তরঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি তাঁর 'গর্বিত কঠিত' হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবের কথা বলেছেন আর ষট্কবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে তারই ফলশ্রুতি। এই সনেটের মিলবিন্যাস নিখুঁত পেত্রার্কান। অষ্টক ষট্কের মাঝে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়েছে।

রাধারাণীর ৭টি সনেট ফরাসি-পন্থী। তবে খাঁটি ফরাসি রীতির সনেট তিনি একটিও রচনা করেন নি। তাঁর এই ধারার প্রত্যেকটি সনেটই প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে রচিত ভঙ্গ-ফরাসি সনেট। সনেটগুলির মিলবিন্যাস ও গঠন লক্ষণীয় :

১. কখখক। কখখক। তত। পঙঙপ : ১
২. কখখক। কখখক। তত। পঙপঙ : ৫, ২৬
৩. কখকখ। খকখক। তত। পঙপঙ : ৯
৪. কখখক। কখখক। তত। কখকখ : ৪
৫. কখখক। কখখক। তত। খপখপ : ১৭
৬. কখকখ। গঘগঘ। তত। পঙপঙ : ৩৩

এই ধারার প্রত্যেকটি সনেটের ষট্কবন্ধের প্রথমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। এবং প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে সর্বত্রই ষট্ক ২+৪ পর্বে বিভক্ত, ফরাসি সনেটের মত দুই ত্রিকবন্ধে নয়। এই পর্যায়ের শেষ পর্বের তিনটি সনেটের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। সর্বশেষ বিভাগের সনেটটি অভিনব। কবি এক্ষেত্রে শেকস্পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে ফরাসি ষট্কের বিচিত্র মিলন ঘটিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রিয়পাত্রী রাধারাণী ফরাসি সনেটের ষট্কের গঠনপদ্ধতি সম্যক উপলব্ধি না করে চৌধুরী মশাই-এর আদর্শই অনুসরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও বক্রোক্তির তিনি অধিকারিণী ছিলেন না। ফলত প্রমথ চৌধুরীর সনেটের ষট্ক-শীর্ষের প্রোজ্জ্বল দীপ্তি তাঁর এই ধারার সনেটে কচিৎ কখনো ধরা পড়েছে। একটি উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

বিপুল বেদনা-মূল্য দিছি বক্ষ চিরে
জীবনের সার্থকতা লভিতে অন্তরে !
আত্মার আত্মীয়ে মোর আনিয়াছি ঘরে
সংসারের সিংহদ্বার খুলি দৃপ্তশিরে।
পূর্ণ করি অভিষেক প্রেম-অশ্রুনীরে,
মুকুট পরায়ে দিছি—রাজদণ্ড করে।
প্রাণ-পীঠে বসায়েছি চিত্ত-অধীশ্বরে
তুচ্ছ করি সবাকারে উচ্চ-আখ্যাতিরে।

ফিরায়ে লয়েছে মুখ স্বজন সমাজ,
একেরে লভিতে সবে হারায়েছি আজ।

ধ্যানলোকে তপোভঙ্গ এলো মহাক্ষণ।
সৃজন-প্রলয়-লগ্নে কাঁপিছে অন্তর।
বিচ্ছেদের বজ্রে বাজে রতির ক্রন্দন,—
মিলন-আনন্দে উমা হাসিছে সুন্দর।

[সিঁথিমৌর—৫]

'সিঁথিমৌরে'র ১২টি সনেট শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। এর মধ্যে উৎসর্গ-কবিতা, ২, ৬, ১২, ১৩, ১৪, ১৯, ২১, ২৫ ও ৩২ সংখ্যক দশটি সনেটের মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। ২, ১৩ ও ২৫ সংখ্যক তিনটি সনেটে অবশ্য তিন চতুষ্ক বিভাগ নেই। এ ছাড়াও ১০ ও ২৭ সংখ্যক সনেটদুটির মিলগ্রন্থন শেকস্‌পীয়র-পন্থা। মিলবিন্যাস ঈষৎ ত্রুটিপূর্ণ, প্রতি ক্ষেত্রেই একটি মিলের পুনরাবৃত্তি ঘটায় মিল-সংখ্যা সাতের বদলে হয়েছে ছয়।

রাধারাণীর 'সিঁথিমৌরে'র ৩২টি সনেটের মধ্যে ৩১টিই চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ১৮টিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে। এই গ্রন্থের উৎসর্গ-কবিতাটির ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। মনে হয় তিনি পরীক্ষামূলক ভাবেই একটি মাত্র সনেটে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্যা রাধারাণী কবিভাষায় রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্তিনী। অপরাজিতা দেবীর ছদ্মনামে তিনি চটুলভঙ্গিতে যেসব লঘু চালের কবিতা লিখেছিলেন সেগুলিতে সংলাপধর্মী চলিত ভাষায় একটি সরস শিল্পরূপ গড়ে

উঠেছে। 'সিঁথিমৌর-'এর ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তা সংযত অথচ শ্রীমণ্ডিত, দৃপ্ত অথচ প্রসাদগুণান্বিত। এই সনেট সংকলনের প্রথম প্রকাশ কবির বিবাহিত-জীবনের প্রথম বার্ষিকীতে। প্রেমে প্রতিবদ্ধচিত্ত নারী কণ্ঠের বলিষ্ঠ আত্মঘোষণায় সনেটগুলি মধুক্ষরা।

৯

হুমায়ুন কবির

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতা হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) প্রথম জীবনে কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সর্বমোট তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিটি গ্রন্থেই কিছু চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টাদশী' সনেটগুচ্ছ—উৎসর্গ কবিতা সহ মোট কবিতার সংখ্যা উনিশ। তিনি পেত্রার্কীয়, শেকস্পীরীয় এবং মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে সনেট রচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্র-পন্থী এই কবির অধিকাংশ চতুর্দশপদের কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য'-র আদর্শে রচিত সাত পয়ারবন্ধের চতুর্দশী মাত্র। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর চতুর্দশী ও সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ :

কাব্যগ্রন্থ	সাতযুগ্মক	অনিয়মিত মিল	সনেট	চতুর্দশী
স্বপ্নসাধ (১৯২৭)	৯	×	×	৯
সাথী (১৯৩০)	৭	১	৪	৮
অষ্টাদশী (১৯৩৮)	৭	১	১১	৮

অর্থাৎ হুমায়ুন কবিরের ৪০টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে সনেট মাত্র ১৫টি। এই সনেটগুলির অধিকাংশই ক্লাসিকাল-পন্থী ৮+৬ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। 'সাথী'র 'তৃপ্তি' চতুর্দশাটি ৩+৩+৩+৩+২ অভিনব স্তবকবন্ধে সজ্জিত। জীবনানন্দ এই স্তবকবন্ধে কিছু সনেট রচনা করেছেন কিন্তু তাঁর মত হুমায়ুন কবির এক্ষেত্রে তের্জারিমা মিলপদ্ধতি ব্যবহার করেন নি। এই সনেটটির ককক খখখ গগগ ঙঙঙ পপ মিলসজ্জা গোত্রহীন হলেও অভিনব।

হুমায়ুন কবির পেত্রার্কীয় রীতিতে ৩টি সনেট রচনা করেছেন। এইগুলির অষ্টক দুই মিলের সংবৃতধর্মী দুই চতুষ্কে গঠিত। ষট্‌কের মিল তিনটি। মিলপদ্ধতি দ্বিবিধ :

১. তপঙ তপঙ—সাথী : রজনীগন্ধা। অষ্টাদশী : ১২।

২. তপঙ ঙপত—অষ্টাদশী : উৎসর্গ-কবিতা।

এই ধারার ৩টি সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক ও অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ আছে। 'অষ্টাদশী'র 'উৎসর্গ-কবিতা' ভিন্ন বাকি দুটির দুই ত্রিক-বিভাগও স্পষ্ট। অর্থাৎ মিলবিন্যাস ও গঠনে এই তিনটি সনেট পেত্রার্কীয়। অবশ্য তিনটিই আবর্তনসন্ধিহীন মিল্টনীয়-রীতির সনেট। আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট একটি মাত্র সনেট তিনি রচনা করেছেন। সনেটটি এখানে উদ্ধার করছি :

দুর্দ্দিনে দুর্গম পথে চলিয়াছে মর্ত্য-অন্ধকারে
শঙ্কিত যাত্রীর দল পঙ্কিল প্রদীপ শিখা জ্বালি।
শ্মশানের প্রেতদল অট্টহাসে দেয় করতালি,
বিদ্যুৎ হানিছে মৃত্যু, বজ্র ডাকি উঠে বারেবারে।
ভীরু শিহরায় পথ ; দুঃসাহসী কাননে কান্তারে
বিপথে কণ্টক দলি অমঙ্গল লক্ষ্য বলি চলে।
স্বার্থের সংঘাত বিষে প্রলয়ের বহ্নিশিখা জ্বলে।
উৎপীড়িত বঞ্চিতের রিক্ত কণ্ঠ ভরে হাহাকারে।

সেই অন্ধকারে তুমি আপনার অন্তর মন্দিরে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি খুঁজিয়াছ পথের সন্ধান,
হিংসার রিক্ততা মাঝে খুঁজিয়াছ প্রীতির সঞ্চয়।
তোমার সাধনা বীর চিরদিন অমর অব্যয়
রহিবে ভারত ভরি। মৃত্যুমাঝে জাগাইবে প্রাণ
দুর্জ্জয় সঙ্গীত ভরা, মুক্তি দেবে নির্জ্জীব বন্দীরে।”

[অষ্টাদশী-১]

এই সনেটের দ্বিতীয় চতুষ্কের মিলবিন্যাসে কবি কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। প্রথম চতুষ্কের দ্বিতীয়-তৃতীয় পংক্তির মিল হল 'জ্বালি' ও 'তালি'। দ্বিতীয় পংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তিতে আছে 'বলে' ও 'জ্বলে'। এতে স্বরবর্ণের তফাৎ হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নত্বে মিলের ব্যঞ্জনাটি ধরা পড়েছে।

ক্লাসিকাল সনেটের আবর্তনসন্ধিটি কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট। অষ্টকবন্ধে 'দুর্দিনে দুর্গম পথে' 'উৎপীড়িত বঞ্চিতের হাহাকারে'র বর্ণনা করে কবি ষট্‌কবন্ধে সেই বীরের কথা বলেছেন যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে সংকট-উত্তরণের পথ-নির্দেশ করবে। সনেটটির ভাবপ্রবাহ প্রতীপধর্মে আবর্তিত হয়ে কবির ভাব কল্পনাকে লীলায়িত করেছে।

হুমায়ুন কবিরের শেকস্‌পারীয় রীতিতে রচিত সনেট সংখ্যা চার। মিলবিন্যাস ত্রিবিধ :

১. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ। ঙঙ—সাথী : নরনারী, সিন্ধুকারা।

২. কখখক। গঘঘগ। তপতপ। ঙঙ—অষ্টাদশী : ১৬।

৩. কখকখ। গঘগঘ। ততপপঙঙ—সাথী : ভিক্ষা।

প্রথম বিভাগের দুটি সনেটের মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। দ্বিতীয় বিভাগের সনেটটির প্রথম দুই চতুষ্কের সংবৃতধর্মী মিল এবং সর্বশেষ বিভাগের সনেটটির ষট্‌কের তিন মিত্রাক্ষর যুগ্মক শেকস্‌পীরীয় রীতির পরিপন্থী।

শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক মিলিয়ে মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে হুমায়ুন কবির অনেকগুলি সনেট লিখেছেন। এই ধারার সনেট সংখ্যা সাত। এর মধ্যে 'অষ্টাদশী'র ৬ সংখ্যক সনেটটির মিলবিন্যাস : কখকখ। গঘগঘ। তপঙ। পঙত। এছাড়া বাকি ৬টির অষ্টকের মিল : কখখক। গঘঘগ, ষট্‌কে রয়েছে তিন মিলের পঞ্চবিধ লীলা :

১. তপঙ তপঙ : অষ্টাদশী—৮,১১। ২. তপত ঙঙপ : অষ্টাদশী—৯।

৩. তপঙ ঙতপ : অষ্টাদশী—১০। ৪. তপঙ ঙপত : অষ্টাদশী—১৩।

৫. তপপ ঙঙত : অষ্টাদশী—১৮।

হুমায়ুন কবিরের সবগুলি সনেটই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ১৩টি আঠার, ১টি চৌদ্দ এবং একটি বাইশ মাত্রার—এর মধ্যে ৮টিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর সনেটগুলি বৈচিত্র্যময়। অবশ্য প্রেমচেতনাই তাঁর মুখ্য অবলম্বন। কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তরুণ কবির বিভিন্ন জিজ্ঞাসা ও অনুভব তাঁর সনেটগুলিকে বিচিত্রমুখী করেছে। বিষয়ানুসারে এগুলি নিম্নলিখিত ছ'টি পর্যায়ে বিভক্ত :

১. প্রেম—সাথী : নরনারী, ভিক্ষা, রজনীগন্ধা, সিন্ধুকারা। অষ্টাদশী : ৯, ১০, ১১।

২. কবিতর্পণ—অষ্টাদশী : উৎসর্গ কবিতা।

৩. মনীষীতর্পণ—অষ্টাদশী : ১
৪. স্বদেশবন্দনা—অষ্টাদশী : ৬
৫. প্রকৃতি—অষ্টাদশী : ১২, ১৩, ১৬
৬. তত্ত্ব—অষ্টাদশী : ৮, ১৮

১০

অজিত দত্ত

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের 'আধুনিক' কাব্যান্দোলনের সঙ্গে অজিত দত্ত (জন্ম ১৯০৭)প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসুর তিনি সতীর্থ-বন্ধু। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকার ওঁরা দুজন ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক। 'আধুনিক' কাব্যান্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত থাকলেও এই পর্বের অন্যান্য কবিদের মত অজিত দত্তের কাব্যে এই যুগের জটিল মানসিকতা এবং য়ুরোপীয় কাব্যাদর্শ ও কলাকৃতির প্রভাব তেমন প্রখর হয়ে উঠতে পারে নি। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে পরিশীলিত তাঁর কবিমানস বহুল পরিমানে রবীন্দ্র-পন্থী। য়ুরোপীয় কাব্যাদর্শ ও কলাকৃতির ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট না হয়েও তিনি সনেটকেই তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত তাঁর পূর্বসূরী বাঙালী কবিদের অনুপ্রেরণাই এই বিষয়ে কার্যকর হয়েছে। নিমগ্ন প্রেমচেতনায় হৃদ্য তাঁর কবিমানস আবেগ স্পন্দিত হয়েও শান্ত, সংযত ও মিতবাক্। তাই সনেটই তাঁর যথার্থ কাব্যবাহন। কবিজীবনের সূচনা থেকেই তিনি সনেটের উৎসাহী শিল্পী। এ সম্পর্কে কবি নিজেই লিখেছেন—'আমি বহুসংখ্যক সনেট লিখেছি। আমার রচিত সনেটের সংখ্যা যে সমসাময়িক সকল কবির চেয়ে বেশি তাই নয়, অতি অল্প বয়স থেকে আমি সনেট রচনা করেছি, যখন আমার সতীর্থ ও বন্ধুগণের কেউই কবিতার এই বিশেষ ফর্মটির দিকে আকৃষ্ট হন নি। এখনো সনেট লিখে আমি আনন্দ পাই।'[১৪]

কবি এখানে তাঁর সমসাময়িক কবি বলতে সম্ভবত তিরিশের দশকের কবিদের কথাই বুঝিয়েছেন। এঁদের সকলের চেয়ে তাঁর সনেট সংখ্যায় অধিক একথা সত্য না হলেও সনেটের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গের রূপ-লাবণ্য তাঁর

হাতে যে ভাবে স্বতোৎসারিত হয়েছে তা তাঁর সমসাময়িক যে কোন কবির রচনায় দুর্লভ। বিশেষ করে মোহিতলালের পরে রীতিনিষ্ঠ পেত্রার্কান সনেট রচনায় তিনিই সফলতম শিল্পী।

অজিত দত্ত প্রায় ৫৮টি চতুর্দশপদের কবিতা রচনা করেছেন।[১৫] এর মধ্যে 'কুসুমের মাসে'র দুটি ও 'জানালা'র একটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত এবং 'কুসুমের মাসে'র অন্য একটি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী; বাকি ৫৪টি সনেট। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেট সংখ্যা নিম্নরূপ: কুসুমের মাস (১৯৩০)—২০, পাতালকন্যা (১৯৩৮)—৫, নষ্টচাঁদ (১৯৪৫)—৮, পুনর্ণবা (১৯৪৬)—১১, ছায়ার আলপনা (১৯৫১)—৬, জানালা (১৯৫৯)—৪।

সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাসে অজিত দত্ত একান্ত ভাবেই পেত্রার্কীয়। তাঁর ৫৪টি সনেটের মধ্যে ৫২টিই ক্লাসিকালরীতির ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। অন্য একটির ৪+৪+৬ স্তবকসজ্জাও ক্লাসিকাল। 'পাতালকন্যা'র 'রাঙাসন্ধ্যা' সনেটটি ইতালীয় তের্জারিমা রীতিতে রচিত, স্তবকবিন্যাস ৩+৩+৩+৩+২। জীবনানন্দ দাশও এই রীতিতে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। তবে সনেটে তের্জারিমার ব্যবহারে অজিত দত্ত জীবনানন্দের পূর্বসূরী। 'রাঙাসন্ধ্যা' সনেটটি আবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। লক্ষণীয় এই যে, এই একটি মাত্র সনেটেই তিনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন। সনেটের গঠন মিলবিন্যাস ও ছন্দের এক অভিনব পরীক্ষায় কবি এখানে ব্রতী হয়েছেন। বিচিত্রমুখী এই সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য।

> রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
> ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
> রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে যায়।
>
> পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
> দূর হতে দূর— তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
> ক্ষীণ হতে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্ততা।
>
> চলে যায় তারা চোখের আড়ালে, লক্ষ কথার বন
> অট্টহাসে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
> পাখার ঝাপট, বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি গুঞ্জন?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তারা কোন্‌খানে ?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন ?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নাড, তুমি উষ্ণ কোমল, পাখার শব্দ ক্ষীণ।
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন ক্ষমাহীন ॥

[রাঙাসন্ধ্যা : কবিতাসাগ্রহ, পৃ. ৩৬]

অজিত দত্তের পেত্রার্কীয় রীতির সনেট সংখ্যা সাতচল্লিশ। সর্বত্রই অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক বিভাগ আছে ৪৬টি সনেটে। ষট্‌কের দুই ত্রিকবন্ধের উপবিভাগ সম্পর্কেও তিনি সচেতন। প্রায় ২৭টি সনেটে এই বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এই রীতির সনেট রচনায় তিনি ক্লাসিকাল রীতির অনুশাসন যথাযথ ভাবেই মান্য করেছেন—গঠনে ও মিলবিন্যাসে উভয়তই। তাঁর এই ধারার ৪৭টি সনেটেরই অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া, ষট্‌কে দুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীলা। ষট্‌কের মিলবিন্যাসে মোট সাত প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষণীয় :

১. তপপ ততপ—কুসুমের মাস : দুর্লভরাত্রি, একটি স্বপ্ন, গুরুজনদের মাঝে, আকাঙ্ক্ষা, নাস্তিক, প্যারাডাইজলস্ট, জ্বরে, বার্তা, শরৎ, প্রার্থনা, ছায়াসঙ্গিনী। নষ্টচাঁদ : রাত্রি এলো। ছায়ার আলপনা : নেশা।

২. ততপ ততপ—নষ্টচাঁদ : হেথা নয়, হেথা নয়।

৩. তপতপতপ—কুসুমের মাস : স্বপ্ন, এলিজি, প্রেম, সুখী। পাতালকন্যা : পাশাবতী। নষ্টচাঁদ : ভঙ্গুর প্রবাল, প্রথমগ্রীষ্ম। পুনর্ণবা : বৈরাগ-যোগ। ছায়ার আলপনা : পতঙ্গবত্তা, ফানুস, ভোট।

৪. তপঙ ঙপত—কুসুমের মাস : শুভক্ষণ। পাতালকন্যা : সনেট, বাড়ব, মিস্। নষ্টচাঁদ : সৈনিক মৈনাক হও, গোপনীয়। পুনর্ণবা : আশা, গাঙ, ছুরি। ছায়ার আলপনা : রাজা। জানালা : মূর্তি।

৫. তপঙ তপঙ—কুসুমের মাস : কবিতা। পুনর্ণবা : শীলাভট্টারিকা, ইতিহাস, বিশ্রাম, পশ্চাতের আমি, নবজাতক, যাত্রা,। খেয়া। জানালা : অগ্রদানী।

৬. তপপ তঙঙ—ছায়ার আলপনা : ছাগল।

৭. তথপ তথপ—নষ্টচাঁদ : বোধন।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের মিলটি ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে অষ্টকের মিল ষট্কে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বিভাগের মিলবিন্যাসও সনেটের দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটি মুক্ত নয়। উল্লিখিত বিভাগত্রয়ের প্রতি ক্ষেত্রেই ষট্কে সংবৃতধর্মী মিলের অভিব্যঞ্জনা স্পষ্ট। এই ধরণের মিলে অষ্টকের সংবৃত মিলের আবহ সৃষ্টি হয়। ফলত সমগ্র সনেটের নিটোল বিন্যাসে টান পড়ে। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সনেটকারগণ ষট্কের মিলবিন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এই ধরণের মিল ক্লাসিকাল সনেটে বহুল ব্যবহার করেছেন। ষষ্ঠ বিভাগের মিলটি তো পেত্রার্কার সমসাময়িক ইতালীয় কবি উবের্তির প্রিয় মিল। উল্লিখিত ত্রিবিধ ষট্ককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজিত দত্ত দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত করে, সংবৃত মিলের অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে বাধা দিয়ে, তাঁর ক্লাসিকাল সনেট-কলাকৃতির সূক্ষ্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

অজিত দত্তের এই পর্যায়ের সনেটগুলি শুধুমাত্র বহিরঙ্গের গঠন ও মিলবিন্যাসেই পেত্রার্কীয় নয়, এইগুলির অধিকাংশের আভ্যন্তর সঙ্গতি রচনাতেও তিনি এই ধারার সফলতম রূপকার। উল্লিখিত ৪৭টি সনেটের মধ্যে ২৮টিতেই তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'কুসুমের মাস' থেকে একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি :

আমার জগৎময় তুমি ছাড়া কিছু নাই আর,
মূর্ছার মতন তুমি মনোহর আমার নয়নে,
তোমার অঞ্চলভঙ্গে মৃদুগতি তোমার চরণে
আনন্দে শিহরি ওঠে পদতলে পৃথিবী আমার।
অমার বর্ষণ সম তোমার সুদীর্ঘ কেশভার
ধরিত্রী বিলুপ্ত করি' নামিয়াছে আমার ভুবনে—
কেবল একটি কথা মনে আজ বাজে গুঞ্জরণে,
তুমি ছাড়া এ জীবনে দুঃখের নাহিক মোর পার।

এ-কথা কহিব আমি লক্ষবার আকাশের কানে,
এ-কথা ছড়ায়ে দিব আজ রাত্রে প্রত্যেক তারায়,
বাতাসে ভাসাব আমি এই সত্য সমস্ত ধরায় ;

এ-কথা পাঠাব দূর স্বর্গ আর পাতালের পানে,
পৃথিবী নক্ষত্র স্বর্গ আজ রাত্রে সব যেন জানে
যে-কথা নিভৃতে বসি তোমারে কহিতে প্রাণ চায়॥
[বার্তা : কবিতাসংগ্রহ, পৃ. ৭]

সনেটটির গঠন ও মিলাবিন্যাস খাঁটি পেত্রার্কীয়। অষ্টক দুই মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া, দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত ষট্‌কে দুটি মিলের বিচিত্রলীলা। অষ্টকবন্ধে রয়েছে কবির প্রেমচেতনার অকপট স্বীকারোক্তি। প্রেয়সীকে বলেছেন তাঁর জীবনের অস্তিত্ব, এবং তাঁকে ছাড়া এ জীবনে দুঃখের হাত থেকেও নিস্তার নেই। ষট্‌কে কবিচেতনা বাঁক ফিরেছে প্রকৃতিলোকে। দ্যুলোকে ভূলোকে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের পরম উপলব্ধি। এই সনেটের ভাবপ্রবাহ অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি লীলায় বিলসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর এই ধারার ২৮টি সনেটে আ্যবর্তনসন্ধি নবনব-রূপে ভাববস্তুকে বাঙ্ময় করে তুলেছে।' আবর্তনসন্ধি রচনায় এই সনেটগুলিতে প্রায় ছ'প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে॥

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—কুসুমের মাস : একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন, গুরুজনদের মাঝে, আকাঙ্ক্ষা, প্যারাডাইজলস্ট, জরে, এলিজি, শরৎ, প্রার্থনা, শুভক্ষণ। পাতালকন্যা : পাশাবতী, সনেট, বাড়ব। নষ্টচাঁদ : সৈনিক মৈনাক হও, রাত্রি এলো, গোপনীয়। পুনর্ণবা : আশা, গণ্ডি। জানালা : অগ্রদানী, মূর্তি।
২. উপমেয় থেকে উপমান—কুসুমের মাস : কবিতা, ছায়াসঙ্গিনী।
৩. প্রকৃতিলোক থেকে মানসলোক—নষ্টচাঁদ : প্রথমগ্রীষ্ম।
৪. মানসলোক থেকে প্রকৃতিলোক—কুসুমের মাস : বার্তা।
. বস্তু থেকে তত্ত্ব—ছায়ার আলপনা : ছাগল, ফানুস।
৬. কারণ থেকে কার্য—পুনর্ণবা : শীলাভট্টারিকা। ছায়ার আলপনা : নেশা।

এই ২৮টি সনেট ছাড়াও অজিত দত্ত আরো তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'জানালা'র 'বান' শীর্ষক সনেটটি শেকস্‌পীরীয় এবং 'কুসুমের মাসে'র 'কুসুমের মাস' ও 'জীবনে বৈচিত্র্য নাই' সনেটদুটি মিশ্র রোমান্টিক পদ্ধতিতে রচিত। বাংলাসাহিত্যে শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের

সঙ্গে পেত্রাকীয় ষট্‌কের মিলনে যে মিশ্র রোমণ্টিক সনেটরীতি অনুশীলিত হয়ে এসেছে 'কুসুমের মাসে'র উল্লিখিত সনেট দুটি সেই রীতিতেই রচিত। দুটি সনেটেবই অষ্টকে চার মিল, মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী। ষট্‌ক দুই মিলে গড়া; মিলপদ্ধতি হলো যথাক্রমে তপপ তপত এবং তপপ ততপ। এই দুটি সনেটেই ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে। 'মিশ্র রোমাণ্টিক রীতির উদাহবণ হিসাবে তাঁর 'কুসুমের মাস' গ্রন্থের নামকবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধাব করছি।

তুমি ফুল ভালোবাসো? লাল ফুল? চোখে যাহা লাগে?
কঠিন সৌন্দর্যে যার নয়ন সে হয় প্রতিহত?
তুমি ভালোবাসো ফুল? শেফালিকা সৌরভ-আনত?
যে-ফুল ঝরিয়া পড়ে ক্ষীণাঙ্গুলে স্পর্শিবার আগে?
আননে লেগেছে তব কেতকীর সৌরভ-দুকুল?
হৃদয়ে কি বাজিয়াছে প্রগল্‌ভা হেনার উচ্চহাসি?
তুমি ভালোবাসো ফুল? কদম্ব সে বরষা-বিলাসী?
অথবা কুণ্ঠিতা কন্যা অতসীর কোমল মুকুল?

আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।
মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।
বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে-কানে,
কোন্ ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ।
লঘুপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে,
নিঃশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাস্তব্ধ রাতের বাতাস॥

[কবিতাসংগ্রহ, পৃ.১]

সনেটটির ভাষায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব রয়েছে। তবে কবিকণ্ঠের প্রেমরাগরঞ্জিত আবেগতপ্ত অনুভাবনায় কবিতাটি উজ্জ্বল। অষ্টকের পূর্বপক্ষের 'তুমি' থেকে ষট্‌কের উত্তরপক্ষে 'আমি'তে ভাবপ্রবাহের আবর্তনের ফলে মিশ্ররীতির এই সনেটটি নূতন মহিমা লাভ করেছে।

অজিত দত্ত শেকস্‌পীরীয় রীতিতে ৪টি সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'কুসুমের মাসে'র 'ব্যর্থকবি; 'নষ্টচাঁদে'র 'কোনপথে' এবং 'জানালা'র 'বান'-এর গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। এছাড়া 'জানালা'র

‘পদধ্বনি’ সনেটটিও শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত। তবে এ ক্ষেত্রে অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নবরোমান্টিক পর্বের কবিরা শেকস্‌পীরীয় মিলের সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করে রোমান্টিক-ক্লাসিকাল রীতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। ‘আধুনিক’ পর্বের কয়েকজন কবিও এই ধারার কিছু সনেট রচনা করেছেন। অজিত দত্তের ‘জানালা’র ‘বান’ সনেটটি এই রীতিতে রচিত।১ সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

বন্যা এলো—তীব্র স্ফীত, দয়াহীন মত্তলাগে ভরা ;
দরিদ্রের কুটিরের চিহ্ন মুছে গিলে নিলো শেষে
ধনীর দালান আর বণিকের পণ্যের পসরা।
এলো দিগ্বিজয়ীরূপে বিভীষিকা নিয়ে সারা দেশে।
বন্যা এলো—ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিয়ে এলো মৃত্যু-ক্ষয়-ক্ষতি,
নিয়ে এলো পলায়ন, স্বার্থেভরা আত্মরক্ষা-মোহ,
এলো বান বাঁধ ভেঙে ; নাই পরিত্রাণ, নাই গতি,
নিশ্চিহ্ন শান্তির বুকে বন্যা এলো উদ্বেল বিদ্রোহ।

তবু এ জলের বন্যা, যে জল জীবন স্বরূপিণী ;
এরপর দিয়ে যাবে পলিমাটি মাঠভরা ধান।
সব আবর্জনা-ধোয়া ক্ষমাহীন এ বন্যারে চিনি,
পুঞ্জিত জঞ্জাল-পরে এই বন্যা প্রণয় সমান।
বারবার যুগান্তের কল্পান্তের নতুন সৃষ্টিতে
সর্বগ্রাসী বন্যা আসে পৃথিবীতে নব প্রাণ দিতে।

শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত এই সনেটের অষ্টকবন্ধে কবির বর্ণনায় বন্যার সর্বগ্রাসী রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ষট্‌কবন্ধে কবি বলেছেন এই সর্বগ্রাসী বিধ্বংসী বন্যাই পৃথিবীতে নব প্রাণের সঞ্চার করে। এই সনেটে অষ্টক থেকে ষট্‌কে ভাবপ্রবাহ কারণ থেকে কার্যে আবর্তিত হয়েছে।

অজিত দত্ত মূলত প্রেমের কবি। তাঁর সনেটের মুখ্য উপজীব্যও প্রেম। হারানো প্রিয়ার স্মৃতি-চারণায় তাঁর সনেটগুচ্ছ বিষাদ-মেদুর। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কবিচিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার ছোঁয়া লেগেছে ‘নষ্টচাঁদ’ পর্যায়ের সনেটসমূহে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বরূপেই

প্রত্যাবর্তন করেছেন। কারণ তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্রুববিশ্বাস 'পৃথিবীর অপূর্ব আকাশে প্রেম ছাড়া কিছু নাই।' এই প্রেমিক-কবির প্রেমচেতনা ও আত্মচিন্তামূলক বিভিন্ন অনুভাবনা তাঁর সনেটেই সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত। বিষয়ানুসারে তাঁর সনেটগুলি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত:

১. প্রেম—কুসুমের মাস: কুসুমের মাস, দুর্লভরাত্রি, একটি স্বপ্ন, স্বপ্ন, গুরুজনদের মাঝে, আকাঙ্ক্ষা, নাস্তিক, প্যারাডাইজলস্ট, জ্বরে, বার্তা, এলিজি, শরৎ, জীবনে বৈচিত্র্য নাই, শুভক্ষণ, ছায়াসঙ্গিনী, প্রেম। পাতালকন্যা: পাশাবতী, রাঙা সন্ধ্যা, সনেট, বাড়ব, মিস্। পুনর্ণবা: চুরি।

২. আত্মকথা—কুসুমের মাস: প্রার্থনা, কবিতা, ব্যর্থকবি, সখী। নষ্টচাঁদ: প্রথম গ্রীষ্ম, কোনপথে। পুনর্ণবা: ইতিহাস, আশা, বিশ্রাম, পশ্চাতের আমি, নবজাতক, খেয়া, বৈরাগযোগ। জানালা: অগ্রদানী, পদধ্বনি।

৩. তত্ত্ব—নষ্টচাঁদ: বোধন, ভঙ্গুর প্রবাল, সৈনিক মৈনাক হও, রাত্রি এলো, হেথা নয় হেথা নয়, গোপনীয়। পুনর্ণবা: যাত্রা, গণ্ডি। ছায়ার আলপনা: নেশা, পতঙ্গবত্তা, রাজা, ছাগল, ফানুস, ভোট। জানালা: মূর্তি, বান।

৪. কাব্যরসোদ্গার—পুনর্ণবা: শীলাভট্টারিকা।

সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে অজিত দত্ত বাংলাভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার করে প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ব্যবহার করেছেন। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য আঠার মাত্রাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। মাত্রাবৃত্তে রচিত একটি সনেট ব্যতীত তাঁর সনেটের ছন্দ সর্বত্রই আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। এর মধ্যে ২৫টিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে। সনেটের ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে মোহিতলাল-পন্থী কবি। মোহিতলালের মতই তিনি প্রবহমাণ ছন্দে রচিত সনেটে ভাবপ্রবাহকে প্রথম চতুষ্ক থেকে দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টক থেকে ষট্‌কে বাহিত না করে ক্লাসিকাল সনেটের উপবিভাগগুলো যথাযথ রক্ষা করেছেন। বস্তুত ক্লাসিকাল সনেটের ঘনপিনদ্ধ গঠনসৌষ্ঠব তাঁর আবেগতপ্ত শান্ত সমাহিত মিতভাষী কবিচেতনার মাধ্যম হিসাবে রূপলাবণ্যে অনিন্দ্য-সুন্দররূপ পরিগ্রহ করেছে। এই দিক থেকে তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেটশিল্পী।

১১

বুদ্ধদেব বসু

আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বুদ্ধদেব বসু (জন্ম ১৯০৮) তরুণ বয়স থেকেই সনেট রচনায় উৎসাহী-শিল্পী। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা'র প্রথম সংস্করণে (১৯৩০) ৪টি সনেট সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪০) আরো ১৬টি নতুন সনেট সংযুক্ত হয়েছে। নতুন সংকলিত সনেটগুলি প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলিরই সমসাময়িক। অর্থাৎ ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ এর মধ্যে লেখা।[২৬] অজিত দত্তের মতই কবি অত্যন্ত তরুণ বয়স থেকেই সনেট-কলাকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এই আকর্ষণ তাঁর ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'যে আঁধার আলোর অধিক' পর্যন্ত সমান ভাবে অবিচলিত। এ-পর্যন্ত তাঁর ৬৮টি চতুর্দশ পদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থানুসারে এগুলির সংখ্যা নিম্নরূপ: বন্দীর বন্দনা (২য় সং-১৯৪০)—২০, পৃথিবীর প্রতি (১৯৩৩)—৫, কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩৭)—২, ২২ শে শ্রাবণ (১৯৪২)—১, দময়ন্তী (১৯৪৩)—৪, দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮)—১, যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮)—৩৫।

এই ৬৮টি চতুর্দশপদের কবিতার মধ্যে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র কবিতাটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত এবং 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র একটি মিলহীন ও তিনটি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলের চতুর্দশী। অর্থাৎ তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সনেটের সংখ্যা সর্বমোট ৬৩টি। 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র পূর্ববর্তী ৩২টি সনেটে কবি মুখ্যত পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয় রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। স্তবকগঠনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি-সম্মত। ওর মধ্যে একটি ৪+৪+৬ এবং পঁচিশটি ৮+৬ ক্লাসিকাল-পন্থী স্তবকে বিন্যস্ত। পাঁচটি এক স্তবকে গঠিত। একটি মাত্র সনেট ৭½+৬½ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র ৩১টি সনেটে তিনি সনেটের ছন্দ, মিল ও স্তবকসজ্জার নবনব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। এই পর্যায়ের ২৫টি সনেটের ৪+৪+৩+৩ স্তবকগঠন ক্লাসিকাল রীতিনিষ্ঠ। বাকি ৬টির মধ্যে 'অসহনীয়' ও 'অপেক্ষা'র ৩+৩+৪+৪, 'কর্কটক্রান্তি' ও 'না লেখা কবিতার প্রতি-৩'-এর ৪+৩+৩+৪, 'না লেখা কবিতার প্রতি-২'-এর ৪+৩+৪+৩ এবং 'ঋতুর উত্তরে'র ৩+৩+৩+৩+২ স্তবকবিন্যাস নিঃসন্দেহে অভিনব। সর্বশেষ সনেটটির তের্জারিমা পদ্ধতির স্তবকসজ্জা অজিত দত্ত ও জীবনানন্দ

দাশের কিছু সনেটে আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বাকি পাঁচটি সনেটের উল্লিখিত অভিনব স্তবকগঠন বুদ্ধদেবের নবনব উন্মেষশালিনী কবি-প্রতিভার নিজস্বসৃষ্টি।

বুদ্ধদেবের ২৩টি সনেট পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত। এইগুলির মিলগ্রন্থন ও গঠনবিন্যাসে এই রীতির প্রতি তাঁর গভীর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। ২৩টির মধ্যে ২২টি সনেটে অষ্টক ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্কের এবং ষট্‌কের দুই ত্রিকবন্ধের উপবিভাগ আছে যথাক্রমে ২১টি ও ১৮টি সনেটে। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাসও তাঁর পেত্রার্কান-রীতিনিষ্ঠার পরিচয়বাহী। ২২টি সনেট দুই মিলের সংবৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া, একটি মাত্র সনেটের অষ্টকে বিবৃতধর্মী দুই মিল। ষট্‌কের মিল দুটি বা তিনটি, মিলবিন্যাসে ন'প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে :

১. তপত তপত—বন্দীর বন্দনা : প্রেম ও প্রাণ-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, কোন অভিনেত্রীর প্রতি-১, ২।

২. তপপ ততপ—বন্দীর বন্দনা : মোরা তার গান রচি। কঙ্কাবতী : ক্ষমাপ্রার্থনা।

৩. তপত ঙঙপ—বন্দীর বন্দনা : বিজয়িনী, পরাজিতা।

৪. তপঙ পঙত—বন্দীর বন্দনা : বিবাহ।

৫. তপঙ ঙপত—কঙ্কাবতী : ধন্যবাদ।

৬. তপঙ তপঙ—দময়ন্তী : উৎসর্গ-কবিতা।

৭. তপঙ তঙপ—দময়ন্তী : ইলিশ।

৮. তপতপঙঙ—পৃথিবীর পথে : তবু তোমা ভুলি নাই, তোমারে বেসেছি ভাল।

৯. তপতপকক—পৃথিবীর পথে : প্রথম চুম্বন।

এই পর্যায়ের সর্বশেষ বিভাগের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। অষ্টম ও নবম বিভাগের তিনটি সনেটের ষট্‌কের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক ক্লাসিকাল-রীতির পরিপন্থী। এ ছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিভাগের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ষট্‌ককে দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত করে কবি সংবৃত মিলের প্রতিকূলতা সার্থকভাবেই জয় করেছেন। বাকি বিভাগের ষট্‌কের মিল বিবৃতধর্মী এবং রীতিনিষ্ঠ ক্লাসিকাল সনেটের অনুগত।

এই ধারার সনেটগুলির বহিরঙ্গের মিলগ্রন্থনই শুধুমাত্র পেত্রার্কীয় নয়;

অধিকাংশ সনেট আভ্যন্তর সঙ্গতিতেও এই রীতির বিশ্বস্ত অনুসরণ। প্রায় পনেরটি সনেটের অষ্টক-ষট্কের মাঝে আবর্তনসন্ধি রচনা করে কবি ক্লাসিকাল সনেট-কলাকৃতি-বোধের অভ্রান্ত প্রমান রেখেছেন। এই পনেরটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি চতুর্বিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

১. উপমান থেকে উপমেয়—বন্দীর বন্দনা : প্রেম ও প্রাণ-১, ৩, ৪, ৫, ৬।
২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—বন্দীর বন্দনা : প্রেম ও প্রাণ-২, ৭, ৮, ৯, ১০, পরাজিত। কঙ্কাবতী : ক্ষমাপ্রার্থনা। দময়ন্তী : ইলিশ।
৩. কারণ থেকে কার্য—বন্দীর বন্দনা : বিজয়িনী।
৪. কার্য থেকে কারণ—কঙ্কাবতী : ধন্যবাদ।

বুদ্ধদেব বসুর পেত্রার্কান সনেটগুলি লিখিত হয় তাঁর আঠার থেকে চৌত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে। অধিকাংশই আঠার থেকে একুশ বৎসর বয়সের রচনা। অর্থাৎ একেবারে তরুণ বয়সেই তিনি ক্লাসিকাল সনেট রচনায় সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। উদাহরণত তাঁর তরুণ বয়সের একটি সনেট উদ্ধৃত করছি।

দরিদ্রবালক যথা অভিনয়-ভবন-দুয়ারে—
এ চরণ রাজপথে, অন্যপদ মর্মর সোপানে—
বাসনা-বিষণ্ণ-দৃষ্টি মেলি' দিয়া রম্য-হর্ম্য-পানে
নিঃশব্দ নিঃশ্বাস-পাতে নিন্দে নিজ বিত্তহীনতারে :
প্রহর অতীত হয় ; প্রেক্ষাগৃহ মগ্ন অন্ধকারে ;
রঙ্গমঞ্চে জ্বলে আলো, মূর্ছে বায়ু কাব্যে আর গানে—
উৎসুক শ্রবণ-পথে সেই সুর পশে তার প্রাণে
স্বপ্নের আলাপ সম। জাগে মন আনন্দ-জোয়ারে :—

তেমনি আমিও, প্রেম, শুধু তব ঈষৎ আভাস
লভিয়াছি এ জীবনে ;—অঙ্গুলি পরশ একবার!
তবু পৃথ্বী পদাপন্না, অঙ্গুরীয় সম মহাকাশ।
সবিস্ময়ে ভাবি মনে : ক্ষীণতম সঙ্কেতে যাহার
ক্ষণে ক্ষণে জন্ম-মৃত্যু, অশ্রুজলে-অম্বুধি-উচ্ছ্বাস—
সম্পূর্ণ প্রকাশ তার না জানি কী আশ্চর্য অপার!

[প্রেম ও প্রাণ-১ : বন্দীর বন্দনা, পৃ. ৭১]

সনেটটি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে খাঁটি পেত্রার্কান। অষ্টকবন্ধ দুই মিলের সংবৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া। দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত ষট্কের মিলও দুটি—মিলবিন্যাস বিবৃত। অষ্টকে রয়েছে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকামী একটি দরিদ্রবালকের উপমান। —অভিনয়-ভবনের কাব্যগানের ঈষৎ আভাসে যার হৃদয়ে জেগেছে আনন্দ-জোয়ার। কবি কিশোরের হৃদয়ে প্রেমের প্রথম ইঙ্গিত কি অসীম ব্যঞ্জনায় আনন্দবহ হয়ে উঠেছে কবি তারই স্বরূপ উন্মোচন করেছেন ষট্কবন্ধে। অষ্টক-ষট্কের মাঝে আবর্তনসন্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাবপ্রবাহ উপমান থেকে উপমেয়ে আবর্তিত হয়েছে। ক্লাসিকাল সনেটের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ-রূপের এই বিশুদ্ধ রূপায়ণ বুদ্ধদেব তরুণ বয়সেই সম্ভব করে তুলেছিলেন।

বুদ্ধদেবের শেকস্পীরীয় রীতিতে রচিত সনেটের সংখ্যা পনের। তার মধ্যে মাত্র চারটিতে ৪+৪+৪+২ বিভাগ আছে। অধিকাংশ সনেটের গঠন বিচিত্র এবং মিলবিন্যাসও রীতিনিষ্ঠ নয়। প্রায়শই কোন না কোন চতুষ্কের মিল সংবৃতধর্মী। গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ:

১. কখখক। গঘঘগ। তপপত। ঙঙ—বন্দীর বন্দনা: মানুষ-১,২,৩,৪।

১ক. কখখক গঘঘগ। তপপত ঙঙ—২২শে শ্রাবণ: রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

২. কখকখ। গঘগঘ। তপতপ ঙঙ—দময়ন্তী: শান্তিনিকেতনে বর্ষা।

৩. কখখক গঘঘগ তপত পঙঙ—যে আঁধার আলোর অধিক: রাত তিনটের সনেট-২।

৪. কখকখ। গঘগঘ। তপত পঙঙ—যে আঁধার আলোর অধিক: কেন?

৫. কখখক গঘঘগ। তপপ তঙঙ—যে আঁধার আলোর অধিক: রবীন্দ্রনাথ, নেশা, না লেখা কবিতার প্রতি-১, আটচল্লিশের শীতের জন্য-১।

৬. কখখক। গঘগঘ। তপত পঙঙ—যে আঁধার আলোর অধিক: আটচল্লিশের শীতের জন্য-২।

৭. কখখক খগগখ। গতত। গপপ—যে আঁধার আলোর অধিক: আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩।

৮. কখকখ গঘগঘ তঘঘ তপপ—যে আঁধার আলোর অধিক: ল্যাণ্ডস্কেপ।

উল্লিখিত সনেটগুলির শেষ দুই বিভাগের দুটি ছাড়া অন্য সর্বত্র শেকস্পীয়র-পন্থী সাত মিল ব্যবহৃত হয়েছে এবং অন্তিমেও মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের সনেটটি ব্যতীত অন্যত্র কোন না কোন চতুষ্কের মিলপদ্ধতি সংবৃতধর্মী। প্রথম বিভাগের চারটি সনেটে তিন চতুষ্ক ও মিত্রাক্ষর বিভাগ আছে বটে কিন্তু পরবর্তী বিভাগের কোন সনেটেই এই বিশিষ্ট শেকস্‌পীরীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। তৃতীয় থেকে অষ্টম বিভাগের ন'টি সনেটের শেষ ছয় পংক্তির গঠন অভিনব। এগুলির প্রতিক্ষেত্রেই ষট্‌ক ৩+৩ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত। বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী কবিরা শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌কের সংমিশ্রণে এক ধরণের সমন্বয়ধর্মী মিশ্ররোমান্টিক সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু এই সনেটগুলি ঠিক মিশ্র রোমান্টিক রীতিরও নয়। এগুলির প্রত্যেকটির অন্তিমেই মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান পেয়েছে। গঠন যাই হোক এদের সামগ্রিক মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীয়র-পন্থী। মিশ্র রোমান্টিক সনেটের প্রভাব এগুলির মধ্যে বর্তালেও এই সনেটগুলি মূলত ভঙ্গ ও শিথিল রীতির শেকস্‌পীরীয় সনেট। তবে এগুলির ষট্‌ককে দুই স্তবকবন্ধে বিভক্ত করার ফলে অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের দীপ্তি বহুল পরিমাণে ম্লান হয়েছে। বস্তুত সনেট-কলাকৃতির পরীক্ষা হিসাবে বুদ্ধদেবের এই সনেটগুলি নিঃসন্দেহে অভিনব। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি—
অভ্যুদয়, পতন, পথ্য, সেবা, স্বাধীনতা। কোনো
হাত নেই ইতিহাসে। অর্থ আর মোক্ষের প্রগতি
আনেননি বাল্মীকি, ভার্জিল, সাফো। তবে কেন—কেন?

ব্যর্থ কাম, ক্রোধের তৃপ্তির জন্য! প্রতিহিংসার
ছদ্মবেশ? বিকল অহমিকার কুটিল চাতুরী?
না কি শুধু—অন্য কিছু নেই বলে—এই ছলে কালের প্রহার
ভুলে থাকা?···কেন বলো! এই প্রশ্ন—মনে হয়—মৌলিক, জরুরি।]

কিন্তু কোনো উত্তর কোথাও নেই। সবচেয়ে কম
কবির আলস্যময় উচ্চারণে, যেন সে নিজেরে কোনোদিন
শুধায় নি উদ্দেশ্য, কারণসূত্র, উৎসর্গের নিহিত নিয়ম;

শুধু, কোনো অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন—

যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মত জ'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।

[কেন ? : যে আঁধার আলোর অধিক, পৃ.৩৪]

শেকস্‌পীরীয় রীতির এই সনেটটির মিলবিন্যাস ও গঠনই মাত্র অভিনব নয়, এর আঠার-বাইশ মাত্রার পংক্তিযোজনা ও বোদ্‌ল্যার-সুলভ বাচনভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে অভিনব।[১৭] 'যে আঁধার আলোর অধিক' পর্যায়ের সনেটগুচ্ছে প্রকরণগত এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু প্রকরণের দিক থেকেই নয়, এই গ্রন্থের সনেটগুলি চিন্তা ও আবেগের সমন্বয়ে ধাতবকঠিন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

বাংলা সনেটের আদি পর্ব থেকে শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক-সমন্বয়ে এক জাতীয় মিশ্র রোমান্টিক সনেট লিখিত হয়েছে। 'আধুনিক' পর্বের কবিরা এই রীতিকে বিশিষ্ট সনেট-রীতির মর্যাদা দিয়েছেন। বুদ্ধদেবও এই রীতিতে প্রায় উনিশটি সনেট রচনা করেছেন। এই সনেটগুলির অষ্টকে চার মিল, দুই চতুষ্কের গঠন কখনো সংবৃত কখনো বিবৃত। ষট্‌কের মিল দুটি বা তিনটি, ষট্‌ক প্রায়শই দুই ত্রিকবন্ধে বিভক্ত, মিলবিন্যাসও বিবৃতধর্মী। গ্রন্থানুসরে এই উনিশটি সনেট হলো :

পৃথিবীর পথে : অসূর্যম্পশ্যা, সুন্দরিকা। দময়ন্তী : কোনো কবি বন্ধুর প্রতি। যে আঁধার আলোর অধিক : স্মৃতির প্রতি-১, ২, ৩, কোনো কুকুরের প্রতি, নির্বাসন, রাত তিনটের সনেট-১, স্বর, মরুপথ, কবি : তার ক্ষমতার প্রতি, সনাতন সংকট, দুই পাখি, মিল ও ছন্দ, মধ্যসমুদ্রে, স্টিল লাইফ, প্রেমিকের গান, এক তরুণ কবিকে।

মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে রচিত কবির একটি সনেট এখানে উদ্ধার করছি :

তোমার নরম হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারিনা।
এত ছোটো, এমন দুরন্তে ভরা, অথচ কেমনে
ছড়ায় ফুলের রেণু, স্পর্শময়, এই নির্বাসনে,
ব'য়ে যায় তৃষ্ণার পাথর কেটে আঁধার ঝরনা—

অরণ্যে, হারিয়ে পথ, চোখে যাকে ছাখে না পথিক,
কানে শোনে প্লাবন, চুম্বন, অবিরাম। বুঝিনি এমন হবে

বিরাট পরিশ্রম শেষ হ'লে। বহু কষ্টে, গতানুগতিক
গ্রামের আমের বন পার হ'য়ে, হিমেল গৌরবে

অবরোধ গড়েছি আকাশ ছুঁয়ে ; টাক-পড়া পিছল দেয়াল,
সাতপল্লা কাঁটাতার, ভাঙা কাচ বিলোল দাঁতের মতো ;—
ভয় নেই, ক্ষমা নেই, নেই কোনো ঋতুর করুণা।

কিন্তু এই দুর্গ আজো টিকে আছে, না-ব'লে, অনবরত
তুমি তাকে ছুঁয়ে আছো ব'লে। নির্মাণের অসীম জঞ্জাল
তোমারই অভাব দিয়ে ভরা। তাকে ছাড়াতে পারি না।
[নির্বাসন : যে আঁধার আলোর অধিক, পৃ. ২৮]

বুদ্ধদেব 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের ছ'টি সনেটে প্রচলিত সমস্ত সনেট-রীতেকে উপেক্ষা করে স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের বিচিত্র পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। গঠন ও মিলবিন্যাস অনুসারে এই সনেটগুলি নিম্নরূপ :

১. স্তবকবন্ধ : ৩+৩+৪+৪
কখখ কগগ। ঘচঘচ তপতপ—অসহনীয়।
কখখ। গগক ঘচঘচ। তপপত—অপেক্ষা।

২. স্তবকবন্ধ : ৪+৩+৩+৪
কখখক। গঘগ। চঘচ। খতখত—কর্কটক্রান্তি।
কখকখ গঘঘ। চতত। তপতপ—না-লেখা কবিতার প্রতি-৩।

৩. স্তবকবন্ধ : ৪+৩+৪+৩
কখকখ। গকগ ঘততঘ। তপপ—না-লেখা কবিতার প্রতি-২।

৪. স্তবকবন্ধ : ৩+৩+৩+৩+২
কখক গখগ ঘচঘ। ভচত। পপ—ঋতুর উত্তরে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে চতুর্বিধ অভিনব স্তবকবন্ধে গঠিত ছ'টি সনেটের মিলগ্রন্থনও বিচিত্র। সর্বশেষ সনেটটির স্তবকবিন্যাস তের্জারিমা পদ্ধতির। জীবনানন্দ ও অজিত দত্ত এই রীতিতে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ওঁদের মত এক্ষেত্রে তের্জারিমা মিলপদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। তাঁর প্রথম বিভাগের দুটি সনেটের গঠন প্রচলিত সনেট ধারার ঠিক বিপরীত—

অর্থাৎ প্রথমে ষট্‌ক পরে অষ্টক। তাঁর পরীক্ষামূলক বিচিত্রধর্মী একটি সনেট এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

হয় বীর, বিজয়ী রাজার দীপ্তি। বহু দূরে, বহুদিন পরে
অরণ্যে ঝর্ণার জলে উতরোল 'অর্জুন! অর্জুন!'—
দিগন্তে ঝড়ের মতো অগ্রসর ক্ষুধার শকুন

যে-নক্ষত্রে ঠেকে গেলো, সেই লক্ষ্মী-মাটির মিশরে
অন্নদাতা যোসেফের ব্যক্তিময় 'আমি! সেই আমি!'
—নতুবা প্রাণের ছিলা টান রেখে, বাউণ্ডুলে, উন্মূল, অনামী,

মৃত্যুরে তাকিয়ে দেখা হয়তো বা ইস্তাম্বুলে বস্তির বল্মীকে।...
কিন্তু কোনোটাই নয়। কোনোমতে তৈরি থাকে রুটি,
ধোপার খরচ টানি, পাণ্ডুলিপি নির্দিষ্ট তারিখে—
এমনকি কেউ-কেউ বলে নাকি অমুক বাবুটি

রীতিমতো ভদ্রলোক! তাহ'লে কি এখানেই সীমা?
ভগবান, ভগবান, অন্তত এটুকু দাও, যাতে
পারি কোন কবিতার ছায়াভরা জ্যোৎস্নায় বোঝাতে
আমারও আঁতুড় ছিলো দেবতায় বিধ্বস্ত নীলিমা।
[অসহনীয় : যে আঁধার আলোর অধিক, পৃ. ৪০]

উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন ফরাসি কবি এই গঠন ও মিলবিন্যাসে কিছু সনেট রচনা করেছিলেন।[১৮] এই ধারার সনেট রচনায় বুদ্ধদেব খুব সম্ভবত তাঁদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সনেট-কলাকৃতির পরীক্ষা হিসাবে তাঁর এই সনেটগুলি অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু রূপনিষ্ঠ সনেটের মূল প্রকৃতির স্বরূপ-উদ্ভাস এখানে প্রত্যাশা করা বৃথা।

অধ্যাপিকা ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠি বুদ্ধদেবের 'যে আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থের ষোল চরণে রচিত 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়', 'নবম প্রণয়', 'মুক্তির মুহূর্ত' ও 'সর্বেশ্বরী' শীর্ষক চারটি কবিতাকে সনেট বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] এই গ্রন্থে 'ফাউস্টের গান' ও 'পঞ্চাশের প্রান্তে' নামক আরো দুটি ষোল পংক্তির কবিতা রয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিতে ক্লাসিকাল রীতির

সনেটের অন্তিমে তিনাধিক পংক্তির পুচ্ছ-যুক্ত সনেত্তো কাউদাতো নামে একধরণের সনেট রচনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এই পুচ্ছের মিলবিন্যাসের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। পুচ্ছের প্রথমেই থাকবে চতুর্দশ পংক্তির মিলবাহী একটি অর্ধ পংক্তি, তারপরে একটি নতুন মিলের যুগ্মক। নতুন নতুন মিল সজ্জায় এই পুচ্ছ অনেক দীর্ঘ আকার গ্রহণ করতে পারে। ইতালিতে এই পুচ্ছযুক্ত বিশিষ্ট সনেট-রীতি হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা রচনাতেই প্রধানত ব্যবহৃত হতো। ইতালীয় সাহিত্যে এই নবরীতির প্রথম সার্থক রূপকার হলেন চতুর্দশ শতাব্দীর কবি আন্তোনিয়ো পুচ্চি, ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রাঞ্চেস্কো বের্নি ও উনবিংশ শতকের কার্দুচ্চি এই ধারার বিশিষ্ট কবি ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টনও এই রীতিতে একটি সনেট রচনা করেছেন।[২০] বুদ্ধদেব বসুর ষোল পংক্তির উল্লিখিত ছ'টি কবিতায় সনেত্তো কাউদাতো-রীতি অনুসৃত হয় নি। এই ছ'টি কবিতার গঠন ও মিলবিন্যাস পদ্ধতি দেখে মনে হয় তিনি 'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়', 'নবম প্রণয়' ও 'মুক্তির মুহূর্ত' শীর্ষক তিনটি কবিতায় ষোল পংক্তির সনেট রচনার অভিনব পরীক্ষা করেছেন। অন্য চারটিতে তেমন কোন প্রচেষ্টা ছিল বলে মনে হয় না। উল্লিখিত তিনটি ষোল পংক্তির কবিতার অষ্টক শেকস্পীয়র-পন্থী চার মিলের দুই চতুষ্কে গঠিত। পরবর্তী আট পংক্তির প্রথমে রয়েছে পেত্রার্কান-রীতির দুটি ত্রিক ; অন্তিম দুই পংক্তি পূর্বের ছ' পংক্তির সঙ্গে মিল সূত্রে সংযোজিত। সনেট রচনায় কবির নিত্য নতুন পরীক্ষার উদাহরণ হিসাবে এখানে ষোল পংক্তির একটি সনেট-কল্প কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

বর্তমানে কাব্যে আমি রাজা,
গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি।
কুঞ্জবনে ময়ূর রটে তাজা,
কিন্তু আরেক রক্তরঙা কুঁড়ি

দুলিয়ে দেয় স্বনিত স্বপ্নেরা
হিমের ক্ষীণ বৃন্তে টলোমলো।—
দেশান্তরে, লবণ-জলে ঘেরা,
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে জ্বলো ?

কোন দ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে
বাঘের মতো নিদাঘে ডাক দিলে,
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি

পাতার লালে মাতাল নিঃস্বেরা !
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উষার,
ছদ্মবেশে ব্যর্থ করে তুষার।

—হতেম, হায়, কবির শিরোমণি,
গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা !

[গ্যেটের অষ্টম প্রণয় : যে আঁধার আলোর অধিক, পৃ. ৬৫]

বুদ্ধদেবের ৬৩টি সনেটের মধ্যে ২৭টি সনেট-পরম্পরায় রচিত। কবিতা সংখ্যাসহ এই পরম্পরা নিম্নরূপ :

পৃথিবীর প্রতি : মানুষ—৪, প্রেম ও প্রাণ —১০, কোন অভিনেত্রীর প্রতি—২। যে আঁধার আলোর অধিক : স্মৃতির প্রতি—৩, রাত তিনটের সনেট—২, না-লেখা কবিতার প্রতি—৩, আটচল্লিশের শীতের জন্য—৩।

কবিবন্ধু অজিত দত্তের মতই বুদ্ধদেব মূলত প্রেমকেন্দ্রিক কবি। 'আধুনিক' কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমাজ সচেতনতা তাঁর কাব্যে সোচ্চার নয়, কিন্তু জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। সনেট তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান ও প্রিয় কাব্যমাধ্যম। ফলত তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ তাঁর সনেট ধারার মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত। বৈচিত্র্যানুসারে তাঁর ৬৩টি সনেট নিম্নলিখিত আট পর্যায়ে বিভক্ত:

১. আত্মকথা—বন্দীর বন্দনা: মানুষ—১-৪। দময়ন্তী : কোনো কবিবন্ধুর প্রতি। যে আঁধার আলোর অধিক : স্বর, কবি : তার ক্ষমতার প্রতি, অসহনীয়, ঋতুর উত্তরে, মধ্যসমুদ্রে, স্টিস লাইফ।

২. প্রেম—বন্দীর বন্দনা : প্রেম ও প্রাণ—১-১০, বিজয়িনী, পরাজিতা। পৃথিবীর পথে : অসূর্যম্পশ্যা, সুদূরিকা, তবু তোমা ভুলি নাই, তোমারে বেসেছি ভাল, প্রথম চুম্বন। কঙ্কাবতী : ক্ষমাপ্রার্থনা, ধন্যবাদ। যে আঁধার আলোর অধিক : স্মৃতির প্রতি—১-৩, নির্বাসন, অপেক্ষা, প্রেমিকের গান—১।

৩. ব্যক্তিসমালোচনা—বন্দীর বন্দনা : কোনো অভিনেত্রীর প্রতি—১,২।

৪. তত্ত্ব—বন্দীর বন্দনা : বিবাহ, মোরা তার গান রচি। দময়ন্তী : উৎসর্গ-কবিতা। যে আঁধার আলোর অধিক : রাত তিনটের সনেট—১, ২, মরুপথ, কেন ? সনাতন সংঘর্ষ, দুই পাখি, নেশা, কর্কটক্রান্তি, আটচল্লিশের শীতের জন্য—১-৩, এক তরুণ কবিকে।

৫. কবিতর্পণ—২২শে শ্রাবণ : রবীন্দ্রনাথের প্রতি। যে আঁধার আলোর অধিক : রবীন্দ্রনাথ।

৬. প্রকৃতি—দময়ন্তী : শান্তিনিকেতনে বর্ষা, ইলিশ। যে আঁধার আলোর অধিক : ল্যাণ্ডস্কেপ।

৭. ব্যঙ্গ—যে আঁধার আলোর অধিক : কোনো কুকুরের প্রতি।

৮. সারস্বত কথা—যে আঁধার আলোর অধিক : মিল ও ছন্দ, না লেখা কবিতার প্রতি—১-৩।

বুদ্ধদেবের সনেটে বিচিত্র বিষয়নিষ্ঠা থাকলেও তিনি যে মূলত প্রেমেরই কবি তারও সার্থক পরিচয় তাঁর সনেটগুলি। তাঁর প্রেমচেতনা আবেগ-স্পন্দিত, উজ্জ্বল এবং দেহকামনায় আরক্তিম। তবে দেহবাদই তাঁর প্রেমের শেষ সীমা নয়। তাঁর ধারণায় কামনার কারাগারে বন্দী শাপগ্রস্ত মানুষের অভিশাপ মুক্তির পথ হলো প্রেম। তাই অন্ধকাম ও জ্যোতির্ময় প্রেমের মিলন—কবির ভাষায় 'অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়'ই কবির সবচেয়ে বড কৃত্য। এই দুঃসাধ্য সাধনায় কবি যে সফল হয়েছেন তার প্রমাণ রয়েছে 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র কবিতাগুচ্ছে। বুদ্ধদেবের প্রেমচেতনার এই উজ্জীবন ও রূপান্তর এবং তাঁর জীবনসাধনায় প্রেমদর্শনের কাব্যস্বরভিত অভিব্যক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন ধরা পড়েছে তাঁর সনেটগুচ্ছে।

বুদ্ধদেবের সমগ্র কবিজীবন বিষয়বস্তু ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্দীপ্ত। সনেট কলাকৃতির পরীক্ষার কথা আগেই বলেছি—এই পরীক্ষা সনেটের গঠনবিন্যাসে যেমন ক্রিয়াশীল, সনেটের ছন্দ-ভাষা বিষয়েও তেমনি সক্রিয়।

'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের 'উত্তরকথনে' কবি 'বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দে'র মিলনসাধনের জন্য ছ'টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কবির বিশ্বাস ছিল ঐ সূত্রের অনুশাসনগুলি মেনে চললে 'গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগ-সঞ্চারী স্বভাবের' সার্থক মিলন ঘটবে। কবি তাঁর কাব্যসাধনার এই অনু-

শাসনগুলি 'দময়ন্তী'-পরবর্তী পর্বে মান্য করার ফলে তাঁর সনেটগুলি বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের এবং চিন্তার সঙ্গে আবেগের মিলনে-মিশ্রণে নবসার্থকতা পেয়েছে।

বুদ্ধদেব বাক্‌ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলনের জন্য যে ছন্দকে প্রধানরূপে গ্রহণ করেছিলেন তা হলো তানপ্রধান ছন্দ। তাঁর ৬৩টি সনেটের মধ্যে ৬১টিই এই ছন্দে রচিত। কথ্যভাষা-রীতি ব্যবহারের জন্য তাঁকে অনিবার্যভাবেই প্রবহমাণ ছন্দের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। সনেটে মাত্রা যোজনাতেও তাঁর পরীক্ষা অন্তহীন। ৬৩টি সনেটের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি ৩১টি লিখেছেন আঠার মাত্রায়; মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে বাইশ মাত্রায় লিখেছেন 'পৃথিবীর পথে'র 'সুদূরিকা'। ছাব্বিশ মাত্রায় রচিত হয়েছে 'পৃথিবীর পথে'র 'তবু তোমারে ভুলি নাই', 'তোমারে বেসেছি ভাল', 'অসূর্যম্পশ্যা,' 'প্রথম চুম্বন' ও 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র 'স্মৃতির প্রতি-২' সনেটপঞ্চক। বাংলা সনেটের স্বাভাবিক ছন্দ চৌদ্দ বা আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। উল্লিখিত ছ'টি সনেটে কবি যেমন তাকে প্রলম্বিত করেছেন তেমনি আবার 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র 'স্মৃতির প্রতি-৩'ও 'আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩' শীর্ষক দুটি সনেটে তাকে দশ মাত্রায় সংহত করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের অন্যদুটি সনেট 'প্রেমিকের গান' ও 'একজন তরুণ কবিকে' আবার স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'যে আঁধার আলোর অধিকে'র ২২টি সনেটে কবি ১৪/১৮,১৮/২০, ১৮/২২, ১৮/২৬ কিংবা ২০/২৬ মাত্রার অসম চরণের সমন্বয়ে সনেট রচনা করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেও সনেট-রীতি-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন।[২১] কারণ একই সনেটে দুই মাপের চরণ বিন্যাসের ফলে সনেটের গঠনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

সনেটের গঠন, মিলবিন্যাস এবং ভাষা ও ছন্দের নব নব পরীক্ষায় বুদ্ধদেবের কবিপ্রতিভা নিয়ত তৎপর। এই পরীক্ষা কখনো ব্যর্থ, কখনো সার্থকতায় মণ্ডিত। তবে সনেটের বিষয়বস্তু ও প্রকরণের এই পরীক্ষা তাঁর নবনব উন্মেষশালিনী কাব্যপ্রতিভারই সাক্ষ্যবাহী। গতানুগতিক পথ অনুসরণ করে নয়, পরীক্ষার দুর্গম পথেই তিনি সিদ্ধির সোপানে আরোহণ করতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই বিচিত্রমুখী পরীক্ষা বাংলা সনেটের সীমাকে প্রসারিত করে তার জীবনীশক্তিরই উদ্দীপন ঘটিয়েছে।

১২

বিষ্ণু দে

এই পর্বের অন্যতম বিশিষ্ট কবি বিষ্ণু দে (জন্ম ১৯০৯) বাংলা সাহিত্যের একজন কুশলী সনেট-শিল্পী। ১৯৬০-এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর ন'টি কাব্যগ্রন্থে প্রায় ৮০টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি মিলহীন, দুটি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে এবং এগারটি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী, বাকি ৬৬টি সনেট। কাব্যগ্রন্থানুসারে তাঁর সনেটসংখ্যা নিম্নরূপ : উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৬৩)—২, চোরাবালি (১৯৩৭) ৬, পূর্বলেখ (১৯৪১)—১৭, সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪)—১২, সন্দ্বীপের চর (১৯৪৭)—১, অন্বিষ্ট (১৯৫০)—৫, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৩)—১, আলেখ্য (১৯৫৮)—১৪ ও তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)—৮।

অধ্যাপিকা ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থে বিষ্ণু দের শিল্পপ্রকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন...'পেত্রার্ক, শেকস্‌পীয়র, বা স্পেনসারের কোনো বিশেষ রীতি তিনি অনুসরণ করেন নি। তবে বাংলা সনেটের যা-যা আধুনিক লক্ষণ, যথা ৮ + ১০ = ১৮ মাত্রার চরণ রচনা, প্রবহমানতা, তিন চরণের স্তবক রচনা প্রভৃতি সব রকম পরীক্ষাই বিষ্ণু দে করেছেন।'[২২] বিষ্ণু দে-র সনেট-রীতি সম্পর্কে অধ্যাপিকা ত্রিপাঠীর প্রথম উক্তিটি সত্য নয়। তিনি পেত্রার্কীয় ও শেকস্‌পীরীয় উভয় রীতিতেই অনেকগুলি সনেট রচনা করেছেন। এমন কি যে স্পেনসারীয় রীতিকে বাঙালি কবিরা আদৌ পছন্দ করেন নি সেই রীতিতেও বিষ্ণুদে-র একটি সনেট রচিত হয়েছে। অবশ্য সনেটের ছন্দ, স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাসের নব নব পরীক্ষাতেও বিষ্ণু দে-র উদ্ভাবনী কবিপ্রতিভা সদা ক্রিয়াশীল। তাঁর ৫০টি সনেটের স্তবকবিন্যাস গতানুগতিক ধারার অনুবর্তী। এর মধ্যে ১৬টি ৮+৬, ২টি ৮+৪+২, ১টি ৪+৪+৩+৩, ৪টি ৪+৪+২ এবং ২৭টি এক স্তবকবন্ধে রচিত। ১৬টি সনেটের স্তবকবিন্যাস অভিনব। যেমন—

> পূর্বলেখ—চতুর্দশপদী-১: ৮+৫+১, চতুর্দশপদী-৮ : ৪½+৯½, চতুর্দশপদী—১১: ৮+১+২+৩, চতুর্দশপদী-১৪: ৩½+১০½। সাতভাই চম্পা—একরাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে : ৭+৭। সন্দ্বীপের চর—শালবন : ৯+৫। অন্বিষ্ট—শুশুনিয়া : ৭+৭, প্রতীক্ষা : ১০+৪। নাম রেখেছি কোমলগান্ধার—শান্তির শরতে এসো : ৫+৪+৫,

আলেখ্য—কোনার্ক-২ : ২+২+৬+৪, সে বলে : ৬+৮, তাই শিল্পে, জনতিনেক ভগ্নহৃদয়—১ : ৪+৪+৫+১, এযুগের সংলাপ : ৬+৬+২। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ—এক ও অন্য : ৩+৩+৩+৩+২, সনেট : ৫+৪+৪+১।

উল্লিখিত ১৬টি সনেটের স্তবক-গঠন নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যময়, কিন্তু সনেটের নিটোল গঠন-বিন্যাসের দিক থেকে এগুলি ত্রুটিপূর্ণ।

বিষ্ণু দে পেত্রার্কান-রীতিতে সনেট লিখেছেন ১৪টি। এর মধ্যে ৯টির অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের দুই ত্রিক বিভাগ আছে চারটি করে সনেটে। বহুল পরিমাণে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহারের ফলে তিনি ক্লাসিকাল সনেটগুলির উপবিভাগ সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি। তবে মিলবিন্যাসে এই রীতির প্রতি তাঁর অভ্রান্ত আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। ১৪টি সনেটের অষ্টকেই দুই মিল, ৯টির অষ্টক সংবৃত চতুষ্ক-যুগলে গড়া এবং ৫টির দুই চতুষ্কের মিলবিন্যাস বিবৃতধর্মী। ষট্‌কে দুই বা তিন মিলের বিচিত্রলীলা। সামগ্রিকভাবে এই ১৪টি সনেটের মিলবিন্যাসে প্রায় এগার প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে।

১. কখখক কখখক তপত ঙঙপ—চোরাবালি—সন্ধ্যা।
২. কখখক কখখক তপঙ তপঙ—চোরাবালি : গার্হস্থ্যাশ্রম : পূর্বরঙ্গ। আলেখ্য : জন তিনেক ভগ্নহৃদয়-৩।
৩. কখখক কখখক তপঙ ঙতপ—পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-৮, ১৩।
৪. কখখক কখখক তপপ তপপ—পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-১৪।
৫. কখখক কখখক তপঙ পঙত—আলেখ্য : জনতিনেক ভগ্নহৃদয়-১, ২।
৬. কখকখ কখকখ তপঙ পতঙ—আলেখ্য : একমাত্র মুক্তি স্রোতে।
৭. কখখক খকখক তপতপ ঙঙ—পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-৯।
৮. কখকখ খককখ তপপত ঙঙ—সাতভাই চম্পা : ২২শে জুন ১৯৪২।
৯. কখখক খককখ খকখক খক—উর্বশী ও আর্টেমিস : অর্ধনারীশ্বর।
১০. কখখক খককখ কখখক কক—তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : তুমিই সমুদ্র।
১১. কখখক কখখক কখখক কখ—ঐ : সনেট।

উল্লিখিত মিলবিভাগের শেষ তিন বিভাগের তিনটি সনেটে কেবলমাত্র দুটি মিল। বলাবাহুল্য ক্লাসিকাল সনেটের পক্ষে এই ধরণের মিলবিন্যাস গ্রাহ্য নয়। সপ্তম অষ্টম বিভাগের দুটি সনেটের গঠন ও মিল পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ।

এই পর্যায়ের বাকি সনেটগুলির সামগ্রিক মিল-গ্রন্থন পেত্রার্কীয়। এই সনেটগুলির বহিরঙ্গ রূপ-বিন্যাসে তিনি পেত্রার্কীয়-রীতির অনুসরণ করলেও এইগুলির আভ্যন্তর সঙ্গতিতে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি ক্লাসিকাল রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নি। তাঁর এই সনেটগুলি আবর্তন-সন্ধিহীন মিল্টনীয় সনেটের সগোত্র। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

> মুক্তির সংবাদ আনি, পুরস্কার কি দেবে প্রেয়সী
> ভ্রমর-চুম্বন, নাকি দেবে প্রজাপতির চুম্বন?
> বক্ষে ঠাঁই দেবে শেষে আনন্দিত করব গুঞ্জন?
> তাই তো আবার দেখ তোমার ঘরের পাশে বসি।
> জানি আমি বহুদোষে শ্রীচরণে হ'য়ে আছি দোষী,
> দীর্ঘকাল ক'রে গেছি ভুল সুরে অরণ্যে ক্রন্দন,
> আমায় অশ্রুও জানি যুগিয়েছে তোমার ইন্ধন,
> তোমার উৎসবে প্রিয়া কতদিন থেকেছি উপোসী।
> আজকে আমারই জয়, আমি আনি মুক্তির সংবাদ,
> দূর স্মৃতি হয়ে যাব, তুমি যদি হঠাৎ উন্মনা
> ভাবো: আহা যাই হোক্ বেঁচেছিল হোক্না অবুঝ:
> স্মৃতির একান্ত শূন্যে ভরে যাবে আমার প্রসাদ;
> আর যদি নাও ভাবো, তাহলেও ভুল বুঝব না:
> প্রেত কবে, তুমি বলো, ভাঙে গড়ে প্রেমের ত্রিভুজ!
>
> [জনতিনেক ভগ্নহৃদয়: আলেখ্য, পৃ. ৫৭]

সনেটটির বহিরঙ্গের গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি পেত্রার্কান। আবর্তনসন্ধিহীন এই সনেটে বস্তুবাদী কবির প্রেমচেতনা ঈষৎ ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় অভিনব-রূপ পেয়েছে। এই বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণু দে-র জুড়ি মেলা ভার। ক্লাসিকাল সনেটের রূপবন্ধে তাঁর এই বিশেষ কবিস্বভাব ও বাগ্‌ভঙ্গি সংহতি ও দার্ঢ্যগুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর 'কাব্যপ্রেম' ও 'সন্দ্বীপের চর' কাব্যগ্রন্থের 'শালবন' সনেটদুটি ফরাসি-রীতিতে রচিত। দুটি সনেটের অষ্টক সংবৃত চতুষ্ক-যুগলে গড়া—ষট্ক তিন মিলের বিশিষ্ট ফরাসি মিলবন্ধনে গঠিত। ষট্কের দুই ত্রিক বিভাগ না থাকলেও প্রমথ চৌধুরীর মত ২+৪ পর্বে বিভক্ত নয়। ততপ ঙঙপ মিলবিন্যাস পিয়ের দ্য রোঁসার ও জয়াক্যা দ্যু

বেলের বিশিষ্ট ফরাসি রীতির অনুরূপ। উদাহরণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

> তোমাকেই ঘিরে চলে রক্তস্রোত আমার মন্থর,
> চিত্ত হল পথহারা স্বপ্নের নিবিড় কুয়াশায়।
> জীবনের ছন্দ ভেঙে তোমার কেশের গন্ধ হায়
> সর্পিল গতিতে টানে অহর্নিশ আমার অন্তর।
> তোমাকেই আঁকে স্নায়ু পাকে পাকে দেহের ভিতর,
> তোমারই অস্তিত্ব সৌরকেন্দ্র যে আমার চেতনায়।
> আমার প্রত্যাশা, প্রেম রাখো তুমি আমার আশায়—
> পুরুষ আমার চিত্ত নিত্য হেরে স্বপ্নস্বয়ম্বর।
>
> তোমার সুঠাম দেহ, গোধূলি-রঙীন তনুখানি
> যে মায়া বিছায় মনে, জানি আমি সেই মায়া জানি—
> চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্নমূর্তি আমি হেরিলাম
> তোমার দেহের মাঝে। কবিতার হোলিতে রঙীন
> আমার মনের বেশ—আবীরে মাতাল রাত্রি দিন।
> তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম।
>
> [কাব্যপ্রেম : উর্বশী ও আর্টেমিস, পৃ. ১২]

সারস্বত-কথা বিষয়ক এই সনেটটিতে কবির কাব্যানুরক্তি প্রেমের ভাষায় উচ্ছ্বসিত। ষট্‌কবন্ধে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগের ফলে সনেটটির নিটোল বিন্যাস কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে পড়েছে সত্য, কিন্তু ফরাসি সনেট-রীতির উদাহরণ হিসাবে এই কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বিষ্ণু দে শেকস্‌পীরীয় রীতিতে ২৬টি সনেট রচনা করেছেন। তার মধ্যে ১৭টি সাত মিলে রচিত। মিলবিন্যাস-পদ্ধতি ও গঠন নিম্নরূপ :

১. কখকখ। গঘগঘ। ঙপঙপ। ঙঙ—চোরাবালি : গার্হস্থ্যাশ্রম : আত্মজ্ঞান। পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১, ১২। সাতভাই চম্পা : এক টিকিটহীন সহযাত্রী, ৭ই নভেম্বর। অনিষ্ট : সনেট।

২. কখখক। গঘঘগ। ঙপঙপ। ঙঙ—চোরাবালি : গার্হস্থ্যাশ্রম : আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ।

৩. কখকখ গঘগঘ। ঙপঙপ। ঙঙ—সাতভাই চম্পা—সাতভাই চম্পা।

৪. কখকখ গঘঘগ তপতপ ঙঙ—সাতভাই চম্পা : লোরকার ছায়ায়। আলেখ্য : কোনার্ক-১।

৫. কখখক। গঘগঘ। তপপত। ঙঙ—আলেখ্য : সনেট। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : জ্যৈষ্ঠ স্বপ্ন।

এই পর্যায়ের প্রথম বিভাগের ১১টি সনেট গঠন ও মিলবিন্যাসে খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। গঠনের দিক থেকে দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিভাগের সনেটগুলি এই রীতির অন্তর্গত। প্রথম বিভাগের মত অন্যান্য বিভাগের সনেটগুলিও সাতমিলে রচিত। তবে এগুলির কোন না কোন চতুষ্কের মিলবিন্যাস সংবৃত-ধর্মী বলে এরা ভঙ্গ-শেকস্‌পীরীয় সনেটের পর্যায়ভুক্ত।

বিষ্ণু দে-র আরো ৯টি সনেটে শেকস্‌পীরীয় রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে এগুলির তিনটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে, চারটিতে অষ্টকের মিল ষট্‌কে এবং দুটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও অষ্টকের মিল ষট্‌কে গৃহীত হয়েছে। শিথিল শেকস্‌পারীয় রীতির এই সনেটগুলি নিম্নরূপ :

১. প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে—সাতভাই চম্পা : সূর্যাস্ত। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : রাজধানী।

২. অষ্টকের মিল ষট্‌কে—পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-২, সংলাপ। অন্বিষ্ট : গুগুনিয়া। আলেখ্য : তাই শিল্পে।

৩. প্রথম চতুষ্কের মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ও অষ্টকের মিল ষট্‌কে—পূর্বলেখ: চতুর্দশপদী-১০। আলেখ্য : এযুগের সংলাপ-১।

বিষ্ণু দে ‘পূর্বলেখে’র ‘চতুর্দশপদী-৫, ৭’ ও ‘সাতভাই চম্পা’র ‘৭ই নভেম্বর’ শীর্ষক শেকস্‌পীরীয় রীতির তিনটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনা করেছেন। এই তিনটি সনেটেই ভাবপ্রবাহ পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে আবর্তিত হয়েছে। তিনি অভিনবত্ব প্রয়াসী হয়ে এই বিষয়ে পূর্বসূরীয় পথ পরিক্রমা করেছেন। তাঁর এই ধারার একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি :

তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো,
বঙ্গোপসাগর তাই কর্তব্যবিমূঢ়,
বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো লাখো
স্বর্ণসূর্যরশ্মি হাসে মর্মভেদী রূঢ়।
লাগে বুঝি উচ্চে নিচে সঙ্ঘর্ষটঙ্কার !

জলস্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদী প্রতিবাদী।
হ'ল বুঝি ন্যায়যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার,
অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদই।

আহা! এযে লঙ্কাজয়ী নব জলধর!
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ!
চাতক-উদ্বেগে চাই ঊর্ধ্বে হলধর,
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ।
রক্তস্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎ সঙ্গীতে
সহরের শিরে শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে।
[চতুর্দশপদী-৫, একুশ বাইশ : পূর্বলেখ পৃ. ৫]

সংক্ষিপ্ত ও সংহত বাক্যবন্ধে রচিত এই সনেটটির মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়। স্তবকগঠন অবশ্য ক্লাসিকাল। সনেটটির অষ্টকবন্ধে কবি কয়েকটি ছোট ছোট চিত্রের সাহায্যে বর্ষার আগমনে প্রকৃতিলোকের রূপান্তর ও উল্লাস চিত্রিত করেছেন। ষট্‌কবন্ধে কবির মানসলোকে তার ফলশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে। চিত্ররূপময় এই সনেটটিতে ভাবপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে পূর্বপক্ষ থেকে উপরপক্ষে। শেকস্‌পীরীয় রীতির অপিনদ্ধ গড়ন সত্ত্বেও অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধি সমগ্র কবিতাটির ভাবপ্রবাহকে ভারসাম্যে বিধৃত করে অসীম ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

বিষ্ণু দে-র 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থের 'সনেট' শীর্ষক কবিতাটি স্পেনসারীয় কখকখ খগখগ গতগত পপ মিলের বেণীবন্ধনে রচিত। স্পেনসারীয় মিলে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেটটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য।

যন্ত্রণার নাট্যে মাতে, গান করে পূরবী বিষাদ,
বাহিরে ভিতরে দেখে হতাশ্বাসে সব একাকার,
মনে ভাবে সারাদেশে স্তব্ধ ক্রৌঞ্চ, বিজেতা নিষাদ;
অথচ হৃদয় নিত্য মৃত্যুহীন, নিরাশ প্রাকার
পার হয় প্রতিদিন, পরিখার কোনও হাহাকার
বাঁধতে পারে না তাকে, সেতুবন্ধ সে অপরাজেয়,
তার স্বপ্নে বাস্তবের নিরাকার সর্বদা সাকার;

ফল্গুস্রোত করে তোলে সমুদ্রের সঙ্গীতে গাঙ্গেয় ;
তাই বর্তমানে তার শেষ নেই, হতাশায় হেয়
এ বাস্তব কোনও মতে মন তার করে না বরণ,
কারণ মানুষ শুধু উত্তরণে পায় তার শ্রেয়,
কারণ বাঁচাই মানে সুখে দুঃখে নিত্য উত্তরণ ;
স্বাভাবিক মৃত্যুজেতা দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে ;
সম্প্রতির গ্লানি অতিক্রান্ত তত্ত্ব সেই কালোত্তরে ॥

[একুশ বাইশ : তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, পৃ˙২৫৬]

বিষ্ণু দে মিশ্র রোমান্টিক রীতিতে অর্থাৎ শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক মিলিয়ে ১৫টি সনেট রচনা করেছেন। সনেটগুলির অধিকাংশেই অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। দুই চতুষ্কে বিভক্ত অষ্টকের মিল চারটি—মিলবিন্যাস কখনো সংবৃত কখনো বিবৃত। দুই বা তিন মিলে গড়া ষট্‌কের দুই ত্রিকবিভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়, কিন্তু মিলপদ্ধতি পেত্রার্কান। গঠন ও মিলবিন্যাস অনুসারে এই সনেটগুলি নিম্নরূপ :

১. কখকখ। গঘঘগ। তপত। পপত—চোরাবালি : বিবমিষা। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : মালার্মে : প্রগতি।

২. কখখক। গঘঘগ। তপঙ পঙত—পূর্বলেখ : রসায়ন।

৩. কখখক। গঘঘগ । তপপতপত—পূর্বলেখ : সপ্তপদী-৭। আলেখ্য : তবু কেন।

৪. কখখক। গঘগঘ। তপত ঙঙপ—সাতভাই চম্পা : তোমাদের সনেট।

৫. কখকখ। গঘগঘ। তপতঙঙপ—সাতভাই চম্পা : কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে।

৬. কখকখ। গঘঘগ। তপঙ। তপঙ—সাত ভাই চম্পা : ২২শে জুন ১৯৪৪। অন্বিষ্ট : প্রতীক্ষা। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : শান্তির শরতে এসো।

৭. কখখক। গঘঘগ। তপপ। ততপ—অন্বিষ্ট : এলোরা।

৮. কখকখ। গঘগঘ। তপঙ পঙত—আলেখ্য : কোনার্ক-৩।

৯. কখখক। গঘঘগ। তপঙ ঙতপ—আলেখ্য : বহুরূপী।

১০. কখখক। গঘঘগ তপতপতপ—আলেখ্য : রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল ?

১১. কখখক গঘঘগ তপঙ ঙতপ—অন্বিষ্ট : সনেট।

এই ১৫টি সনেট ছাড়াও বিষ্ণু দে 'চোরাবালি'র 'গার্হস্থ্যাশ্রম : দায়িত্ব' এবং 'সাতভাই চম্পা'র 'জঙ্গী' ও '১৯৪৩ অকালবর্ষা' সনেট তিনটি মিশ্র-রোমান্টিক রীতিতে রচনা করেছেন। অবশ্য এগুলিতে মিল-সংখ্যা সাত-এর পরিবর্তে ছয়। 'আধুনিক'-পর্বে এই মিশ্র রোমান্টিক রীতিটি বিশিষ্ট সনেট কলাকৃতির মর্যাদা পেয়েছে। বিষ্ণু দে এই রীতিতে অনেকগুলি সনেট রচনা করে এই বিশিষ্ট সনেট-কলাকৃতিকে স্বীকৃতি দান করেছেন। তাঁর এই ধারার 'রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল ?' সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

> এ প্রশ্নের কি উত্তর ? এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
> কোন্‌ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে,
> কিম্বা কবে কোন্ দিন ঋতুতে বৎসরে
> সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য উহ্যের
> মধ্যাহ্নে ঊষায় স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ ?
> আশৈশব যে আলোয় রৌদ্রক্ষর আভায় পাণ্ডুর
> নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাতুর,
> কখনও বা হর্ষময়, সাতকোটি সবাই অরুণ
> এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
> আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে ;
> আমরা কেমন ক'রে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
> কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাঁশি কোন্ তূর্যের নির্ঘোষে
> কবে বা কখন কিসে ক'রে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী।
> আমাদের সূর্য-দেখা সূর্যালোকে প্রত্যুষে প্রদোষে ॥
>
> [একুশ বাইশ : তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, পৃ' ২৫০]

কবি এখানে সূর্যবন্দনার উপমানে কবিগুরুর বন্দনা-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্র-রচনা এই কবির মনে যে বিচিত্র অনুভবের জন্ম দিয়েছে তার সার্বিক প্রকাশ এখানে অসামান্য বাণীরূপ পেয়েছে। মিশ্র রোমান্টিক-রীতিটি যে সনেট-কলাকৃতি হিসাবে একেবারে ব্যর্থ নয়, তারও প্রমাণ এই সনেটটি।

বিষ্ণু দে সনেটের গঠনও মিলবিন্যাসের নতুন পরীক্ষা করেছেন পাঁচটি সনেটে। এই সনেটগুলির স্তবকবন্ধ ও মিলপদ্ধতি লক্ষণীয় :

১. স্তবকগঠন : ১৪। কখকখ গগ ঘচঘচ তককত—পূর্বলেখ : বৈকালী-৩।

২. স্তবকগঠন : ২+২+৬+৪ । কক খগ গখকততক পঙপঙ : আলেখ্য : কোনার্ক-২ ।

৩. স্তবকগঠন : ৬+৮ । কখখকগগ ঘচচঘততচঘ—আলেখ্য : সে বলে ।

৪. স্তবকগঠন : ৬+৬+২ । কখগকখগ কখগকখগ তত—আলেখ্য : এ যুগের সংলাপ-৭ ।

৫. স্তবকগঠন : ৩+৩+৩+৩+২ । কখগ কখগ ঘচত ঘচত কত—তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : এক ও অন্য ।

এই পর্যায়ের তৃতীয় বিভাগের সনেটটিতে বুদ্ধদেবের দুটি সনেটের মত প্রথমে ষট্‌ক ও পরে অষ্টক। পঞ্চম বিভাগের সনেটটি তের্জারিমা পদ্ধতিতে রচিত। তবে বিষ্ণু দে এক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের মতই তের্জারিমা মিলপদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। এই পর্যায়ের অন্য সনেটগুলির গঠন ও মিলবিন্যাস কবির বিচিত্রমুখী পরীক্ষার ফলশ্রুতি। সামগ্রিকভাবে এই পাঁচটি কবিতা সনেটকল্প রচনা মাত্র—সার্থক সনেটের প্রায় কোন লক্ষণই এগুলিতে নেই। পরীক্ষা-মূলক এই সনেটগুলি ছাড়া বিষ্ণু দে বুদ্ধদেবের মত ষোল পংক্তিতেও সনেট রচনার চেষ্টা করেছেন। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার গ্রন্থে'র 'যম ও নেয়না' ও 'রথযাত্রা' কবিতাদুটি এই নব পরীক্ষার নিদর্শন।

শুধুমাত্র সনেট-কলাকৃতিরই নয় সনেটের ছন্দ বিষয়েও বিষ্ণু দে নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর গীতিকবিতার প্রধান ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। এই ছন্দে তিনি চারটি সনেটও রচনা করেছেন।[২৩] কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দ যে সনেটের পক্ষে উপযোগী নয়, কবি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বাকি ৬২টি সনেট রচনায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে এগুলির মাত্রা-যোজনার ক্ষেত্রে তাঁর বৈচিত্র্য-প্রয়াসী মন পঞ্চবিধ-রীতি গ্রহণ করেছে। ৬২টি সনেটের মধ্যে চোদ্দ মাত্রায় ২০টি, আঠার মাত্রায় ৩৪টি, বাইশ মাত্রায় ৫টি, দশ মাত্রায় ১টি (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : সনেট) এবং আঠার-ষোল (অম্বিষ্ট : সনেট) ও আঠার-চৌদ্দ (তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল) মাত্রার সমন্বয়ে দুটি সনেট রচিত। একই সনেটে দুই মাপের পংক্তি যোজনার পথ দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু—বিষ্ণু দে সম্ভবত এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁরই পথ অনুসরণ করেছিলেন। এ কালের অন্যান্য কবিদের মত তিনিও সনেট রচনায় প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহার করেছেন, তবে তুলনায় কিছু বেশি—অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত ৬২টি সনেটের

মধ্যে ৫১টিতে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

সনেটের ভাষাতেও বিষ্ণু দে-র স্বকীয়তা ধরা পড়েছে। বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির সমন্বয়, কথ্য ভাষার ঢং ও দেশী বিদেশী শব্দের সাবলীল প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। সর্বোপরি সনেটের বিস্ময়কর মিল উদ্ভাবনেও তাঁর সৃষ্টিশীল কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর ধরা পড়েছে।

বিষ্ণু দে-র ৬৬টি সনেটের মধ্যে আলেখ্যের জন তিনেক ভগ্নহৃদয়—৩ ও কোনার্ক—৩ সনেট-পরম্পরায় রচিত। এ ছাড়া তাঁর বাকি ৬০টি সনেট স্বয়ং সম্পূর্ণ গীতিকবিতা। মার্কসীয় জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী এই কবি মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলনে উৎসাহী। তিনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পূজারী, ফলত অনিবার্যভাবেই বুর্জোয়া-সংস্কৃতিতে আস্থাহীন। তাঁর বিশ্বাস পচনশীল বন্ধ্যা এই সমাজ-দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ভিন্ন কল্যাণকামী মানুষের উন্নতি অসম্ভব। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যেমন তাঁর আগ্রহ অপরিসীম অন্যদিকে তেমনি সমাজচিন্তা ও রাজনৈতিক বিবিধ আন্দোলন তাঁর কবিমানসে অনুক্ষণ ছায়াপাত করেছে। সামগ্রিক ভাবে তাঁর সনেটগুলিও এই বিশিষ্ট মানসিকতারই ফলশ্রুতি। জীবন-অভিজ্ঞতার নানা বৈচিত্র্য তাঁর সনেটগুলিকে বিচিত্র-বিষয়ী করে তুলেছে। বিষয়ানুসারে এগুলিকে নয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. প্রেম—উর্বশী :ও আর্টেমিস : বিবমিষা। চোরাবালি : গার্হস্থ্যাশ্রম : পূর্বরঙ্গ -আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ,-দায়িত্ব,-আত্মজ্ঞান। আলেখ্য : সে বলে, জন তিনেক ভগ্নহৃদয়-১-৩, সনেট, এ যুগের সংলাপ-১,৭। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : তুমিই সমুদ্র।

২. আত্মকথা—উর্বশী ও আর্টেমিস : অর্ধনারীশ্বর। পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী -১, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১৩, বৈকালী-৩। সাত ভাই চম্পা : তোমাদের সনেট। অন্বিষ্ট : সনেট। আলেখ্য : তবু কেন, তাই শিল্পে।

৩. প্রকৃতি—চোরাবালি : সন্ধ্যা। পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-৫, বৈকালী-৭। অন্বিষ্ট : সনেট, গুণুনিয়া । নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : শান্তির শরতে এসো।

৪. শিল্প-সংস্কৃতি—অন্বিষ্ট : এলোরা। আলেখ্য : কোনার্ক-১-৩।

৫. ব্যঙ্গ—তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : জ্যেষ্ঠস্বপ্ন।

৬. সারস্বত কথা—উর্বশী ও আর্টেমিস : কাব্যপ্রেম। তুমি শুধু পঁচিশে

বৈশাখ : রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল, মালার্মে : প্রগতি।

৭. তত্ত্ব—পূর্বলেখ : চতুর্দশপদী-২, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৪, রসায়ন। সাত ভাই চম্পা : সূর্যাস্ত। সন্দ্বীপের চর : শালবন। আলেখ্য : এক মাত্র মুক্তি স্রোতে, বহুরূপী। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : এক ও অন্য, সনেট, সনেট।

৮. সমাজচিন্তা—সাত ভাই চম্পা : সাত ভাই চম্পা, ২২শে জুন ১৯৪২, লোরকায় ছায়ায়, সংশয়, জঙ্গী, এক টিকিটহীন সহযাত্রী, এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতিকে, ৭ই নভেম্বর, ২২শে জুন ১৯৪৪, ১৯৪৩ অকাল-বর্ষা। অন্বিষ্ট : প্রতীক্ষা। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ : রাজধানী।

বিষ্ণু দে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত সমস্ত রীতিতেই যেমন একদিকে সনেট রচনা করেছেন অন্যদিকে তেমনি সনেট-কলাকৃতির নব নব পরীক্ষাতেও তিনি নিরলস শিল্পী। সর্বোপরি তাঁর সনেটের বিচিত্র বিষয়-নিষ্ঠা বাংলা সনেট-সাহিত্যকে রূপে-রসে সমৃদ্ধ করেছে।

১৩

'আধুনিক'-পর্বের অন্যান্য সনেটকার

'আধুনিক'-পর্বের অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবি যেমন সনেট-কলাকৃতিকেই তাঁদের কাব্যের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি আবার নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখ কোন কোন প্রধান কবি এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তবে এই পর্বের অধিকাংশ কবি-ই সনেট-সম্পর্কে আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। সনেটের সংহত বিন্যাসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি এমন অনেক কবিও সমকালীন সনেট-চর্চায় অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৯৮) নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের অধিবাসী এই কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ। কিন্তু সনেটের সংখ্যা নগণ্য। অনিয়মিত মিলে রচিত কয়েকটি চতুর্দশী বাদ দিলে 'মনোমুকুরে'র (১৯৩৬) 'ফুলের

ব্যথা', 'স্বপ্ন-সহচরী', 'বিপ্রলব্ধা', 'কবিপ্রিয়া' ও 'জলন্ত তলোয়ারে'র (১৯৫০) 'আরতি' তাঁর রীতিনিষ্ঠ সনেট। প্রেমকেন্দ্রিক এই সনেটগুলির ছন্দ আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত দেশপ্রেম-মূলক সনেট 'আরতি' এর ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি সনেটই শেকস্‌পীরীয় রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে ও মিলবিন্যাসে রচিত। অবশ্য 'ফুলের ব্যথা' ও 'স্বপ্ন-সহচরী'র তিন-চতুষ্কের মিল সংবৃতধর্মী।

এই পর্বের কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তে-র (জন্ম ১৮৯৩) কাব্যগ্রন্থ দশটি। তাঁর রীতিনিষ্ঠ সনেটের সংখ্যা ছয়। কাব্যগ্রন্থানুসারে এগুলি নিম্নরূপ : সাঁঝের প্রদীপ (১৯৩১)—প্রতীক্ষা ; চূড়ালা ও শিখিধ্বজ (১৯৫২)—কবিপ্রশস্তি, ; মন্দিরের চাবি (১৯৩১)—অভিজাত, বিচার ও সহানুভূতি, নীলকণ্ঠ ; পঙ্কজ ও প্রেম (১৯৫৯)—নিখুঁত প্রেমেরি দায়। এই ছ'টি সনেটের মধ্যে প্রথম দুটির মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। অবশ্য 'কবিপ্রশস্তি'র অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক রয়েছে। বাকি চারটি সনেট শেকস্‌পীরীয়—মিলপদ্ধতি ও গঠন উভয়তই। ছ'টি সনেটে কবি দ্বিবিধ ছন্দ-রীতি অনুসরণ করেছেন। 'প্রতীক্ষা,' 'নিখুঁত প্রেমেরি দায়' ও 'বিচার ও সহানুভূতি' মাত্রাবৃত্তে এবং 'কবিপ্রশস্তি', 'নীলকণ্ঠ' ও 'অভিজাত' আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্তে রচিত। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর সনেটগুলি বৈচিত্র্যময়, যেমন—প্রেম : প্রতীক্ষা, নিখুঁত প্রেমেরি দায় ; কবিতর্পণ : কবিপ্রশস্তি ; তত্ত্ব : অভিজাত, বিচার ও সহানুভূতি, নীলকণ্ঠ।

একালের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৯) 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বনফুল'-ছদ্মনামে কবিতা লিখে সাহিত্যজীবনের সূচনা করেন। তাঁর এই সাহিত্যিক-ছদ্মনামেই তিনি বর্তমানে সমধিক পরিচিত। বর্তনাম বঙ্গ-সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা, তবে কাব্যচর্চাও তিনি পরিত্যাগ করেন নি। এই সময়ের মধ্যে তাঁর প্রায় ছ'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'চতুর্দ্দশী' (১৯৪০) সনেটগুচ্ছ, সনেট সংখ্যা ২৮। এ ছাড়া তাঁর 'অঙ্গারপর্ণী'-তে (১৯৪০) ২টি (একটি সাত পয়ার বন্ধের চতুর্দশীও আছে) এবং 'নূতন বাঁকে' (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থে ১টি সনেট সংকলিত হয়েছে।

সনেট রচনায় বলাইচাঁদ একান্তভাবেই শেকস্‌পীয়র-পন্থী। 'চতুর্দ্দশী'

ও 'নূতন বাঁকে'র ২৯টি সনেট শেকস্‌পীরীয় ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত, মিলবিন্যাসও শেকস্‌পীরীয়। তবে 'চতুর্দ্দশী'র প্রথম ভাগের ৪,৭,১০ ও দ্বিতীয় ভাগের ৭, ৯ সংখ্যক এবং 'নূতন বাঁকে'র 'রাজপথ' শীর্ষক ছ'টি সনেটের মিলগ্রন্থন ত্রুটিপূর্ণ। প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহার করে তিনি শেকস্‌পীরীয়-রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। 'চতুর্দ্দশী' গ্রন্থের বাকি ২৩টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলবিন্যাসে রচিত। 'অঙ্গারপর্ণী'র 'ভীমসেন' সনেটটিও শেকস্‌পীরীয় কিন্তু 'পরশুরামের শেষ উক্তি' শীর্ষক সনেটটির গঠন ও মিলবিন্যাস অভিনব। ৬+৬+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত এই সনেটটির মিলপদ্ধতি হলো : কখকখকখ, গঘগঘগঘ, তত। সনেটটির ছন্দ স্বরবৃত্ত। এই ছন্দে তিনি আর একটিও সনেট রচনা করেন নি। অন্য সর্বত্র তাঁর সনেটের ছন্দ আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। উল্লিখিত সনেটটির ছন্দ, স্তবকগঠন ও মিলবিন্যাস এই তিন বিভাগেই কবি নব পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন।

কবিধর্মে বলাইচাঁদ রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের রোমান্টিক আবহমণ্ডলের অধিবাসী। তবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ রয়েছে 'অঙ্গারপর্ণী'র সনেট দুটিতে। 'নূতন বাঁকে'র সনেটটি আবার তত্ত্ব-মূলক। কিন্তু 'চতুর্দ্দশী'র ২৮টি সনেটই প্রেম-বিষয়ক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি 'কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী' ও 'শুক্লা-চতুর্দ্দশী' দুই পর্যায়ে রচিত। প্রতি পর্বেই ১৪টি সনেট। তাঁর এই সনেট-গ্রন্থের নামকরণে মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী'র প্রভাব বিদ্যমান।

'চতুর্দ্দশী'র সনেটগুচ্ছে কবির রোমান্টিক প্রেম-চেতনা ভাষা পেয়েছে। কবির এই প্রেমের দ্বৈতরূপ—কৃষ্ণা ও শুক্লা। তাঁর রোমান্টিক কবিমানসে প্রেম-চেতনা কখনো নৈরাশ্য, বেদনা ও দুঃখভারে ক্লান্ত, কখনো বা প্রাপ্তিজনিত আনন্দ ও রূপোল্লাসে বিমুগ্ধ। তবে সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থের সনেটগুচ্ছে কবির প্রেম-চেতনা কৃষ্ণপক্ষের আঁধার পেরিয়ে শুক্লপক্ষের আলোর রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলত প্রেম-তন্ময় কবির মানসোল্লাসে এই সনেটগুলি স্পন্দিত। উদাহরণ স্বরূপ খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলের একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি :

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি,—আঁধার হতেছে সখী ঘন,
কাঁপিছে তারার আলো অন্ধকার আলোর বিতানে,
গুমরি মরিছে বায়ু বিজন প্রান্তরে ওই শোন,

এস, আরো কাছে এস, মাথা রাখ বাহুর শিথানে।

পুরাতন আবরণ খসে যাক জীর্ণবাস সম,
নবপুষ্পে অলঙ্কৃত কর সখী, পুরাতন শাখা,
নবরূপে লুব্ধ কর, মুগ্ধ কর কবিচিত্ত মম,
পুরাতন তুমি থাক স্মৃতির মঞ্জুষা মাঝে ঢাকা।

অতীতে মমতা আছে, কিন্তু তাহে ভরে না যে বুক,
নিত্য নূতনের খোঁজে পিপাসার্ত্ত ফিরি চুপে চুপে ;
বহুমুখী মন সখী, বহু-লোভে সতত উন্মুখ,
পিপাসা মিটাও তার, এক তুমি সাজ বহুরূপে।

অয়ি পুরাতন সখী, রজনী যে হয়েছে অধীরা,
পুরাতন পাত্রে কি গো ঢালিবে না নূতন মদিরা ?
[কৃষ্ণারজনী-১১ : চতুর্দ্দশী পৃ, ১১]

সজনীকান্ত দাসে-র (১৯০০-১৯৬২) সাহিত্য-প্রতিভা বিচিত্রমুখী। সনেট তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তাঁর সনেট সংখ্যা তিন। এর মধ্যে 'আলো আঁধারি'র (১৯৩৬) 'দুর্যোগ' ও 'আমি' তত্ত্বমূলক এবং 'পঁচিশে বৈশাখে'র (১৯৪২) 'প্রণাম' রবি-বন্দনা বিষয়ক অষ্টাদশ অক্ষরা শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট।

যুবনাশ্ব ছদ্মনামের আড়ালে মণীশ ঘটক (জন্ম ১৯০১) দীর্ঘদিন কাব্য-সাধনায় ব্রতী। এই সময়ের মধ্যে তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ 'শিলালিপি' (১৯৩৯) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ১৭টি চতুর্দশপদের কবিতা রয়েছে, তার মধ্যে ১১টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে ৩টি অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী। বাকি ৩টি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সনেট। এই তিনটি সনেটের মধ্যে 'তারা' ও 'অহল্যা' কাব্যরসোদ্গার মূলক এবং 'ব্যর্থ' প্রেম-বিষয়ক সনেট। 'তারা' ও 'ব্যর্থ' সনেট দুটি শেকস্‌পীরীয়-রীতির ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে ও কখকখ। গঘগঘ। ঙপঙপ। ঙঙ মিলবিন্যাসে রচিত। 'অহল্যা নামের সনেটটি গঠনে ও মিলগ্রন্থনে অভিনব। এই সনেটের ৬+৬+২ স্তবক-সজ্জায় মোহিতলাল, বনফুল ও রাধারাণীও সনেট লিখেছেন কিন্তু এর ককখগগখ। ঘঘঙপপঙ।

ঙঙ মিলবিন্যাস মণীশ ঘটকের নিজস্ব-সৃষ্টি। লক্ষণীয় এই যে, এখানে প্রতি স্তবকের শীর্ষে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক ও পরে একটি সংবৃত মিলের চতুষ্ক এবং সর্বশেষ দুইপংক্তি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের আকার প্রাপ্ত। কবির পরীক্ষামূলক এই সনেটটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :

> স্মরণ-অতীত সময়ের অভিশাপে,
> পাষাণ শয়নে নিথর প্রহর যাপে,
> প্রস্তরীভূত ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা,—
> নিদয় নিদাঘ দহিছে অগ্নিবানে,
> আর্ত ত্রিলোক জপিছে তৃষ্ণাত্রাণে,
> ব্যর্থ বিলাপ! বিধি করে বঞ্চনা!
> হায় দাশরথি, সদয় পাদক্ষেপে
> বন্যা বহাও বহ্নির বুক ব্যেপে,
> আনো প্রশান্তি, পরিহাস করো শেষ,—
> যে আশা মর্মে হোল মর্মরময়ী,
> যে ভাষা ওষ্ঠে স্ফুটনোন্মুখ রহি
> ফুটিল না, তার করো প্রাণ সমাবেশ!
> প্রাতঃস্মরণে পুণ্য প্রদাত্রীরে,
> মরণ-মায়ায় কতোকাল রবে ঘিরে?

একালের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯০৩) প্রথম জীবনে কবি হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অমাবস্যা'য় তিনি অষ্টাদশ পংক্তির অসমাত্রিক একটি বিশিষ্ট স্তবকবন্ধ গড়ে তুলেছিলেন। এই স্তবকবন্ধেই 'অমাবস্যা'র সবগুলি কবিতা রচিত। তার পরে এই সময়ের মধ্যে তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থ 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (১৯৩৬) ও 'নীলআকাশ'-এ (১৯৪৯) দুটি করে সনেট রয়েছে। আঠার মাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত ও ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত চারটি সনেট মিলবিন্যাসে পেত্রার্কান। 'নীল আকাশে'র 'রবীন্দ্রনাথ' ছাড়া অন্য তিনটির মিল অবশ্য ত্রুটিপূর্ণ। চারটি সনেটের মধ্যে 'প্রিয়া ও পৃথিবী'-র 'একদিন' ও 'প্রেম' প্রেম-বিষয়ক এবং 'নীলআকাশে'র 'পরপৃষ্ঠা' ও 'রবীন্দ্রনাথ' যথাক্রমে তত্ত্ব ও কবিবন্দনা-মূলক সনেট।

এই পর্বের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় (জন্ম ১৯০৪) সাহিত্য-জীবনের প্রথম থেকেই কাব্যচর্চায় ব্রতী। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নূতনা রাধা' কাব্য-সংকলনে ১০টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী বাকি ৩টি মাত্র সনেট। আত্মকথা মূলক তিনটি সনেটই চতুর্দশমাত্রার প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে 'আমি' ও 'বসন্তদিবা' ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত, মিলবিন্যাস পেত্রার্কীয়। 'বিবাহ' সনেটটি ৪+৪+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত এবং চার মিলের শেকস্পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে বিবৃত-ধর্মী তিন মিলের পেত্রার্কীয় ষট্‌কের সমন্বয়ে মিশ্র রোমান্টিক পদ্ধতিতে রচিত।

একালের প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৪) তরুণ বয়স থেকেই কাব্য চর্চায় ব্রতী। সমকালীন কবিদের প্রভাবে তিনি কিছু সনেটও রচনা করেছেন। তাঁর 'জীবনমৃত্যু' (১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থে ২১টি চতুর্দশ-পদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ২টি সাত মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত চতুর্দশী বাকি ১৯টি সনেট। সনেট রচনায় তিনি শেকস্পীয়র-পন্থী কবি। স্তবক-গঠনেও তিনি প্রধানত এই রীতির অনুগত। তাঁর ৬টি সনেটের স্তবক-বিন্যাস ৪+৪+৪+২, ৯টি এক স্তবকবন্ধে এবং দুটি করে সনেট ৪+৪+৬ ও ৮+৬ স্তবকে বিন্যস্ত। এই সনেটগুলির মিলবিন্যাস একান্তভাবেই শেকস্পীরীয়। তবে মাত্র পাঁচটি সনেট খাঁটি শেকস্পীরীয় সাতমিলে রচিত। এই সনেটগুলি হলো: বোধন-১, ৩, সমুদ্র সৈকতে-২, সমুদ্র শুকায়ে যাবে, তুমি চলে গেলে যবে।

বোধন-২, সমুদ্র সৈকতে-১,৩,৬,৮, তুমি যদি ফিরে যাও, বরষা কাটিয়া গেল-১,২, যখন গোধূলি এলো—এই ৯টি সনেটের মিলবিন্যাস শেকস্পীরীয়, তবে প্রতি ক্ষেত্রেই অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সমুদ্র সৈকত' পর্যায়ে পঞ্চম সনেটটিরও ছ' মিল, এক্ষেত্রেও তিনি প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া সমুদ্র সৈকতে-৪, ৭, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল, সে দিন গড়ের মাঠে—এই চারটি সনেটের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে এবং অষ্টকের একটি মিল ষট্‌কে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিবেকানন্দের সমস্ত সনেটই আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত,

প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে মাত্র দুটিতে। তাঁর ১৯টি সনেটের ১৩টি তিনটি সনেট-পরম্পরায় রচিত। সনেট সংখ্যানুসারে এগুলি নিম্নরূপ : বোধন-৩, সমুদ্র সৈকতে-৮, বরষা কাটিয়া গেল-২।

'বোধন' পর্যায়ের তত্ত্ব-বিষয়ক তিনটি সনেট ছাড়া বিবেকানন্দের বাকি সনেটগুলির মুখ্য অবলম্বন প্রেম ও প্রকৃতি। প্রকৃতির পটভূমিতেই তিনি প্রেমের স্বরূপ আস্বাদন করেছেন। ফলত তাঁর অধিকাংশ সনেটের কেন্দ্র-বিন্দুতে রয়েছে প্রেম-প্রকৃতির দ্বৈতবিহার। একটি উদাহরণ দিই :

সমুদ্র শুকায়ে যাবে, হে বিষণ্ণ-বদনা,
যদি তুমি ফিরে যাও প্রত্যাহত তরঙ্গের মত।
হৃদয় ভাঙিয়া আজ পড়ে যদি অয়ি অন্যমনা,
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো বেলাভূমে অপরাধ যত!

সমুদ্র মরিয়া যাবে, উদাসিনী হে তরুণী মোর,
যদি তুমি ফিরে যাও ছায়াত্রস্ত হরিণীর প্রায়।
উন্মাদ তরঙ্গ যত যৌবনের নেশায় বিভোর
ভাঙিয়া পড়িবে তারা অতর্কিত রূঢ় বেদনায়!

সমুদ্র ফিরিয়া যাবে, যদি তুমি নাহি এসো ফিরে
যদি তুমি চলে যাও নতমুখী সন্ধ্যার মতন।
একটি দীপের শিখা জ্বলেছিল যে নির্জ্জন তীরে
গোধূলি তারার মত মাগিবে সে নিঃসঙ্গ মরণ।
শোন শোন হে তরুণী, সমুদ্রের আয়ু হল শেষ
তোমার চরণ চিহ্নে যাত্রা তাঁর হল নিরুদ্দেশ!

[সমুদ্র শুকায়ে যাবে : জীবনমৃত্যু, পৃ. ৫১]

এই সনেটটিতে প্রকৃতির পটভূমিকায় কবি-প্রিয়ার স্বরূপ ও কবির প্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে। সনেটটি খাঁটি শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত, অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকের দীপ্তিটুকুও লক্ষণীয়। বস্তুত এই রীতির সনেটে কবির প্রেম-প্রকৃতি-চেতনা সার্থকভাবেই পরিস্ফুট।

'আধুনিক'-পর্বে কাব্যসাধনা করলেও কবিমানসিকতায় অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯০৪) প্রধানত রবীন্দ্র-আবহমণ্ডলের অধিবাসী। এ পর্যন্ত তাঁর

চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে 'দীপায়নে' (১৯৩২) ৮টি এবং 'সায়ন্তনা'তে (১৯৪০) ৫টি চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতি কাব্যগ্রন্থের একটি করে কবিতা সাত পয়ারবন্ধে রচিত। অর্থাৎ এই দুটি গ্রন্থে তাঁর মোট সনেট সংখ্যা হলো ১১টি। সনেট রচনায় তিনি প্রধানত শেকস্‌পীরীয় রীতি গ্রহণ করেছেন, তবে স্তবকবিন্যাসে ক্লাসিকাল রীতির প্রভাব রয়েছে। ৯টি সনেট ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত, একটির স্তবক-সজ্জা ৭½+৪½+২ এবং একটি ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে বিন্যস্ত।

অপূর্বকৃষ্ণের নিম্নলিখিত ৪টি সনেট খাঁটি শেকস্‌পীরীয় মিলে রচিত :

দীপায়ন—ঐহিত্যের বক্রতায়, কালের রীতি, ইতিহাস, লিপিহারা।

সায়ন্তনী—আষাঢ় সন্ধ্যায়।

এছাড়া 'দীপায়নে'র 'আশাবরী স্বপন সুদূর', 'রণমন্থনের যুগে' এবং 'সায়ন্তনী'র 'ব্যথার বেদন' সনেটত্রয়ও শেকস্‌পীরীয় তবে এগুলির কোন না কোন চতুষ্কের মিলবিন্যাস সংবৃতধর্মী। 'দীপায়নে'র 'নিশীথের উপকূল' এবং 'সায়ন্তনী'র 'মরতের মায়াপথে' সনেট দুটির সামগ্রিক মিলপদ্ধতি শেকস্‌পীয়র-পন্থী কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই একই মিলের পুনরাবৃত্তির ফলে মিলসংখ্যা সাত-এর পরিবর্তে ছয়। শেকস্‌পীরীয় অষ্টকের সঙ্গে পেত্রার্কীয় ষট্‌ক মিলিয়ে অপূর্বকৃষ্ণ 'দীপায়নে'র 'মন' এবং 'সায়ন্তনী'র 'ওরা কি আমার কেহ' সনেটদুটি রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত এই ধারার একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি :

বাঁধিয়াছে নীড় যারা সঙ্গোপনে মোর চিত্তমাঝে
বিহঙ্গের সম নিত্য সন্ধ্যাবেলা চিত্তে ফিরে আসে,
তারা মোর দুঃখ সুখে অন্তরের অন্তঃস্তলে রাজে,
সঙ্গীহারা জীবনের সঙ্গী মোর বিশ্ব পরবাসে।
সংসারের পারাবারে সারাদিন করি বিচরণ,
শুভক্ষণে অন্ধকারে ধ্যানমৌন তপস্বীর মত
বসিয়াছে মর্ম্মে মোর, বন্দনায় হেরি নিমগন,
সুগুণ্ঠিত ক্লান্তপক্ষ, আঁখিতারা প্রেমে অবনত।
মাতৃস্নেহ সমরাত্রি সুপ্তি আনে স্নিগ্ধ সমীরণে,
উহারা ঘুমায়ে পড়ে, আমি জাগি, কত কথা জাগে,—
ওরা কি আমার কেহ? প্রতীক্ষায় ছিল কোনখানে!
জীবন উষায় মোর মায়ামূঢ় জৈবজাগরণে

নীড় রচি চিত্তকুঞ্জে গাহিতেছে প্রীতিপুষ্পরাগে,
মোর মৃত্যুপথে ওরা ঘুরিবে কি প্রাণের সন্ধানে ?
[ওর কি আমার কেহ : সায়ন্তনী, পৃ. ১৬]

সনেটের ছন্দ নিয়ে অপূর্বকৃষ্ণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর ৯টি সনেট প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর মধ্যে ৭টি আঠার মাত্রায়। 'সায়ন্তনী'র 'ব্যথার বেদন' ও 'মরতের মায়াপথে' সনেট দুটিকে তিনি জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর পথ ধরে যথাক্রমে চব্বিশ ও ছাব্বিশ মাত্রায় প্রলম্বিত করেছেন। 'দীপয়নে'র 'কালের রীতি' ও 'নিশীথের উপকূল' সনেটদ্বয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচনা করে তিনি নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সনেটের ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষায় ব্রতী হলেও তাঁর সনেটের বিষয়বস্তু একমুখী। তাঁর সনেটগুলি আত্মচিন্তা-মূলক তত্ত্বপ্রধান, মাঝে মাঝে প্রেমচেতনায় ভিন্নস্বাদী।

হেমচন্দ্র বাগচী-র (জন্ম ১৯০৪) 'তীর্থপথে'-তে (১৯৩২) চারটি এবং 'মানস-বিরহ'-এ (১৯৩২) একটি পেত্রার্কীয় গোত্রের সনেট সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সনেট ৮+৬ স্তবক-সজ্জায় কখখক কখখক তপতপতপ মিলবিন্যাসে রচিত। সনেটগুলির অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ থাকলেও দুই চতুষ্ক ও দুই ত্রিকের উপবিভাগ নেই। আবর্তনসন্ধি বিষয়েও তাঁর কোন সচেতনতা ছিল না। পাঁচটি সনেটই আঠার মাত্রার প্রবহমাণ ছন্দে রচিত। বিষয়বিন্যাস নিম্নরূপ :

১. প্রেম—তীর্থপথে : কল্যাণস্বপন। মানসবিরহ : উৎসর্গ কবিতা।
২. তত্ত্ব—তীর্থপথে : দুহিতার অশ্রু, দুরাশা।
৩. কবিতর্পণ—তীর্থপথে : রবীন্দ্রজয়ন্তী।

কবি-সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তে-র (জন্ম ১৯১০) 'সেতু' (১৯৩৪) কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি পেত্রার্কান গোত্রের সনেট সংকলিত হয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি ও তত্ত্বমূলক এই সনেটগুলি ৮+৬ স্তবকবন্ধে অষ্টাদশ-অক্ষরের তানপ্রধান ছন্দে রচিত। সনেটগুলির অষ্টকে দুই মিল—মিলপদ্ধতি প্রধানত সংবৃত ; ষট্‌কের মিলবিন্যাস বিবৃতধর্মী ; মিল-সংখ্যা দুই বা তিন। সনেটের বহিরঙ্গবিন্যাসে কবি ক্লাসিকাল-রীতি অনুসরণ করলেও আভ্যন্তর সঙ্গতিতে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না।

অশোকবিজয় রাহা (জন্ম ১৯১০) বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম সারির রূপদক্ষ কবিশিল্পী। তাঁর কাব্যলোক একটি আশ্চর্য সুন্দর চিত্রশালা। রূপদক্ষ কবির কলমে আঁকা বাণীচিত্রের সমারোহ সেখানে। এই পর্যন্ত প্রকাশিত আটখানি কাব্যগ্রন্থে তাঁর মাত্র সাতটি চতুর্দশপদের কবিতা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে একটি মিলহীন এবং তিনটি সাত মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে রচিত চতুর্দশী ; সনেট মাত্র তিনটি। কিন্তু প্রকৃতি ও মানবজীবন বিষয়ক এই তিনটি সনেটেই তাঁর কবিস্বভাবে সমুদ্ভাসিত। তিনটি সনেটেই আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। ষট্‌কে পেত্রার্কা-ধর্মী দুই বা তিন মিল। এর মধ্যে 'রুদ্রবসন্তে'র (১৩৪৮) 'এরা' ও 'ছত্রচূড়া' শীর্ষক কবিতাদুটির অষ্টকের মিলবিন্যাস অনিয়মিত। তিনটি সনেটেই আবর্তনসন্ধি আছে। 'রুদ্রবসন্তে'র কবিতাদুটিতে পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষে এবং 'ভানুমতীর মাঠে'র (১৯৪২) 'চিঠি'-তে চিরকালের প্রেক্ষাপট থেকে বিশেষ কালে ভাবপ্রবাহ বিবর্তিত হয়েছে। অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে পরিচ্ছন্ন পেত্রার্কান 'চিঠি' সনেটটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য।

(শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চৌধুরীকে—তামু)

তোমার চিঠিতে বন্ধু, শুনি আজ অরণ্যের ডাক
যে-অরণ্য রক্তে আজো মিশে আছে বিচিত্র মায়ায়
বিশাল রাত্রির মতো ঢেকে আছে প্রকাণ্ড ছায়ায়
জীবনের আদিভূমি। চেয়ে আছি বিস্ময়ে অবাক,
বাঘের গুহার কাছে আজো শুনি নাগাদের ঢাক,
উৎসব-জোয়ার ওঠে ভরা-চাঁদে প্রতি পূর্ণিমায়
মিকির মেয়েরা নাচে লতা-ঘেরা বনের জ্যোৎস্নায়
কত রূপকথা রাত, চৈত্রমধু, পাহাড়ী বৈশাখ।

কোথায় মিলায় বন্ধু, যুদ্ধভীত নরনারীদের
আতঙ্কিত চোখ মুখ ?—ধূসর সন্ধ্যার বুকে তারা
একে একে মুছে যায় ছায়ামূর্তি ধূসর স্বপ্নের,
তামুর ঘাটির কাছে আজো দেয় অটল পাহারা
উলঙ্গ পাহাড়-চূড়া বন্ধু সে উলঙ্গ আকাশের—
বাজায় তারায় রাতে বিশাল বনের একতারা।

এই সনেটে অশোকবিজয়ের নিজস্ব কাব্যপরিবেশটি আরণ্যক আদিমতায় চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে। এর বিষয়বস্তু আরণ্যক-জীবন। সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধে চিরকালের প্রেক্ষাপটে বিশেষ কালের রূপটি প্রমূর্ত। রূপকল্প রচনায় কবির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পংক্তিতে। 'উলঙ্গ আকাশে'র বন্ধু 'উলঙ্গ পাহাড় চূড়া'র হাতে 'বিশাল বনের একতারা' তুলে দিয়ে কবি তাকে চিরন্তন বাউলের রূপসজ্জায় সজ্জিত করেছেন।

বিমলচন্দ্র ঘোষে-র (জন্ম ১৯১০) 'উদাত্ত ভারত' (১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থে ২৯টি চতুর্দশপদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি সনেট-পরিপন্থী অনিয়মিত মিলে রচিত চতুর্দশী, বাকি ২৭টি সনেট। সনেটগুলি ক্লাসিকাল-রীতির ৮+৬ স্তবকবন্ধে গঠিত। ২৩টি সনেটের মিল-পদ্ধতি পেত্রার্কান, ৪টি শেকস্‌পীরীয়। 'পেঙ্গুইন','নরকেরে ঘৃণা করি' ও'অক্ষয়কুমার দত্ত'শীর্ষক তিনটি সনেটের গঠন ও মিলবিন্যাস খাঁটি শেকস্‌পীরীয়—এই ধারার 'বঙ্গোপসাগরের তীরে' সনেটটির দ্বিতীয় চতুষ্কের মিল ত্রুটি পূর্ণ। পেত্রার্কান রীতির ২৩টি সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে। অষ্টকের দুই চতুষ্কের উপবিভাগও স্পষ্ট কিন্তু ষট্‌ক দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত না হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেকস্‌পীয়র-পন্থী ৪+২ পর্বে বিভক্ত। এই সনেটগুলির গঠন ও মিলবিন্যাস নিম্নরূপ :

১. কখকখ। কখকখ। তপতপ। ঙঙ : বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, দক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ, একলব্য, কর্ণ, দ্রৌপদী, বিদ্যাপতি, সূর্যশিখা, অমেয় শিখা, বাউল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, সাবিত্রী সত্যবান -১, ২।
২. কখখক। কখখক। তপতপ। ঙঙ : মেনকা।
৩. কখখক। কখখক। তপঙপতঙ : ভৈরবী।
৪. কখখক। কখখক। তখতখ। পপ : চণ্ডীদাস।
৫. কখকখ। কখকখ। কখতপতপ : মনু।
৬. কখকখ। কখকখ। তখতখ। পপ : ডার্বিটিকিট।
৭. কখকখ। কখকখ। খকখকখক : কাশ্যপেয়ং।
৮. কখকখ। কখকখ। কতকতপপ : প্রাচীন ভারতের প্রতি।

উল্লিখিত ২৩টি সনেটের চতুর্থ থেকে অষ্টম বিভাগের ৫টি সনেটের ষট্‌কের মিলবিন্যাস ত্রুটি পূর্ণ। অবশ্য এই পর্যায়ের প্রত্যেকটি সনেটের অষ্টক দুই

মিলের চতুষ্ক যুগলে গড়া, মিলবিন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবৃতধর্মী। তৃতীয় বিভাগের একটি মাত্র সনেটের সামগ্রিক মিলপদ্ধতি খাঁটি পেত্রার্কান। বাকি ২২টির মধ্যে ২০টির অন্তিমে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী স্থান পেয়েছে। এই ২০টি সনেটের ষট্‌কের গঠন ও মিলবিন্যাসে নিঃসন্দেহে শেকস্‌পীরীয় প্রভাব বর্তেছে। এই ধারার সনেটগুলির আভ্যন্তর সঙ্গতিতেও পেত্রার্কান রীতি অনুসৃত হয় নি। কোন সনেটেই আবর্তনসন্ধি নেই। গঠন ও মিলবিন্যাসে কবি পূর্বসূরীদের অনুসরণে পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পীরীয়-রীতি সমন্বয়ের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

জন্মিয়া কিরাতকুলে অনার্য সন্তান
বার বার নিগৃহীত আর্য-অত্যাচারে
কী সংকল্পে ব্রতী ছিলে আরণ্যক প্রাণ
সভ্যতার উপেক্ষার মৌন অন্ধকারে?
রণগুরু দ্রোণ শিক্ষা করেনি কো দান
অস্পৃশ্য নিষাদ বলি ঘৃণ্য অবিচারে,
বক্ষে চাপি উপেক্ষার রুদ্ধ অভিমান
আরম্ভিলে অস্ত্রশিক্ষা নির্জন আঁধারে।

একদিন আসিলেন সে অরণ্য বুকে
আর্যরাজপুত্রগণে সাথে লয়ে দ্রোণ,
শব্দহীন বাণবিদ্ধ কুকুরের মুখে
তোমার আশ্চর্য শিক্ষা করিল দর্শন!
কী ভুল করিলে দ্রোণে গুরু বলে মানি,
দক্ষিণায় অস্ত্রসিদ্ধ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দানি!
[একলব্য : উদাত্ত ভারত, পৃ ৪৯]

'উদাত্ত ভারতে'র সনেটগুচ্ছে বিমলচন্দ্র প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ব্যক্তিত্ববান কয়েকজন মহামনীষীর মহিমান্বিত চরিত্র চিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন। এ ছাড়া কবির বিবিধ তত্ত্বচিন্তা এই সনেটগুলির অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। বিষয়ানুসারে তাঁর ২৭টি সনেট নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত :

১. কবি কবিদত্তর্পণ—বাল্মীকি, বেদব্যাস, কপিল, মনু, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

২. কাব্যরসোদ্গার—দক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ, একলব্য, কর্ণ, দ্রৌপদী, মেনকা, সাবিত্রী-সত্যবান-১, ২।

৩. তত্ত্ব—সূর্যশিখা, ভৈরবী, অমেয় শিখা, বাউল,পেঙ্গুইন, নরকেরে ঘৃণা করি, ডার্বিটিকিট, বঙ্গোপসাগরের কূলে কাশ্যপেয়ং, প্রাচীন ভারতের প্রতি।

বিমলচন্দ্রের সনেটের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, এর মধ্যে ১৮টি চতুর্দশ ও ৭টি অষ্টাদশ-অক্ষরা। 'সূর্যশিখা' ও 'নরকেরে ঘৃণা করি' সনেটদ্বয় যথাক্রমে বাইশ ও ছাব্বিশ অক্ষরে গঠিত। প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে ৫টি সনেটে।

মোহিতলালের সাহিত্য-শিষ্য আশুতোষ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯১০) একালে বিদগ্ধ সাহিত্যসমালোচক হিসাবে খ্যাত। কিন্তু কাব্য-চর্চার মাধ্যমেই তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন। এবং একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর কাব্য-কলাকৃতির অন্যতম প্রধান বাহন হলো সনেট। সনেট চর্চায় খুব সম্ভবত তিনি তাঁর গুরু মোহিতলালের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মধুমালা'ব (১৩৪৩) ২২টি সনেটের অধিকাংশই ক্লাসিকাল, গঠন ও মিলবিন্যাস উভয়তই। এই ২২টি সনেটের মধ্যে ১৯টি ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। 'ঋষিভারত' এর স্তবকসজ্জা ১২+২ ; এবং 'মুক্তি ও বন্ধন' ও 'নিরাশায়' সনেটদ্বয় প্রমথ চৌধুরী সুলভ ৮+২+৪ রীতিতে রচিত। প্রত্যেকটি সনেট অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে বিন্যস্ত, সর্বত্রই অষ্টক চতুষ্ক-যুগলে গড়া। 'সাহসিকা', 'মুক্তি ও বন্ধন' এবং 'নিরাশায়' ছাড়া অন্য ১৯টি সনেটের দুই ত্রিক বিভাগ স্পষ্ট।

তাঁর ২২টি সনেটের অষ্টকেই দুই মিল। 'অচিন্ত্যা' ছাড়া অন্য সব সনেটের অষ্টকের মিলগ্রন্থন সংবৃত-ধর্মী। ষট্‌কে দুই বা তিন মিলের বিচিত্র লীলা। মিলবিন্যাসে নয় প্রকার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে :

১. তপত পতপ : শকুন্তলা, সাহসিকা, অগ্রাণ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন। ২. তপঙ তপঙ : সাগরিকা, পৌষ। ৩. তপত পঙঙ : ঋষিভারত, অচিন্ত্যা, বর্ষারূপ, ভাদ্র, কার্তিক। ৪. তপঙ ঙপত : স্বপ্ন? ৫. তপপ তপত : মাঘ। ৬. তপপ তঙঙ : আষাঢ়। ৭. ততপ ঙপঙ : শাওন। ৮. তত পঙপঙ : মুক্তি ও বন্ধন, নিরাশায়। ৯. ততপ ঙঙপ : টগর।

এই মিলবিন্যাসের ৩, ৮ ও ৯ বিভাগের আটটি সনেট ছাড়া অন্যত্র মিল-পদ্ধতি ক্লাসিকাল। ৩'বিভাগের মিলগ্রন্থনে শেকসপীরীয় রীতির প্রভাব বর্তমান। ৮ বিভাগের দুটি সনেটের মিলবিন্যাস প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত তথাকথিত ফরাসি রীতির। কিন্তু ৯ বিভাগের সনেটটি প্লেয়াদ কবিগোষ্ঠীর আদর্শে রচিত খাঁটি ফরাসি-রীতির। আশুতোষ ভট্টাচার্যের আগে বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণু দে-ই মাত্র খাঁটি ফরাসি-রীতিতে দুটি সনেট রচনা করেছেন। খাঁটি ফরাসি-রীতির উদাহরণ হিসাবে সনেটটি এখানে উদ্ধারযোগ্য :

ভ্রমর গুঞ্জর-মন্ত্রে নিশি ভরি' করে স্তব-গান,
পল্লব-আনত-শাখে ঊষারাগে সে আসি' লুটায়
তোর রুদ্ধ দ্বার-পথে ; আঁখি মুদি' আত্ম-গরিমায়
চিত্তে তুই সারানিশি কার মূর্তি করিলি রে ধ্যান ?
যখন ফুটায়ে দল দিলি প্রাণে আনন্দ-সন্ধান
বন্ধু ভ্রমরের আঁখি অন্ধ হ'ল পরাগ-ধূলায়,
অনিলে দুলায়ে শাখা নিষেধিলে ইঙ্গিতে তাহার
প্রবেশ, অন্তরে তোর, দূর সূর্যো করি' আত্মদান।

তোর শুভ্র দল হেরি' অনুরাগ-বর্ণলেশহীন,
করিল ভ্রমর-ভক্ত তোরি প্রেমে আপনা বিলীন ;
কামনা জাগিছে কম-কলিকার কুমারী-হৃদয়ে,
পারিত ভ্রমর যদি এ'বারতা নিতে অনুমানি,
সহিতে হ'ত না তা'র নিশি-শেষে নিরাশার গ্লানি,
সাধনায় রাতি ভোর, বৈরাগ্যে দিবস যায় ব'য়ে।

[টগর : মধুমালা, পৃ. ২০]

পুষ্প-প্রকৃতি বিষয়ক এই সনেটটি অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে ফরাসি। অষ্টক সংবৃতধর্মী চতুষ্ক-যুগলে গড়া। ষট্ক দুই ত্রিকবন্ধে বিন্যস্ত। প্রতি ত্রিক-বন্ধের শীর্ষে ভিন্ন মিলের মিত্রাক্ষর যুগ্মক। সনেটটির অষ্টক ষট্কের মাঝে ভাবাবর্তনটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

সনেটের অষ্টক-ষট্কবন্ধে ভাবাবর্তন সৃষ্টিতে আশুতোষ ভট্টাচার্য ক্লাসিকাল পেত্রার্কান আদর্শকে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করেছেন। তাঁর ২২টি সনেটের মধ্যে ১৮টিতে আবর্তনসন্ধি রয়েছে। এই আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি নিম্নলিখিত চতুর্বিধ বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করেছেন :

১. কারণ থেকে কার্য : শকুন্তলা, মুক্তি ও বন্ধন।

২. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ : সাগরিকা, সাহসিকা, অচিন্ত্যা, টগর, পৌষ, মাঘ, বৈশাখ, শাওন, আশ্বিন, কার্তিক।

৩. নিসর্গলোক থেকে আত্মলোক : নিরাশায়, বর্ষার রূপ, অঘ্রাণ, ফাল্গুন।

৪. আত্মলোক থেকে নিসর্গলোক : জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের দুটি সনেটের আবর্তনসন্ধিতে মোহিতলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মোহিতলালের অধিকাংশ সনেটের মত তাঁর 'সাগরিকা' ও 'অচিন্ত্যা' সনেটদ্বয়ের অন্তিম দুই পংক্তিতে পূর্বতন (অষ্টকের) ভাবের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে। ক্লাসিকাল সনেটের রূপগঠনে এই রীতি নিঃসন্দেহে ক্রটিবহ।

এই কবির সনেটের ছন্দে তাঁর সাহিত্য-গুরু মোহিতলালের প্রভাব বর্তমান। তাঁর ২১টি সনেট আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত—'শকুন্তলা' মাত্র ব্যতিক্রম, এটির ছন্দ চতুর্দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। তাঁর সনেটের ছন্দ-বিষয়ে লক্ষণীয় এই যে তিনি সনেটের নিটোল-গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর জেনে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। মাত্র পাঁচটি সনেটে আংশিক প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ আছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বারমাসী' শিরোনামায় বারমাসের ওপর বারটি সনেট রচনা করেছেন। ইতালীয় কবি জেমিনুনিয়ানো সর্ব প্রথম এই ধরণের সনেট-পরম্পরা রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথও 'নববর্ষের উপহার' শিরোনামায় বারমাসের বারটি সনেট লিখেছেন। এই বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য দেবেন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তবে মঙ্গলকাব্যের 'বারমাস্যা' দ্বারাও কবি এই ধরণের সনেট রচনায় অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

'বারমাসী' শীর্ষক সনেটগুচ্ছে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে কবির স্বগতোক্তি-মূলক প্রেমচেতনা ভাষা পেয়েছে। এই সনেটগুচ্ছ তাঁর 'মধুমালা' কাব্যগ্রন্থের মধ্যমণি। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও অনুভবের হৃদ্যতায় এই সনেটগুলি মধুস্বাদী হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত অঘ্রাণ সনেটটি উদ্ধার করা যাক :

> কেন বা ভাঙালে ঘুম ? বাহিরে যে এখনো আঁধার।
> বুঝিবা সোনালি রোদ ফুটে নাই পূবের আকাশে ;

অলস আঁখির পাতা ঘুমের আবেশে মুদি' আসে,
এখনি ঘরের কাজে বাহিরিতে হ'বে কি তোমায় ?'
জানেলা খুলিয়া আজি দেখি যাও কি শোভা উষার,—
কিশোরী কলিকা ফুটে অতসীর, হিমেল বাতাসে
সবুজ পাতার বিলে সাদা লাউ-ফুল ডোবে ভাসে,
শাখার আঙুলে যেন সজিনার ভরেছে তুষার।

দুপুরে আসিও তবে ঘরে না রহিলে গুরুজন,
ভরিয়া ধানের গাদা ছোট'রা খেলিবে লুকোচুরি।
আমরা বসিব দোঁহে খুলিয়া পূবের বাতায়ন,
দেখিব, সরিষা-ক্ষেতে মেঠো মেয়ে জ্বালে ফুলঝুরি!
আকাশ কলাই-ফুলে মুখছবি হেরিবে আপন,
দিনের স্বপনে চোখে জাগিবে দূরের বনপুরী।

[মধুমালা, পৃ, ২৮]

প্রেমচেতনাই তাঁর সনেটের মুখ্য আলম্বন তবে একমুখী বিষয়েই তাঁর কবিচিত্ত তৃপ্ত হয় নি। 'বারমাসী' সনেট-পরম্পরা ছাড়া তাঁর অন্য দশটি সনেটে নিম্নলিখিত ছ'প্রকার বিষয়বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে :

১. কাব্যরসোদ্গার : শকুন্তলা। ২. প্রেম : সাগরিকা, সাহসিকা, স্বপ্ন। ৩. ভারতসংস্কৃতি : ঋষিভারত। ৪. তত্ত্ব : অচিন্ত্য, মুক্তি ও বন্ধন। ৫. প্রকৃতি : টগর। ৬. আত্মচিন্তা : নিরাশায়, বর্ষার রূপ।

ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯১২) সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। বর্তমানে সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে খ্যাত হলেও কাব্য-চর্চায় নিত্য-নতুন পরীক্ষায় উৎসাহী শিল্পী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টাদশী' (১৯৩৩)[২৪] ১৮টি আঠার মাত্রার আঠার পংক্তির প্রেমের কবিতার সংকলন। অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে 'চতুর্দশপদী' অর্থাৎ সনেট বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫] কিন্তু এগুলিকে সনেট না বলে সনেট-কল্প কবিতা বলাই শ্রেয়। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে ষোল পংক্তির এবং অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আঠার পংক্তির সনেট-কল্প কলাকৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। এদের তুলনায় জগদীশ ভট্টাচার্যের

চতুর্দশোর্ধ্ব-পংক্তিতে সনেট রচনার পরীক্ষা আরো ব্যাপক ও সচেতন। তাঁর 'অষ্টাদশী' আঠার অক্ষরের আঠার পংক্তির ১৮টি কবিতার সংকলন। বিষয়বস্তু কবির ভাষায় 'আমার প্রিয়ার তনু অষ্টাদশ বসন্তের দান।' অষ্টাদশীর পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'ক্ষণশাশ্বতী' (১৯৪১) এবং 'কলেজবয়' ছদ্মনামে রচিত 'ব্ল্যাকবোর্ড' (১৯৪৫) কাব্যগ্রন্থে আরো সাতটি আঠার-পংক্তির সনেট-কল্প কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলি রচনায় সর্বত্র একই বিশিষ্ট রীতি অনুসৃত হয়েছে। ৪+৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধে গঠিত এবং ভিন্ন ভিন্ন মিলের চারটি বিবৃত চতুষ্ক ও অন্তিম মিত্রাক্ষর যুগ্মকে এই কবিতাগুলি রচিত। গঠন ও মিলবন্ধন শেকস্‌পীরীয়। এই পরীক্ষামূলক সনেট-কল্প কবিতাগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে কবি শেকস্‌পীরীয়-রীতির সনেটে একটি অতিরিক্ত চতুষ্ক যোজনা করে পংক্তি সংখ্যাকে চৌদ্দ থেকে আঠারতে প্রসারিত করেছেন।

পরীক্ষা মূলক এই সনেট-কল্প কবিতাগুলি ছাড়া জগদীশ ভট্টাচার্য 'ক্ষণশাশ্বতী' ও 'ব্ল্যাকবোর্ডে' ১৫টি শেকস্‌পীরীয় রীতির সনেট রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৩টি 'ক্ষণশাশ্বতী' ও ১২টি 'ব্ল্যাকবোর্ড' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই পনেরটি সনেটই ৪+৪+৪+২ শেকস্‌পীরীয় স্তবকবন্ধে ও মিলবিন্যাসে রচিত। প্রেমই তাঁর সনেটের তথা কবিতার মুখ্য অবলম্বন। তবে 'কলেজ-বয়'-ছদ্মনামে লেখা 'ব্ল্যাকবোর্ডে'র সনেটগুচ্ছ ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় অম্ল-মধুর। তাঁর উল্লিখিত ১৫টি সনেটের মধ্যে মাত্র দুটি আঠার মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, বাকি ১৩টির ছন্দই চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পরে তিনিই এত অধিক সংখ্যক সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন।

কাব্যসাধনার পরবর্তী অধ্যায়ে জগদীশ ভট্টাচার্য সনেট রচনায় অষ্টক-ষট্‌কে বিন্যস্ত ক্লাসিকাল রীতির প্রতিই আনুগত্য দেখিয়েছেন। নমুনা হিসাবে এই পর্যায়ের 'আলোর মরাল' শীর্ষক সার্থক সনেটটি নিয়ে ধৃত হলো:

দুর্যোগের মেঘে ঢাকা কৃষ্ণপক্ষ রাত ছিল কাল।
কালবোশেখীর ক্রোধ ক্ষিপ্ত ছিল পল্লীনিকেতনে,
শেষবসন্তের কান্না ঝরেছিল নারিকেলবনে,
অশুভ কী আশঙ্কায় বিশ্ব ছিল বীভৎস ভয়াল।
প্রসন্ন আকাশে আজ আনন্দিত এসেছে সকাল—
সে যেন স্বর্গের শিশু, দুধে-দাঁতে হাসে ক্ষণে ক্ষণে,

মর্ত্যবালিকার খুশি দোল যায় পুবালি পবনে ;—
দূর শূন্যে উড়ে যায় শ্বেতশুভ্র আলোর মরাল।

'তুমি দূরে চলে গেলে জীবন আঁধার হয়ে আসে',—
বলেছিলে কাল রাতে যন্ত্রণার বিষণ্ণ ভাষায় ;
কপোলে মুক্তোর মালা ঝরেছিল বুকের আঁচলে।
আজ ভোরে ঘুম ভেঙে কণ্ঠ জাগে ললিতে-বিভাসে,
অধর তৃষিত হয় কী নব জীবন পিপাসায় ;—
প্রিয় দূরে চলে যায়, প্রেম তবু হাসে পূর্বাচলে।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ে-র (জন্ম ১৯১৪) এ পর্যন্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'কয়েকটি প্রেমের কবিতা' (১৯৫৫) ১৬টি প্রেমের কবিতার সনেটগুচ্ছ। প্রেমচেতনা বাস্তবমুখী ও নগর কেন্দ্রিক। তবে প্রেমের মূল্যবোধে বিশ্বস্ত। কিন্তু তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বর্ষশেষে'র (১৯৩৮) সমর সেনকে উৎসর্গ-করা 'চতুর্দশপদী' শীর্ষক ১৬টি সনেটে প্রেমচেতনার কোন অভিব্যক্তি ধরা পড়ে নি। সমাজ ও রাজনীতিই এই সনেটগুচ্ছের উপজীব্য। এখানে কবিচেতনা অবক্ষয় ও অনিকেত-সুলভ নৈরাশ্যবোধে জর্জরিত। ব্যঙ্গের-শাণিত কশাঘাতে তিনি প্রচলিত মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করেছেন। কিন্তু এই গভীর শূন্যতা থেকে কবির উত্তরণ ঘটেছে প্রেমেরই মাধ্যমে। মূলত 'বর্ষশেষ' থেকে 'কয়েকটি প্রেমের কবিতা' সনেটগুচ্ছে কবির এই মানসমুক্তির ইতিহাসই অভিব্যক্ত হয়েছে।

প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত উল্লিখিত দুটি কাব্যগ্রন্থের ৩২টি সনেটের মধ্যে চৌদ্দটি এক স্তবকে এবং পনেরটি ৮+৬ স্তবকবন্ধে সজ্জিত। একটির স্তবক-সজ্জা ৮+৪+২ ও বাকি দুটির ৪+৮+২। অর্থাৎ সনেটের স্তবক গঠনে তিনি মূলত ক্লাসিকাল রীতিরই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মিলবিন্যাসে তিনি একান্ত ভাবেই শেকস্‌পীয়র-পন্থী। তাঁর ২৯টি সনেটই এই রীতিতে রচিত, তবে 'বর্ষশেষে'র ১০, ১৪ এবং 'কয়েকটি প্রেমের কবিতার' ৫, ৯, ১৩ সংখ্যক পাঁচটি সনেটের মিলবিন্যাস ঈষৎ ত্রুটিপূর্ণ। শেকস্‌পীরীয় অষ্টক ও পেত্রার্কীয় ষট্‌কের সমন্বয়ে তিনি 'কয়েকটি প্রেমের কবিতা'র ১, ১১, ও ১২ সংখ্যক সনেটত্রয় রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম দুটিতে আবর্তনসন্ধি

রয়েছে। এ ছাড়া শেকস্‌পীরীয় রীতিতে রচিত আটটি সনেটেও তিনি আবর্তনসন্ধি রচনা করে তাঁর পূর্বসূরীদের মত ক্লাসিকাল রোমান্টিক-রীতির সমন্বয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। উল্লিখিত দশটি সনেটে আবর্তনসন্ধি রচনায় তিনি দ্বিবিধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন :

১. পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ—বর্ষশেষ : ১, ২, ৩, ৫। কয়েকটি প্রেমের কবিতা : ৫, ৮, ৯, ১০, ১১।

২. কারণ থেকে কার্য—কয়েকটি প্রেমের কবিতা : ১।

আবর্তনসন্ধি বিশিষ্ট শেকস্‌পারীয় রীতির একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি :

তোমারে পাঠাই বন্ধু সম্মুখ সমরে।
অশ্ব গজ রথী সহ রণক্ষেত্রে যবে
সূর্যালোকে নগ্ন অসি স্ফুলিঙ্গ বিতরে,
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে ম্লান হলো তবে।
কাগজে রটাই ঠেসে যুদ্ধের বারতা—
কেমনে মোদের লাগি এ কাল সমরে
গিয়েছ তুমি হে বন্ধু। হয় কথকতা
নিধন হইলে রণে, নাটকীয় স্বরে।

এদিকে রহি হে দুর্গে (অতি নিরাপদে)
মুনাফা হিসাব করি শেয়ার বাজারে।
বন্ধুশোক নিবারিতে, শত্রু ধ্বংস মদে
পাঠাই দম্ভোলি তৃণ পুষ্পক বিহারে।
বিংশশতাব্দীর কথা শোন পুণ্যবান
সেই ধন্য নরকুলে যার বাঁচে প্রাণ।

[বর্ষশেষ—১]

সমাজ-সচেতন কবির কণ্ঠে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন মানব-চরিত্রের হীনম্মন্যতা তীব্র-ব্যঙ্গে এই কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। শেকস্‌পারীয় রীতির এই সনেটে অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধির অভিব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়।

১৪

সনেটে 'আধুনিক'-পর্বের কলাকৃতি

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনয়িতা মধুসূদন পেত্রার্কীয় সনেট-কলাকৃতিকে তাঁর কাব্যের মুখ্য বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে পরবর্তীকালে প্রতিভাধর কবির সাধনায় এই সনেট ইতালির সমকক্ষ হয়ে উঠবে। মধুকবির এই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। অবশ্য তাঁর পরবর্তীকালের কবিসমাজ শুধুমাত্র পেত্রার্কীয় রীতিতেই সনেটের পসরা সাজান নি। শেকস্পীরীয়, ফরাসি'ও অন্যান্য পরীক্ষা মূলক নানা রীতিতেও সনেট-চর্চায় উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শেকস্পীরীয় সনেট কলাকৃতির প্রবর্তন করেন। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে এই সহজিয়া সনেট-রীতিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে—আমরা যাকে বাংলা কবিতার 'আধুনিক' কাল বলে চিহ্নিত করেছি তার সূচনাতেই মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে পেত্রার্কীয় সনেট কলাকৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। এই পর্বে মোহিতলালের আগেই সুশীলকুমার দে ক্লাসিকাল মিলবিন্যাসে শতাধিক সনেট রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ধারার অধিকাংশ সনেটই আবর্তনসন্ধিহীন মিল্টনীয় সনেটের সগোত্র। মোহিতলাল কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পেত্রার্কান সনেট রচনায় এই রীতির অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপবিন্যাসে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সুতরাং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এই পর্বের পেত্রার্কীয় সনেট চর্চায় মোহিতলালের আদর্শ দিশারীর কাজ করেছে। এই পর্বে এই ধারার সনেট রচনায় সুরেন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, প্রমথনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, রাধারাণী, হুমায়ুন কবির, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, হেমচন্দ্র বাগচী, বিমলচন্দ্র, অশোকবিজয়, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ক্লাসিকাল সনেটের গঠন ও আভ্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে এঁদের সকলেই যে খুব সচেতন ছিলেন এমন নয়। অষ্টক ষট্‌কের বিভাগ এঁরা যদিও বহুল পরিমাণে রক্ষা করেছেন, কিন্তু অষ্টকের দুই চতুষ্ক ও ষট্‌কের দুই ত্রিকবন্ধের উপবিভাগ প্রায়শই অবহেলিত হয়েছে। অজিত দত্ত ছাড়া উল্লিখিত কবি-সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের ক্লাসিকাল-রীতির কিছু সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক স্থান দিয়েছেন। পেত্রার্কান সনেটের অন্তিমে মিত্রাক্ষর যুগ্মক

যোজনার প্রবণতা নিঃসন্দেহে শেকস্‌পীরীয় রীতির প্রভাবজাত। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন কবিদের রচনাতেও এই বিশেষ প্রবণতাটি লক্ষণীয়। শুধু গঠনের দিক থেকেই নয়, পেত্রার্কান সনেটের আভ্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে অর্থাৎ আবর্তনসন্ধি রচনাতেও 'আধুনিক'-পর্বের অধিকাংশ কবি পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। এঁদের এই ধারার কিছু সনেটে আবর্তনসন্ধি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা তুলনায় কম। অর্থাৎ ক্লাসিকাল সনেট রচনায় এরা বহিরঙ্গের মিলবিন্যাস সম্পর্কে যত সচেতন ছিলেন, ঠিক ততখানি সচেতনতা সনেটের গঠন ও আভ্যন্তর সঙ্গতি বিষয়ে ছিল না। অবশ্য এ বিষয়ে অজিত দত্ত উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ক্লাসিকাল সনেটের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপবিন্যাসে এই পর্বে মোহিতলালের পরে তিনিই সফলতম শিল্পী।

মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেবেন্দ্রমঙ্গলে'র সনেটগুচ্ছে প্রধানত শেকস্‌পীরীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি এই সহজিয়া সনেট রীতি প্রায় সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই পর্বের বিশিষ্ট কবি সুশীলকুমার ও জীবনানন্দ ছাড়া অন্য সনেটকারেরা কম-বেশি এই রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। বনফুল, মণীশ ঘটক, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি তো কেবল মাত্র শেকস্‌পীরীয় রীতিতেই সনেট রচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কীয়-শেকস্‌পীরীয় সনেট-সমন্বয়ের নতুন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। নবরোমান্টিক ও রবীন্দ্রানুসারী কোন কোন কবি রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে তাঁদের কিছু সনেটে এই দুই রীতির সমন্বয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে দ্বিবিধ উপায়ে। এক, পেত্রার্কান সনেটকে তিন চতুষ্ক ও অন্তিম পয়ারবন্ধে বিন্যস্ত করে। দুই, শেকস্‌পীরীয় সনেটে আবর্তনসন্ধি সৃষ্টি করে। এই পর্বের কবিদের প্রথম পর্যায়ের সমন্বয়ের কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের দুই-রীতির সমন্বয়-সাধক কবিরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়।

পেত্রার্কীয় শেকস্‌পীরীয় দুই রীতির সনেট-সমন্বয় প্রচেষ্টা থেকেই বাংলা সাহিত্যে এক ধরণের মিশ্র রোমান্টিক-রীতির সনেটের উদ্ভব হয়েছে। এই প্রকৃতির অষ্টকে শেকস্‌পীয়র-পন্থী চার মিল, চতুষ্কের মিলবিন্যাস কখনো সংবৃত্ত কখনো বিবৃত; ষট্‌কের মিল পেত্রার্কান, মিল সংখ্যা দুই বা তিন।

মধুসূদন অনুসারী কবি রাধানাথ ও রাজকৃষ্ণ এই রীতিতে সর্বপ্রথম কয়েকটি সনেট রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালের কবিরা এই রীতি সম্পর্কে খুব আগ্রহী না হলেও রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, জীবেন্দ্র দত্ত প্রমুখ কবি এই ধারায় দু' একটি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু 'আধুনিক'-পর্বে সুরেন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ বিশী এই রীতিতে অনেকগুলি সনেট রচনা করে এই মিশ্র রোমান্টিক রীতিকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট সনেট কলাকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন। এঁদের আগে পরে এই ধারার অনুবর্তন করেছেন মোহিতলাল, অপূর্বকৃষ্ণ, হুমায়ুন কবির, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে ও অন্নদাশঙ্কর।

বাংলা সাহিত্যে ফরাসি সনেট-আদর্শ প্রবর্তন করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। অবশ্য গঠনের দিক থেকে তা ভঙ্গ-ফরাসি সনেট। ফরাসি সনেট সম্পর্কে বাঙালী কবিরা কোন সময়েই খুব বেশি আসক্তি প্রকাশ করেন নি। বস্তুত ফরাসি সনেট বিষয়ে তাঁদের ধারণাও খুব পরিচ্ছন্ন নয়। ফলত এই ধারার সনেটের চর্চা বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। 'আধুনিক'-পর্বে প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে প্রমথনাথ বিশী রাধারাণী দেবী ও বিষ্ণু দে অল্প কয়েকটি ভঙ্গ প্রকৃতির ফরাসি সনেট রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে প্লেয়াদ কাব্যগোষ্ঠীর আদর্শে খাঁটি ফরাসি সনেট রচনা করেছেন মাত্র দু'জন কবি—প্রথমে বিষ্ণু দে ও পরে আশুতোষ ভট্টাচার্য।

এই পর্বের কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থের 'সনেট' শীর্ষক সনেটটি স্পেনসারীয় রীতিতে রচনা করে বাংলা সনেট সাহিত্যে নতুন একটি ধারা সংযোজিত করেছেন। মিলের বিচিত্র বেণীবন্ধনে রচিত স্পেনসারীয় সনেট-রীতি পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই তেমন গৃহীত হয় নি—বাংলা সাহিত্যেও নয়। বিষ্ণু দে-র এই সনেটটি সনেট-কলাকৃতি বিষয়ে বৈচিত্র্য-সন্ধানী কবি মানসের সার্থক প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের সাত পয়ারবন্ধে রচিত চতুর্দশীর আদর্শে রবীন্দ্রানুসারী কবিরা অজস্র সনেট-কল্প কবিতা রচনা করেছেন। 'আধুনিক'-পর্বের কবিরাও এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তবে এই পর্বের কোন কোন কবি সনেটের নব রূপনির্মাণে অভিনব পরীক্ষায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। সনেটের প্রথমে ষট্‌ক ও পরে অষ্টক যোজনা করে বুদ্ধদেব 'অসহনীয়' ও 'অপেক্ষা' এবং বিষ্ণু দে 'সে বলে' সনেট রচনা

করেছেন। এই দুজন কবির আরো কয়েকটি সনেটেও নতুন মিল-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। অভিনব গঠন ও মিলবিন্যাসের দিক থেকে মণীশ ঘটকের 'অহল্যা' সনেটটিও স্মরণীয়। এই সনেটটি ছ' পংক্তির দুই স্তবক ও মিত্রাক্ষর যুগ্মকে রচিত। প্রতি স্তবকের প্রথমে একটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদী ও পরে সংবৃত-মিলের একটি চতুষ্ক। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের এগারটি ও অজিত দত্তের 'রাঙাসন্ধ্যা' সনেটটি গঠন ও মিলবিন্যাসে সনেট সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সনেটগুলি তের্জারিমা পদ্ধতিতে রচিত। বুদ্ধদেবের 'ঋতুর উত্তরে' এবং বিষ্ণু দে-র 'এক ও অনন্য' সনেটদুটিতে তের্জারিমা মিলপদ্ধতি অনুসৃত না হলেও এই রীতির তিন চরণের স্তবকবন্ধে গঠিত।

সনেটের পংক্তি সংখ্যা নিয়েও এই পর্বের কয়েকজন কবি অল্পবিস্তর পরীক্ষা করেছেন। এই বিষয়ে বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে-র ষোল পংক্তিতে এবং অচিন্ত্যকুমার,অপূর্বকৃষ্ণ ও জগদীশ ভট্টাচার্যের আঠার পংক্তিতে সনেট রচনার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'আধুনিক'-পর্বের কবিরা পূর্বসূরীদের মত রীতি-নিষ্ঠ সনেট রচনায় পেত্রার্কীয় ৮+৬ ও শেকস্‌পীরীয় ৪+৪+৪+২ স্তবকবন্ধ ব্যবহার করেছেন। চতুর্দশ পংক্তির এক স্তবকবন্ধে এই দুই রীতির সনেটও এই পর্বে রচিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর আদর্শে ফরাসি সনেট রচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী রাধারাণী দেবী, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি ৮+২+৪ ও ৪+৪+২+৪ স্তবকসজ্জাও গ্রহণ করেছেন। সনেটের রীতি-সম্মত স্তবক গঠন ছাড়াও এই পর্বের অনেক কবিই বিচিত্র স্তবক গঠনে উৎসাহ দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকেই সনেটের বিচিত্র স্তবকসজ্জা লক্ষ্য করা গেছে। এই পর্বের কবিরা পূর্বসূরীর পথ ধরে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। মোহিতলাল,প্রমথনাথ বিশী-র ৫+৭+২,মোহিতলাল,প্রমথনাথ, রাধারাণীর ১২+২, মোহিতলাল, প্রমথনাথ বিশী-র ৪+৬+৪, মোহিতলাল, বনফুল, মণীষ ঘটক, বিষ্ণু দে-র ৬+৬+২, রাধারাণী-র ৪+১০, ৪+৮+২, প্রমথনাথ বিশী, বিষ্ণু দে-র ৬+৮, প্রমথনাথ বিশী-র ১০+৪, বুদ্ধদেবের ৩+৩+৪+৪, ৪+৩+৩+৪, ৪+৩+৪+৩ এবং বিষ্ণু দে-র ৮+১+২+৩, ৮+৫+১, ৭+৭, ৯+৫, ২+২+৬+৪, ৫+৪+৪+১ স্তবকসজ্জা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক।

'আধুনিক'-পর্বের কবিরা বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকার করে পূর্বসূরীদের মত প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই সনেট রচনা করেছেন। বাংলা সনেটের আদি কবি মধুসূদন তাঁর সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন। সনেটের নিটোল বিন্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও পরবর্তীকালের অধিকাংশ কবিই ছিলেন এই ছন্দের প্রয়োগে কুণ্ঠাহীন। 'আধুনিক' কালের সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহার আরো ব্যাপক। অবশ্য এই পর্বে মোহিতলাল, অজিত দত্ত প্রমুখ কবি সনেটের সংহত গঠনের কথ স্মরণ করে প্রবহমাণ ছন্দ ব্যবহারে যথেষ্ট সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। মধুসূদনের সনেটের পংক্তির অক্ষর সংখ্যা ছিল চৌদ্দ। 'প্রাক্-আধুনিক' কালের কবিরা এই বিষয়ে প্রধানত মধুকবির পথানুসারী। রবীন্দ্রনাথ ও নব-রোমান্টিক পর্বের কবিসমাজ সনেটে আঠার মাত্রা ব্যবহারের পথ প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অনেকেই সনেটে অষ্টাদশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। 'আধুনিক'-পর্বের কবিরা সনেটের সংহত গঠনে ভাববিকাশের অধিকতর সুযোগ গ্রহণের জন্য এই ছন্দকেই বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চতুর্দশ মাত্রার ব্যবহারও এই পর্বে নিতান্ত নগণ্য নয়। সুশীলকুমার ও প্রমথনাথ বিশীর প্রায় সমস্ত সনেটই চতুর্দশ অক্ষরে রচিত। আবার এই পর্বের কোনো কোনো কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে ছাব্বিশ মাত্রা পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছেন। জীবনানন্দের সমস্ত সনেটই বাইশ কিংবা ছাব্বিশ মাত্রায় রচিত। এছাড়া অপূর্বকৃষ্ণ, হুমায়ুন কবির, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র প্রমুখ কবির কিছু সনেটে বাইশ থেকে ছাব্বিশ মাত্রার প্রয়োগ লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য এত দীর্ঘ পংক্তিতে সনেট রচনা করলে ভাববন্ধন শিথিল হতে বাধ্য। উল্লিখিত কবিদের সনেটেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি।

বুদ্ধদেবের 'স্মৃতির প্রতি-৩' ও 'আটচল্লিশের শীতের জন্য-৩' এবং বিষ্ণু 'দে-র সনেট' দশ মাত্রা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'জোনাকি'র সনেটগুচ্ছে আট থেকে এগার মাত্রার প্রয়োগও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সনেটে ছন্দের পরীক্ষা হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সনেটে এই পরীক্ষা তেমন সুখকর হয় নি। যেমন হয় নি বুদ্ধদেব বিষ্ণু দে-র কিছু সনেটে অসমমাত্রিক চরণ যোজনা।

রবীন্দ্রানুসারী কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রনাথ পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি সনেট চটুল স্বরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছিলেন। এ দের

পথ ধরেই এই পর্বে বনফুলের 'পরশুরামের শেষ উক্তি' এবং বুদ্ধদেবের 'প্রেমিকের গান' ও 'এক তরুণ কবিকে' সনেটত্রয় স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই পর্বের অনেক কবি আবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও জগদীশ ভট্টাচার্য অনেকগুলি সনেট লিখেছেন এই ছন্দে। এ ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ, রাধারাণী, অপূর্বকৃষ্ণ, অজিত দত্ত, মণীশ ঘটক, বিষ্ণু দে, সাবিত্রীপ্রসন্ন, কালীকিঙ্কর প্রমুখ কবির দু' একটি সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই রচিত। এই ছন্দের ধীর লয় যে সনেটের ভাবগাম্ভীর্য ও সংহত বিন্যাসের উপযোগী নয়, এই ছন্দে রচিত এঁদের সনেটগুলিই তার প্রমাণ। এই পর্বে সনেটের ছন্দ, মাত্রা ও পংক্তি-মাপের এত বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে রয়েছে সদা কৌতূহলী বৈচিত্র্য-বিলাসী কবিমানসের নিত্য-নতুন সৃষ্টিলীলা।

'আধুনিক'-পর্বের অনেক কবিই পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে মোহিতলাল, সুরেন্দ্রনাথ, সুশীলকুমার, বনফুল, জীবনানন্দ, প্রমথনাথ বিশী, রাধারাণী, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে শতাব্দীকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলা সনেট সত্য সত্যই 'মানবহৃদয়ের বর্ণমালা'য় পরিণত হয়েছে। এখন এর বিষয় বৈচিত্র্যের অবধি নেই। শুধু বিষয় বৈচিত্র্যই নয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধেরও বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে সনেটের নব-নব রূপায়ণে। 'আধুনিক'-পর্বের বস্তুবাদী জীবনচেতনা, নাস্তিবাদী জীবনদর্শন, যুগ মানসের জটিলতা, সংশয়, নিরাশা, নগরকেন্দ্রিক মনোভাব, সাম্যবাদী রাজনৈতিক চেতনা, বিজ্ঞানচিন্তা এবং একই সঙ্গে প্রেম-প্রকৃতি ও আত্মগত কবিকণ্ঠের নিমগ্ন উচ্চারণ সনেট-কলাকৃতির মাধ্যমে অনায়াসে প্রকাশিত হয়েছে। রেনেসাঁস-উত্তরকালে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে কাব্যচিন্তার নানা পট-পরিবর্তন ঘটেছে এবং কাব্য-কলাকৃতিরও নানা বিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সনেট কোন পর্বেই পরিত্যক্ত হয় নি। বাংলা সাহিত্যেও সনেটের বয়স একশ' বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কালসীমায় বাংলা কবিতার ঋতুবদল হয়েছে বারে-বারে। কিন্তু কাব্য-কলাকৃতি হিসাবে সনেটের সমাদর আজো অবিচলিত। বস্তুত বাংলার রূপদক্ষ কবিসমাজের কাছে সনেট-কলাকৃতি যে স্বীকৃতি ও সমাদৃতি লাভ করেছে অন্য কোন কাব্য-কলাকৃতিই তা করে নি।

মধুসূদন ইতালির কাব্য-কানন থেকে সনেট-রূপী বিদেশি ফুলের চারাটি

বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে রোপণ করেছিলেন। গাঙ্গেয় পলিমাটির দেশের অনুকূল আবহাওয়ায় একশত বৎসরের অধিককাল ধরে তা লালিত ও সংবর্ধিত হয়েছে। ইতালীয়, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন ধরণের ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির অনুসরণে যেমন বাংলা সনেটসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে; তেমনি আমাদের দেশেও নানা মিশ্র রীতির উদ্ভব ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার নানা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু এই নানা রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যেও ক্লাসিকাল পেত্রার্কান সনেটই আভিজাত্যে ও কৌলীন্যে অতুলনীয়। তাই বাংলা দেশের একশ' বৎসরের শ্রেষ্ঠ সনেটকারগণ স্বভাবধর্মে বৈচিত্র্য-বিলাসী হয়েও বারবার এই ঘনপিনদ্ধ কলাকৃতির প্রতিই তাঁদের অনুরক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. স্মরগরলে 'রুপার্ট ব্রুক' 'শিরোনামায় ৬টি সনেট সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে '৩' ও '৪' সংখ্যক সনেট দুটি ব্রুকের দুটি সনেটের অনুবাদ বলে এ দুটিকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি।

২. এই নয়টি নতুন সনেট হলো: প্রণয়ভীরু, বিবাহ মঙ্গল, দুর্গোৎসব ২টি, শিশিরকুমার, প্রেম, কবির প্রেম, স্মরণ ও মরণ।

৩. সম্প্রতি ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অটোগ্রাফ খাতা থেকে মোহিতলালের দুটি নতুন মৌলিক সনেট আবিষ্কৃত হয়েছে। 'দোপটী'-শিরোনামায় রচিত এই সনেটদুটির প্রথমটি শেকস্‌পীরীয় দ্বিতীয়টি পেত্রার্কান। দ্র' কবি ও কবিতা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৭-১০৮।

৪. মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) বাংলা সনেট, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২।

৫. তদেব, পৃঃ-১৫৩

৬. বারটি সনেট মাত্র ভিন্ন বিষয়ী। এগুলি বিষয়ানুসারে তিন পর্যায়ে বিভক্ত: ক. তত্ত্ব: প্রগতি, মূক, ক্রন্দন, সম্মোহ, নিবেদন, বন্দীদেবতা, দুর্ভাগা, সমাপ্তি। খ. প্রকৃতি: কালবৈশাখী, পূর্ণিমা, হ্রদ। গ. সারস্বতকথা: চতুর্দশী।

৭. 'শতপর্ণী'র অকস্মাৎ, অন্বেষণ-১, ২, অসময়ে, প্রগতি, নিষেধিকা, চিঠি-১, ২, কালবৈশাখী, পুনরায়, হাসি, পলাতকা, অনুশোচনা, স্মরণ ও নিস্তরঙ্গ এই পনেরটি সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

৮. বৈজয়ন্তী ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের 'জোনাকি' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থটি কোথাও খুঁজে পাই নি বলে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় নি।

৯. ক্ষণদীপিকার ৮, ১২, ২০ ও ৩৫ সংখ্যক সনেট-চতুষ্টয় এই গ্রন্থের নতুন সংযোজন।

১০. জগদীশ ভট্টাচার্য—'সুশীলকুমার দে'; কবি ও কবিতা ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ. ১০৩

১১. তাঁর 'দীপালি' কাব্যগ্রন্থের ২১টি সনেট ভিন্ন বিষয়ী। ক. প্রকৃতি : ৯৫-৯৯। খ. তত্ত্ব : ৭৮-৮১,৮৪,৯২,৯৪,১০০,১০৬-১১১,১১৪। গ. সারস্বত কথা : ৬৯।

১২. "পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।"—অশোকানন্দ দাশ, ভূমিকা, রূপসী বাংলা।

১৩. 'প্রাচীন পারসীক হইতে' সনেটগুচ্ছের প্রকাশকাল যদিও ১৯৬৮ তবু এই গ্রন্থকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি কারণ এই পর্যায়ের কবিতাগুলি ১৯৬০-এর আগেই লিখিত এবং সাময়িকপত্রে প্রকাশিত। প্রসঙ্গত কবির উক্তি স্মরণীয়—"এই প্রসঙ্গে মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে প্রাচীন আসামী হইতে ইহার সমপর্যায়ভুক্ত কবিতা।" প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা; প্রাচীন পারসীক হইতে।

১৪. অজিত দত্ত—অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা; পৃ ।৶

১৫. 'পাতালকন্যা'র ইতালি থেকে অনূদিত 'জনগণ' ও ১৯৬০-এর পরে লিখিত ও প্রকাশিত কবিতাসংগ্রহের 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'অভিনায়িকা' সনেট তিনটি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। এ ছাড়া 'পুনর্ণবা' কাব্যগ্রন্থটি দেখার সুযোগ হয় নি, 'কবিতাসংগ্রহে' এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এগারটি সনেট আছে; মূলগ্রন্থে এ ছাড়া অন্য কোন সনেট থাকলে তা আমাদের আলোচনায় বহির্ভূত রয়েছে।

১৬. ‘বন্দীর বন্দনা’র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য। কবি লিখেছেন : “বন্দীর বন্দনার দ্বিতীয় সংস্করণে ‘ক্ষণিকা’ ও ‘মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান’ নামে দুটি কবিতা ও গুন্‌তিতে ষোলোটি সনেট নতুন যোগ করা হলো। বইয়ের পাতায়, কোনো কোনোটি ছাপার অক্ষরে নতুন দেখা দিলেও রচনার তারিখ হিসেবে এরা পুরানো। ১৯২৬ থেকে ’২৯ এর মধ্যে লেখা, অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলির সমসাময়িক। ব্যতিক্রম শুধু ‘বিবাহ’, যেটি লেখা হয় ১৯৩৩-এ।”

১৭. এই সময় কবি বোদ্‌ল্যারের প্রচুর কবিতা অনুবাদ করেছেন। সুতরাং তাঁর এই পর্বের কবিতায় বোদ্‌ল্যারের ভাব ভাষার প্রভাব নিতান্ত আকস্মিক নয়।

১৮. প্রসঙ্গত The Oxford Book of French Verse কাব্য সংকলনে Edouard-Joachim (1845-1875) এর ‘Le Crapaud’ সনেটটি দ্রষ্টব্য। পৃঃ-৪৮৫

১৯. ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (২য় সং) পৃ ১৪৫

২০. মিল্টনের ‘Because you have thrown of your Prelate Lord’ সনেট দ্রষ্টব্য।

২১. এই বাইশটি সনেট হলো : ১৪/১৮ মাত্রা—কোনো কুকুরের প্রতি। ১৮/২০ মাত্রা—দুইপাখি, ঘর। ১৮/২২ মাত্রা—নির্বাসন, রবীন্দ্রনাথ, কেন, কবি : তাঁর ক্ষমতার প্রতি, মিল ও ছন্দ, অসহনীয়, কর্কট-ক্রান্তি, অপেক্ষা, না-লেখা কবিতার প্রতি-২, ৩, ঋতুর উত্তরে, মধ্য সমুদ্রে, স্টিল লাইফ, ল্যাণ্ডস্কেপ, আটচল্লিশের শীতের জন্য-১, ২। ১৮/২৬ মাত্রা—সনাতন সংঘর্ষ, মরুপথ। ২০/২৬ মাত্রা—স্মৃতির প্রতি-১।

২২. ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃঃ ৩২৬

২৩. নিম্নলিখিত চারটি সনেট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত : পূর্বলেখ : বৈকালী-৩। সাত ভাই চম্পা : সংসার। আলেখ্য : সে বলে, এ যুগের সংলাপ-৭।

২৪. হুমায়ুন কবিরের একটি সনেট সংকলনের নামও ‘অষ্টাদশী’। কিন্তু তাঁর গ্রন্থটি জগদীশ ভট্টাচার্যের ‘অষ্টাদশী’র পরে প্রকাশিত।

২৫. ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ৩৮৯। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ডঃ শিশিরকুমার দাশও তার ‘চতুর্দশী’ গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে ‘অষ্টাদশী’কে সনেট-সংকলন বলে চিহ্নিত করেছেন।

নির্দেশপঞ্জী

ব্যক্তিনাম

অক্ষয়কুমার বড়াল ১৩৩, ১৬৭, ১৭৭-৮৬,২০১,২০৪,২২৯,২৭৬
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩৬৩,৩৭৪,৩৮১
অজিত দত্ত ৩০১,৩২৯-৩৭,৩৪৩,৩৪৬,৩৭৮-৮০,৩৮২-৩,৩৮৫
অন্নদাশঙ্কর রায় ৩৬৪,৩৮০
অপরাজিতা দেবী ৩২২
অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৩৬৫-৭,৩৭৪,৩৮০-৩
অমিয় চক্রবর্তী ৩৯,৬৬,২১৪,২৭৮,২৭৯,৩০১,৩১৯-২২
অশোকবিজয় রাহা ৩৬৮-৯,৩৭৮
আলমামুন ৩
আশুতোষ চৌধুরী ১২৭,১৪৯
আশুতোষ ভট্টাচার্য ৩৭১-৪,৩৭৮,৩৮০-৩
ইন্দিরা দেবী ৩৯
ওমর খৈয়াম ২৬১
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭০
কলেজবয় ৩৭৫
কাদম্বরী দেবী ১৪৬
কান্তিচন্দ্র ঘোষ ২৫৯-৬১,২৭৬
কামিনী রায় ১৬৭,১৮৬-৯৮,২০১,২০৫
কালিদাস রায় ২৬১-২
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৩৬০,৩৮৩
কিরণচাঁদ দরবেশ ২৭০, ২৭৯
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ২৬৯
কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ১৫০
গিরিজানাথ মুখো ২২৯-৩০,২৭৬
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৯৮
গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৬৭-৭৮,২০১,২০৪,২৭৬,৩৮০
গৌরদাস বসাক ৭৩,৭৪,৮৫,৯৫,১০২
চঞ্চলকুমার চট্টো ৩৭৬-৭,৩৭৯,৩৮৩
চিত্তরঞ্জন দাস ২৩১-৫,২৭৬,২৭৭,২৮৪
জগদীশ ভট্টাচার্য ১৮-২০,৩০,৯৯,১০৪,১৩৭,১৩৮,১৪৭,১৪৯,২২২,২৭৯,২৯৯,৩২৬,৩৭৪-৬,৩৮১,৩৮৩,৩৮৫-৬
জীবনানন্দ দাশ ৩০১-৬, ৩৩০, ৩৪৩,৩৬৭,৩৭৮-৮৩
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ২৫৭-৮,২৭৬,৩৮০
জীবেন্দ্র সিংহরায় ১০৫,১২১
দেবকুমার রায়চৌধুরী ২৭১
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৩০,১৫০-৬৭,১৭৮,২০১,২০৩,২৭৬,২৯০,৩৭৩
দীপ্তি ত্রিপাঠী ৩৪৪,৩৪৯,৩৮৬
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৯
ধীরেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী ২৭২
নগেন্দ্রনাথ সোম ৭৩,৯৮,১০২
নগেন্দ্রবালা সরস্বতী ১৯৯,২০০
নজরুল ইসলাম ২৮১,৩৫৯
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৩৬৭
নবকৃষ্ণ ঘোষ ২০৭-১০,২৭৬
নবীনচন্দ্র সেন ১০৭

নিরুপমা দেবী ২৬৬-৮,২৭৬
নীলরতন সেন ১০৪, ১০৫
পুলিনবিহারী সেন ৬৬,২৭৮
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ২৬৯
প্রমথ চৌধুরী ১৫, ৩১, ৩৯, ২১১-২৫, ২৫৩-৪,২৫৯-৬০,২৭৪-৯,৩০২,৩১১, ৩২৪,৩৫১,৩৭২,৩৮১
প্রমথনাথ বিশী ৩০৬-১৩,৩৭৮,৩৮০-৩
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২৩৭-৪২,২৫৫, ২৭৬-৭,৩৭৯,৩৮১-২
প্রিয়নাথ সেন ২২,২১৮
প্রিয়ম্বদা দেবী ২৩৬-৭
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩০১,৩৫৯
বঙ্কিমচন্দ্র ৯১,২১০
বলাইচাঁদ মুখো (বনফুল) ৩৬০-২, ৩৭৯,৩৮১-৩
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৯,২৮০
বিদ্যাসাগর ৭২-৩,৮৪,১০২
বসন্তকুমার চট্টো ২৬৩-৪,২৭৭,২৮৪
বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার ২৬৯
বিবেকানন্দ মুখো ৩৬৪-৫,৩৭৯
বিমলচন্দ্র ঘোষ ৩৬১-৭২,৩৭৮,৩৮২
দে ৩০১,৩৪৯-৫৯.৩৭৪,৩৭৮-৮৩
বিহারীলাল চক্রবর্তী ৯৯,১৭৭
বুদ্ধদেব বসু ৬৬,৯০-১,১০৬,৩০১,৩০৪, ৩২৯,৩৩৭-৪৮,৩৫৭,৩৬৭,৩৭৪, ৩৭৮,৩৮০-৩
ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ২৪২-৭,২৭৬-৭
ভোজরাজ ১৪৭
মনীশ ঘটক ৩৬২-৩,৩৭৯,৩৮১
মধুসূদন ৬৯-১১০,১১৩-৬,১১৯-২০,১২২, ১৩১,১৪১,১৪৩, ১৪৮, ১৫০, ১৬২, ১৭৪,১৭৭,১৮২,১৮৪-৭,১৯৬,২০১, ২০২,২০৬,২২৭,২৮৮, ২৯৭, ৩১০, ৩১৩,৩১৪,৩১৮,৩৮১,৩৮৩
মানকুমারী বসু ১৯৮
মৃণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ২৭১
মোহিতলাল মজুমদার ৮৮,১০৫,১২৬, ১৪৩,১৪৯-৫০,১৬৪,২০৩,২৮১-৯২, ২৯৭,৩০০,৩১৪,৩১৮,৩৩৬,৩৬২, ৩৭১,৩৭৩,৩৭৮,৩৮০-১,৩৮৩-৪
মৃণালিনী দেবী ১৯৮
রজনীকান্ত সেন ২০৬-৭
রবীন্দ্রনাথ ৩৯,৯০,৯৯,১০০,১২২-৫১, ১৫৮-৯,১৬১-২,১৬৯,১৭২,২০১-২, ২০৬,২০৯,২২৬ ২২৯,২৩১,২৩৭-৮, ২৪০,২৪৩-৪,২৫১,২৫৭,২৬৫,২৬৭-৭১,২৭৫,২৭৭,২৯৭,৩০৭,৩১০,৩২৫ ৩৭৮-৮০,৩৮২
রমণীমোহন ঘোষ ২৪৭-৯,২৭৬
রসময় লাহা ২২৫-৯,২৭৬-৭
রাজকৃষ্ণ রায় ১১৫-২০, ১৩১, ২৩৭, ২৯৩, ৩৮০
রাজনারায়ণ বসু ৬৯,৭২
রাজশেখর ৫৪
রাধানাথ রায় ১১০-১৫,১১৮,১২০, ১৩১,২৩৭,২৯৩,৩৮০
রাধারাণী দেবী ৩২২-৬,৩৬২,৩৭৮ ৩৮০-৩
রামদাস সেন ১০৯-১০, ১২০-১

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৮১
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৭৩,২৭৬-৭
যুবনাশ্ব ৩৬২
যোগীন্দ্রনাথ বসু ১০২
শশাঙ্কমোহন সেন ৯৬,১০৬
শিশিরকুমার দাশ ১৬৮, ২০৪,৩৮৬
সজনীকান্ত দাস ৩৬২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২১১,২১৪,২৫১-৬,
  ২৭৬-৮,২৮৮,৩৮০,৩৮২
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৩০১
সমর সেন ৩০১,৩৫৯
সরলাবালা দেবী ২৬৯
সরোজকুমারী দেবী ২৪৯-৫১
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টো ৩৫৯-৬০
সুকুমার সেন ৯৯,১০২,১০৬-৭,১২১,
  ১৯৬,২০৫,২৮০,৩৭৪,৩৮৬
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৯০,৩০১,৩১৩-১৯,৩৭৮
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬৯
সুধীরকুমার সেন ১৯৬
সুরমাসুন্দরী ঘোষ ২৬৯
সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৯১-৬,৩১২,৩১৮,
  ৩৭৮-৮০, ৩৮২-৩,৩৮৫
সুশীলকুমার দে ২৯৭-৩০০,৩৭৯,
  ৩৮২-৪
সৌরীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ২৬৯
হারুণ-অল রসিদ ৩
হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ১৬৭
হেমচন্দ্র বন্দ্যো। ১০৭,১৫০,১৮৬
হেমচন্দ্র বাগচী ৩৬৭,৩৭৮
হেমেন্দ্রলাল রায় ২৬৪-৬
হেমলতা দেবী ২৬৯
হুমায়ুন কবির ৩২৬-৯,৩৭৮,৩৮০,৩৮২

Alamanni ২৭
Alberti, Leon Battista ২৬
Alexander, William ৫২
Alfieri ২৭
Ariosto, Lodovico ২৭
Arnold, Matthew ৬২
Arvers, Felix ৪২
Ayres Philip ৬০
Baif, Antoine de ৩৫, ৩৭
Bardi, Simone de ৬
Barbier, Auguste ৪২
Barnes ৫২
Barnfield ৫২
Baudelaire ৪৩, ৩৪২,৩৮৬
Beatrice ৬
Bellay, Joachim Du ৩৪, ৩৬,
  ৩৭, ৫২, ৩৫২,
Belleau, Remy ৩৪, ৩৬
Bembo, Pietro ২৭
Benserade ৫২
Bertaut, Jean ৪২
Berni, Francesco ২৭, ৩৪৫
Beuve-Sointe ৪২
Boccaccio ৪, ২৪

Boiardo ২৬
Brereton, Geoffrey ৩৯
Bridges, Robert ৬২
Brook, Rupert ৬৩
Browning, Elizabeth ৬২
Browning ৫৪
Buonarroti ২৭
Carducci ২৭, ৩৪৫
Cariteo, Il ২৬
Casa, Giovanni della ২৭, ৫৯
Cavalcanti, Guido ৫
Cazamian ৩৬,৪১, ৬৫-৬
Cecero ৮
Ceppede ৪১
Coleridge ৬১
Colonna ২৭
Collins, William ৬০
Colon, Genny ৪২
Companella ২৭
Constable ৫২
Corazzini ২৭
Corneille ৪২
Cowper ৬০
D' Ancona ২
Daniel ৫২, ৫৭
Dante ৪, ৬, ২৭, ১৪৭
D' Arezzo ৫
D' Annunzio ২৭
D' Aubigne ৪১
D' Este ২৬
Desportes ৩৯
Donne ৫২
Donzella ৬
Dorat, Jean ৩৪-৫
Drayton ৫২
Drummond ৫২
Durant, Will ৯, ১০, ৩১
Fiammetta ২৪
Ferrara ২৫
Fletcher ৫২
Frederick ৪
Edward, Thomas ৬১
Gambara ২৭
Gareth ২৭
Gascoigne ৬৬
Gemignano ১৬২,৩৭৩
Grey ৬০
Griffin ৫২
Guinizelli ৫
Hardy, Thomas ৬২
Havens ৬০
Hemar, Enid ১৮, ৩২, ৫৬, ৬৭-৮
Heredia ৪০
Heroet ৩৪
Honigmann ৫৯, ৬৮
Hueffer, Francis ১৬
Jodelle ৩৫, ৩৬
Kastner ৫২
Keats ৬১
Labe, Loiuse ৩৪

Laura ৮, ১০
, Sidney ২৩, ৩২, ৩৩,৩৫,৩৭, ৩৯, ৪৪-৫, ৫২, ৫৭, ৬৫, ৬৭, ২১৫
gouis ৪৫, ৬৬
Lentino ৪
Lever, J. W. ২, ১৪, ১৬, ২৮, ৪৮-৯, ৫৩-৪, ৬৬
Lisle ৪৩
Lodge ৫২
Lucas ৫
Maggi ২৭
Magno ১৭
Magny ৩৪, ৩২১
Malherbe ৪১-২
Mallarme ৪৩
Marino ২৭
Marot, Clement ৩৩, ৫২
Medici ২৬
Metastasio ২৭
Milton ১৭, ২৫, ৫৭-৬০, ৬৩, ৭৫, ৮৬, ৮৯, ২৯৮, ৩০৪, ৩১৫, ৩৪৫
Minturno ২৫
Moliere ৪২
Molza ২৭
Muir ৪৬
erval ৪২-৩
astorini ২৭
attison, Mark ১৫, ২৮, ৫৭-৮ ৬০, ৬৪, ৬৭
egny ৪৪
Percy ৫২
Petrarca ৪, ৭-২২, ৩৩, ৪৬-৭, ৪৯, ৫০, ৭৫, ৭৮-৯, ৮৫, ৮৮, ৯৬, ১৪৬, ১৫৬, ২৮৫, ৩০০, ৩৪৯
Petrucci ২৬
Pistoia ৭
Pound, Ezra ২,২৮
Prato ৮
Pucci ২৬, ৩৪৫
Puttenham ৪৫
Quattrocento ৪৬
Read, Herbart ২১
Regnier ৪১,৪৩
Rimbaud ৪২
Ronsard ৩৪-৮,৪১, ৩৫১
Rossetti, Christina ৬২
Rossetti, D.G. ৬, ৬২
Rowse, A. L. ৫৫, ৬৭
Sade, Abbe de ৯
Saint-Gelais ৩৪
Saintsbury ৪৯, ৫৬, ৬৪, ৬৬-৭
Sannazzaro ২৭
Seneca ৮
Shakespeare ৪৯, ৫৩-৭, ১৬২, ৩৪৯
Sharp, William ৫৬
Shelley ৬১
Sidney, Philip ২৬, ৫০-১, ১৫৬
Smart ১৭, ৩১, ৫৯, ৬৮
Smith ৫২

Spenser ৫২-৩,৩৪৯
Sponde ৪১
Surgeres ৩৫
Surrey ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫৩
Swinburne ৬২
Symonds ৪
Tasso, Bernardo ২৭
Tasso, Torquato ২৫, ২৭
Tansila ২৭
Thomson, E. ১০৫
Thomson, J. ৬০
Tofte ৫২
Tyard ৩৫-৬
Uberti ২৪, ২৫, ৩৭, ৪৭, ১৫৬, ২৯৮, ৩১৫, ৩৩২
Valery ৪৩
Vigne ৪
Virgil ৮
Voiture ৪২
Watts-Dunton ১৬-৭
Warton ৬০
Whitefield ৫, ৩০
Wilkins ১-৫, ৯, ২৭, ৩০
Wordsworth ৬০-১, ৬৪, ১৩০
Wyatt ৪৫-৮, ৫১, ১৫৬, ৩১৫
Zappi ২৭